তরীকুল ইসলাম

তরীকুল ইসলাম

প্রথম ভাগ

(১ম -৭ম অধ্যায়)

* এস্তেঞ্জা ও গোসলের মাসয়ালা * অজুর বিস্তারিত মাসয়ালা * তায়াম্মুমের বয়ান * নামাজের বিবরণ * আজানের বয়ান * নামাজের পোষাক ও অন্যান্য মাসয়ালা * যে সকল কাজে নামাজ ফাসেদ হয় বা হয় না তাহার বিবরণ।

সংকলনে ঃ
মাহবুবে ছুবহানী, কুতুবে রাব্বানী,
মুহিয়ে সুন্নত, দাফেয়ে বেদ্‌আত, রাহবরে মিল্লাত,
মোজাদ্দিদে যমান, আমীরে শরীয়ত ও তরীকত, আলহাজ্জ
হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ
ছাহেব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রাপ্তিস্থান

ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী

পোঃ দারুচ্ছুন্নাত, উপজেলাঃ নেছারাবাদ, জেলাঃ পিরোজপুর।

দু'টি কথা

আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে বিস্তারিত মাসয়ালা-মাসায়েল সম্বলিত "তরীকুল ইসলাম" কিতাবখানি আজ বাংলাদেশের সর্বত্র পরিচিত। এই কিতাব হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া লক্ষ লক্ষ মুসলমান পূর্ণাংগভাবে নামাজ রোজা আদায় করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। এই কিতাবখানি একদিকে যেমন দীনদার মুসলমানগণের ঘরে ঘরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তেমনই অপর দিকে মাদ্রাসা, মসজিদ, পাবলিক লাইব্রেরী ও ইসলামী পাঠাগার সমূহেও ইহা ইসলামী মাসয়ালা মাসায়েলের নূর বিকিরণ করিতেছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ!

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন বাংলার মুসলমানগণ অশিক্ষা ও কুশিক্ষার শিকার হইয়া দিনে দিনে ইল্‌ম ও আমলে গরীব হইয়া পড়িতেছিল, দেশে শির্‌ক ও বিদ্‌য়াত প্রসারতা লাভ করিতেছিল তখন সেই সায়লাব হইতে মুসলমানগণকে রক্ষা করিবার জন্য আল্লাহর ওলী ফুরফুরা শরীফের আ'লা কুতবুল ইরশাদ, মোজাদ্দিদে যমান, পীরে কামেল হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী (রহঃ) এর দোয়া, এজাজত ও খিলাফাত প্রাপ্ত ছারছীনা শরীফের মুজাদ্দিদে যমান, পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহঃ) ইল্‌মে তরীকতের তা'লীমের জন্য খানকা এবং জাহিরী ইলমে তা'লীমের জন্য মাদ্রাসা সমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিকের আলোচনাসহ কিতাব প্রণয়ন করার কাজেও হাত দেন। তাঁহার লিখিত সেই সকল কিতাবের মধ্যে এই "তরীকুল ইসলাম" একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ। শিক্ষিত এবং স্বল্প শিক্ষিত সকলেই যেন মাসয়ালাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে পারে এই জন্য তিনি প্রশ্নোত্তরে কিতাবখানি সংকলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এই কিতাবের এগারটি খন্ড প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার ইন্তিকালের পর পীরে কামেল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী আবু জা'ফর মুহাম্মদ ছালেহ (রহঃ) কিতাবখানিকে পূর্ণতায় পৌছানোর কাজে হাত দেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইহার মোট ১৫টি খন্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার বিসালের পর বর্তমান পীরে কামেল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ ছাহেব আরো পূর্ণতায় পৌছানোর কাজে হাত দেন। তাই আল্লাহর মেহেরবানীতে বর্তমানে সাদা ও নিউজ কাগজে আধুনিক পদ্ধতিতে মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হইল।

এই কিতাব সংকলনের সময় মরহুম পীর ছাহেবদ্বয় ও বর্তমান পীর ছাহেবের কতক সংগী ইহার পান্ডুলিপি তৈরি করণে, মুদ্রণ ও প্রকাশনের ব্যাপারে সহযোগী ছিলেন। আমরা তাহাদের এই নেক কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

বর্তমান পাঠকগণের রুচির দিকে খেয়াল করিয়া আমরা উপরোক্ত ১৫টি খন্ডকে দুই ভাগে সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহাতে মাসয়ালাগুলিতে কোন পরিবর্তন হয় নাই। তবে পূর্বেকার খন্ডগুলিকে 'অধ্যায়' নামে নামকরণ করা হইয়াছে।

এই সংস্করণে আমরা আগের কিছু কিছু শব্দের ছাপার ভুল সংশোধন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। সহৃদয় পাঠকবর্গের সুপরামর্শ লইয়া ভবিষ্যতে আমরা এই কিতাবকে পূর্ণতায় পৌছাইবার ইচ্ছা পোষণ করি।

মরহুম দাদা পীর ছাহেব এই কিতাবখানি সম্পাদন করিয়া ছারছীনার আলিয়া মাদ্রাসায় ওয়াক্‌ফ করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যতেও এই কিতাবের সংযোজনগুলি উক্ত মাদ্রাসার জন্যই ওয়াকফ থাকিবে।

বিনীত - প্রকাশক

সূচীপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় (অজুর বিস্তারিত মাসয়ালা)

তৃতীয় অধ্যায় (তায়াম্মুমের বিস্তারিত মাসয়ালা)

চতুর্থ অধ্যায় (নামাজের বিস্তারিত বিবরণ)

পঞ্চম অধ্যায় (আজানের বয়ান)

ষষ্ঠ অধ্যায় (নামাজের বিস্তারিত মাসয়ালা)

সপ্তম অধ্যায় (নামাজ ফাছেদ হওয়া না হওয়ার বিবরণ)

প্রথম অধ্যায়

এস্তেঞ্জা ও গোসলের মাসয়ালা

এস্তেঞ্জার বয়ান

প্রশ্নঃ- হুজুর! "এস্তেঞ্জা" কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- মলদ্বারের বহির্গত জড়িত মল ও মুত্রনালস্থে স্খলিত প্রস্রাব এবং মুত্রনালীর অগ্রভাগের নাপাকী দূর করতঃ পবিত্র হওয়াকে এস্তেঞ্জা বলে। (দুররুল মোখতার)

প্রশ্নঃ- বাহ্য করিয়া এস্তেঞ্জা করা কি?

উত্তরঃ- বাহ্য করিয়া কুলুখ ও পানি দ্বারা পরিষ্কার হওয়া ছহি রেওয়ায়েত মতে সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ। (শামী, আলমগীরি, ফতহুল কাদির, মোলতাকাল আবহুর, শরম্বালালিয়া, মাজ মাউল আনহুর, জওহারাতুন নাইয়ারা প্রভৃতি কিতাব)

প্রশ্নঃ- স্ত্রী পুরুষ সকলের জন্যই কি এইরূপ এস্তেঞ্জা করা সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ?

উত্তরঃ- জওহারাতুন্নাইয়ারা, শরহে বেকায়া ও শামী কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে,, মল ত্যাগের পর এস্তেঞ্জা করা স্ত্রী-পুরুষ সকলের জন্যই সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ।

প্রশ্নঃ- প্রস্রাবের পর এস্তেঞ্জা করা কি?

উত্তরঃ- প্রস্রাবান্তে কুলুখ লইয়া পাক হইবার জন্য চেষ্টিত হওয়াকে আরবী ভাষায় "এস্তেব্রা বলে। এই এস্তেবরা পুরুষের জন্য ওয়াজিব বা ফরজ। (দুররুল মোনতাকা, জামেউর রুমুজ, শামী, মারাকিল ফালাহ, দুররুল হেকাম) ঐরূপ এস্তেব্রা স্ত্রীলোকের জন্য মোস্তাহাব। প্রস্রাবের পর সামান্য বিলম্ব করিয়া ধৌতকার্য সমাধা করিয়া লইলেই মোস্তাহাব আদায় হইবে।

পায়খানা ও প্রস্রাবের এস্তেঞ্জার পার্থক্য

প্রশ্নঃ- পায়খানার এস্তেঞ্জা ও প্রস্রাবের এস্তেঞ্জার মধ্যে প্রভেদ কি?

উত্তরঃ- পায়খানার এস্তেঞ্জায় মলদ্বারে জড়িত মল দূর করতঃ মলদ্বার পরিষ্কার করিতে হয়। প্রস্রাবের এস্তেঞ্জায় প্রস্রাবকালীন প্রস্রাব, মোকামে লাগিত প্রস্রাব, মুত্রনালীর মধ্যে স্খলিত প্রস্রাব চেষ্টা করতঃ বাহির করিয়া পবিত্র হইতে হয়, এই প্রভেদ।

প্রশ্নঃ- এস্তেঞ্জার মধ্যে কয়টি ফরজ ও সুন্নাত আছে?

উত্তরঃ- উল্লেখিত কিতাব সমূহের মর্মে প্রকাশ পায় যে, পায়খানার এস্তেঞ্জার মধ্যে একটি ফরজ, একটি ওয়াজিব, একটি সুন্নত ও একটি মোস্তাহাব আছে; আর প্রস্রাবের এস্তেঞ্জায় দুইটি ফরজ, একটি ওয়াজিব, একটি সুন্নত ও একটি মোস্তাহাব আছে।

প্রশ্নঃ- প্রস্রাবের এস্তেব্‌রা ফরজ বুঝিলাম, প্রস্রাবের মোকামে কুলুখ ধরা কি?

উত্তরঃ- প্রস্রাবের মোকামে কুলুখ ধরা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ।

প্রশ্নঃ- ইতিপূর্বে এক মাওলানা সাহেব বলিয়াছেন, মাজমাউল-ফাতোয়ার ৩য় খন্ডে নাকি লিখিত আছে, কুলুখ না লইয়া পানি দ্বারা ধৌত করিলেও সুন্নত আদায় হইবে?

উত্তরঃ- যদিও কোন মাওলানা সাহেব মাজমাউল ফতোয়া দৃষ্টে কুলুখ না লইয়া পানি দ্বারা ধৌত করিলেও সুন্নত আদায় হইবে বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সে রেওয়ায়েতটি অশুদ্ধ। তাহার প্রমাণ-বাহরুর রায়েক কিতাবে ঐ মাসয়ালায় দুইটি রেওয়ায়েত আছে। উহার একটি শুদ্ধ, অন্যটি অশুদ্ধ, ঐ অশুদ্ধ রেওয়ায়েত মাজমাউল ফতোয়ায় লিখিত আছে। সম্ভবতঃ মাওলানা সাহেব তাহাই বলিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরকানে আরবা কিতাবে লিখিত আছে যে, প্রস্রাবের পর কুলুখ লওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ।

প্রশ্নঃ- কোন কোন লোক এরূপ বলে যে, আমাদের প্রস্রাব টপকেনা, যাহাদের টপকে তাহারা কুলুখ লউন। ইহা গ্রহণযোগ্য কি না?

উত্তরঃ- যাহারা এরূপ বলেন, তাহারা হয়ত এ বিষয় অজ্ঞাত। যাহা হউক, আরকানে আরবা কিতাবে লিখিত আছে যে, প্রস্রাবের পর প্রস্রাব টপকানের সম্ভাবনা ও সন্দেহ আছে বলিয়াই প্রত্যেকের কুলুখ লওয়া আবশ্যক। যাহারা বলেন, আমাদের টপকেনা, তাহাদিগকে অনুরোধ করি, তাহারা প্রস্রাবের পর কুলুখ ব্যবহার করিয়া দেখুন। জানা আবশ্যক যে, শরীরের অবস্থা সকল সময় সমান থাকে না। যদিও ২/৪ দিন পরীক্ষায় টপ্‌কান নির্ধারণ করিতে পারা না যায়, তবুও বুযুর্গানের মত রক্ষার জন্য সকল সময় কুলুখ লইতেই হইবে। পরম দয়াময় আল্লাহ তায়ালার পবিত্র আদেশ নামাজ পড়া। ঐ নামাজ পবিত্রভাবে আদায় করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। সুতরাং পবিত্রভাবে নামাজ আদায় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা চাই। যদি কেহ অবহেলা করিয়া বুজুর্গানের মত রক্ষা না করেন, তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা আমল করার হুশ্‌ প্রদান করুন।

প্রশ্নঃ- পায়খানা ও প্রস্রাবের এস্তেঞ্জার বর্ণিত হুকুম বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দিতে মর্জি হয়।

উত্তরঃ- পায়খানার এস্তেঞ্জায় বহির্গত মল মলদ্বারের দেরাম-শরাই হইতে বেশী পরিমাণ স্থানে লাগিলে কুলুখান্তে পানি দ্বারা শৌচ করা ফরজ। দেরাম-শরাই পরিমাণ স্থানে লাগিলে কুলুখান্তে শৌচ করা ওয়াজিব। দেরহাম-শরাই অপেক্ষা কম স্থানে লাগিলে কুলুখান্তে শৌচ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ (জামেউর রুমুজ)। মলদ্বারে মল না লগিলেও কুলুখান্তে শৌচ করা মোস্তাহাব। (তাবিনুল হাকায়েকের হাশিয়া)

প্রস্রাবের এস্তেঞ্জায় পাক হইবার মানসে- (১) মুত্রনালীর স্খলিত প্রস্রাব চেষ্টা করিয়া বাহির করা ফরজ। মুত্র বাহির হইয়া ঐ নালীর অগ্রভাগে দেরাম-শরাই পরিমানের বেশী স্থানে প্রস্রাব লাগিলে ধৌত করা ফরজ। (২) দেরাম-শরাই পরিমাণ স্থানে প্রস্রাব লাগিলে ধৌত করা ওয়াজিব। (৩) মুত্রনালীর অগ্রভাগের মাত্র কোন পার্শ্বে না লাগিলে ধৌত করা মোস্তাহাব। (জামেউর রুমুজ, তাবিনুল হাকায়েকের হাশিয়া)। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, মুত্রনালীস্থ স্খলিত প্রস্রাব চেষ্টা করতঃ বাহির না করিয়া ধৌত করিলে এস্তেঞ্জা হইবে না।

কুলুখান্তে শৌচ করার কারণ

প্রশ্নঃ-কুলুখ লইলে মলদ্বারে জড়িত মল থাকে না, তবুও শৌচ করা ফরজ হয় কি প্রকারে?

উত্তরঃ- এইকথা বুঝিতে হইলে একটু জ্ঞানের দরকার। মাজমাউল আনহুর কিতাবে প্রকাশ আছে, শরীরের মধ্যে উষ্ণতার ভাব আছে। মল বহির্গত হইয়া চামড়ার উপর লাগিলেই শরীরের গরমে মলের কতকাংশ চামড়ায় শোষণ করিয়া লয়। কুলুখে সেই শোষিত মল ভালরূপে দূর হয় না; সুতরাং কুলুখান্তে শৌচ করা ফরজ জানিবে। শুধু মল কেন, ভিজা যে কোন দ্রব্যই লাগুক, সে দ্রব্যের কতকাংশ টানিয়া লয়। তন্নিমিত্ত প্রস্রাব বা অন্য কোন নাপাক বস্তু শরীরে লাগিলে ঐ স্থান অবস্থাভেদে ধৌত করা সুন্নত, ওয়াজিব বা ফঁরজ হইয়া পড়ে।

প্রশ্নঃ- " দেরাম শরাই" কাহাকে বলে বুঝিলাম না।

উত্তরঃ- হাতের তালু উত্তমরূপে বিস্তার করিয়া হাতের তালুতে পানি ঢালিলে যে পরিমাণ স্থানে পানি থাকে, সেই স্থানকে "দেরাম শরাই" বলে। (বাহ্রুর রায়েকের হাশিয়া)

পানি থাকা সত্বেও কুলুখ লইবার প্রমাণ

প্রশ্নঃ- কতক লোকে বলিয়া থাকে, যে দেশে পানির অভাব, তথায় কুলুখ লওয়ার হুকুম হইতে পারে; আমাদের দেশে পানির অভাব নাই, সুতরাং কুলুখ লওয়ার প্রয়োজ ন কি? এই বিবেচনায় প্রায়ই তাহারা কুলুখ ব্যবহার করে না।

উত্তরঃ- পানির অভাবে যে কুলুখ লওয়া সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ তাহা নহে। মলমুত্র হাতে না লাগে ও মুত্রনালীর স্খলিত প্রস্রাব চেষ্টা করিয়া বাহির করিবার জন্য হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা কুলুখ লইয়াছেন। তাবিনুল হাকায়েকের হাশিয়ার মর্মে প্রকাশ পায়, জনাব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদত (নিত্য অভ্যাস) বলিয়াও কুলুখ লওয়া আমাদের জন্য সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ। ফতহুল কাদির, আলমগীরী ও শরহে বেকায়ার হাশিয়ার মন্তব্যে প্রমাণিত হয়, কুলুখান্তেও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি দ্বারা শৌচ করিয়াছেন। কাজেই কুলুখ লওয়া ও শৌচ করা উভয়ই ছহি রেওয়ায়েত মতে সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ।

প্রশ্নঃ- শৌচ করা সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ বুঝিলাম; কোন কোন রেছালার মধ্যে যে মোস্তাহাব লিখিয়াছে, ইহার ভেদ কি?

উত্তরঃ- কতক রেওয়ায়েতে যে শৌচ করা মোস্তাহাব লিখিয়াছে, তাহা এই যমানার লোকের জন্য নয়। মাজমাউল আনহুর ও জওহারাতুন নাইয়ারার এক রেওয়ায়েতে প্রকাশ আছে, প্রাচীনকালের লোকেরা বর্তমান যমানার লোকের ন্যায় এত বেশী ভাত খাইতেন না, তাহাদের বাহ্য উটের কি ছাগলের নাদের মত কঠিন হইত। মল মোকামের কোন পার্শ্বে মল লাগিতনা বলিয়া তাহাদের জন্য শৌচ করা মোস্তাহাব ছিল। বর্তমান যমানার লোকের বাহ্য নরম হয় এবং মল মোকামের চতুষ্পার্শ্বে লাগে, তন্নিমিত্ত শৌচ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ বলিয়া গিয়াছেন। সুন্নত কেন, বর্তমান যমানায় পানি শৌচ করা সময় সময় ফরজ ও ওয়াজিব হইয়া পড়ে।

কুলুখ ত্যাগকারীর গোনাহ

প্রশ্নঃ- যদি কেহ আলস্যের বশবর্তী হইয়া অথবা এনকার (তুচ্ছ) করিয়া কুলুখ না লয় তবে তাহার প্রতি কি হুকুম?

উত্তরঃ- বড়ই বিষম কথা; আলস্যের বশবর্তী হইয়া সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ ত্যাগ করিলে মাকরূহ হইবে। মাকরূহকে আমল করিলে ছগীরা গোনাহ হইবে। দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, পূনঃ পূনঃ ছগীরা গোনাহ করিতে থাকিলে তাহা কবীরা গোনাহে পরিণত হইবে। মাজমাউল আনহুর ১ম খণ্ড ও আলমগীরি কিতাবের তৃতীয় খণ্ডে লিখিত আছে, কেহ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন সুন্নাত তুচ্ছ করিয়া ত্যাগ করিলে কুফরের গোনাহ হইবে। এসুতরাং হানৎ বা তুচ্ছভাবে কুলুখ ত্যাগকারী কাফের। তাই সাবধান! আলস্যের বশবর্তী হইয়া পূনঃ পূনঃ কুলুখ ত্যাগ করিয়া কবীরা গোনাহ ও এহানাৎ ভাবে ত্যাগ করিয়া কাফেরী দরজায় পৌছিয়া আজাবে পতিত হইও না।

বাহ্য করার নিয়মাবলী

প্রশ্নঃ- পায়খানায় বসিবার নিয়ম পদ্ধতি জানিতে বাসনা রাখি।

উত্তরঃ- শামী ও আলমগীরি কিতাবের কতক নিয়ম ১/২/৩ ইত্যাদি সংখ্যা চিহ্ন দ্বারা ও অন্যান্য কিতাবের কতক নীতি ক, খ, গ ইত্যাদি চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

(১) যখন পায়খানার বেগ হইবে, তখন পায়খানায় যাইবে, বাহ্যের বেগ থামাইতে চেষ্টা করিবে না।

(২) যখন পায়খানায় যাইবে, তখন আল্লাহর কালাম, কি আল্লাহর নামাঙ্কিত আংটি, কি ঐরূপ লিখিত কবজাদি সঙ্গে থাকিলে খুলিয়া রাখিয়া যাইবে।

(ক) বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে, তাবিজাদি খোলাভাবে পায়খানা ঘরের মধ্যে লইয়া যাওয়া মাকরূহ তাহরীম।

(খ) কবিরী ও দোররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, আল্লাহর কালাম ও আল্লাহর নামের লিখিত তাবিজাদি যদি কিছু দ্বারা আবৃত থাকে তাহা সঙ্গে লইয়া পায়খানা গৃহের মধ্যে যাওয়া সিদ্ধ আছে, কিন্তু না নেওয়াই উত্তম।

(গ) হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, আল্লাহর নাম ও কালাম লিখিত কোন দ্রব্য পকেটে থাকিলে তৎসহ পায়খানায় যাওয়া সিদ্ধ আছে, কিন্তু লইয়া না যাওয়াই উত্তম। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তছবিহ পকেটে থাকিলে উহা সঙ্গে লইয়া পায়খানায় যাওয়া জায়েজ আছে।

(৩) ক্ষমতা থাকিলে নামাজের কাপড় ছাড়িয়া অন্য কাপড় পরিধান করিয়া পায়খানায় যাওয়া মোস্তাহাব। নামাজের কাপড় পরিয়া যাওয়াও বিধি আছে, কিন্তু বিশেষ সাবধান হওয়া চাই যেন মোস্তামাল পানি কাপড়ে না লাগে।

(ক) হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবেও ঐরূপ লিখিত আছে।

(৪) কাপড় দিয়া মাথা ঢাকিয়া পায়খানায় যাইবে। (সুন্নাত) শামী কিতাবে লিখিত আছে, মাথায় টুপী থাকা সত্ত্বেও কাপড় দিয়া ঢাকিয়া যাইবে।

(৫) পায়খানায় যাইবার সময় কুলুখ ও পানি সঙ্গে লইয়া যাইবে। (সুন্নাত)

(৬) পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে "বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবছি ওয়াল খাবায়িছ" পাঠ করিবে ছগীরি কিতাব। অর্থাৎ আয় আল্লাহ! পানা চাই তোমার নিকট শয়তান ও দুষ্ট জিনসমূহ হইতে। এই দোয়া পড়িয়া প্রথমে বাম পা দিবে, (মোস্তাহাব) কিন্তু শামী কিতাবে লিখিত আছে, ভুলে কিছু না পড়িয়া পায়খানায় প্রবেশ করিলে জিহবা না নাড়িয়া মনে মনে দোয়া পড়িয়া লইতে পারিবে।

(৭) আবদাস্তের পানি ও কুলুখ ডান পার্শ্বে রাখিবে (মোস্তাহাব)।

(৮) পায়খানায় বসার সঙ্গে সঙ্গে কাপড় উঠাইবে (সুন্নাত)। দাঁড়ান অবস্থায় কাপড় উঠাইবে না।

(৯) বাম পায়ের উপর টেক লাগাইয়া ফরাগৎ মত বসিবে (মোস্তাহাব)। যাহাতে চাপাভাবে বসা না পড়ে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে, তাহা হইলে শীঘ্র পায়খানা হইবে।

(১০) পায়খানায় গিয়া বেশীক্ষণ বসিবে না। বেশীক্ষণ বসিলে অর্শ্বরোগ হইতে পারে।

(ক) বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিয়াছে, পায়খানায় বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিলে কলিজায় দরদ হইতে পারে।

(১১) পায়খানায় বসিয়া খোদার কালাম পড়িবে না।

(১২) পায়খানায় বসিয়া ছালামের জওয়াব দিবে না।

(১৩) পায়খানায় বসিয়া আজানের উত্তর দিবে না ও আল্লাহর জিকর জবানে (মুখে) বলিবে না।

(১৪) হাঁচি দিলে মনে মনে "আলহামদু" পড়িবে, মুখে বলিবে না।

(১৫) লজ্জাস্থান বিনা ওজরে দেখিবে না।

(১৬) পায়খানা প্রস্রাবের মধ্যে থুথু ফেলিবে না, অথবা নাক ঝাড়িবে না। (নাকের নেটা ফেলিবে না)

(১৭) শরীরের সহিত খেলিবেনা; যেমন অনাবশ্যক শরীর চুলকান।

(১৮) চারিদিকে, উপরে, কি বহুদূরে তাকাইবে না।

(১৯) অনাবশ্যক পুনঃ পুনঃ গলা খাকরানী দিবে না, কিন্তু ওজরে পারিবে; যেমন পায়খানা ঘরের মধ্যস্থিত ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে আসিতে দেখিলে গলা খাক্‌রাতে পারবে।

(২০) মল ও প্রস্রাবের দিকে বিনা ওজরে তাকাইবে না।

(২১) পায়খানা করার পর মাটি দ্বারা মল ঢাকিবার বিধি আছে। পারিলে ঢাকিয়া রাখিবে।

প্রশ্নঃ-পায়খানা ঘরে প্রবেশের পূর্বে বিছমিল্লাহ ও দোয়া পড়ার উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ- পায়খানা ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যখন কাপড় খোলে তখন জিন বা শয়তানে দৃষ্টি করে, উহাদের দৃষ্টিতে লোকের কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারে যদি বিছমিল্লাহ ও দোয়া পড়ে তবে খারাপ জিন ও শয়তানের মধ্যে একটি পর্দা আড় হইয়া পড়ে, তজ্জন্য উহারা দেখিতে পায় না এবং কোন অনিষ্টও হইতে পারে না। (ছগিরী)

স্ত্রী ও পুরুষের কুলুখ লইবার নিয়ম

প্রশ্নঃ- কুলুখ লইবার নিয়ম জানিতে বাসনা রাখি?

উত্তরঃ- শামী ও আলমগীরি কিতাবের কথা ১/২/৩ নম্বর চিহ্ন ও অন্যান্য কিতাবের কথা ক, খ, গ ইত্যাদি অক্ষর চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

(১) পায়খানা শেষ হইলে মুত্রনালীর নিম্নপার্শ্ব বীজ কোষের নিকট হইতে মুত্রনালীর অগ্রভাগ পর্যন্ত ২/১ বার আস্তে আস্তে দোহন করতঃ স্খলিত প্রস্রাব ভালরূপে বাহির করিবার জন্য কুলুখ লইবে।

(২) পুরুষেরা শীতকালে প্রথম ঢিলা পিছন হইতে মুছিয়া সম্মুখের দিকে আনিবে। দ্বিতীয় ঢিলা সম্মুখ হইতে মুছিয়া পিছনের দিকে আর তৃতীয় ঢিলা পিছন দিক হইতে মুছিয়া সম্মুখের দিকে আনিবে। গ্রীষ্মকালে প্রথম ঢিলা সম্মুখ দিক হইতে মুছিয়া পিছনের দিকে নিবে। দ্বিতীয় ঢিলা পিছন দিক হইতে সম্মুখের দিকে মুছিয়া আনিবে এবং তৃতীয় ঢিলা সম্মুখের দিকে মুছিয়া ফেলিবে।

(ক) বেজোড় ঢিলা হওয়া চাই; ৩/৫/৭ ইত্যাদি। (গায়াতুল-আওতার)

(খ) স্ত্রীলোকেরা শীত গ্রীষ্ম সকল সময়েই প্রথম ঢিলা সম্মুখ হইতে মুছিয়া পিছনের দিকে নিবে। দ্বিতীয় ঢিলা পিছন হইতে সম্মুখের দিকে মুছিয়া আনিবে ও তৃতীয় ঢিলা সম্মুখ হইতে মুছিয়া পিছনের দিকে নিয়া ফেলিয়া দিবে। (শরহে বেকায়ার হাশিয়া, জওহারাতুন নাইয়ারা)

(৩) যাহার বাহ্য কঠিন, কুলুখের আবশ্যক বোধ হয় না, তাহারও কুলুখ লওয়া মোস্তাহাব।

(৪) এক কুলুখ দ্বারা পরিষ্কার হইতে পারিলেও সুন্নত আদায় হইবে, কিন্তু তিন কুলুখ লওয়া মোস্তাহাব।

(৫) এক কুলুখ দ্বারা একবার মুছিবে।

(ক) যদি কুলুখ আকারে বড় হয় ও সাবধান মত কার্য করিতে পারে, তবে একই কুলুখের অন্য পার্শ্ব দ্বারা কুলুখ লইতে পারা যায়।

প্রশ্নঃ- পুরুষের জন্য দুই সময় দুই রকম ও স্ত্রীলোকদের জন্য দুই সময় একই রকম হুকুম হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- একটু খেয়াল করিয়া দেখ, গ্রীষ্মকালে খুছিয়া (অন্ডকোষ) বিশেষ ঝুলান থাকে; সেইজন্য গ্রীষ্মকালে সম্মুখ হইতে প্রথমে কুলুখ ধরিতে হইবে। কারণ প্রথম ঢিলায় মল বেশী লাগে ঐ মল খুছিয়ায় লাগিবার আশঙ্কা আছে। শীতকালে খুছিয়া গ্রীষ্মকালের ন্যায় তত ঝুলান থাকে না বলিয়া ঢিলা পিছন হইতে আরম্ভ করা হয়। কারণ, খুছিয়ায় মল লাগিবার আশঙ্কা নাই (জওহারাতুন নাইয়ারা)

"শরহে বেকায়ার হাশিয়ায়" লিখিত আছে, স্ত্রীলোকের কুলুখ ব্যবহারকালে শীত গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে প্রথম ঢিলা সম্মুখ হইতে পিছনে নেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম ঢিলায় মল বেশী লাগে সেই মল আন্দাম নেহানীতে লাগিবার আশঙ্কা আছে; কারণ আন্দামনেহানী ও মল মোকামের মধ্যে কোন প্রকার আড় নাই। দ্বিতীয় ঢিলা পিছন হইতে সম্মুখে আনিবে, কারণ দ্বিতীয় ঢিলায় মল কম লাগে, তৃতীয় ঢিলা সম্মুখ হইতে পিছনে নিবে, কারণ বেশী পরিষ্কৃত হওয়ার জন্য।

প্রশ্নঃ- শুনিয়াছি যে, কুলুখ লওয়া শেষ হইলে শৌচ করার পূর্বে দুই হাত ধুইতে হয়, এই সময় হাত ধৌত করা কি?

উত্তরঃ- "শরহে বেকায়ার হাশিয়ায়" লিখিত আছে ঐ সময় দুই হাত সন্দেহ দুর করণার্থে তিনবার ধৌত করা মোস্তাহাব। এমনকি কবিরী ও দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, ঐ সময় দুই হাত ধৌত করা সুন্নত।

স্ত্রী ও পুরুষের শৌচ করার নিয়ম

প্রশ্নঃ- শৌচ করার নিয়ম জানিতে বাসনা রাখি।

উত্তরঃ- শৌচ করার নিয়ম বলিতেছি, শ্রবণ কর।

(১) কুলুখ লওয়া শেষ হইলে দুই হাত পরিষ্কার রূপে তিনবার ধৌত করিবে। (২) আলমগীরি কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায়, পায়খানা হইতে তফাৎ হইয়া আড়ালে গিয়া ফরাগৎমত বসিয়া প্রথমে মলদ্বার ধৌত করিবে, তৎপর প্রস্রাবের মোকামে কুলুখ লইয়া বাহির হইয়া প্রস্রাবের এস্তেবরার নিয়মানুযায়ী কার্য করতঃ ধৌত করিয়া পরিষ্কার হইবে।

(৩) শামী কিতাবে লিখিত আছে, মলত্যাগ শেষ হইলে পায়খানার স্থান হইতে কিছু তফাতে গিয়া ফরাগৎমত আড়ালে বসিয়া প্রথম প্রস্রাবের নালী পূর্বোল্লেখিতমত ২/১ বার দোহাইয়া মলদ্বারে কুলুখ লইবে ও দুই হাত ধৌত করিয়া প্রস্রাবের মোকামে কুলুখ ধারণ করতঃ এস্তেবরার নিয়ামানুযায়ী কার্য সম্পাদন করিবে; পুনঃ আড়ালে বসিয়া প্রথমে প্রস্রাবের মোকাম ধৌত করিয়া শৌচ করিবে। পরে দুই হাত তিনবার ধৌত করিয়া পরিষ্কার হইবে।

(৪) শৌচকার্য শেষ হইলে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই কাপড় দিয়া লজ্জাস্থান ঢাকিবে।

(৫) মাজমাউল-আনহুর ও ফতহুল কাদির কিতাবে লিখিত আছে যে ব্যক্তি নদী বা ঐ প্রকার বে-পর্দা স্থানে বসিয়া নির্লজ্জের মত শৌচ করিবে সে ফাছেক; তাহার কবীরা গোনাহ হইবে।

(৬) শরহে-বেকায়ার হাশিয়াতে এইরূপ শৌচবিধি লিখিত আছে যে, খেনছার (কনিষ্ঠা), বেনছার (অনামিকা), অস্তা (মধ্যমা) এই তিন অঙ্গুলী দ্বারা ক্রিয়া সমাধা করিবে; কিন্তু যত কম অঙ্গুলী দ্বারা শৌচকার্য শেষ করা যায় ততই উত্তম। এক অঙ্গুলী দ্বারা কার্য শেষ করিতে পারিলে কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলী নিচু করিয়া মধ্যমা দ্বারা শৌচকার্য শেষ করিবে। দুই অঙ্গুলী দ্বারা কার্য করিতে হইলে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা করিবে; নচেৎ বর্ণিত উক্ত তিন অঙ্গুলী দ্বারা শৌচকার্য শেষ করিবে। জানা আবশ্যক যে, অঙ্গুলীর পেট দ্বারা আড়াআড়িভাবে ধৌত করিবে; কারণ, তাহা হইলে বেশী পরিষ্কার হইবে। লম্বাভাবে ধৌত করিবে না; কারণ মলদ্বারে নখের আঁচড় লাগিলে অর্শ্বরোগ হইতে পারে। শাহাদৎ (তর্জনী) ও এবহাম (বৃদ্ধা) অঙ্গুলী যেন না লাগে। শাহাদৎ অঙ্গুলীর বুজুর্গী অন্যান্য অঙ্গুলী অপেক্ষা বেশী। হাতের তালু দ্বারা শৌচ করা আবশ্যক করে না। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, শৌচকালে আস্তে আস্তে পানি ঢালিবে ও মলিয়া ধৌত করিবে। (ইহা মোস্তাহাব)

(৭) শরহে মোলতাকা কিতাবে লিখিত আছে যে, বাকেরা স্ত্রীলোকের (যে মেয়েলোকের সহিত পুরুষ মাত্রই সঙ্গম করে নাই) হাতের তালু দ্বারা শৌচ করা বিধি।

(৮) শামী কিতাবে কেহ কেহ বলিয়াছেন, শৌচকালে ৩/৫/৭/৯ বার পানি ঢালিয়া ধৌত করিতে পারে। মোটকথা, ছহি রেওয়ায়েত মতে যাহারা পাক-নাপাক সহজে অনুভব করিতে পারে তাহাদের জন্য মল পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত ভালরূপে ধৌত করা বিধি। আর যাহারা অনুভব দ্বারা বুঝিতে অসমর্থ তাহারা ভাল করিয়া তিনবার ধৌত করিয়া লইবে।

(৯) জামেউর রমুজ কিতাবে কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন মলদ্বার খড়-খড়িয়া না হওয়া পর্যন্ত ধৌত করিবে; অঙ্গুলীর পৃষ্ঠদ্বারা ধৌত করিবে না। কারণ ঐরূপ করাতে অর্শ্বরোগ হইতে পারে।

রোজাদার লোকের শৌচের নিয়ম

প্রশ্নঃ -রোজাদার লোকের শৌচের নিয়ম কি?

উত্তরঃ- (১) রোজাদার হইলে মলদ্বার ঢিলা করিয়া শৌচ করিবে না। সতর্কভাবে চলিবে যেন শৌচ পানি মলদ্বারের গ্রন্থির উর্দ্ধে না উঠে।

(২) মাজালেছুল আব্‌রার কিতাবে লিখিয়াছে, রোজাদার ব্যক্তি শৌচকালে জোরে জোরে স্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিবে না। শৌচান্তে নেকড়া দ্বারা মলদ্বার মুছিয়া ফেলিবে, নচেৎ মোস্তামাল পানি মল-মোকামে প্রবিষ্ট হইয়া রোজা ভঙ্গ হইতে পারে। বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, মল-মোকামের গ্রন্থির উর্দ্ধ পর্যন্ত পানি প্রবেশ করিলেও রোজা ভঙ্গ হইবে।

(৩) তাবিনুল হাকায়েকে লিখিত আছে, রোজাদার স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, মলদ্বার নেকড়া দ্বারা না মুছিয়া উঠিবে না।

স্ত্রী লোকের শৌচের নিয়ম

প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকদের কি নিয়মে শৌচ করিতে হইবে?

উত্তরঃ- স্ত্রী লোকেরা শৌচকালে পুরুষ অপেক্ষা বিশেষ ফরাগাৎমত বসিবে। (আলমগীরি)

(১) মাজমাউল-আনহুর কিতাবে লিখিত আছে, স্ত্রী লোকেরা অস্তা (মধ্যমা) ও বেনৃছার (অনামিকা) এই দুই অঙ্গুলী দ্বারা আড়াআড়িভাবে শৌচ করিবে। আবশ্যক হইলে খেনছার (কনিষ্ঠা) অন্য দুই অঙ্গুলীর সহিত মিলাইয়া তিন অঙ্গুলী দ্বারাও শৌচ করিতে পারিবে। এক অঙ্গুলী দ্বারা শৌচ করিবে না; কারণ মোকামে প্রবিষ্ট হইলে গোছল ফরজ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

শৌচান্তে হাত পরিষ্কার করার নিয়ম

প্রশ্নঃ- শৌচান্তে হাত পরিষ্কার করিবার নিয়ম বলিয়া দিতে মর্জি করুন।

উত্তরঃ- (১) শরহে বেকায়ার হাশিয়া, ওমদাতুর রেআয়া ও জামেউর রুমুজ কিতাবে প্রকাশ পায়, ছহি রেওয়ায়েত মতে শৌচান্তে দুই হাত তিন বার ধৌত করা সুন্নত।

(২) দোর্‌রুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, যাহাতে হাত ও মলদ্বারে দুর্গন্ধ না থাকে, সেই রূপভাবে ধৌত করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি ঐরূপ ধৌত করিতে অক্ষম তাহার জন্য মাফ আছে।

(৩) হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, হাতের দুর্গন্ধ ঘ্রাণ লইয়া দূর করিতে পারে। মলদ্বারে দুর্গন্ধ অনুভব দ্বারা দূর করিয়া লইবে। প্রকাশ থাকে যে, হাতে দুর্গন্ধ না থাকিলেও তিনবার ধৌত করা সুন্নত।

(৪) শৌচান্তে পাক মাটি দ্বারা হাত মলিয়া ধৌত করার হুকুম আছে। যেমন বোখারী শরীফ ও তানজিজ কিতাবে প্রকাশ আছে যে, জনাব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শৌচান্তে পাক মাটি দ্বারা ও দেওয়ালের উপর হাত মলিয়া ধৌত করিতেন।

প্রশ্নঃ- আমরা যে বৃক্ষাদির কাঁচা পাতা দ্বারা হাত মলিয়া থাকি তাহা জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- কখনও কাঁচা ঘাস পাতা ছিঁড়িয়া হাতে মলিয়া হাত ধৌত করিবে না; কারণ, কাঁচা ঘাষ পাতা সর্বদা আল্লাহর জিকির করে। হাদীস শরীফে আছে, অনাবশ্যকে কাঁচা ঘাষ পাতা ছেঁড়া মাকরূহ।

গরম পানি দ্বারা শৌচ করা জায়েজ কি না?

প্রশ্নঃ- গরম পানি দ্বারা শৌচ করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- গরম পানি দিয়া শৌচ করা বিধি আছে বটে কিন্তু কাঁচা পানি দ্বারা শৌচ করায় বেশী ছওয়াব হয়। (আলমগীরি)।

এস্তেনকার বিবরণ

প্রশ্নঃ- "এস্তেনকা" কাহাকে বলে ও এস্তেনকা আদায় করা কি?

উত্তরঃ- শৌচান্তে মোস্তামাল পানি রুমাল দিয়া মোছাকে "এস্তেনকা" বলে। এইরূপ এস্তেনকা করা মোস্তাহাব। রুমাল না থাকিলে হাতের দ্বারা এইরূপভাবে মুছিয়া ফেলিবে যেন মলদ্বারে শৌচ পানি বিন্দুমাত্রও না থাকে; এবং পায়খানা হইতে বাহির হইয়া পূর্বোল্লেখিত ভাবে পাক মাটি দ্বারা মলিয়া তিনবার হাত ধৌত করিবে। (শামী) প্রকাশ থাকে যে, শৌচান্তে যে নেকড়া (তেনা) দ্বারা মলদ্বার মুছিবে, সেই নেকড়া ধৌত করিয়াও অজুস্থান মুছিবে না। কারণ অজুস্থানের বুজুর্গী অনেক বেশী। (ছগিরী)

অক্ষম লোকের শৌচবিধি

প্রশ্নঃ- যে ব্যক্তির বাম হাত নাই, সে কি প্রকারে কুলুখ লইবে ও শৌচ করিবে?

উত্তরঃ- যে ব্যক্তির বাম হাত অক্ষম হওয়ায় নিজে শৌচ করিতে পারে না এবং তাহাকে শৌচ করাইয়া দেওয়ার জন্য স্ত্রী বা বাঁদীও নাই তাহার শৌচ করিতে হইবে না। তবে যদি প্রবাহিত পানি থাকে তাহাতে নামিয়া ডাহিন হাত দ্বারা শৌচ করিয়া পরিষ্কার হইবে। শামী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, উভয় হাত অবশ বা অক্ষম হইলে তাহার শৌচ ও কুলুখ মাফ হইবে। এই কথার মর্মে প্রকাশ পায় যে, ডাহিন হাত ভাল থাকিলে ঢিলা দ্বারা পরিষ্কার হইবে।

প্রশ্নঃ- যে ব্যক্তির দুই হাত নাই, কি অক্ষম বা অসাড়, সে কি প্রকারে এস্তেঞ্জা করিবে?

উত্তরঃ- দুই হাত হীন ব্যক্তির স্ত্রী কিংবা বান্দী থাকিলে তাহার দ্বারা এস্তেঞ্জা করাইবে, নচেৎ মাফ। (দুররুল-মোখতার)। যে রোগী সম্পূর্ণ অক্ষম, তাহার সম্বন্ধেও ঐরূপ বিধি।

প্রশ্নঃ- যদি স্ত্রী বাধ্য না থাকে বা ইচ্ছা পূর্বক কার্য না করে তবে কি করিবে?

উত্তরঃ- স্ত্রীর প্রতি কোন প্রকার জোর জুলুম করিবে না। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী) স্ত্রী ইচ্ছাপূর্বক স্বামীর খেদমত করিলে নেকী পাইবে।

প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোক রোগে আক্রান্ত হওয়া বশতঃ এস্তেঞ্জা ও অজু করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলে তাহার বেটি কি ভগ্নি দ্বারা এস্তেঞ্জা করাইয়া লইতে পারিবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, যদি সেই স্ত্রীলোকের স্বামী থাকে, তবে স্বামী এস্তেঞ্জা

করাইয়া দিবে। স্বামী না থাকিলে ঐ প্রকার রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকের এস্তেঞ্জা মাফ। ভগ্নি বা কন্যা দ্বারা অজু করাইয়া লইতে পারিবে। রোগাক্রান্ত পুরুষ এস্তেঞ্জা ও অজু করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলে, তাহার ভাই বা বেটা দ্বারা অজু করাইয়া লইতে পারিবে। স্ত্রী কি বান্দী না থাকিলে এস্তেঞ্জা মাফ।

জায়েজী কুলুখের বিবরণ

প্রশ্নঃ- কি কি জিনিস দ্বারা কুলুখ লওয়া জায়েজ আছে জানিতে বাসনা?

উত্তরঃ- কবিরী, গায়াতুল-আওতার, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাব সমূহের মর্মানুযায়ী (১) পাথর খন্ড, (২) শুষ্ক ঢিলা, (৩) মাটি, (৪) বালি, (৫) ছাই, (৬) মূল্যহীন পুরাতন নেকড়া, (৭) বে-কিমতি তেজহীন কাষ্ঠ, (৮) মূল্যহীন পুরাতন তুলা এবং (৯) মূল্যহীন চামড়া দ্বারা কুলুখ লওয়া জায়েজ আছে। জামেউর রুমুজ কিতাবে নজম কিতাব হইতে আনিয়াছে, ঢিলার অভাবে পাথর দ্বারা, পাথরের অভাবে শুষ্ক মাটি দ্বারা কুলুখ লইবে। উক্ত তিন দ্রব্য পাওয়া সত্তেও অন্য দ্রব্য দ্বারা কুলুখ লইবে না। লইলে দারিদ্রতায় আক্রমণ করিতে পারে।

মাকরূহ কুলুখের বিবরণ

প্রশ্নঃ- কোন্ কোন্ জিনিস দ্বারা কুলুখ লওয়া মাকরূহ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী, জওহারাতুন-নাইয়ারা, শামী, জামেউর রুমুজ কিতাব সমূহের মর্মানুযায়ী- (১) হাড্ডি, (২) বিনা ওজরে ডান হাত, (৩) মানবের খদ্র্য সামগ্রী; যেমন- চাউল, গম, যব ও লবণ ইত্যাদি, (৪) কাঁচ, (৫) মেটে চাড়া, (৬) ধার বিশিষ্ট মূল্যবান কাঠ, (৭) মানব শরীরের কোন অংশ, যেমন- চুল, (৮) পশুর খাদ্যোপযোগী গাছের পাতা, (৯) পাকা ইট, (১০) পুরাতন রেশমী নেকড়া, (১১) কিতাবের পৃষ্ঠা, (১২) অন্যের হক্- যেমন কোন ব্যক্তির দেওয়ালের মাটি, (১৩) কাদা মাটি, (১৪) সাদা কাগজ, (১৫) যে কাগজে আল্লাহর কালাম ও আল্লাহর নাম কিংবা কোন বুজুর্গ ও সম্মানিত কথা লিখিত থাকে যেমন- নাহু-ছরফ, (১৬) যে জিনিস দ্বারা লোকের উপকার হয়, (১৭) শুষ্ক গোবর, (১৮) কয়লা, উক্ত দ্রব্যসমূহ দ্বারা কুলুখ লওয়া মাকরূহ তাহরীম লিখিয়াছে।

জানা আবশ্যক, অন্যের বাড়ীতে বসিয়া কুলুখ লইতে হইলে বাড়ীওয়ালার অনিষ্ট না হয় এরূপ কুলুখ মালিকের নিকট চাহিতে হইবে না, কারণ তাহাতে মালিকের বিশেষ ক্ষতি হয় না, যথাকার মাটি তথাই থাকে; যেমন ভিটার মাটি।

প্রকাশ থাকে যে, ওজরে হাড্ডি, চামড়া, ডাহিন হাত, পাকা ইট, গাছ, কয়লা, তুলা, অন্যের হক ও লোকের উপকার হয় এরূপ দ্রব্য এবং পশুর খাদ্যোপযোগী ঘাষ দ্বারা মাকরূহের সহিত কুলুখ লওয়া জায়েজ আছে; কিন্তু সুন্নত আদায় হইবে না। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- হাড্ডি ও গোবর জিনের খোরাক। (কবিরী, তিরমিজী শরীফ।) জবেহের জন্তুর হাড্ডি ভিন্ন মোরদারের হাড্ডি দ্বারা কুলুখ লওয়া জায়েজ আছে। (শামী) কিন্তু মানবের হাড্ডি দ্বারা কোন সময়ই কুলুখ লইবে না।

প্রশ্নঃ- সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ আদায়ের জন্য মাকরূহ তাহরীম আমল করা যায় কি না?

উত্তরঃ- সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ আদায়ের জন্য মাকরূহ তাহরীম আমল করা জায়েজ নহে (বাহরুর রায়েক) কিন্তু ফরজ তরক হইবার আশঙ্কায় মাকরূহ তাহরীম আমল করা যাইবে। (আলমগীরি) যেমন- পায়খানা প্রস্রাবের বেগ লইয়া নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম হইলেও নামাজের ওয়াক্ত ফৌত হইবার আশঙ্কায় পড়া জায়েজ আছে।

প্রশ্নঃ- পূর্বে প্রকাশ করিলেন যে, শামী, দুররুল মোখতার ও মোলতাকাল আবহুর কিতাবে ওজরে মাকরূহ-তাহরীমের কুলুখ লওয়া জায়েজ বলিয়া লিখিত আছে; এখন বলেন, সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ আদায়ের জন্য মাকরূহ তাহরীম আমল করা যায় না, যদিও কুলুখ লওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ কিন্তু নিষিদ্ধ দ্রব্য দ্বারা কুলুখ লওয়া মাকরূহ তাহরীম; এইস্থলে উহা দ্বারা কুলুখ লওয়া কিরূপ জায়েজ হইবে?

উত্তরঃ- শামী, দুররুল মোখতার ও মোলতাকাল-আবহুর কিতাবে যে মাকরূহ তাহরীমের কুলুখ জায়েজ রাখিয়াছে তাহার কারণ বাহরুর-রায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, পানি ও জায়েজী কুলুখ অভাবে মলদ্বারে জড়িত মল দূর করা অতি জরুরী বিধায় নিষেধীয় মাকরূহ কুলুখ দ্বারা কুলুখ লওয়া জায়েজ হইবে। মূলকথা এই যে, বহির্গত জড়িত মল হইতে পরিষ্কার হওয়ার কার্য মাকরূহের সহিত সমাধা হইল। পানি থাকা সত্ত্বেও যে মাকরূহ- কুলুখ জায়েজ তাহা নহে।

প্রশ্নঃ- আপনি বলিয়াছেন, পানি থাকা সত্ত্বেও মাকরূহ কুলুখ ব্যবহার জায়েজ নাই। যদি ঢিলা আকারে শুষ্ক গোবর পাওয়া যায়, তবে সেই গোবর দ্বারা কুলুখ লওয়া জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- যদি এইরূপ ঢিলাকৃতি শুকনা গোবর পাওয়া যায় যে, তদ্বারা কুলুখ লইলে উহার এক বিন্দুও খসিয়া না পড়ে, তবে ঐরূপ শুকনা গোবর দ্বারা কুলুখ লইয়া শৌচ করার বিধি আছে। (বাহরুর-রায়েক)

প্রশ্নঃ- আমাদের এতদ্দেশে প্রায় সকল লোকেই বর্ষাকালে গাছের শুষ্ক পাতা দ্বারা কুলুখ লইয়া থাকে, ইহাতে কোন দোষ হয় কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মানুযায়ী প্রকাশ পায় যে, পশুর খাদ্যোপযোগী শুষ্ক পাতা দ্বারা কুলুখ লওয়া জায়েজ নাই। কিন্তু পশুর অখাদ্য শুষ্কপাতা দ্বারা কুলুখ লওয়া জায়েজ আছে, কিন্তু সাবধান হওয়া চাই যেন কোন কাটাদার বা বিষাক্ত পাতা না হয়; কারণ মলদ্বারে আঘাত বা অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলে এরূপ পাতা দ্বারা কুলুখ লওয়া জায়েজ নাই।

পায়খানা ও প্রস্রাব করিবার স্থানের বিবরণ

প্রশ্নঃ- কিরূপ স্থানে পায়খানা ও প্রস্রাব করা মাকরূহ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- যে যে স্থানে পায়খানা ও প্রস্রাব করা নিষেধ ও মাকরূহ, তাহা যথাক্রমে বলিতেছি, স্মরণ রাখিও। আমাদের এই দেশ কাবা শরীফের পূর্বদিকে, কাজেই পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরিয়া পায়খানা ও প্রস্রাব করা মাকরূহ তাহরীম। এমনকি ঘরের মধ্যে বসিলেও মাকরূহ হইবে; কারণ ঘরের মধ্যেও পূর্ব-পশ্চিম আছে ইহা জানা উচিত। পশ্চিম দিকে স্বেচ্ছায় পা বিস্তার করিয়া বসা, শয়ন করা, এমনকি সঙ্গমকালেও পশ্চিম দিকে পা রাখা মাকরূহ তাহরীম (শামী)

অজু করিবার সময় কেবলামুখী হইয়া অজু করা মোস্তাহাব কিন্তু কেবলারোখ হইয়া পা ধৌত করিবে না। উহা আদবের খেলাফ। ডাহিনে বা বামে ফিরাইয়া পা ধৌত করিবে, কেননা

হযরত মোজাদ্দেদে আলফে-ছানী (রহঃ) এইরূপ করিয়াছেন। (মাকতুবাতে ইমাম-রব্বানী)।

১। যদি কোন ব্যক্তি ভুলে পশ্চিম কি পূর্বদিকে মুখ করিয়া পায়খানা বা প্রস্রাবে বসিয়া থাকে তবে নৌকায় হইলেও সাধ্যমত অন্য দিকে ফিরিয়া বসিতে হইবে। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)

২। ছোট সন্তান-সন্ততিদিগকে যদি কেহ পূর্ব-পশ্চিম দিকে ফিরাইয়া পায়খানা প্রস্রাব করায়, তাহারও মাকরূহের গুনাহ হইবে। (শামী)

৩। পশ্চিম দিকে ফিরিয়া শৌচ করা মাকরূহ-তানজিহ, সুন্নতের খেলাফ। সুতরাং পশ্চিম দিকে ফিরিয়া শৌচ করিবে না। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

৪। চন্দ্র-সূর্য সম্মুখে রাখিয়া পায়খানা প্রস্রাব করা মাকরূহ তাহরীম; কিন্তু আড়াল হইলে পারিবে। মেঘ দ্বারা চন্দ্র সূর্য আবৃত হইলে আড়ালের আবশ্যক হইবে না। (শামী)

৫। দুররুল-মোখতারে ছহি রেওয়ায়েত মতে প্রকাশ আছে, আবদ্ধ পানি হউক বা প্রবাহিত পানি হউক, পানির মধ্যে পায়খানা প্রস্রাব করা মাকরূহ তাহরীম। কিন্তু শামী কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায়, যেসকল দেশ জলমগ্ন থাকে, পানি ব্যতীত পায়খানার স্থান তৈয়ার করা যায় না, এইরূপ ওজরে পানিতে পায়খানা করা সিদ্ধ আছে। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, নৌকারোহীর তীরে উঠিবার ক্ষমতা ও সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পানিতে পায়খানা প্রস্রাব করিলে মাকরূহ-তাহরীম হইবে।

(ক) অন্যান্য কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায়, যে কোন ওজর থাকিলে নৌকায় বসিয়া পায়খানা প্রস্রাব করা জায়েজ আছে। যেমন-তীরে পর্দা না থাকা ও কোনরূপ ভয় থাকা ইত্যাদি।

৬। মলমুত্র কোন পাত্রে করিয়া পানিতে ছাড়িয়া বা ঢালিয়া দিলে মাকরূহ হইবে। (শামী)

৭। যেইরূপ স্থানে প্রস্রাব করিলে গড়াইয়া পানিতে পড়িবে, সেইরূপ স্থানে প্রস্রাব করা মাকরূহ। যেমন- নদীর তীরে। (শামী)

৮। নদী, পুকুর, কূপ ও পয়ঃনালীর (নালা নর্দমা) পার্শ্বে পায়খানা প্রস্রাব করা মাকরূহ। (দুররুল- মোখতার)

৯। শস্যের মধ্যে বা লোকের উপকারে আসে এইরূপ ঘাষের মধ্যে ও উপরে অথবা পশুপালের মধ্যে পায়খানায় বসা মাকরূহ তাহরীম। (শামী)

১০। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, মানুষের ব্যবহারোপযোগী কোন ফলবান গাছের তলায় পায়খানা করা মাকরূহ। কারণ গাছের ফল বিষ্টার উপর পতিত হইয়া নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে; এইরূপ আশঙ্কা না থাকিলে অর্থাৎ যে গাছে ফল নাই বা হয় না, এইরূপ গাছের নীচে বাহ্য প্রস্রাব করা জায়েজ আছে।

১১। ছায়াময় স্থানে- যে ছায়াতে মানুষের বিশ্রাম করিবার সম্ভাবনা আছে, তথায় পায়খানা করা মাকরূহ তাহরীম (শামী)। এই কথায় প্রকাশ পায়, ছায়াময় স্থানের চতুষ্পার্শ্বে পায়খানা করা মাকরূহ-তাহরীম। কারণ ছায়ার পার্শ্বের পায়খানার দুর্গন্ধে লোক কষ্ট পাইবে।

(ক) হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে আছে, লোকের যাতায়াত বিহীন স্থানে ও জংলা জমির ছায়াতে বাহ্য করা জায়েজ আছে।

১২। ঘাটে বা পানি পান করিবার স্থানে পায়খানায় বসা মাকরূহ-তাহরীম।

১৩। রাস্তার পার্শ্বে ও রাস্তায় পায়খানা করা মাকরূহ-তাহরীম।

১৪। খীমা ও তাঁবুর পার্শ্বে পায়খানা করা মাকরূহ-তাহরীম।

১৫। কাফেলার পার্শ্বে ও মধ্যে বাহ্য করা মাকরূহ-তাহরীম। (শরহে মোলতাকা)

১৬। কবরস্থানে বাহ্য করা মাকরূহ তাহরীম; কারণ মোরদারগণ দুর্গন্ধে কষ্ট পায়। যাহাতে জিন্দা লোক কষ্ট পায় তাহাতে মোরদারও কষ্টানুভব করিয়া থাকে(শামী)। বজ্জাজিয়া কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায়- যেইরূপ ব্যবহারে জীবিত ব্যক্তি কষ্টানুভব করিয়া থাকে সেরূপ চালচলনে ও ব্যবহারে কবরস্থানের মোরদারও কষ্ট পাইয়া থাকে। এই কারণেই কবরস্থানের নিকট পায়খানা প্রস্রাব করা ও কবরের উপর দিয়া পথ দেওয়া কি হাঁটা মাকরূহ-তাহরীম।

১৭। কোন কোন রেওয়ায়েতে লিখিত আছে, কেয়ামত নিকবর্তী হইলে কবরস্থানের ইজ্জত কমিয়া যাইবে। অতএব আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

১৮। শামী কিতাবে লিখিত আছে, মসজিদের পার্শ্বে, ঈদগাহের ম্যধ্যে ও পার্শ্বে, অজু ও গোছলের স্থানে, বাতাসের বিপরীত দিকে, সর্প, ইঁদুর ও পিপীলিকার গর্তের মধ্যে বাহ্য ও প্রস্রাব করা নিষেধ। কারণ, একদা জনাব হযরত নবী করীম (সাঃ) এর এক ছাহাবী গর্তের মধ্যে প্রস্রাব করাতে গর্ত হইতে এক জিন উঠিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। (শামী)

১৯। উলঙ্গ হইয়া বাহ্য প্রস্রাব করা মাকরূহ-তাহরীম কিন্তু ওজরে জায়েজ আছে।

২০। নিম্নস্থানে বসিয়া উচ্চস্থানে বাহ্য প্রস্রাব করা মাকরূহ তাহরীম।

২১। পশু পালের মধ্যে বাহ্য প্রস্রাব করা মাকরূহ। (মোলতাকাল আবহুর)

২২। নুরুল আলা নুর কিতাবে লিখিত আছে, রৌদ্রে বসিয়া বাহ্য প্রস্রাব করিবে না; ইহাতে পীড়া জন্মিতে পারে।

২৩। কোন বসত বাড়ীতে বাহ্য করিতে হইলে বাড়ীর লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের নির্দেশিত স্থানে বাহ্য করিতে হইবে, নচেৎ মাকরূহ-তাহরিমীর গোনাহ হইবে। কারণ, কোন আবাস বাড়ীর যেখানে সেখানে বাহ্য করিলে বাড়ীর মালের অনিষ্ট হইতে পারে। ছাড়া বাড়ীতে (অর্থাৎ জনশূন্য বাড়ী) বিনা অনুমতিতে বাহ্য করিতে পারে- যদি বিবেচনামত বাহ্য করিতে বসে। প্রস্রাব করিতে হইলে মালিকের নিকট জিজ্ঞাসা করার আবশ্যক করে না, যদি স্থান বিশেষ বিবেচনা করিয়া বসিতে পারে।

প্রশ্নঃ ইতিপূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরিয়া বাহ্য প্রস্রাব করিলে মাকরূহ তাহরিমীর গোনাহ হইবে। যদি দিক নির্ণয় করিতে না পারা যায়, তবে কি করিতে হইবে?

উত্তরঃ- নামাজ পড়িতে দিক ঠিক না পাইলে যেই উপায় অবলম্বন করিতে হয়, সেইরূপেই ঠিক করিয়া লইবে। (শামী)

প্রশ্নঃ- নামাজ পড়িতে দিক ঠিক না পাইলে, কিরূপে সেইদিক নির্ণয় করিতে হয়, তাহা জানি না।

উত্তরঃ- তাহা নামাজের বয়ানে জানিতে পারিবে।

প্রশ্নঃ- উত্তর দক্ষিণ দিক হইতে প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছে, যদি উত্তর বা দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া বাহ্য বা প্রস্রাব করিতে বসে, তবে মলমূত্রের ছিটা শরীরের উপর

আসিবার আশঙ্কা আছে, এইরূপ অবস্থায় কি করিতে হইবে?

উত্তরঃ- এই প্রকার সন্দেহস্থলে কেবলা পিছনের দিকে রাখিয়া বসিতে পারিবে, সম্মুখে রাখিয়া বসিবে না। (শামী)

প্রশ্নঃ- যদি এমন স্থান হয় যে, পশ্চিম দিক ভিন্ন অন্য কোন দিকে ফিরিয়া বসিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে কি করিবে?

উত্তরঃ- যদি এ প্রকার অক্ষম হয় যে, পশ্চিম দিক ভিন্ন অন্য কোন দিকে বসিতে ক্ষমতা না থাকে, তবে পশ্চিম দিকে বসিবে; কিন্তু পুরুষাঙ্গ উত্তর বা দক্ষিণ দিকে টেরা করিয়া বসিবে, নচেৎ মাকরূহ তাহরীমের গোনাহ হইবে। জানা আবশ্যক, যদি কোন ব্যক্তি উত্তর বা দক্ষিণ দিকে প্রস্রাব করিতে বসিয়া পুরুষাঙ্গ পশ্চিম দিকে টেরা করিয়া দেয় তবে তাহারও মাকরূহ তাহরীমের গোনাহ হইবে। (শামী)

প্রস্রাবের এস্তেঞ্জা তরক করার দোষ

প্রশ্নঃ- পূর্ব বর্ণিত এস্তেবরার প্রতি অধিকাংশ লোকের লক্ষ্য নাই, প্রায় লোকেই প্রস্রাবান্তে প্রস্রাবের দ্বারে একটু পানি দিয়া ধৌত করিয়া অজু করতঃ নামাজ পড়ে, তাহাদের প্রতি কি হুকুম?

উত্তরঃ- পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, এস্তেবরা ফরজ বা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি এস্তেবরার প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাহার ফরজ বা ওয়াজিব তরক হয়। তাহ্‌তাবী ও মারাকিল-ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে- প্রস্রাবান্তে এস্তেবরা অর্থাৎ মুত্রনালীস্থ স্খলিত প্রস্রাব চেষ্টা পূর্বক বাহির না করিয়া অজু করা সিদ্ধ নহে। উক্ত আদেশের উদ্দেশ্য এই, স্খলিত প্রস্রাবের কতকাংশ মূত্রনালীর মধ্যে থাকা সত্ত্বে অজু করিলে হয়ত অজু কি নামাজের মধ্যে প্রস্রাব বাহির হইতে পারে। অতএব অজু না থাকিলে নামাজ হইবে কি প্রকারে? যে ব্যক্তি আলস্যের বসবর্তী হইয়া বিনা অজুতে নামাজ পড়িবে, তাহার কবীরা গোনাহ হইবে। শামী কিতাবে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বে কবীরা গোনাহ করিবে সে ফাছেক হইবে।

প্রশ্নঃ- কতক লোকে বলে যে, যুবক লোকের প্রস্রাবের পর বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব বাহির হয় না, বৃদ্ধ লোকের হয় বটে; বৃদ্ধ লোকের কুলুখ লইয়া এস্তেবরা করা উচিত; আমরা প্রস্রাব করা মাত্র পরিষ্কৃত হই, এই কথার সার্থকতা কতদূর বুঝি না।

উত্তরঃ- তাহাদের কথা শুনিবে না, তাহারা বোধ হয় চালাকি করিয়া উত্তর করে। জানিয়া রাখ, প্রস্রাবের একটি থলিয়া আছে, আরবী ভাষায় তাহাকে 'মাছানা' বলে। প্রস্রাব করিবার পর ঐ থলিয়া হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রস্রাব বাহির হয়; যতক্ষণ পর্যন্ত প্রস্রাব সম্পূর্ণ বহির্গত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কুলুখ লইয়া উক্ত এস্তেবরানুযায়ী কার্য করা যুবক বৃদ্ধ সকলেরই কর্তব্য। তাহারা যদি বলে যে, আমাদের প্রস্রাবান্তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রস্রাব বাহির হয় না, সে কথা যে অমূলক তাহার প্রমাণ দেখ। দুইটি চামড়ার থলিয়া লও; একটি নূতন ও একটি পুরাতন; উভয় থলিয়ায় পানি পুরিয়া ঢালিয়া দিয়া থলিয়া দুইটির মুখ নিম্ন দিক করিয়া ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, উভয় থলিয়া হইতে ফোটা ফোটা পানি পড়ে কি না? নিশ্চয় পড়িবে। অতএব, তাহাদের কথামত হয়ত বৃদ্ধ লোকের মুত্রনালীস্থ স্খলিত প্রস্রাব বাহির হইতে কিছু বেশী সময় লাগে এবং যুবকের

প্রস্রাব অল্প সময়ে সহজেই বাহির হইয়া যায়; কিন্তু তাই বলিয়া যুবকের প্রস্রাব কিছু মাত্র বাহির হয় না, একথা বলা তাহাদের চালাকিমাত্র।

প্রশ্নঃ- যদি কোন ব্যক্তি প্রস্রাবের পর এস্তেব্‌রা অর্থাৎ স্খলিত প্রস্রাব বাহির না করিয়া অজু করিয়া নামাজ পড়ে, তবে তাহার পিছনে এক্তেদা করার কি হুকুম?

উত্তরঃ- আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, শামী ও মারাকিল ফালাহ্ কিতাবে লিখিত আছে, প্রস্রাবান্তে এস্তেব্‌রা (স্খলিত প্রস্রাব হইতে পরিষ্কার) না হইয়া অজু করা শুদ্ধ নয়, যদি কোন ব্যক্তি ঐরূপ পরিষ্কার না হইয়া ইমামতি করে, তবে তাহার অজু ও নামাজ হইল না, মোক্তাদির নামাজ কি প্রকারে হইবে? এমন ইমামের পিছনে নামাজ না পড়াই ভাল। যদি কোন ওজর বশতঃ পড়িতে হয় তবে পরে কাজা করিয়া লইবে।

প্রস্রাব করার ও এস্তেঞ্জার নিয়ম

প্রশ্নঃ- প্রস্রাব করিবার ও প্রস্রাবান্তে এস্তেঞ্জা করিবার রীতি নীতি বলিয়া দিতে মর্জি হয়।

উত্তরঃ- শামী, আলমগীরি, মাজমাউল-আনহুর, শরহে-মুল্‌তাকা কিতাবের কতক মর্ম ১/২/৩ ইত্যাদি সংখ্যা চিহ্ন দ্বারা ও অন্যান্য কিতাবের মর্ম ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণ চিহ্ন দ্বারা লিখিতেছি, শ্রবণ কর।

(১) প্রস্রাবের হাজত হইলে নামাজের কাপড়ে নাপাক লাগিবার আশঙ্কা থাকিলে নামাজের কাপড় ত্যাগ করতঃ অন্য কাপড় পরিধান করিয়া যাইবে। নতুবা সাবধান হইয়া চলিবে।

(২) কাপড় দিয়া মাথা ঢাকিয়া যাইবে, খোলা মাথায় যাইবে না।

(৩) প্রস্রাব করিতে যাইবার সময় এই প্রকারের কুলুখ সঙ্গে লইয়া যাইবে, যাহাতে মূত্রনালীস্থ স্খলিত প্রস্রাব সহজে আকর্ষণ করতঃ শোষণ করে; যেমন শুষ্ক ঢেলা, মূল্যহীন পুরাতন তুলা, কিন্তু পূর্বোল্লিখিত মাকরূহ কুলুখ হইতে ক্ষান্ত থাকিবে।

(ক) উত্তর কি দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া প্রস্রাব করিবে; কিন্তু উত্তর দিকে ফিরিয়া বসাই উত্তম। কারণ, শীত গ্রীষ্ম কোন সময়ই সূর্য সম্মুখে পড়িবে না। (শরহে ইলিয়াছ)

(৪) উচ্চস্থানে বসিয়া নিম্নদিকে প্রস্রাব করিবে, যদি শুষ্ক মাটিতে প্রস্রাব করিলে প্রস্রাবের ছিটা কাপড়ে পড়িবার আশঙ্কা থাকে তবে যে প্রকারে হউক, মাটি একটু খুঁড়িয়া লইবে।

(৫) প্রস্রাব করিতে বসিবার পূর্বেই বিছমিল্লাহ বলিয়া পর্দাস্থান খুলিয়া বসিবে। পুংলিঙ্গ বাম হাতে ধরিয়া প্রস্রাব করিবে।

(ক) যদি প্রস্রাব করিবার স্থান নির্দিষ্ট থাকে, তবে সেই স্থানে প্রবেশের পূর্বেই বিছমিল্লাহ পড়িয়া প্রবেশ করিবে, ভুলে না পড়িয়া প্রবেশ করিলে, মনে মনে পড়িয়া লইবে, জবানে পড়িবে না (শামী)।

(৬) গুপ্তস্থানের দিকে, কি চতুর্দিকে পুনঃ পুনঃ তাকাইবে না, ওজরে পারিবে।

(৭) প্রস্রাব করিবার সময় কথা বলিবে না, প্রস্রাবের মধ্যে থুক ফেলিবে না।

(ক) প্রবাহিত বাতাসের সম্মুখে প্রসাব করিতে বসিবে না। কারণ, মুত্রের ছিটা আসিবার আশংকা থাকে। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)

(খ) প্রস্রাব করিতে বসিয়া বেশী দেরী করিবে না, অনেকক্ষণ বিলম্ব করিলে অর্শরোগ ও কলিজা-দরদ জন্মিতে পারে। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)

(গ) প্রস্রাব করিয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই কাপড় দিয়া লজ্জাস্থান ঢাকিয়া বিছমিল্লাহ বলিবে। (কবিরী)

প্রস্রাবের এস্তেঞ্জা

(১) প্রস্রাবান্তে মুত্রনালীর অগ্রভাগে বাম হাত দ্বারা ঢেলা ধরিবে। মুত্রনালীস্থ প্রস্রাব বাহির করার জন্য ২/১ বার পুর্বোল্লিখিত মতে দোহন করিবে। মুত্রনালীর অগ্রভাগের ভিজা দূর না হওয়া পর্যন্ত ঢেলা ধরিয়া হাঁটিবে। জামেউর-রুমুজ কিতাবে দশবার, চল্লিশবার একশতবার, এমনকি চারিশত পা পর্যন্ত হাঁটার বিধি আছে। এতভিন্ন ইহাও লিখিয়াছে যে, হাটার সঙ্গে সঙ্গে পা জমিনে মারিবে, গলা খাকরানী দিবে, ডাহিন পা বাম পায়ের সহিত পেচ দিবে, উপর হইতে নীচে যাইবে, বাম রাণের উপর কাঁত হইবে। ছহি রেওয়ায়েত মতে মনের সন্দেহ দূর না হওয়া পর্যন্ত হাঁটিয়া পরে ধৌত করিবে। ধৌত করিবার পূর্বে তিনবার হাত ধুইবে। মূত্রদ্বার তিনবার ধৌত করতঃ পূনঃ হাত ধৌত করিয়া লজ্জাস্থান চাপাইয়া বিছমিল্লাহ বলিবে। কোন কোন বুজুর্গ বলিয়াছেন, একবার মূত্রনালী ধৌত করিয়া একবার হাত ধৌত করিবে, এইরূপভাবে মুত্রনালী ধৌত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনবার হাত ধুইবে।

দুররুল-মোখতার ও শামী কিতাবে লিখিত আছে, মূত্রনালী ধৌত করিবার পূর্বে তিনবার উভয় হাত ধৌত করিবে। পরে মুত্রনালী ধৌত করিয়া পুনরায় হাত তিনবার ধৌত করিবে।

গোছলের বিবরণ

প্রশ্নঃ- গোছল কয় প্রকার জানিতে বাসনা?

উত্তরঃ- গোছল চারি প্রকার; যথা-ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব (মুনিয়া)

প্রশ্নঃ- কি কি কারণে গোছল ফরজ হয়?

উত্তরঃ- "গায়াতুল-আওতার" ও "হাশিয়ায়ে তাহতাবী" কিতাবে লিখিত আছে, নিম্নলিখিত কারণে গোছল ফরজ হয়। যথা-

১। স্ত্রীলোকের হায়েজান্তে গোছল ফরজ।

২। সন্তান প্রসব হইলে নেফাছান্তে গোছল করা ফরজ।

৩। স্বামী-স্ত্রীর রতিকার্যে বীর্যপাত হইলে ও স্ত্রীলোকের আন্দাম-নেহানীতে পুংলিঙ্গের কল্কি (অগ্রভাগ) প্রবেশ করাইলে কিম্বা মলদ্বারে লিঙ্গের কল্কি প্রবেশ করাইলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই গোছল করা ফরজ।

৪। শাহওয়াতের সহিত (কামভাব) বীর্য বহির্গত হইলে গোছল করা ফরজ।

৫। যে কোন প্রকার নাপাক হউক, সমস্ত শরীরে নাপাক লাগিলে গোছল করা ফরজ; শরীরের কোন স্থানে নাপাক লাগিলে যদি নাপাকের কোন চিহ্ন ঠিক করিতে না পারে, তবে গোছল করা ফরজ।

৬। মোরদাকে জীবিত লোকের গোছল করান ফরজ।

প্রশ্নঃ- ছোট সন্তানওয়ালী স্ত্রীলোকগণ সন্তান কোলে লইয়া নিদ্রা যায়, সন্তান রাত্রে বাহ্য প্রসাব করে এজন্য নাপাক তেনা স্ত্রীলোকের শরীরে ও কাপড়ে লাগে; কিন্তু কোন স্থানে লাগিয়াছে তাহা ঠিক রাখিতে পারে না, এমতাবস্থায় গোছল করিতে হইলে শীতের সময় কি করিবে?

উত্তরঃ- এরূপ অবস্থায় ঐ স্ত্রীলোকের গোছল করা ফরজ। শীতকাল হইলে গরম পানি দ্বারা গোছল করিবে।

প্রশ্নঃ- বড়ই লজ্জার কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক হয়, কি করিব?

উত্তরঃ- মাছয়ালার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে লজ্জা করিবে কেন?

প্রশ্নঃ- যদি কোন ব্যক্তির প্রস্রাবকালীন বীর্য বাহির হয়, তবে তাহাকে গোছল করিতে হইবে কিনা?

উত্তরঃ- প্রস্রাবকালে পুংলিঙ্গ দাঁড়ান অবস্থায় বীর্য বাহির হইলে গোছল ফরজ হইবে। (আলমগীরি)

প্রশ্নঃ- যদি কোন ব্যক্তি নিদ্রা হইতে উঠিয়া রানে বা বিছানায় ভিজা অনুভব করে এবং স্বপ্নও স্মরণ থাকে তবে তাহাকে গোছল করিতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- স্বপ্নযোগে ঐরূপ অবস্থায় মনি কি মজি বিবেচনা হইলে কিংবা মনি মজি ঠিক করিতে না পারিলেও গোছল করা ফরজ; কিন্তু অদি বলিয়া বিশ্বাস হইলে (গোছল করা ফরজ নহে)।

প্রশ্নঃ- মনি, মজি ও অদি চিনিবার উপায় কি?

উত্তরঃ- মনি সাধারণে চিনিয়া থাকে; মজি এক প্রকার শ্বেতবর্ণ তরল পানি। মজি শাহওয়াতের সময় বাহির হয় কিন্তু কোনরূপ তেজ সহকারে বাহির হয় না; পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বেশী পরিমাণে বাহির হইয়া থাকে, তাহাতে নাপাক হয় না। স্ত্রীলোকের ঐ পানিকে আরবী ভাষায় 'কাজি' বলে। প্রস্রাবান্তে যে এক প্রকার সাদা সামান্য তরল পানি বাহির হয়, তাহাকে অদি বলে, অদি বাহির হইলে গোছল ফরজ হয় না। (মারাকিল ফালাহ্)

প্রশ্নঃ- যদি কোন ব্যক্তি নিদ্রা হইতে উঠিয়া লিঙ্গের অগ্রভাগ ভিজা দেখে; কিন্তু স্বপ্ন স্মরণ না থাকে, তবে তাহার জন্য গোছল ফরজ কি না?

উত্তরঃ- নিদ্রা যাইবার পূর্বে পুংলিঙ্গ দাঁড়ান অবস্থায় নিদ্রা গিয়া থাকিলে গোছল করা ফরজ নহে, সুতরাং সেই অবস্থায় গোছল করিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু নিদ্রা যাইবার পূর্ব সময় পুংলিঙ্গ নিস্তেজ থাকিলে ও সেই অবস্থায় নিদ্রা গেলে নিদ্রা হইতে উঠিয়া যদি ঐ প্রকার ভিজা অনুভব করে, তবে গোছল ফরজ হইবে। সেই ভিজা মনি বলিয়া বিবেচনা করিলে পুংলিঙ্গে তেজ থাকা প্রমাণ সত্ত্বেও গোছল ফরজ হইবে। (আলমগীরি)

প্রশ্নঃ- এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল যে, স্বপ্নযোগে তাহার বীর্য স্খলিত হইয়াছে এবং লজ্জৎ অনুভব হইয়াছে, কিন্তু স্বপ্নই ভ্রান্তিমূলক, কোন চিহ্ন পাইল না, তাহাকে গোছল করিতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- 'আলমগীরি' ও 'বজ্জাজিয়া' কিতাবের মর্মে এই প্রকার ভ্রান্তিমূলক স্বপ্নে গোছল ওয়াজিব নহে; জাহের রেওয়ায়েতমতে এই কথার উপর ফতোয়া দিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- মুনিয়া কিতাবে নাকি এমতাবস্থায় গোছল করা এহ্‌তিয়াতের জন্য ওয়াজিব বলা হইয়াছে। ইমাম মোহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহ নাকি ইহা বলিয়াছেন, এখন কি করিব?

উত্তরঃ- এইরূপ অবস্থায় যে-টি এখতিয়ার করা ভাল বিবেচনা কর, তাহাই করিবে, উভয়টি জায়েজ বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু শামী কিতাবের মর্মে অত্র অবস্থায় গোছল করা মোস্তাহাব এই কথাটির প্রমাণের জন্য শামী কিতাবের নিম্ন সূত্রটি স্মরণ রাখিতে হয়ঃ- যখন কোন মাসয়ালায় দুই মজহাবের মোজতাহেদগণের মধ্যে মতভেদ হয় এবং অন্য মজহাবের মত প্রতিপালন করিলে নিজ মজহাবে মাকরূহ না হয়, তখন অন্য মজহাবের মত পালন করা মোস্তাহাব। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, নিজ মজহাবে দুই মোজতাহেদের এক মাছয়ালায় মতভেদ থাকিলে একের মত রাখিলে যদি অন্যের নিকট মাকরূহ না হয়, তবে এ বিষয় আমল করা মোস্তাহাব হইবে। অতএব উক্ত অবস্থায় গোছল করা মোস্তাহাব। যেমন অজুর পানির মাছয়ালা; ইহার খোলাছা অজুর বয়ানে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইবে।

প্রশ্নঃ- স্ত্রী ও স্বামী এক বিছানায় শায়িত ছিল। প্রাতে উঠিয়া বিছানায় বীর্য পতিত দেখিয়া স্ত্রী বলে স্বামীর, স্বামী বলে স্ত্রীর, এরূপ ক্ষেত্রে কে গোছল করিবে?

উত্তরঃ- এরূপ অবস্থায় ছগিরী কিতাবের মর্ম মতে কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, শ্বেত লম্বাকৃতি গাড় বীর্য হইলে পুরুষকে, ও গোলাকৃতি তরল বীর্য হইলে স্ত্রীকে গোছল করিতে হইবে। ইহাও প্রকাশ আছে, এরূপ সন্দেহ স্থলে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই গোছল করা ওয়াজিব। জহিরিয়া ও আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, ছহি রেওয়ায়েত মতে এ প্রকার সন্দেহস্থলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই গোছল করা ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ- কোন এক ব্যক্তি বেহুঁশ হইল, হুশ হইয়া তাহার কাপড় কি রাণে মজির চিহ্ন পাইল, তাহার জন্য গোছল ওয়াজিব হইবে কিনা?

উত্তরঃ- না, এই প্রকার বেহুঁশ ব্যক্তির প্রতি গোছল ওয়াজিব নয়।

প্রশ্নঃ- কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল যে, তাহার স্বপ্নদোষ হইয়াছে; কিন্তু ঘুম হইতে উঠিয়া কোন চিহ্ন পাইল না, এক ঘন্টা পর মজি বাহির হইল; তাহার পক্ষে গোছলের কি হুকুম?

উত্তরঃ- এইরূপ অবস্থায় সে ব্যক্তির গোছল ওয়াজিব হইবে না। (বজ্জাজিয়া)

প্রশ্নঃ- যদি কাহারও এইরূপ হয় যে, সে স্বপ্নে দেখিল তাহার এহতেলাম (স্বপ্নদোষ) হইয়াছে; কিন্তু প্রাতে উঠিয়া কোন চিহ্ন পাইল না; অজু করিয়া ফজরের নামাজ পড়িল; নামাজের পর বীর্য বাহির হইল; এইরূপ অবস্থায় নামাজ ও গোছলের কি হুকুম?

উত্তরঃ- তাহার নামাজ কাজা করিতে হইবে না কিন্তু গোছল তাহার প্রতি ওয়াজিব। (আলমগীরি)

প্রশ্নঃ- যদি কোন স্ত্রীলোকের সহিত জিনে সহবাস করে, তবে তাহার প্রতি গোছলের কি হুকুম হইবে?

উত্তরঃ- যদি মানবের ছুরত ধারণ করিয়া সঙ্গম করে, তবে এঞ্জাল না হইলেও গোছল

ওয়াজিব হইবে। কিন্তু জিনের আছলি ছুরতে সঙ্গম করিলে এঞ্জাল না হওয়া পর্যন্ত গোছল ওয়াজিব হইবে না। (শামী)

প্রশ্নঃ- কোন ব্যক্তির স্বপ্নযোগে কিংবা স্ত্রীলোকের প্রতি নজর করায় কামভাব বশতঃ মনিকোঠা (বীর্যকোষ) হইতে মনি স্খলিত হইল; কিন্তু পুংলিঙ্গ ধরাতে নিস্তেজ হইয়া কামভাব রহিত হইল; কিছুক্ষণ পরে বীর্য পতিত হইল, গোছল করার কি আদেশ?

উত্তরঃ- এ বিষয়ে ইমাম মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ ও ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ বলিয়াছেন, গোছল ওয়াজিব। আর ইমাম আবু ইউছুফ রহমাতুল্লাহ বলিয়াছেন, গোছল ওয়াজিব হইবে না। আলমগীরি কিতাবে আছে, এমতাবস্থায় গোছল করা উত্তম।

প্রশ্নঃ- স্ত্রীর আন্দাম নেহানীতে স্বামীর লিঙ্গের কল্কিভাগ প্রবেশ করাইলে বীর্য বাহির না হইলেও কি গোছল করিতে হইবে?

উত্তরঃ- কেবল স্বামীর কথা কেন, বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষ কোন বালেগা স্ত্রীলোকের আন্দাম নেহানীতে ঐ প্রকার প্রবেশ করাইলেই বীর্য বাহির হউক বা না হউক, উভয়ের প্রতি গোছল ওয়াজিব হইবে। (কাজীখান ছহি রেওয়ায়েত)

প্রশ্নঃ- যদি কোন নাদান পুরুষ অন্য কোন পুরুষের সহিত কুক্রিয়া করে, তবে তাহার গোছলের হুকুম কি?

উত্তরঃ- ইহা বড়ই পাপের কথা জানিবে; যদি এরূপভাবে এক পুরুষে অন্য পুরুষের, কি স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে কল্কি পর্যন্ত প্রবেশ করায়, তবে উভয়ের জন্যই গোছল ফরজ হইবে। (আলমগীরি) বীর্যপাত হইলেত কথাই নাই।

প্রশ্নঃ- ছোট বালিকা কিংবা পশু অথবা মোরদা স্ত্রীলোকের সহিত যদি কোন পাপী জেনা করে, তাহাতে বীর্য বাহির না হইলে গোছলের কি হুকুম?

উত্তরঃ- নাউজুবিল্লাহ্ মিন্ জালিক। যেরূপ ছোট বালিকার সহিত যেনা করিলে ঐ মোকামের পর্দা ফাটিয়া দুই মোকাম এক হয় সেইরূপ ছোট বালিকা এবং মৃত স্ত্রীলোকের সহিত কিংবা পশুর সহিত জেনা করিলে এঞ্জাল না হইলে গোছল করা ওয়াজিব নহে, এঞ্জাল হইলে গোছল ওয়াজিব হইবে। (আলমগীরি, শরম্বালালিয়া)

প্রশ্নঃ- যদি কোন ব্যক্তির লিঙ্গের কতকাংশ কাটা থাকে তবে সেই লিঙ্গ স্ত্রীলোকের আন্দাম-নেহানীতে প্রবেশ করাইলে গোছলের কি হুকুম?

উত্তরঃ- ঐরূপ অবস্থায় এঞ্জাল হউক বা না হউক, গোছল ওয়াজিব হইবে। (আলমগীরি)

প্রশ্নঃ- যদি কোন ব্যক্তির লিঙ্গে ঔষধ প্রয়োগকালে কিংবা স্ত্রীকে চুম্বন করিলে বীর্যপাত হয়, তাহারও কি গোছল করিতে হইবে?

উত্তরঃ- এমতাবস্থায় বীর্যপাত হইলে গোছল করা ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ- যদি কোন ব্যক্তি লিঙ্গে তেনা পেচাইয়া স্ত্রীলোকের আন্দাম নেহানীতে প্রবেশ করায়, তবে তাহার গোছলের কি হুকুম?

উত্তরঃ- যদি কেহ এরূপ কার্য করে ও তাহাতে স্ত্রীলোকের ফুরুজে গরমি বোধ হইয়া লজ্জৎ অনুভব করে, তবে তাহার পক্ষে গোছল ওয়াজিব হইবে। অতএব উৎকৃষ্ট বিধান এই যে,

লজ্জৎ মালুম হউক আর না হউক, গোছল ওয়াজিব হইবে। (আলমগীরি)

প্রশ্নঃ- এক ব্যক্তি স্ত্রী সঙ্গম করিয়া নিদ্রার পূর্বে প্রস্রাব না করিয়া গোছল করতঃ নামাজ পড়িল সেই ব্যক্তির গোছলান্তে মনি বহির্গত হইলে পুনঃ গোছল করিতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- ঐরূপ গোছলের পর মনি বাহির হইলে ইমাম আজম ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) বলিয়াছেন, গোছল ওয়াজিব। আর ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) বলিয়াছেন, গোছল ওয়াজিব নহে কিন্তু নামাজ পড়িয়া থাকিলে কাহারও মতে নামাজ দোহরাইতে হইবে না। (আলমগীরি) ইমাম আজম ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) এর মতে গোছল ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ- কোন ব্যক্তি সহবাসের পর ঘুমাইয়া বা হাটিয়া চলিয়া প্রস্রাব করিয়া গোছল করিল; সে ব্যক্তির গোছলান্তে যদি মনি বাহির হয় তাহারও কি পুনঃ গোছল করিতে হইবে?

উত্তরঃ- এমতাবস্থায় গোছল করিতে হইবে না(আলমগীরি) কিন্তু এস্তেঞ্জা করতঃ পরিস্কৃত হইয়া ধৌত করিয়া লইবে।

প্রশ্নঃ- হস্তমৈথুন দ্বারা বা স্বপ্নযোগে বীর্য বাহির হইলে গোছলের কি হুকুম?

উত্তরঃ- এ প্রকার স্বপ্নে হউক আর সজ্ঞানে বীর্যপাত হউক, গোছল ওয়াজিব হইবে।

প্রশ্নঃ- কোন স্ত্রীলোক যদি ঐ প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া বা সজ্ঞানে হস্ত চালনা দ্বারা বীর্যপাত করে, তবে তাহার প্রতি কি হুকুম?

উত্তরঃ- পুরুষের জন্য যেরূপ গোছল করা ফরজ, স্ত্রীলোকের জন্যও ঐরূপ ফরজ। (আলমগীরি)

প্রশ্নঃ- হস্তমৈথুন ও হস্ত চালনা দ্বারা বীর্যপাত করিলে, কিংবা পুরুষে পুরুষে বা পশুর সহিত অথবা মৃত ব্যক্তির সহিত বা ছোট বালিকা বা অন্য স্ত্রী পুরুষে সঙ্গম করিলে কি পাপ হইবে না?

উত্তরঃ- আস্তাগফিরুল্লাহি মিনজালিক। এমন কাজ করা গোনাহ কবীরা। উক্ত বিষয় সমূহের পাপের কথা হাদীস ও ফেকার মধ্যে আছে তাহা বয়ান করিতে গেলে ব্যাপক হইয়া পড়িবে। ঐ সমস্ত ব্যভিচারীগণের তওবা না করিয়া মৃত্যু হইলে দোজখে ভীষণ আজাব ভোগ করিতে হইবে। উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে দুইটির কথা কিছু বলিতেছি, স্মরণ রাখিবে। হস্তমৈথুনকারী লোক তওবা না করিয়া মরিয়া গেলে কেয়ামতে তাহার হস্তদ্বয় হামেল অবস্থায় উঠিবে ও হামেলাবস্থায় যেইরূপ কষ্টপায় সেইরূপ কষ্ট পাইবে। পুরুষে পুরুষে হারামী করা দূরে থাকুক, যদি কোন পুরুষ কোন পুরুষের উপর বদ খেয়ালে তাকায়, তাহাকে আল্লাহ তায়ালা অতি উচ্চ অগ্নিময় পাহাড়ের উপর ছাড়িয়া দিবে ও ভীষণ অগ্নির উপর দিয়া গড়াইয়া নিম্নে পড়িবে। সাবধান, কেহ যেন হারামীর মধ্যে না পড়ে।

প্রশ্নঃ- স্বপ্ন দোষের পর গোছল না করিয়া স্ত্রীসহবাস জায়েজ আছে কিনা?

উত্তরঃ- না, না, জায়েজ নাই। স্বপ্নদোষ হইলে গোছল না করিয়া স্ত্রীসহবাস করিলে শয়তান শরীক হইবে। যদি ঐ সহবাসে সন্তান সন্ততি জন্মে তবে সে সন্তান বখিল বা পাগল হইতে পারে। (শামী) দুররুল মোখতার কিতাবে স্বপ্নদোষের পর গোছল না করিয়া পুনঃ সহবাস করা মাকরূহ লিখিয়াছে।

প্রশ্নঃ- স্ত্রী সহবাসের পর গোছল না করিয়া পুনঃ স্ত্রী সহবাস জায়েজ আছে কিনা?

উত্তরঃ- গোছল না করিয়া স্ত্রী সহবাস জায়েজ আছে; কিন্তু অজু করিয়া লওয়া মোস্তাহাব

(কবিরী ও ছগিরী) অতএব লিঙ্গ ধৌত করিয়া অজু করিয়া লইতে হইবে।

প্রশ্নঃ- নাপাকি অবস্থায় আহার করিতে বা নিদ্রা যাইতে পারে কিনা?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, জায়েজ আছে। জনাব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাপাক অবস্থায় হাত মুখ ধৌত করতঃ অজু করিয়া খাইয়াছেন ও নিদ্রা গিয়াছেন; অজু করিয়া খাওয়া মোস্তাহাব অজু না করিয়া কিছু খাইলে মাকরূহ তানজিহ হইবে। (ছগিরী ও কবিরী)

প্রশ্নঃ- কোন স্ত্রীলোকের যদি সহাবাসের পরক্ষণেই হায়েজ হয়, তবে তাহার গোছলের কি হুকুম?

উত্তরঃ- আলমগীরি ও ছগিরী কিতাবে লিখিয়াছে যে, চাই গোছল করুক বা না করুক, হায়েজান্তে ফরজ গোছল করিতে পারিবে; তাহাতে গোছলের ফরজ আদায় হইবে।

প্রশ্নঃ- নাপাকি হইলে বিলম্ব করিয়া গোছল করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে আছে, নামাজের ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরী করিতে পারে কিন্তু জামেউর রমুজ কিতাবে লিখিত আছে, নাপাক হইবা মাত্রও গোছল করা মোস্তাহাব। কারণ নাপাকির দুর্গন্ধে ফেরেস্তাগণ কষ্ট পায়।

প্রশ্নঃ- নাপাকি অবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এক পাত্রের পানি দ্বারা একত্রে গোছল করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- কবিরী কিতাবে জায়েজ বলিয়া লিখিত আছে।

প্রশ্নঃ- সঙ্গমের সময় লোকের শরীর হইতে যে ঘর্ম বাহির হয়, তাহা কাপড়ে লগিলে কাপড় নাপাক হইবে কি না?

উত্তরঃ- শরীরে ঘর্ম হইলে সে ঘর্ম নাপাক নয়, অতএব শরীরের ঘর্ম কাপড়ে লাগিলে কাপড় নাপাক হয় না। (হেদায়া ও এনায়া) জানা আবশ্যক, কোনও সময়ের ঘর্মই নাপাক নহে।

প্রশ্নঃ- কোন এক ব্যক্তির খৎনা হয় নাই; যদি তাহার শাহওয়াতের সহিত মনি বাহির হইয়া চামড়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকে বহির্গত না হয়, তবে তাহারও কি গোছল করিতে হইবে?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, তাহার প্রতি গোছল করা ফরজ। এইরূপ অজু থাকা সত্ত্বেও প্রস্রাব বাহির হইয়া যদি চামড়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তবু তাহার প্রতি অজু করা ফরজ হইবে। (ছগিরী)

প্রশ্নঃ- কোন খৎনা বিহীন লোক ফরজ গোছল করিল, কিন্তু পুরুষাঙ্গের চামড়ার মধ্যে পানি প্রবেশ করিল না, তাহার গোছল শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- ছহি রেওয়ায়েত মতে তাহার গোছল শুদ্ধ হইবে না। (ছগিরী) পুনঃ পানি পৌছাইয়া ধৌত করিতে হইবে, গোছল দোহরাইতে হইবে না।

ফরজ গোছল করিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- ফরজ গোছলের মধ্যে কয়টি ফরজ ও কি কি?

উত্তরঃ- ফরজ গোছলের মধ্যে তিনটি ফরজ আছে, যথা- (১) কুলি করা, (২) নাকে পানি দেওয়া, (৩) সমস্ত শরীর ধৌত করা।

প্রশ্নঃ- কুলি করিবার নিয়ম কি?

উত্তরঃ- কাফী, ফতহুল কাদির, বাহরুর রায়েক ও মারাকিল ফালাহ কিতাব সমূহের কতক রেওয়ায়েতের মর্ম মতে গড়গড়া সহকারে কুলি করা ফরজে জন্নি। আলমগীরি ও খোলাছা কিতাবে আছে, শামছুল আয়েম্মা হালওয়ানি (রহঃ) এর মতে মুখ ভরিয়া পানি লইয়া কুলি করিয়া ফেলিলেই কুলির ফরজ আদায় হইবে। এতদ্ভিন্ন জাওহারাতুন নাইয়ারার কতক রেওয়ায়েতে এইরূপ পাওয়া যায়। কিন্তু ফতোয়ায়ে বোরহান কিতাবের হাশিয়াতে ফরজ গোছলে কুলি সহকারে গরগরা করা সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ লিখিয়াছে। অতএব গরগরা সম্বন্ধে যখন তিন মত পাওয়া যায়, তখন ফরজ গোছলে গরগরা করা আবশ্যক।

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ- রোজাদার ব্যক্তি দিনে গরগরা করিবে না। কারণ, হলকুমের নিম্নে পানি প্রবেশ করিলে রোজা ভঙ্গ হইবে। নাকের মধ্যেও ছিটাইয়া পানি দিবে না। অঙ্গুলী দ্বারা নাকের ছিদ্র ভিজাইয়া নাকের পানি দেওয়া আদায় করিবে। নাকের শক্ত হাড্ডির উর্ধ্বে পানি প্রবেশ করিলে রোজা ভঙ্গ হয়। (ফতোয়ায়ে বোরহানের হাশিয়া)

প্রশ্নঃ- রোজাদারের যদি দিনের বেলায় এহতেলাম হয় তবে তাহার রোজা থাকিবে কি না ও গোছল করিতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- শরহে বেকায়া ও শামী কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, রোজা ভঙ্গ হইবে না। ফরজ গোছল আদায় করিতে হইবে, কিন্তু গরগরা করিতে হইবে না, নাকের মধ্যে ছিটাইয়া পানি দিবে না, অঙ্গুলী দ্বারা মুছিয়া নাকের মধ্যভাগ ভিজাইবে।

প্রশ্নঃ- রোজাদার ব্যক্তি ঢোক গিলিতে পারিবে কিনা?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, ঢোক গিলিতে পারিবে (শামী)। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, মুখের লালা মুখের মধ্যে জমা করিয়া গিলিয়া ফেলিলে রোজা মাকরূহ হইবে।

প্রশ্নঃ- মুখ ভরিয়া পানি লইয়া গিলিয়া ফেলিলে কুলির ফরজ আদায় হইবে কি না।

উত্তরঃ- সুন্নাত মত ঢোক গিলিয়া ফেলিলে ফরজ আদায় হইবে না, কিন্তু সাধারণ লোকের মত একেবারে মুখ ভরিয়া গিলিয়া ফেলিলে ফরজ আদায় হইবে।

প্রশ্নঃ- ওয়াকেয়াতে নাতেফী কিতাবে নাকি লিখিয়াছে, কুলকুলি করিয়া পানি না ফেলিলে কুলির ফরজ আদায় হইবে না, এই কথা ছহি কি না?

উত্তরঃ- বাহরোর রায়েক কিতাবে লিখিয়াছে, উহা ছহি নয়।

প্রশ্নঃ- দুররুল মোস্তাকা ওয়াকেয়াতে নাতেফী কিতাবের কথা ছহী বলিয়া লিখিয়াছে এখন কি করিব?

উত্তরঃ- যদি দুই কিতাবেই এইরূপ দুই মত লিখিয়া থাকে, তবে যাহা ইচ্ছা এখতিয়ার করিও শুদ্ধ হইবে।

প্রশ্নঃ- দুই দাঁতের মধ্যস্থ ভাত বা গোশ্‌ত ও ঐ প্রকারের যে কোন দ্রব্য থাকুক, না ফেলিয়া কুলি করিয়া গোছল করিলে কুলির ফরজ আদায় হইবে কি না?

উত্তরঃ- দুই দাঁতের মধ্যস্থ আটকান বস্তু যেমন ভাত ইত্যাদি ফেলিয়া কুলি করিয়া ফরজ আদায় করিবে।

প্রশ্নঃ- কোন কোন লোকের কাছে শুনি, দুররুল মোখতার কিতাবে নাকি

লিখিয়াছেন, দুই দাঁতের মধ্যস্থিত বস্তু থাকা সত্ত্বেও কুলি করিলে কুলির ফরজ আদায় হইবে, এখন আমরা কি করিব?

উত্তরঃ- যদিও তোমার প্রকাশিত কিতাবে জায়েজ বলিয়া লিখিয়া থাকে কিন্তু আমল করা যায় না। কেননা ফতহুল কাদির, আলমগীরি, খানিয়া, মোলতাকাল আবহুর রেছালায়ে আরকান, হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও বাহরুর-রায়েক ইত্যাদি কিতাব সমূহের মর্মে প্রকাশ পায় যে, উক্ত মাছয়ালার মধ্যে কুলির সময় দুই দাঁতের মধ্যস্থ বস্তু বাহির করা সম্বন্ধে যখন দুই মত পাওয়া যাইতেছে, তখন দুই দাঁতের মধ্যস্থ আটকান দ্রব্য বাহির করিয়া ফেলিয়া কুলি করা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ- নাকে পানি দেওয়ার কার্য কি প্রকারে সারিবে?

উত্তরঃ- নাকের মধ্যে যেই একটি শক্ত হাড্ডি আছে সেই হাড্ডি পর্যন্ত পানি প্রবেশ করাইয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়, নাকের মধ্যে কোন প্রকার শুষ্ক ময়লা থাকিলে তাহাতে পানি প্রবেশ না করিলে গোছল দুরস্ত হইবে না। আলমগীরি ও ফতোয়ায়ে-বোরহান কিতাবের হাশিয়ায় লিখিত আছে, রোজাদার হইলে অঙ্গুলী ভিজাইয়া নাকে পানি দিবে।

প্রশ্নঃ- ফরজ গোছলের মধ্যে যে সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা ফরজ, তন্মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে?

উত্তরঃ- আলমগীরি, শামী, গায়াতুল-আওতার, মবছুত এমনকি অন্যান্য কিতাব সমূহে লিখিয়াছে যে, সমস্ত শরীর এইরূপভাবে ধৌত করিবে যেন শরীরের কোন অংশ শুষ্ক না থাকে। কবিরী ও ছগিরী কিতাবে লিখিয়াছে, সূচাগ্র (সূচের অগ্রভাগ) পরিমাণ শুষ্ক থাকিলেও গোছল শুদ্ধ হইবে না। বিশেষ লক্ষ্য রাখার স্থানগুলি যথাক্রমে বলিতেছি, স্মরণ রাখিও।

(১) নাভীর পেচের মধ্যে অঙ্গুলী দ্বারা পানি পৌছাইবে।

(২) নখের মধ্যে শুষ্ক আটা থাকিলে তন্মধ্যে পানি না পৌছিলে গোছল ও অজু শুদ্ধ হইবে না। কিন্তু শরীরের উৎপন্ন ময়লা থাকিলে অজু ও গোছল শুদ্ধ হইবে। (ছগিরী)

(৩) কানের পেঁচ কিংবা কানে যদি কোন প্রকার ছিদ্র থাকে ও তাহাতে পাশা বা বালি থাকে তবে তন্মধ্যে পানি পৌছাইতে হইবে, নচেৎ গোছল শুদ্ধ হইবে না। (মুনিয়া) ফতুয়ায়ে গেয়াছিয়া কিতাবের হাশিয়ার মর্মে জানা যায়, কানের বালি খুলিয়া রাখিলে যদি কানের ছিদ্র সূক্ষ্ম হইয়া যায় ও সেই ছিদ্রের মধ্যে পানি পৌছাইতে কষ্টানুভব হয় ও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে পানি না পৌছাইলেও গোছল শুদ্ধ হইবে, নচেৎ পানি পৌছাইতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে, অন্য দ্রব্যের সাহায্যে পানি পৌছান আবশ্যক নহে।

(৪) হাতে কি পায়ের আঙ্গুলে অঙ্গুরী আটকান থাকিলে অঙ্গুরী ঘুরাইয়া তন্মধ্যে পানি প্রবেশ করান ফরজ। (মুনিয়া)

(৫) জওহারাতুন নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে যে, পুরুষের বেণী বান্ধা চুল থাকিলে বেণী খুলিয়া ঐ চুলের মধ্যে ও চুলের গোড়ায় পানি না পৌছাইলে গোছল শুদ্ধ হইবে না।

(৬) স্ত্রী লোকের বেণী খুলিতে হইবে না, কিন্তু চুলের গোড়ায় পানি পৌছাইতেই হইবে, না পৌছাইলে গোছল শুদ্ধ হইবে না। যদি পানি না পৌছে তবে বেণী খুলিয়া চুলের গোড়ায় পানি পৌছাইতে হইবে। (জওহারাতুন-নাইয়ারাহ)

(৭) যদি কাহারও দাড়ি, ভ্রু বা মোচ এমন ঘন থাকে যে, সহজে ঐ সমস্তের মধ্যে পানি

প্রবিষ্ট হয় না, তাহা হইলে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ঐ সকল স্থানে পানি পৌছাইতে হইবে। (ফরজ) (দুররুল মোখতার, জওহারাতুন-নাইয়ারাহ, মারাকিল ফালাহ)

(৮) পায়ের চিপায় (নখের কোণে) ও পায়ের বা শরীরের ফাটা (ক্ষত) স্থানে ঔষধ লাগান থাকিলে তন্মধ্যে পানি না পৌছাইলে অজু ও গোছল শুদ্ধ হইবে না; কিন্তু পানি পৌছাইতে কষ্ট বা ক্ষতির আশঙ্কা থাকিলে ওজরের দরুণ না পৌছাইলেও অজু ও গোছল শুদ্ধ হইবে। (ছগিরী)

(৯) মাছের আঁইশ বা আঠা যদি কাহারও শরীরে লাগান থাকে আর যদি তন্মধ্যে পানি প্রবেশ না করান হয়, তাহা হইলে অজু ও গোছল কিছুই শুদ্ধ হইবে না। (ছগিরী)

(১০) যদি কাদা বা কাদার ন্যায় ময়লা শরীরের কোন স্থানে কি অজু স্থানে লেপ্টান থাকে তবে তাহার মধ্যে চেষ্টা করতঃ পানি না পৌছাইলেও অজু ও গোছল শুদ্ধ হইবে। কারণ ঐ প্রকার ময়লার উপর পানি লাগিলে শুষ্ক থাকে না। (ছগিরী)

(১১) যাহাদের অঙ্গুলী এরূপ জমাট আছে যে, অঙ্গুলির মধ্যে সহজে পানি প্রবেশ করে না, তাহাদের অঙ্গুলীতে খেলাল করিয়া পানি পৌছাইতে হইবে। (ছগিরী)

(১২) যাহার খৎনা হয় নাই, তাহার লিঙ্গের চামড়া উল্টাইয়া পানি পৌছাইতে কষ্ট না হইলে পানি পৌছান ফরজ, আর কষ্ট হইলে পৌছান মোস্তাহাব। (শামী, হাশিয়ায়ে-তাহাতাবী)

(১৩) স্ত্রীলোকের আন্দাম নেহানী (গুপ্ত অঙ্গ) ধৌত করা ফরজ, অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া পানি পৌছান ফরজ নহে। কারণ, ঐ স্থান মুখের ন্যায়। (আরকানে আরবা) বাহরুর রায়েক ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, অজুর সময় হামেশা স্ত্রীলোকের আন্দাম-নেহানী ধৌত করা সুন্নত। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, লজ্জাস্থান ধৌত করিয়া মাটিতে হাত মলিয়া ধৌত করা সুন্নত। উহার বিস্তারিত বিবরণ সুন্নতের বয়ানে পাইবে।

(১৪) স্ত্রীলোকের মাথার চুলের উপর সময় সময় সুঘ্রাণের নিমিত্ত এক প্রকার দ্রব্য লেপ্টাইয়া দিয়া থাকে, তন্মধ্যে সহজে পানি প্রবিষ্ট হয় না, এমতাবস্থায় চুলের মধ্যে পানি না পৌছাইলে গোছল শুদ্ধ হইবে না, (আলমগীরি হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবেও এইরূপ লিখিত আছে।

(১৫) নাপাক অবস্থায় তৈল ব্যবহার করিয়া গোছল করিলে গোছল শুদ্ধ হইবে। (শরহে- বেকায়া)

(১৬) যদি কাহারও বসন্ত রোগ বশতঃ শরীরের খুস্কী এক পার্শ্ব উঠান থাকে ও অন্য পার্শ্ব আটকান থাকে, তবে তন্মধ্যে পানি না পৌছিলে গোছল শুদ্ধ হইবে না।

(১৭) হাতে বা পায়ে মেহেন্দীর রং লাগান থাকিলে গোছল শুদ্ধ হইবে। প্রকাশ থাকে যে, অজুও শুদ্ধ হইবে। (শরহে-বেকায়া)

প্রশ্নঃ- যদি কোন নাপাক ব্যক্তি পানিতে ডুব দিয়া উঠে তাহার গোছল শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- জওহারাতুন নাইয়ারাহ কিতাবে লিখিত আছে, যদি কোন ব্যক্তি কুলি করিয়া ও নাকে পানি দিয়া নদী, পুকুর বা চলিত পানিতে নামিয়া একবার ডুব দিয়া আসে ও তাহাতে সমস্ত শরীর ভিজিয়া যায় তাহা হইলে তাহার গোছলের ফরজ আদায় হইবে।

প্রশ্নঃ- যদি কোন ব্যক্তি কুলি করিয়া ও নাকে পানি দিয়া বৃষ্টির পানিতে ভিজিয়া গোছল করে, তবে তাহার গোছল শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- জওহারাতুন-নাইয়ারাহ কিতাবে আছে, নাকে পানি দিয়া ও কুলি করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া গোছল করিলে গোছল শুদ্ধ হইবে কিন্তু সমস্ত শরীর ভিজান চাই, তাহা হইলে ফরজ গোছল আদায় হইবে।

প্রশ্নঃ- কোন ব্যক্তি ফরজ গোছল আদায় করিবার জন্য সমস্ত শরীরে এরূপভাবে পানি ঢালিল যে, তাহার শরীরের কোন অংশ শুকনা রহিল না কিন্তু কোন ওজর বশতঃ শরীর মর্দন করিতে পারিল না, তাহার গোছল শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- এরূপ ওজর বশতঃ গোছল করিলে হাশিয়ায়ে তাহতাবীর লিখিত মতানুযায়ী গোছলের ফরজ আদায় হইবে। অজুতেও ঐ প্রকার কারণে মলিয়া অংগ ধৌত করা ফরজ কিংবা ওয়াজিব নহে। সমস্ত শরীরে ভালরূপে পানি পৌছাইলে অজু ও গোছলের ফরজ আদায় হইবে।

গোছলের বিবরণ

প্রশ্নঃ- ফরজ গোছলের মধ্যে সুন্নত কি প্রকারে আদায় করিতে হইবে?

উত্তরঃ- ফরজ গোছলের মধ্যে সুন্নত কি প্রকারে আদায় করিতে হয় তাহা মারাকিল-ফালাহ ও তাহতাবী কিতাবের কতক নিয়ম ১/২/৩ সংখ্যা চিহ্ন দ্বারা ও অন্যান্য কিতাবের কতক কথা ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণমালা চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

(১) বিসমিল্লাহ বলা। পূর্ণ বিসমিল্লাহ বলিবে না।

(২) নিয়ত করা (ক) "নাওয়াইতুল গোছলা লেরাফয়িল জানাবাতি" (খোলাছা) অর্থাৎ আমি নাপাকি দূর করিবার জন্য গোছল করিতেছি (আলমগীরি)।

(খ) হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, গোছলের নিয়ত না করিলে গোছলের নেকী পাইবে না। আনিছুল-ওয়ায়েজীন কিতাবে লিখিত আছে, স্ত্রী-সঙ্গম ও ফরজ গোছল শরীয়তের বিধানমত আদায় করিলে বহু নেকী পাইবে।

(৩) দুই হাতের কজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।

(ক) শরহে বেকায়া কিতাবে হাত ধৌত করিবার এইরূপ নিয়ম লিখিত আছে যে, প্রথমে বাম হাতে পানির পাত্র ধরিয়া ডান হাতে তিনবার পানি ঢালিয়া দিয়া তিনবার আঙ্গুলে আঙ্গুলে মলিয়া ধৌত করতঃ পুনঃ ডান হাত দ্বারা পাত্র ধরিয়া বাম হাতের উপর পানি ঢালিয়া উক্ত নিয়মে ধৌত করিবে।

(খ) সাধারণ লোকের মত দুই হাত একত্রে মলিয়া ধৌত করিলে সুন্নত আদায় হইবে না (শামী)

প্রশ্নঃ- আপনি বলিলেন যে, দুই হাত একত্র করিয়া মলিয়া ধৌত করিলে সুন্নত আদায় হইবে না, যদি কাহারও হাতলির উপরিভাগে ময়লা থাকে তবে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- সে কথা নিম্নে প্রকাশ করিব, খেয়াল করিলে বুঝিতে পারিবে।

(৪) শরীরের কোন স্থানে নাপাকি লাগিলে তাহা ধৌত করা।

(ক) সামান্য পরিমাণ স্থানে নাপাকী লাগিয়া থাকিলেও তাহা গোছলের পূর্বে ধৌত করিয়া লইবে। (শামী)

(৫) গোছলের পূর্বে প্রস্রাবের মোকাম ধৌত করা, যদিও নাপাক না থাকে। (ক) স্ত্রী লোকের লজ্জাস্থান ফরজ গোছলের মধ্যে ধৌত করা সুন্নত। (শরহে-বেকায়া)

এতদ্ভিন্ন বাহরুর রায়েক ও আরাকানে আরবা কিতাবে লিখিত আছে যে, ফুরুজে খারেজ গোছলের মধ্যে ধৌত করা ফরজ, অজুর মধ্যে ধৌত করা সুন্নত, কারণ এই স্থানটি মুখের ন্যায়।

প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান ধৌত সম্বন্ধে তিন প্রকার আদেশ করিলেন- ইহার মর্ম কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না।

উত্তরঃ- শরহে-বেকায়ার মধ্যে যে গোছলের সময় স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান ধৌত করা সুন্নত বলিয়া লিখিত আছে, তাহা লজ্জাস্থানের উপরিভাগ মাত্র। বাহরুর বায়েক প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, ফুরুজে খারেজ ধৌত করা ফরজ, ইহার অর্থ আন্দাম- নেহানীর অন্তরভাগও নয়, উপরিভাগও নয় অর্থাৎ যে ফাঁক থাকে সেই ফাঁকা স্থানের মধ্যে ধৌত করা গোছলের মধ্যে ফরজ, অজুতে সুন্নত। কিন্তু অঙ্গুলী লজ্জাস্থানের অন্তরভাগে প্রবেশ করাইয়া ধৌত করা ফরজ নহে। কেননা এই স্থান মুখের ন্যায়।

(৬) নামাজের অজুর ন্যায় অজু করিবে। হাতের কব্জি পর্যন্ত উল্লিখিত মতে ধৌত করিবে।

(৭) যদি এমনস্থানে দাঁড়াইয়া গোছল করে যে, পায়ের নীচে শরীর ধৌত করা পানি জমা হয়, তবে সে স্থান ত্যাগ করতঃ তিনবার পা ধৌত করা। (ক) রেছালায়ে আরকানের মর্মে এই কথা প্রকাশ পায় যে, তক্তা, চৌকি কি পাথর কিংবা উচ্চস্থানে বসিয়া ফরজ গোছল করিতে হইলে অজুর সঙ্গেই পা ধৌত করিয়া লওয়া সুন্নত। পরে সমস্ত শরীর ধৌত করিবে।

(৮) সমস্ত শরীর তিনবার ধৌত করা সুন্নত।

(৯) মাথায় তিনবার পানি দেওয়া সুন্নত।

(১০) ডান স্কন্ধে তিনবার ও বাম স্কন্ধে তিনবার পানি দেওয়া।(সুন্নত)

(ক) শরহে মোলতাকাল আবহুর কিতাবের সহীহ রেওয়ায়েতে ও জামেউর রুমুজ কিতাবে সমস্ত শরীর ধৌত করিবার নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে- প্রথম ডাহিন স্কন্ধে তিনবার, পরে বাম স্কন্ধে তিনবার, তৎপর মাথার উপরে তিনবার এমনভাবে পানি ঢালিবে যেন সমস্ত শরীরে পানি বাহিয়া চলে। এই সমস্ত অঙ্গে শরীর ভালরূপ মর্দন করিয়া ধৌত করিবে। অতএব এই নিয়মই আমাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট; কিন্তু প্রথমবার ধৌত করার সঙ্গে সমস্ত শরীর মর্দন করিলে সুন্নত আদায় হইবে। (কবিরী)

(খ) উল্লিখিত মতে যে শরীরে তিনবার পানি দেওয়ার বিধান আছে, তন্মধ্যে প্রথমবার ফরজ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার সুন্নত। (শামী)

গোছলের মোস্তাহাব

প্রশ্নঃ- গোছলের মোস্তাহাব কি কি জানিতে বাসনা?

উত্তরঃ- মারাকিল ফালাহ কিতাবের কতক কথা ১/২/৩ ইত্যাদি সংখ্যা চিহ্ন ও অন্যান্য কিতাবের কথা ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণমালা চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করিতেছি, স্মরণ রাখিও।

(১) কেবলা মুখে না দাঁড়াইয়া গোছল করা।

(২) গোছলের সময় কথা না বলা। (ক) দুররুল-মোখতার কিতাবের মর্মানুযায়ী জানা যায়, অত্যাবশ্যকীয় কথা বলিতে পারিবে।

(৩) কেহ না দেখে এমনস্থানে গোছল করিবে।

(৪) গোছলের পর দুই রাকায়াত নামাজ পড়া।

(ক) গোছলে অন্য লোকের সাহায্য না লওয়া ও উচ্চস্থানে বসিয়া গোছল করা। কারণ ধৌত পানি নিম্নে পতিত হইয়া তাহার ছিটা শরীরে লাগার আশঙ্কা থাকে। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)

(খ) গোছলান্তে সমস্ত শরীর রুমাল দ্বারা মুছিয়া ফেলা। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)

(গ) হাশিয়ায়ে-তাহতাবী ও শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, অজুর সময় যেরূপ দোয়া পড়া মোস্তাহাব, গোছলের মধ্যে ঐ সমস্ত দোয়া পড়া মাকরূহ। আর গোছলের স্থান পরিত্যাগ না করিয়া সেখানে বসিয়া দরূদ শরীফ পড়াও মাকরূহ। কারণ পায়ের নীচে নাপাক পানি জমা থাকে কাজেই নাপাক স্থানে বসিয়া দোয়া দরূদ পড়িলে মাকরূহ হইবে।

(ঘ) গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে, সমস্ত শরীর ভিজাইয়া পরে কনিষ্ঠা অঙ্গুলী কর্ণকুহরে দিবে। ইহা মোস্তাহাব বলিয়া হাশিয়ায়ে-তাহতাবীতে লিখিত আছে।

(৫) অজুর মধ্যে যে সমস্ত মোস্তাহাব আদায় করিতে হয়, গোছলের মধ্যেও সেইরূপ মোস্তাহাব আদায় করা।

(৬) অজুর মধ্যে যে সমস্ত মাকরূহ, গোছলের মধ্যেও সেই সমস্ত মাকরূহ। যেমন- অজুর মধ্যে পানি কম কি বেশী ব্যয় করা মাকরূহ, তদ্রুপ গোছলেও মাকরূহ।

অজু ও গোছলে পানি ব্যয়ের পরিমাণ

প্রশ্নঃ- ইতিপূর্বে বলিলেন যে, অজু ও গোছলে পানি বেশী কিম্বা কম খরচ করা মাকরূহ। তবে কি পানি ব্যয়ের কোন নিয়ম আছে?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, নিয়ম আছে। বোখারী, মোছলেম, আবু দাউদ তিরমিজী ইত্যাদি হাদীস শরীফ ও শামী কিতাব হইতে জানা যায় যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক 'ছা' পরিমাণ পানির দ্বারা গোছল ও এক 'মোদ' পানি দ্বারা অজু করিয়াছেন। আমাদেরও এক 'ছা' পরিমাণ পানি দ্বারা গোছল ও এক 'মোদ' পানি দ্বারা অজু করা সুন্নত। ইহার বেশী বা কম খরচ করিলে মাকরূহের গোনাহ হইবে।

প্রশ্নঃ- এক 'মোদ' ও এক 'ছা' পানি ব্যবহার করা সুন্নত বলিলেন। 'মোদ' ও 'ছা'য়ের ওজন আমরা জানি না, উহাতে আমাদের দেশী ওজনে কি পরিমাণ পানি হয় জানিতে বাসনা?

উত্তরঃ- "মোদ" ও "ছা'য়ের" ওজন সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু উর্দু আলমগীরি কিতাবে ফেতরার বয়ানের হাশিয়ায় নিম্নরূপ লিখিত আছে। যথা-

বাগদাদী ওজন

১ এক 'ছা' = ৮ রতল ।   ১রতলে = ২০ আস্তর।

১আস্তরে= ৪ ।।০ সাড়ে চার মেছকাল। ১মেছকাল= ৪।।০ সাড়ে চার মাশা।

মাশার ওজন তোমাদের জানা আছে, অতএব এক 'ছা' ঐ হিসাবে ৩২৪০ মাশা হয়। ১২মাশায় এক তোলা, সুতরাং উহাতে ২৭০ তোলা হইল। আশি ৮০ তোলায় সের হিসাবে এক 'ছা' র ওজন তিন সের ছয় ছটাক। ইহার চারি ভাগের এক ভাগ 'মোদ'। অতএব এক মোদের ওজন সাড়ে ১৩।। সাড়ে তের ছটাক। এই ওজন গায়াতুল আওতার কিতাবেও লিখিত আছে।

প্রশ্নঃ- বেশী পানি ব্যয় করার তাৎপর্য জানি না, কি প্রকার বেশী?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মর্মানুযায়ী অজু ও গোছলে বিনা আবশ্যকে উল্লিখিত ওজনের চেয়ে বেশী ব্যয়কারী মোছরেফের (অপব্যয়কারী) মধ্যে পরিগণিত। তাহাতে মাকরূহ তাহরিমীর গোনাহ হইবে। তোলা পানি হউক, কি নদী বা পুকুরের পানি হউক, আবশ্যকের বেশী পানি ব্যয় করাই মাকরূহ তাহরিমী।

প্রশ্নঃ- জওহারাতুন নাইয়ারা কিতাবে নাকি লিখিত আছে, খোলা পানিতে অর্থাৎ নদী ও পুকুরের পানিতে অজু ও গোছল করিলে পানির নোকছান হয় না বলিয়া বেশী খরচ করা জায়েজ আছে, এখন কি করিব?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও গায়াতুল আওতার কিতাবে জওহারার কওল জইফ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। অতএব চলতি পানিও বেশী ব্যয় করা মাকরূহ তাহরিমী।

প্রশ্নঃ- বাহরুর রায়েক ও মারাকিল ফালাহ কিতাবে নাকি লিখিত আছে, পরিমাণের চেয়ে মোটা তাজা লোকের এক 'ছা' পানিতে গোছল করা হয় না। আবার অতি শীর্ণ লোকের পক্ষেও ঐ এক 'ছা' পানি বেশী হইয়া পড়ে, এমতাবস্থায় প্রকাশ্য ওজন ঠিক রহিল না। আপনি বলিলেন, অতিরিক্ত পানি ব্যয় করা মাকরূহ। তবেতো মোটা ও শীর্ণ উভয় ব্যক্তিই মাকরূহের গোনাহে পতিত হইবে।

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার ও শামী কিতাবের মর্মে এইরূপ জানা যায় যে, এক 'ছা' পানি ব্যয় করার নিয়ম করিবার মূল উদ্দেশ্য সুন্নত মোতাবেক অজু ও গোছল করা। পরিমাণের বেশী পানি ব্যয় না করা এই নিয়মটি মাঝামাঝি লোকের। যদি কেহ বেশী মোটা তাজা হয় তাহার জন্য কিছু বেশী পানির দরকার হইবে সত্য। সুন্নত মোতাবেক গোছল ও অজু করিতে যেই পরিমাণ পানির দরকার হইবে, সেই পরিমাণ পানি ব্যয় করা যাইতে পারে, মাকরূহ হইবে না। শীর্ণ লোক হইলে এক 'ছায়ের' কম লাগিলে কম লাগাইবে। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার এক দল উম্মত হইবে তাহারা অজুতে বেশী পানি ব্যয় করিবে। আরো ফরমাইয়াছেন, আলহান নামক এক শয়তান আছে, সে অজুর সময় ওছওয়াছা দিয়া লোকের দ্বারা বেশী পানি ব্যয় করাইয়া তাহাদিগকে মাকরূহের গোনাহে পতিত করে।

প্রশ্নঃ- ইতিপূর্বে প্রকাশ করিলেন এই নিয়মটি মাঝামাঝি লোকের তাহার প্রমাণ কি?

উত্তরঃ- উপরে উল্লেখ হইয়াছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক 'ছা' পানি দ্বারা গোছল ও এক 'মোদ' পানি দ্বারা অজু করিয়াছেন ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত নিয়মটি মাঝামাঝি লোকের। কেননা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যম কদের (মধ্যাকৃতি) লোক ছিলেন।

প্রশ্নঃ- বেশী পানি ব্যয় করা মাকরূহ তাহরীম জানিলাম, কিন্তু কম পানি খরচ করা মাকরূহ তাহরীম কেন তাহা বুঝিলাম না।

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, এইরূপভাবে গোছল করিবে যেন মাথার উপর পানি ঢালিলে সমস্ত শরীর ভিজিয়া গড়াইয়া পড়ে কিন্তু তৈল মালিশ করার ন্যায় শরীর ভিজাইয়া কম পানি খরচ করিলে মাকরূহ তাহরিমীর গোনাহ হইবে।

প্রশ্নঃ- কেহ গোছল করিতে গিয়া ১ম ও ২য় বার সমস্ত শরীরে পানি ঢালিল সত্য, কিন্তু তাহার সমস্ত শরীর ভিজিল না, তৃতীয় বার পানি ঢালিয়া সম্পূর্ণ শরীর ভিজাইয়া গোছল করিল , কিন্তু ওজনে বেশী পানি খরচ করিল না তবুও কি তাহার গোনাহ হইবে?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মর্মে অজু ও গোছলের মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিন বার ধৌত করার নিয়ম আছে, প্রত্যেক বার সমস্ত শরীর ভিজাইয়া ধৌত না করিলে মাকরূহ তানজিহির গোনাহ হইবে। কারণ, ভালরূপ তিনবার ধৌত করা সন্নতে মোয়াক্কাদাহ।

প্রশ্নঃ- শীতকালে বা শীতের সময় অজু করিতে কষ্ট বোধ করিয়া তৈল মালিশ করার মত অজুর সকল স্থান পানি দ্বারা ভিজাইয়া লইলে অজু শুদ্ধ হইবে কিনা?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের সহীহ রেওয়ায়েত মতে জানা যায় অজুর স্থানগুলি ধৌত করার সময় অজুর অঙ্গ হইতে ২/৩ ফোটা পানি বহিয়া না পড়িলে অজু শুদ্ধ হইবে না।

প্রশ্নঃ- অজু কি গোছলের জন্য যে পানি আল্লাহর ওয়াস্তে রাখিয়া দেওয়া হয় তাহাও কি বেশী পরিমাণে ব্যয় করিলে মাকরূহ হইবে?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, তাহাতেও মাকরূহ হইবে।

স্ত্রী-পুরুষের মিলনের পর পাক হইবার নিয়ম

প্রশ্নঃ- স্ত্রী পুরুষের মিলনের পর কি নিয়মে পাক হইতে হইবে?

উত্তরঃ- এ বিষয়ে যথাক্রমে বলিতেছি, স্মরণ রাখিও।

(১) স্ত্রী-সঙ্গমের পর যদি নিদ্রা যাইতে হয়, তবে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া লিঙ্গ ধুইয়া মাটিতে হাত মলিয়া ধৌত করিয়া অজু অন্তে নিদ্রা যাইবে। নচেৎ হাত ধৌত করিয়া কুলি করিয়া তৈয়ম্মুম করতঃ নিদ্রা যাইবার বিধি আছে।

(২) যদি স্ত্রী সঙ্গমের পরক্ষণেই গোছল করিতে হয় তবে প্রস্রাব করিয়া এস্তেবরার মত কার্য করিয়া হাটিয়া চলিয়া লিঙ্গ ধৌত করতঃ উক্ত নিয়মানুযায়ী হাত পরিস্কার করিবে।

(৩) স্ত্রীলোকের এস্তেবরার মধ্যে পুরুষের ন্যায় কার্য করিতে হইবে না। লজ্জাস্থানের উপরিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পুর্বোল্লিখিত মত ফুরুজে খারেজ ধৌত করিয়া লইবে।

(৪) শরীরের ও কাপড়ের নাপাক ধৌত করতঃ পরিস্কার করিয়া লইবে।

(৫) খেলাল করা আবশ্যক হইলে প্রথমে খেলাল করিয়া নামাজের অজুর ন্যায় অজু করিয়া লইবে।

(৬) যদি তক্তা, চৌকি বা উচ্চস্থানে বসিয়া গোছল করিতে হয় তবে পূর্বোল্লিখিত মত অজুর সঙ্গেই পা ধৌত করিয়া লইবে। পায়ের নীচে শরীর ধৌত করা পানি জমা হইলে গোছলের স্থান হইতে সরিয়া গিয়া পা ধুইয়া লইবে।

(৭) এমন উচ্চস্থানে বসিয়া গোছল করিবে, যেন শরীরের ধৌত পানির ছিটা শরীরে না আসে।

(৮) কেহ না দেখে এমন স্থানে বসিয়া গোছল করিবে।

(৯) রাত্রি থাকিতে গোছল করা ভাল।

(১০) রোজাদার লোকে সোবহে সাদেকের সময় বা পরে গোছল করিলে গড়গড়া করিবে

না ও নাকের মধ্যে ছিটাইয়া পানি দিবেনা, কেবলমাত্র অঙ্গুলী ভিজাইয়া নাকের ময়লা পরিস্কার করিয়া লইবে।

(১১) রোজাদার ব্যক্তি সোবহে সাদেকের পূর্বে গোছল করিলে নাকে পানি ছিটাইয়া দিয়া গড়গড়া করিয়া গোছল করিতে পারিবে।

(১২) গোছল করিতে কাহারও সাহায্য না লওয়া উত্তম।

(১৩) কেবলা রোখ হইয়া গোছল করিবে না।

(১৪) শরীরে পানি দেওয়ার নিয়মঃ- প্রথম ডাহিন স্কন্ধে, পরে বাম স্কন্ধে, তৎপর মাথার উপরে তিনবার করিয়া পানি ঢালিবে যেন সমস্ত শরীরে পানি বহিয়া চলে। তৎসঙ্গে শরীর মর্দন করিবে এবং ফরজ গোছলের মধ্যে উল্লিখিত লক্ষ্য রাখার স্থান সমূহের প্রতি খেয়াল রাখিয়া এরূপভাবে ধৌত করিবে যেন একটি পশম পরিমাণ স্থানও শুষ্ক না থাকে।

(১৫) প্রথম বিসমিল্লাহ বলিয়া শরীরে পানি ঢালিবে।

(১৬) অতিরিক্ত পানি খরচ করিবে না।

(১৭) গোছলের পরে সমস্ত শরীর রুমাল দ্বারা মুছিয়া লইবে।

(১৮) গোছলের পর কেবলা রোখ হইয়া কাপড় পরিধান করিবে না।

(১৯) গোছলের পরে অজু না থাকিলে অজু করিয়া দুই রাকাআত নামাজ পড়িবে।

(২০) কাপড়ে নাপাকের চিহ্ন ঠিক না পাইলে, পারিলে কাপড় পরিবর্তন করতঃ গোছল করা মোস্তাহাব।

(২১) যদি কোন ওজর বশতঃ কাপড়ে নাপাক থাকে ও সেই কাপড় পরিধান করিয়া গোছল করিতে হয়, তবে সেই কাপড় দ্বারা শরীর মর্দন করিবে না।

গোছলের আনুসাঙ্গিক মাসয়ালা

প্রশ্নঃ- গোছলের সময় ভালরূপে অজু করিয়া গোছল করিলে গোছলের পর ঐ অজু থাকা সত্বেও পুনঃ অজু করা মোস্তাহাব কিনা?

উত্তরঃ- এমতাবস্থায় মোস্তাহাব নহে। (শামী)

প্রশ্নঃ- অজু থাকিতে অজু করা মোস্তাহাব, ইহার মতলব কি?

উত্তরঃ- অজু করিয়া নামাজ পড়িলে বা মজলিস পরিবর্তন করিলে অজু থাকা সত্বেও পুনঃ অজু করা মোস্তাহাব। (শামী)

প্রশ্নঃ- কোন ব্যক্তি ভুলে নাকে পানি না দিয়া কুলি না করিয়া এবং শরীরের কোন স্থান শুষ্ক রহিল এইরূপ ভাবে গোছল করিয়া নামাজ পড়িল, কিন্তু নামাজের পর সেই ব্যক্তির এই কথা স্মরণ হইল, তাহার গোছল ও নামাজের কি হুকুম?

উত্তরঃ- যদি ভুলে কাহারও এইরূপ হয়, তবে কুলি করিয়া ও নাকে পানি দিয়া শুষ্ক স্থান ভিজাইয়া লইবে, গোছল করিতে হইবে না। নফল নামাজ পড়িয়া থাকিলে কাজা করিতে হইবে না কিন্তু ফরজ নামাজের কাজা পড়িতেই হইবে। (গায়াতুল-আওতার ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

প্রশ্নঃ- নফল নামাজের কাজা পড়িতে হইবে না বুঝিলাম, কিন্তু ফরজ নামাজের কাজা পড়িতে হইবে ইহার কারণ কি?

উত্তরঃ- অজু থাকা সত্বেও নফল পড়িবার নিয়ত করিয়া নামাজ আরম্ভ করিলেই আদায় করা ওয়াজিব হয় বটে, কিন্তু বিনা অজুতে নফল নামাজ আরম্ভ করিলেও সে আরম্ভ ঠিক হয় না। কিরূপে ওয়াজিব হইবে? এই জন্যই নফল নামাজের কাজা পড়িতে হয় না। ফরজের কাজা পড়িতেই হইবে, কারণ ফরজ নামাজ আরম্ভ করুক বা নাই করুক কাজা পড়িতে হইবে। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

প্রশ্নঃ- ঐরূপ নাপাক অবস্থায় ফরজের সঙ্গে সুন্নত নামাজ পড়িয়া থাকিলে সুন্নতের কাজা পড়িতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- জামেউর রমুজ কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, সহীহ রেওয়ায়েত মতে ফরজের কাজার সঙ্গে ফরজের সঙ্গীয় সুন্নতে মোয়াক্কাদার কাজাও আদায় করিতে হইবে, (এ বিষয়ে নামাজের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে।) যদি ওয়াক্ত থাকিতে ফরজ পড়ে তবে সুন্নতও দোহরাইয়া পড়িতে হইবে।

প্রশ্নঃ- কোন ব্যক্তি নাপাক হইল, কিন্তু লোকে না দেখে এইরূপ আড়ালে গোছলের স্থান নাই, নামাজের ওয়াক্তও ফৌত হয়, এইরূপ ক্ষেত্রে কি করিবে?

উত্তরঃ- এইরূপ অবস্থায় গোছল করিয়া নামাজ পড়িবে। (দুররুল মোখতার ও গায়াতুল আওতার)

প্রশ্নঃ- এইরূপ নির্লজ্জের মত গোছল করিলে, গোনাহ হইবে কিনা?

উত্তর"- না গোনাহ হইবে না। কারণ , নামাজের জন্যই নির্লজ্জের মত গোছল করা হইল। অতএব তাহার গোনাহ হইবে না। কারণ, ওজর আছে। গায়াতুল আওতার কিতাবে ইহাও লিখিয়াছে যে, যাহারা ইচ্ছা করিয়া দেখিবে তাহাদের গোনাহ হইবে।

প্রশ্ন"- গোছল করিবার পূর্বে নাকে পানি দিয়া ও কুলি করিয়া অজু করিয়া লইলে গোছলের সময় নাকে পানি না দিলে এবং কুলি না করিলে তাহাতে কি গোছলের তিন ফরজ আদায় হইবে?

উত্তর"- হ্যাঁ হইবে। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

প্রশ্ন"- জুমা বা ঈদের নামাজের পূর্বে যদি ফরজ গোছল করে, তাহারও কি জুমার ও ঈদের সুন্নত গোছল আদায় হইবে?

উত্তর"- হ্যাঁ সুন্নত আদায় হইবে।

বিনা অজুতে ও নাপাক অবস্থায় কি কি কাজ করা হারাম

প্রশ্ন"- জানাবাত(নাপাক) অবস্থায়, (কামভাবে বীর্য স্খলিত হইলে) কি কি কাজ করা হারাম, জানিতে বাসনা।

উত্তর"- নাপাক অবস্থায় পাঁচটি কাজ করা হারাম"-

(১) নামাজ পড়া। (২) কোরআন শরীফের আয়াত পড়া। (৩) কোরআন শরীফ স্পর্শ করা। (৪) মসজিদে দাখিল হওয়া। (৫) আল্লাহর ঘর তওয়াফ করা।

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় পাঁচটি কার্য হারাম জানিলাম, বিনা অজুতে কি কোন কাজ করা হারাম আছে?

উত্তর"- মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে, বিনা অজুতে তিনটি কাজ করা হারাম"- (১) নামাজ পড়া। (২) বিনা গেলাফে কোরআন শরীফ ছোঁয়া। (৩) কাবার ঘর তওয়াফ করা।

নাপাক অবস্থায় কোরআন শরীফ পড়া জায়েজ কি না?

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় দোয়া ও শোকরের নিয়তে কোরআন শরীফের আয়াত পড়িতে পারে কি না?

উত্তর"- মাজমাউল আনহুর কিতাবে লিখিত আছে, সূরা ফাতেহা (আলহামদু) দোয়ার নিয়তে পড়া জায়েজ আছে, কিন্তু কেরাতের নিয়তে পড়া জায়েজ নাই। দোয়ার আয়াত দোয়ার নিয়তে পড়া জায়েজ আছে। এইরূপ তসবীহ পড়া ও জিকর করা জায়েজ আছে। কবিরী কিতাবে লিখিত আছে, খোদার তারিফের নিয়তে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়া জায়েজ আছে। কেরাতের নিয়তে পড়া জায়েজ নাই। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, আজানের জওয়াব দেওয়া ও ঐরূপ যত দোয়া পড়া, এমনকি দোয়া কুনুত পড়া,খানা খাওয়ার সময় বা কোন কার্য আরম্ভের সময় শুধু বিসমিল্লাহ বলা, শোকরের নিয়তে আলহামদুল্লিাহ পড়া জায়েজ আছে।

কথা বলার সময় কোন ছোট আয়াত মুখে আসিলে পড়িতে পারিবে- যেমন ছুম্মা নাজারা, লামইয়ালিদ। জানা আবশ্যক যে, হায়েজ ও নেফাস ওয়ালীর প্রতিও ঐ হুকুম।

প্রশ্ন"- আপনি বলিলেন নাপাক অবস্থায় কোরআন শরীফের আয়াত কেরাতের নিয়তে পড়িতে পারে না, কিন্তু তাহতাবী কিতাবে নাকি এক আয়াতের কম পড়া জ ায়েজ রাখিয়াছে, এখন কি করিব?

উত্তর"- তাহতাবী কিতাবে যদিও আয়াতের কতকাংশ পড়া জায়েজ রাখিয়াছে, তাহা আমল করা যায় না; কারণ কবিরী কিতাবে ইমাম কারখী রহমাতুল্লাহ আলাইহি উহা নাজায়েজ বলিয়াছেন। শামী, দুররুল মোখতার, মাজমাউল আনহুর, দুররুল মোলতাকা এবং জওহারাতুন নাইয়ারা প্রভৃতি কিতাব সমূহের কওল মতে নাজায়েজ লিখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিয়াছেন, যখন এই বিষয়ে জায়েজ ও নাজায়েজ উভয় মত পাওয়া যায়, তখন না পড়াই প্রসিদ্ধ মত। এতদ্ব্যতীত আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, নাপাক অবস্থায় পূর্ণ আয়াতের অংশ কিংবা উহার এক জাররা (সামান্য) পরিমাণও সহীহ কওল মতে পড়া হারাম।

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় আজান দিতে পারি কি না?

উত্তর"- না, যদি কেহ নাপাক অবস্থায় থাকিয়া আজান দেয়, তবে তাহার মাকরূহ তাহরীমের গোনাহ হইবে। পুন" আজান দিতে হইবে। (আলমগীরি)

প্রশ্ন"- অজু না থাকিলে আজান দিতে পারিবে কি না?

উত্তর"- হ্যাঁ পারিবে। (আলমগীরি) তবে অজু করিয়া লওয়া মোস্তাহাব (জওহারাতুন নাইয়ারা) দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, তৈয়ম্মুম করিয়া আজান দেওয়া যাইবে। ইহা জায়েজ আছে।

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় কোরআন শরীফ পড়াইয়া দিতে পারে কিনা?

উত্তর"- আয়াত পূর্ণভাবে পড়া জায়েজ নাই; মতন না মিলাইয়া বর্ণ বর্ণ পৃথক পৃথক করিয়া পড়ান জায়েজ আছে। (কবিরী, জওহারাতুন নাইয়ারা) বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, হায়েজ ও নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোকের প্রতিও ঐ হুকুম।

প্রশ্ন"- বিনা অজুতে স্পর্শ না করিয়া কোরআন শরীফ পড়া জায়েজ আছে কিনা?

উত্তর"- জায়েজ আছে, কিন্তু অজু করিয়া লওয়া মোস্তাহাব (জওহারাতুন নাইয়ারাহ)

প্রশ্ন"- বিনা অজুতে কোরআন শরীফ পড়া জায়েজ আছে, কিন্তু নাপাক অবস্থায় কোরআন শরীফ পড়া জায়েজ নাই, ইহার ভেদ কি?

উত্তর"- একটু বুদ্ধি খরচ করিয়া দেখ না কেন? অজুতে কুলি করা সুন্নত। কারণ মুখের মধ্যে নাপাক হয় না। নাপাক অবস্থায় গোছলের কুলি করা ফরজ, কারণ মুখের মধ্যেও নাপাক হয় এই প্রভেদ। (জওহারাতুন নাইয়ারা)

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় সুবহানাল্লাহ ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে পারিবে কি না?

উত্তর"- হ্যাঁ, পড়া জায়েজ আছে,(জওহারাতুন নাইয়ারা)

প্রশ্ন"- বিনা অজুতে ও নাপাক অবস্থায় যদি সুবহানাল্লাহ , লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ দোয়া পড়িতে পারে, তবে মোরাকাবা করিতে পারিবে কি না?

উত্তর"- (জওহারাতুন নাইয়ারা ও মাজমাউল আনহুর প্রভৃতি কিতাবের মর্মে মোরাকাবা করিতে ও দোয়া পড়িতে পারিবে। কিন্তু অজু ও গোছল করিয়া পড়া মোস্তাহাব।

প্রশ্ন"- যদি এইরূপ পানি থাকে যে, অজু করিতে কি গোছল করিতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, তবে এমতাবস্থায় কি জায়েজ আছে?

উত্তর"- শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মর্মে প্রমাণিত হয় যে, ফরজ গোছল ও অজু না করিয়া দোয়া পড়া ও মোরাকাবা করা মাকরূহে তাহরিমী নহে, মাকরূহে তানজিহ ; অতএব অজু ও গোছল করিয়া লওয়া অতি উত্তম।

দোয়া, তাসবীহ ও মোরাকাবা ইত্যাদিতে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ফয়েজ আসে; সেই ফয়েজ সত্বর প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা থাকিলে নাপাকী হইতে গোছল করিয়া এবং অজু না থাকিলে অজু করিয়া লইবে। আল্লাহ তায়ালা নিজেও পবিত্র এবং পবিত্রতা পছন্দ করেন। অতএব পবিত্রতার সহিত তাসবীহ পড়িলে ও মোরাকাবা ইত্যাদি করিলে সত্বর আল্লাহর রহমত নাজিল হইবে।

প্রশ্ন"- যদি কোন ঘরে কোরআন শরীফ পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে, তবে সে ঘরের মধ্যে স্ত্রী সহবাস জায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- হ্যাঁ জায়েজ আছে, কিন্তু পর্দা দ্বারা আবৃত না থাকিলে জায়েজ নাই। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

নাপাক অবস্থায় ও বিনা অজুতে কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েজ কিনা?

প্রশ্ন"- মারাকিল-ফালাহ কিতাব হইতে প্রকাশ, বিনা অজুতে ও নাপাকী অবস্থায় কোরআন শরীফ স্পর্শ করা হারাম। কিন্তু গেলাফের সহিত স্পর্শ করা জায়েজ; কিরূপ গেলাফের সহিত ছোঁয়া জায়েজ আছে জানিতে বাসনা।

উত্তর"- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, কোরআন শরীফ যদি এইরূপ গেলাফের মধ্যে থাকে যে, আলগা কাপড় দ্বারা বা চামড়া দ্বারা আবৃত অথবা থলিয়ার মধ্যে আছে, তবে ছুঁইতে পারিবে, কিন্তু কাপড় বা চামড়া কোরআন শরীফের সহিত সিলাই করা কি'া আঠার দ্বারা আটকান থাকিলে ছুঁইতে পারিবে না; হায়েজ ও নেফাসওয়ালীর প্রতিও ঐ হুকুম।

প্রশ্ন"- কোরআন শরীফের আয়াত না লেখা স্থানের কাগজ যেমন হাশিয়া বা পংক্তিসমূহের মধ্যস্থিত স্থানের সাদা কাগজ স্পর্শ করা জায়েজ কি না?

উত্তর"- না, জায়েজ নহে, হারাম। (আলমগীরি)

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় কিংবা বিনা অজুতে পাক কাষ্ঠখন্ড দ্বারা কোরআন শরীফের পৃষ্ঠা উল্টান জায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- হ্যাঁ, পারিবে (শামী) তাবিনুল-হাকায়েকের হাশিয়াতে লিখিত আছে যে, বিনা অজুতে কোরআন শরীফ স্পর্শ না করিয়া পড়িতে পারিবে। তদ্রুপ পাক কাষ্ঠ, কলম বা চাকু ইত্যাদি দ্বারাও কোরআন শরীফের পৃষ্ঠা উল্টান জায়েজ আছে।

প্রশ্ন"- নাপাকী অবস্থায় কোরআনের আয়াত দেখিতে পারে কি না?

উত্তর"- দুররুল-মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, দেখিতে পারিবে, কারণ চক্ষুর মধ্যে নাপাক হয় না।

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় কোরআন শরীফ বিনা গেলাফে ছুঁইতে পারিবে না জানিলাম কিন্তু বিনা অজুতে স্পর্শ করা জায়েজ কি না?

উত্তর"- না, বিনা গেলাফে ছোঁয়া হারাম। (দুররুল-মোখতার, গায়াতুল-আওতার, আলমগীরি)।

প্রশ্ন"- নাপাকী অবস্থায় বা বিনা অজুতে জামার আস্তিন দ্বারা কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর"- নাপাকী অবস্থায় ও বিনা অজুতে জামার আস্তিন দ্বারা স্পর্শ করাও জায়েজ নাই।

প্রশ্ন"- মুনিয়া ও মুহিত কিতাবে নাকি লিখিত আছে- নাপাকী অবস্থায় ও বিনা অজুতে জামার আস্তিন দ্বারা কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েজ আছে, আপনি নাজায়েজ বলিলেন; ইহার কারণ কি?

উত্তর"- মুনিয়া ও মুহিত কিতাবে যদি জায়েজ লিখিয়া থাকে সেই কথার উপর আমল করা যায় না; কারণ জামেউর-রমুজ, হেদায়া, মাজমাউল-আনহুর, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, শরহে মোলতাকা, ফতহুল কাদির, কাফী, খোলাছা প্রভৃতি কিতাবে সহীহ কওল মতে নাজায়েজ বলিয়া লিখিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিয়াছে, হেদায়া কিতাবে যখন মুহিত

কিতাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ পায় তখন হেদায়া কিতাবের কথা আমল করা অতি উত্তম। অছুলের বিধান এই যে, যদি কোন ফতোয়ায় হারাম ও হালাল উভয় প্রকারের প্রমাণ পাওয়া যায় তবে হারামের উপর ফতোয়া দিয়া ঐ কাজ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কাজেই নাপাক অবস্থায় বা বিনা অজুতে জামার আস্তিন দ্বারা কোরআন শরীফ স্পর্শ করা কিছুতেই জায়েজ হইবে না।

প্রশ্ন"- বিনা অজুতে ও নাপাকী অবস্থায় পরিধেয় কাপড় দ্বারা কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েজ কি না?

উত্তর"- না, স্পর্শ করিতে পারিবে না। (দুর্‌রুল-মোখতার, আলমগীরি, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, ফতহুল কাদির।)

প্রশ্ন"- ছোট বালক বালিকারা বিনা অজুতে কোরআন শরীফ পড়িতে কি'া ধরিতে পারিবে কি না?

উত্তর"- হ্যাঁ, ধরিতে ও পড়িতে পারিবে। (দুররোল মোখতার, গায়াতুল আওতার।)

প্রশ্ন"- অজু ওয়ালা বালেগ ব্যক্তি অজু বিহীন নাবালক বা নাবালিকা দ্বারা কোরআন শরীফ আনয়ন করে বা কোন স্থানে রাখিতে দেয়, তাহা জায়েজ কি না?

উত্তর"- হ্যাঁ, জায়েজ আছে। (দুররুল-মোখতার)

প্রশ্ন"- বিনা অজুতে কোরআন শরীফের আয়াত লিখিতে পারিবে কি না?

উত্তর"- না, পারিবে না। ইমাম মোহম্মদ (রহ") ফরমাইয়াছেন, এইরূপ করা মাকরূহ।

প্রশ্ন"- ইমাম আবু ইউছুফ (রহ") নাকি বলিয়াছেন জায়েজ আছে, এখন আমরা কোন মত আমল করিব?

উত্তর"- গায়াতুল-আওতার কিতাবে আছে, হলবী (রহ") অত্র মাছয়ালায় এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে, অজুবিহীন ব্যক্তির কোন বস্তুর উপর আয়াত লিখিতে হইলে সেই বস্তুটি স্পর্শ না করিয়া লিখিতে পারিলে মাকরূহ হইবে না, নতুবা ইমাম মোহাম্মদ (রহ")- এর কথা মোতাবেক মাকরূহ হইবে।

প্রশ্ন"- আপনি বলিলেন যে, কাগজের উপর কোন আড় দিয়া স্পর্শ না করিয়া বিনা অজুতে লিখা জায়েজ আছে, কিন্তু তাবিনুল হাকায়েক কিতাবে নাকি আয়াত লিখন স'ন্ধে এরূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, কলম দ্বারা লিখিতে হইলে তাহাতেও এক প্রকার ছোঁয়া হয়, কারণ কলম হাতে থাকে, এ প্রকার ছোঁয়াও মাকরূহ, এখন কি করিব?

উত্তর"- ঠিক কথা শুনিয়াছ; ইহার একটি প্রতিকারও আছে। স্মরণ রাখিও, হাতে বা কলমে কাপড় জড়াইয়া কলম ধরিয়া আয়াত লিখিলে আর ছোঁয়া হয় না। যেরূপ গেলাফ দ্বারা কোরআন শরীফ ছোঁয়া জায়েজ আছে। জানা আবশ্যক যে, পরিধানের কাপড় দ্বারা যেন হাত বা কলম জড়ান না হয়।

প্রশ্ন"- আরবী অক্ষর ভিন্ন অন্য অক্ষরে কোরআন শরীফ লিখিত থাকিলে সেই কোরআন শরীফ নাপাক অবস্থায় ও বিনা অজুতে স্পর্শ করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- গায়াতুল-আওতার ও হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, ফারসী অক্ষরে কোরআন শরীফ লিখিত থাকিলেও নাপাকী অবস্থায় কিংবা বিনা অজুতে স্পর্শ করা হারাম।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দি, উর্দু কিংবা বাংলা অক্ষরে কোরআন শরীফ লিখিত থাকিলেও নাপাকী অবস্থায় বা বিনা অজুতে স্পর্শ করা হারাম হইবে।

প্রশ্ন"- বিজ্ঞাপন, চিঠি কিংবা টুকরা কাগজের মধ্যে যে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম অথবা আল্লাহ ও রাসূলের নাম লিখিত থাকে সেই কাগজ দ্বারা অনেক সময় নানা দ্রব্যাদি জড়াইয়া রাখা হয়, অথবা যথা তথা ফেলিয়া দেওয়া হয়, অনেক সময় পায়ের নীচে পড়িয়া পদদলিত হয়, ইহাতে গোনাহ হইবে কিনা?

উত্তর"- পূর্বে শামী, কবিরী ও দুররুল মোখতার কিতাব হইতে বলিয়াছি যে, আল্লাহর কালাম লিখিত কাগজ যত্ন সহকারে রাখিবে। নাপাকী কেন বিনা অজুতেও ছোঁয়া জায়েজ নাই। আল্লাহ ও রাসূলের নাম লিখিত কাগজ দ্বারা কোন দ্রব্য জড়াইয়া রাখা জায়েজ নাই; দু"খের বিষয় কতেক লোকেরা এ বিষয়ে খেয়াল না করিয়া টুকরা কাগজে, চিঠিতে, বিজ্ঞাপনে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম অথবা আল্লাহর নাম লিখিয়া থাকে। ইহা বড়ই বে-আদবী ও গোনাহের কাজ। তোমরা সাবধান থাকিও। ঐরূপ অযত্ন হইবার আশঙ্কা থাকিলে সেই কাগজে আল্লাহর নাম লিখিবে না ও লিখিত কাগজের যত্ন করিবে। সাবধান! আলস্য বশত" অবহেলা করিয়া গোনাহের মধ্যে পতিত হইও না। মোকামাতে ইমাম রব্বানী কিতাবে লিখিত আছে, হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ") একদিন পায়খানার মধ্যে আল্লাহর নামাঙ্কিত একখানা চাড়া পাইয়াছিলেন, সেই চাড়াখানা তিনি জীবনাবধি গলায় হার বানাইয়া সঙ্গে রাখিয়াছিলেন।

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় আসমানী কিতাব যেমন তৌরাত, ইঞ্জিল ও জবুর ইত্যাদি ছোঁয়া জায়েজ আছে কি না?"

উত্তর"- কোরআন শরীফ ছোঁয়া যেরূপ নাজায়েজ, তৌরাত, ইঞ্জিল ও জবুর ছোঁয়াও তদ্রূপ নাজায়েজ, কারণ ঐ সকল কিতাবও আল্লাহর কালাম। (শামী)

প্রশ্ন"- যে ইঞ্জিল ও তৌরাত কিতাবে আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করিয়া অন্য কথা লিখিয়াছে, সেই সমস্ত কিতাব নাপাক অবস্থায় ছুইতে পারিব কি না?

উত্তর"- এরূপভাবে খোদার কালাম পরিবর্তন করা ইঞ্জিল, তৌরাত স্পর্শ করিতে পারিবে, কিন্তু তন্মধ্যে যে স্থানে খোদার কালাম ঠিকভাবে আছে, সেই স্থান স্পর্শ করা ও পড়া মাকরূহে তাহরীম। (তাহতাবী, গায়াতুল আওতার)

প্রশ্ন"- হায়েজ ও নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোক বা নাপাক পুরুষে কোরআনের আয়াত লিখিতে পারিবে কিনা?

উত্তর"- হায়েজ ও নেফাছওয়ালী স্ত্রীলোকের এবং নাপাক পুরুষের কোরআনের আয়াত লিখা হারাম। (কবিরী)

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় যদি কোন বিষয় লিখিবার সময় আয়াতের কতক অংশ লিখিবার আবশ্যক হয়, তবে উহা লিখা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- না, জায়েজ নাই। লিখিলে মাকরূহে তাহরীম হইবে যদিও মুখে না পড়ে। (আলমগীরি)

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় মাটিতে কাগজ রাখিয়া স্পর্শ না করিয়া লিখিলে জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর"- জায়েজ হইবে না, স্পর্শ করুক বা না করুক, লিখিলে মাকরূহে তাহরীমের গোনাহ হইবে। (আলমগীরি)

প্রশ্ন"- কোরআন শরীফের আয়াত যদি কোন দ্রব্যের উপর লিখিত থাকে তবে নাপাকী অবস্থায় ও বিনা অজুতে সেই জিনিস স্পর্শ করিতে পারিবে কি না?

উত্তর"- যেই দ্রব্যে কোরআনের আয়াত লিখিত থাকে সেই দ্রব্য ছোঁয়া হারাম নহে, কিন্তু যে স্থানে আয়াত লিখিত থাকে সে স্থান ছোঁয়া হারাম। (শামী)

প্রশ্ন"- টাকা পয়সা কিংবা তক্তা অথবা দেওয়ালে কি অন্য কোন জিনিসের উপর কোরআনের আয়াত লিখিত থাকিলে নাপাকী অবস্থায় ও বিনা অজুতে উহা স্পর্শ করা যাইবে কি না?

উত্তর"- যদি কোন দ্রব্যের উপর কোরআনের পূর্ণ আয়াত লিখিত থাকে, তবে নাপাকী অবস্থায় ও বিনা অজুতে সেই জিনিস স্পর্শ করা নাজায়েজ। (জওহারাতুন নাইয়ারা)

প্রশ্ন"- শামী কিতাবের মর্মে বলিলেন, যে জিনিসের উপর কোরআনের আয়াত লিখিত আছে, নাপাক অবস্থায় ও বিনা অজুতে সেই জিনিস ছোঁয়া হারাম নহে। যে স্থানে আয়াত লিখিত থাকে শুধু সে স্থান স্পর্শ করা হারাম। আবার জওহারাতুন নাইয়ারা কিতাবের মর্মে বলিলেন, যে দ্রব্যের উপর কোরআনের আয়াত লিখিত, সে দ্রব্য ছোঁয়া নাজায়েজ; এই উভয় কথার মর্ম মতে ছুইতেও পারি, নাও পারি; এখন কি করিব?

উত্তর"- এই উভয় কথার মর্ম বুঝিয়া লইতে হইলে বিশেষ জ্ঞানের দরকার। শামী কিতাবে লিখিয়াছেন, যে দ্রব্যে কোরআনের আয়াত লিখিত, সে দ্রব্য ছোঁয়া হারাম নয়; এই কথার ভাবে জায়েজও হইতে পারে,না জায়েজ, মাকরূহও হইতে পারে। পুন" জওহারাতুন নাইয়ারা কিতাবে পাওয়া যায়, যে দ্রব্যে কোরআনের আয়াত লিখিত, সে দ্রব্য ছোঁয়া জায়েজ নহে; এ কথায় হারাম নচে" মাকরূহ হইতে পারে। যখন শামী কিতাবে হারাম নহে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তখন নাজায়েজ স্থলে মাকরূহ তাহরীম হইতে পারে; অতএব নাপাকী অবস্থায় সে জিনিস ছোঁয়া মাকরূহে তাহরীম। যে স্থানে পূর্ণ আয়াত লিখিত সে স্থান ছোঁয়া হারাম।

প্রশ্ন"- তফছীর, হাদীস ও ফেকাহর কিতাব নাপাক অবস্থায় ও বিনা অজুতে স্পর্শ করা জায়েজ আছে কিনা?

উত্তর"- উপরে প্রকাশ হইয়াছে, যে দ্রব্যে কোরআনের পূর্ণ আয়াত লিখিত আছে, সে দ্রব্য স্পর্শ করা মাকরূহ তাহরীম। যে যে স্থানে আয়াত লিখিত সেই সেই স্থান স্পর্শ করা হারাম। কোরআনের আয়াত হইতে যখন হাদীস, তফছীর, ও ফেকাহ খালি নাই তখন হাদীস, তফছীর ও ফেকাহ্ নাপাক অবস্থায় ও বিনা অজুতে স্পর্শ করা মাকরূহ তাহরীম এমন কি, নাহু ছরফের কিতাব ছোঁয়াও মাকরূহে তাহরীম, কারণ উহা আল্লাহর কালাম হইতে খালি নাই। ফতহুল কাদির কিতাবেও এইরূপ মাকরূহ তাহরীম বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দুররুল মোখতার কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, যে তফছীরের মধ্যে অন্যান্য কথা অপেক্ষা কোরআনের আয়াত বেশীর ভাগ, সেই তফছীর স্পর্শ করা হারাম, নচে" মাকরূহে তাহরীম।

প্রশ্ন"- আপনি বলিলেন নাপাকী অবস্থায় ও বিনা অজুতে ফেকাহ ছোঁয়া জায়েজ নাই। কোন কোন আলেমের নিকট শুনিয়াছি যে, নাপাকী ও বিনা অজুতে গেলাফ ছাড়া ফেকার কিতাব হাত দ্বারা স্পর্শ করা জায়েজ আছে, এ স্থলে কি করিব?

উত্তর"- যদিও কোন কোন আলেম জায়েজ বলিয়া থাকেন, কিন্তু কিতাবে গেলাফ ছাড়া স্পর্শ করা নাজায়েজ বলিয়া লিখিয়াছে। হেদায়া কিতাবে যদিও জরুরতের জন্য আস্তিন দ্বারা ছোঁয়া জায়েজ রাখিয়াছেন, কিন্তু ছিরাজুল ওহ্যাজ কিতাবে আস্তিন দ্বারা না ছোঁয়া মোস্তাহাব লিখিয়াছেন। আরও লিখিত আছে যে, অজু না থাকিলে অজু করিয়া কিতাব ধরিতে হইবে। অতএব অছুলের বিধানমতে ও শরহে মোলতাকাল আবহুর কিতাব মতে গেলাফ ছাড়া ছোঁয়া কেন, আস্তিন দ্বারাও না ছোঁয়া মোস্তাহাব। কেননা মাজমাউল আনহুর কিতাবে ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, হযরত হালোয়ানি (রহ") বলিয়াছেন; বিনা অজুতে আমি সাদা কাগজও ছুইতাম না এখন বুঝিয়া দেখ, কিতাবের কত যত্ন করিতে হইবে।

প্রশ্ন"- বর্তমান যমানায় বাংলা ভাষায় এরূপ অনেক কিতাব ও তফছীর বাহির হইয়াছে, যাহার মধ্যে মধ্যে কোরআনের আয়াত আরবী অক্ষরে লিখিয়া অর্থ করিয়া দিয়াছে; সেই সমস্ত কিতাবও কি বিনা অজুতে বা নাপাকী অবস্থায় স্পর্শ করা যাইবে না?

উত্তর"- শামী ও জওহারাতুন নাইয়ারা কিতাবের মর্মে এরূপ কিতাব স্পর্শ করাও মাকরূহে তাহরীম। পূর্বেই প্রকাশ হইয়াছে যে, যে স্থানে আয়াত লিখিত থাকে সেই স্থান ছোঁয়া হারাম; যে জিনিসের উপর লিখিত আছে সে দ্রব্য ছোঁয়া মাকরূহে তাহরীম।

নাপাক অবস্থায় ও বিনা অজুতে পড়ান যাইবে কি না?

প্রশ্ন"- বিনা অজুতে কিতাব স্পর্শ করিয়া পড়ান যাইবে কি না?

উত্তর"- না, বিনা অজুতে কিতাব স্পর্শ করিয়া পড়ান যাইবে না, পড়াইলে মাকরূহে তাহরীমের গোনাহ হইবে। এ বিষয়ে হাশিয়ায়ে তাহতাবীর প্রথম খন্ডে লিখিত আছে যে, একদিন ঈমাম ছারখছী (র") তাহার তছনীফী কিতাব রাত্রিকালে পড়াইতে বসিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার পেটের অসুখ বশত" যথাক্রমে সতের বার অজু ভঙ্গ হইয়াছিল আর তিনি সতের বারই অজু করিয়া পড়াইয়াছিলেন। ইমাম হালোয়ানী (রহ") বলিয়াছেন- আমি বিনা অজুতে সাদা কাগজও স্পর্শ করি নাই। এখন বুঝিতে পার কিরূপভাবে কিতাবের তাজীম করিতে হইবে।

প্রশ্ন"- হাজী লোকের সঙ্গে যে থলি তাকে তাহার উপর যদি আল্লাহর নাম লিখা থাকে ও এরূপ অবস্থায় আরফার ময়দানে গিয়া নাপাক হয়, তবে থলি খুলিয়া রাখিতে হইবে কি না?

উত্তর"- আরফার ময়দানে হউক, কি অন্যস্থানে হউক খুলিয়া রাখিতে হইবে না। (কাফী)

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় ও বিনা অজুতে কাঁধের রুমাল দ্বারা কোরআন শরীফ স্পর্শ করা যাইবে কি না?

উত্তর"- ফতহুল কাদির ও শামী কিতাবে উক্ত প্রশ্নের উত্তরে এইরূপ লিখিত আছে যে,

যদি রুমাল না হয় ও এক পার্শ্ব দ্বারা কোরআন শরীফ ধরিলে স্কন্ধের উপরের অংশ না নড়ে তবে জায়েজ আছে। বাহরুর রায়েক কিতাবেও এরূপ লিখিত আছে।

প্রশ্ন"- নাছারাদিগকে কোরআন শরীফ স্পর্শ করিতে দেওয়া যায় কিনা?

উত্তর"- না কাফেরদিগকে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কোরআন শরীফ স্পর্শ করিতে দিবে তাহার গোনাহ হইবে। (গায়াতুল আওতার)

প্রশ্ন"- কোন নাছারা যদি কোরআন শরীফ পড়িতে চায়, তবে তাহাকে পড়ান যাইবে কি না?

উত্তর"- হেদায়াতের নিয়তে পড়াইতে পারিবে; কিন্তু স্পর্শ করিতে দিবে না। কোরআন শরীফ কেন,ফেকার কিতাবও স্পর্শ করিতে দিবে না। ইমাম মোহাম্মদ (রহ") বলিয়াছেন, নাছারা লোক গোছল করিয়া আসিলে স্পর্শ করিতে দিতে পারিবে, কিন্তু ইমাম আজম (রহ") ও ইমাম আবু ইউছুফ (রহ") বলিয়াছেন, গোছল করিলেও নাছারাকে কোরআন শরীফ স্পর্শ করিতে দিবে না। (বাহরুর রায়েক) শুধু নাছারা কেন,অন্য জাতির জন্যও এই হুকুম; অতএব ইমাম আজম ছাহেবের কওল অনুসারে স্পর্শ করিতে দিবে না।

প্রশ্ন"- বর্তমান সময় কোন কোন আলেম নাছারাদের নিকট হইতে কিছু বেতন লইয়া তাহাদিগকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দেন, তাহা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- অনেক নাছারা মুসলমানদিগকে তর্কে ঠকাইবার মানসে কোরআন শরীফ পাঠ করিয়া থাকে। এইরূপ চতুরতার কথা জানা সত্ত্বেও যদি কেহ নাছারাদিগকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দেয়, তবে বেতন লউক বা না লউক, হারাম হইবে। (গায়াতুল আওতার)

প্রশ্ন"- কোরআন শরীফ যদি পড়ার অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে যেমন ছেঁড়া-ফাঁড়া, সেই কোরআন শরীফ কি করিব?

উত্তর"- একখন্ড পাক কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া দাফন করিতে হইবে। (বাহরুর রায়েক)

প্রশ্ন"- কি নিয়মে দাফন করিব?

উত্তর"- যে স্থানে লোকের যাতায়াত নাই, এইরূপ স্থানে একটি খাদ করিয়া যত্ন সহকারে খাদের মধ্যে রাখিয়া মাটি দিবে; যাহাতে কোরআন শরীফের উপর ধুলা বালি না পড়ে ও চাপাভাবে মাটি দেওয়া না হয়, ত"প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে (শামী)

প্রশ্ন"- মাটি দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রতিকার আছে কি না?

উত্তর"- হ্যাঁ, আছে; ওয়াকেয়াতে মুফতীন কিতাবে লিখিত আছে, প্রবাহিত স্রোতে ফেলিয়া দিতে পার। জানা আবশ্যক যে, বড় নদী বা খাল বিল হওয়া চাই, কিন্তু মাটি দেওয়াই উত্তম বিধি।

প্রশ্ন"- কোরআন শরীফ শিয়রে দিয়া শুইতে পারে কিনা?

উত্তর"- না, জায়েজ নহে। তবে যদি চোরে নেওয়ার আশংকা থাকে তাহা হইলে জায়েজ আছে। হাদীছ, তফছীর, ফেকাহ ইত্যাদি কিতাবেরও ঐ একই হুকুম। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

প্রশ্ন"- কোরআন শরীফের উপর কোন ফেকাহের কিতাব রাখা যায় কিনা?

উত্তর"- না, না, কখনও কোরআন শরীফের উপর কোন কিতাব রাখিবে না। কিতাবাদি রাখার নিয়ম এই"

(১) প্রথম লোগাত ও নাহু ছরফ তাহার উপরে

(২) স্বপ্নের তাবিরের কিতাব,তাহার উপরে

(৩) এলমে আকায়েদ (আকিদা ঠিক করিবার কিতাব) তাহার উপরে

(৪) ফেকাহ (মাসয়ালার কিতাব) তাহার উপরে

(৫) হাদীসের কিতাব, তাহার উপরে

(৬) কোরআন হাদীছ স'লিত নছিহতের কিতাব, তাহার উপর (৭) তফছীর, (৮) সর্বোপরি কোরআন মজীদ রাখিবে (গায়াতুল আওতার, বাহরুর রায়েক)

প্রশ্ন"- টাকা পয়সার উপর আল্লাহর কালাম লিখিত থাকিলে গলাইতে পারিবে কি না?

উত্তর"- পূর্ণ আয়াত লিখা থাকিলে পারিবে না। যদি টাকা ভাঙ্গিয়া অক্ষর সমূহ পৃথক পৃথক করিয়া ফেলে, কিংবা আয়াতের অর্ধেকের কম লিখা থাকে তবে গালান জায়েজ আছে। (গায়াতুল আওতার, হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

প্রশ্ন"- দালান, মসজিদ ও মেহরাবের দেওয়ালের উপর আল্লাহর কালাম লিখা জ ায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- যে দালান, মসজিদ ও মেহরাবের দেওয়াল ভগ্ন হইবার বা খসিয়া নিম্নে পতিত হইবার আশংকা আছে সে দালানে বা মসজিদে কি মেহরাবে আল্লাহর কালাম লিখা মাকরূহে তাহরীম (তাবিনুল হাকায়েকের হাশিয়া) আল্লাহর নাম ও কালাম দেওয়ালে, মেহরাবে, জায়নামাজে ও বিছানায় লিখা মাকরূহে তাহরীম। কারণ নিম্নে পতিত হইয়া, বেতাজীম হইবার আশংকা আছে। (ছগিরী)

প্রশ্ন"- তাবিজ সঙ্গে দেওয়া জায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- তাবিজ সঙ্গে দেওয়া জায়েজ বটে, কিন্তু তাবিজ তিন প্রকার"-

(১) আল্লাহর কালাম দ্বারা তাবিজ লিখিয়া সঙ্গে দিতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই তাবিজ সঙ্গে দেওয়া মোস্তাহাব।

(২) ফেরেস্তার নাম, আরশ, কুরছি এবং বোজর্গ লোকের নাম লিখিত তাবিজ মর্যাদাবান ভাবিয়া সঙ্গে রাখা জায়েজ আছে বটে কিন্তু নিয়তের গোলমাল হইবার আশংকা বিধায় না দেওয়াই ভাল।

(৩) আল্লাহর কালাম ভিন্ন অন্য কথার তাবিজ বা অঙ্কে লিখিত তাবিজ যাহার মানি মতলব বুঝা যায় না, তাহা সঙ্গে না দেওয়া ওয়াজিব। কারণ শেরক হইতে পারে। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

প্রশ্ন"- কলম নিক্ষেপ করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- গায়াতুল আওতার কিতাবের মর্ম মতে প্রকাশ পায় যে, নূতন কলম কাটিয়া কিছু না লিখিয়া ঐ কলম ও তাহার কাটা অংশ উভয়ই নিক্ষেপ করা জায়েজ আছে; কিন্তু ব্যবহার্য কলম ও তাহার কাটা অংশ কিছুই নিক্ষেপ করা জায়েজ নাই,করিলে কলমের বে-তাজীম করা হইবে।

প্রশ্ন"- লিখিত কাগজ দ্বারা কিছু জড়ান জায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- আল্লাহ ও রসূলের নাম লিখিত বা ফেকাহ লিখিত কাগজ দ্বারা কোন দ্রব্য জড়ান

বা বাঁধা জায়েজ নাই। তিব্বের (চিকি"সা স'ক্কীয়) বিষয় লিখিত কাগজ দ্বারা জায়েজ আছে। (গায়াতুল আওতার)

প্রশ্ন"- ফেকাহ ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যে বা কাগজে যদি আল্লাহ ও রাসূলের নাম লিখিত থাকে, তবে তদ্দারা কোন দ্রব্য জড়ান জায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- না, জায়েজ নাই। যদি জড়াইতে হয় তবে আল্লাহ ও রসূলের নাম উঠাইয়া জড়াইতে পারিবে। (গায়াতুল আওতার)

প্রশ্ন"- মুখের থুথু দ্বারা অক্ষর মুছিতে পারে কিনা?

উত্তর"- হ্যাঁ, জায়েজ আছে। কিন্তু আল্লাহর নাম থুথু দ্বারা উঠাইতে পারিবে না, উঠাইলে মাকরূহে তাহরীম হইবে। (দুররুল মোখতার) কিন্তু শামী কিতাবে লিখিত আছে, চাটিয়া খাইতে পারিবে।

নাপাক অবস্থায় ও বিনা অজুতে মসজিদে প্রবেশ ও অবস্থান করা জায়েজ কি না?

প্রশ্ন"- মারাকিল ফালাহ কিতাব হইতে বলিলেন যে, নাপাক অবস্থায় মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করা হারাম; যদি কেহ মসজিদের মধ্যে থাকিয়া নাপাক হয়, সে কি করিবে?

উত্তর"- যদি কেহ মসজিদের মধ্যে নাপাক হয়, তবে মসজিদ হইতে বাহির হইবে; এমতাবস্থায় তৈয়ম্মুম করিয়া বাহির হওয়া মোস্তাহাব (শামী, হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

প্রশ্ন"- যদি মসজিদে বসিয়া নাপাক হয় ও মসজিদ হইতে বাহির হইলে শারীরিক ক্ষতির আশংকা থাকে, অথবা আসবাবাদি চোরে নেওয়ার আশংকা থাকে, তাহা হইলে কি করিবে?

উত্তর"- এরূপ আশঙ্কাজনিত ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে নাপাক হইলে যদি বাহির না হইয়া মসজিদে থাকিতে চায় তবে থাকিতে পারে। কিন্তু তৈয়ম্মুম করিয়া লওয়া ওয়াজিব। স্মরণ রাখিবে যে, এমতাবস্থায় নামাজ ও কোরআনের আয়াত পড়িতে পারিবে না। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

প্রশ্ন"- যদি মসজিদের পার্শ্বে কোন ঘর থাকে সেই ঘরে বসিয়া নাপাক হয় ও ঘরের দরজা যদি মসজিদের উপর দিয়া থাকে এবং এই দরজা ভিন্ন বাহির হওয়ার জন্য অন্য কোন পথ বা অন্য কোন দরওয়াজা না থাকে, এমতাবস্থায় কি করিতে হইবে?

উত্তর"- এ প্রকার অন্য দরওয়াজা বিহীন মসজিদের পার্শ্বের ঘরে শুইতে নাই।

প্রশ্ন"- শয়ন করার অন্য কোন ঘর নাই বলিয়া মসজিদে শয়ন করিয়া থাকিলে কি করিবে?

উত্তর"- এমতাবস্থায় মসজিদের উপর দিয়া বাহির হইতে পারিবে, কিন্তু শামী কিতাবের মর্মানুযায়ী তৈয়ম্মুম করিয়া বাহির হওয়া মোস্তাহাব।

প্রশ্ন"- ইতিপূর্বে বলিয়াছেন, মসজিদে বসিয়া নাপাক হইবামাত্র তৈয়ম্মুম করিয়া লওয়া ওয়াজিব। যদি কাহারও হাতে নাপাক থাকে, সে কি প্রকারে ওয়াজিব রক্ষা

করিবে? ওয়াজিব রক্ষা করিতে গেলে শরীরে ও মসজিদে নাপাক লাগিবে ইহার প্রতিকার কি?

উত্তর"- ফেকাহর কিতাব হইতে প্রকাশ পায় যে, এমতাবস্থায় পরিধানের কাপড় অথবা মসজিদের সাথে সংযুক্ত নয় এইরূপ কোন জিনিস পাইলে তাহাতে ভালরূপে হাত মুছিয়া পরে তৈয়ম্মুম করিবে॥

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় মসজিদের পার্শ্বে দাঁড়ান জায়েজ কি না?

উত্তর"- হ্যাঁ দাঁড়ান জায়েজ আছে। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

প্রশ্ন"- মসজিদে নামাজী লোকের সংখ্যা অধিক বশত" যদি মসজিদের বাহিরের পার্শ্বে কতক লোক মসজিদের ইমামের প্রতি এক্তেদা করত" কাতার না মিলাইয়া নামাজ পড়ে তবে তাহাদের নামাজ আদায় হইবে কি না?

উত্তর"- হ্যাঁ নামাজ আদায় হইবে ও মসজিদের ফজীলত পাইবে। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

প্রশ্ন"- যদি মসজিদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িয়া মসজিদের ফজীলত পায় তবে নাপাক অবস্থায় কি প্রকারে মসজিদের পার্শ্বে দাঁড়ান জায়েজ হইবে?

উত্তর"- নামাজ পড়িবার সময় নামাজীর জন্য মসজিদের পার্শ্ব মসজিদের হুকুম রাখে। নাপাক লোকের জন্য মসজিদের পার্শ্ব মসজিদের হুকুম রাখে না। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা হারাম বুঝিলাম, কিন্তু যদি কোন মোছাফের নাপাক হইয়া পানি না পায় ও মসজিদের মধ্যে পানি থাকে, এদিকে অন্য লোকও নেই যে, পানি আনাইয়া লইবে, আবার নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়, এমতাবস্থায় কি করিবে?

উত্তর"- ঐরূপ মোছাফের পানি না পাইলে তৈয়ম্মুম করিয়া মসজিদে দাখিল হইয়া পানি আনিয়া অজু ও গোছল করিতে পারিবে এই স্থলে তৈয়ম্মুম করা ওয়াজিব। (শামী)

প্রশ্ন"- বিনা অজুতে মসজিদে প্রবেশ করিতে পারে কিনা?

উত্তর"- বিনা অজুতে মসজিদে প্রবেশ করা মাকরূহে তানযীহ (শামী) তৈয়ম্মুম করিয়া মসজিদে প্রবিষ্ট হওয়া জায়েজ আছে। (দুররুল মোখতার) কিন্তু শামী কিতাবের মর্মে অজু করিয়া মসজিদে প্রবেশ করা উত্তম বলিয়া লিখিত আছে।

প্রশ্ন"- যদি কাহারও শরীরের উপর মলমুত্র থাকে তবে সেই নাপাকসহ মসজিদে প্রবেশ করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- না, জায়েজ নাই। (আলমগীরি) শামী, কিতাবে লিখিত আছে, যাহার মুখ হইতে দুর্গন্ধ আসে, এইরূপ লোকের মুখ পরিস্কার না করিয়া মসজিদে প্রবেশ করা মাকরূহ।

প্রশ্ন"- যে হুক্কাখোরগণ ধুমপান করিয়া মসজিদে প্রবেশ করে তাহাদের কি হইবে?

উত্তর"- হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ দৃষ্টে মাজালেছুল আবরার কিতাবে লিখিত আছে, হুক্কাখোর লোকের মুখে দুর্গন্ধ দূর না করিয়া মসজিদে প্রবেশ করা মাকরূহে তাহরীম। কারণ তামাকের দুর্গন্ধে ফেরেশতাগণ কষ্ট পায়। ঐ কিতাবে আরও লিখিত আছে যে, ঐরূপ দুর্গন্ধ লইয়া লোকের মজলিসে, ইদগাহে ও জামাতের নামাজে যাওয়া ও নামাজ পড়া ইত্যাদি মাকরূহে তাহরীম। এতদ্ভিন্ন হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী

মরহুম মগফুর ছাহেবের দাদাপীর হযরত মাওলানা শাহ আবুদল আজিজ দেহলভী (রহ") ছাহেবের তফছীরে ফতহুল আজিজ কিতাবে লিখিয়াছে, তামাকের গন্ধ মুখে লইয়া যে হুক্কাখোর মসজিদে প্রবেশ করে, তাহার মাকরূহের গোনাহ হইবে।

প্রশ্ন"- মসজিদের মধ্যে বাতকর্মের হাজত হইলে কি করিবে?

উত্তর"- শামী কতিাবে খাযীনা কিতাব হইতে আনিয়াছে যে, যদি মসজিদে বসিয়া বাতকর্মের হাজত হয় তবে ছহী কওল মতে বাহিরে আসিয়া কার্য সারিবে। জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, মসজিদে বসিয়া মালুম থাকা সত্বেও বাতকার্য করিলে মাকরূহের গোনাহ হইবে।

প্রশ্ন"- মসজিদে থুথু ফেলা যায় কি না?

উত্তর"- না, না, মসজিদের বিছানার উপর কি নীচে, খামের, তক্তার দেওয়ালের ও বেড়ার উপর থুথু ফেলান মাকরূহে তাহরীম। (খানিয়া) এতডিন্ন কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে মসজিদের বারান্দায় ও ছাইচে ইত্যাদিতে থুথ ফেলা মাকরূহে তাহরীম।

প্রশ্ন"- মসজিদে বসিয়া সাংসারিক কথাবার্তা বলা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- না, মসজিদে এবাদত ভিন্ন বাজে কথা বলা হারাম। এইরূপ বেতনভোগী মোয়াল্লেম লোকের বিনা ওজরে মসজিদে বসিয়া পড়ানও মাকরূহে তাহরীম। বেতনভোগী মুহুরীর মসজিদে বসিয়া লেখা পড়া করা ও সাংসারিক কাজ করাও মাকরূহে তাহরীম। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে জায়েজ্ আছে। (আলমগীরি ২য় খন্ড)

প্রশ্ন"- আলমগীরি কিতাব হইতে প্রকাশ করিলেন যে, বেতনভোগী মোয়াল্লেম ওজর বশত" বেতন লইয়া মসজিদে বসিয়া পড়াইতে পারিবে, সে কিরূপ ওজর?

উত্তর"- বজ্জাজিয়া কিতাবে লিখিত আছে, যদি এমনস্থান হয় যে, গ্রীষ্ম বশত" মসজিদ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে বসিয়া পড়ান না যায় তবে এরূপ ওজরে মসজিদে বসিয়া পড়াইতে পারে।

প্রশ্ন"- আপনি বলিলেন, মসজিদে বসিয়া কথা বলা হারাম। বন্দেগী কাটা যায় কথাটা ঠিক কি না?

উত্তর"- হ্যাঁ, তফসীরে আহমদী কিতাবে হাদীছ শরীফ হইত উল্লেখ করিয়াছেন যে, মসজিদে বসিয়া, কবর জিয়ারতের সময়, কোরআন তিলাওয়াতকালে আলেমের মজলিসে ও আজানের সময় এই পাঁচ জায়গায় দুনিয়ার কথা বলিলে চল্লিশ ব"সরের বন্দেগী কাটা যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, দীনদারীর কথা বলিতে গিয়া পার্থিব উদাহরণের উল্লেখ করিলে কোন দোষ হইবে না।

প্রশ্ন"- মসজিদে বসিয়া তাবিজ বিক্রয় করা জায়েজ কিনা?

উত্তর"- জায়েজ নাই, এমনকি মসজিদে বসিয়া কোরআন শরীফ কিংবা তৌরাত ইঞ্জিল হইতে তাবিজ লিখিয়া হাদিয়া স্বরূপ কিছু চাহিয়া লওয়া হালাল নয়, হারাম। (আলমগীরি)

প্রশ"- তাবিজ লিখিয়া মজুরী লওয়া কি হারাম?

উত্তর"- মসজিদ ভিন্ন অন্যস্থানে বসিয়া তাবিজ লিখিয়া চাহিয়া মজুরী লওয়া জায়েজ আছে। (শামী ৫ম খন্ড)

প্রশ্ন"- মসজিদে বসিয়া কাপড় সেলাই করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- জায়েজ নাই। মসজিদে বসিয়া সাংসারিক যে কোন কাজ করুক মাকরূহ তাহরীম হইবে। (খানিয়া)

প্রশ্ন"- যদি কোন ব্যক্তি মসজিদের খেদমতের জন্য মসজিদে থাকে ও সেই সময় কাপড় সেলাই করে তবে জায়েজ আছে কিনা?

উত্তর"- জায়েজ আছে (বজ্জাজিয়া) এই কথায় প্রকাশ পায় যে, মসজিদের খেদমতের উদ্দেশ্যে বসিয়া থাকিলে কার্য করিতে পারে, কিন্তু কোন প্রকারে যেন মসজিদের প্রতি বে-আদবী করা না হয়। মসজিদ এবাদতের স্থান, পার্থিব কাজের জায়গা নয়; তবে মসজিদের খাদেম হইলে জরুরত বশত" পাছ-আনফাছ সহকারে কার্য করিতে পারে।

প্রশ্ন"- মসজিদে ঝাড়ু দিয়া ধুলাবালি ও মসজিদের মধ্যে যে ঘাস ইত্যাদি হয় তাহা তুলিয়া নাপাক স্থানে ফেলা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে না জায়েজ বলিয়া লিখিত আছে।

প্রশ্ন"- মদ্রাসার ঘরে নাপাক অবস্থায় প্রবেশ করিতে পারে কি না?

উত্তর"- যে মদ্রাসায় প্রত্যেক ওয়াক্তে জামাতে নামাজ হয় এবং অন্যান্য লোকেও আসিয়া নামাজ পড়ে, তাহাতে কোন সময় কেহ বাধা দেয় না এবং মাদ্রাসার বাসিন্দা লোক যাহারা দিবারাত্র সর্বদা মদ্রাসায় থাকে ও মদ্রাসার দরওয়াজা বন্ধ থাকিলে তাহাদের দ্বারাই জামাতে নামাজ পড়া চলে, এইরূপ মদ্রাসা মসজিদের হুকুম রাখে। তথায় নাপাকী অবস্থায় প্রবেশ করা হারাম। অন্যথায় প্রবেশ করা সিদ্ধ আছে। যে মদ্রাসার দ্বার বন্ধ থাকিলে মাদ্রাসাবাসী লোক দ্বারা জামআত চলে না। সেইরূপ মদ্রাসাহ ঘরে অপর লোকে নামাজ পড়িতে বাধা না দিলেও মসজিদের হুকুম রাখে না।

প্রশ্ন"- ছূফী লোকের খানকায় অর্থা" যেখানে বসিয়া এবাদত করেন সেই স্থান কিংবা ঈদগাহে নাপাক অবস্থায় প্রবেশ করিতে পারে কিনা?

উত্তর"- হ্যাঁ, জায়েজ আছে। ছহি কওল মতে ঈদগাহ ও জানাজার নির্দিষ্টস্থান মসজিদের শর্ত রাখে না; (হাশিয়ায়ে তাহতাবী) কিন্তু ইদগাহ ও জানাজার জন্য নির্মিত স্থানে মুছল্লি লোকেরা জামআত করিয়া নামাজ পড়িলে মসজিদের ফজীলত পাইবে, যদিও ওজর বশত" কাতার মিলান না থাকে। (শামী)

প্রশ্ন"- যদি কোন বাড়ী প্রাচীর বা বেড়া দ্বারা ঘেরা দেওয়া থাকে এবং সেই বাড়ীতে যদি স্বতন্ত্র একটি ঘর থাকে ও তাহাতে নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে এইরূপ নামাজের ঘরে নাপাক অবস্থায় প্রবেশ করা যাইবে কিনা?

উত্তর"- ঐ প্রকার প্রাচীর ও বেড়া বেষ্টিত বাড়ীর নামাজের ঘরে যদি অন্য লোক আসিতে কোন প্রকার বাধা না থাকে ও প্রাচীর বন্ধ করিলে যদি বাড়ীর লোক দ্বারা জামাতে নামাজ আদায় হয় ও পড়ে, সেইরূপ ঘর মসজিদের শর্ত রাখে। সেই ঘরে নাপাক অবস্থায় প্রবেশ করা হারাম। যদি প্রাচীর বন্ধ করিলে বাড়ীর লোক দ্বারা জামাতে নামাজ আদায় না হয়, তবে এইরূপ অবস্থায় দরওয়াজা খোলা থাকিলে এবং অন্য লোক আসিয়া নামাজ পড়িতে বাধা না দিলেও মসজিদের শর্ত হইবে না। তথায় নাপাক অবস্থায় যাইতে পারে। (খানিয়া)

প্রশ্ন"- ঘরের মধ্যে মুছল্লি লোকেরা নফল নামাজ ইত্যাদি পড়িবার জন্য যে স্থান

নির্দিষ্ট করিয়া রাখে, সেই স্থানে নাপাক অবস্থায় প্রবেশ করা যাইবে কি না?

উত্তর" হ্যাঁ, তথায় প্রবেশ করা যাইবে, কারণ সেই স্থান মসজিদের শর্ত রাখে না। (আলমগীরি ৫ম খণ্ড)

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা জায়েজ নাই জানিলাম, নাপাক অবস্থায় মেহরাবে প্রবেশ করা যাইবে কি না?

উত্তর"- 'আলমগীরি' কিতাবের মর্মে প্রকাশ, নাপাক অবস্থায় যেইরূপ মসজিদে প্রবেশ করা হারাম, মসজিদ সংলগ্ন মেহরাবেও নাপাক অবস্থায় তদ্রুপ প্রবেশ করা হারাম।

প্রশ্ন"- যদি কোন ব্যক্তি জঙ্গলের মধ্যে মসজিদ উঠাইয়া দেয়, সেই মসজিদে নাপাক অবস্থায় প্রবেশ করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর"- যে জঙ্গলে লোকের বসতি নাই, মোছাফেরও যায় না, সেই স্থানে নামাজের জন্য ঘর তৈয়ার করিলে মসজিদ হইবে না। (আলমগীরি) যখন ঐ জংলা ঘর মসজিদের হুকুম রাখে না, তখন তথায় নাপাক অবস্থায় যাইতে পারিবে।

প্রশ্ন"- মারাকিল ফালাহ কিতাব হইতে বলিয়াছেন, নাপাক অবস্থায় মক্কার ঘর তওয়াফ করা হারাম। মক্কার ঘরের চতুষ্পার্শ্বে মসজিদ আছে বলিয়াই কি নাপাক অবস্থায় তওয়াফ করা হারাম হইয়াছে?

উত্তর"- যদি আল্লাহর ঘরের চারি পার্শ্বে মসজিদ নাও থাকিত তবুও নাপাক অবস্থায় তওয়াফ করা হারাম হইত। বিনা অজুতেও তওয়াফ করা হারাম। (শামী)

প্রশ্ন"- নাপাক অবস্থায় বুঝি খোদার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবে না?

উত্তর"- নাপাক অবস্থায় যে ঘরের চারি পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করিতে পারে না, কি প্রকারে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবে? কিছুতেই পারিবে না।

ওয়াজিব গোছল

প্রশ্ন"- কোন্ কোন্ সময় গোছল করা ওয়াজিব?

উত্তর"- (১) মৃত ব্যক্তির গোছল করান জীবিত লোকের প্রতি ওয়াজিব।

(২) বয়"প্রাপ্ত কালের নাপাক অবস্থায় মুসলমান হইলে (স্ত্রী হউক বা পুরুষ) গোছল করান ওয়াজিব। (তাহ্তাবী, কবীরী)

প্রশ্ন"- যদি পানির অভাবে মুরদাকে গোছল করান না যায়, তখন কি করিতে হইবে?

উত্তর"- মুনিয়া কিতাবে লিখিত আছে, বিনা গোছলে মুরদারের জানাজা পড়া জায়েজ নাই; যদি পানির অভাব পড়ে, তবে মুরদাকে তৈয়ম্মুম করাইয়া জানাজা দিতে পারিবে।

সুন্নত গোছল

প্রশ্ন"- কোন্ কোন্ সময় গোছল করা সুন্নত?

উত্তর"- (১) জুমার নামাজ পড়িবার নিমিত্ত গোছল করা সুন্নত।

(২) দুই ঈদের গোছল করা সুন্নত।

(৩) হাজী লোকে আরফার ময়দানে দিবা দুই প্রহরের পর যে গোছল করে তাহাও সুন্নত। (দুররুল-মোখতার)

(৪) এহ্রামের জন্য গোছল করা সুন্নত (মুনিয়া)

প্রশ্ন"- জুমার দিন ছোব্হে ছাদেকের পূর্বে গোছল করিয়া নামাজ পড়িলে, জুমার সুন্নত গোছলের ছওয়াব পাইবে কি না?

উত্তর"- জওহারাতুন নাইয়ারায় উল্লেখ আছে, ইমাম আবু ইউছুফ (রহ") বলিয়াছেন, ঐ গোছলের অজু ভঙ্গ না হইলে জুমার সুন্নত গোছল আদায় হইবে। ইমাম হোছেন (রা") বলিয়াছেন, সুন্নত গোছল আদায় হইবে না। দুই ঈদের গোছলেরও ঐ হুকুম।

প্রশ্ন"- স্ত্রীলোকেরা জুমার দিন প্রাতে গোছল করিলে জুমার সুন্নত গোছলের ফজীলত পাইবে কি না?

উত্তর"- ইমাম আবু ইউছুফ (রহ") বলিয়াছেন, পাইবে। হযরত হোছেন (রা") বলিয়াছেন যে, পাইবে না।

প্রশ্ন"- জুমার দিন ছোব্হে সাদেকের পর সূর্য উদয়ের পূর্বে গোছল করিলে জুমার সুন্নত আদায় হইবে কি না?

উত্তর"- মাজমাউল-আনহুর কিতাবে লিখিত আছে, অজু ভঙ্গ হইলে আদায় হইবে না।

প্রশ্ন"- সূর্য উদয়ের পর গোছল করিলে অজু ভঙ্গ হইলেও কি ঐ হুকুম?

উত্তর"- হ্যাঁ, উক্ত প্রকারই, কিন্তু মতভেদ আছে।

প্রশ্ন"- মতভেদ থাকিলে আমরা কি করিব?

উত্তর"- শামী কিতাবে লিখিত আছে, গোছলের পরে অজু ভঙ্গ হইলে, অজু করিয়া লইলে উক্ত গোছলের সুন্নত আদায় হইবে, এই নিয়মই উত্তম।

মোস্তাহাব গোছল

প্রশ্ন"- কি কি কারণে গোছল করা মোস্তাহাব?

উত্তর"- মারাকিল-ফালাহ ও তাহতাবী কিতাব হইতে মোস্তাহাব গোছলের বিষয় সমূহ বলিতেছি, স্মরণ রাখিবে।

(১) কাফের (স্ত্রী হউক বা পুরুষ) পাক অবস্থায় মুসলমান হইলে গোছল করা মোস্তাহাব।

(২) বালক ও বালিকা বাগেল (বয়"প্রাপ্ত) হইলে গোছল করা মোস্তাহাব। মারাকিল ফালাহ কিতাবে ছহি রেওয়ায়েত মতে লিখিত আছে, বালক-বালিকার যদি বয়"প্রাপ্তির কোন প্রকার লক্ষণ না পাওয়া যায়, তবে পনর ব"সর পর বালেগ ধরিতে হইবে।

(৩) পাগলের হুঁশ হইলে গোছল করা মোস্তাহাব।

(৪) সিঙ্গা লওয়ার পর গোছল করা মোস্তাহাব।

(৫) মুরদারকে গোছল করাইয়া নিজে গোছল করা মোস্তাহাব।

(৬) শবে-কদরের রাত্রে দোয়া-কালাম পড়া ও জাগরিত থাকিবার জন্য অথবা কদরের রাত্র মনে করিয়া গোছল করা মোস্তাহাব। (শামী)

(৭) শবে বরাতের রাত্রে গোছল করা মোস্তাহাব।

(৮) আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মোবারক দর্শন, মদীনা শরীফের তাজীম এবং বুজুর্গীর দরুণ মদীনা শরীফে দাখিল হইবার সময় গোছল করা মোস্তাহাব।

(৯) মোজ্‌দালেফা নামক স্থানে বসিয়া কোরবানীর দিন সূর্য উদয়ের পূর্বে গোছল করা মোস্তাহাব।

(১০) মিনা বাজারে দাখিল হইবার জন্য গোছল করা। ঐ গোছলে শয়তানকে পাথর মারিবার জন্য গোছল করাও মোস্তাহাব; উক্ত তিন দিবসের মধ্যে জুমার বা ঈদের নামাজ পড়িতে হইলে পুন" গোছল করিতে হইবে না। ঐ মোস্তাহাব গোছলে সুন্নত আদায় হইবে। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)

(১১) আল্লাহর ঘর তওয়াফ করিবার নিমিত্ত গোছল করা। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিয়াছে, তওয়াফ করা ফরজ; এই ফরজকে পবিত্র অবস্থায় আদায় করিবার জন্য এবং আল্লাহর ঘরের তাজীমের জন্য গোছল করা মোস্তাহাব।

(১২) সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ পড়িবার জন্য গোছল করা।

(১৩) এস্তেছ্কার (বৃষ্টি প্রার্থনার) জন্য গোছল করা।

(১৪) অকস্মা" অন্ধকার হইলে অন্ধকার দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত গোছল করিয়া লওয়া।

(১৫) কোন ভয় জনিত বিপদে পতিত হইয়া বিপদ হইতে মুক্তি প্রার্থনার জন্য গোছল করা।

(১৬) ভয়ানক ঝড় হইলে মুক্তির জন্য দোয়া চাহিতে গোছল করা।

(১৭) লোক সমাজে যাইবার জন্য গোছল করা। শরীরের দুর্গন্ধ দ্বারা অন্য লোকে কষ্ট পাওয়ার আশংকা থাকিলে গোছল করা মোস্তাহাব। (গায়াতুল-আওতার)

(১৮) নূতন কাপড় পরিধান করিবার জন্য গোছল করা।

(১৯) প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা হইলে গোছল করা।

(২০) গোনাহ হইতে তওবা করিতে গোছল করা।

(২১) স্ত্রীলোকের পীড়াবশত" রক্তপাত হইতে থাকিলে রক্ত বন্ধ হইয়া গেলে গোছল করা। (গায়াতুল-আওতার)

প্রশ্ন"- যে স্থানে পানির অভাব, বিনামূল্যে পানি পাওয়া যায় না, তথায় বসিয়া স্ত্রীলোক নাপাক হইলে পানির মূল্য কে দিবে?

উত্তর"- এইরূপ অবস্থায় স্বামীর টাকা-পয়সা থাকিলে স্বামীকেই দিতে হইবে।

কি কি কাজে ভুল পয়দা হয়

শামী কিতাবে লিখিত আছে- নিম্নলিখিত কাজে মানুষের স্মৃতি শক্তি হ্রাস পায় ও ভুল পয়দা হয়।

(১) গোনাহের কাজ করিলে (২) পার্থিব কার্যসমূহে বেশী চিন্তা করিলে (৩) পার্থিব কাজ (এবাদত অপেক্ষা) বেশী করিলে (৪) কাঁচা ধনিয়া খাইলে (৫) বেশী গরম ভাত কি রুটি ইত্যাদি খাইলে (৬) বিড়ালের ন্যায় পাতিলের উপর থেকে কিছু খাইলে (৭) অধিক হাসি ঠাট্টা করিলে (৮) কবরস্থানে বসিয়া হাসিলে (৯) এস্তেঞ্জার স্থানে বসিয়া অজু করিলে (১০) জামা কি পাগড়ী দুই কাঁধের উপর লটকাইয়া রাখিলে (১১) নাপাক অবস্থায় আকাশের দিকে তাকাইলে (১২) পরিধানের কাপড় দ্বারা মুখ মুছিলে (১৩) মসজিদে বসিয়া কাপড় ঝাড়িলে (১৪) মসজিদে প্রবেশ কালে প্রথম বাম পা দিলে ও বাহির হইবার সময় প্রথমে ডান পা দিলে (১৫) হস্তমৈথুন করিলে (১৬) বার বার গুপ্তস্থান দেখিলে (১৭) রাস্তায় প্রস্রাব করিলে (১৮) মানবের খাদ্যোপযোগী ফলবান গাছের নীচে পায়খানা-প্রস্রাব করিলে (১৯) আবদ্ধ পানির মধ্যে প্রস্রাব করিলে (২০) ছাইয়ের মধ্যে পায়খানা প্রস্রাব করিলে (২১) স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান দেখিলে (২২) নাপিতের আয়না দেখিলে (২৩) ভাঙ্গা চিরুনী দ্বারা মাথা আঁচড়াইলে (২৪) ইঁদুরের ঝুটা খাইলে (২৫) উকুন ধরিয়া না মারিয়া ছাড়িয়া দিলে। এই সকল কাজে স্মরণ শক্তি কমিয়া যায়।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

অজুর বিস্তারিত মাসয়ালা

অজুর ফজীলত

বিসমিল্লাহ বলিয়া আমি ধরিয়া কলম ॥ অজুর বর্ণন লিখিতে করিনু মনন ০ অজুর ফয়দা বলে ফেরেশতা জিব্রীল ॥ রসূল করীম তাহা করেন তামিল ০ ইহার দলিল আছে হাদীস মাঝারে ॥ যেইরূপ প্রচার করে রসুল গোচরে ০ যেইরূপে রসুলুল্লাহ আদায় করিল ॥ সেইরূপ প্রকাশ আশা মনেতে রহিল ০ কি করি কেমনে তাহা করিব প্রচার ॥ চিন্তায় চিন্তায় সদা ব্যাকুল অন্তর ০ অজুর সম্পুর্ণ ভেদ বড়ই মাকুল ॥ জনাব কেবলা কাছে শুনিয়া আকুল ০ আহা কি মধুর বাক্য মর্ম সুমধুর ॥ বিদ্যার অভাব তাই লিখিতে মাজুর ০ অজুর বুজুর্গী লেখা ছেলেখেলা নয় ॥ শুনিয়া মোর্শেদ কাছে লিখিনু হেথায় ০ মোর্শেদে কামেল মম মাসয়ালা অজুর ॥ দেখিয়া দিলেন মোরে কিতাব খবর ০ অজুতে চারিটি নেকী রসুল ফরমান ॥ করিব বর্ণনা হেথা জানাতে সবায় ০ প্রথম বুজুর্গী এই লইবে জানিয়া ॥ অজুতে গুনাহ সব যাইবে ঝরিয়া ০ দ্বিতীয় বুজুর্গী জান ফরমান এমন ॥ অজুতে থাকিলে তবে শহীদ মওত ০ তৃতীয় ফায়দা জান এইরূপ পাইবে ॥ সঙ্গী ফেরেশতা যত মমতা করিবে ০ চতুর্থ ফায়দা এই জানিবে সবায় ॥ নেক লোক সাথে তার মহব্বত হয় ০ এই চার ফায়দা সবে জানিয়া লইবে ॥ সতত অজুতে থাকা অভ্যাস করিবে ০ এ ছাড়া পাঁচটি নেকী অজুতে পাইবে ॥ হাশিয়ায় তাহতাবী দেখিয়া লইবে ০ আর এক নেকী ভাই জান এ প্রকার। অজুতে নির্মল হইবে স্বভাব তাহার ০

দ্বিতীয় ফায়দা পাইবে আমল করিলে ॥ রিজিক হইবে বৃদ্ধি জানিবে সকলে ০ তৃতীয় নেকী এই জান সর্বজন ॥ আঁধার কবর হবে উজ্জল রৌশন ০ চতুর্থ ভালাই এই দেখিয়া লইবে। ভীষণ সীরাত পোল উজ্জল দেখিবে ০ পঞ্চম ফায়দা এই কিতাবে জেকের ॥ শয়তান দফের নেজা অজু মোমিনের ০ হযরত রাসূল যিনি আমিনা নন্দন ॥ হাদীসে বয়ান করে শুন সর্বজন ০ মোসলেম শরীফ মাঝে রেওয়ায়েত আছে ॥ শামী কিতাবে দেখ পাবে তার বিচে ০ অজুতে গোনাহ সব যাইবে ঝরিয়া ॥ শরীর হইবে পাক লইবে জানিয়া ০ সতত অজুতে যারা ধরায় থাকিবে ॥ হাশরে নূরের জ্যোতিঃ তাদের হইবে ০ এইতো রসূল বাণী জানিবে নিশ্চয় ॥ ঠিক ঠিক সত্য কথা মিথ্যা কভু নয় ০

অজুতে শরীর ঠান্ডা হইবেক সবার ॥ গোস্বার ঔষধ অজু কিতাবে খবর ০ আরো কত গুণ আছে লিখিতে না পারি ॥ লিখিলে কিতাব খানি হয়ে যাবে ভারি ০ আমার হাবিব যিনি রসূল আল্লার ॥ অজুর বর্ণন করে বোখারী মাঝার ০ পূর্ব নবীদের কালে এই অজু ছিল ॥ তাহাই রসূলুল্লাহ পুরস্কার পেল ০ অজুর তোহফা পেয়ে আপন রসূল। ভক্তি ভরে সেই তোহফা করেন কবুল ॥ কবুল করিয়া নবী বলেন সবায়। অজুতে বহুত নেকী দিলেন দয়াময় ০ আমার উম্মত যারা অজুতে থাকিবে ॥ হাশরে তাদের জ্যোতি রৌশন হইবে ০ অজুর মোকাম সব হইবে উজ্জল। তাই যে চিনিব আমি উম্মত সকল ০ মোসলেম শরীফ বিচে দেখিবে সবায় ০ ছহীহ হাদীসের কথা কভু মিথ্যা নয় ০ যেই ওয়াক্তে দুই হাত ধৌত কর ভাই ॥ দুই হাতের খাতা যত মাফ করে সাঁই ০ যখনেতে পদ ধৌত মোমিন করিবে। পদের যতেক গুনাহ মাফ করে দিবে ০ এমন সুখের বার্তা যেজন জানিবে ॥ সর্বদা অজুতে থাকা আমল করিবে ০ আহা কি সৌভাগ্য মম বলি হারি যাই। আখেরী নবীর মধ্যে সৃষ্টি করে সাঁই ০

অজুর শ্রেণীবিভাগ

১। প্রশ্নঃ- অজু কয় ভাগে বিভক্ত এবং তাহা কি কি ?

উত্তরঃ- অজু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা - (১) ফরজ (২) ওয়াজিব (৩) মোস্তাহাব। (শরম্বালালিয়া)

২। প্রশ্নঃ- কি কি কাজে অজু করা ফরজ?

উত্তরঃ- শরম্বালালিয়া ও তাবিনুল হাকায়েকের হাশিয়াতে লিখিত আছে। (১) ফরজ নামাজ পড়িবার নিয়তে (২) নফল নামাজের নিয়তে (৩) জানাজা নামাজের (৪) সিজ দায়ে তিলাওয়াতের জন্য (৫) কুরআন শরীফ স্পর্শ করার নিয়তে (৬) শোকরের সিজদার নিয়তে (৭) মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে যে, কোন দ্রব্যের বা টাকার কিংবা দালানের উপর কুরআনের এক আয়াত লিখিত থাকিলেও তাহা স্পর্শ করিবার নিয়তে অজু করা ফরজ। এতদ্ভিন্ন কুরআন শরীফের হাশিয়া ও ফারসী অক্ষরের কুরআন শরীফ স্পর্শ করিতে হইলেও অজু করা ফরজ।

ওয়াজিব অজুর বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- কি কি কাজে অজু করা ওয়াজিব ?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, কাবা শরীফের ঘর তওয়াফ করার জন্য অজু করা ওয়াজিব। ঐ কিতাবে আছে, যদি কোন ব্যক্তি বিনা অজুতে কাবার ঘর তওয়াফ করে তাহার তওয়াফ হইয়া যাইবে বটে কিন্তু বাহরুর রায়েক কিতাবের মর্মে ওয়াজিব তরক করায় মাকরূহে তাহরীমের গোনাহ হইবে।

মোস্তাহাব অজুর বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- কি কি কাজে অজু করা মোস্তাহাব জানিতে বাসনা ?

উত্তরঃ- এ বিষয় আলমগীরি, শরহালালিয়া, মারাকিল ফালাহ ও হাশিয়ায় তাহতাবী কিতাবের মর্মে নিম্ন ৪১টি বিষয় অজু করা মোস্তাহাবঃ (১) মসজিদে দাখিল হইবার জন্য (২) কুরআন শরীফ মৌখিক পড়ার জন্য (৩) কুরআন শরীফ স্পর্শ না করিয়া দেখিয়া পড়িবার জন্য (৪) ধর্মের কাজ শিক্ষা দিতে (৫) কবর জিয়ারত করিতে, (৬) আজান দিতে, (৭) রোগী দেখিতে, (৮) মৃতদেহ ধরিয়া দাফন করিতে, (৯) একামত বলিতে, (১০) মুসলমান হইতে, (১১) সালাম দেওয়ার জন্য, (১২), সালামের জওয়াব দেওয়ার জন্য, (১৩) নিদ্রা যাইতে, (১৪) কোরআন শরীফের আয়াত লিখিতে, (১৫) নিদ্রা হইতে উঠিয়া, (১৬) সর্বদা অজু রাখিতে, (১৭) গুনাহের কার্য গীবত, চোগলখোরী, মিথ্যা কথা প্রভৃতির পর অজু করা, (১৮) মৃতদেহ গোছল করাইয়া, (১৯) জানাবাতের পর অজু করা, (২০) মৌখিক মোতবা পড়িবার জন্য, (২১) নাপাক অবস্থায় নিদ্রা যাইতে, (২২) নাপাক অবস্থায় কিছু খাইতে, (২৩) স্বামী-স্ত্রী মিলনের জন্য, (২৪) হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জেয়ারতের জন্য, (২৫) সাফা মারওয়া দৌড়াইতে, (২৬) উটের গোশত খাইয়া, (২৭) নামাজের বাহিরে উচ্চহাস্য করিলে, (২৮) গোস্বা হইলে, (২৯) ওয়াজ করিবার জন্য, (৩০) আরফার ময়দানে অবস্থানের জন্য, (৩১) স্ত্রীলোক স্পর্শ করিলে, (৩২) নিজ লজ্জাস্থান ধরিলে, (৩৩) হাদিস মৌখিক পড়িতে ও শিক্ষা দিতে, (৩৪) জানাবাতের গোছলের পূর্বে, (৩৫) স্ত্রী সঙ্গমের পর পুনঃ স্ত্রী সহবাস করিতে, (৩৬) অজু অবস্থায় মজলিস পরিবর্তন করিলে, (৩৭) যে কোন গোছলের পূর্বে অজু করা, (৩৮) যে কবিতার মধ্যে নিন্দা, গীবত, ফাহেশা কালাম সংযোজিত আছে, এমন কবিতা রচনা করিয়া কি পড়িয়া, (৩৯) স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, (৪০) জিকিরের জন্য, (৪১) মৃতদেহ গোছল করাইবার জন্য।

২। প্রশ্নঃ- যে সকল অবস্থায় অজু করা মোস্তাহাব বলিলেন, তন্মধ্যে দেখা যায় কতক অবস্থায় অজু না থাকিলে অজু করা, আর কতক অবস্থায় অজু থাকিলেও অজু করা মোস্তাহাব। আপনি যে সকল কাজে অজু থাকিলেও অজু করিতে মোস্তাহাব বলিলেন, তাহার কারণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- জিজ্ঞাসা কর বাধা কি?

৩। প্রশ্নঃ- গীবত ও মিথ্যা কথায় অজু যায় না; কেন পুনঃ অজু করিব?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে হাদিস হইতে আনিয়াছে যে, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন- মিথ্যা কথা ইত্যাদি বলিলে মুখের মধ্যে এক প্রকার দুর্গন্ধ জন্মে, তাহাতে সঙ্গীয় ফেরেস্তাগণ কষ্ট পাইতে থাকে, অজু করিলে মুখের দুর্গন্ধ থাকে না, তজ্জন্যই অজু থাকা সত্ত্বেও অজু করা মোস্তাহাব।

৪। প্রশ্নঃ- উটের গোশ্‌ত খাইলে কেন অজু করা মোস্তাহাব?

উত্তরঃ- কেহ কেহ বলেন, উটের গোশ্‌ত খাইলে অজু যায়; শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, সহীহ রেওয়ায়েত মতে অজু যায় না; এই মতভেদ আছে বিধায় অজু করা মোস্তাহাব। (শামী ও মারাকিল-ফালাহ)

৫। প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোক স্পর্শ করিলে বা নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করিলে, অজু থাকিলেও অজু করা মোস্তাহাব কেন?

উত্তরঃ- এই কাজ দুইটিতে শাফেয়ী মজহাব অনুযায়ী অজু যায়- আমাদের মজহাবে অজু যায় না, এই দুই মত রক্ষার্থে অজু করা মোস্তাহাব। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী) প্রকাশ থাকে যে, পুংলিঙ্গ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলে অজু করা মোস্তাহাব। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী) অঙ্গুলী দ্বারা সামান্য একটু স্পর্শ করিলে হাত ধৌত করা মোস্তাহাব।

৬। প্রশ্নঃ- গোস্বা হইলে অজু করা মোস্তাহাব কেন?

উত্তরঃ- ক্রোধ হইলে শরীরের মধ্যে একটা গরমের উদ্রেক হয়, সেই উষ্ণতায় হিতাহিত জ্ঞান লোপ করিয়া দেয়; তজ্জন্যই ক্রোধ হইলে লোকে অন্যের প্রতি বাক্য দ্বারা বা অন্য প্রকার জুলুম দ্বারা মনে বা শরীরে কষ্ট দিয়া থাকে; ক্রোধজনিত উষ্ণতা দূর করিবার জন্যই অজু করা মোস্তাহাব।

৭। প্রশ্নঃ- গোস্বা নিবারণের অন্য কোন হেকমত আছে কি না?

উত্তরঃ- কতকের মতে ক্রোধ নিবারণের কয়েকটি ব্যবস্থা স্মরণ রাখিওঃ (১) ক্রোধ হইবামাত্র দন্ডায়মান থাকিলে বসিয়া যাইবে, (২) বসা অবস্থায় থাকিলে শয়ন করিবে; আরও প্রবাদ আছে যে, দর্পণ দেখিলে এবং এক হইতে একশত পর্যন্ত গণনা করিলে ক্রোধ কমিয়া যায়।

অজু করিবার তরতীব

১। প্রশ্নঃ- অজু করিবার তরতীব কি?

উত্তরঃ- আলমগীরি, শামী, গায়াতুল আওতার প্রভৃতি কিতাবের মর্মানুযায়ী বলিতেছি স্মরণ রাখিও।

(১) অজু করিবার পূর্বে পায়খানা প্রস্রাব করিবার আবশ্যক থাকিলে পায়খানা প্রস্রাব করিয়া যথারীতি পরিষ্কার হইবে; পায়খানা প্রস্রাব করিয়া পরিষ্কার হইবার বিবরণ তরীকুল ইসলামের অজুর অধ্যায়ে পাইবে। (২) প্রথম বিসমিল্লাহ্ বলিবে (সুন্নত), অজু করিবার জন্য পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া (পারিলে উচ্চ স্থানে) বসিবে, যেন পানির ছিটা গায়ে না আসে। (মোস্তাহাব)। পানির পাত্র বাম পার্শ্বে রাখিবে (মোস্তাহাব) যেন ব্যবহৃত পানি পাত্রের পানির মধ্যে না পড়ে। (৩) বাম হাত দিয়া পাত্র ধরিয়া ডান হাতের হাতলীতে পানি ঢালিয়া আঙ্গুলে২ মর্দন করতঃ ডান হাত ধৌত করিবে। পুনঃ বাম হাতে পানি লইয়া ঐরূপ ধৌত করিবে। সহীহ রেওয়ায়েত মতে ঐরূপ মর্দন করতঃ উভয় হাতলী একত্র করিয়া ধৌত করা সুন্নত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সুন্নতের বয়ানে পাইবে। (৪) অজুর নিয়ত করিয়া মুখে পানি লইবে, (সুন্নত) প্রথম মুখ ভরিয়া পানি লইয়া উত্তমরূপে কুলি করিবে, (সুন্নত) কিন্তু তিনবার কুলি করিবে ও তৎসহিত গড়গড়া করিবে। কুলির সাথে সাথে মিছওয়াকও করিবে। (৫) পরে ডান হাতে পানি লইয়া নাকের অগ্রভাগে হাতলী ধরিয়া সামান্য রকমের শ্বাস টানিয়া নাসিকার শক্ত হাড্ডি পর্যন্ত

পানি পৌছাইবে। সঙ্গে সঙ্গেই বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর অগ্রভাগ নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া নাসিকার শক্ত হাড়ের নিম্নদেশে যে সমস্ত শুষ্ক শিক্‌নি থাকে তাহা দূর করতঃ বাম হাতের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর সাহায্যে নাসিকা ঝাড়িবে ও প্রত্যেকবার বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী ধৌত করিয়া লইতে হইবে। এই প্রকার তিনবার নাকে পানি দিয়া নাক পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিবে (সুন্নত), প্রকাশ থাকে যে, মুনিয়ার হাশিয়াতে আছে তিনবার নাক ঝাড়িবে। (৬) দুই হাতে পানি লইয়া মুখমন্ডলের উপরিভাগ হইতে ধৌত আরম্ভ করতঃ কপালের উপরিভাগের চুলের গোড়া হইতে চিবুকের নিম্নদেশ পর্যন্ত ও এক কর্ণের লতি হইতে অন্য কর্ণের লতি পর্যন্ত একবার উত্তমরূপে ধৌত করা ফরজ, তিনবার ধৌত করিয়া সুন্নত আদায় করিবে।

(ক) মারাকিল-ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে, যাহার এমন ঘন দাড়ি থাকে, যাহাতে সহজে পানি প্রবেশ করে না, এমন ঘন দাড়িওয়ালার চিবুকের দাড়ি সমূহের উপরিভাগ ধৌত করা ফরজ। যাহার পাতলা দাড়ি (যেমন বিশেষ দৃষ্টিতে চিবুকের চামড়া দেখা যায়) এমন দাড়ির গোড়ায় পানি প্রবেশ করাইয়া চিবুকের চামড়া ধৌত করা ফরজ। (৭) দুই হাত কনুইর উপরিভাগ পর্যন্ত ধৌত করা ফরজ কিন্তু কনুইর উপরে বাহুর অর্ধ পর্যন্ত ধৌত করা মোস্তাহাব; প্রথমবার ধৌত করা ফরজ ২য় ও ৩য় বার সুন্নত। ধৌত স্থানে এই পরিমাণ পানি বহাইতে হইবে যেন পানি নীচে বাহিয়া পড়ে; তৈল মালিশের ন্যায় করিবে না, তৈল মালিশের ন্যায় ধৌত করিলে মাকরূহে তাহরীমের গোনাহ হইবে। হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও জওহারাতুন নাইয়ারায় জানা যায়, হাতলী ধৌত করার পর পানির অভাব বশতঃ বাকী হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করিয়া ফরজ আদায় করিতে হইবে। কারণ, হাতলী ধোয়া ফরজের কায়েম মোকাম (প্রতিনিধি) ছিল। (৮) আরকানে আরবা ও মবছুত কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, ছের মোছেহের জন্য দুই হাতলী ভিজাইয়া হস্তদ্বয়ের হাতলী ও অঙ্গুলীসমূহ দ্বারা কপালের উপরিভাগের চুলের গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার শেষ সীমা পর্যন্ত পিছনের দিকে মুছিয়া নিবে পুনঃ পিছন হইতে সম্মুখের দিকে মুছিয়া আনিয়া দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেট দ্বারা দুই কর্ণের পিছন দিকে মোছেহ করিবে।

আলমগীরি কিতাবে আছে- বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের পৃষ্ঠ পার্শ্ব দ্বারা দুই কর্ণের ছোট কর্ণের উপর ও লতিসহ মোছেহ করিয়া আনিয়া দুই হাতের তর্জনী আঙ্গুলদ্বয়ের অগ্রভাগ দ্বারা দুই কর্ণের সম্মুখ ভাগের পেট মোছেহ করিবে (সুন্নত) তৎপর কনিষ্ঠা অঙ্গুলীদ্বয়ের অগ্রভাগ দ্বারা কর্ণকুহর মোছেহ করিবে। (মোস্তাহাব) তৎপর দুই হাতের পৃষ্ঠদেশ ঘাড়ের উপর রাখিবে (সুন্নত)। জানা আবশ্যক যে, ঘাড়ের পার্শ্বের দিক মুছিয়া আনা বেদআত। (৯) দুই পায়ের পাতার উপরিভাগের গিরার উপর পর্যন্ত একবার ধৌত করা ফরজ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ধৌত করা সুন্নত; পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ হইতে ধৌত আরম্ভ করা সুন্নত। পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকগুলি বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা প্রথম ডান

পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর নীচ হইতে আরম্ভ করিয়া ডান পায়ের খেলাল সমাধা করতঃ বাম পায়ের বৃদ্ধা অঙ্গুলী হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর খেলাল শেষ করিবে (সুন্নত)

অজুতে প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত ও মোছেহ কালে অজুর খেয়াল রাখা এবং বিছমিল্লাহ ও দরূদ শরীফ পাঠ করা মোস্তাহাব এবং নির্দিষ্ট সময় নিম্ন দোয়াগুলি পড়াও মোস্তাহাব।

অজু আরম্ভকালে নিম্ন দোয়া পাঠ করিবে

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ وَالْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَّالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থঃ- মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি। আমি দ্বীন ইসলামের উপর আছি তাই আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা। নিশ্চয় ইসলাম সত্য ও কুফর বাতিল এবং ইসলাম আলো ও কুফর অন্ধকার। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, লা-শরীক এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল।

অতঃপর উভয় হাত তিনবার ধৌত করিবে এবং নিম্ন দোয়া পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَالْهَلَكَةِ -

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কল্যাণ ও বরকত কামনা করিতেছি এবং ধ্বংস ও অনিষ্ট হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

ইহার পর তিনবার কুলি ও গড়গড়া করিবে, রোজাদার হইলে গড়গড়া করিবে না এবং নিম্ন দোয়া পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ -

অর্থঃ-হে আল্লাহ! আপনার কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করিতে, যিকর করিতে এবং আপনার শোকর করিতে এবং আপনার উত্তম বন্দেগী করিতে আমাকে সাহায্য করুন।

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَاتُرِحْنِىْ رَائِحَةَ النَّارِ -

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বেহেস্তের সুঘ্রাণ দ্বারা মোহিত করুন এবং দোজখের কুঘ্রাণ হইতে রক্ষা করুন।

পরে তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করিবে ও পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ -

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আপনার পবিত্র নূর দ্বারা আমার মুখমণ্ডল আলোকিত করুন, যে দিন

আপনার প্রিয় বান্দাগণের মুখ উজ্জল হইবে এবং নাফরমানদের মুখ মলিন হইবে।

তাহার পর ডান হাত কনুইসহ তিনবার ধৌত করিবে ও এই দোয়া পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا -

অর্থঃ- ইয়া আল্লাহ! আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দান করিবেন, এবং আমার হিসাব সহজ করিয়া দিবেন।

তৎপর বাম হাত কনুইসহ তিনবার ধৌত করিবে ও পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ لَاتُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ وَلَامِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ -

অর্থঃ- হে আল্লাহ! কিয়ামতে আমার আমলনামা আমার বাম হাতে অথবা পিছন দিক হইতে দিবেন না।

পরে মাথা মোছেহকালে নিম্ন দোয়া পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلَّ عَرْشِكْ -

অর্থঃ- হে পরওয়ারদেগার! আমাকে আপনার আরশের নীচে ছায়া দান করুন, যেদিন আপনার আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না।

তৎসঙ্গে উভয় কর্ণ মাছেহকালে নিম্ন দোয়া পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ -

পরে বাম পা তিনবার ধৌত করিবে ও পড়িবে।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যাহারা কথা শুনিয়া তন্মধ্য হইতে উত্তম কথাগুলি আমল করিয়া থাকে আমাকে তাহাদের দলভুক্ত করুন।

তৎপর সঙ্গে সঙ্গে গর্দান মাছেহ করিবে ও পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ -

অর্থঃ- হে আল্লাহ! জাহান্নাম হইতে আমার গর্দানকে মুক্ত করুন। অতঃপর ডান পা তিনবার ধৌত করিবে এবং পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِىْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ -

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যেদিন পা সমূহ পিছলাইয়া দোযখে পড়িয়া যাইবে, সেদিন আমার পদদ্বয় পোলছিরাতের উপর স্থির রাখিবেন।

পরে বাম পা তিনবার ধৌত করিবে ও পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْيِىْ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِىْ لَنْ تَبُوْرَ -

অর্থঃ- আয় আল্লাহ! আমার গোনাহ ক্ষমা করুন। পরিশ্রম সার্থক করুন এবং আমার

(নেকীর) ব্যবসা যেন ধ্বংস না হয়।

অজু সমাপ্ত হইলে নিম্ন দোয়া পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ سُبْحَانَكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীর, পবিত্র ও নেককার দলের দলভুক্ত করুন।

অজুর অবশিষ্ট পানি হইতে কিঞ্চিৎ পানি দাঁড়াইয়া পান করিবে। ইহা বহু রোগের উপকারী। অতঃপর আকাশের দিকে তাকাইয়া নিম্ন দোয়া পড়িবে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ও তওবা করিতেছি।

অতঃপর কলেমায়ে শাহাদৎ ও "ইন্না আনযালনা" সূরা পাঠ করিবে।

প্রশ্নঃ- অজুর মধ্যে যত দোয়া বলা হইল সকলের পক্ষে ঐ সব দোয়া মুখস্থ করিয়া পাঠ করা কষ্টকর। কোন সহজ নিয়ম আছে কি না ?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে দুইটি নিয়ম লিখা আছে।

(১) অজুতে প্রত্যেক অঙ্গ ধৌতের আরম্ভে প্রথমবার বিসমিল্লাহ পড়িবে। দ্বিতীয়বার ধৌতের আরম্ভে কলেমায়ে শাহাদৎ পড়িবে এবং তৃতীয়বার ধৌতের সময় দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

(২) "মোখতারাতুন-নাওয়াজেল" কিতাব হইতে শামী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, অজুর আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রত্যেকবারেই চাই বিসমিল্লাহ বা কলেমায়ে শাহাদত অথবা দরূদ শরীফ অথবা দোয়ায়ে মাছুরাহ পড়ুক মোস্তাহাব আদায় হইবে।

অজুর ফরজ বিষয়ক মাসয়ালা

১। প্রশ্নঃ- অজুর তরতীব বুঝিলাম। অজুর মধ্যে ফরজ কয়টি জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- কোরআন শরীফের আয়াত অনুযায়ী "আলমগীরি" কিতাবে অজুতে ৪টি ফরজ প্রকাশ আছেঃ-

(১) মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা ফরজ (২) দুই হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা ফরজ (৩) ছের মোছেহ করা ফরজ (৪) দুই পায়ের গিরাসহ একবার পা ধৌত করা ফরজ। উক্ত চারি ফরজ সম্বন্ধে কোন প্রকার মতভেদ নাই। এতদ্ভিন্ন মারাকিল ফালাহ্ কিতাবে লিখিত আছে যে, যাহার দাঁড়ি ঘন ধৌত করা ফরজ।

২। প্রশ্নঃ- মুখ ধৌত সম্বন্ধে অজুর তরতীবের মধ্যে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে কিছু জিজ্ঞাসা আছে।

উত্তরঃ- যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিবার থাকে জিজ্ঞাসা কর; ইন্‌শাআল্লাহ কিতাবের প্রমাণসহ বলিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

৩। প্রশ্নঃ- মুখ ধৌত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, কপালের উপরিভাগে চুলের গোড়া হইতে চিবুকের নিম্নদেশ পর্যন্ত ধৌত করা ফরজ; যদি কাহারও কপালের উপর চুল হয় তবে তাহার কতদূর পর্যন্ত ধৌত করিতে হইবে?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, সাধারণে কপালের চিহ্ন প্রায়ই চিনিয়া থাকে। যদি কাহারও কপালের উপর চুল ওঠে, তবে কপালের চুলসমূহ ও কপালের উপরিভাগের শেষ সীমা পর্যন্ত ধৌত করিতে হইবে (ফরজ)।

৪। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও কপালের উপরিভাগের চুল রোগবশতঃ মাথার তালু পর্যন্ত উঠিয়া কপালের ন্যায় চুল শূন্য হয় তবে কতদূর পর্যন্ত ধৌত করিতে হইবে?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, সাধারণতঃ যতদূর কপাল বলিয়া অনুমান হয় ততদূর পর্যন্ত ধৌত করিয়া ফরজ আদায় করিবে।

৫। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও সম্পূর্ণ মাথার চুল উঠিয়া যায় কিংবা চারি পার্শ্বে চুল উঠিয়া যায় তবে কতদূর পর্যন্ত ধৌত করিবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে যে, সাধারণতঃ যতদূর কপালের সীমা ততদূর পর্যন্ত ধৌত করিবে।

৬। প্রশ্নঃ- হুজুর! বলিলেন যে, চিবুকের নিম্নদেশ পর্যন্ত ধৌত করিবে, সে কোন্ স্থান বা কতদূর?

উত্তরঃ- শামী ও বাহরুর-রায়েক কিতাবে আছেঃ- নীচের পাটির দাঁতগুলি যে শক্ত হাড়ের উপর উঠে, সেই হাড়ের নিম্নসীমা পর্যন্ত ধৌত করিবে। উর্দু ভাষায় যাহাকে ঠিড্ডি বলে, বাংলায় তাহাকে চিবুক বা দাড়ি বলে।

৭। প্রশ্নঃ- কানের পার্শ্বদেশ হইতে মাথার চুলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যে এক গোছা দাড়ি নামিয়া থাকে তাহার পার্শ্ব ও ছোট কানের পাশ দিয়া যে স্থানটুকু ফাঁক থাকে (অর্থাৎ দাড়ি হয় নাই) তাহা ধৌত করা কি?

উত্তরঃ- ঐ ফাঁক স্থান মুখমন্ডলের সহিতই ধৌত করিয়া ফরজ আদায় করিবে। (আলমগীরি)।

৮। প্রশ্নঃ- মুখ ধৌত করিবার সময় কি চক্ষুর মধ্যে পানি প্রবেশ করাইয়া মুখ ধৌত করিতে হইবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিয়াছে যে, চক্ষুর মণি বা তারা তরল পানির উপর তৈলাক্ত চর্বির ন্যায় ভাসমান আছে, যদি কেহ চক্ষের মধ্যে পানি প্রবেশ করায় তাহা হইলে চক্ষু অন্ধ হইতে পারে, অতএব চক্ষুর মধ্যে পানি পৌছাইতে হইবে না। জানা আবশ্যক যে, শীতল বা উষ্ণ হউক পানি চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করাইতে নাই; এমন কি চক্ষুর মধ্যে নাপাক সুরমা দিলেও পানি প্রবেশ করাইয়া ধৌত করিতে হইবে না।

৯। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও চক্ষু উঠে বা অন্য কোন কারণে চক্ষের অপাঙ্গে বা নাকের পার্শ্বস্থ চক্ষুর কোণে ময়লার পিচুটি লাগিয়া থাকে তবে কি প্রকারে ধৌত করিবে?

উত্তরঃ- জওহারাতুন-নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে যে, ঐরূপ ময়লার নীচে পানি পৌছাইয়া ফরজ আদায় করিবে। শামী ও বাহারুর-রায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, চক্ষু উঠিলে যদি চক্ষে এমন ময়লা জন্মে যে, চক্ষু বন্ধ করিলে কোটরে বা অপাঙ্গে ময়লা দেখা যায় তবে ঐ ময়লা দূর করতঃ পানি প্রবেশ করাইয়া ফরজ আদায় করিবে। তাবিনুল হাকায়েকের মর্মে জানা যায় যে, চক্ষুর পালকও ধৌত করা ফরজ।

১০। প্রশ্নঃ- চক্ষু বন্ধ করিয়া কি মুখ ধৌত করিতে হইবে?

উত্তরঃ- 'আলমগীরি' কিতাবে লিখিয়াছে যে, মুখমন্ডল ধৌত করার সময় চক্ষু জোরে বন্ধ করিবে না; চক্ষুদ্বয় জোরে বন্ধ করিয়া অজু করিলে অজু শুদ্ধ হইবে না; বিশেষ ভাবে খুলিবার চেষ্টাও করিবে না; অজুকালে চক্ষের স্বাভাবিক গতির কোন প্রকার বিপরীত করিবে না।

১১। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও ভ্রুদ্বয় ও মোঁচ ঘন থাকে তবে সে কি প্রকারে ধৌত করিবে?

উত্তরঃ- শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবীর মর্মে প্রকাশ পায় যে, যদি ভ্রুদ্বয় ও মোঁচ এমন ঘন হয় যে, খুব নিকটে থাকিয়া বিশেষ দৃষ্টি করিলে ভ্রু ও মোঁচের গোড়ার চামড়া দেখা যায় তবে ভ্রু ও মোঁচের গোড়ায় পানি পৌছাইয়া ধৌত করা ফরজ; যদি বিশেষ দৃষ্টিতে ভ্রু ও মোঁচের গোড়া না দেখা যায় তবে ভ্রু ও মোঁচের উপরিভাগ ধৌত করিয়া ফরজ আদায় করিবে।

তাবিনুল-হাকায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, চক্ষুর পিসিও উপরের লিখিত মত ধৌত করিবে, 'হাশিয়ায়ে-তাহতাবী' কিতাবের মর্ম মতে বাচ্চাদাড়িরও ঐ হুকুম। ফতহুল-কাদির কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি কাহারও মোঁচ লম্বা থাকে তবে তাহাতে খেলাল করিয়া পানি পৌছান ফরজ; ছাঁটা হইলে খেলালের আবশ্যক করে না। শামী কিতাবে লম্বা মোঁচের পরিমাণ লিখিয়াছেন যে, মোঁচ লম্বা হইয়া যদি দুই ওষ্ঠ ঢাকিয়া যায় তবে এইরূপ মোঁচ খেলাল করা ফরজ;

১২। প্রশ্নঃ- লম্বা মোঁচ রাখিলে পাপ হইবে কি না?

উত্তরঃ- হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে নাছায়ী শরীফে বর্ণিত আছে- যে সমস্ত লোক লম্বা মোঁচ রাখে তাহারা আমার উম্মত হইতে খারেজ। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের শরীয়ত মোতাবেক মোঁচ রাখা কর্তব্য। বৎস! আমার যত্নে যে দাড়ি ও ধুমপান কিতাব ছাপা হইয়াছে তাহার ২৪ পৃষ্ঠায় মোঁচের মাসয়ালা বিস্তারিত লিখিত আছে। সেখানে দেখিয়া লইও।

১৩। প্রশ্নঃ- মুখমন্ডল ধৌত করিবার সময় ওষ্ঠদ্বয়ের কতদূর পর্যন্ত ধৌত করিতে হইবে?

উত্তরঃ- 'শামী' কিতাবের মর্মে মুখ স্বাভাবিকভাবে বন্ধ করিলে ওষ্ঠদ্বয়ের যেটুকু স্থান দেখা যায়, ঐ স্থান পর্যন্ত মুখের সহিত ধৌত করা ফরজ। যদি কেহ জোর পূর্বক ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিয়া অজু করে তাহাতে ঐ বন্ধ ওষ্ঠদ্বয়ের যে অংশ আটকান ছিল, তাহা বাহির করতঃ ধৌত করিয়া ফরজ আদায় করিতে হইবে।

১৪। প্রশ্নঃ- চিবুকের উপর ঘন দাড়ির গোড়ায় পানি প্রবেশ না করাইয়া উপর দিয়া ধৌত করার কারণ কি?

উত্তরঃ- আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদে ফরমাইয়াছেন যে, 'চেহারা (মুখমন্ডল) ধৌত কর; অতএব মুখমন্ডল ধৌত করাই ফরজ (চিবুকের নিম্নদেশ মুখমন্ডল) কাজে কাজেই চিবুকের উপর ঘন দাড়ি থাকার দরুণ চিবুকের চামড়ায় পানি পৌছান কষ্ট বলিয়া ওজরে চিবুকের উপরস্থ দাড়ির উপরিভাগ ধৌত করিয়া ফরজ আদায় করিতে হয়; এই কারণেই চিবুকের চামড়ায় ঘন দাড়ির গোড়ায় পানি পৌছাইয়া ধৌত করা মাফ হইয়াছে। জানা আবশ্যক যে, চিবুকের উপরস্থ ও পার্শ্বস্থ নিম্নে দোলায়মান দাড়ি ধৌত করা ফরজ নহে। (খেলাল করা সুন্নত) প্রমাণ-

(১) তাহতাবী, (২) ফতহুল-কাদির, (৩) তাবিনুল-হাকায়েক, (৪)- দুররুল হেকাম, (৫) রদ্দুল মোহতার, (৬) মাজমাউল-আনহুর, (৭) মবছুত প্রভৃতি কিতাব।

১৫। প্রশ্নঃ- ঝুলান দাড়ি ধৌত করা ফরজ না হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- মুখমন্ডলের সীমানার বাহিরে ঝুলান বলিয়া তাহা ধৌত করা ফরজ না হইয়া খেলাল করা সুন্নত হইয়াছে। (শামী)

১৬। প্রশ্নঃ- ঘন ও পাতলা দাড়ি চিনিবার উপায় কি?

উত্তরঃ- এ বিষয় অজুর তরতীবের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছি।

(১) শামী, (২) হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, (৩) মারাকিল-ফালাহ প্রভৃতি কিতাবের মর্মে পাওয়া যায় যে, যে দাড়ির অতি নিকটে থাকিয়া দৃষ্টি করিলে চিবুকের চামড়া দৃষ্ট হয় না, তাহাকে ঘন দাড়ি বলে। যে দাড়ির গোড়ার চামড়া ঐরূপ দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহাকে পাতলা দাড়ি বলে।

১৭। প্রশ্নঃ- মারাকিল ফালাহ কিতাবের প্রমাণে বুঝিলাম ঘন দাড়ির উপরিভাগ ধৌত করা ফরজ; শরহে-বেকায়া ও কোন কোন রেছালায় নাকি লিখিত আছে যে, ঘন দাড়ির এক চতুর্থাংশ মোছেহ করা ফরজ; এমনস্থলে কোন কথা আমল করিব?

উত্তরঃ- শরেহ্-বেকায়া ও কোন কোন রেছালার কথা পালন করা যায় না। কারণ, মাজমাউল-আনহুর, দুর্‌রুল-মোনতাকা, বাহরুর-রায়েক, গায়াতুল-আওতার, আলমগীরি, ফতহুল-কাদির, তাবিনুল-হাকায়েক, দুররোল-হেকাম, দুররুল মোখতার, শামী, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, ছগীরী শরহ্বালালিয়া, মালাবুদ্দামিনহু, মিফতাহুচ্ছালাত, আরকানে আরবা প্রভৃতি কিতাবে ঘন দাড়িওয়ালার চিবুকের উপরিভাগের দাড়ির উপর সমস্ত ধৌত করা ফরজ বলিয়াছেন। রেওয়ায়েতটি ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) ও ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ছাহেবের বলিয়া এই কথাটি উক্ত কিতাব সমূহে শুদ্ধ বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন।

১৮। প্রশ্নঃ- দাড়ি ধৌত ও মোছেহ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন- কেহ প্রকাশ করেন যে, ঘন দাড়ির সমস্ত মোছেহ করা ফরজ; কেহ বলেন এক চতুর্থাংশ ধৌত করা ফরজ; কেহ বলেন তৃতীয়াংশ মোছেহ করা ফরজ; কেহ বলেন এক তৃতীয়াংশ দাড়ি ধৌত করা ফরজ; কেহ বলেন ইমাম ছাহেব হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, এক চতুর্থাংশ দাড়ি মোছেহ করা ফরজ; কেহ বলেন একেবারে দাড়ি ধৌত না করা; কেহ বলেন মোছেহ না করা; এ সকল রেওয়ায়েত সম্বন্ধে কি হুকুম?

উত্তরঃ- ঐসব লোকের প্রকাশিত উক্ত রেওয়ায়েতগুলি অশুদ্ধ, ইহার প্রমাণ- মাজমাউল-আনহুর, শামী, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, দুররুলল মোখতার, শরম্বালালিয়া, বাহরুর-রায়েক, মালাবুদ্দা মিনহু, মিফতাহুচ্ছালাত প্রভৃতি।

১৯। প্রশ্নঃ- মওলবী নুরুদ্দীন ছাহেবের কৃত বাংলা "নেছাবল মাছায়েল" কিতাবের প্রথম খন্ডে ঘন দাড়ির চতুর্থাংশ মোছেহ করা; ফরজ লিখিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন মওলবী আলাউদ্দীন ছাহেবের কৃত 'আহকামুল এছলামে' ঘন দাড়ির চতুর্থাংশ মোছেহ করা ফরজ লিখিয়াছেন; তাঁহাদের কৃত বাংলা কিতাবসমূহ দেখিয়া সাধারণ মাসয়ালা শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহারা কি উল্লেখিত কিতাব সমূহ দেখেন নাই?

উত্তরঃ- মানব মাত্রেরই ভুল আছে, তাঁহারা হয়ত ভুলক্রমে অশুদ্ধ রেওয়ায়েতটি লিখিয়াছেন; ঐ রেওয়ায়েতটি আমল না করিয়া উল্লেখিত বড় বড় কিতাবের শুদ্ধ ও ছহি রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করিবে। বৎস! খেয়াল করিয়া দেখ, ঘন দাড়ির উপরিভাগের সমস্ত ধৌত করিলে ঐসব লোকের প্রকাশিত রেওয়ায়েতের কোনটি বাকী থাকে না। অতএব ঘন দাড়ির উপরিভাগ সম্পূর্ণ ধৌত করিয়া ফরজ আদায় করাই উত্তম। আমার পীর জগৎ-বিখ্যাত হযরত মাওলানা শাহ ছুফী হাজী মোহাম্মাদ আবু বকর ছিদ্দিকী ছাহেবও এই রেওয়ায়েতটি আমল করিবার আদেশ দিয়াছেন। জানিবে যে, পীর লোক রওশন জমির (উজ্জ্বল অন্তকরণ বিশিষ্ট); তাঁহারা মাসয়ালার নিগূঢ় তত্ত্ব সহজে প্রকাশ করিতে ও বুঝিতে পারেন।

২০। প্রশ্নঃ- গালের উপরিভাগে যে দাড়ির সহিত চুল হয় তাহার কি হুকুম?

উত্তরঃ- গালের উপরের চুল যাহা দাড়ির সংযোগ হয় তাহাতে দাড়ির যে হুকুম, উহারও তাই (দুর্‌রুল মোনতাকা)

২১। প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকের, বালকের, মাপুয়া বা যে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষদের দাড়ি হয় না, তাহাদের মুখ ধৌত সম্বন্ধে কোন প্রকার মতভেদ আছে কি না?

উত্তরঃ- উহাদের মুখ ধৌত সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই যথারীতি ধৌত করিলেই ফরজ আদায় হইবে। (শামী)

২২। প্রশ্নঃ- অজু করিয়া যদি কেহ মোঁচ কি ভ্রু কামাইয়া ফেলে তবে পুনঃ ঐ স্থান ধৌত করিতে হইবে কি না বা অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- অজু ভঙ্গ হইবে না ঐ স্থান পুনঃ ধৌত করাও ওয়াজিব নহে। (আলমগীরি)।

২৩। প্রশ্নঃ- অজু করিয়া যদি দাড়ি কামায় তবে কি হইবে?

উত্তরঃ- অজু ভঙ্গ হইবে না ঐ স্থান পুনঃ ধৌত করাও ওয়াজিব নহে। (আলমগীরি)।

২৪। দাড়ি কামাইলে পাপ হইবে কি না?

উত্তরঃ- আস্তাগফিরুল্লাহ! দাড়ি কামান হারাম। হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে- ব্যক্তি দাড়ি কামাইবে সে কেয়ামতে মজুছের (অগ্নিপূজকের) সাথী হইবে। শামী কিতাবের ২য় খন্ডে ও মালাবুদ্দামিনহু কিতাবে লিখিত আছে যে, এক মুষ্টির কম করিলে হারাম হইবে।

২৫। প্রশ্নঃ- দুই হাত ধৌত করিবার বিষয় জানিলাম; যদি কাহারও হাত কিম্বা পা শীতে বা কোন কারণে ফাঁটিয়া যায় বা ক্ষত হয় তবে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- যদি কাহারও হাত শীতে কি অন্য কোন কারণে ফাটিয়া যায় বা ক্ষত হয় তবে পারিলে ক্ষত স্থান ধৌত করিবে; ধৌত করিতে বিশেষ কষ্ট হইলে ক্ষত স্থানের উপর মোছেহ করিবে। মোছেহ করিতে বিশেষ কষ্ট হইলে ক্ষত স্থানের চারি পার্শ্ব ধৌত করিবে। (শামী) জানা আবশ্যক যে, অজু স্থানে বা যে কোন স্থানে ক্ষত থাকিলে উক্ত হুকুম।

২৬। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও কনুইর নিম্নদেশ হইতে অতিরিক্ত হাত বা অঙ্গুলী জন্মে তবে সে কি প্রকারে ধৌত করিবে?

উত্তরঃ- ঐ প্রকার যদি কাহারও অজু স্থানে হাত বা হাতলী বা অঙ্গুলী জন্মে, তবে অতিরিক্ত স্থানসমূহ আসল অঙ্গের সহিত ধৌত করিয়া ফরজ আদায় করিবে।

জানা আবশ্যক, যে পায়ে বা যে কোন অজু স্থানে অতিরিক্ত অঙ্গ হয় তাহা ধৌত সম্বন্ধে উক্ত আদেশ। (শামী)

২৭। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও কনুইর উপরিভাগ হইতে অতিরিক্ত হাত জন্মে তবেও কি তাহাকে ঐ অতিরিক্ত হাত ধৌত করিতে হইবে?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে, যদি কনুইর উপরিভাগ হইতে বা পায়ের টাখনুর উপরিভাগের গ্রন্থির উপরিভাগ দিয়া অতিরিক্ত পা জন্মে এবং যদি ঐ অতিরিক্ত হাত-পা দ্বারা কাজ করিতে কি চলিতে পারে তবে ঐ অতিরিক্ত হাত কিংবা পা যথারীতি ধৌত করা ফরজ; যদি উক্ত অতিরিক্ত অঙ্গ দ্বারা কোন কাজ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে ঐ অকর্মন্য অঙ্গ ধৌত করা ফরজ নহে; যদিও আসল অঙ্গ বরাবর লম্বা হয়।

২৮। প্রশ্নঃ- যদি ঐ প্রকার অতিরিক্ত হাত কি পা আসল অঙ্গের সহিত পাশাপাশি জন্মে আর অকর্মন্য হয় তবেও কি ধৌত করিবে না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে যে, আসল অঙ্গের সহিত পাশাপাশি অতিরিক্ত অঙ্গ জন্মিলে আসল অঙ্গের সহিত ধৌত করতঃ ফরজ আদায় করিবে।

২৯। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও স্কন্ধের সহিত অতিরিক্ত হাত জন্মিয়া কনুইর নিম্নে পড়ে, তবে অজুতে কতদূর ধৌত করা ফরজ?

উত্তরঃ- ততদূর পর্যন্ত ধৌত করা ফরজ; যে পর্যন্ত অজুতে ধৌত করা ফরজ। তাহার উপরে অতিরিক্ত স্থান ধৌত করা ফরজ নহে। আলমগীরি ও বাহরুর-রায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, অজুস্থানের উপরিভাগের অতিরিক্ত অঙ্গ ধৌত করা মোস্তাহাব।

৩০। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও কনুই ও কজাহীন হাত থাকে তবে তাহার কতদূর অজুতে ধৌত করিতে হইবে?

উত্তরঃ- কবীরী কিতাবের মর্মে ঐরূপ হাত ধৌত করা ফরজ বা ওয়াজিব নহে।

৩১। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও হাত কাটা থাকে, তবে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- শামী ও হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে আছে যে, হাতের কনুইর উপরিভাগ ও পায়ের গিরার উপরিভাগ পর্যন্ত কাহারও কাটা থাকিলে ধৌত করিতে হইবে না। যদি কনুইর নিম্নে থাকে তবে যতটুকু পরিমাণ কনুইর নিম্নে ও পায়ের গিরার নিম্নে বাকী থাকে ততটুকু পরিমাণ কনুইর সহিত ধৌত করিবে (ফরজ); পা ধৌতেরও ঐ প্রকার হুকুম।

৩২। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও হস্তদ্বয়ের এমন ওজর হয় যে, সে পানি ব্যবহার করিতে পারে না, তবে কি করিবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি কাহারও হস্তদ্বয়ে এমন ওজর হয় তবে তায়াম্মুম করতঃ নামাজ পড়িবে।

৩৩। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও এক হাতে ওজর থাকে, তবে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, যে হাত ভাল থাকে সেই হাত দ্বারা অজু করিয়া লইবে।

৩৪। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও অজুস্থানের উপর কোন প্রকারের ক্ষত বা ফোঁড়া থাকে ও তাহার উপর পাতলা চামড়া থাকে এবং তাহার উপর পানি বহাইয়া অজু করার পর যদি ঐ পাতলা চামড়া উঠাইয়া ফেলে, তবে পুনঃ অজু করিতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে যে, এ অবস্থায় চামড়া উঠাইতে কষ্ট হউক কিংবা না হউক, পুনঃ অজু করিতে হইবে না, এই কথাই শুদ্ধ।

৩৫। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও নখের মধ্যে আটা আবদ্ধ থাকে, তবে সে কি প্রকারে অজু ও ধৌত করিবে?

উত্তরঃ- জওহারাতুন-নাইয়ারা ও আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, নখের মধ্যে আটা আটকান থাকিলে তাহা বাহির না করিয়া অজু করিলে অজু শুদ্ধ হইবে না। যদি নখের মধ্যে উৎপন্ন ময়লা শুষ্ক কি কাঁদা মাটির ময়লা থাকে তবে তাহা বাহির না করিয়া অজু করিলেও অজু শুদ্ধ হইবে। জানা আবশ্যক, যে প্রকারের ময়লা, আটা, রং, মেহেন্দি ইত্যাদি যে কোন দ্রব্য নখের মধ্যে জমাট থাকুক, হাত ভিজাইলে যদি সেই দ্রব্য ভিজিয়া যায় তবে ঐরূপ ময়লা না ফেলিয়া অজু করিলেও অজু শুদ্ধ হইবে। যদি নখের মধ্যে আটা আটকান থাকার কারণে নখের মধ্যে পানি প্রবেশ না করে তবে আটা বাহির করিয়া অজু করিবে; নচেৎ অজু শুদ্ধ হইবে না।

৩৬। প্রশ্নঃ- মেহেন্দির রং কিংবা অন্য প্রকারের রং অজু স্থানে থাকিলে অজু শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, অজু শুদ্ধ হইবে।

৩৭। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও হাতে খেজাব লাগাইয়া শুষ্ক করে, তবে তাহা না ফেলিয়া অজু করিলে অজু শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- অজু শুদ্ধ হইবে না, কারণ খেজাব শুষ্ক হইলে তন্মধ্যে পানি প্রবেশ করে না। (আলমগীরি)। এই কথার মর্মে প্রকাশ পায় যে, যে দ্রব্য অজু স্থানে লাগিয়া থাকিলে অজুকালে অজু স্থানে পানি না পৌছে, যেমন আলকাতরা, পিচ্ ও মোম ইত্যাদি অজুস্থান হইতে না ফেলিয়া অজু করিলে অজু শুদ্ধ হইবে না।

৩৮। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও নখ বৃদ্ধি হইয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চাপাভাবে থাকে, তবে সে কি প্রকারে ধৌত করিবে?

উত্তরঃ- যদি নখের মধ্যে পানি প্রবেশ না হইবার আশঙ্কা থাকে, তবে খেয়াল করতঃ নখের মধ্যে পানি প্রবেশ করাইয়া অজু করিবে। (আলমগীরি)।

৩৯। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও অজুস্থানে মাছি বা ছারপোকার বিষ্ঠা লাগান থাকে, তবে সেই বিষ্ঠা না ফেলিয়া অজু করিলে অজু শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিয়াছে যে, ঐ বিষ্ঠা না ফেলিয়া অজু করিলে অজু শুদ্ধ হইবে।

কারণ মাছি ও ছারপোকার বিষ্ঠা শরীর হইতে উঠান বিশেষ কষ্ট বিধায় ঐ বিষ্ঠা দূর করা মাফ হইয়াছে। পারিলে দূর করিয়া অজু করিবে।

৪০। প্রশ্নঃ- অজুস্থানে তৈল লাগান থাকিলে অজু শুদ্ধ হইবে কিনা?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, শরীরে তৈল দেওয়া থাকিলে অজু ও গোছল উভয়ই শুদ্ধ হইবে।

৪১। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও হাতে কি পায়ে আংটি থাকে ও আংটির নীচে পানি প্রবেশ না করে, তবে সে কি প্রকারে হাত ধৌত করিবে?

উত্তরঃ- ঐ প্রকার আংটি ঘুরাইয়া আংটির নীচে পানি পৌছাইয়া ফরজ আদায় করিবে; ঢিলা আংটি থাকিলে ঘুরাইয়া পানি পৌছান সুন্নত (আলমগীরি); স্ত্রীলোকের নাকের আংটি ইত্যাদির মধ্যেও ঐরূপে পানি পৌছাইবে।

৪২। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও হাতের আংটি খুব মিশান থাকে তবে সে কি প্রকারে অজু করিবে?

উত্তরঃ- ঐ প্রকার মিশান আংটির ফাঁকের মধ্যে চেষ্টা করিয়া পানি প্রবেশ করাইতে হইবে। (বাহরুর-রায়েক)

ছের -মোছেহ

১। প্রশ্নঃ- ছের মোছেহ উপলক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মাথার চতুর্থাংশ মোছেহ করা ফরজ তাহার পরিমাপ কি?

উত্তরঃ- এই বিষয়ে তিনটি রেওয়ায়েত আছে-

(১) জামেউর রুমুজ কিতাবে জাহের রেওয়ায়েত হইতে লিখিত আছে যে, চতুর্থাংশ ছের-মোছেহ করা ফরজ। শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় এই চার আঙ্গুলের রেওয়ায়েতকে তাহতাবী, মাজমাউল-আনহুর, শরম্বালালিয়া, কবীরী, বাহরুর রায়েক, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, ফতহুল ক্বাদির ও শামী প্রভৃতি কিতাবে গ্রহণীয় বলিয়া লিখিয়াছেন। অতএব এই রেওয়ায়েত আমল করিবে।

(২) আলমগীরি ও ছগিরী কিতাবে লিখিত আছে যে, সাধারণতঃ কপালের পরিমাপ স্থান মোছেহ করা ফরজ।

(৩) রদ্দুল- মোহতার ও হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে তিন অঙ্গুলী পরিমাণ ছের মোছেহ করা ফরজ।

২। প্রশ্নঃ- তিনটি রেওয়ায়েত প্রকাশ করিলেন, আমরা কোন্ রেওয়ায়েতটি আমল করিব?

উত্তরঃ- উল্লেখিত জামেউর-রুমুজ কিতাবে যে চতুর্থাংশ পরিমাণ ছের মোছেহ ফরজ খিয়াছেন, তাহাই আমল করিবে।

৩। প্রশ্নঃ- ছের মোছেহ উপলক্ষে মওলবী নইমুদ্দীন ছাহেবের কৃত বাঙ্গালা জোব্দাতুল-মাছায়েলের ১ম খন্ডে লিখিয়াছেন যে, তিন অঙ্গুলী পরিমাণ ছের মাছেহ করা ফরজ; মওলবী নুরুদ্দীন ছাহেবও তাঁহার নেছাবুল মাছায়েলের ১ম খন্ডে তিন অঙ্গুলী পরিমাণ ছের মোছেহ করা ফরজ লিখিয়াছেন; আর আপনি চতুর্থাংশ পরিমাণ মোছেহ করার আদেশ দিলেন, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- যদিও জোব্দাতুল-মাছায়েল ও নেছাবুল-মাছায়েলে তিন অঙ্গুলী পরিমাণের রেওয়ায়েতটি আমল করিতে আদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাহা আমল করা যায় না। জামেউর রুমুজে চতুর্থাংশ পরিমাণ ছের মোছেহের রেওয়ায়েত আমল করিও। শামী কিতাবের মর্মে পাওয়া যায় যে, চতুর্থাংশ পরিমাণ মোছেহ করিলে উক্ত প্রকাশিত রেওয়ায়েতও প্রতিপালিত হইয়া যায়, মোছেহের ফরজটি আদায়ের মধ্যে আর কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না। একটি দৃষ্টান্ত দেখ, শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, দুই মাজহাবের মধ্যে যদি একটি মাছয়ালা লইয়া দুই মত থাকে, অন্য মাজহাবের মত পালন করিলে যদি নিজ মাজহাবের মাকরূহও না হয় তবে সে মাছয়ালা আমল করা মোস্তাহাব। এখন বুঝিতে পার, এক মাজহাবে একই মাছয়ালা লইয়া দুই মত ও মতভেদ জন্মিলে, যে মত পালন করিলে সকলের মত আমল করা হয় সেই মত প্রতিপালন করা ভাল হইবে না কেন? অতএব চতুর্থাংশ পরিমাণ ছের-মোছেহ করাই উত্তম; স্মরণ রাখিবে যে, সম্পূর্ণ ছের মোছেহ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ।

৫। প্রশ্নঃ- চতুর্থাংশ ছের মোছেহ করা ফরজ, যদি কেহ পিছন দিয়া কি এক পার্শ্ব দিয়া, কি মাথার তালু দিয়া মাথার এক চতুর্থাংশ মোছেহ করে, তবে তাহার মোছেহের ফরজ আদায় হইবে কি না?

উত্তরঃ- যে কোন পার্শ্ব দিয়া মাথার চতুর্থাংশ মোছেহ করিলেই ফরজ আদায় হইবে (আলমগীরি); কিন্তু মাকরূহ তান্জিহ হইবে, কারণ সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ তরক করা হয়।

৬। প্রশ্নঃ- পুরুষ যদি মাথার মেরী বান্ধিয়া মাথার চতুর্দিকে পেচাইয়া রাখে (বা মাথার পিছন দিকে ঝুলাইয়া দেয়) তাহার উপর মোছেহ করিলে শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি মেরী মাথার সীমার নীচে ঝুলান থাকে তবে তাহার মোছেহ শুদ্ধ হইবে না নতুবা হইবে। মোহীত কিতাবে লিখিত আছে যে, মেরী ঝুলান থাক বা না থাক, মেরীর উপর মোছেহ করিলে শুদ্ধ হইবে না। ছগীরী কিতাবে মোহীতের কওলকে বিশুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বৎস! পুরুষের জন্য মেরী বাঁধা জায়েজ নাই।

৭। প্রশ্নঃ- মাথার উপরে যদি মেরী থাকে তবে তাহার উপর মোছেহ করিলে শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- ফতহুল ক্কাদীর কিতাবে লিখিত আছে যে, শুদ্ধ হইবে না।

৮। প্রশ্নঃ- খাট চুল মাথায় থাকিলে তাহার উপর মোছেহ করিলে শুদ্ধ হইবে কিনা?

উত্তরঃ- শুদ্ধ হইবে; মাথা মুড়ান থাকিলে বা মাথায় একেবারে চুল না থাকিলেও শুদ্ধ হইবে।

৯। প্রশ্নঃ- ছের মোছেহের পর যদি মাথা মুড়াইয়া ফেলে তবে পুনঃ মোছেহ করিতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- পুনঃ মোছেহের আবশ্যক নাই। (জওহারাতুন নাইয়ারা)

১০। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও মাথার এক পার্শ্ব কামান থাকে। অপর পার্শ্বে চুল থাকে তাহার উপর মোছেহ শুদ্ধ হইবে কি না।

উত্তরঃ- জওহরাতুন নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে যে, শুদ্ধ হইবে?

১১। প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকের মাথায় লম্বা চুল বা মেরী থাকিলে তাহার উপর মোছেহ করিলে শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- ইহাও কি বলিতে হইবে? স্ত্রীলোকদিগের মাথায় লম্বা চুল রাখা জায়েজ আছে অতএব মাথার উপর মোছেহ করিলে শুদ্ধ হইবে।

১২। প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকের মাথায় যদি খেজাব (কলপ) থাকে, তবে তাহার উপরে মোছেহ করিলে শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, মাথায় যদি খেজাব লাগান থাকে, আর মোছেহ করিলে হাতের পানির রং পরিবর্তন হইয়া যায় তাহা হইলে মোছেহ শুদ্ধ হইবে না।

১৩। প্রশ্নঃ- মাথায় টুপি বা পাগড়ী থাকিলে তাহার উপর মোছেহ করিলে শুদ্ধ হইবে কিনা?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, পাগড়ী বা টুপির উপর মোছেহ করিলে শুদ্ধ হইবে না। জানা আবশ্যক যে, চাদরের উপর মোছেহ করিলেও শুদ্ধ হইবে না।

১৪। প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকের মাথার উপর উড়না (চাদর) থাকিলে ঐ চাদরের উপর মোছেহ করিলে শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, মাথার চাদরের উপর দিয়া মোছেহ করিলে মোছেহ শুদ্ধ হইবে না, কিন্তু চাদরের উপর মোছেহ করিলে যদি হাতের পানিতে চাদর ভিজিয়া মাথার চুলও ভিজিয়া যায় তবে মোছেহ শুদ্ধ হইবে। মাথার চাদরের উপর ঐরূপ মোছেহ শুদ্ধ হয় বটে কিন্তু জানা আবশ্যক যে, চাদরে কোন রং থাকিলে সেই রং যদি হাতের পানির সাথে চুলে লাগে তাহা হইলে মোছেহ শুদ্ধ হইবে না; চাদর রংদার হউক বা না হউক চাদরের নীচে মোছেহ করাই উত্তম।

১৫। প্রশ্নঃ- মুখমন্ডল ধৌত করার সঙ্গেই যদি ছের মোছেহের পরিমাণ পর্যন্ত ধৌত করিয়া ফেলে, তবে ছের মাছেহ হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে আছে যে, মোছেহ হইবে বটে কিন্তু মাকরূহ হইবে। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, ঐরূপভাবে কার্য সম্পন্ন করিলে তরতীবের খেলাফ হয় বলিয়া মাকরূহে তান্জিহ হইবে।

১৬। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও ওজুর সময় বৃষ্টির পানিতে মাথার চতুর্থাংশ বা সম্পূর্ণ মাথা ভিজিয়া যায় কিন্তু সে যদি মাথায় হাত মোছেহ না করে তবে তাহার অজু শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- শুদ্ধ হইবে। (জাওহারাতুন-নাইয়ারা ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

১৭। প্রশ্নঃ- হাত দ্বারা মোছেহ করিল না, শুধ় বৃষ্টিতে ভিজিল; তাহাতেই যে মোছেহের কার্য আদায় হইল তাহার কারণ কি?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, অজুতে মোছেহ করিবার মূল উদ্দেশ্য হইল মোছেহ স্থান ভিজান, সুতরাং অজুর সময় মোছেহের স্থান ভিজাইলেই হইয়া যায়, হাত লাগাইবার কোন শর্ত নাই।

১৮। প্রশ্নঃ- যদি কোন ব্যক্তি অজুর সময় পানির পাত্রের মধ্যে মাথা ডুবাইয়া মোছেহ স্থান বা সম্পূর্ণ মাথা ভিজাইয়া লয় তবে এমনাবস্থায় মোছেহ না করিলে অজু শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে যে, অজুর সময় মাথা পানির মধ্যে ভিজাইলে অজু শুদ্ধ হইবে, এতদ্ভিন্ন আরও লিখিত আছে যে, যদি কাহারও পায়ে মোজা থাকে বা অজু স্থানে পট্টি বাঁধা থাকে, সে যদি ঐ পা ও পট্টি পানির মধ্যে ডুবাইয়া ভিজাইয়া লয় তবে মোছেহের নিয়ত না করিলেও ছহি রেওয়ায়েত মতে অজু শুদ্ধ হইবে; পানিও মোস্তামাল হইবে না।

১৯। প্রশ্নঃ- যদি কেহ ভিজা দাড়িতে হাত ভিজাইয়া বা অন্য কোন অজু স্থান ধৌতের পর সেই ভিজা স্থানে ভিজাইয়া বা অন্য কোন স্থান মোছেহ করতঃ ঐ স্থানের পানি দ্বারা হাত ভিজাইয়া মোছেহ করে, তবে তাহার মোছেহ শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- জওহারাতুন নাইয়ারা ও শরহে বেকায়াতে প্রকাশ আছে যে, অজুর কোন স্থান ধৌত করার পর হাত ভিজা থাকিলে সেই ভিজা হাত দ্বারা মোছেহ করিলে শুদ্ধ হইবে।

২০। প্রশ্নঃ- হাত ভিজাইয়া যদি কোন স্থান মোছেহ করে তবে সেই ভিজা হাত দ্বারা অন্য কোন স্থান মোছেহ করা শুদ্ধ হইবে কি না? যেমন-ছের মোছেহ করতঃ সেই ভিজা হাত দ্বারা মোজা মোছেহ করিল।

উত্তরঃ- শুদ্ধ হইবে না; (আলমগীরি)। কিন্তু মোছেহের পর যদি হাত এমন ভিজা থাকে যে, হাত হইতে ফোটা ফোটা পানি পড়ে তবে এরূপ ভিজা হাত দ্বারা অন্য স্থান মোছেহ করিলে শুদ্ধ হইবে। (দুররুল-মোখতার)

২১। প্রশ্নঃ- ফরজ গোসলের সময় মাথায় পানি ঢালিয়া ঐ প্রবাহিত পানি দ্বারা একই সময় সকল অঙ্গ ধৌত করা জায়েজ আছে কিন্তু অজু করিবার সময় অজুর এক অঙ্গে পানি ঢালিয়া ঐ প্রবাহিত পানি দ্বারা অন্য অঙ্গ ধৌত করা জায়েজ না হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- এই কথাটি বুঝিয়া লইতে একটু জ্ঞানের দরকার; ছগীরী কিতাবে লিখিয়াছে যে, ফরজ গোছলে সমস্ত শরীর ধৌত করা এক ফরজ; তন্নিমিত্ত একস্থানে পানি ঢালিয়া ঐ প্রবাহিত পানি দ্বারা সর্বাঙ্গ ধৌত করা জায়েজ। কিন্তু অজুর মধ্যে চারি স্থান ধৌত করা চার ফরজ, তাহাও আবার প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ভাবে স্থাপিত। এই জন্যই অজুতে এক অঙ্গের ব্যবহৃত পানি দ্বারা অন্য অঙ্গ ধৌত করা জায়েজ নাই।

২২। প্রশ্নঃ- অজু অন্তে কোনও অঙ্গের কতকাংশ শুকনা দেখিতে পাইলে অন্য অঙ্গের ভিজা স্থান হইতে পানি আনিয়া ঐ শুকনা স্থান ভিজাইলে অজু শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- না; ছগীরী কিতাবে লিখিত আছে যে, এক অঙ্গের ভিজা দ্বারা অন্য অঙ্গ ভিজাইলে অজু শুদ্ধ হয় না, কিন্তু যে অঙ্গের শুকনা স্থান সেই অঙ্গের ভিজা দ্বারা ভিজাইলে অজু শুদ্ধ হইবে।

২৩। প্রশ্নঃ- বরফ দ্বারা ছের মোছেহ করিলে মোছেহ শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, শুদ্ধ হইবে, তাহাতে পানির ফোটা ফোটা পতিত হউক বা না হউক। (আলমগীরি)।

২৪। প্রশ্নঃ- যদি কেহ অজুর সময় ভিজা কাপড় মাথায় বা মোজার উপর রাখিয়া দেয় এবং তাহাতে যদি মাথা ও মোজা ভিজিয়া যায় তবেও কি মোছেহ আদায় হইবে?

উত্তরঃ- মোছেহের ফরজ আদায় হইবে।

২৫। প্রশ্নঃ- যদি কেহ এক বা দুই অঙ্গুলী দ্বারা মোছেহ করে তবে মোছেহ শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- শুদ্ধ হইবে না, কিন্তু যদি দুই অঙ্গুলীর সহিত হাতের তালু সংযোগ করিয়া মোছেহ করে বা তর্জ্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তন্মধ্য স্থান যাহা হাতলীর মধ্যে পরিগণিত তৎসহিত মোছেহ করে তবে মোছেহ শুদ্ধ হইবে। (দুররুল-মোখতার)

২৬। প্রশ্নঃ- যদি কেহ এক অঙ্গুলী দ্বারা মোছেহ করে তবে তাহার মোছেহ শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- শুদ্ধ হইবে না; কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহ ফরমাইয়াছেন যে, ওজরে যদি এক অঙ্গুলী পুনঃ পুনঃ ভিজাইয়া তিন অঙ্গুলী পরিমাণ মোছেহ করে তবে শুদ্ধ হইবে; ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) ফরমাইয়াছেন যে, এক অঙ্গুলী পুনঃ পুনঃ ভিজাইয়া চতুর্থাংশ পরিমাণ মোছেহ করিলে মোছেহ শুদ্ধ হইবে, নচেৎ হইবে না। (শামী) কারণ চতুর্থাংশ পরিমাণ মোছেহ করিলে উভয় মত রক্ষা হয়।

২৭। প্রশ্নঃ- যদি কেহ এক অঙ্গুলী একবার ভিজাইয়া অঙ্গুলীর পেট ও দুই পার্শ্ব ও পিঠ দ্বারা চতুর্থাংশ মাথা মেছেহ করে তবে শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- ঐ প্রকার মোছেহ শুদ্ধ হইবে না; কিন্তু অঙ্গুলী যদি এমন ভিজা থাকে যে, এক পার্শ্বের পানি অন্য পার্শ্বে বহিয়া যায় তবে মোছেহ শুদ্ধ হইবে। (বাহরুর রায়েক) জানা আবশ্যক, মাথার চতুর্থাংশ পর্যন্ত মোছেহ হইলেই শুদ্ধ হইবে।

২৮। প্রশ্নঃ- তায়াম্মুমে তিন অঙ্গুলীর কম দ্বারা মোছেহ করিলে শুদ্ধ হয় না, ওজুতে তিন অঙ্গুলীর কম দ্বারা মোছেহ করিলে মোছেহ শুদ্ধ হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- এ বিষয় বুঝিতে একটু বিশেষ জ্ঞান খাটাইতে হইবে; মারাকিল ফালাহ কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, তায়াম্মুমে তিন অঙ্গুলীর কম দ্বারা মোছেহ শুদ্ধ হইবে না। কারণ তায়াম্মুমের মোছেহ তিন অঙ্গুলীর কম না হওয়া শর্ত, তজ্জন্যই তিন অঙ্গুলীর কম দ্বারা মোছেহ শুদ্ধ হয় না। ওজুতে অঙ্গুলী কি হাত দ্বারা মোছেহ কোন শর্ত নাই; তজ্জন্য মোছেহের সীমা পর্যন্ত পৃথকভাবে মোছেহ করিলে জায়েজ হইবে। পূর্বেই হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাব হইতে প্রকাশ করিয়াছি যে, অজু ও গোছলের হাত কি অঙ্গুলী দ্বারা মোছেহের কোন শর্ত নাই। যে প্রকারে হউক মোছেহের সীমা পর্যন্ত ভিজিলেই শুদ্ধ হইবে। স্মরণ থাকে না কেন?

২৯। প্রশ্নঃ- যদি কেহ ভিজা তিন অঙ্গুলী মাথায় বা মোজার উপর রাখিয়া উঠাইয়া লয় তাহাতে মোছেহ শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- ফতহুল কাদীর কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) এর মতে যদি ঐ প্রকার ভিজা তিন অঙ্গুলী মোছেহের স্থানে রাখিয়া টানিয়া (মাথার চতুর্থাংশ) সীমা পর্যন্ত নিয়া যায় তবে মোছেহ শুদ্ধ হইবে।

৩০। প্রশ্নঃ- মাছেহের নিয়ত করিতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- জামেউর রুমুজ কিতাবে লিখিত আছে মোছেহ করিতে নিয়ত করা শর্ত নহে। প্রকাশ থাকে যে, অজুর আরম্ভে নিয়ত করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ; প্রত্যেক স্থান ধৌত বা মাছেহ করিতে নিয়ত করা সুন্নত নহে।

৩১। প্রশ্নঃ- হাত ভিজান সম্বন্ধে শীত গ্রীষ্মে কোন প্রকার বিভিন্নতা আছে কি না?

উত্তরঃ- দুররুল-মোনতাকা কিতাবের মর্মানুযায়ী বিভিন্নতা আছে বটে, কিন্তু আমি মাত্র ভিজা থাকার কথাই বলিয়াছি।

পা ধৌত করার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- পায়ের গ্রন্থির উপরিভাগ পর্যন্ত ধৌত করা ফরজ তাহা পূর্বেই জানিয়াছি; যদি কাহারও গ্রন্থি পর্যন্ত কাটা থাকে তবে সে কি প্রকারে ধৌত করিবে?

উত্তরঃ- গ্রন্থির কতকাংশ থাকিলে তাহাও ধৌত করা ফরজ। (আলমগীরি)

২। প্রশ্নঃ- পায়ে তৈল মাখিয়া অজু করিলে অজু শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- শুদ্ধ হইবে; তৈলের উপর দিয়া পানি বাহিয়া গেলেই শুদ্ধ হইবে। শরীরে তৈল মাখিয়া গোছল করিলে ঐরূপ গোছলও শুদ্ধ হইবে।

৩। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও শীত অথবা অন্য কোন কারণে পা ফাটিয়া যায় বা ক্ষত হয় ও তাহার উপরে চর্বি জাতীয় ঔষধ লাগান থাকে, তবে সে কি প্রকারে ধৌত করিবে?

উত্তরঃ- পায়ের উপর পানি বহাইয়া ধৌত করিলে ফাটা স্থানের ঔষধের মধ্যে পানি প্রবেশ না করিলে দেখিতে হইবে, যদি ফাটা স্থানে পানি প্রবেশ করাইলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তবে তন্মধ্যে পানি পৌছাইতে হইবে না; নতুবা পৌছাইতে হইবে। (আলমগীরি)

৪। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও পা ফাটা থাকে তবে সে কি প্রকারে পা ধৌত করিবে?

উত্তরঃ- যদি কাহারও পা ফাটা থাকে তবে তাহার উপর পানি বহাইয়া ধৌত করিবে; যদি ফাটা স্থানে পানি বহাইয়া ধৌত করিতে কষ্ট হয় তবে কাটার উপর মোছেহ করিবে ও চতুষ্পার্শ্বে ধৌত করিবে। যদি মোছেহ করিতে কষ্ট হয় তবে ফাটা স্থানের চতুষ্পার্শ্বে ধৌত করিয়া ফেলিবে। (আলমগীরি)

৫। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও অজুর স্থানের উপর ক্ষত থাকে ও ঐ ক্ষত চামড়া দ্বারা আবৃত থাকে, তবে সে কি প্রকারে অজু করিবে?

উত্তরঃ- ঐ প্রকারের ক্ষত স্থান যদি চামড়া দ্বারা আবৃত থাকে আর ঐ আবৃত চামড়ার এক পার্শ্ব ছিদ্র বরাবর খোলা থাকে, তবে ঐ ছিদ্র হইতে পুঁজ বাহির হইলেও ঐ ছিদ্রের মধ্যে পানি পৌছাইতে হইবে না; উপর দিয়া ধৌত করিলেই হইবে। (আলমগীরি)

৬। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও অজু স্থানের উপর ফোড়া বা ঐ প্রকারের ঘা থাকে ও ঘায়ের উপর যদি পাতলা চামড়া থাকে, তবে সে চামড়ার উপর ধৌত করিয়া অজু করতঃ পরে ঘায়ের উপরের চামড়া উঠাইয়া ফেলিলে অজু থাকিবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, ঐ চামড়া উঠাইবার সময় দরদ হউক কি না হউক, ছহি রেওয়ায়েত মতে ঐ স্থান ধৌত করিতে হইবে না ও অজুও ভঙ্গ হইবে না; কিন্তু যদি

ঐ ঘা হইতে রক্ত কি পুঁজ বাহির হইয়া ক্ষত স্থান হইতে গড়াইয়া নিম্নে যায় তবে অজু ভঙ্গ হইবে নচেৎ না; কিন্তু চামড়া উঠাইয়া ফেলিলে যদি স্থান শুষ্ক থাকে ঐ স্থান ধৌত করা ওয়াজিব।

৭। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও অজু স্থানে মাছের আইশ বা রুটির টুকরা লাগিয়া শুষ্ক অবস্থায় থাকে তাহার উপর ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- অজু করিলে যদি ঐ লাগান আইশের নীচে বা রুটির নীচে পানি প্রবেশ না করে তবে অজু শুদ্ধ হইবে না।

৮। প্রশ্নঃ- কোন ব্যক্তি অজু সমাধা করিয়া পরে দেখিল যে, কোন স্থান শুষ্ক রহিয়াছে, সে কি পুনঃ অজু করিবে?

উত্তরঃ- পুনঃ অজু করিতে হইবে না, বরং ঐ শুষ্ক স্থানটুকু পানি দ্বারা ভিজাইয়া দিলেই চলিবে।

৯। প্রশ্নঃ- অজু করিবার সময় বৃষ্টিতে পা ভিজাইলে বা (চলিত) জারি পানিতে পা ভিজাইলে অজু শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- শুদ্ধ হইবে (আলমগীরি); জানা আবশ্যক যে, পানি জারি-ই হউক বা বদ্ধই হউক, পাক পানি হইলেই অজু শুদ্ধ হইবে।

১০। প্রশ্নঃ- অজু করিয়া যদি হাতের কি পায়ের নখ কাটে তবে অজু থাকিবে কি না?

উত্তরঃ- অজু থাকিবে। (শরহে বেকায়া)

পট্টীর উপর অজু করিবার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও অজু অঙ্গে পট্টী বাঁধা থাকে তবে সে কি প্রকারে অজু করিবে?

উত্তরঃ- অজু করার স্থানে পট্টী থাকিলে পট্টী খুলিয়া অজু করিবে।

২। প্রশ্নঃ- পট্টী খুলিতে কষ্ট হইলে কি করিবে?

উত্তরঃ- পট্টীর নীচে যদি কাঁচা ঘা থাকে ও পট্টী খুলিতে বিশেষ কষ্ট হয়, তবে পট্টির উপর মোছেহ করিবে।

৩। প্রশ্নঃ- পট্টীর উপর মোছেহ করিতে অক্ষম হইলে কি করিবে?

উত্তরঃ- পট্টীর উপর মোছেহ করিতে যদি কষ্ট হয় তবে পট্টীর চারিপার্শ্বে ধৌত করিলেই অজু শুদ্ধ হইবে। শরহে বেকায়া কিতাবে আছে -পট্টীর উপর পানি বহাইয়া ধৌত করিবে কিন্তু অক্ষম হইলে পট্টীর উপর মোছেহ করিবে।

৪। প্রশ্নঃ- বিনা অজুতে পট্টী বাঁধিয়া থাকিলে কি করিবে?

উত্তরঃ- পট্টী বাঁধার সময় পাক থাকার কোন শর্ত নাই; যদিও বিনা অজুতে নাপাক অবস্থায় পট্টী বাঁধিয়া থাকে তবে উহার উপরেও মোছেহ করা জায়েজ আছে।

৫। প্রশ্নঃ- পট্টীর উপর মোছেহ করিয়া অজু করিলে এ অজুঅন্তে পট্টী পড়িয়া গেলে কি করিবে?

উত্তরঃ- অজু অন্তে ঐ পট্টী পড়িয়া গেলে দেখিতে হইবে যে, ঘা কাঁচা থাকিলে পূর্ব মোছেহের অজু শুদ্ধ থাকিবে; আর যদি ঘা সারিয়া থাকে তবে পূর্বকৃত মোছেহ বাতিল। ঐ স্থান ধৌত করিয়া লইলেই শুদ্ধ হইবে। (বাহরুর-রায়েক)

৬। প্রশ্নঃ- যদি কেহ শরীরে সিঙ্গা লাগায় ও তাহার উপর নেকড়া দিয়া পট্টী বাঁধিয়া থাকে তবে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- নিজে পট্টী খুলিবে, আর যদি কষ্ট হয় তবে পট্টী না খুলিয়া নেকড়ার উপর মাছেহ করিবে।

কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, খুলিতে কষ্ট হইলে খুলিবে না, পট্টীর উপর মাছেহ করিবে। (বাহরুর-রায়েক)

অজুর ওয়াজিব

১। প্রশ্নঃ- অজুর মধ্যে ওয়াজিব আছে কি না?

উত্তরঃ- না, অজুর মধ্যে কোন ওয়াজিব নাই।

২। প্রশ্নঃ- অজুতে ওয়াজিব না থাকার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- দুর্‌রুল মোন্তাকা কিতাবে লিখিত আছে যে, নামাজ আদায়ের নিমিত্ত অজু করা ফরজ হইয়াছে; সুতরাং অজু ও নামাজ সমতুল্য হইতে পারে না; ইহার প্রমাণ বুঝিয়া লও। যেমন সম্পূর্ণ বস্তুর কোন এক অংশ পূর্ণ বস্তুর সমান হয় না; নামাজে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব আছে; নামাজটি পূর্ণ বস্তু; নামাজ আদায়ের নিমিত্ত অজু ফরজ হইয়াছে; কারণ অজু না হইলে নামাজ হয় না; অতএব অজু নামাজের অংশ; অজুর মধ্যে ওয়াজিব থাকিলে পূর্ণ বস্তুর সমান হইয়া পড়ে, কাজেই অজুতে ওয়াজিব না থাকায় অজু নামাজের অংশ কথাটির সার্থকতা রক্ষা পাইয়াছে।

৩। প্রশ্নঃ- মওলভী আজহার উদ্দীন কৃত বাঙ্গালা ইসলাম ধর্ম শিক্ষা নামক কিতাবে অজুতে একটি ওয়াজিব আছে বলিয়া মায়দনুল-ওলুম ও শরহে বেকায়ার বরাত দিয়াছেন।

উত্তরঃ- এখানেই বাঙ্গালা মায়দানুল-ওলুম ও শরহে-বেকায়া বর্তমান আছে দেখিয়া লও। মায়দানুল-ওলুম কিতাবে অজুতে ওয়াজিব নাই বলিয়াছে, তিনি কোথায় পাইলেন যে, অজুতে একটি ওয়াজিব আছে?

অজুর সুন্নতের বয়ান

প্রশ্নঃ- অজুতে মোট কয়টি সুন্নত?

উত্তরঃ- অজুতে মোট ৩১ টি সুন্নত আছে; তাহা যে যে কিতাব হইতে প্রমাণিত হইল নিম্নে দেখ। গায়াতুল-আওতারে লিখিত আছে যথাঃ- (১) অজুর নিয়ত করা, (২) আবশ্যক হইলে পায়খানা প্রস্রাব করতঃ ঢিলা ব্যবহারে প্রথমে পরিষ্কার হওয়া, (৩) পরে পানি ব্যবহার করিয়া পরিষ্কার হওয়া, (৪) বিছমিল্লাহ বলা, (৫) দুই হাতলীর কব্জা পর্যন্ত ধৌত করা, (৬) কুলি করা, (৭) নাকে পানি দেওয়া, (৮) কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার তরতীবের প্রতি লক্ষ্য করা, (৯) প্রত্যেক কুলিতে ও নাকে পানি দিতে নতুন পানি ব্যবহার করা, (১০) নাকের শক্ত হাডিড পর্যন্ত পানি পৌছান, (১১) কুলির সাথে সাথে মেছওয়াক করা, (১২) সম্পূর্ণ অজুর তরতীব প্রতিপালন করা, (১৩) পায়-দর-পায়

(উপর্যুপরি) ধৌত করা, (১৪) অজুতে যে স্থানসমূহ ধৌত করার আদেশ আছে তাহা তিনবার করিয়া ধৌত করা, (১৫) ডান দিক হইতে অজু আরম্ভ করা, (১৬) হাত পায়ের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে ধৌত আরম্ভ করা, (১৭) হাত ও পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করা, (১৮) সম্পূর্ণ মাথা মোছেহ করা, (১৯) মাথার সম্মুখ হইতে মোছেহ আরম্ভ করা, (২০) একবার মোছেহ করা, তিনবার না করা, (২১) কর্ণদ্বয় মোছেহ করা, শামী কিতাবে আছে (২২) গড়গড়া করা, (২৩) অজুর অঙ্গ মর্দন করতঃ ধৌত করা, (২৪) মুখমন্ডলে জোরে পানি ছিটাইয়া না দেওয়া, (২৫) স্ত্রীলোক হইলে লজ্জাস্থান ধৌত করা, মুনিয়া কিতাবে লিখিত আছে, (২৬) ঘন মোঁচের মূলদেশে পানি পৌছান, (২৭) ঘন ভ্রুর মূল স্থানে পানি প্রবেশ করান, (২৮) গ্রীবা বা ঘাড় মোছেহ করা (২৯) ঝুলান দাড়ি মোছেহ করা, আলমগীরিতে জাহের রেওয়ায়েত মতে ও খোলাছাতুল-ফতোয়ায় লিখিত আছে, (৩০) আঙ্গুলে অঙ্গুরী আটকান থাকিলে তন্মধ্যে পানি পৌছান। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, হাত ধৌতকালে কনুইর সহিত বাহুর কতকাংশ ধৌত করা সুন্নত; এনায়া কিতাবের মর্মে পাওয়া যায় (৩১) দুই হাত দ্বারা মুখ ধৌত করা সুন্নত। এক হাত দ্বারা মুখমন্ডল ধৌত করা সুন্নতের খেলাফ।

প্রকাশ থাকে যে, মারাকিল-ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে (১) ডান হইতে ধৌত আরম্ভ করা, (২) অঙ্গুলীর মাথা হইতে ধৌত আরম্ভ করা, (৩) মাথার সম্মুখ হইতে মোছেহ আরম্ভ করা, (৪) গ্রীবা মোছেহ করা, এই চারিটি সুন্নতকে মোস্তাহাব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণীয় নহে।

প্রশ্নঃ- অজুর মধ্যে যে সকল সুন্নত বয়ান করিলেন তাহার কতকের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- যে সকল সুন্নতের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহ জিজ্ঞাসা কর, ইনশাআল্লাহ বলিয়া দিব।

নিয়ত করা সুন্নত তাহার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- নিয়ত কোন্ সময় করিবে?

উত্তরঃ- মুখ ধৌত করার সময় অজুর নিয়ত দেলে দেলে করা সুন্নত। (আলমগীরি ও বাহরুর রায়েক)

২। প্রশ্নঃ- মুখে নিয়ত করিলে কি হইবে?

উত্তরঃ- মুখে নিয়ত করা মোস্তাহাব, কিন্তু যে ব্যক্তি দেলে নিয়ত করিতে অসমর্থ সে মুখে নিয়ত করিলে সুন্নত আদায় হইবে। (শামী)

৩। প্রশ্নঃ- আশবাহ-ওন্নাজায়ের কিতাবে নাকি হাত ধৌত করিবার সময় নিয়ত করিতে লিখিয়াছেন?

উত্তরঃ- আশবাহ-ওন্নাজায়ের কিতাবে হাত ধৌত করিবার সময় যে নিয়ত করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ঐ নিয়ত হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে মোস্তাহাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৪। প্রশ্নঃ- অজুর নিয়ত কিরূপে করিবে?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে আছে-

نويت ان اتوضأ للصلوة وتقربا الى الله تعالى -

উচ্চারণঃ- নাওয়াইতুআন আতাওয়াদ্দা লেচ্ছালাতে ওয়া তাকাররোবান ইলাল্লাহে তায়ালা।

সরলার্থ- আমি নামাজ পড়িবার ও আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের মানসে অজু করিতেছি।

৫। প্রশ্নঃ- যদি কেহ আরবী নিয়ত না জানে তবে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, আরবী নিয়তের বঙ্গানুবাদ মনে করিয়া লইলেই সুন্নত আদায় হইবে; কিন্তু মোস্তাহাব তরক হইবে।

৬। প্রশ্নঃ- অজুতে নিয়ত না করিলে অজু শুদ্ধ হয় কি না?

উত্তরঃ- শরহে-বেকায়ার মর্মে জানা যায় যে, অজুতে নিয়ত না করিলেও শুদ্ধ হয় বটে কিন্তু সুন্নত তরক হয়। বাহরুর-রায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, ঠেকাবশতঃ গাধার ঝুটাপানি ও খোরমার রস দ্বারা অজু করিতে হইলে নিয়ত করা শর্ত; নিয়ত না করিলে অজু শুদ্ধ হইবে না।

৭। প্রশ্নঃ- অজুর পূর্বে আবশ্যক হইলে বাহ্য প্রস্রাব করতঃ প্রথমে ঢিলা দ্বারা পরে পানি ব্যবহার করিয়া পবিত্র হইতে ঢিলা ও পানি ব্যবহারে যে দুইটি সুন্নত আদায় হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বাহ্য প্রস্রাবের পর ঢিলা ও পানি ব্যবহার করার নিয়ম অত্র কিতাবের পাক পাকিজার অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে; সামান্য কতক লিখিয়া দিলাম। বাহ্য ও প্রস্রাব করিবার স্থানে প্রবেশের পূর্বে বিছমিল্লাহ বলিয়া প্রবেশ করতঃ বসিবার সঙ্গে সঙ্গে কাপড় খুলিবে; বাহ্যান্তে মল মোকামে কুলুখ ব্যবহার করতঃ পানি দ্বারা ধৌত করিবে।

৮। প্রশ্নঃ- অজুতে কোন্ সময় বিছমিল্লাহ বলা সঙ্গত?

উত্তরঃ- অজুর প্রথমেই। (আলমগীরি)

৯। প্রশ্নঃ- যদি কেহ ভুল ক্রমে বিছমিল্লাহ না বলিয়া অজু আরম্ভ করে তবে কি করিবে?

উত্তরঃ- যখন মনে হইবে তখনই পড়িতে হইবে কিন্তু সুন্নত আদায় হইবে না, মোস্তাহাবের ছওয়াব পাইবে। (গায়াতুল-আওতার)

জানা আবশ্যক যে, খাওয়ার সময় ভুলক্রমে বিছমিল্লাহ না বলিলে যখন মনে পড়িবে তখনই বলিলে সুন্নত আদায় হইবে। (আলমগীরি)।

১০। প্রশ্নঃ- অজুর প্রথমে বিছমিল্লাহ না বলিয়া আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ,কিংবা আশহাদো আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিলে বিছমিল্লাহ বলার সুন্নত আদায় হইবে কি না?

উত্তরঃ- আদায় হইবে। (আলমগীরি) হযরত আয়শা ছিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখেরাহু বলিবে। মারাকিল-ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে যে, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, অজু আরম্ভে বিছমিল্লাহ বলিলে সমস্ত শরীর পাক হইবে অর্থাৎ ছগিরা গুনাহসমূহ মাফ হইবে; কিন্তু বিছমিল্লাহ না বলিয়া অজু করিলে সমস্ত শরীর পাক হইবে না; শুধু অজুর স্থান সমূহ পাক হইবে।

দুই হাতলী কব্জা পর্যন্ত ধৌত করা

১। প্রশ্নঃ- হাতলী ধৌত করা সুন্নত কি প্রকারে আদায় করিতে হয়?

উত্তরঃ- হাতলী ধৌত করিতে তিন সময় তিনটি সুন্নত আদায় হইয়া থাকে।

২। প্রশ্নঃ- ঐ তিন সুন্নত কোন্ কোন্ সময় আদায় করিতে হয়?

উত্তরঃ- জওহারাতুন নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে যে, বাহ্যান্তে কুলুখ ব্যবহা করিয়া প্রথমে দুই হাতলী ধৌত করা সুন্নত; পুনঃ পানি ব্যবহার করিয়া দুই হাতলী ধৌত করা সুন্নত; ইহা ব্যতীত মারাকিল ফালাহ্ কিতাবে আছে যে, অজুতে বসিয়াই দুই হাতলী ধৌত করা সুন্নত।

৩। প্রশ্নঃ- পানি ব্যবহারান্তে হাতলী ধৌত করিয়া অজু আরম্ভ করিলেও কি পুনঃ হাতলী ধৌত করিতে হইবে?

উত্তরঃ- তাবিনুল হাকায়েক ও মারাকিল ফালাহ কিতাবের মর্মে পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করার পর দুই হাতলী ধৌত করিয়াই যদি অজু করিতে বসে তবে পুনঃ দুই হাতলী ধৌত করার আবশ্যক হয় না। যদি হাতলী ভিজা থাকাকালীন অজু করিতে বসিয়া থাকে; আর যদি এস্তেঞ্জার পর হাত ধৌত করিয়া এত বিলম্বে অজু করিতে বসে যে, হাতলীর পানি শুষ্ক হইয়া যায় তাহা হইলে অজু আরম্ভে পুনঃ হাতলী ধৌত করিয়া সুন্নত আদায় করিবে; কারণ পায়-দর-পায় উপর্যপরি ধৌত করার বিধান রক্ষার্থে পুনঃ ধৌত করার আদেশ হইয়াছে।

৪। প্রশ্নঃ- বাঙ্গালা শরহে-বেকায়ার মধ্যে দেখিলাম যে, নিদ্রা হইতে উঠিয়া অজু করিতে হইলে হাত ধৌত করিতেই হইবে, কারণ হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমরা জান না যে, নিদ্রার সময় ঐ হস্ত কোথায় ছিল, স্থান পবিত্র কি অপবিত্র ছিল।" সেই জন্যই ধোয়া উচিত;। আপনার কথায় বুঝিলাম হাত পাক থাকিলেও অজু আরম্ভে হাতলী ধৌত করা সুন্নত ইহার মর্ম কি? জানিতে বাসনা রাখি।

উত্তরঃ- হাতলী পাক থাকিলেও অজু আরম্ভে ইহা ধৌত করা সুন্নত কিন্তু নিদ্রা হইতে উঠিয়া অজু করিতে হইলে হাতলী ধৌত করার আদেশের মধ্যে বিশেষ তাকিদ দেওয়া হইয়াছে (মারাকিল ফালাহ)

৫। প্রশ্নঃ- হাতলী কি প্রকারে ধৌত করিবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, ছোট পাত্রে পানি লইয়া পাত্রটি বাম হাতে ধরিয়া ডান হাতের হাতলীর উপরে পানি ঢালিবে ও ডান হাতের আঙ্গুলে২ মর্দন করিয়া ডান হাত ধুইবে। পুনঃ ডান হাতে পাত্রটি ধরিয়া বাম হাতলীতে পানি ঢালিয়া ডান হাত ধোয়ার ন্যায় ধৌত করিবে; কিন্তু এক হাত ধৌত করিতে অন্য হাত লাগাইবে না।

৬। প্রশ্নঃ- আমরা হাতে পানি লইয়া ডান ও বাম হাত একত্রে মর্দন করিয়া ধৌত করি, ইহাতে সুন্নত আদায় হইবে কি না?

উত্তরঃ- এক মতে দুই হাত একত্র করিয়া ধৌত করিবে না। শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, দুই হাত একত্রে ধৌত করার নিয়মটি সাধারণ লোকের, ঐরূপ ধৌত করা শরার

বিরুদ্ধ, যেহেতু প্রথম ডান দিক হইতে ধৌত করা সুন্নত। প্রকাশ থাকে যে, ঐ মতে জারি পানি অর্থাৎ পুকুর কি নদীর পানিতে হাত ডুবাইয়া ধৌত করিলেও হাতলী ধৌত করার সময় এক এক হাত পৃথক পৃথক ধৌত করিবে। শামী কিতাবে হুলিয়া কিতাব হইতে লিখিয়াছেন, দুই হাত একত্রে ধৌত করা সুন্নত। যেহেতু দুই দুই নাকে পানি দেওয়া, দুই কান মোছেহ করা যেমন একত্রে করা সুন্নত, ডান বামের কোন তরতীব নাই, তদ্রুপ দুই হাত ধৌত করার মধ্যেও কোন তরতীব নাই, কাজেই দুই হাত একত্রে ধৌত করা সুন্নত। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত-এর উপরই আমল করিবে।

৭। প্রশ্নঃ- ছোট পাত্র নাই, বড় পাত্রে পানি আছে, অত্রাবস্থায় কি প্রকারে হস্ত ধৌত করিবে?

উত্তরঃ- হাত পাক আছে জানা থাকিলে বাম হাতের অঙ্গুলী একত্র করিয়া হাতলী পানিতে না ডুবাইয়া কৌশলে পানি উঠাইয়া ডান হাতে পানি দিয়া আঙ্গুলে আঙ্গুলে মর্দন করতঃ ধৌত করিয়া পুনঃ ডান হাত দ্বারা পানি উঠাইয়া বাম হাত ঐরূপে ধৌত করিবে। (শরহে -বেকায়া)

৮। প্রশ্নঃ- দুই হাতেই নাপাক আছে, ছোট পাত্র নাই কিন্তু বড় পাত্রে পানি আছে এমনাবস্থায় কি প্রকারে হাত ধৌত করিতে হইবে?

উত্তরঃ- এমনাবস্থায় নিকটস্থ লোকের সাহায্যে পানি উঠাইয়া হাত ধৌত করিবে। অন্য লোক নিকটে না থাকিলে সঙ্গীয় পাক কাপড় (যেমন চাদর, পাগড়ী প্রভৃতির কতকাংশ) ভিজাইয়া পানি তুলিয়া উল্লেখিত নিয়মে হাত ধৌত করিবে। কাপড়ের এক পার্শ্ব হাতের সাহায্যে ধরিতে অক্ষম হইলে মুখ দ্বারা ধরিবে। স্মরণ রাখিবে যে, কাপড়ের ভিজা অংশ নাপাক হাত দ্বারা নিংড়াইবে না; ভিজা অংশের ফোটা পানি দ্বারা ধৌত করিবে। পাক কাপড় না থাকিলে মুখের সাহায্যে পানি উঠাইয়া হাতলী ধৌত করিবে; যদি তাহাও না পারা যায় তবে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ আদায় করিবে; পুনঃ নামাজ দোহরাইতে হইবে না। (বাহরুর-রায়েক)

৯। প্রশ্নঃ- মুখে করিয়া পানি উঠাইয়া হাত ধৌত করিতে বলিলেন। ঐরূপ বাঙ্গালা মায়দানুল ওলুমেও লিখিত আছে; কিন্তু ইহার খোলাছা জানিতে চাই যে, মুখের ব্যবহার্য পানিতে কি প্রকারে অজুতে সুন্নত আদায় হয়?

উত্তরঃ- মায়দানুল-ওলুম কিতাবে শুধু ঐ কথা লিখিয়া থাকিলেও বিস্তারিত করেন নাই। তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, অন্য উপায়বিহীন হইয়া মুখে পানি লইয়া প্রথমতঃ নাপাক হাতে পানি দিয়া নাপাক দূর করতঃ পরে পরিষ্কার হাত দ্বারা পানি উঠাইয়া পুনঃ হাতলী নিয়মিত রূপে ধৌত করিয়া সুন্নত আদায় করিবে। মুখের ব্যবহার্য পানি মোস্তামাল হয় বটে কিন্তু ঐ পানি দ্বারা নাপাক দূর করা যায়, অজু শুদ্ধ হয় না। (শামী, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)

কুলি করা, গড়গড়া এবং নাসিকায় পানি দেওয়ার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- কুলি করা, নাসিকায় পানি দেওয়া এবং উহার তরতীব ও গড়গড়া করা, এই চারটি সুন্নতের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার, শামী ও হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবের মর্মে প্রথমতঃ ডান হাত দ্বারা মুখ ভরিয়া পানি লইয়া কুলি করিবে ও কুলির সঙ্গে সঙ্গে গড়গড়া করিবে; তৎপর ডান

হাতে পানি লইয়া শ্বাসের সঙ্গে নাসিকা স্পর্শ করতঃ শ্বাস উপরের দিকে টানিয়া নাসিকার শক্ত হাড্ডি পর্যন্ত পানি পৌছান সুন্নত। কিন্তু রোজাদার দিনের বেলায় ঐরূপ নাসিকার শক্ত হাড্ডি পর্যন্ত পানি দিবে না ও গড়গড়াও করিবে না।

২। প্রশ্নঃ- উল্লেখিত কিতাবে শ্বাস টানিয়া নাসিকায় পানি ব্যবহার করার কথা স্পষ্ট ভাবে লিখিত নাই।

উত্তরঃ- মারাকিল ফালাহ কিতাবে দেখিয়া লও।

৩। প্রশ্নঃ- নাসিকায় পানি দেওয়া ও কুলি করার তরতীব সুন্নতটির বিস্তারিত বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- কুলি করা ও নাসিকায় পানি দেওয়ার তরতীবের মধ্যে ছয়টি সুন্নত আদায় হইবে। যথা- (১) ডান হাত দ্বারা মুখে ও নাসিকায় পানি দিবে, (২) প্রথমতঃ মুখে পানি দিবে, (৩) কুলির সহিত গড়গড়া করিবে, (৪) পরে নাসিকায় পানি দিবে, (৫) তিনবার পানি ব্যবহার করিবে, (৬) প্রত্যেকবার নুতন পানি ব্যবহার করিবে। শামী কিতাবের মর্মানুযায়ী উক্ত ছয়টি কার্য সুন্নত। শামী কিতাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, কুলি করায় ছয়টি সুন্নত ও নাসিকায় পানি দেওয়ার মধ্যে ছয়টি, সুতরাং কুলি ও নাসিকায় পানি দেওয়ার মধ্যে বারটি সুন্নত আদায় হইবে। কুলির ছয় সুন্নত এই (১) ডান হাত দ্বারা পানি দিবে, (২) প্রথম মুখে পানি লইবে, (৩) মুখ ভরিয়া পানি লইয়া কুলি করিবে, (৪) গড়গড়া করিবে, (৫) তিনবার পানি ব্যবহার করিবে, (৬) প্রত্যেকবার নূতন পানি ব্যবহার করিবে।

নাসিকায় পানি দেওয়ার সুন্নত ৬টি, যথা- (১) ডান হাত দ্বারা পানি ব্যবহার করা, (২) মুখে পানি দিয়া পরে নাকে পানি দিবে, (৩) নাসিকায় পানি দিবে, (৪) নাসিকার শক্ত হাড্ডি পর্যন্ত পানি পৌছাইবে, (৫) তিনবার পানি ব্যবহার করিবে, (৬) প্রত্যেকবার নূতন পানি ব্যবহার করিবে।

৪। প্রশ্নঃ- মুখমন্ডল ধৌত করা ফরজ, মুখমন্ডল ধৌত না করিয়া প্রথমে কুলি ও পরে নাসিকায় পানি দেওয়ার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- দুররুল-মোখতার কিতাবে উহার তাৎপর্য এইরূপ লিখিয়াছেন, প্রথমে কুলি করিবার জন্য মুখের নিকট পানি আনিলে চক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা বর্ণ পরিচয় হয়; মুখে দিলে স্বাদ পরীক্ষা হইয়া থাকে; নাসিকার নিকট নিলে ঘ্রাণ পরীক্ষা হইয়া থাকে। কি চমৎকার হিকমত। অজুর পানির বর্ণ, স্বাদ ও ঘ্রাণ এই তিনটিই ঠিক থাকা আবশ্যক; তজ্জন্যই অজুর ফরজসমূহ আদায়ের পূর্বেই উক্ত সুন্নত আদায়ের বিধান হইয়াছে। পানির এই তিনটি গুণ পরিবর্তন হইলে তদ্বারা অজু শুদ্ধ হইবে না।

৫। প্রশ্নঃ- কুলি করার পূর্বে নাসিকায় পানি দিলে অজু হইবে কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, হাতে পানি লইয়া প্রথমে মুখে না দিয়া নাসিকায় পানি দিলে তরতীবের (নিয়মের) উল্টা হইবে কিন্তু অজু শুদ্ধ হইবে; স্মরণ রাখিবে যে, তরতীব রক্ষা করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ; কাজে কাজেই তরতীবের উল্টায় মাকরূহ তান্‌জীহ হইবে।

৬। প্রশ্নঃ- কেহ যদি পানি চুষিয়া পান করে, তবে কুলির সুন্নত আদায় হইবে কি না?

উত্তরঃ- শামী, কিতাবে লিখিত আছে যে, ঐরূপ চুষিয়া পানি পান করিলে সুন্নত আদায় হইবে না, কিন্তু ফতহুল-কাদির কিতাবে লিখিত আছে যে, মুখ ভরিয়া গিলিয়া ফেলিলে কুলির সুন্নত আদায় হইবে।

মেছওয়াকের বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- মেছওয়াক করা সুন্নতটি কি প্রকারে আদায় করিবে?

উত্তরঃ- শামী, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, গায়াতুল আওতার ও খাদিমী প্রভৃতি কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, এই মেছওয়াক সুন্নতটি আদায় করিতে চারিটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (১) মেছওয়াক কি দ্বারা ও কত পরিমাণের হওয়া উচিত, (২) ধরিবার কায়দা, (৩) দন্ত ঘর্ষণের নিয়ম, (৪) মেছওয়াক রাখিবার ব্যবস্থা।

মেছওয়াক কি দ্বারা ও কত পরিমাণ হওয়া উচিত তাহার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- ইতিপূর্বে মেছওয়াক সম্বন্ধে ৪টি কায়দা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রথম কায়দা- মেছওয়াক কিসের ও কত পরিমাণ হওয়া উচিত, তাহার বিস্তারিত জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- মেছওয়াকখানা সরল ও যতটুকু পরিমাণ দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিতে হইবে সেই পর্যন্ত নরম ও গিরাহীন হওয়া মোস্তাহাব। অভাবে গিরাবিশিষ্ট হইলেও ক্ষতি নাই। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী) তিক্ত জাতীয় গাছের ডাল দ্বারা মেছওয়াক করা মোস্তাহাব, যথা- নিম, পিটাকরা ও ভাইট প্রভৃতি। স্মরণ রাখিবে যে, কাফি ও এনায়া কিতাবে তিক্ত মেছওয়াকের তিনটি গুণ লিখিয়াছেন যথা (১) মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, (২) দন্তের গোড়া শক্ত করে, (৩) পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়। শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, নবীগণ জৈতুন গাছের মেছওয়াক ব্যবহার করিতেন; এদেশে জৈতুন গাছ পাওয়া যায় না বলিয়া তিক্ত গাছের ডাল ব্যবহার করার বিধি আছে। তবে তিক্ত গাছের অভাবে এমন ডাল দ্বারা মেছওয়াক করার বিধি আছে, যাহা দ্বারা দন্তের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা না থাকে; কিন্তু মানবের খাদ্যোপযোগী ফলদার গাছ যেমন ডালিম্ব, পেয়ারা ও আম প্রভৃতির ডাল দ্বারা মেছওয়াক করিবে না। যে গাছের দ্বারা মেছওয়াক করিলে দন্তের ক্ষতির আশংকা থাকে তদ্বারা মেছওয়াক করা মাকরূহ; যথা- বাঁশের কঞ্চি, খেজুর ডগা ইত্যাদি। যে গাছ বিষাক্ত তদ্বারা মেছওয়াক করা হারাম। যে ব্যক্তি মেছওয়াক করিবে তাহার হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ন্যায় মোটা হওয়া ও এক বিঘত পরিমাণ লম্বা হওয়া মোস্তাহাব। জানা আবশ্যক যে, এক বিঘতের বেশী হইলে মেছওয়াক করিবার সময় শয়তান মেছওয়াকের

উপর চড়ে। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে শয়তান মেছওয়াকে চড়ার ক্ষতির কারণ দর্শাইয়াছেন যে, মেছওয়াককারীর দেলে ওছওয়াছা দিতে কিংবা তাহার আমল ভুলাইয়া দিতে পারে। জরিয়াতে ছারমাদিয়া কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডে লিখিত আছে যে, মেছওয়াক বিশেষ খাটো হইলে জায়েজ হইবে না, কিন্তু শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, প্রথমবার এক বিঘত পরিমাণ মেছওয়াক হওয়া মোস্তাহাব। ব্যবহার করিতে করিতে খাটো হইলে ক্ষতি নাই।

২। প্রশ্নঃ- মেছওয়াক ধরিবার ও ঘর্ষণ করিবার নিয়ম কি? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- মেছওয়াকের যে দিক দ্বারা দাঁতন করিবে সেই দিকের কিছু নিম্নে বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেট স্থাপন করিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলীত্রয় মেছওয়াকের উপর রাখিবে। মেছওয়াকের শেষ ভাগ কনিষ্ঠাঙ্গুলীর উপরে স্থাপন করতঃ ডান হাত দ্বারা মেছওয়াক করা মোস্তাহাব।

দন্ত ঘষিবার নিয়মঃ- প্রথমতঃ উপরের দন্ত পাটির মধ্যভাগে মেছওয়াক স্থাপন করিয়া ডান হইতে ঘষিয়া বাম দিকে নিবে; পরে নীচের পাটির মধ্যভাগে মেছওয়াক করিয়া ডান দিকে ঘষিয়া আনিয়া ডান দিক হইতে ঘষিয়া বাম দিকে নিবে, পুনঃ বাম দিক হইতে ঘষিয়া ডান দিকে আনিবে, এইরূপ দাঁতের অপর পৃষ্ঠও ঘষিবে। ঐ সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে গোড়ার দিকে কয়েকবার ঘষা দিবে। পরে মেছওয়াকের যে দিক দ্বারা ঘর্ষণ করা হইয়াছে সেই দিক ধৌত করিবে, এই নিয়মে তিনবার দাঁতন করিবে (সুন্নত) প্রত্যেক বারেই দন্ত ঘষার দিকটা ধুইয়া লইবে। (মোস্তাহাব); ঘষিয়া তিনবার কুলি করিবে। লিখিত আছে যে, তিনবারের কমে মুখ পরিষ্কার হইলে সুন্নত আদায় হইবে কিন্তু অত্রাবস্থায়ও তিনবার দাঁতন করা মোস্তাহাব। স্মরণ রাখিবে যে, দাঁতের অগ্রভাগ হইতে গোড়ার দিকে ঘষিবে না। ঘষিলে দন্তের গোড়ার মাংসে আঘাত লাগিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আড়াআড়িভাবে ঘষার বিধি শামী, শরহে বেকায়ার হাশিয়া ও জ রিয়াতে ছরমাদিয়া দ্বিতীয় খন্ডে লিখিত আছে, (ক) জিহবার অগ্রভাগ হইতে গোড়ার দিক ঘষিবে, (মোস্তাহাব) (খ) মুঠ পাকাইয়া ধরিয়া মেছওয়াক করিবে না করিলে অর্শরোগ জন্মিতে পারে; (গ) শুইয়া শুইয়া মেছওয়াক করিবে না, করিলে প্লিহা বড় হইতে পারে; (ঘ) মেছওয়াক করিবার সময় মেছওয়াক চুষিবে না বা দুই দিক দিয়া করিবে না, করিলে চক্ষের জ্যোতি নষ্ট হইবে।

মেছওয়াক রাখিবার নিয়ম

প্রশ্নঃ- মেছওয়াক রাখিবার নিয়ম জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- খাদিমী ও শরহে-তরিকায়ে মোহাম্মাদিয়ায় দ্বিতীয় খন্ডের মর্মে লিখিতেছি যে, মেছওয়াক করিয়া মেছওয়াকটি যত্ন সহকারে সুরক্ষিত স্থানে রাখিবে। শরম্বালালিয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, মেছওয়াকটি যত্ন সহকারে সুরক্ষিত স্থানে রাখিবে। শরম্বালালিয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, মেছওয়াক মাটিতে রাখিতে হইলে মেছওয়াক

করার বিপরিত পার্শ্বের কিছু অংশ মাটিতে খাড়া ভাবে পুতিয়া রাখিবে। শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, মেছওয়াক অযত্নে ফেলিয়া রাখিবে না। অযত্নে ফেলিয়া রাখিলে পাগল হইবার অশাংকা আছে। মেছওয়াক ধৌত করিয়া রাখিবে, নচেৎ শয়তান তদ্বারা মেছওয়াক করিবে। মেছওয়াক সঙ্গে রাখিবারও প্রমাণ আছে। হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহুরিদিগের কলম রাখার ন্যায় কর্ণে মেছওয়াক রাখিতেন। এই কিতাবে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সময় সময় পাগড়ির পেঁচের মধ্যে রাখিতেন। ইহা দ্বারা প্রকাশ পায়, যে প্রকারে পারা যায় যত্ন সহকারে সঙ্গে রাখিবে; চাই পকেটে রাখুক, চাই রুমালে বান্ধিয়া রাখুক জায়েজ আছে।

প্রশ্নঃ- কোন প্রকারের গাছ না মিলিলে কিংবা যাহার দাঁত নাই সে কি করিবে?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, কোন প্রকার গাছ না পাইলে শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারা দাঁতন করিবে। দাঁত না থাকিলে দাঁতের ভুতির বা পাইড়ের উপর শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া মেছওয়াকের কার্য সারিবে। কাপড়ের টুকরা দ্বারাও মেছওয়াক জায়েজ আছে। ইহাতেই মেছওয়াকের সওয়াব পাইবে।

প্রশ্নঃ- মেছওয়াক করা সুন্নত প্রকাশ করিলেন- কোন কোন রেওয়ায়েতে নাকি লিখিত আছে যে, মেছওয়াক করা মোস্তাহাব, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- কোন কোন রেওয়ায়েতে মেছওয়াক করা মোস্তাহাব লিখিয়াছে সত্য কিন্তু (১) জওহারাতুন-নাইয়ারা, (২) দুর্‌রুল-মোখতার; কুদুরী, (৪) শরহে-বেকায়া, (৫) কানজুদ্দাকায়েক, (৬) দুর্‌রুল-মোন্তাকা, (৭) মাজমাউল-আনহুর, (৮) কাফী, (৯) গায়াতুল-আওতার, (১০) শামী, (১১) তাহতাবী, (১২) মুনিয়া, (১৩) আলমগীরি, (১৪) জামেউর-রুমুজ, (১৫) কবিরী, (১৬) খাদেমী ৪র্থ খন্ড, (১৭) ছগিরী, (১৮) ফাতোয়ায়ে বোরহান, (১৯) বাহরুর-রায়েকের হাশিয়া, (২০) মালাবুদ্দামিনহু, (২১) মিফ্‌তাহুচ্ছালাত, (২২) হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, (২৩) মারাকিল ফালাহ, (২৪) হেদায়া প্রভৃতি কিতাবে মেছওয়াক করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ লিখিয়াছে। সুতরাং কি প্রকারে মেছওয়াক করাকে সুন্নত না বলিয়া পারি? এতদ্ব্যতীত খাদিমী ৪র্থ খন্ডে লিখিত আছে যে, হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা মেছওয়াক করিয়া গিয়াছেন। ঐ কিতাবে আরও আছে যে, হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িতে দুই দুই রাকাত পড়িয়া মেছওয়াক করিয়া নামাজ পড়িতেন, চাশত প্রভৃতি নামাজেও ঐরূপ করিতেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত কিতাবে আব্দুল্লাহ এবনে মোবারকের এক রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে, পূর্ব জমানায় কোন এলাকার লোকেরা মেছওয়াক করা তরক করিলে এ সুন্নত রক্ষার্থে তথাকার ইমাম উহাদের সহিত লড়াই করিতেন।

প্রশ্নঃ- মেছওয়াক করতঃ অজু করিয়া ঐ অজু দ্বারা দুই তিন ওয়াক্ত নামাজ পড়িলে নামাজ হইবে কি না ও মেছওয়াকের সওয়াব পাইবে কি না?

উত্তরঃ- জওহারাতুন নাইয়ারার মর্মে প্রকাশ পায় যে, তাহার নামাজও হইবে এবং মেছওয়াকেরও সওয়াব পাইবে।

প্রশ্নঃ- প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজে মেছওয়াক করা কি সুন্নত?

উত্তরঃ- হ্যাঁ জওহারাতুন নাইয়ারা ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, প্রত্যেক নামাজের অজুতেই মেছওয়াক করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ।

প্রশ্নঃ- কোন্ সময় মেছওয়াক করা মোস্তাহাব?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, ছয় অবস্থায় মেছওয়াক করা মোস্তাহাব। যথা- (১) দন্ত পরিষ্কার করিতে, (২) কোরআন শরীফ পাঠ করিতে, (৩) লোক সমাজে যাইতে, (৪) রাত্রে কি দিনে নিদ্রা হইতে উঠিয়া, (৫) স্বামী-স্ত্রী মিলনের পূর্বে। এতদ্ভিন্ন দুররুল-মোখতার ও শামী কিতাবে আছে, (৬) মুখের দুর্গন্ধ দূর করিতে। ঐ কিতাবে আরও লিখিত আছে যে, অজুর সময় ভুলে মেছওয়াক না করিয়া নামাজ পড়িতে আসিলে মেছওয়াক করিয়া লওয়া মোস্তাহাব। খেয়াল রাখিবে যেন দন্তের গোড়া হইতে রক্ত বাহির না হয়। খাদিমী কিতাবের ৪র্থ খন্ডে লিখিত আছে যে, দন্তের গোড়া হইতে রক্ত বাহির হইবার আশঙ্কা হইলে আস্তে আস্তে মেছওয়াক করিবে যেন রক্ত বাহির না হয়।

প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকেরাও কি ঐরূপ মেছওয়াক করিবে?

উত্তরঃ- স্ত্রীলোকের মেছওয়াক করা সুন্নত নহে; মোস্তাহাব। তাহারা নরম রকমের সুগন্ধি গাছ চিবাইয়া মুখের দুর্গন্ধ দূর করিলে মেছওয়াকের সওয়াব পাইবে। দাঁত পরিষ্কার করার আবশ্যক হইলে কাপড়ের সাহায্যে দাঁতের ময়লা দূর করিতে পারে। জানা আবশ্যক যে, কুলির সময় চিবাইবার আবশ্যক নাই।

প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকের মেছওয়াক করার হুকুম এরূপ হইল কেন?

উত্তরঃ- স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় মেছওয়াক করিলে তাহাদের দাঁতের গোড়া নরম হয় ও সহজে নষ্ট হইয়া যায়।

প্রশ্নঃ- কতক লোক কয়লা দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করিয়া থাকে, ইহা জায়েজ আছে কিনা।

উত্তরঃ- উহা সুন্নতের খেলাফ। স্মরণ রাখিবে যে, কয়লা জ্বিনের খোরাক।

প্রশ্নঃ- কেহ কেহ বলেন, মাটি দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিয়া মেছওয়াক করা জায়েজ, ইহা ঠিক কিনা?

উত্তরঃ- মাটি দ্বারা দন্ত ঘষা বেদায়াত, কারণ হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সময় মাটি দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, মেছওয়াক অভাবে শাহাদাত অঙ্গুলী বা কাপড়ের টুকরা দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে সুন্নত আদায় হইবে। কেন মাটি দ্বারা দাঁত ঘষিয়া সুন্নতের উল্টা করিয়া বেদআতে পড়িবে?

প্রশ্নঃ- শহরে ও গ্রামে মেছওয়াক করার নিয়ম কি একই প্রকার?

উত্তরঃ- খোলাছাতুল ফতোয়ায় লিখিত আছে যে, একই নিয়ম।

মেছওয়াকের উপকারিতা

প্রশ্নঃ- মেছওয়াক করিলে কি কি উপকার সাধিত হইয়া থাকে?

উত্তরঃ- শামী, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী ও খাদিমী ৪র্থ খন্ডের মর্মে লিখিতেছি স্মরণ রাখিবে। (১) মেছওয়াক করিলে দন্ত পরিষ্কার হয়; (২) মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়; (৩) দাঁতের গোড়া শক্ত হয়; (৪) হযম শক্তি বৃদ্ধি পায়; (৫) মুখ পবিত্র থাকে; (৬) দন্তরোগ হইবে না; (৭) মুখ হইতে সুঘ্রাণ বাহির হইবে; (৮) চক্ষের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়; (৯) কফ দূর হইবে; (১০) কোরআন শরীফ শুদ্ধভাবে পড়িবার ক্ষমতা জন্মিবে; (১১) শয়তান বেজার হইবে; (১২) পিত্তরোগ হইলে মুক্তি পাইবে; (১৩) শির রোগ হইতে মুক্তি পাইবে; (১৪) বিনা ক্লেশে মৃত্যু হইবে; (১৫) এক রাকাত নামাজ মেছওয়াক করিয়া পড়িলে, বিনা মেছওয়াকের ৭০ রাকাতের নেকী পাইবে। (১৬) শীঘ্র বৃদ্ধ হইবে না, (১৭) মৃত্যুরোগ ব্যতীত যাবতীয় রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবে; (১৮) আল্লাহ তায়ালা মেছওয়াককারীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন; (১৯) পুলছেরাত অতি সহজে পার হইতে পারিবে; (২০) ফেরেশ্তাগণ মেছওয়াককারীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন; (২১) স্বর সুস্পষ্ট হইবে; (২২) ফেরেশ্তাগণ মোছাফাহা করিবেন (২৩) মিথ্যা কথা, গীবত, চোগলখোরী, মোনাফেকী, তোহ্মত, হারাম খাওয়া, বিনা কারণে কথা বলা প্রভৃতি অহিতকর কার্য করিতে কষ্ট বোধ করিবে; (২৪) মৃত্যুকালে কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ উচ্চারণ করতঃ মৃত্যু হইবে।

ইহা ভিন্ন মেছওয়াকের আরও এগারটি গুণ আছে; কিতাব বড় হইয়া যায় বলিয়া সে সকল প্রকাশিত হইল না। বৎস! মেছওয়াক করিতে কখনও ভুলিও না বা ত্রুটি করিও না। ইনশা-আল্লাহ্ উক্ত নেকীসমূহ প্রাপ্ত হইবে। আরও তিনটি কথা স্মরণ রাখিও, (১) কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি প্রথমবার মেছওয়াক করিয়া মেছওয়াকখানা না চুষিয়া মুখের লালা গিলিয়া ফেলে তবে ঐ রোগের উপশম হইবে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের লোআব গিলিবে না; গিলিলে মনে নানা প্রকার কুভাবের উদয় হইবে। (২) বাহ্য প্রস্রাবখানায় বসিয়া মেছওয়াক করিলে মাকরূহের গুনাহ হইবে। (৩) আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, মেছওয়াক করিবার সময় বমি আসিবার আশঙ্কা হইলে মেছওয়াক করিবে না। বৎস! হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমরা রাত্রে নামাজ পড়, রাত্রে মেছওয়াক করতঃ নামাজ পড়িলে নামাজের মধ্যে যাহা কিছু সূরা দোয়া পড়িবে ফেরেশতা মুছল্লির মুখে মুখ দিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন। (বাহরুর রায়েক হাশিয়া)

উপর্যুপরি ধৌত করা সুন্নত

১। প্রশ্নঃ- কিরূপ পায়-দর-পায় (উপর্যুপরি) ধৌত করিয়া অজু করা সুন্নত?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, এক ধৌতাঙ্গ শুষ্ক হইতে না হইতে অন্য অঙ্গ ধৌত করিবে, এই প্রকারে অজুর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নত। বাদায়ে' কিতাব হইতে শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, অজুর মধ্যে বিনা ওজরে অজু ব্যতীত অন্য কোন কাজ করিবে না, করিলে সুন্নত তরক হইবে।

২। প্রশ্নঃ- প্রবল গরম বাতাস প্রবাহিত বা শরীরের উত্তাপ বশতঃ ধৌতাঙ্গ অপর অঙ্গ ধৌত আরম্ভ করার পূর্বে যদি শুষ্ক হইয়া যায়, তবে উপর্যুপরি ধৌতের সুন্নত আদায় হইবে কি না?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে; এই প্রকার ওজরে শুষ্ক হইলে উপর্যুপরি ধৌতের সুন্নত আদায় হইবে ও মাকরূহ হইবে না।

৩। প্রশ্নঃ- অজুর মধ্যে পানির অভাব হইলে যেমন- হঠাৎ পানি পড়িয়া যায় কিম্বা পানি অকুলান হয় যদি পানি আনয়ন করার মধ্যে ধৌত অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায় ও পরে বাকী অঙ্গ ধৌত করিয়া অজু আদায় করে তবে সুন্নত আদায়ে ব্যাঘাত হইবে কিনা?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার ও বাহরুর-রায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি কেহ ঐরূপ ওজর বশতঃ এক অঙ্গ ধৌতের পর অন্য অঙ্গ বিলম্বে ধৌত করে তবে মাকরূহ হইবে না।

৪। প্রশ্নঃ- ধৌত অঙ্গ রুমাল দ্বারা মুছিয়া অন্য অংগ ধৌত করিলে উপর্যুপরি ধৌতের সুন্নত আদায় হইবে কি না?

উত্তরঃ- এইরূপ এক অঙ্গ মুছিয়া অন্য অঙ্গ ধৌত করিলে উপর্যুপরি ধৌতের সুন্নত আদায় হইবে না, বরং মাকরূহ তাঞ্জীহ হইবে।

৫। প্রশ্নঃ- শরহে-বেকায়া কিতাবের হাশিয়াতে নাকি লিখিত আছে যে, ধৌত অঙ্গ রুমাল দ্বারা মুছিয়া অপর অঙ্গ ধৌত করিলে উপর্যুপরি ধৌতের সুন্নত আদায় হইবে; আপনি প্রকাশ করিলেন হইবে না, ইহার কারণ কি?

উত্তরঃ- রুমাল দ্বারা ঐরূপ একাঙ্গ মুছিয়া অন্য অঙ্গ ধৌত করিলে উপর্যুপরি ধৌতের সুন্নত আদায় হইবে না। (বাহরুর-রায়েক ও তাবিনুল-হাকায়েকের হাশিয়া) শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, শরহে বেকায়ার ঐ বিধান আমল করিলে মাকরূহ তাঞ্জীহ হইবে।

৬। প্রশ্নঃ- অজু করার পর ভিজা অঙ্গ মুছিয়া ফেলা জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- তাবিনুল হাকায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, অজু শেষ করিয়া রুমাল দ্বারা মুছিয়া ফেলায় কোন দোষ নাই। এতদ্ভিন্ন দুররুল-মোখতার কিতাবে লিখিত আছে যে, ঐরূপ মুছিয়া ফেলা মোস্তাহাব; কিন্তু শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, এরূপ শুষ্ক করিয়া মুছিবে না যাহাতে অজুর চিহ্ন দূর হইয়া যায়। বোখারী ও মোসলেম শরীফে রেওয়ায়েত আছে যে, বিবি ময়মুনা খাতুন (রাঃ) হযরত রসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অজুর পর অজুর পানি মুছিবার জন্য এক খন্ড কাপড় আনিয় দিলেন কিন্তু হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অজুর পানি কাপড় দ্বারা না মুছিয়া এক হাতের পানি অন্য হাতের দ্বারা মুছিয়া লইলেন।

৭। প্রশ্নঃ- এক অঙ্গ ধৌত করিয়া সেই অঙ্গ না মুছিয়া অন্য অঙ্গ ধৌত করিলে আমাদের জামা ও চোগা আচকানের আস্তিন ভিজিয়া যাইবে তাহার উপায় কি?

উত্তরঃ- জামা ও চোগা আচকানের আস্তিন ভিজিয়া যাইবে ইহাইত তোমাদের মূল চিন্তা। ঐ প্রকার মুছিয়া মুছিয়া অজু করিলে যে মাকরূহের গোনাহ হইবে তাহা কি একবার মনে কর? যদি জামা ও চোগা-আচকান রক্ষার উপায় চাও, তবে এক অঙ্গ ধৌত করিয়া হস্ত দ্বারা এমনভাবে মুছিয়া লইবে যেন না ভিজে; এই কৌশলটি আমল করিও, তাহাতে মাকরূহও হইবে না জামাও ভিজিবে না।

৮। প্রশ্নঃ- ঠান্ডার দরুণ সাধারণতঃ ধৌত অঙ্গ বিলম্বে শুষ্ক হইয়া থাকে, এমনাবস্থায় যদি কেহ অজু করিবার সময় এক অঙ্গ ধৌত করিয়া ইচ্ছা পূর্বক ধৌত অঙ্গ শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করিয়া অপর অঙ্গ ধৌত করে উপর্যুপরি ধৌতের সুন্নত আদায় হইবে কিনা?

উত্তরঃ- আলমগীরি ও জওহারাতুন্নাইয়ারার মর্মে প্রকাশ পায় যে, ঐ প্রকার বিলম্ব করিয়া ধৌত করিলে মাকরূহ হইবে।

৯। প্রশ্নঃ- শুধু অজুর ফরজ আদায়ের জন্যই কি উপর্যুপরি ধৌতের নিয়ম? না অজুর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আদায়ের জন্য?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী, তাবিনুল-হাকায়েক ও শরহে বেকায়ার হাশিয়া হইতে জানা যায় যে, সহীহ রেওয়ায়েত মতে অজুর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আদায়ের নিমিত্তই উপর্যুপরি ধৌত করা সুন্নত হইয়াছে।

১০। প্রশ্নঃ- মোজা পরিধানকারী ব্যক্তি অজু করা কালে মোজা মোছেহ করিবার পূর্বে জানাজা স্থানে জানাজা আদায়ের জন্য গিয়া মোজা মোছেহ করিল; এমনাবস্থায় তাহার উপর্যুপরি ধৌতের সুন্নত আদায় হইবে কি না?

উত্তরঃ- বাহরুর রায়েক কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, অজু শুদ্ধ হইবে, কিন্তু সুন্নত আদায় হইবে না।

তিনবার ধৌত সুন্নত

১। প্রশ্নঃ- তিনবার ধৌতের সুন্নত কি প্রকারে আদায় হইবে?

উত্তরঃ- যে সকল স্থান অজুতে ধৌত করার ফরজ সেই স্থানসমূহের প্রত্যেক অঙ্গ পূরাপূরা তিনবার ধৌত করিলে এক ফরজ ও সুন্নত আদায় হইবে। (গায়াতুল-আওতার ও বাহরুর রায়েক) শামী কিতাবে আছে যে, সহীহ রেওয়ায়েত মতে তিনবার ধৌত করিলে এক ফরজ ও দুইটি সুন্নত আদায় হইবে।

২। প্রশ্নঃ- যদি কেহ প্রথমবারে পূরা ধৌত না করিয়া দ্বিতীয়বারে কতকাংশ ও তৃতীয়বার কতকাংশ ধৌত করিয়া পূরা করে তবে তিনবার ধৌতের সুন্নত আদায় হইবে কি না?

উত্তরঃ- ঐ প্রকার ধৌতে মাত্র ফরজ আদায় হইবে কিন্তু ঐরূপ ভাগে ভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের সুন্নত আদায় হইবে না। শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, একবার ধৌত করিতে ৩/৪ কোশ বা হাতলী পানি লইলে কোন দোষ হইবে না।

৩। প্রশ্নঃ- যদি কেহ তিনবারের কম বা বেশী ধৌত করে তবে কি হইবে?

উত্তরঃ- তিনবারের কম বা বেশী করিলে সুন্নতের খেলাফ হইয়া মাকরূহের গোনাহ হইবে। (শামী)

৪। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও সন্দেহ হয় যে, তিনবার ধৌত হইয়াছে কি না, এমনাবস্থায় সে যদি তিনবারের বেশী ধৌত করে তবে তাহারও মাকরূহের গোনাহ হইবে কি না?

উত্তরঃ- ঐ প্রকার সন্দেহের দরুণ তিনবারের বেশী ধৌত করিলে মাকরূহ হইবে না। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

৫। প্রশ্নঃ- যদি কেহ শীতের ভয়ে তিনবারের কম ধৌত করে তবে কি হইবে?

উত্তরঃ- যদি এরূপ শীতের আশঙ্কা থাকে যে, তিনবার ধৌত করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে বা কষ্ট পাইবে তবে জায়েজ আছে; (হাশিয়ায়ে তাহতাবী) কিন্তু সামান্য শীতের ভয়ে তিনবারের কম ধৌত করিলে মাকরূহ হইবে।

৬। প্রশ্নঃ- যদি কেহ আবশ্যকীয় কার্য রক্ষার্থে পানি রাখিয়া তিনবারের কম ধৌত করে তবেও কি মাকরূহ হইবে?

উত্তরঃ- বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য রক্ষার্থে পানি রাখিয়া তিনবারের কম ধৌত করিলে মাকরূহ হইবে না। (শামী)

৭। প্রশ্নঃ- উহা কি প্রকারের আবশ্যক?

উত্তরঃ- পিপাসায় কাতর হইবার আশঙ্কা হইলে বা পানি আনিতে গেলে হিংস্র জন্তুর ভয় হয় ইত্যাদি ওজর সমূহে।

৮। প্রশ্নঃ- যদি অজুর মধ্যে সন্দেহ হয় যে, তিনবার ধৌত করা হয়নাই কিংবা কাহারও যদি পুনঃ পুনঃ এইরূপ সন্দেহ হয় তবে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- যদি অজুর মধ্যে সন্দেহ হয় যে, তিনবার ধৌত করা হয় নাই, তবে ঐ অঙ্গ ধৌত করিয়া তিনবার ধৌতের সুন্নত আদায় করিবে। অজু শেষ করিয়া যদি কাহারও ঐরূপ সন্দেহ হয় তবে তাহাকে পুনঃ ধৌত করিতে হইবে; আর যাহার ঐরূপ ভ্রমরোগ আছে, তাহার অজুর মধ্যে বা অজু শেষ করিয়া যদি সন্দেহ জন্মে তবে তাহাকে পুনঃ ধৌত করিতে হইবে না। (শামী) অজু অন্তে কাহারও মনে যদি এইরূপ সন্দেহ হয় যে, আমি অজুর মধ্যের কোন এক অঙ্গ ধৌত করি নাই, তবে বাম পা ধৌত করিবৈ।

হাত ও পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করা

১। প্রশ্নঃ- হাতের অঙ্গুলী খেলাল কি প্রকারে আদায় করিবে?

উত্তরঃ- প্রথমতঃ হাতলী ধৌত করতঃ ডান হাতলীর পৃষ্ঠের উপর বাম হাতলীর তালু স্থাপন করিয়া অঙ্গুলীসমূহের সাহায্যে ডান হাতের অঙ্গুলীগুলির পৃষ্ঠদিক দিয়া খেলাল করিবে। পুনঃ ডান হাতের তালু বাম হাতের পৃষ্ঠের উপর স্থাপন করতঃ উক্তরূপ খেলাল করিবে। (শামী)

২। প্রশ্নঃ- দুই হাতলী ধৌতের পর খেলাল করিতে হয়, নাকি তিনবার ধৌতান্তে?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, তিনবার ধৌত শেষ করিয়া খেলাল করিবে।

৩। প্রশ্নঃ- অঙ্গুলীর ফাঁকে পানি পৌছিবার জন্যই কি খেলাল করা সুন্নত হইয়াছে?

উত্তরঃ- অঙ্গুলীর ফাঁকে পানি না পৌছিলে খেলাল করিয়া পানি পৌছান ফরজ; কিন্তু অঙ্গুলীর ফাঁকে পানি পৌছিলেও খেলাল করা সুন্নত। (দুরলূল মোখতার)

৪। প্রশ্নঃ- বাঙ্গালা শরহে বেকায়া ও বাঙ্গালা নেছাবুল মাছায়েল কিতাবে লিখিয়াছে যে, দুই হাতের অঙ্গুলী সমূহের পেট ও পার্শ্ব দ্বারা পাঞ্জা ধরার ন্যায় খেলাল করিবে। আপনি অন্য কায়দায় প্রকাশ করিলেন, ইহার কারণ কি?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে ঐ প্রকার খেলাল খেলা করার সঙ্গে তুলনা হয় বলিয়া উল্লেখ করতঃ হাতের পৃষ্ঠদিক দিয়া খেলাল করার নিয়মটি ভাল বলিয়া গিয়াছেন; তাহাই আমি প্রকাশ করিয়াছি। (শামী)

৫। প্রশ্নঃ- খেলাল করার উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ- খেলাল করা সুন্নত হওয়া সম্বন্ধে হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন- "তোমরা অজুতে অঙ্গুলীসমূহ খেলাল করিও, তাহা হইলে আঙ্গুলের ফাঁকে দোজখের আগুন প্রবেশ করিবে না" (হেদায়া)

৬। প্রশ্নঃ- পায়ের খেলাল কি রকমে করিবে?

উত্তরঃ- পা ধৌত করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমতঃ ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ফাঁকের নীচ হইতে খেলাল আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে আঙ্গুলীগুলির ফাঁক খেলাল করিবে; পরে বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর ফাঁকের নীচ হইতে আরম্ভ করতঃ ঐরূপভাবে খেলাল করিয়া শেষ করিবে; কিন্তু বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বারা করিবে। স্মরণ রাখিবে যে, হযরত ইমাম আজম (রহঃ) বিশ বৎসর যাবত পায়ের অঙ্গুলীর উপর দিয়া খেলাল করিয়াছিলেন; পরে যখন জানিতে পারিলেন যে, পায়ের নীচ হইতে খেলাল করা মোস্তাহাব তখন হইতে বিগত বিশ বৎসরের সম্পূর্ণ নামাজ তিনি কাজা পড়িয়াছিলেন। (জামেউর লূমুজ)

৭। প্রশ্নঃ- যদি কেহ নদী কিংভা পুকুরের পানিতে পা ডুবাইয়া ধৌত করে তবে তাহার খেলাল না করিলে চলিবে কি না?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, জায়েজ হইবে (জওহারাতুন্নাইয়ারা) প্রকাশ থাকে যে, পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকের মধ্যে যেন কোন প্রকারের ময়লা না থাকে (অনুভব দ্বারা বুঝিতে হইবে)।

ঘন দাড়ি খেলাল করা সুন্নত

১। প্রশ্নঃ- ঘন দাড়ি কি প্রকারে খেলাল করিবে?

উত্তরঃ- ডান হাতলী ভিজাইয়া অঙ্গুলীসমূহ বিস্তার করতঃ হাতের পৃষ্ঠদেশ গলার দিক রাখিয়া অঙ্গুলীসমূহের অগ্রভাগ দ্বারা চিবুকের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দুই পার্শ্বের দাড়িসহ সমস্ত দাড়ি তন্ন তন্ন করিয়া খেলাল করিবে। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী) একবার খেলাল করিবে। (হেদায়ার হাশিয়া)

২। প্রশ্নঃ- দাড়ি কোন্ সময় খেলাল করিব?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করিবার পর খেলাল করিবে। জানা আবশ্যক যে, হজ্জযাত্রীর এহরাম বাঁধার পর দাড়ি খেলাল করা মাকরূহ-তাহরীম। (শামী)

৩। প্রশ্নঃ- ঘন দাড়ি কি না, ঠিক করিতে না পারিলে কি করিতে হইবে?

উত্তরঃ- ঘন দাড়ি কি না, তাহা ঠিক করিতে না পারিলে সমস্ত দাড়ি ধৌত করিয়া অজু আদায় করিবে।

সমস্ত ছের মোছেহ করা

১। প্রশ্নঃ- সমস্ত ছের মোছেহের সুন্নত আদায় করিতে বাঙ্গালা মায়দানুল উলুম কিতাবে লিখিয়াছে যে, প্রথমে তিন অঙ্গুলী দ্বারা সম্মুখ হইতে মুছিয়া মাথার পিছনের দিকে নিবে; পরে পিছন হইতে হাতলী দ্বারা মুছিয়া সম্মুখ দিক আনিয়া সুন্নত আদায় করিবে। আপনি অজুর তরতীবের মধ্যে অঙ্গুলীসমূহ ও হাতলী দ্বারা একেবারে মাথার পিছনে নিয়া, পিছন হইতে হাতলী দ্বারা মুছিয়া সম্মুখ দিকে আনিয়া সুন্নত আদায় করিতে বলিলেন, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- মায়দানুল উলুম কিতাবে সমস্ত ছের মোছেহ করার নিয়ম ঐরূপ লিখিবার মূল উদ্দেশ্য এই যে, সম্পূর্ণ হাতলী ও অঙ্গুলী দ্বারা ছের মোছেহ করিলে দুই কর্ণ মোছেহ করিতে একবার ব্যবহার্য শাহাদত অঙ্গুলী পুনঃ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাতে মোস্তামাল পানি ব্যবহার হইবে বলিয়া ঐ প্রকার তিন অঙ্গুলী দ্বারা ছের মোছেহ করিতে আদেশ দিয়াছেন। শামী, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, ফতহুল কাদির, বাহরুর-রায়েক, দুররুল-হেকাম ও তাবিনুল হাকায়েক প্রভৃতি কিতাবে এই নিয়মটি প্রমাণহীন বলিয়া প্রকাশ করতঃ মোস্তামাল পানি ব্যবহারের সন্দেহ ভঞ্জণ করিয়াছেন। এক অঙ্গ পূর্ণ একবার ধৌত কি মোছেহ করিতে যে পানি হাতে লওয়া হয়; তদ্বারা ঐ অঙ্গ দুই তিনবার মর্দন করতঃ ধৌত ও মোছেহ করিলে মোস্তামাল পানি ব্যবহার করা হয় না; ধৌত পানি গড়াইয়া অজু স্থানচ্যুত হইলে সেই পানি মোস্তামালের মধ্যে পরিগণিত হয়, জানা আবশ্যক যে, মাথার সঙ্গেই কর্ণদ্বয় মোছেহ করিতে হয়, পুনঃ হাত ভিজাইবার শর্ত নাই। কি প্রকারে মাথায় ব্যবহার হইবে? কিছুতেই না।

অতএব আরকানে আরবা কিতাবে প্রকাশিত অঙ্গুলী ও হাতলীদ্বারা মাথার সম্মুখ হইতে পিছনের দিকে মোছেহ করিয়া পরে সম্মুখের দিকে মুছিয়া আনিয়া কর্ণদ্বয় মোছেহ করার নিয়মটি আমল করিবে।

২। প্রশ্নঃ- মাথায় টুপি কি পাগড়ী থাকিলে কি প্রকারে ছের মোছেহ করিবে?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার কিতাবের মর্মে লিখিতেছি যে, ছের মোছেহ করিবার জন্য হাত ভিজাইবার পূর্বে টুপি কি পাগড়ী কৌশলে সুরক্ষিত করিয়া হাত ভিজাইয়া ছের ও কর্ণ মাছেহ করিবে; জানা আবশ্যক, ভিজা হাত দ্বারা পাগড়ী কি টুপি ধরিলে পুনঃ অঙ্গুলী ভিজাইয়া কর্ণ মোছেহ করিবে, নচেৎ কর্ণ মোছেহের সুন্নত আদায় হইবে না। স্মরণ রাখিবে যে, ভিজা হাত দ্বারা পাগড়ী ও টুপি ধরিলে পুনঃ হাত ভিজাইয়া মোছেহ কার্য সমাধা করিতে হইবে।

৩। প্রশ্নঃ- একবারের অধিক পৃথক পৃথক ভাবে মোছেহ করিলে কি অন্যায় হইবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, একবারের অতিরিক্ত পৃথক ভাবে মাছেহ করিলে সহীহ রেওয়ায়েত মতে মাকরূহ তাঞ্জিহির গুণাহ হইবে।

৪। প্রশ্নঃ- যদি কেহ প্রথম হাত ভিজাইয়া ছের মোছেহ করিয়া পুনঃ হাত ভিজ াইয়া কর্ণ মাছেহ করে তবে অন্যায় হইবে কি?

উত্তরঃ- অন্যায় হইবে না, সুন্নত আদায় হইবে; বরং মোস্তাহাবের সওয়াব পাইবে। (শামী)

৫। প্রশ্নঃ- ছের মোছেহ করার হুকুম তিনবার না হইয়া একবার হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবীর মর্মে জানা যায় যে, অজুর মধ্যে যে সকল স্থান একবার ধৌত করা ফরজ, সেই স্থানগুলি বিশেষরূপে পবিত্র ও পরিষ্কার করার জন্য হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার ধৌত করিয়াছেন ও করিতে আদেশ দিয়াছেন, অজুতে যে স্থান একবার মোসেহ করা ফরজ, সে স্থান হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মোসেহ করিয়াছেন। কারণ ধৌত স্থানসমূহ পুনঃ ধৌত করিলে যেরূপ পরিষ্কার হয়, মাছেহ স্থান পুনঃ মোছেহ করিলে তদ্রুপ হয় না বলিয়া একবার মোছেহের বিধান হইয়াছে।

৬। প্রশ্নঃ- একবারের বেশী মোছেহ করিতে নিষেধ করিলেন, তাহা কিরূপ?

উত্তরঃ- তাবিনুল হাকায়েক কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, একবার হাত ভিজাইয়া মোছেহ করিবে, কিন্তু দুই তিনবার মোছেহ করিতে দুই তিনবার হাত ভিজান বেদআত। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে আছে যে, ছের মোছেহের জন্য একবার পানি লইয়া দুই তিন বার মোছেহ করা জায়েজ আছে।

৭। প্রশ্নঃ- কর্ণ মাছেহের সুন্নত কি প্রকারে আদায় করিবে?

উত্তরঃ- স্মরণ থাকে না কেন; অজুর তরতীবের মধ্যে কর্ণ মাছেহের কায়দা বর্ণনা করিয়াছি; সেখানে দেখিয়া লও।

স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান ধৌত সুন্নত

প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান কোন্ সময় কি প্রকারে ধৌত করিবে তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, আন্দাম-নেহানীর অন্তরভাগও নয়, উপরিভাগও নয়, যে স্থানে ফাঁক থাকে সেই ফাঁক স্থানের মধ্যে অজুতে ধৌত করা সুন্নত কিন্তু লজ্জাস্থানের অন্তরভাগে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া ধৌত করিবে না; কেননা ঐ স্থান মুখের ন্যায়। গায়াতুল আওতার ও হাশিয়ায়ে তাহতাবীর সহীহ রেওয়ায়েত মতে অজুর পূর্বে প্রস্রাব করিলে এস্তেঞ্জার জন্য যে ধৌত করা হয়, সেই ধৌতেই সুন্নত আদায় হইবে।

মর্দন করা সুন্নতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- আলমগীরি কিতাবে নাকি মর্দন করতঃ অজু করা মোস্তাহাব লিখিত আছে, আপনি সুন্নত বলিলেন তাহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- খোলাছা কিতাব হইতে হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, গ্রীষ্মকালে অজুস্থান মর্দন করিয়া ধৌত করা মোস্তাহাব; শীতকালে মর্দন করতঃ ধৌত করা সুন্নত; তজ্জন্যই শামী কিতাবের মর্মে সুন্নত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছি।

অজুর মোস্তাহাবের বিবরণ

প্রশ্নঃ- অজুর কয়টি মোস্তাহাব ও কি কি?

উত্তরঃ- অজুতে মোট ৪৫টি মোস্তাহাব আছে। নিম্নলিখিত কিতাবে যথাক্রমে দেখিয়া লও। তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যথা- (১) উচ্চস্থানে বসিয়া অজু করা, (২) কেবলার দিকে মুখ করিয়া অজু করা, (৩) অজুতে কাহারও সাহায্য না লওয়া, (৪) অজুর সময় পার্থিব কথা না বলা, (৫) মুখে নিয়ত করা, (৬) দোয়ায়ে মাছুরা পড়া, (৭) প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত কালে বিসমিল্লাহ বলা, (৮) কনিষ্ঠা অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা কর্ণকুহর মোছেহ করা, (৯) বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়া, (১০) নামাজের ওয়াক্তের পূর্বে অজু করা, কিন্তু যে লোকের অজু ভঙ্গের পীড়া আছে তাহার নামাজের ঠিক পূর্বক্ষণেই অজু করা, (১১) অজুর পরে কলেমা শাহাদত পড়া, (১২) অজু অন্তে পাত্রের অবশিষ্ট পানির কতকাংশ দাঁড়াইয়া কেবলা দিকে মুখ করিয়া পান করা, (১৩) অজুর শেষে নিম্ন দোয়াটি পড়া- আল্লাহুম্মাজ আল্‌নী মিনাত-তাওয়াবীনা ওয়াজ আল্‌নী মিনাল মোতাতাহ্‌হেরীন, গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে- (১৪) আল্লাহ ও রাসূলের নামাঙ্কিত আংটি খুলিয়া রাখিয়া এস্তেঞ্জা করিতে যাওয়া, (১৫) মাটির পাত্রের পানিতে অজু করা, (১৬) পাত্রের যে স্থান ধরিয়া অজু করিবে অজুর পূর্বে সেই স্থান তিনবার ধৌত করা, (১৭) অজুর পাত্র ছোট হইলে বাম পার্শ্বে রাখা, (১৮) বড় পাত্রের পানি উঠাইয়া অজু করিতে হইলে পাত্র ডাহিন পার্শ্বে থাকিবে, (১৯) পাত্রের উপরে হাত না রাখিয়া পার্শ্ব ধরিয়া অজু করা, (২০) অজুর প্রত্যেক স্থান ধৌতের আরম্ভে নিয়ত করা, (২১) অজু তাড়াতাড়ি না করা, (২২) অজুর নিয়তে পূর্বেই পানি রাখা, (২৩) কপালের উপরিভাগ হইতে ধৌত আরম্ভ করা, (২৪) ব্যবহার্য পানির ছিটা হইতে কাপড় বাঁচান, (২৫) বাম হাত দ্বারা পা ধৌত করা, (২৬) শীতকালে অঙ্গ ধৌত করিবার সময় তৈল মালিসের ন্যায় পানি দ্বারা প্রথমে ভিজাইয়া লওয়া, (২৭) অজু অন্তে হাত না ঝাড়া, (২৮) পদদ্বয়ের তালু ও গোড়ালীর উপরিভাগের ও গাঁইটের পিছন দিকে যে দুইটি নীচুস্থান আছে তাহা খেয়াল করতঃ ধৌত করা, (২৯) অজুর শেষে ইন্না আনজালনা সূরা পড়া, (৩০) অজু অন্তে দুই রাকাত নামাজ পড়া, (৩১) চক্ষের কোটরদ্বয় খেয়ালের সহিত ধৌত করা, (কোটরে নেটা জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ দূর করণার্থে) শামী। আলমগীরি কিতাবে আছে- (৩২) কাহারও এক হাত অকর্মণ্য হইলে বা না থাকিলে এক হাত দ্বারা কর্ণ মোছেহ করিতে হইলে প্রথমে ডান কর্ণ মোছেহ করা, (৩৩) মুখমন্ডলের যতদূর ধৌত করা ফরজ তাহার কিছু বেশী ধৌত করা, (৩৪) পাকস্থানে বসিয়া অজু করা, (৩৫) এক মোদের (১৩৷৷০) সাড়ে তের ছটাকের কম পানি খরচ না করা। জামেউর-রুমুজ কিতাবে আছে- পায়ের অঙ্গুলী বাম হাত দ্বারা নীচ দিয়া খেলাল করা।

শামী কিতাবে আছে- (৩৭) অজু থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক নামাজের অজু করা মোস্তাহাব, (৩৮) কর্ণ মোছেহে নূতন পানি লওয়া, (৩৯) জোর করিয়া অন্যের জমি দখল করিলে সেই

জমির পানিতে অজু না করা, (জানা আবশ্যক, ঐ জমির মাটি দ্বারা তায়াম্মুম না করা)। (৪০) যে কুপে অতি অল্প পানি, সেই কুয়ার পানিতে অজু না করা, (৪১) অজুর অঙ্গ এস্তেনকার রুমাল দ্বারা না মোছা।

(৪২) হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়ঃ- গ্রীষ্মের সময় মর্দন করতঃ অজু স্থান ধৌত করা। (৪৩) মাজমাউল আনহুর কিতাবে আছে- বিসমিল্লাহ বলার পূর্বে আউজু বিল্লাহ পড়া। (৪৪) মারাকিল ফালাহ্ কিতাবে আছে- সূর্য তাপের গরম পানিতে অজু না করা, জানা আবশ্যক যে, রৌদ্রের গরম পানিতে অজু করিলে শ্বেতরোগ হইবার আশংকা আছে। (৪৫) খোলাছা-ফতোয়ায়ে লিখিত আছে- শরীরের যে সমস্ত স্থান ঢাকা ফরজ, তন্মধ্যে কোন স্থান অজুর সময় খোলা না থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

অজুর মোস্তাহাবের আনুসাঙ্গিক মাসয়ালা

প্রশ্নঃ- উচ্চ স্থানে বসিয়া অজু করার উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ- অজুতে যে ধৌত পানি পতিত হয়, সেই পানির ছিটা যাহাতে কাপড়ে ও শরীরে না আসে তজ্জন্যই উচ্চ স্থানে বসিয়া অজু করা বিধি হইয়াছে। (মারাকিল ফালাহ)

প্রশ্নঃ- অজুর ব্যবহার্য পানি কি অপবিত্র?

উত্তরঃ- 'কবিরী' কিতাবে অজুর ব্যবহার্য পানি সম্বন্ধে তিনটি রেওয়ায়েত আছে। (১) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ঐ পানিকে নাপাক বলিয়াছেন। (২) ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) ঐ পানিকে নাজাছাতে খফিফা (হালকা নাপাক) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। (৩) ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) ঐ পানিকে পাক বলিয়াছেন কিন্তু ঐ পানি দ্বারা পাক হওয়া যায় না। এই কথাই শুদ্ধ। কবীরী কিতাবেও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) এর ঐ মত শুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া অজু করিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া অজু করার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- পশ্চিম দিকে আমাদের পবিত্র কাবার ঘর; অজুর সময় যে সমস্ত দোয়া পড়া হয় ঐ সকল দোয়া কাবার দিকে মুখ রাখিয়া পড়িলে কবুল হইবার বিশেষ আশা থাকে (মারাকিল ফালাহ)। জানা আবশ্যক যে মোকামাতে ইমাম রাব্বানী কিতাবের মর্মে পা ধৌতকালে কেবলারোখ হইতে অপর দিকে পা ফিরাইয়া ধৌত করা মোস্তাহাব।

অজুতে কাহারও সাহায্য না লওয়ার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- অজুতে কাহারও সাহায্য না লওয়ার উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ- অজু একটি এবাদত; সেই জন্য কাহারও সাহায্য না লওয়াই উত্তম কিন্তু ওজরে জায়েজ আছে। (শামী ও মারাকিল ফালাহ)।

২। প্রশ্নঃ- কি প্রকার ওজরে অন্যের সাহায্য লওয়া যায়?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে,

সাহায্য লইতে পারে। (১) পাত্র যদি এমন বড় হয় যে, তাহা একার পক্ষে নাড়াচাড়া করা অসম্ভব হয়, (২) কোন পীড়াবশতঃ নিজে অজু করিতে অক্ষম হইলে।

৩। প্রশ্নঃ- যদি কোন লোকে পানি আনিয়া দেয় বা কাহাকেও পানি আনিতে আদেশ দেওয়া হয় তবে কি দোষ হইবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, ইহাতে কোন দোষ হইবে না কিন্তু বিনা ওজরে কাহারও দ্বারা অজুর কোন অঙ্গ ধৌত করাইলে মাকরূহের গুণাহ্ হইবে।

৪। প্রশ্নঃ- হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অজুতে মুগিরা নামক ছাহাবীর সাহায্য লইয়াছিলেন, তাহা কিরূপ?

উত্তরঃ- সাহায্য লইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাহার মূল উদ্দেশ্য এই যে, সকলকে অবগত করাইয়াছেন যে, অজুতে অন্যেরও সাহায্য লওয়া জায়েজ আছে। (দুররুল-মোখতার)-

অজুর মধ্যে পার্থিব কথা না বলার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- অজুর মধ্যে পার্থিব কথা বলা নিষেধ কেন?

উত্তরঃ- মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে যে, অজুর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করিতে দোয়া পড়িতে হয় (মোস্তাহাব), অজুর মধ্যে, পার্থিব কথা বলিতে গেলে দোয়া পড়ার লাঘব হয় বলিয়া কথা বলা নিষিদ্ধ কিন্তু ওজরে জায়েজ আছে।

২। প্রশ্নঃ- কি প্রকার ওজরে কথা বলা জায়েজ আছে?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা, যাহা ঐ সময় না বলিলে বিশেষ ক্ষতি হয়, এমন কথা বলা জায়েজ আছে।

ওয়াক্তের পূর্বে অজু করার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- ওয়াক্তের পূর্বে অজু করার কারণ কি ?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, শয়তান মুছল্লিকে অছওয়াছা দেওয়ার জন্য আশান্বিত থাকে; মুছল্লি অজু করিলে শয়তান সে আশায় বঞ্চিত হয়, এ জন্যই ওয়াক্তের পূর্বে অজু করা মোস্তাহাব।

অজুর পাত্রের অবশিষ্ট পানির কতকাংশ দাঁড়াইয়া পান করার বিবরণ

প্রশ্নঃ- অজু অন্তে অবশিষ্ট পানির কতকাংশ পান করিতে হয়, তাহা কিরূপ?

উত্তরঃ- ঐ অবশিষ্ট পানির কতকাংশ চাই দাঁড়াইয়া, চাই বসিয়া হউক (যে প্রকার জমজম কূপের পানি কেবলা দিকে ফিরিয়া পান করে) পান করিলে সত্তর প্রকার রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবে; ঐ পানি জমজম কুপের পানির ন্যায় দাওয়া। (ঔষধ) উক্ত সত্তর প্রকার রোগের মধ্যে ছোট রোগ "শ্বাস রুদ্ধ হওয়া।"

২। প্রশ্নঃ- ইহার কোন প্রমাণ আছে কি?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, আবদুল গণি নাবলছী (রহঃ) বলিয়াছেন, আমার যখন কোন পীড়া উপস্থিত হইত, তখন আমি অজুর পানি কেবলা দিকে ফিরিয়া আরোগ্য হইবার নিয়তে পান করিলেই পীড়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতাম।

৩। প্রশ্নঃ- দাঁড়াইয়া পানি পান করা মাকরূহ কি না?

উত্তরঃ- দুর্‌রুল মোখতার ও শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, 'জমজম' কূয়ার পানি ও অজুর অবশিষ্ট পানি ব্যতীত যে কোন পানি কি খাদ্য বিনা ওজরে দাঁড়াইয়া বা হাঁটিয়া হাঁটিয়া বা শুইয়া পান করা মাকরূহ-তাঞ্জিহ।

৪। প্রশ্নঃ- অধিক পরিমাণ পানির মধ্যে যদি অজু করে তবে তাহার কতকাংশ দাঁড়াইয়া পান করা মোস্তাহাব কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে লিখিতেছি যে, যদি ছোট কুয়ার মধ্যে অজু করে তবে অজুস্থান হইতে অজু অন্তে কিছু পানি পান করা মোস্তাহাবের মধ্যে গণ্য হইবে, কিন্তু ঐ কিতাবের মর্মে ইহাও প্রকাশ হয় যে, প্রবাহমান (চলিত) পানির মধ্যে অজু করিলে তদ্রুপ নহে।

৫। প্রশ্নঃ- রাস্তার পার্শ্বে পথিকদের জন্য মটকায় যে পানি রক্ষিত থাকে, সেই পানি দ্বারা অজু করিলে মোস্তাহাব আদায়ের জন্য উহা হইতে কিছু পানি পান করা জায়েজ হইবে কিনা? এবং মোস্তাহাবের সওয়াব পাইবে কি না?

উত্তরঃ- রদ্দুল মোহতার কিতাবের মর্মে প্রকাশ যে, পথিকদিগের জন্য মটকায় রক্ষিত পানি অধিক পরিমাণ হইলে কিংবা যদি জানা যায় যে, অজুর জন্যই পানি রাখিয়াছে তবে তদ্বারা অজু করে অজু অন্তে কিছু পানি পান করা জায়েজ আছে ও তাহাতে মোস্তাহাবের সওয়াব পাইবে; যদি কম থাকে তবে তদ্বারা অজু করা জায়েজ নাই।

মাটির পাত্রে অজু করার বিবরণ

প্রশ্নঃ- মাটির পাত্রে অজু করা মোস্তাহাব জানিলাম; তাম্র কি পিতলের পাত্রে অজু করিলে কি হইবে?

উত্তরঃ- আয়নুল এলম কিতাবে লিখিত আছে যে, তাম্র বা পিতলের পাত্রের পানি দ্বারা অজু করা জায়েজ আছে কিন্তু কালাই করা হওয়া চাই, নচেৎ মাকরূহ তাঞ্জিহ হইবে; কারণ ফেরেশতাগণ ঐ ধাতু দ্রব্যদ্বয়ের গন্ধে কষ্ট পায়।

অজু অন্তে ইন্না-আনজালনা পড়ার বিবরণ

প্রশ্নঃ- অজুর শেষে ইন্না-আনজালনা সূরা পড়িলে ফায়দা কি?

উত্তরঃ- মারাকিল ফালাহ কিতাবে হাদীস শরীফ হইতে লিখিয়াছেন যে, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি অজু অন্তে একবার ইন্না-আনজালনা পড়িবে তাহাকে আল্লাহ তায়ালা ছিদ্দীকীনের মধ্যে গণ্য করিবেন। যে ব্যক্তি দুইবার পড়িবে তাহাকে আল্লাহ তায়ালা শহীদগণের মধ্যে গণ্য করিবেন। যে ব্যক্তি তিনবার পড়িবে তাহার হাশর নবীগণের সহিত হইবে।

অজু অন্তে হাত ঝাড়ার বিবরণ

প্রশ্নঃ- অজু অন্তে হাত ঝাড়িলে দোষ কি?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিয়াছে যে, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন অজু করিয়া হাত ঝাড়িলে শয়তানকে পাংখা করা হয়। এই হাদিসটিকে কেহ কেহ জইফ বলিয়াছেন। গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, অজু অন্তে হাত ঝাড়িলে অজু করায় বিরক্তি প্রকাশ পায়।

অজু অন্তে দুই রাকাত নামাজ পড়ার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- অজুর শেষে দুই রাকাত নামাজ পড়ায় কি উপকার সাধিত হইবে?

উত্তরঃ- শামী, হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও কবিরী কিতাবে হাদিস শরীফ হইতে লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করিয়া নিয়মিতভাবে তাহইয়াতুল অজুর নিয়তে দুই রাকাত নামাজ পড়িবে তাহাকে আল্লাহ তায়ালা বেহেশতীদের মধ্যে গণনা করিবেন। এতদ্ব্যতীত কবিরী কিতাবে হাদিসের মর্ম হইতে আরও লিখিয়াছেন যে, কোন বাজে কথা না বলিয়া নামাজ পড়িলে পূর্বকৃত ছগিরা (ছোট) গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

২। প্রশ্নঃ- প্রত্যেক অজুতেই কি তাহইয়াতুল অজুর নিয়তে দুই রাকাত নামাজ পড়িতে হইবে?

উত্তরঃ- প্রত্যেক অজুতে পড়া মোস্তাহাব কিন্তু পাঁচ সময় পড়িবে নাঃ- (১) সূর্য উঠিবার সময়, (২) ছোবহে ছাদেকের পর, সূর্যোদয়ের পূর্বে। (৩) ঠিক দ্বিপ্রহর সময়, (৪) আছরের নামাজের পর ও (৫) সূর্যাস্তের সময়। হাশিয়ায়ে তাহতাবী।

মুখমন্ডলের যে পর্যন্ত ধৌত করা ফরজ তাহার কিছু বেশী ধৌত করার কারণ

১। প্রশ্নঃ- মুখমন্ডল যে পর্যন্ত ধৌত করা ফরজ তাহার কিছু বেশী ধৌত করা মোস্তাহাব হইলে জোব্দাতুল মাছায়েল ১ম খন্ডে যে গলদেশ পর্যন্ত ধৌত করিতে লিখিয়াছেন তাহাতে কি অন্যায় হইল?

উত্তরঃ- গলদেশ পর্যন্ত ধৌত করা মোস্তাহাব হইতে পারে কিন্তু জোব্দাতুল মাছায়েলে ধৌত করা ফরজ লিখিয়াছেন; যাহা ফরজ নহে তাহা ফরজ বলিয়া প্রকাশ করা ভুল।

২। প্রশ্নঃ- কোন কোন লোক নাকি মুখমন্ডলের সহিত দুই কর্ণও ধৌত করিয়া অজু করিয়া থাকে, তাহাও কি মোস্তাহাব?

উত্তরঃ- কর্ণ ধৌত করা মোস্তাহাব নহে, মোছেহ করা সুন্নত। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অজুতে কর্ণদ্বয় মোছেহ করিয়াছেন, সুতরাং ধৌত করা অবৈধ।

অজু থাকা সত্ত্বেও অজু করার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- পুনঃ পুনঃ অজু করা নাকি মাকরূহ। আপনি বলিলেন যে, অজু থাকা সত্ত্বেও অজু করা মোস্তাহাব, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, অজু করিয়া কোন ফরজ কি নফল নামাজ, আজান, এবাদতের পর অজু থাকা সত্ত্বেও অজু করিলে মোস্তাহাবের সওয়াব পাইবে; এমনাবস্থায় প্রত্যেক অজুতে ১০টি নেকী পাইবে।

২। প্রশ্নঃ- মজলিস পরিবর্তন করিলে নাকি অজু করা মোস্তাহাব?

উত্তরঃ- মারাকিল-ফালাহ কিতাবে মোস্তাহাব বলিয়া লিখিয়াছেন; কিন্তু শামী কিতাবে আছে যে, কোন এবাদতের কার্য করিয়া থাকিলে অজু থাকা সত্ত্বেও অজু করা মোস্তাহাব; কিন্তু কোন এবাদত না করিয়া থাকিলে মজলিস পরিবর্তন করিলেও অজু করা মোস্তাহাব নহে বরং মাকরূহ তাঞ্জিহ; অতএব এই মতই গ্রহণীয়; কারণ মাকরূহ তাঞ্জিহের ভয় আছে; অথচ মোস্তাহাব ত্যাগ করিলে পাপ নাই কিন্তু মাকরূহ তাঞ্জিহ হইলে পাপী হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত শামী কিতাবে আর এক মত আছে যে, এক মজলিসে বসিয়া ১/২ বার অজু করিলে মাকরূহ হইবে না, দুই-এর অধিকবার অজু করিলে মাকরূহের গুনাহ হইবে; এই মতটি যুক্তিসঙ্গত কিনা সন্দেহ আছে।

৩। প্রশ্নঃ- অজু করিয়া সিজদায়ে তিলাওয়াত ও কোরআন শরীফ স্পর্শ করিয়া অজু করিলেও কি মাকরূহ হইবে?

উত্তরঃ- এই কথার মধ্যে মতভেদ আছে; অতএব এমনাবস্থায় পুনঃ অজু করা আবশ্যক করে না (শামী)

কোন্ কোন্ সময় মোস্তাহাব আদায় করিলে ফরজের চেয়ে বেশী সওয়াব হয়

১। প্রশ্নঃ- যাহা না করিলে পাপ নাই, করিলে পুণ্য আছে তাহাই মোস্তাহাব কিন্তু আদায়ের মধ্যে যে প্রকার ফজীলত প্রকাশ করিলেন, তাহাতে ফরজ আদায়ের পুণ্যের ন্যায় বোধ হয়।

উত্তরঃ- হয় বৈ কি; হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, একটি ফরজ আদায় করিলে সত্তরটি মোস্তাহাব আদায়ের নেকী পাওয়া যায়। কিন্তু শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, তিন স্থানে মোস্তাহাব আদায় করিলে ফরজের চেয়ে বেশী নেকী পাইবে। (১) ওয়াক্তের পূর্বে অজু করা, (২) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দিয়া ঋণ আদায় করা ফরজ, কিন্তু ঋণ মাফ করিয়া দেওয়া মোস্তাহাব। যদি কেহ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মাফ করিয়া দেয় তাহা হইলে ফরজের চেয়ে বেশী নেকী পাইবে। (৩) আচ্ছালামু আলাইকুম দেওয়া সুন্নত কিন্তু তাহার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। যদি কেহ উত্তর দেওয়া ওয়াজিবের জন্য বিলম্ব না করিয়া সালাম দেয় তাহা হইলে ফরজের চেয়ে বেশী নেকী পাইবে। জানা আবশ্যক যে, সালামের জওয়াব দেওয়া প্রকাশ্য ওয়াজিব বটে কিন্তু কিতাবের মর্ম মতে ফরজের মধ্যে পরিগণিত।

অজুর মাকরূহের বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- অজু কি কি কারণে মাকরূহ হয়?

উত্তরঃ- যে যে কারণে অজু মাকরূহ হয় তাহা নিম্নলিখিত কিতাব সমূহ হইতে যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর-

আলমগীরি কিতাবে লিখিত মাকরূহ সমূহ যথা- (১) মুখমন্ডলে জোরে পানি নিক্ষেপ করা, (২) মুখে ও নাকে বাম হাত দ্বারা পানি দেওয়া, (৩) বিনা ওজরে ডান হাত দ্বারা নাক ঝাড়া (৪) নতুন পানি লইয়া তিনবার মাথা মোছেহ করা, (৫) নিজের অজুর জন্য কোন পাত্র খাছ করিয়া রাখা অর্থাৎ ঐ পাত্র অন্য কাহাকেও না দেওয়া। তাহতাবী কিতাবোল্লিখিত অজুর মাকরূহ সমূহ যথা- (৬) অনাবশ্যকে বেশী পরিমাণ পানি ব্যয় করা, (৭) মোছেহ করার ন্যায় পানি কম খরচ করা; দুররুল মোখতার হইতে (৮) স্ত্রী লোকে অজু করিতে যে পানি লয় সেই পানির অবশিষ্টাংশ দ্বারা অজু করা, (৯) মসজিদের মধ্যে বসিয়া অজু করা, (১০) অপবিত্র স্থানে বসিয়া অজু করা, (১১) যে পানিতে অজু করে তম্মধ্যে নাক ঝাড়া বা থুথু ফেলা। কবীরী কিতাবে লিখিত আছে- (১২) অজুর পানির পাত্রের মধ্যে ফুঁৎকার দেওয়া, (১৩) হাত ধৌত করিতে করিতে বোগল পর্যন্ত ধৌত করা, (১৪) হাঁটু পর্যন্ত পা ধৌত করা, (১৫) কোন অঙ্গ তিনবারের কম বা বেশী ধৌত করা, শামী কিতাব হইতে (১৬) বিনা কারণে পুনঃ পুনঃ অজু করা; মুনিয়া কিতাব হইতে (১৭) মুখ ধৌত করার সময় জোরে ওষ্ঠদ্বয় আবদ্ধ করিয়া অজু করা; আইনুল এলমের হাশিয়াতে আছে (১৮) কোন নাপাক দ্রব্য দ্বারা আগুন জ্বালাইয়া পানি গরম করতঃ তদ্বারা অজু করা।

মাকরূহের আনুসাঙ্গিক মাসয়ালা পানি বেশী ব্যয় করার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- কি প্রকারে বেশী পানি খরচ করা মাকরূহ?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, অনাবশ্যকে অজুস্থান তিনবারের বেশী ধৌত করা মাকরূহ তাহরীম, যদিও নদী কিংবা পুষ্করণীর পানিতে অজু করে।

২। প্রশ্নঃ- তিনবারের স্থলে চারিবার ধৌত করিলেই মাকরূহ-তাহরীম হইবে, ইহার উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, আবশ্যকের অধিক পানি ব্যয় করিলেই মাকরূহ তাহরীম হইবে।

৩। প্রশ্নঃ- পথিকদের অজু ও গোছল করিবার জন্য রাস্তার পার্শ্বে যে পানি রাখিয়া দেয় অথবা মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য যে পানি রাখা হয় তাহা ব্যয় করা কি?

উত্তরঃ- অজু ও গোছলে ঐ পানি আবশ্যকের (শরা মোতাবেক) বেশী ব্যয় করা হারাম।

স্ত্রীলোকের অজুর অবশিষ্ট পানি ব্যবহারের বিবরণ

৪। প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকে যে পানি দ্বারা অজু করে তাহার অবশিষ্টাংশ দ্বারা অজু করা মাকরূহ কেন?

উত্তরঃ- স্ত্রীলোকের অজুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা অজু করা মাকরূহ-তাঞ্জিহ। তাহার দুইটি কারণ, গায়াতুল-আওতার কিতাবে আছে; যথা- (১) স্ত্রীলোকের পাক নাপাকের বিবেচনা ও হুঁশ কম। (২) অন্য স্ত্রী লোক যে পানি ব্যবহার করিতে লইয়াছে তাহার অবশিষ্ট পানি দ্বারা অজু করিলে পুরুষদিগের মন চঞ্চল হইতে পারে।

নাপাক স্থানে বসিয়া অজু করার বিবরণ

প্রশ্নঃ- নাপাক স্থানে বসিয়া অজু করা মাকরূহ কেন?

উত্তরঃ- নাপাক স্থানে বসিয়া অজু করিলে পানি নাপাক স্থানে পতিত হইয়া নাপাকসহ পানির ছিটা কাপড়ে ও শরীরে আসিতে পারে। এতদ্ব্যতীত অজুর পানির বুজর্গীর অসম্মান হয় (গায়াতুল আওতার)।

মসজিদে বসিয়া অজু করা মাকরূহের বিবরণ

প্রশ্নঃ- মসজিদে বসিয়া অজু করা কিরূপ মাকরূহ ?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, মসজিদে বসিয়া অজু করা মাকরূহ-তাহরীম, কিন্তু মসজিদের মধ্যে যদি পাত্র থাকে ও তন্মধ্যে অজু করিলে মসজিদের মেঝেতে পানি পতিত না হয়, তবে জায়েজ আছে। ইহা ছাড়া যদি মসজিদে অজুর জন্য স্থান তৈয়ার করা থাকে তবে জায়েজ আছে।

বিনা কারণে পুনঃ পুনঃ অজু করার বিবরণ

প্রশ্নঃ- পুনঃ পুনঃ অজু করা মাকরূহ হইবার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, বিনা কারণে পুনঃ পুনঃ অজু করা মাকরূহ তাহরীম। উহার দুইটি কারণ আছে; যথা- (১) অতিরিক্ত পানি ব্যয়, (২) এক শয়তান আছে, সে লোকের মনে বিনা কারণে পুনঃ পুনঃ সন্দেহ জন্মায়। অতএব বিনা কারণে পুনঃ পুনঃ সন্দেহ জন্মাইলে তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া নামাজ পড়িবে। ইহা ছাড়া হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, একই মজলিসে থাকিলে বিনা কারণে পুনঃ পুনঃ অজু করা মাকরূহ তাহরীম।

যে যে কারণে অজু ভঙ্গ হয় তাহার বিবরণ

প্রশ্নঃ- কি কি কারণে অজু ভঙ্গ হয় জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- যে যে কারণে অজু ভঙ্গ হয় তাহা ক্রমান্বয়ে বলিতেছি, শ্রবণ করঃ- আলমগীরি কিতাবে আছে (১) বাহ্য ও প্রস্রাব দ্বার হইতে কিছু বাহির হইলে যথা- বাহ্য, প্রস্রাব, মনি, মজি, ওদি পাথরী, বায়ু, কিড়া প্রভৃতি (২) শরীরের কোন স্থান হইতে রক্ত, পুঁজ বদরস প্রভৃতি এই পরিমাণ নির্গত হয় যে, ক্ষত স্থান হইতে গড়াইয়া যায়, (৩) নিদ্রা গেলে (৪) অজ্ঞান হইলে,

(৫) পাগল হইলে, (৬) নেশার দ্রব্য ব্যবহারে মাতাল হইলে (৭) নামাজে উচ্চহাস্য করিলে (৮) মোবাশারাতে-ফাহেশা (দুইজন উলঙ্গাবস্থায় উভয়ের লজ্জাস্থান সংস্পর্শ করান) (৯) বমি করিলে; তাহতাবী কিতাবে আছে- (১০) সন্তান প্রসব হইয়া রক্ত বাহির না হইলেও।

বাহ্যদ্বারে যে যে কারণ ঘটিলে অজু ভঙ্গ হয় তাহার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- বাহ্যদ্বারে যে যে কারণ ঘটিলে অজু ভঙ্গ হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, বাহ্য মোকাম হইতে মল, কিড়া, বায়ূ প্রভৃতি বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে।

২। প্রশ্নঃ- বাহ্য মোকামে পিছকারী দিলে অজু যাইবে কিনা?

উত্তরঃ- মুনিয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, গুহ্যদ্বারে পিচকারী প্রবেশ করিয়া বাহির করতঃ পিচকারীর অগ্রভাগ ভিজা দেখিতে পাইলে অজু ভঙ্গ হইবে। ভিজা না হইলে অজু যাইবে না কিন্তু অজু করা উত্তম।

৩। প্রশ্নঃ- বাহ্য মোকামে অঙ্গুলীর কতকাংশ প্রবেশ করাইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- বাহারুর রায়েক কিতাবের মর্মে লিখিতেছি যে, ঐ প্রকার প্রবেশ করাইয়া বাহির করিলে যদি ভিজা কিংবা দুর্গন্ধ বোধ করে তবে ছহি রেওয়ায়েত মতে অজু যাইবে; কিন্তু অঙ্গুলীর সম্পূর্ণভাগ মল মোকামে প্রবেশ করাইয়া বাহির করিলে ভিজা হউক বা না হউক অজু ভঙ্গ হইবে।

৪। প্রশ্নঃ- মল মোকামে মাছি প্রবেশ করতঃ বাহির হইলে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবীর মর্মে আছে- ভিজা অবস্থায় বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে, শুকনা অবস্থায় বাহির হইলে ভঙ্গ হইবে না।

৫। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও অর্শ রোগ বশতঃ মলদ্বার হইতে পদ্মা (মল মোকামের অন্তর্গত চামড়া) বাহির হয়, তবে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার ও শামী কিতাবে লিখিত আছে, যদি মলদ্বার হইতে পদ্মা বাহির হইয়া আপন হইতেই স্বস্থানে প্রবেশ করে তবে অজু যাইবে না। (যদি উহার সহিত ময়লা বাহির না হইয়া থাকে); কিন্তু ঐ বহির্গত পদ্মা হাতের সাহায্যে বা কাপড় দ্বারা মোকামে প্রবেশ করাইলে অজু ভঙ্গ হইবে।

৬। প্রশ্নঃ- মল মোকাম হইতে কৃমি কতকাংশ বহির্গত হইয়া পুনঃ মোকামে প্রবেশ করিলে অজু ভঙ্গ হয় কিনা?

উত্তরঃ- ঐ প্রকার কতকাংশ বাহির হইয়া মোকামে প্রবেশ করিলে অজু ভঙ্গ হইবে না। (দুররুল-মোখতার) জানা আবশ্যক যে, সম্পূর্ণ বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে।

৭। প্রশ্নঃ- মল মোকাম হইতে কি প্রকার বায়ু বহির্গত হইলে অজু ভঙ্গ হইবে?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি বায়ু মল মোকামের নিকট হইতে বহির্গত হয় (পেটের মধ্য হইতে আসে নাই অনুভব হইলে) তবে অজু ভঙ্গ হইবে না; পেটের মধ্য হইতে আসিয়া বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে।

৮। প্রশ্নঃ- মল মোকাম দিয়া পাথরী বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- হ্যাঁ অজু ভঙ্গ হইবে। (গায়াতুল-আওতার)

৯। প্রশ্নঃ- মল মোকাম হইতে রক্ত পুঁজ ইত্যাদি বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের মর্ম মতে প্রকাশ পায় যে, ঐ মোকাম হইতে যদি এমন রক্ত পুঁজ বাহির হয় যে, মোকামচ্যুত হইয়া গড়াইয়া যায় তবে অজু ভঙ্গ হইবে, নতুবা নহে।

প্রস্রাব দ্বারে কি কি ঘটনা হইলে অজু ভঙ্গ হয় তাহার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- প্রস্রাব মোকাম হইতে কি কি বস্তু বহির্গত হইলে অজু ভঙ্গ হয়?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, প্রস্রাব, মনি, মজি, ওদি পাথরী, কীড়া ইত্যাদি বহির্গত হইলে অজু ভঙ্গ হইবে।

২। প্রশ্নঃ- প্রস্রাব মোকামের বাহিরে বাহির হইলেও কি অজু যায়?

উত্তরঃ- হ্যাঁ যায়, এমনকি পুরুষের প্রস্রাবদ্বারে বিন্দুমাত্র প্রস্রাব আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখা গেলেই অজু ভঙ্গ হইবে। (কাজীখান) স্ত্রীলোকেরও ঐ হুকুম।

৩। প্রশ্নঃ- স্ত্রী ও পুরুষের প্রস্রাব দ্বার দিয়া বায়ু বহির্গত হইলে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- মুনিয়া কিতাবে লিখিত আছে- স্ত্রী কি পুরুষের প্রস্রাব দ্বার দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু বহির্গত হইলেও ছহি রেওয়ায়েত মতে অজু যাইবে না; কিন্তু স্ত্রী লোকের প্রস্রাব মোকাম ও মল মোকাম কোন কারণে একত্র হইয়া গেলে ও তথা হইতে দুর্গন্ধ যুক্ত বায়ু বাহির হইলে অজু যাইবে। তাবিনুল হাকায়েকের মর্মে জানা যায় যে, ঐ বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত না হইলেও অজু করা মোস্তাহাব।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- যে স্ত্রীলোকের দুই মোকাম একত্র হইয়া গিয়াছে, সেই স্ত্রী লোককে যদি তালাক দিয়া পুনঃ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে তবে অন্য লোকের নিকট বিবাহ শুধু খেলওয়াতে ছহিহার পর (সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায়) গ্রহণ করিতে পারিবে না; ঐ স্ত্রীর নতুন স্বামীর ঐরসজাত সন্তান গর্ভে ধারণ করতঃ তালাক হইলে প্রসবান্তে পূর্ব স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে; কারণ বাহ্য ও প্রস্রাব মোকাম একত্র বলিয়া কোন্ মোকামে রতি ক্রিয়া হয় তাহাতে সন্দেহ থাকে বলিয়া সন্তান ধারণ করা ইদ্দতের শর্ত হইয়াছে। (তাবিনুল-হাকায়েক ও বাহরুর রায়েক)

৪। প্রশ্নঃ- প্রস্রাবদ্বারে তুলা স্থাপন করিলে ও তুলার কতাংশ ভিজিয়া গেলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার ও কবিরী কিতাবের মর্মে বলিতেছি যে, পুরুষের প্রস্রাব মোকামে তুলা রাখিলে সে তুলার যে অংশ প্রস্রাব নালীর মধ্যে থাকে, তাহা যদি ভিজিয়া আপন হইতে পতিত হউক কিংবা চেষ্টা করিয়া বাহির করুক, অজু ভঙ্গ হইবে। কিন্তু ঐ তুলা শুকনা অবস্থায় বাহির হইলে কি বাহির করিলে অজু ভঙ্গ হইবে না। ইহা ব্যতীত তুলা সম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে, যথা- যদি প্রবেশিত তুলা ভিজিয়া প্রস্রাব মোকামের ঠিক অগ্রভাগ বরাবর আসে বা অগ্রভাগের কিছু বাহিরেও আসে তবে ঐ তুলা নিম্নে পতিত না হইলেও বাহির না

করিলেও অজু ভঙ্গ হইবে। পক্ষান্তরে প্রস্রাব নালীর প্রবিষ্ট তুলা যদি সম্পূর্ণও ভিজিয়া যায় আর প্রস্রাব দ্বারে না আসিয়া নালীর মধ্যে থাকিয়া যায় তবে অজু ভঙ্গ হইবেনা। জানা আবশ্যক যে, স্ত্রীলোকের প্রস্রাব মোকামে ঐরূপ তুলা প্রবেশ করাইলে যদি সেই তুলার কিয়দংশ ভিজিয়া যায় আর মোকামের দ্বারের বহির্ভাগে বাহির না হয়, তবুও অজু ভঙ্গ হইবে।

৫। প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকের প্রস্রাব মোকামের অন্তর্ভাগে তুলা প্রবেশ করাইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- মুনিয়া কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, স্ত্রীলোকের ফুরুজে দাখেলের মধ্যে তুলা কিংবা নেকড়া (তেনা) প্রবেশ করাইলে ঐ তুলার যে অংশ ফুরুজে খারেজ বরাবর থাকে, সেই অংশ পর্যন্ত যদি ভিজিয়া যায় তবে ঐ তুলা বহির্গত না হইলেও অজু ভঙ্গ হইবে; আর যদি তুলা ভিজিয়া ফুরুজে খারেজের পর্যন্ত না আসে, ফুরুজে দাখেলের মধ্যেই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে অজু যাইবে না।

৬। প্রশ্নঃ- যদি ফুরুজে-খারেজে তুলা স্থাপন করিয়া রাখে ও সেই তুলার কিয়দংশ ভিজিয়া যায় তবে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- মুনিয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, অজু ভঙ্গ হইবে।

৭। প্রশ্নঃ- ফুরুজে খারেজ ও ফুরুজে-দাখেল এই দুইটি কথার অর্থ কি?

উত্তরঃ- ফুরুজে খারেজ আন্দাম-নেহানীর অন্তর্ভাগও নহে উপরিভাগও নহে; যে স্থানটুকু স্বভাবতঃ ফাঁক থাকে তাহাকে ফুরুজে-খারেজ বলে; আর আন্দাম নেহানীর অন্তর্ভাগকে ফুরুজে-দাখেল বলে। (বাহরুর্ রায়েক)

৮। প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকের সন্তান হওয়ার পর রক্তস্রাব না হইলে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, ঐ অবস্থায় অজু ভঙ্গ হইবে। মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- ইমাম আবু হানিফা (রঃ) -এর মতে উক্তাবস্থায় গোছলও ফরজ হইবে।

৯। প্রশ্নঃ- পুরুষের প্রস্রাব মোকামে ফোটা ফোটা তৈল প্রবেশ করাইলে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- প্রস্রাব মোকামে তৈল প্রবেশ করাইয়া পুনঃ বাহির করিলে ইমাম আবু হানিফার মতে অজু ভঙ্গ হইবে না; কিন্তু ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এর মতে অজু ভঙ্গ হইবে। কিন্তু প্রসাবের মোকামে প্রবেশিত তৈল মুখ দিয়া বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে। ইহাতে কোন মতভেদ নাই। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, পিচকারী দিয়া পায়খানার মোকামে তৈল প্রবেশ করাইলে সেই তৈল বাহিরে আসিলে অজু ভঙ্গ হইবে।

১০। প্রশ্নঃ- পুংলিঙ্গের ত্বক ছেদন করা না থাকায় প্রস্রাব বাহির হইয়া চামড়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, ঐরূপ অবস্থায় অজু ভঙ্গ হইবে। (আলমগীরি)

১১। প্রশ্নঃ- কোন পুরুষের লিঙ্গের গোড়া পর্যন্ত কাঁটা, তাহার প্রস্রাব কিংবা অন্য কিছু ঐ মোকাম হইতে কতদূর বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে?

উত্তরঃ- যদি কাহারও পুংলিঙ্গের গোড়া পর্যন্ত কাটা থাকে ও ঐ মোকাম দিয়া প্রস্রাবের ন্যায় পানি বাহির হইবার সম্ভাবনা হয় ও ঐ পানি থামাইয়া রাখিতে পারে, তবেই মনে করিতে

হইবে যে উহা প্রস্রাব, যদি এমন পানি প্রস্রাবের ঐ ক্ষত মোকামে আসিয়া থাকে ও তাহা দেখা যায় তবে অজু ভঙ্গ হইবে। থামাইয়া রাখায় অক্ষম হইলে মনে করিতে হইবে যে, প্রস্রাব নহে। এমন পানি ঐ মোকামের মুখে আসিলেও অজু ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু ঐ পানি বাহির হইয়া গড়াইয়া গেলে অজু ভঙ্গ হইবে। (আলমগীরি)

১২। প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকের এস্তেহাজা ব্যারামে যে রক্তস্রাব হয় তাহাতে অজু যাইবে কিনা?

উত্তরঃ- তাবিনুল হাকায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, ঐ রক্তস্রাবে অজু ভঙ্গ হইবে।

১৩। প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকের প্রস্রাব মোকামে তুলা প্রবেশ করাইয়া বাহির করিলে কিংবা বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- তাবিনুল-হাকায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, স্ত্রী লোকের ঐ মোকামের অন্তর্ভাগে তুলা প্রবেশ করাইয়া বাহির করিলে যদি তুলার কিয়দংশ ভিজা থাকে তবে অজু ভঙ্গ হইবে। ঐ ভিজা অংশ প্রস্রাব মোকামের মুখের বরাবর ঐ স্থানের দুই পার্শ্বস্থিত ঠোঁট বরাবর উঠিয়া থাকিলেও অজু ভঙ্গ হইবে। জানা আবশ্যক যে, আপন হইতে তুলা বাহির হইলেও ঐ হুকুম।

১৪। প্রশ্নঃ- যদি স্ত্রীলোকের প্রস্রাব মোকামে অঙ্গুলী কিংবা অন্য কিছু প্রবেশ করাইয়া বাহির করে তবে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- তাবিনুল-হাকায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, তাহাতে অজু ভঙ্গ হইবে। পায়খানার মোকামে অঙ্গুলী কিংবা অন্য কিছু প্রবেশ করাইলে অজু ভঙ্গ হইবে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের একই হুকুম।

১৫। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও রোগবশতঃ পুংলিঙ্গে দুইটি ছিদ্র হইয়া থাকে, তবে তাহার অজু ভঙ্গের কি হুকুম?

উত্তরঃ- যদি কাহারও লিঙ্গে ঐরূপ দুইটি ছিদ্র হয় তবে যে ছিদ্রটি প্রস্রাব দ্বারের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, তদ্বারা প্রস্রাব আসিয়া দ্বারে দেখা দিলেই অজু ভঙ্গ হইবে; আর যেটি লিঙ্গের অন্য কোন পার্শ্বে হয় সেই ছিদ্রের মুখে প্রস্রাব আসিয়া গড়াইয়া না যাওয়া পর্যন্ত অজু ভঙ্গ হইবে না; গড়াইয়া গেলে অজু ভঙ্গ হইবে। (আলমগীরি)।

১৬। প্রশ্নঃ- কোন লোকের স্ত্রী লিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয়ই আছে, সে লোকের অজু যাইবার কোন বিভিন্নতা আছে কি?

উত্তরঃ- যে লোকের উভয় লিঙ্গ আছে তন্মধ্যে যে লিঙ্গ প্রবল ও কার্যকরী সেই লিঙ্গের অগ্রভাগে প্রস্রাব ইত্যাদি দেখা দিলেই অজু ভঙ্গ হইবে। যে মোকাম অকর্মণ্য সে মোকামের অগ্রভাগে দেখা দিলেও অজু যাইবে না। (যতক্ষণ গড়াইয়া না যায়) কারণ ঐ অকর্মণ্য মোকাম ঘার মধ্যে গণ্য; এইরূপ উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট লোককে আরবীতে "খোনছায়ে গায়ের মুশকিল" বলে। (গায়াতুল আওতার)

১৭। প্রশ্নঃ- যাহার উভয় লিঙ্গে প্রবল থাকে, তাহার প্রতি কি হুকুম?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির উভয় লিঙ্গ প্রবল তাহাকে আরবী ভাষায় "খোনছায়ে মুশকিল" বলে। এই প্রকার উভয় লিঙ্গ প্রবল লোকের যে লিঙ্গেরই

অগ্রভাগে প্রস্রাব মনি, মজি, অদি প্রভৃতি দেখুক অজু ভঙ্গ হইবে; বাহিরে পতিত হইলে তো কথাই নাই।

১৮। প্রশ্নঃ- শুধু প্রস্রাব বাহির হইলেই কি অজু যায়?

উত্তরঃ- প্রস্রাব কেন, মনি, মজি, অদি প্রভৃতি এইরূপ কোন কিছু বাহির হইলেই অজু ভঙ্গ হইবে। (আলমগীরি)

১৯। প্রশ্নঃ- মনি বাহির হইলে তো গোছলই ফরজ হয়; শুধু অজু যাইবে কেন?

উত্তরঃ- হয় বটে; জানা আবশ্যক যে, যে বীর্য কামভাবে বাহির হয় তাহাতে গোছল ফরজ হয়, কিন্তু যদি কাহারও বিনা শাহওয়াতে বীর্যপাত হয় তবে তাহাতে অজু করা ফরজ, গোছল ফরজ নহে। যেমন কোন ভার বহন করিতে কিংবা উচ্চস্থানে উঠিতে বা তথা হইতে পতিত হওয়ায় বীর্য বাহির হইলে। (আলমগীরি)

২০। মনি, মজি, ও অদি চিনিবার উপায় কি?

উত্তরঃ- পুরুষের মণি গাঢ়, শ্বেতবর্ণ, আঠা আঠা কষের ন্যায়, ঘ্রাণ খোরমা গাছের কুড়ির ন্যায়, উহা বহির্গত হইলে পুংলিঙ্গ নিস্তেজ হয়। স্ত্রীলোকের মনি পাতলা, জরদ রং বিশিষ্ট। পুরুষের মজি পাতলা, শ্বেতবর্ণ প্রায়, স্বামী-স্ত্রী মিলনের পূর্বে যখন উভয়ে শাহওয়াতের সহিত প্রেমালিঙ্গণ করে তখন যে শ্বেতবর্ণ দ্রব্য বাহির হয় তাহাই মজি এবং তৎকালে স্ত্রী লোকের যে পাতলা এক প্রকার পানির ন্যায় বাহির হয় তাহাকে আরবী ভাষায় 'কাজি' বলে।

অদি- (১) প্রস্রাব অতি ঘন হইলে তাহাকে অদি বলে। (২) স্ত্রী সহবাসের পর গোছল করিয়া আসার পরেও অনেক সময় অদি বাহির হয়। (৩) অনেক সময় প্রস্রাব করার পরেও বাহির হয়। (আলমগীরি)।

ক্ষত স্থান হইতে রক্ত, পুঁজ, বদরস প্রভৃতি কি প্রকার বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হয়

১। প্রশ্নঃ- কোন ক্ষতস্থান, কি নাক বা মুখ দিয়া কীড়া বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- মুনিয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, উক্ত স্থানসমূহ দিয়া কীড়া বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে না।

২। প্রশ্নঃ- কোন কারণে মস্তিষ্কে পানি প্রবেশ করিয়া সেই পানি নাসিকা দিয়া বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হয় কি না?

উত্তরঃ- উক্ত পানি নাসিকা দিয়া বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে না।

৩। প্রশ্নঃ- শরীরের কোন স্থানের ফোঁড়া, পাঁচড়া বা ক্ষত হইতে পুঁজ, পানি প্রভৃতি বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- মুনিয়া কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, ঐরূপ ফোঁড়া পাঁচড়া হইতে রক্ত, পুঁজ প্রভৃতি বাহির হইয়া ক্ষতস্থান হইতে গড়াইয়া গেলে অজু ভঙ্গ হইবে; না গড়াইলে অজু ভঙ্গ হইবে না।

৪। প্রশ্নঃ- যদি ফোঁড়া কি পাঁচড়ার চামড়া উঠাইয়া ফেলিলে রক্ত কি পুঁজ ইচ্ছাপূর্বক বাহির না হয়, আর ফোঁড়া-পাঁচড়া টিপিয়া রক্ত, পুঁজ বাহির করে তবে অজু ভঙ্গ হইবে কি না।

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, অজু ভঙ্গ হইবে। উক্ত কিতাবে আরও লিখিয়াছেন যে, ওয়াজিজ করদারী, কেনিয়া এবং মুনিয়ার শরা ইত্যাদি কিতাবে এই কওলের উপর ফতুয়া দিয়াছেন।

৫। প্রশ্নঃ- ঘায়ের মধ্য হইতে কোন কারণে রক্ত বাহির হইলে তাহা যদি তুলা, নেকড়া, মাটি ইত্যাদি দ্বারা মুছিয়া মুছিয়া রাখে বা চাপা দিয়া রক্ত ক্ষত স্থানের বাহিরে আসিতে না দেয়, তবে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- কবিরী কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি অনুমান করে বা হয় যে, ঐ রক্ত মুছিয়া বা চাপা দিয়া না রাখিলে ক্ষত স্থান হইতে গড়াইয়া যাইত, তবে ঐ পরিমাণ রক্ত বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে; নচেৎ হইবে না। এই কথার মর্মে প্রকাশ পায় যে, জোঁক কিংবা অন্য কোন পোকায় কাটিয়া ক্ষত করিলে উহা হইতে রক্তশ্রাব হইলেও ঐরূপ হুকুম।

৬। প্রশ্নঃ- চক্ষের মধ্যে ঘায়ের দরুণ যদি রক্ত বাহির হইয়া চক্ষের মধ্যে গড়াইয়া যায়, তবে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- চক্ষের মধ্যে কোন প্রকার ঘা বশতঃ রক্ত বাহির হইয়া যদি চক্ষুর মধ্যে গড়াইয়া যায় আর বাহিরে না আসে তবে অজু ভঙ্গ হইবে না। (আলমগীরি) কারণ, চক্ষের মধ্যভাগ গোছলে কি অজুতে ধৌত করা ফরজ নয়।

৭। প্রশ্নঃ- কর্ণদ্বয়, নাসিকা, নাভিস্থান ও স্তনের বোটা ইত্যাদি হইতে যন্ত্রণায় পানি বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- এ সকল স্থান হইতে কোন প্রকার পানি যন্ত্রণায় বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে; নচেৎ না (গায়াতুল-আওতার)

৮। প্রশ্নঃ- নাক ও কান হইতে খন্ড রক্ত পতিত হইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- মুনিয়া কিতাবে আছে যে, অজু যাইবে না; কিন্তু আলমগীরি কিতাবে ঐ খন্ড রক্তের পরিমাণ লিখিয়াছেন যে, মসুরী ডালের সমান হইলে অজু ভঙ্গ হইবেনা। কিন্তু নাক হইতে ফোটা ফোটা রক্ত পতিত হইলে অজু ভঙ্গ হইবে।

শামী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, মস্তিষ্ক হইতে নির্গত খন্ড রক্ত যত পরিমাণ বাহির হউক, অজু ভঙ্গ হইবে না।

৯। প্রশ্নঃ- নাকে তৈল বা নস্য টানিলে তাহা যদি পুনঃ বহির্গত হইয়া যায় তবে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, তৈল কিংবা নস্য নাকে টানিলে তাহা যদি মুখ হইতে মুখ ভরা পরিমাণে পতিত হয় তবে অজু ভঙ্গ হইবে কিন্তু কর্ণ দিয়া পড়িলে অজু ভঙ্গ হইবে না।

১০। প্রশ্নঃ- কর্ণের মধ্যে তৈল দিলেও সেই তৈল বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, কর্ণের মধ্যে তৈল দিলে সেই তৈল মস্তিষ্কে প্রবেশ করতঃ কিছুক্ষণ পর কান কিংবা নাশা দিয়া বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে না। ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) প্রকাশ করিয়াছেন যে, সেই তৈল মুখ দিয়া বাহির হইলে পুনঃ অজু করিতে হইবে।

১১। প্রশ্নঃ- গোছল করিবার সময় কর্ণে পানি প্রবেশ করিয়া পুনঃ বাহির হইলে অজু টুটিবে কি না?

উত্তরঃ- কর্ণে পানি প্রবেশ করিয়া সেই পানি পুনঃ বাহির হইলে অজু যাইবে না। হ্যাঁ, যদি কোন প্রকার পুঁজ সংযোগে বাহির হয় তবে অজু থাকিবে না। (আলমগীরি)।

১২। প্রশ্নঃ- বিনা বেদনায় কান হইতে পুঁজ কিংবা পানি বাহির হইলেও কি অজু যাইবে?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, ঐ প্রকার বিনা দরদে পুঁজ কিংবা পানি বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে না! কিন্তু বেদনা হইয়া পুঁজ ও বদরস বাহির হইলে অজু যাইবে।

১৩। প্রশ্নঃ- অশ্রুজল (কাঁদনের পানি) বা শরীর হইতে ঘাম বাহির হইলে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, ক্রন্দনের পানি ও শরীরের ঘর্ম বাহির হইয়া গড়াইয়া গেলেও অজু ভঙ্গ হইবে না, কারণ উহা নাপাক নহে। কিন্তু যে লোক প্রত্যহ শরাব পান করে তাহার শরীর হইতে ঘর্ম বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে।

১৪। প্রশ্নঃ- যদি কাহাকে আইটালী পোকায় খায় তবে তাহার অজু যাইবে কিনা?

উত্তরঃ- মুনিয়া কিতাবে জানা যায় যে, ঐ পোকায় যদি এই পরিমাণ রক্ত খায় যে, এ রক্ত ক্ষত স্থানে রাখিলে ক্ষত স্থান হইতে গড়াইয়া যাইত তাহা হইলে অজু যাইবে, নচেৎ না।

১৫। শরীরের কোন ক্ষতস্থান হইতে গোশত পড়িয়া গেলে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- শরহে বেকায়ার মর্ম মতে জানা যায় যে, গোশত পতিত হইলে অজু যাইবে না; গড়াইয়া না যায় পরিমাণ রক্ত বাহির হইলেও অজু যাইবে না; কিন্তু যদি গড়াইয়া যায় এই পরিমাণ রক্ত বাহির হয় তবে অজু যাইবে।

১৬। প্রশ্নঃ- জোঁকে খাইলে অজু ভঙ্গ হইবে কিনা?

উত্তরঃ- জোঁকে খাওয়া স্থান হইতে যদি রক্ত গড়াইয়া যায় তবে অজু যাইবে; আর যদি ক্ষতস্থান দিয়া রক্ত গড়াইয়া না যায় কিন্তু অনুমান করে যে শরীর হইতে যে পরিমাণ রক্ত জোঁকে খাইয়াছে তাহা শরীরের ক্ষতস্থানে বাহির হইয়া থাকিলে গড়াইয়া যাইত, তবে অজু ভঙ্গ হইবে।

১৭। প্রশ্নঃ- মশা, মাছি ও উকুনে রক্ত খাইলে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- কবিরী কিতাবে লিখিত আছে যে, ঐরূপ ছোট ছোট পোকায় শরীর হইতে রক্ত খাইলে অজু যাইবে না।

১৮। প্রশ্নঃ- যদি কেহ শরীরে শিঙ্গা লাগায় ও তাহাতে এত পরিমাণ রক্ত বাহির হয় যে, ক্ষত স্থানের উপরে থাকিলে গড়াইয়া যাইত, তবে তাহাতে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- শরহে বেকায়ার মর্মে জানা যায় যে, ঐ পরিমাণ রক্ত বাহির হইলে ঘার মুখে রক্তের চিহ্ন থাকিলেও অজু যাইবে।

১৯। প্রশ্নঃ- ক্ষতস্থানে পট্টী বাঁধা থাকিলেও রক্ত পুঁজ কিংবা বদরসে পট্টী ভিজিলে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, পট্টীর উপর পর্যন্ত রক্ত, পুঁজ ও বদরস ইত্যাদির যে কোনটিতে ভিজিয়া উঠিলে অজু যাইবে, কিন্তু কোন কোন কিতাবের মর্মে জানা যায় যে ঐ প্রকার পট্টী ভিজিয়া রক্ত উপরে উঠিলে অজু যাইবে না। ফতহুল-কাদির ও গায়াতুল-আওতার কিতাবে ইহার মীমাংসায় আছে- ক্ষতস্থানের উপরে যদি এত পরিমাণ রক্ত কি পুঁজ ইত্যাদি বাহির হইয়া থাকে যে, পট্টী না থাকিলে রক্ত গড়াইয়া যাইত তবে অজু ভঙ্গ হইবে, আর যদি ঐ রক্ত কি পুঁজ গড়াইয়া না যাইবার পরিমাণ বাহির হইয়া পট্টী ভিজিয়া পট্টীর উপরে উঠিয়া থাকে তবে অজু যাইবে না।

২০। প্রশ্নঃ- যদি ফোঁড়া ও পাঁচড়া হইতে গায়রে ছায়েল (অপ্রবাহিত) রক্ত বাহির হইয়া কাপড়ে লাগিয়া চটচটে হইয়া থাকে তবে সেই কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়া যায় কি না?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, ঐ প্রকার গায়েরে-ছায়েল রক্ত পাক। অতএব স্থানে স্থানে ফোঁড়ায় কাপড় পতিত হইয়াছে ও এই ওজর বশতঃ কাপড়ে লাগিয়াছে বলিয়া ঐ প্রকার কাপড়ও পাক ধরা হইয়াছে। অতএব ঐ কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়া জায়েজ আছে।

২১। প্রশ্নঃ- যাহাদের শরীরে গোলের ক্ষত থাকে, তাহা হইতে বদরস ও রক্ত ইত্যাদি বাহির হইয়া থাকে এবং যে নেকড়া দিয়া বাধিয়া রাখে তাহার কতক ভিজিয়া থাকে, সেই নেকড়া প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদির বেশী না কম দ্বারা ভিজিয়াছে তাহা কিছু ঠিক করা যায় না, তখন কি করিবে?

উত্তরঃ- শুধু গোলের ক্ষত কেন, যে কোন প্রকার ক্ষত হউক তাহা হইতে কত রক্ত বাহির হইয়াছে ঠিক না পাইলে নেকড়া ও ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া নামাজ পড়িবে। কারণ আল্লাহ তায়ালার আদেশিত নামাজ আলস্য বশতঃ সন্দেহ রাখিয়া পড়িতে নাই।

ঘুমাইলে অজু ভঙ্গ হইবার কারণ

প্রশ্নঃ- ঘুমাইলে অজু ভঙ্গ হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, ঘুমাইলে মলদ্বার আলগা (ঢিলা) অবস্থায় থাকে; নিদ্রা গেলে এ মোকাম হইতে বায়ু বাহির হইবার সম্ভাবনা ও সন্দেহ আছে; তজ্জন্যই নিদ্রায় অজু ভঙ্গের হুকুম হইয়াছে।

কোন্ কোন্ প্রকার নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হয় তাহার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- কি প্রকারে ও কিরূপ ভাবে নিদ্রা গেলে অজু ভঙ্গ হয় জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- নিম্নলিখিত নয় প্রকার নিদ্রায় অজু টুটিবে। (১) বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি কেহ আসন গাড়িয়া বসিয়া এবং হাঁটুর উপর কপাল রাখিয়া ঘুমায় তবে অজু ভঙ্গ

হইবে। (২) গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, চারি প্রকার ঘুমে অজু ভঙ্গ হয়ঃ কাৎ, চিৎ, উপুড় কিংবা এক চোতরে ঠেস দিয়া ঘুমাইলে অজু টুটিবে। যদি ঐ চারি প্রকার ঘুমে এমন ঘোর নিদ্রা হয় যে, বায়ু আসিলে উহা থামাইয়া রাখিবার হুঁশ ও শক্তি রহিত হইয়া যায়, তবে অজু ভঙ্গ হইবে, নচেৎ না। (৩) দাঁড়ান বা বসা, যে কোন অবস্থায় নিদ্রা গেলেও জমিনে পতিত হইয়া ক্ষণকাল পরে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে অজু টুটিবে; (তাবিনুল-হাকায়েক)। (৪) কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কিংবা বসিয়া নামাজ পড়িতে অক্ষম হইয়া শুইয়া শুইয়া নামাজ পড়ে, ঐ অবস্থায়ই ঘুমাইলে অজু ভঙ্গ হইবে। (খানিয়া) (৫) আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি কেহ বসিয়া বসিয়া ঝিমটিতে ঘুমায় ঐ অবস্থায় সম্মুখের দিকে মাটিতে কপাল স্পর্শ করে বা কাৎ হইয়া ক্ষণকাল পরে নিদ্রা ভঙ্গ হয় তবে অজু ভঙ্গ হইবে। (৬) নামাজের মধ্যে সিজদা ও রুকুর মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক নিদ্রা গেলে অজু ও নামাজ উভয়ই ভঙ্গ হইবে। (খানিয়া) (৭) খানিয়ার মর্মে জানা যায় যে, নামাজের বাহিরেও যদি হাইয়াতে-মছনুন সিজদার বিপরীত ভাবের সিজদা (যেমন- পেট রানের সহিত মিশাইয়া) বাহুদ্বয় বিছানায় বিছাইয়া নিদ্রা যায় তবে অজু ভঙ্গ হইবে। (৮) আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি কেহ কিছু ঠেস দিয়া বসিয়া ঘুমায় ও ঠেস দেওয়া জিনিসটি সরাইয়া নিলে বা সরিয়া গেলে যদি এমনভাবে পড়িয়া যায় যে, মলদ্বার জমিন হইতে আলগা হয় তবে অজু ভঙ্গ হইবে, নচেৎ না। (৯) আলমগীরি কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায়, গদীহীন ঘোড়া, ইত্যাদি নিম্নদিকে নামিবার সময় আরোহী ঘুমাইলেও অজু ভঙ্গ হইবে। গদীহীন ছওয়ারী সমান স্থানে চলিবার কালে অথবা উপরের দিকে চলিবার সময় আরোহী উপরে থাকিয়া ঘুমাইলে অজু যাইবে না।

২। প্রশ্নঃ- ছওয়ারী নিম্নদিকে নামিবার সময় ঘুমাইলে অজু ভঙ্গ হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, গদীহীন ছওয়ারীর পৃষ্ঠে বসিয়া ঘুমাইলে অজু ভঙ্গ হয় না বটে কিন্তু যখন ছওয়ারী নিম্নদিকে চলে তখন আরোহীর চোতর উঠিয়া যায়; এমনাবস্থায় বায়ু বহির্গত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ও বাহির হইয়া থাকে, সেইজন্য অজু ভঙ্গের হুকুম হইয়াছে।

যে যে প্রকার ঘুমে অজু ভঙ্গ হয় না তাহার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- যদি কেহ নামাজের মধ্যে ঘুমায় তবে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- খানিয়া ও গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি কোন পুরুষ হাইয়াতে মছনুন (অর্থাৎ সুন্নত মোতাবেক) সিজদার মধ্যে ঘুমায় তবে অজু ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু মালাবুদ্দামিনহু কিতাবে লিখিত আছে যে, স্ত্রী লোকেরা হাইয়াতে-মাছনুন (সুন্নত মোতাবেক) সিজদার মধ্যে ঘুমাইলে অজু ভঙ্গ হইবে।

২। প্রশ্নঃ- তবে কি স্ত্রী ও পুরুষের হাইয়াতে মাছনূন সিজদার মধ্যে বিভিন্নতা আছে?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, আছে। খানিয়া কিতাবে পুরুষের হাইয়াতে মছনুন সিজদার বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন- সিজদার সময় পেট ও রানের ফাঁক এবং বাহুদ্বয় বিছানা স্পর্শ না করে দুই হাতলী বিছানায় স্থাপন করিয়া বাহুদ্বয় এমন উঁচু রাখিবে যে, কেহ পিছন দিক দিয়া তাকাইলে

সিজদাকারীর বোগলের মধ্যভাগ দেখিতে পায়। মালাবুদ্দামিনহু কিতাবের হাশিয়াতে স্ত্রীলোকের হাইয়াতে মছনুন সিজদার বিবরণ এইরূপ লিখিয়াছেন, সিজদার সময় যেন পেট রানের সহিত স্পর্শ হয় আর হাতলীর বাহুদ্বয় বিছানা স্পর্শ করে।

৩। প্রশ্নঃ- যদি কেহ নামাজের মধ্যে রুকু কিংবা সিজদা অবস্থায় কিছু নিদ্রা যায় তবেও কি অজু ভঙ্গ হইবে?

উত্তরঃ- খানিয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, সিজদা অবস্থায় ইচ্ছা করিয়া নিদ্রা গেলে অজু ও নামাজ উভয় ভঙ্গ হইবে। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক নামাজে খাড়া ও রুকু অবস্থায় নিদ্রা গেলে অজু ভঙ্গ হইবে না।

৪। প্রশ্নঃ- কিরূপভাবে ঘুমাইলে অজু যাইবে না?

উত্তরঃ- তাবিনুল-হাকায়েক কিতাবে লিখিত আছে, (১) দাঁড়ান বা বসা অবস্থায় নিদ্রা গেলে উপুড় কিংবা কাত হইয়া জমিনে পড়িবার পূর্বে পড়িতে পড়িতে কিংবা পড়া মাত্রই যদি নিদ্রা ভঙ্গ হয় তবে অজু যাইবে না। (২) কোন চতুষ্পদ প্রাণী যেমন ঘোড়া, উট ইত্যাদির উপর দিকে চড়িবার সময় আরোহী ঘুমাইলে অজু ভঙ্গ হইবে না, যদি ছওয়ারীর পৃষ্ঠে গদি না থাকে তবে সেই ছওয়ারীর উপর বসিয়া ঘুমাইলেও অজু যাইবে না (আলমগীরি), যে ছওয়ারীর পৃষ্ঠে গদী থাকে তাহার উপর বসিয়া ঘুমাইলে অজু ভঙ্গ হইবে (খোলাছাতুল-ফতোয়া)। (৩) বসিয়া ঘুমাইলে ঝিমটিতে যদি সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া মাটিতে কপাল স্পর্শ করে বা কাত হইয়া পড়ে ও পড়া মাত্রই কিংবা পড়িবার পূর্বে অথবা পড়িতে না পড়িতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে অজু ভঙ্গ হইবে না (আলমগীরি)। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, পদদ্বয় এক পার্শ্বের দিকে রাখিয়া চোতরের উপর নিদ্রা গেলেও অজু যাইবে না। (৪) আসন গাড়িয়া ঘুমাইলেও অজু যাইবে না। (৫) শামী ও গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, দুই হাত দ্বারা হাঁটুদ্বয় বেড় দিয়া ধরিয়া কিংবা কোন জিনিসের সাহায্যে পিট ও হাঁটুদ্বয় বেড় দিয়া বাঁধিয়া ও হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া বসিয়া নিদ্রা গেলেও অজু ভঙ্গ হইবে না। (৬) আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, কাত হইয়া কম পরিমাণ ঘুমাইলে অজু ভঙ্গ হইবে না, বেশী পরিমাণ নিদ্রা গেলে ভঙ্গ হইবে। জানা আবশ্যক যে, যে প্রকার ঘুমে থাকিয়া পার্শ্বস্থ ব্যক্তির কথাবার্তা শুনিতে পায় তাহাকে কম ঘুম বলে। এই কথায় প্রকাশ হইল যে, চিত হইয়া ঘুমাইলে অজু ভঙ্গ হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে উক্ত হুকুম।

নবী লোকের ঘুমে অজু ভঙ্গ হইত কি না তাহার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- নবীদিগের ঘুমে অজু ভঙ্গ হইত কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, অজু ভঙ্গ হইত না, কারণ তাঁহাদের অন্তঃকরণ নিদ্রা অবস্থায় জাগ্রত থাকিত।

২। প্রশ্নঃ- ইহার কারণ কি?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে হাদীস শরীফ হইতে লিখিয়াছেন- হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন- আমি ঘুমাইলে আমার অন্তঃকরণ জাগ্রত থাকে। বোখারী ও

মোছলেম শরীফে আছে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সময় এইরূপ ঘুমাইতেন যে, মুখ মোবারক দিয়া ঘুমের শব্দ বাহির হইত, অত্রাবস্থায়ও ঘুম হইতে উঠিয়া পুনঃ অজু না করিয়া নামাজ পড়িতেন। ঐ কথার প্রমাণে শামী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিদ্রা হইলেও তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার হাদেছ হইয়াছে কি না; কারণ তাঁহার অনুভব শক্তি নিদ্রায়ও লোপ পাইত না।

৩। প্রশ্নঃ- হুযুর! বলিলেন যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিদ্রা অবস্থায়ও অন্তঃকরণ জাগ্রত থাকিত। তবে যে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক মোছাফেরিতে 'লাইলাতুত-তারীছ' অর্থাৎ শেষরাত্রে হযরত বেলাল (রাঃ) কে পাহারায় রাখিয়া ঘুমাইয়াছিলেন ও ঐ সময় হযরত বেলাল (রাঃ)ও ঘুমাইয়াছিলেন; ইতিমধ্যে সূর্য উদয় হইয়া গেল। হযরত রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম হইতে উঠিয়া সুন্নতসহ ফরজ কাজা আদায় করিলেন। হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তকরণ জাগ্রত থাকিলে সূর্য উদয় হওয়া বুঝিলেন না কেন?

উত্তরঃ- শামী ও গায়াতুল-আওতার কিতাবে প্রকাশ পায় যে, শরীরের ক্রিয়া অনুভব করা দেলের কাজ, পৃথিবীর দ্রব্যাদি দেখা চক্ষুর কাজ, কাজেই চক্ষু মুদ্রিত ছিল বলিয়া সূর্য উদয় হইয়াছে কিনা তাহা দেখেন নাই। তাহাতে দেল জাগ্রত থাকার ব্যাঘাত হইতে পারে না।

কিরূপ অজ্ঞানতায়, উন্মত্ততায় ও নিশা ব্যবহারে অজু ভঙ্গ হয় তাহার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- অজ্ঞানতায় অজু ভংগ হয় বুঝিলাম, কিন্তু কি প্রকার অজ্ঞানতায় অজু ভংগ হইবে, জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- মুনিয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, অজ্ঞান হইলে অজু ভংগ হইবে। তাহার কতক নিম্নে প্রকাশ করা হইল - (১) কোন প্রকার নিশার দ্রব্য (ভাং, গাঁজা ইত্যাদি) পান করিয়া বেঁহুশ হইলে অজু ভংগ হইবে। জানা আবশ্যক যে, এইরূপ বেঁহুশী যাহাতে স্ত্রী পুরুষ চিনিতে না পারে বা হাটিবার সময় সরলভাবে চলিতে না পারে, এমন অজ্ঞানতায় অজু টুটিবে। (মুনিয়া) (২) পাগল হইলে অজু ভংগ হইবে। মারাকিল-ফালাহ কিতাবে পাগলের নিশানা এইরূপ লিখিয়াছেন যে, পাগল হইলে শক্তি বৃদ্ধি হয়, জ্ঞান লোপ পায় ইত্যাদি। (৩) বেঁহুশী রোগের মধ্যে "এগ্‌মা" এক প্রকারের রোগ। এই রোগ জন্মাইলে অজু ভঙ্গ হইবে। শামী কিতাবে এগমা রোগের বিবরণ এইরূপ লিখিয়াছে যে, অন্তঃকরণে ও মস্তিষ্কে যদি কোন প্রকার দুঃখ কি বিপদ আসিয়া পড়ে তাহাতে ঐ রোগ জন্মে। এই রোগ জন্মিলে জ্ঞান দ্বারা কিছু তারতম্য ও অনুভব করিতে পারে না ও কোন কাজ করিবার শক্তি থাকে না; জ্ঞান থাকে বটে, কিন্তু যেন কোন কিছু দ্বারা ঢাকা থাকে। (৪) 'গাশী' নামক এক প্রকার রোগ আছে, তাহা জন্মিলেও অজু ভংগ হইবে। গায়াতুল-আওতার কিতাবের মর্মে ঐ রোগের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে, ঐ রোগ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ও চলিবার শক্তি রহিত হয় এবং স্পর্শ বোধ

থাকে না। এই রোগটি গাড় নিদ্রার চেয়েও অধিকতর অজ্ঞানতাজনক; কারণ গাঢ় নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিলে জাগাইতে পারা যায় কিন্তু গাশী রোগীকে জাগাইবার চেষ্টা করিলেও জাগ্রত হয় না।

২। প্রশ্নঃ- কোন প্রকার আঘাতপ্রাপ্তি বা আকস্মিক কোন ঘটনায় অজ্ঞান হইলে কি অজু যাইবে না?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায়, যে প্রকারেই হউক জ্ঞান লোপ হইয়া গেলেই অজু ভঙ্গ হইবে।

৩। প্রশ্নঃ- "এগমা" ও গাশী রোগ নবীগরণর হইলে অজু যাইত কি না?

উত্তরঃ- গায়তুল-আওতার কিতাবে আছে যে, ঐ রোগে নবীগণেরও অজু ভঙ্গ হইত।

৪। প্রশ্নঃ- সাধারণের যে যে কারণে অজু ভংগ হয়, ঘুম ব্যতীত অন্য কোন কারণ আছে কি না যাহাতে নবীগণেরও অজু ভংগ হয় নাই?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, ঘুম ব্যতীত সাধারণ লোকের যে যে কারণে অজু ভংগ হয়, সেই কারণে নবীগণেরও অজু ভংগ হইত।

কোন্ কোন্ প্রকার হাঁসিতে অজু ভংগ হয় ও হয় না তাহার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- কি কি প্রকার হাঁসিতে অজু ভঙ্গ হয় জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে (১) যে নামাজের মধ্যে রুকু ও সিজদা আছে, সেই নামাজের মধ্যে যদি উচ্চহাস্য করে তবে অজু ও নামাজ উভয়ই ভঙ্গ হইবে; ভুলেই হউক বা ইচ্ছাপূর্বক হউক। (২) বালক নামাজের মধ্যে উচ্চহাস্য করিলে অজু ভঙ্গ হইবে না কিন্তু নামাজ ভঙ্গ হইবে। (৩) যদি কাহারও নামাজের মধ্যে তন্দ্রা হয় সেই সময় উচ্চহাস্য করিলে অজু ও নামাজ উভয়ই ভঙ্গ হইবে। বহু সংখ্যক মোতায়াখ্খেরীন আলেমের এই মত। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, নামাজ যাইবে অজু যাইবে না। (৪) যদি কেহ নামাজের মধ্যে তাবাচ্ছুম (মুচকী হাঁসা) অর্থাৎ এমন হাঁসে যে নিজে কি অন্য কেহই শুনিতে না পায়, মাত্র দাঁত দেখা যায়, তবে অজু ও নামাজ যাইবে না। (৫) যদি কেহ নামাজের মধ্যে 'দেহেক' (নিজে শুনে অন্যে শুনিতে না পায়) এরূপ হাস্য করে তবে অজু যাইবে না কিন্তু নামাজ ভঙ্গ হইবে।

২। প্রশ্নঃ- যে নামাজের রুকু ও সিজদা নাই এমন নামাজে উচ্চহাস্য করিলে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- মুনিয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, জানাজা সিজদা তিলাওয়াতের মধ্যে উচ্চহাস্য করিলে অজু যাইবে না।

৩। প্রশ্নঃ- ইমামের উচ্চহাস্য শুনিয়া মোক্তাদি হাসিলে মোক্তাদির অজু যাইবে কিনা?

উত্তরঃ- মোক্তাদির ঐ সময়ের হাসিতে অজু ভংগ হইবে না। তাহার কারণ গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, মোক্তাদির ঐ সময়ের হাস্য নামাজের বাহিরে হইয়াছে, কেননা ইমাম হাসিবা মাত্র ইমামের নামাজ ও অজু ভংগ হইয়া গেল। অতএব মোক্তাদিরও নামাজ ভংগ হইল, এ হাস্য নামাজের বাহিরেই হইয়াছে।

কি কি প্রকার বমিতে অজু ভঙ্গ হয় তাহার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- কি প্রকারের বমিতে অজু ভঙ্গ হয় জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- মুখ ভরিয়া বমি করিলে অজু ভঙ্গ হইবে।

২। প্রশ্নঃ- মুখ ভরিয়া বমি করা কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- যে বমি মুখের মধ্যে থামাইয়া রাখিতে পারা যায় না, এমন বমিকে মুখ ভরা বমি বলে। এই কৌল শুদ্ধ। (গায়াতুল-আওতার) আলমগীরি কিতাবে আছে, কষ্ট সহকারে মুখের মধ্যে রাখিতে পারিলে তাহাকেও মুখ ভরা বমি বলে। এই কৌল শুদ্ধ ও এই কৌল আমল করা ভাল। যেহেতু এই কৌল আমল করিলে উভয় মত আমল করা হয়।

৩। প্রশ্নঃ- ভুক্তদ্রব্য (ভাত, রুটি ইত্যাদি) পেটের মধ্যে যাইবামাত্র বমি হইলে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- ঐ প্রকার বমিও নাপাক। কাজেই অজু ভঙ্গ হইবে। জানা আবশ্যক শিশুরা যে দুগ্ধ পান করে তাহাও ঐরূপ বমি হইয়া পড়িলে নাপাক। (দুররুল-মোখতার)

৪। প্রশ্নঃ- বমিতে শুধু চির কৃমি পড়িলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- মুখ ভরিয়া চির কৃমি হইলেও অজু ভঙ্গ হইবে না। (তাহতাবী)

৫। প্রশ্নঃ- কফ বমি হইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- জানিয়া রাখিবে যে, কফ উদর হইতে আসুক বা মাথার মধ্যে হইতে আসুক, মুখ ভরিয়া বমি হইলেও অজু ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু ভুক্ত দ্রব্যের সংযোগে আসিলে দেখিতে হইবে যে, কফের চেয়ে ভুক্ত দ্রব্যের অংশ বেশী কি না; যদি দেখিতে পায় যে, ভুক্ত দ্রব্যের অংশ বেশী তবে অজু ভঙ্গ হইবে। আর উভয় সমান হইলে দেখিবে যে, ভুক্ত দ্রব্য মুখ ভরা পরিমাণ হয় কি না; মুখভরা পরিমাণ হইলে অজু ভঙ্গ হইবে। (গায়াতুল-আওতার) যে প্রকার বমি হউক ভুক্ত দ্রব্য মুখ ভরা পরিমাণ হইলে অজু ভঙ্গ হইবে, কফের অংশ বেশী হউক বা কম হউক। (বাহারুর-রায়েক)

৬। প্রশ্নঃ- শরাব বা প্রস্রাব বমি হইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, বমিতে শরাব কিংবা প্রস্রাব যদি অল্প পরিমাণও বাহির হয়, তবুও অজু যাইবে।

৭। প্রশ্নঃ- বমিতে তরল রক্ত পড়িলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- মস্তিষ্ক হইতে তরল রক্ত বর্হিগত হইয়া বমি হইলে সকলের মতে অজু ভঙ্গ হইবে, কিন্তু খন্ড খন্ড রক্ত বাহির হইলে অজু টুটিবে না। (আলমগীরি)

৮। প্রশ্নঃ- পেট হইতে রক্ত আসিয়া বমি হইলে অজু যাইবে কি না?

উত্তরঃ- পেটের মধ্য হইতে চাকা রক্ত বহির্গত হইয়া মুখ ভরিয়া বমি হইলে অজু ভঙ্গ হইবে, নচেৎ হইবে না; কিন্তু ঐ রক্ত তরল হইলে মুখ ভরা না হইলেও ইমাম আবু হানিফার (রঃ) মতে অজু ভঙ্গ হইবে; এই মতটি প্রবল। (আলমগীরি) বৎস! বমি সম্বন্ধে আরও এখতেলাফ স্মরণ রাখিও। একস্থানে বার বার বমিতে চাই পিত্ত, ভাত, খন্ডরক্ত বা পানি পতিত

হউক, যদি অনুভব হয় যে, উহা একত্র হইলে মুখ ভরিয়া যাইত, তবে ইমাম আবু ইউছুফের (রঃ) মতে অজু যাইবে, নচেৎ না। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) প্রকাশ করেন যে, যদি বমি একই কারণে বা বেগে ভাগ ভাগ হইয়া পতিত হয়, তবে একত্রে মুখ ভরা পরিমাণ হইলেও চাই একস্থানে বসিয়া হউক বা স্থানান্তরে বসিয়া হউক, অজু ভঙ্গ হইবে। কিন্তু যদি বমি বেগ থামিয়া পুনঃ হইয়া থাকে, তবে একত্র করিলে মুখভরা পরিমাণ অনুভব হইলেও অজু ভঙ্গ হইবে না। (কবিরী)

৯। প্রশ্নঃ- ভাত পানি ইত্যাদি আহার করা মাত্রই বমি হইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- ঐ ভাত, পানি, দুধ ইত্যাদি বমি করিলে অজু ভঙ্গ হইবে, কিন্তু গায়াতুল আওতার কিতাবে জানা যায় যে, এ ভাত পানি কিংবা দুধ প্রভৃতি পাকস্থলীতে পৌছিবার পূর্বে বমি হইয়া পড়িলে অজু ভঙ্গ হইবে না।

১০। প্রশ্নঃ- মুখ হইতে কিড়া বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- মুখ হইতে কিড়া বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হয় না। (খোলাছাতুল-ফতোয়া)

১১। প্রশ্নঃ- মুখের লালা পাক কি না?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, উদর হইতে আসিলেও মুখের লালা নাপাক নহে। জানা আবশ্যক যে, মৃত ব্যক্তির মুখের লালা নাপাক।

১২। প্রশ্নঃ- থুথুর সহিত রক্ত বাহির হইলে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?;

উত্তরঃ- কবিরী কিতাবে লিখিত আছে, যদি থুথুর সহিত এত পরিমাণ রক্ত বাহির হয় যে, থুথুর চেয়ে রক্তের ভাগ বেশী হয় তবে অজু ভঙ্গ হইবে। থুথু ও রক্ত সমপরিমাণ হইলে অজু করা ভাল; কিন্তু আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, রক্ত ও থুথু সমপরিমাণ হইলে অজু ভঙ্গ হইবে, এস্থলে আলমগীরি কিতাবের মত রক্ষা করা কর্তব্য।

১৩। প্রশ্নঃ- কিছু চিবাইলে বা মেছওয়াক করিলে যদি মুখ হইতে রক্ত বহির্গত হয় কিংবা মেছওয়াকে রক্তের চিহ্ন দেখা যায় তাহাতে অজু ভঙ্গ হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, মেছওয়াকে কিংবা চর্বিত দ্রব্যে রক্তের চিহ্ন পাইলে অজু ভঙ্গ হইবে না, কিন্তু মুখের মধ্যে যে রক্ত বাহির হইয়াছে, তাহা গড়াইয়া যাইবার পরিমাণ হইলে অজু ভঙ্গ হইবে। কবিরী কিতাবে ঐ রক্ত ছায়েল (প্রবাহিত) কি না পরীক্ষার জন্য কতেক মাশায়েখের কৌল লিখিয়াছে যে, মুখের ক্ষতস্থানে অঙ্গুলী কিংবা কাপড় স্থাপন করিলে যদি আঙ্গুলে কিংবা কাপড়ে রক্তের চিহ্ন পায় তবে অজু ভঙ্গ হইবে, নচেৎ না।

অজু ভঙ্গ হওয়া না হওয়ার সন্দেহের বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- অজুর মধ্যে কোন কোন সময় সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, অজু আছে কি না, এই প্রকার ঘটনার কতক উল্লেখ করিয়া মিমাংসা করিতে মর্জি হয়।

উত্তরঃ- অজুর মধ্যে সন্দেহ সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিলাম, স্মরণ রাখিও।

১। যদি কাহারও প্রস্রাবান্তে নিয়মিত এস্তেঞ্জার পর পুনঃ পুনঃ সন্দেহ হয় যে, প্রস্রাব বহির্গত হইল কি না, এ প্রকার সন্দেহস্থলে প্রস্রাব মোকামে তুলা প্রবেশ করাইয়া নামাজ পড়া মোস্তাহাব। (গায়াতুল আওতার)

২। বে-অজু ও নাপাকী অবস্থায় প্রস্রাব করিয়া অজু ও গোছল করিবার পর প্রস্রাব মোকাম ভিজা বোধ করিলে সেই ভিজা প্রস্রাবের কি পানির তাহা ঠিক করিতে না পারিলে পুনঃ অজু করিয়া নামাজ পড়িবে। গায়াতুল আওতার কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, যদি উক্ত ১ম দফার ন্যায় নামাজের মধ্যে প্রস্রাবের দ্বার ভিজা বোধ করে ও সেই ভিজা প্রস্রাবই বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তবে পুনঃ অজু করিয়া নামাজ পড়িবে, প্রস্রাবে ভিজা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে শয়তানের অছওয়াছা মনে করিয়া আদায় করিবে। জানা আবশ্যক যদি কাহারও ঐরূপ অছওয়াছা হয়, তবে তাহার কর্তব্য এই যে, এস্তেঞ্জার পর প্রস্রাব দ্বারে কিছু পানি ছিটাইবে। কবিরী কিতাবে আছে- যাহার অতিরিক্ত অছওয়াছা হয়, তাহার এস্তেঞ্জার পর কাপড়ে কিছু পানি ছিটাইয়া দিবে।

৩। গায়াতুল-আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, যদি কাহারও দেলে অজু অন্তে এইরূপ দ্বিধা জন্মে যে, অবশ্যই অজু আছে আবার সন্দেহ হয় যে, অজু ভঙ্গের কারণ ঘটিয়াছে কি না; এমন দ্বিধা স্থলে অজু থাকা দৃঢ় বিশ্বাস হইলে পুনঃ অজু করিতে হইবে না, অজু ভঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাস হইলে পুনঃ অজু করিয়া লইবে।

৪। গায়াতুল-আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, যদি কাহারও মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে অজু ভঙ্গের কারণ ঘটিয়াছে ও অজুও করিয়াছে, ইহার কোনটি প্রথম ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ জন্মিলে অজু ভঙ্গের পর অজু করিয়াছি বলিয়াই ধরিতে হইবে; কারণ নামাযী প্রায়ই অজু ভঙ্গের পর অজু করিয়া থাকে।

৫। যদি কাহারও অজুর মধ্যে সন্দেহ হয় যে, কোন স্থান ধৌত কি মাসেহ করিয়াছি কি না, তবে দেখিতে হইবে যে সন্দেহটি কিরূপ, যাহার সন্দেহর রোগ আছে তাহার সন্দেহ স্থান ধৌত কি মাসেহ করিয়া অজু পূরা করিয়া লইবে।

৬। যদি কাহারও অজুর শেষে সন্দেহ হয় যে, কোন এক অঙ্গ ধৌত কি মাছেহ করিয়াছি কি না, এমন সন্দেহ ধরিতে হইবে না। অজু শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে।

৭। যদি কাহারও অজু অন্তে সন্দেহ জন্মে যে, অজুতে কোন অঙ্গ ধৌত করি নাই, তাহা হইলে বাম পা ধৌত করিয়া সন্দেহ দূর করিবে, যদি স্মরণ থাকে যে, বাম পা ধৌত করিয়াছে তবে ডান পা ধৌত করিয়া সন্দেহ দূর করিবে। (গায়াতুল-আওতার)

২। প্রশ্নঃ- কতক লোকের অবস্থা এইরূপ আছে যে, তাহারা পুনঃ পুনঃ সন্দেহ বশতঃ এক অঙ্গ বার বার ধৌত করিয়া থাকে তাহাদের সন্দেহের কি হুকুম?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, শয়তানেই লোকের দেলে ঐরূপ সন্দেহ জাগাইয়া থাকে। অতএব ঐরূপ সন্দেহ ধর্তব্য নহে।

৩। প্রশ্নঃ- কোন সময় যদি সন্দেহ জন্মে যে, অজু করিয়াছি ও ভঙ্গ হইয়াছে, এমনাবস্থায় অজু করিয়াছি ধরিব বলিয়া আদেশ হইল। যদি কাহারও এইরূপ সন্দেহ হয় সে স্ত্রীকে তালাক দিয়াছি কি না, কাপড় পাক আছে কি না, গোলাম আজাদ করিয়াছি কি না, পানি পাক কি নাপাক, এমন সন্দেহ হইলে কোন্ প্রকার সন্দেহ ভুল বলিয়া গণ্য হইবে?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, তালাক দেওয়া ,কাপড় নাপাক হওয়া, গোলাম আজাদ করা, পানি নাপাক হওয়ার সন্দেহ সমূহ বাতিল ধরিয়া তালাক হয় নাই,

কাপড় পাক আছে, গোলাম আজাদ হয় নাই, পানিও পাক আছে বলিয়া ঠিক করিতে হইবে, ইহার কারণ ঐ কিতাবে আশবাহওন্নাজায়ের কিতাব হইতে লিখিয়াছে যে, দৃঢ় বিশ্বাস জনিত প্রকৃত কার্যের উপরে সন্দেহ হইলে, সেই সন্দেহ বাতিল বলিয়া ধরিবে কারণ সন্দেহটি অপ্রকৃত। অতএব প্রকৃত ঘটনা অপ্রকৃত ঘটনার সন্দেহ স্থলে অপ্রকৃত ঘটনাই বাতিল।

মা'জুর অবস্থায় অজু করিয়া কি প্রকারে পবিত্র হইবে তাহার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- অজু সম্বন্ধে মা'জুর কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, যে কারণে অজু ভঙ্গ হয় তাহার কোন এক কারণ পুরা এক ওয়াক্ত নামাজের আরম্ভ হইতে শেষ সময় পর্যন্ত থাকিলে তাহাকে মা'জুর বলে।

২। প্রশ্নঃ- কি কি কারণে মা'জুরের মধ্যে গণ্য হয় তাহার মোটামুটি কয়েকটি কারণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের মর্মে বলিতেছি স্মরণ রাখিও- (১) কোন ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, (২) কাহারও প্রস্রাব ঝরিতে থাকিলে, (৩) বাহ্য পড়িতে থাকিলে, (৪) সর্বদা বাৎকর্ম হইতে থাকিলে, (৫) স্ত্রীলোকের এস্তেহাজা রোগ হইলে, (৬) নাসিকা হইতে সর্বদা রক্ত পড়িতে থাকিলে। কবিরী কিতাবে লিখিত আছে- (৭) চক্ষু হইতে যন্ত্রণায় সর্বদা পানি ঝরিতে থাকিলে মা'জুর বলিয়া গণ্য হইবে। (তরীকুল ইসলাম ২য় খন্ড মা'জুরের মাসয়ালা দ্রষ্টব্য)।

ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে অজু করিয়া নামাজ পড়িবার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- কাহারও শরীরের ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে সে কি প্রকারে নামাজ আদায় করিবে?

উত্তরঃ- মুনিয়া কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, ঐরূপ রক্ত পুঁজ এক ওয়াক্ত পর্যন্ত সর্বদা ঝরিতে থাকিলে মা'জুরের মধ্যে গণ্য। অতএব ওয়াক্তের সময়ই অজু করিয়া নামাজ পড়িবে।

২। প্রশ্নঃ- কোন ব্যক্তি যেমন জোহরের ওয়াক্তের মধ্যে রক্তস্রাব আরম্ভ হওয়াতে অজু করিয়া নামাজ আদায় করিলে ঐ রক্তস্রাব আছরের নামাজের শেষ পর্যন্ত থামিলে বা না থামিলে ঐ ব্যক্তির অজু ও নামাজের বিষয় কি হুকুম?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, যদি কাহারও ঐরূপ কোন ওয়াক্তের মধ্যে শরীর হইতে রক্ত ঝরিতে থাকে, তবে সে অজু করিয়া নামাজ আদায় করিবে। কিন্তু পরবর্তী ওয়াক্তের মধ্যে রক্ত ঝরিতে থাকিলে অজু করতঃ ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়িবে ও পূর্ব ওয়াক্তের নামাজ কাজা আদায় করিবে; আর যদি পরবর্তী ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত ঐরূপ রক্তস্রাব হইতে থাকে; তবে পূর্ব ওয়াক্তের নামাজ কাজা পড়িতে হইবে না। বর্তমান ওয়াক্তের ঐ অবস্থায়ই অজু করতঃ নামাজ আদায় করিলে হইয়া যাইবে।

৩। প্রশ্নঃ- কোন এক ওয়াক্তের মধ্যে কাহারও রক্তস্রাব বন্ধ হয় না দেখিয়া অজু করিল ও অজু করা মাত্রই রক্ত বন্ধ হইল, ঐ অজু দ্বারাই নামাজ পড়িলে জায়েজ হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, এরূপ বন্ধ হইয়া পরবর্তী ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত থাকিলে অজু করিয়া পূর্ববর্তী ওয়াক্তের নামাজ কাজা পড়িবে; কারণ সে মাজুরের মধ্যে গণ্য নহে।

৪। প্রশ্নঃ- ঐরূপ রক্তস্রাব অবস্থায় অজু করিয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করার পর রক্ত বন্ধ হইয়া পরবর্তী ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত থাকিলে তাহার প্রতি কি হুকুম?

উত্তরঃ- অত্রাবস্থায়ও আলমগীরি কিতাবের মর্মানুযায়ী ঐ নামাজ পুনঃ কাজা পড়িতে হইবে।

৫। প্রশ্নঃ- কোন ব্যক্তির সতত রক্তস্রাব হইতেছে, এমনাবস্থায় অজু করিয়া এক ওয়াক্ত নামাজ পড়িল। কিন্তু অন্য ওয়াক্ত আসার মধ্যে ঐ অজু থাকিয়া গেল, তদ্বারা উপস্থিত নামাজ হইবে কি না?

উত্তরঃ- স্মরণ রাখিবে, আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, রক্তস্রাব কেন, অজু ভঙ্গের যে কোন ঘটনা থাকা সত্ত্বেও মা'জুর অবস্থায় অজু করিয়া এক ওয়াক্ত নামাজ পড়িলে অন্য কারণে ঐ অজু ভঙ্গ না হইলেও পরবর্তী ওয়াক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে ঐ ওজর থাকার দরুণ অজু থাকিলেও পুনঃ অজু করিয়া লইবে।

৬। প্রশ্নঃ- মা'জুর অবস্থায় অজু করিয়া জোহরের নামাজ পড়িলে, পুনঃ ঐ ওয়াক্ত থাকিতেই অজু করিলে তদ্বারা আছরের নামাজ পড়িতে পারে কি না?

উত্তরঃ- জায়েজ নাই; সহীহ রেওয়ায়েত মতে পুনঃ অজু করিয়া আছরের নামাজ পড়িবে।

৭। প্রশ্নঃ- বসন্ত রোগীর শরীরে কতক বসন্ত ফাটিয়া যদি পুঁজ পানি ইত্যাদি বাহির হইতে থাকে, তবে নামাজের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- মুনিয়া ও আলমগীরি কিতাবের মর্মে ঐ অবস্থায় অজু করিয়া নামাজ পড়িবে, কিন্তু অজুর পর নূতন আর একটিও ফাটিলে অজু ভঙ্গ হইবে, কারণ বসন্তগুলি পৃথক পৃথক ধরিতে হইবে।

৮। প্রশ্নঃ- এক ব্যক্তির শরীর হইতে রক্ত বাহির হইতেছে, সে যদি তুলা কিংবা পট্টী দ্বারা বন্ধ করে ও বসা থাকে, তাহা হইলে রক্ত বন্ধ থাকে, ঐ ব্যক্তির নামাজের কি হইবে?

উত্তরঃ- ঐ ব্যক্তির প্রতি ওয়াজিব যে, তুলা বা পট্টীর দ্বারা রক্ত বন্ধ করতঃ বসিয়া বসিয়া অজু করিয়া ঐ অবস্থায়ই নামাজ আদায় করে। পট্টী দ্বারা জখম বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে পারিলে দাঁড়াইয়া পড়িবে। যদি দাঁড়াইলে রক্ত বাহির হয় তবে বসিয়া নামাজ পড়িবে।

সর্বদা প্রস্রাব ঝরিতে থাকিলে অজুর বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- যাহার অনবরত প্রস্রাব ঝরিতে থাকে, তবে সে কি প্রকার অজু করিবে?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবে আছে- যাহার অজু ও নামাজ আদায় করিবার সময়টুকু পর্যন্ত প্রস্রাব বন্ধ থাকে না, তাহার প্রতি ওয়াজিব যে প্রস্রাব দ্বারে তুলা প্রবেশ করাইয়া অজু ও নামাজ আদায় করা।

২। প্রশ্নঃ- অনবরত বাহ্য ঝরিতে থাকিলে কি করিবে?

উত্তরঃ- কবিরী কিতাবের মর্মে আছে, বাহ্য ঝরিতে থাকিলে মোকামে তুলা কিংবা নেকড়া প্রবেশ করাইয়া নামাজ আদায় করিবে।

৩। প্রশ্নঃ- অনবরত বায়ু বাহির হইতে থাকিলে কি প্রকারে অজু করিবে?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের মর্ম মতে নামাজের পূর্বক্ষণেই অজু করতঃ নামাজ আদায় করিবে।

স্ত্রীলোকের এস্তেহাজা রোগে কি প্রকারে অজু ও নামাজ আদায় করিবে

১। প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকের এস্তেহাজা রোগে অনাবর্ত রক্তস্রাব হইলে কি প্রকারে অজু ও নামাজ আদায় করিবে?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, ঐ প্রকার রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোক মা'জুর; ঐ অবস্থায় প্রত্যেক ওয়াক্তে নূতন অজু করিয়া নামাজ পড়িবে। (তরীকুল ইসলাম ১০ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

২। প্রশ্নঃ- ঐ রক্ত সর্বদাই কাপড়ে লাগে, সেই কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়া যাইবে কি না?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, রক্ত জড়িত কাপড় পরিয়া নামাজ পড়া জায়েজ নাই, ঐ রক্ত নাপাক। উক্ত কিতাবে লিখিত আছে যে, এস্তেহাজা হউক বা অন্য কোন প্রকার রক্ত অনবরত নির্গত হইলে ঐ কাপড়সহ নামাজ পড়িবে। যদি তাড়াতাড়ি নামাজ আদায় করিতে পারে ও কাপড়ে রক্ত না লাগে তবে পরিবর্তন করতঃ ভাল কাপড় পরিয়া নামাজ আদায় করিবে।

৩। প্রশ্নঃ- যদি এস্তেহাজার অবস্থায় তুলা ও নেকড়া দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া অজু ও নামাজ পড়ে, তাহাদের কি হুকুম?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের মর্মে ঐ অবস্থায় নামাজ হইবে।

নাসিকা হইতে সর্বদা রক্ত ঝরিলে কি করিব

প্রশ্নঃ- নাসিকার এক ছিদ্র দিয়া সর্বদা রক্ত পড়িতে থাকিলে কি করিবে?

উত্তরঃ- যদি সর্বদা নাসিকা হইতে রক্ত ঝরিতে থাকে, ওজরে নামাজ পড়িবার সময় অজু করিয়া লইবে; অজু অন্তে অন্য ছিদ্র দ্বারা রক্ত বাহির হইলে পুনঃ অজু করিয়া লইবে। (মুনিয়া)

চক্ষু হইতে সর্বদা পানি ঝরিলে কি করিবে

১। প্রশ্নঃ- যদি চক্ষু উঠে ও তজ্জন্য চক্ষু হইতে পানি ঝরিতে থাকে তবে কিরূপে অজু করিবে?

উত্তরঃ- রোগ বশতঃ চক্ষু দিয়া পানি ঝরিতে থাকিলে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) -এর মতে নামাজের পূর্বে অজু করিবে। কারণ চক্ষুর পানির সহিত রক্ত পুঁজ আসিতে পারে। (কবিরী) যুবক বৃদ্ধ সকলের জন্য ঐ হুকুম।

২। প্রশ্নঃ- যন্ত্রণায় অনবরত চক্ষু হইতে পানি বাহির হইলে কি করিবে?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবীতে প্রকাশ পায় যে, চক্ষু হইতে যন্ত্রণায় সর্বদা পানি পড়া রোগীটিকে আরবীতে 'আমাশ' বলে। এই রোগী তার নামাজের পূর্বক্ষণেই অজু করিয়া নামাজ পড়িতে হয়।

দ্রষ্টব্য- (ক) মা'জুর ঈদের নামাজের নিয়তে অজু করিলে তদ্দারা জোহরের নামাজ পড়িতে পারে (আলমগীরি)। (খ) মা'জুর অবস্থায় অজু দ্বারা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল নামাজ পড়িতে পারে (বাহরুর রায়েক)। মা'জুরের মাসয়ালা তরীকুল ইসলামের ২য় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়

তায়াম্মুমের বয়ান

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! তায়াম্মুম কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- বৎস! পানি ব্যবহারে অক্ষম কিংবা পানির অভাব বশতঃ অজু ও গোছলের পরিবর্তে পাক মাটি দ্বারা পবিত্র হওয়ার নিয়তে মোছেহ করাকে তায়াম্মুম বলে।

২। প্রশ্নঃ- হুজুর! তায়াম্মুমের কয়টি রোকন (অঙ্গ) ও কি কি?

উত্তরঃ- দুইটি রোকন; মারাকিল-ফালাহ কিতাবে আছে, (১) মুখ মোসেহ করা। (২) দুই হাত মোসেহ করা। কবিরী কিতাবে আছে, মুখ ও হাত মোসেহ করা এক রোকন। শামী কিতাবে দুই রোকন প্রকাশ পায়- (১) দুই বার হাত মাটিতে মারা, (২) পুরা পুরা মাসেহ করা। মারাকিল-ফালাহ কিতাবে সহীহ রেওয়ায়েত মতে সম্পূর্ণভাবে মোসেহ করা শর্ত লিখিয়াছে।

৩। প্রশ্নঃ- হুজুর! তায়াম্মুমের মধ্যে কয়টি ফরজ ও কি কি?

উত্তরঃ- বৎস! তায়াম্মুমের মধ্যে তিনটি ফরজ আদায় করিতে হয়। যথা- (১) পাক হইবার বা নামাজ পড়িবার নিয়ত করতঃ পাক মাটিতে দুই হাত মারা, (২) সমস্ত মুখমন্ডল যে পর্যন্ত অজুতে ধৌত করে সেই পর্যন্ত একবার মোসেহ করা, (৩) দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মারিয়া দুই হাত কনুইর কিঞ্চিৎ উপরিভাগ পর্যন্ত একবার মোসেহ করা ফরজ। (মালাবুদ্দামিনহু)

৪। প্রশ্নঃ- হুজুর! তায়াম্মুমে কয়টি ওয়াজিব?

উত্তরঃ- বৎস! চারিটি ওয়াজিব। 'মারাকিল ফালাহ' কিতাবে লিখিত আছে (১) পানি অতি নিকটে আছে কিন্তু আনিতে অক্ষম বিধায় যদি কেহ বলে যে, পানি আনিয়া দিতেছি, তবে নামাজের ওয়াক্ত কাজার আশংকা হইলেও বিলম্ব করা ওয়াজিব। (২) কুয়ার নিকটে অন্য কোন রশি কি ডুলি (পানি তুলিবার পাত্র) নাই কিন্তু অন্যের নিকট ডুলি ও রশি আছে; সে যদি বলে যে, দিতেছি, তবে নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করা ওয়াজিব। এই কথা ইমাম আবু হানিফার (রঃ) মতে কিন্তু ছাহেবাইনের [ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) ও ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ)] মতে নামাজের ওয়াক্ত কাজা হইলেও দেরী করা ওয়াজিব। এইরূপ মতভেদ স্থলে নামাজের শেষ ওয়াক্তে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ আদায় করিবে; পরে পানি পাইলে অজু করিয়া নামাজ দোহরাইয়া লইলে ছাহেবাইনের মতও রক্ষা হইবে। (৩) যদি কোন মরুভূমিতে উপস্থিত হইয়া পানির অভাব হয়, আর কোন প্রকারে বিবেচনা হয় যে, চারি শত কদমের (কদম দেড় হাত, বাহরুর-রায়েক) মধ্যে পানি আছে, তবে কোন প্রকার ভয়ের কারণ না থাকিলে তাহার পক্ষে ঐ পানি তালাশ করা ওয়াজিব।

৪। পানির অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গীয় লোকের নিকট প্রচুর পরিমাণে পানি থাকিলে তাহার

নিকট পানি তলব করা ওয়াজিব; যদি সে বিনামূল্যে দিতে না চায়, তবে এমতাবস্থায় পানির অভাবগ্রস্ত লোকটির নিকট যদি পথ খরচ ও খোরাকীর চেয়ে সম্বল অধিক থাকে ও মূল্য গবনে-ফাহেশ (দ্বিগুণ মূল্য) না হয়, তবে পানি খরিদ করিয়া নামাজের জন্য অজু করা ওয়াজিব। জানা আবশ্যক যে, কোন কোন কিতাবে উল্লেখিত ওয়াজিবগুলিকে ফরজের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে।

৫। প্রশ্নঃ- হুজুর! ছওয়াল করা হারাম বটে, কিন্তু পানি চাহিলে পাপ হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! মারাকিল-ফালাহ ও বাহরুর-রায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, পাক ও পবিত্র হইবার জন্য পানি চাহিলে স্বভাবতঃ লোকে দিয়া থাকে, এমনস্থলে ছওয়াল করা পাপ নহে।

তায়াম্মুমের সুন্নতের বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! তায়াম্মুমের সুন্নত কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ- তায়াম্মুমে মোট বারটি সুন্নত আছে। 'মারাকিল-ফালাহ' কিতাবে লিখিত আছে- (১) 'বিসমিল্লাহ বলা, (২) তরতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, যেরূপ হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করিয়াছেন, (৩) উপর্যুপরি কার্য করা, (৪) হাত মাটিতে মারিয়া প্রথমে সম্মুখে, পরে পিছনে ঘষা, (৫) হাত ঝাড়া, (৬) অঙ্গুলী বিস্তার করিয়া হাত মারা। এতদ্ভিন্ন শামী কিতাবে ৫টি সুন্নত লিখিত আছে, (৭) হাতের তালু মাটিতে মারা, (৮) ডানদিক হইতে আরম্ভ করা, (৯) হাতের পিঠের দিক প্রথমে মোসেহ করা, (১০) দাড়ি খেলাল করা, (১১) আঙ্গুলে আঙ্গুলে খেলাল করা, (১২) বিশুদ্ধ মাটিতে হাত মারা। শামী কিতাবে লিখিয়াছে তায়াম্মুমে দাড়ি এবং অঙ্গুলী সমূহ খেলাল করিবে এবং হাতে আংটি থাকিলে কিংবা নাকে বালী (অলংকার) থাকিলে উহা ঘুরাইয়া মোসেহ করিবে। উক্ত কিতাবে খানিয়া কিতাব হইতে লিখিয়াছেন যে, অঙ্গুলীসমূহ খেলাল করা মোসেহ পূর্ণ করার জন্য জরুরী। অর্থাৎ তায়াম্মুমের স্থানসমূহ সম্পূর্ণ মোসেহ করা ফরজ। এই ফরজ আদায়ের জন্য অঙ্গুলী খেলাল আবশ্যক, নতুবা মাসেহ পূর্ণ হইবে না। উক্ত শামী কিতাবে বাহরুর-রায়েক হইতে লিখিয়াছে যে, আঙ্গুলের আংটী এবং মেয়েলোকের নাকের বালী ঘুরাইয়া মোসেহ করিবে। ইহাও অঙ্গুলী খেলালের ন্যায় মাসেহ পূর্ণ করা জরুরী। নতুবা মোসেহ আদায় হইবে না।

২। প্রশ্নঃ- হুজুর! উপর্যুপরি মোছেহের উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ- অজুতে যে প্রকার এক অঙ্গ শুষ্ক হইবার পূর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করা সুন্নত, সেরূপ তায়াম্মুম অজুর খলিফা (প্রতিনিধি) বিধায় পর-পর তায়াম্মুম করা সুন্নত। (শামী)

৩। প্রশ্নঃ- হুজুর! হাত ঝাড়া কি সকল সময় সুন্নত।

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, হাতে ধুলা বেশী পরিমাণ জড়িত হইলে চেহারা মলিন হইয়া যায়, তজ্জন্য ধুলার পরিমাণ বিশেষে এক, দুই কি তিনবার পর্যন্ত হাত ঝাড়া বিধি

আছে; কিন্তু মসৃণ পাথর, যাহাতে হাত মারিলে ধুলা না লাগে সেরূপ অবস্থায় হাত ঝাড়া সুন্নত নহে। তাবয়ীনুল-হাকায়েকের হাশিয়াতে লিখিত আছে যে, তায়াম্মুমে একস্থান একবারের অধিক, মোসেহ করা সুন্নতের খেলাফ। জামেউর-রুমুজ কিতাবে লিখিত আছে যে, একবারের অধিক মোসেহ করা মাকরূহ।

৪। প্রশ্নঃ- হুজুর! মাটিতে হাত মারিয়া মোসেহ করায় হাতে ধুলা না লাগিলে কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! মোসেহের স্থানসমূহে মাটি লাগান শর্ত নহে; সকল স্থান মোসেহ করা (হাত ফিরান) শর্ত। (জামেউর-রুমুজ)

৫। প্রশ্নঃ- হুজুর! আঙ্গুলের ফাঁকে ধুলা লাগিবে বলিয়াই অঙ্গুলী বিস্তার করিবার বিধি বুঝিলাম, কিন্তু পাথর বা যে দ্রব্যের উপর ধূলা নাই তাহাতে হাত মারিতে অঙ্গুলী বিস্তার করিবে কেন?

উত্তরঃ- বৎস! 'শামী' কিতাবে লিখিত আছে যে, পাথর ও মাটি একজাতীয় বলিয়া হাতের অঙ্গুলী বিস্তার করার বিধি আছে।

তায়াম্মুমের মোস্তাহাবের বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! তায়াম্মুমের মোস্তাহাব কি কি?

উত্তরঃ- তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, পানির অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির যদি আশা থাকে যে পানি পাবে, তবে তাহার জন্য নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। 'জ ামেউর রুমুজ' কিতাবে লিখিত আছে যে, পানি পাইবার আশা থাকিলে নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত দেরী করা মোস্তাহাব, কিন্তু মাগরিবের নামাজ আউয়াল ওয়াক্তেই আদায় করা মোস্তাহাব। 'মারাকিল-ফালাহ' কিতাবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, পানি পাইবার দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত দেরী করা ওয়াজিব।

২। প্রশ্নঃ- হুজুর! তায়াম্মুমের তিনটি ফরজ আদায় করিতে কয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! ১১টি বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া তায়াম্মুম করিবে। আলমগীরি কিতাবের মর্মানুযায়ী- (১) নিয়ত করা, (২) দুই হাত মারা, (৩) সমস্ত স্থান ভালরূপে মোসেহ করা, (৪) পাক মাটি হওয়া, (৫) তিন অঙ্গুলীর কম দ্বারা মোসেহ না করা, (৬) পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া, (৭) পানির অভাব হওয়া, 'মারাকিল-ফালাহ' কিতাবে আরও দুইটি বিষয় আছে, (৮) হদেছের (অজু ভঙ্গের কারণ যাহাতে অজু ভঙ্গ হয়, যেমন পায়খানা, প্রস্রাব,রক্তপাত ইত্যাদি উহা বন্ধ হওয়ার) প্রতি লক্ষ্য রাখা, (৯) হায়েজ (ঋতু) ও নেফাছ (প্রস্রাবান্তে রক্তপাত) হইলে পাক হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা, (১০) মোছেহের স্থান মোম কি চর্বি অথবা কোন দ্রব্য দ্বারা আবদ্ধ থাকিলে তাহা ফেলিয়া তায়াম্মুম করা, 'হাশিয়ায়ে তাহতাবী' কিতাবে লিখিত আছে- (১১) মুসলমান হওয়াও এক শর্ত।

৩। প্রশ্নঃ- হুজুর! প্রকাশিত বিষয়গুলির প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, কি করিব?

উত্তরঃ- বৎস! এ বিষয় যতদূর জানিতে বাসনা প্রশ্ন করিয়া জানিতে পার বাধা কি?

৪। প্রশ্নঃ- কেবলা! তায়াম্মুম করা কি খোদার হুকুম, না ইমামগণের মত? এবং ঐ তায়াম্মুমের প্রথা পূর্ব জামানার নবী সকলের সময় ছিল কি না?

উত্তরঃ- বৎস! গায়াতুল-আওতার, মারাকিল-ফালাহ ও এনায়া কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, তায়াম্মুম করা ইমামগণের কথা নয়; এই তায়াম্মুম পূর্ব জামানায় ছিল না। পরম কারুনিক খোদাতায়ালা হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সন্তোষার্থে ও হুজুরের উম্মতের সুবিধা ও সাহায্যার্থে পাক কোরআন-মজিদের মধ্যে ফরমাইয়াছেন- "অজু ও ফরজ গোছল করিতে অক্ষম হইলে কিংবা পানির অভাব হইলে, পাক মাটি দ্বারা নিয়ত করতঃ তায়াম্মুম করা খোদার হুকুম ও ফরজ।

৫। প্রশ্নঃ- হুজুর! কোরআন শরীফে যে অজু ও গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিবার আয়াত আছে তাহার অর্থে নাকি মতভেদ আছে; আপনি স্পষ্ট বাক্যে গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা ফরজ বলিলেন, ইহার তাৎপর্য কি জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! ঐ আয়াতের মীমাংসা স্থলে এনায়া ও বাহরুর-রায়েক কিতাবে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্মে প্রকাশ পায় যে, গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করাকে কেহ বলেন ফরজ, কেহ বলেন ফরজ নহে। (কেহ বলেন ফরজ নহে অর্থাৎ কেহ বলেন যে, গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিলে পাক হইবে না)। এমনস্থলে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাদিস শরীফের মধ্যে ওজরে গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা স্পষ্টই ফরজ করিয়াছেন, তখন মতভেদ থাকিলেও তাহা ধর্তব্য নহে সুতরাং গোছলের তায়াম্মুম নিঃসন্দেহে ফরজ।

৬। প্রশ্নঃ- হুজুর! হায়েজ ও নেফাছওয়ালী পানির অভাবে কি প্রকারে পাক (পবিত্র) হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! উহাদের নিমিত্ত পানি অভাবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিয়া পবিত্র হওয়া ফরজ।

৭। প্রশ্নঃ- হুজুর! হায়েজ ও নেফাছওয়ালীর তায়াম্মুম করা যে ফরজ, তাহা কোরআন শরীফে স্পষ্ট প্রকাশ নাই, তবে ফরজ হইল কি প্রকারে?

উত্তরঃ- বৎস! আল্লাহ তায়ালা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যে কালামে-মজিদ প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক কথা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। সর্বসাধারণে যাহা বুঝিতে অসমর্থ তৎসম্পর্কে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বিশেষ ভাবে ইহকাল ও পরকালের সুবিধার্থে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই হাদীস, অতএব হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাপাক, হায়েজ নেফাছওয়ালীকে ওজরে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিয়া পবিত্র হইতে ও নামাজ পড়িতে আদেশ করিয়াছেন; সুতরাং নাপাকের তায়াম্মুমও ফরজ। ইহার প্রমাণ দেখ-

'মাজমাউল আনহুর' 'এনায়া' ও 'হেদায়া' কিতাবে লিখিত আছে যে, এক রোজ হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একদল লোক আসিয়া বলিল, "হুজুর! আমরা বালুকাময় স্থানে বাস করি, আমাদের মধ্যে নাপাক হায়েজ ও নেফাছ হয় কিন্তু পানির অভাবে পাক হইতে পারি না, কি প্রকারে নামাজ পড়িব?' তখন হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন যে, তোমাদের পাকের জন্য মাটি। 'ফতহুল-কাদির কিতাবেও ঐরূপ লিখিয়াছেন। তায়াম্মুম শিক্ষা দেওয়ার জন্য তখনই হুজুর মাটিতে হাত মারিয়া মুখ মাসেহ করিলেন, পুনঃ হাত মারিয়া হাত মোসেহ করতঃ তাহাদিগকে তায়াম্মুম শিক্ষা দিলেন। এতদ্ভিন্ন সহীহ মোসলেম-শরীফ ও সহীহ বোখারী শরীফ হইতে বাহরুর-রায়েক কিতাবে আসিয়াছে যে, একদা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন লোককে জামাতের সহিত নামাজ পড়িতে না দেখিয়া জি জ্ঞাসা করিলেন- "তুমি নামাজ পড়িলে না কেন? সে উত্তর করিল- "হুজুর! আমি নাপাক হইয়াছি পানির অভাব, কি করিব? তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করিয়া পাক হও।" তিরমিজি শরীফ, আবু দাউদ, ফতহুল-কাদির ও হেদায়া কিতাবে লিখিত আছে যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, দশ বৎসরও পানির অভাব হইলে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়া যাইবে।"

তায়াম্মুমের নিয়তের বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! নিয়ত না করিলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! নিয়ত ব্যতীত তায়াম্মুম শুদ্ধ হইবে না, কারণ নিয়ত করা ফরজ। (শরহে-বেকায়া)।

২। প্রশ্নঃ- হুজুর! অজুর নিয়ত ফরজ নয়, তায়াম্মুমের নিয়ত ফরজ হইল কেন?

উত্তরঃ- বৎস! পরম কারুণিক খোদাতাআলা যাবতীয় ময়লা ও নাপাক পরিষ্কার ও পবিত্র করিবার জন্যই পানি সৃষ্টি করিয়াছেন, মাটি তদ্রুপ নয়; মাটি ব্যবহারে ময়লা হয়, তবুও পাক হয়। ইহার মূল উদ্দেশ্য নিয়ত করা; অতএব তায়াম্মুমের নিয়ত করা ফরজ। (মারাকিল-ফালাহ ও জওহারাতুন্-নাইয়ারা)

৩। প্রশ্নঃ- হুজুর! তায়াম্মুম করিবার জন্য কোন্ সময় নিয়ত করিতে হয়?

উত্তরঃ- যখন তায়াম্মুম করিতে মাটিতে হাত মারিবে তখন নিয়ত করিবে, তবে মাটিতে হাত মারিয়া উঠাইয়া মোসেহ করিবার পূর্ব সময়ও নিয়ত করা জায়েজ আছে। (মারাকিল-ফালাহ)।

৪। প্রশ্নঃ- হুজুর! অজুর নিয়তে তায়াম্মুম করিলে ফরজ গোছলের তায়াম্মুম আদায় হইবে কি না?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, আদায় হইবে। (হেদায়া)

৫। প্রশ্নঃ- কতেক রেছালার মধ্যে যে লিখিত আছে অজুর নিয়তে তায়াম্মুম করিলে গোছলের তায়াম্মুম আদায় হয় না?

উত্তরঃ- বৎস! কোন কোন রেছালায় যে পৃথক পৃথক নিয়ত আবশ্যক লিখিয়াছেন, সেই রেওয়ায়েত হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মতে। কিন্তু আমি হেদায়া থেকে যে রেওয়ায়েত বলিয়াছি, তাহা (১) বাহ্‌রুর-রায়েক, (২) ফতহুল-কাদির, (৩) কাফি, (৪) এনায়া, (৫) তাবিনুল-হাকায়েকের হাশিয়া, (৬) জওহারাতুন-নাইয়ারা, (৭) তাবিনুল-হাকায়েক, (৮) কাজিখান ও (৯) আলমগীরি প্রভৃতি কিতাবে শুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করতঃ কোন কোন রেছালার কওল অশুদ্ধ লিখিয়াছে; অতএব পৃথক পৃথক নিয়তের আবশ্যক করে না। 'নেছাবুল-এহতেছাব' ও 'তাতার খানিয়া' কিতাব হইতে আলমগীরিতে লিখিয়াছেন এই যে, জুনুব (নাপাক) ব্যক্তি অজুর নিয়তে তায়াম্মুম করিলে গোছলের তায়াম্মুম হইয়া যাইবে; এই কথার উপরই ফতোয়া হইয়াছে।

৬। প্রশ্নঃ- হুজুর! কতেক রেছালার কথা আমল করিতে দোষ হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! পৃথক পৃথক নিয়তে কোন ক্ষতি নাই।

৭। প্রশ্নঃ- কেবলা! কোন কাফের মুসলমান হইবার নিয়তে তায়াম্মুম করিয়া মুসলমান হইল; সেই তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ পড়া শুদ্ধ কি না?

উত্তরঃ- ঐ তায়াম্মুমে নামাজ পড়া জায়েজ নাই (আলমগীরি)। মুসলমান হইবার পূর্বে তায়াম্মুম করিয়াছে বলিয়া ঐ তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ পড়া শুদ্ধ হইবে না।

৮। প্রশ্নঃ- হুজুর! কোন মুসলমান ব্যক্তি তায়াম্মুম করিয়া পরে কাফের হইল; পুনঃ মুসলমান হইল; এমতাবস্থায় তাহার পূর্ব তায়াম্মুম দ্বারা বন্দেগী চলিবে কি না?

উত্তরঃ- হ্যাঁ বৎস! বন্দেগী চলিবে। (১) এনায়া, (২) হেদায়া, (৩) কাফি, (৪) খানিয়া, (৫) আলমগীরি ও (৬) খোলাছা প্রভৃতি কিতাব দ্রষ্টব্য।

৯। প্রশ্নঃ- কেবলা! ফরজ নামাজের নিয়তে তায়াম্মুম করিলে নফল নামাজ ও নফল নামাজ পড়িবার নিয়তে তায়াম্মুম করিলে ফরজ নামাজ পড়িতে পারিবে কি না?

উত্তরঃ- 'কাজীখান' কিতাবে উহা জায়েজ বলিয়া লিখিত আছে।

১০। প্রশ্নঃ- কোন লোক তায়াম্মুম করিতে অক্ষম, অন্যের দ্বারা তায়াম্মুম করিলে কে নিয়ত করিবে?

উত্তরঃ- যাহার তায়াম্মুম সেই নিয়ত করিবে। (বাহরুর-রায়েক)

১১। প্রশ্নঃ- হুজুর! নিয়তের কথা বুঝিলাম, হাত মারনে কিছু পার্থক্য আছে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! অন্যকে তায়াম্মুম করাইয়া দিলে তিনবার হাত মারিতে হইবে; একবার হাত মারিয়া মুখমন্ডল, ২য় বার হাত মারিয়া ডাহিন হাত, ৩য় বার হাত মারিয়া বাম হাত মোসেহ করাইয়া দিবে। (জামেউর-রুমুজ)।

১২। প্রশ্নঃ- হুজুর! যে ব্যক্তি তায়াম্মুম করাইয়া দিবে, তাহার অজু না থাকিলে তায়াম্মুম করাইতে পারিবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! বাহরুর-রায়েক কিতাবের মর্মানুযায়ী তায়াম্মুম করাইয়া দেনেওয়ালার অজু থাকার কোন শর্ত নাই।

১৩। প্রশ্নঃ- হুজুর! এক তায়াম্মুমে দুই তিন ওয়াক্ত নামাজ বা নামাজের ওয়াক্তের পূর্বের তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ পড়া যায় কি না?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, বৎস! জায়েজ আছে (জওহারাতুন্-নাইয়ারা)।

১৪। প্রশ্নঃ- হুজুর! তায়াম্মুম কি শুধু নামাজ ও ফরজ গোছলের জন্য না অন্য কোন বিষয়ে তায়াম্মুম জায়েজ?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, নামাজ ও গোছল ব্যতীত নিম্নলিখিত ২১টি বিষয় তায়াম্মুম জায়েজ যথা- (১) জানাজা (২) সিজদায়ে তিলাওয়াত (৩) কোরআন শরীফ মৌখিক ভাবে পড়িতে (৪) স্পর্শ না করিয়া দেখিয়া কোরআন শরীফ পাঠ করিতে (৫) কোরআন শরীফ ধরিবার নিয়তে (৬) তায়াম্মুম শিক্ষা দেওয়ার মানসে (৭) দাফন করিতে (৮) আজান দিতে (৯) একামতের জন্য (১০) ছালাম দিতে (১১) ছালামের উত্তর দিতে (১২) মসজিদে দাখিলের জন্য (১৩) মসজিদে বসিয়া অজু টুটিলে মসজিদ হইতে বাহির হইতে (১৪) শোকরের সিজ দার নিয়তে (১৫) কাফের মুসলমান হইবার জন্য (১৬) কবর জিয়ারতের নিয়তে (১৭) পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য। শামী কিতাবে আছে- (১৮) নিদ্রা যাইবার নিয়তে (১৯) চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নামাজ পড়িতে (২০) ঈদের নামাজ পড়িতে (২১) সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ নামাজ পড়িতে ইত্যাদি।

১৫। প্রশ্নঃ- হুজুর! উল্লেখিত নিয়তের তায়াম্মুম দ্বারা ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়া যাইবে কি না?

উত্তরঃ- জানাজা ও সিজদা তিলাওয়াতের নিয়তে তায়াম্মুম ব্যতীত অন্য বিষয় সমূহের জন্য তায়াম্মুম দ্বারা ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়া জায়েজ নাই; কিন্তু শোকরের সিজদার নিয়তে তায়াম্মুম করিলে ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়া যায়েজ রাখিয়াছেন; ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) ও ইমাম আবু হানিফা (রঃ) নাজায়েজ বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। (আলমগীরি) মবছুত কিতাবে লিখিত আছে যে, শিক্ষা দেওয়ার নিয়তের তায়াম্মুম দ্বারা কোন নামাজ পড়া জায়েজ নাই।

১৬। প্রশ্নঃ- হুজুর! পানি থাকা সত্ত্বেও কোন্ কোন্ বিষয়ে তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! এই বিষয়টি জানিতে হইলে শামী কিতাবের দুইটি সুত্র জানা চাই ১ম সূত্র- যে এবাদতে তাহারত (পবিত্রতা) শর্ত নাই, সেই সকল কাজে পানি পাওয়া সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে। ২য় সূত্র, যে কাজে তাহারত শর্ত আছে, কিন্তু তরক হইলে কাজা নাই, যদি অজু করিতে গেলে ঐ এবাদত ফৌত হইবার (না পাইবার) আশঙ্কা হয়, তখন তায়াম্মুম করিয়া সেই কার্য করার বিধি আছে। যেমন জানাজা, ঈদ, কছুফ ও খছুফ নামাজ, সুন্নতে- মোয়াক্কাদাহ, নফল নামাজ ইত্যাদি।

১৭। প্রশ্নঃ- হুজুর! প্রকাশিত প্রথম সূত্রটি মোতাবেক যে বিষয় সমূহে পানি পাওয়া সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

উত্তরঃ- বৎস! 'শামী' কিতাবে নিম্ন বিষয়গুলিতে পানি পাওয়া সত্ত্বেও তায়াম্মুম জায়েজ আছে- (১) মসজিদে দাখিল হইবার জন্য, (২) কোরআন-শরীফ মৌখিক পড়িবার জন্য,

(৩) কোরআন-শরীফ বিনা স্পর্শে দেখিয়া পড়িতে, (৪) ধর্ম কার্য শিক্ষা দিতে, (৫) কবর জেয়ারত করিতে, (৬) রোগী দেখিতে, (৭) মোরদা দাফন করিতে, (৮) আজান দিতে, (৯) একামত বলিতে, (১০) মুসলমান হইতে, (১১) সালাম দেওয়ার জন্য, (১২) সালামের জওয়াব দেওয়ার জন্য, (১৩ শয়ন করিবার জন্য, (১৪) কোরআন-শরীফ না ধরিয়া লিখিতে, ইহার বিধি 'তরীকুল ইসলাম' ১ম অধ্যায় দেখ। এতদ্ভিন্ন শরম্বালালিয়া কিতাবের মর্মেও তোমার প্রশ্নের উত্তর নিম্ন লিখিত বিষয় পাওয়া যায়; যথা- (১) নিদ্রা যাইতে, (২) নিদ্রা হইতে উঠিয়া, (৩) সর্বদা অজুতে থাকিতে, (৪) গোনাহের কার্যের পর (গীবত, মিথ্যা কথা ইত্যাদি বলিলে) (৫) মৃতদেহ গোছল করাইয়া, (৬) জানাবাতের পরক্ষণেই, (৭) নাপাক হইয়া কিছু খাইতে, (৮) নাপাক হইয়া নিদ্রা যাইবার জন্য, (৯) স্ত্রী-পুরুষের মিলনের জন্য, (১০) মুসলমানী শিক্ষা দেওয়ার জন্য, (১১) আজান একামত বলার জন্য, (১২) মৌখিক খুৎবা পড়িবার জন্য, (১৩) হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিয়ারত করিবার জন্য, (১৪) 'ছাফা ও মারওয়া' দৌড়াইতে, (১৫) উটের গোশত খাওয়ার পর প্রভৃতি কাজে পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম জায়েজ আছে।

১৮। প্রশ্নঃ- হুজুর! 'শামী' কিতাবের মর্মে তায়াম্মুম জায়েজ বলিলেন, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- বৎস! এই বিষয়টি বুঝিতে একটু বিশেষ জ্ঞানের দরকার। শামী কিতাবে লিখিত আছে- যে কাজে তাহারাত শর্ত নাই সেই কাজে তায়াম্মুম করা জায়েজ; যথা- নিদ্রা যাওয়া, আজান, একামত বলা প্রভৃতি। শরম্বালালিয়া' কিতাবে নিদ্রা যাওয়া, আজান, একামত ইত্যাদিতে অজু করা মোস্তাহাব লিখিয়াছেন বটে কিন্তু এখন দেখিবার বিষয় যে, মোস্তাহাব কাজটি কি? মোস্তাহাব করিলে সওয়াব হয়, না করিলে গুনাহ নাই; এই কথাটির মর্মে জানা যায় যে, 'শরম্বালালিয়া' কিতাবে বিষয়সমূহে অজুর শর্ত নাই; সুতরাং 'শামী' কিতাবের মর্মানুযায়ী 'শরম্বালালিয়া' কিতাবের প্রকাশিত অজু করা মোস্তাহাব বিষয়গুলিতেও পানি পাওয়া সত্ত্বেও বিনা ওজরে তায়াম্মুম করা জায়েজ; তজ্জন্য একত্রে প্রকাশ করিয়াছি।

১৯। প্রশ্নঃ- পানি থাকা সত্ত্বে আল্লাহর কালাম স্পর্শ করিবার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- পানি থাকা সত্ত্বেও কালামুল্লাহ ছোঁয়ার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ নাই। (শামী)।

২০। প্রশ্নঃ- বজ্জাজিয়া কিতাবে নাকি লিখিত আছে যে, পানি থাকা সত্ত্বেও কোরআন শরীফ স্পর্শ করিতে তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে, আপনি বলিলেন জায়েজ নাই, এখন কি করিব?

উত্তরঃ- 'বাজ্জাজিয়া' কিতাবের হুকুমের প্রতি আমল করা অশুদ্ধ; কারণ 'শরম্বলালিয়া' কিতাবে কোরআন-শরীফ স্পর্শ করিতে অজু করা ফরজ লিখিয়াছেন; পানি থাকা সত্ত্বে কোরআন শরীফ স্পর্শ করিতে তায়াম্মুম করা শামী কিতাবে না-জায়েজ লিখিয়াছেন। তফছীরে-রুহুল বয়ানের ৪র্থ খন্ডে প্রকাশ পায় যে, বে-অজু অবস্থায় 'কোরআন-শরীফ' স্পর্শ করা জায়েজ নাই। 'তাহতাবী ও মারাকিল-ফালাহ' কিতাবে লিখিয়াছেন যে, নাপাক অবস্থায় বিনা ওজরে কোরআন-স্পর্শ করা হারাম। ইহার বিস্তারিত বিবরণ 'তরীকুল-ইসলামের' ১ম অধ্যায়ে দেখিয়া লও।

তায়াম্মুম করিয়া জানাজা পড়িবার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- ইতিপূর্বে শামী কিতাবের ২য় সূত্রে বলা হইয়াছে যে, যে-কাজে তাহারত শর্ত আছে কিন্তু তরক হইলে কাজা নাই, যদি অজু করিতে গেলে ঐ এবাদত ফৌত হইবার আশঙ্কা হয় তখন তায়াম্মুম করিয়া নিম্ন বিষয়গুলি আদায়ের বিধি আছে, যেমন- জানাজা, ঈদ, কছুফ, ও খছুফ নামাজ, সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ, নফল নামাজ ইত্যাদি। হুজুর! কি প্রকারে ফৌত আশংকায় জানাজা নামাজের জন্য তায়াম্মুম জায়েজ আছে কি না জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! নিম্নলিখিত কারণে পানি থাকা সত্তেও্ব তায়াম্মুম জায়েজ আছেঃ- (১) যদি ইমাম জানাজার নামাজ আরম্ভ করে ও তখন কোন নাপাক বা অজুহীন লোক অথবা হায়েজ ও নেফাছওয়ালী উপস্থিত হইয়া দেখে যে, অজু কি গোছল করিতে গেলে জানাজার এক তকবীরও পাইবে না, তখন তাহার প্রতি হুকুম আছে যে, সে যেন তায়াম্মুম করিয়া জানাজা পড়ে। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী ও শামী)

(২) কোন ওজরে তায়াম্মুম করিয়া একটি মৃতদেহের জানাজা পড়া হইল, ইতিমধ্যে আর একটি মৃতদেহ উপস্থিত করিল এমনাবস্থায় যদি মোক্তাদি অজু করিতে যাইবার সময় না পায় আর ঈমাম জানাজা পড়িতে দাঁড়াইয়া যায় ও মোক্তাদি অজু করিতে গেলে এক তকবীরও পাইবে না বলিয়া আশঙ্কা হয়, তবে মোক্তাদি তায়াম্মুম করিয়া জানাজা নামাজ পড়িবে; ঐ মোক্তাদি অজু করিতে যাইবার সময় পাইয়াও যদি না যাইয়া থাকে, আর জানাজা নামাজে এক তক্‌বীরও না পাওয়ার আশঙ্কা হয়, তখন নূতন তায়াম্মুম করতঃ জানাজা পড়িবে, অজু করিতে যাইবার সময় থাকা সত্ত্বেও যায় নাই তজ্জন্য পুনঃ তায়াম্মুম করতঃ জানাজা পড়িবে, অজু করিতে যাইবার সময় থাকা সত্ত্বেও যায় নাই, তজ্জন্য পূর্ব তায়াম্মুম বাতেল। (গায়াতুল-আওতার ও জওহারাতুন-নাইয়ারা)।

(৩) যদি মাইয়েতের অলি কোন লোকের প্রতি জানাজা পড়িতে হুকুম দেয় ও ইমাম যদি জানাজা পড়িতে আরম্ভ করে, এমনাবস্থায় অলি যদি অজু করিতে গেলে জানাজার এক তক্‌বীরও পাইবে না বলিয়া মনে করে, তবে অলিও তায়াম্মুম করিয়া জানাজা পড়িতে পারিবে। (জওহারাতুন-নাইয়ারা)।

(৪) মোক্তাদি অজু করতঃ জানাজা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ইতিমধ্যে অজু ভঙ্গ হইল; যদি দেখে যে, অজু করিতে গেলে এক তকবীরও পাইবে না, তবে তায়াম্মুম করিয়া জানাজা নামাজ পড়িবে। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)।

(৫) হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, যদি ইমাম জানাজা নামাজ আরম্ভ করে আর যদি অজু ভঙ্গ হয় তবে ইমাম মোক্তাদিগণের মধ্য হইতে একজনকে ইমামের স্থানে রাখিয়া অজু করিতে যাইবে। যদি আশঙ্কা হয় যে, অজু করিয়া আসিয়া এক তকবীরও পাইবে না, তবে তায়াম্মুম করতঃ জানাজা আদায় করিবে; ঈদের নামাজের জন্যও এই হুকুম। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

তায়াম্মুম করতঃ ঈদের নামাজ পড়িবার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! ঈদের নামাজ পড়িতে পানি থাকা সত্ত্বেও কি কি কারণে তায়াম্মুম করা জায়েজ হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! ফতহুল-কাদির ও হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবের মর্মে লিখিতেছি (১) যদি ইমাম ও মোক্তাদি সকলেই অনুভব করে যে, অজু করিতে গেলে ওয়াক্ত ফৌত হইয়া যাইবে, তখন সকলেই তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে।

(২) ইমাম নামাজ আরম্ভ করিয়াছে, অমনি কোন লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে; যদি মনে করে যে, অজু করিতে গেলে নামাজ পাইবে না, তবে তায়াম্মুম করিয়া মোক্তাদিগণের সহিত দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িবে। (শামী ও হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)।

(৩) ইমাম ও মোক্তাদি নামাজে আছে, ইতিমধ্যে মোক্তাদির অজু ভঙ্গ হইলে; ঐ মোক্তাদির যদি অজু করিয়া আসিতে নামাজ শেষ হইবার আশঙ্কা হয় তবে এমনাবস্থায় তায়াম্মুম করিয়া বাকী নামাজ পড়িবে।

(৪) হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, ইমাম ঈদের নামাজ আরম্ভ করিয়াছেন, এমনাবস্থায় ইমামের অজু টুটিলে একজন খলিফা করিয়া অজু করিতে যাইবে। যদি বিবেচনা করে যে, অজু করিতে গেলে জামাত পাইবে না, তবে তায়াম্মুম করিয়া মোক্তাদির শ্রেণীভূক্ত হইয়া নামাজ আদায় করিবে।

(৫) প্রশ্নঃ- ঈদুল-ফেতরে ওজরে দুইদিন ও ঈদুল-আজহার ওজরে তিনদিন পর্যন্ত নামাজ পড়িতে পারে; আপনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইমাম ও মোক্তাদি যদি দেখে যে, অজু করিতে গেলে ওয়াক্ত শেষ হয়, তবে ইমাম ও মোক্তাদি তায়াম্মুম করিয়া নামাজ আদায় করিবে, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- বৎস! দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন ওজরে ঈদের নামাজ পড়া জায়েজ বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ কথা আছে- বাহরুর-রায়েক কিতাবে লিখিত আছে- প্রায় দেখা যায় যে, একদিন জামাত একত্রিত হইয়া কোন কারণে নামাজ পড়া না হইলে পুনঃ ঐ জামআত একত্র হয় না ও নামাজও হয় না, তজ্জন্যই এইরূপ নামাজ আদায় জায়েজ বলিয়াছেন।

তায়াম্মুম করিয়া কছুফ ও খছুফ নামাজ পড়িবার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! কছুফ ও খছুফ নামাজের জন্য কোন্ সময় তায়াম্মুম করা জায়েজ?

উত্তরঃ- 'ফতহুল কাদির' কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি চন্দ্র কি সূর্য গ্রহণ আরম্ভ হয় ও অজু করিতে গেলে গ্রহণ শেষ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়, তবে এমনাবস্থায় তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে।

তায়াম্মুম করিয়া সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ নামাজ পড়িবার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! কি কি কারণে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ নামাজ তায়াম্মুম করিয়া পড়ার বিধি আছে, জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস (১) 'শামী' কিতাবে লিখিত আছে যে, জোহর, মাগরিব, এশা ও জুমআর ফরজ নামাজের পরে যদি অজু যায় ও অজু করিতে গেলে ওয়াক্ত না থাকে, তবে এমনাবস্থায় তায়াম্মুম করিয়া বাকী সুন্নত নামাজ পড়িবে।

(২) ফরজ নামাজের মধ্যে মুসল্লির অজু টুটিলে ও অজু করিতে গেলে যদি ওয়াক্ত না পাওয়া যায়, তবুও অজু করিতে হইবে; অজু করিয়া ফরজ ও বাকী সুন্নত কাজা পড়িয়া নিবে। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, গায়াতুল-আওতার)।

(৩) ফজরের নামাজের সুন্নতও তায়াম্মুম দ্বারা পড়ার বিধি আছে। মুসল্লি পানির জন্য লোক পাঠাইয়াছে, কিংবা কোন ব্যক্তি পানি দিবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, পানি আনিতে কি দিতে বিলম্ব দেখিলে যদি বিবেচনা করে যে, অজু করিয়া সুন্নত ও ফরজ আদায় করিতে ওয়াক্ত থাকিবে না, তবে এমনাবস্থায় তায়াম্মুম করিয়া সুন্নত আদায় করিবে। পানি আনিলে অজু করিয়া ফরজ নামাজ আদায় করিবে। (শামী)

(৪) ফজরের ওয়াক্তের পানি না পাইয়া তায়াম্মুম করতঃ সুন্নত আরম্ভ করিয়াছে; 'আখেরী-কায়দায়' বসার পূর্বেই পানি পাইলে যদি মনে করে যে, অজু করিয়া সুন্নত ও ফরজ পড়িতে ওয়াক্ত থাকিবে না, তবে ঐ তায়াম্মুম দ্বারা সুন্নত আদায় করিয়া অজু করতঃ ফরজ নামাজ পড়িবে। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী) জানা আবশ্যক যে, ৩নং ও ৪নং কৌল ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) এর মতে। কারণ তাঁহাদের নিকট ফজরের সুন্নতের কাজা নাই। (শামী)

(৫) কোন ব্যক্তি ফজরের সুন্নত ও ফরজ কাজা হইল; সূর্য পশ্চিমে যাইবার সময় উপস্থিত; সে যদি বিবেচনা করে যে, অজু করিতে গেলে সূর্য পশ্চিমে যাইবে, তবে তায়াম্মুম করিয়া সুন্নত পড়িবে। কারণ, ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এর মতে সূর্য পশ্চিমে হেলিলে ফজরের সুন্নতের কাজা পড়িতে নাই। পানি পাইলে অজু করিয়া ফরজ পড়িবে। (ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এর মতে।)

তায়াম্মুম করিয়া নফল নামাজ পড়িবার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! কোন্ কোন্ ওজরে পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করিয়া নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে?

উত্তরঃ- বৎস! যদি এমন সময় উপস্থিত হয় যে, অজু করিয়া চাশ্‌ত নামাজ পড়িলে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলিবে, তখন তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে। এই প্রকার যে সকল নফল নামাজের ওয়াক্ত নির্ধারিত আছে কিন্তু ওয়াক্ত চলে গেলে কাজা নাই সেই প্রকার নফল নামাজ উক্ত কারণে তায়াম্মুম করিয়া পড়ার বিধি আছে। (শামী, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)। জানা আবশ্যক যে, উক্ত নামাজ ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়ে পড়িলে মাকরূহে তাহ্‌রীমের গোনাহ হইবে। তাহতাবী ও মারাকিল-ফালাহ কিতাবে আছে যে, জুমআর দিন ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় পড়িলে মাকরূহ হইবে না।

তায়াম্মুমে দুই হাত মারিবার কায়দা

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! তায়াম্মুম করিতে দুই হাত কি প্রকারে মারিতে হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, দুই হাতের অঙ্গুলী বিস্তার পূর্বক পাক মাটিতে বা মাটি জাতীয় দ্রব্যের উপর হাত মারিয়া সম্মুখের দিকে ঘষিবে ও পরে পিছনের দিকে ঘষিয়া আনিবে।

২। প্রশ্নঃ- হাতে বেশী পরিমাণ ধুলা লাগিলে কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! হাতে বেশী ধুলা লাগিলে আবশ্যক মত ১/২/৩ বার পর্যন্ত হাত ঝাড়িবে। শামী ও মাজমাউল-আনহুর কিতাবে লিখিত আছে যে, যে পর্যন্ত হাতে বেশী ধুলা না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত হাত ঝাড়িবে। দুর্‌রুল মোন্তাকা কিতাবে হাত ঝাড়িবার উদ্দেশ্য প্রকাশ করতঃ লিখিয়াছেন যে, ধুলায় যাহাতে চেহারা মলিন না হয়, তজ্জন্যই ঝাড়া বিধি। কবিরী ও দুররুল মোন্তাকা কিতাবে হাত ঝাড়িবার বিধি এইরূপ লিখিত আছে যে, দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর পার্শ্বে এইরূপ মারিবে যেন ধুলা ঝরিয়া যায়।

মুখ মোসেহ করার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! মুখ মোসেহ কি প্রকারে করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! কবিরী, শরহ্বালালিয়া, দুররুল হেকাম, বাহরুর-রায়েক, আলমগীরি, দুররুল-মুখতার, মাজমাউল-আনহুর, মারাকিল ফালাহ প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে যে, তায়াম্মুম অজুর খলিফা (প্রতিনিধি), সুতরাং তায়াম্মুমে মোসেহ করা ফরজ। এই ফরজ আদায়ের মধ্যে যেন এক চুল পরিমাণ স্থানও মোসেহ বাকী না থাকে। এই কথার মর্মে মুখমন্ডল মোসেহের নিয়ম এই যে, দুই হাতের অঙ্গুলীসমূহের পেট ও হাতলী দ্বারা কপালের উপরিভাগের চুলের গোড়া হইতে চিবুকের নিম্নদেশ পর্যন্ত ও এক কানের লতি হইতে অন্য কানের লতি পর্যন্ত মুখমন্ডলস্থ সমস্ত স্থান মোসেহ করিবে, যেন চক্ষুদ্বয়ের পাতার উপরিভাগ ও দুই গালের উপরস্থ দাড়ি এবং ভুরুদ্বয় মোসেহ করা বাকী না থাকে। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, নাসিকার অগ্রভাগ কানের লতিসহ মোসেহ করিবে; এতদ্ব্যতীত শরহ্বালালিয়া কিতাবের মর্মে ছহি রেওয়ায়েত মতে লিখিতেছি যে, ভুরুদ্বয় বিশেষ ভাবে মোসেহ করিবে।

২। প্রশ্নঃ- হুজুর! "জওহারাতুন নাইয়ারা কিতাবে নাকি আছে যে, দাড়ি মোসেহ করা ওয়াজিব নহে, কিন্তু আপনি বলিলেন যে, মুখমন্ডলের এক চুল পরিমাণও মোসেহ বাকী থাকিলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হইবে না, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- বৎস! শুধু জওহারাতুন নাইয়ারা কেন, শরহ্বালালিয়া, বাহরুর-রায়েক প্রভৃতি কিতাবেও লিখিত আছে যে, মোসেহকালে মুখমন্ডলের এক চুল পরিমাণ স্থানও যেন বাকী না থাকে কিন্তু দাড়ি মোসেহ করা ওয়াজিব নহে, এই কথার মর্ম বুঝিতে বিশেষ জ্ঞানের দরকার। দেখ, উল্লেখিত কিতাব সমূহে যখন বলে যে, এক চুল পরিমাণ স্থানও মোসেহ বাকী থাকিলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হইবে না, তখন এ ক্ষেত্রে দাড়ি মোসেহ না করিলে কত শত সহস্র চুল বাকী থাকিয়া যায়। ঐ কিতাবসমূহে আবার বলিয়াছে যে, দাড়ি মোসেহ করা ওয়াজিব নহে; এই কথা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, দোলায়মান দাড়ি, যাহা মুখমন্ডলের সীমার বাহিরে পড়িয়াছে তাহা মোসেহ করা ওয়াজিব নহে।

হাত মোসেহের বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! হাত মোসেহ কি প্রকারে করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! হাত মোসেহ সম্বন্ধে দুইটি নিয়ম আছে।

(১) 'শরহে-বেকায়া'তে লিখিত আছে যে, দ্বিতীয়বার হাত মাটিতে মারিয়া হাত ঝাড়িয়া বাম হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা এই তিন অঙ্গুলীর পেট ও হাতলীর কতকাংশ দ্বারা ডান হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনী এই চারি অঙ্গুলীর পিঠ নখের অগ্রভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া কনুইর উপর কিয়দাংশ পর্যন্ত মুছিয়া নিয়া বাম হাতের বাকী হাতলী, তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা ডান হাতের পেট পার্শ্ব মোসেহের সঙ্গেই বৃদ্ধাঙ্গুলীর পিট নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত মোসেহ করিবে। পুনঃ ডান হাতের অঙ্গুলী ও হাতের তালু দ্বারা পূর্ববৎ বাম হাত মোসেহ করিবে।

(২) কাফি, এনায়া, মাজমাউল-আনহুর, দুররুল-মোন্তাকা, শামী, আলমগীরি, কবীরি, জামেউর-রুমুজ ও জওহারাতুন-নাইয়ারা প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে যে, বাম হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী এই চারি অঙ্গুলী দ্বারা ডান হাতের ঐ চারি অঙ্গুলীর পিঠ পার্শ্ব দিয়া অঙ্গুলীর মাথা হইতে কনুইর কিয়দাংশ উপর পর্যন্ত মোসেহ করিয়া হাতের অপর পৃষ্ঠ বাকী হাতলী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা পেট পার্শ্ব মোসেহের সঙ্গেই বৃদ্ধাঙ্গুলীর পিঠ নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত মোসেহ করিবে। ঐরূপ ডান হাত দ্বারা বাম হাত মোসেহ করিবে।

২। প্রশ্নঃ- হুজুর! মোসেহ সম্বন্ধে দুইটি নিয়ম বলিলেন, আমরা কোন্‌টি অবলম্বন করিব?

উত্তরঃ- বৎস! উক্ত নিয়মদ্বয়ের যেটি অবলম্বন কর সেইটিতেই হইবে। কিন্তু কাফী, শামী ও তাবিনুল-হাকায়েক প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে যে, চারি অঙ্গুলী দ্বারা মোসেহ করাই সর্বসাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক।

৩। প্রশ্নঃ- হুজুর! হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর পিঠ হাতলী দ্বারা না অঙ্গুলী দ্বারা মোসেহ করিবে?

উত্তরঃ- 'শরহে-মোল্‌তাকা' কিতাবে লিখিত আছে যে, এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেট দ্বারা অন্য তাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর পিঠ মোসেহ করিবে।

৪। প্রশ্নঃ- হুজুর! দুইবার হাত মারনের হুকুম হইল কেন?

উত্তরঃ- শরহে মুলতাকা কিতাবে ইহার কারণ নিম্নরূপ লিখিত আছে- একবার হাত মটিতে মারিয়া মোসেহ করিলে প্রথমবারে ধুলা এস্তেমাল (ব্যবহার) করা হয়, সেই লাগিত ধুলা মোস্তামালরূপে পরিগণিত হয় বলিয়া দুইবার হাত মারা বিধি হইয়াছে।

৫। প্রশ্নঃ- হুজুর! এক ধুলা দুইবার ব্যবহারে মোস্তামাল হইলে এক স্থানে দুইবার হাত মারা দোরস্ত হইল কি প্রকারে?

উত্তরঃ- বৎস! একটু চিন্তা করিয়া উত্তরটি বুঝিয়া লও। যখন প্রথম মাটিতে হাত মারে, তখন যে ধুলা হাতে উঠে সে ধুলা এবং পাক জমিনের মাটিও পাক, হাতে লাগিত ধুলা দ্বারা মোসেহ করা হয় বলিয়া মোস্তামাল হয়; জমিনের মাটি পাক থাকে। কাজেই সেই স্থানে পুনঃ হাত মারিতে কোন দোষ হইবে না। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, বহু সংখ্যক লোক যথাক্রমে একস্থানে তায়াম্মুম করিলেও শুদ্ধ হইবে। এতদ্ভিন্ন খোলাছা কিতাবে লিখিয়াছে যে, যাহার প্রতি গোছল ফরজ (যেমন জুনুব, হায়েজওয়ালী) এইরূপ বহু সংখ্যক লোক একস্থানে তায়াম্মুম করিলেও মাটি মোস্তামাল হইবে না; তায়াম্মুম শুদ্ধ হইবে।

৬। প্রশ্নঃ- হুজুর! হাতলীর পেট মোসেহ করিতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! সহীহ রেওয়ায়েত মতে মোসেহ করা লাগিবে না, কারণ প্রথমেই হাত মারনের সময় মোসেহের কাজ হইয়াছে। (মাজমাউল আনহুর)

৭। প্রশ্নঃ- হুজুর! দুই অঙ্গুলীর মধ্যস্থ ফাঁকে ধুলা না পৌছিলে কি করিব?

উত্তরঃ- বৎস! দুই অঙ্গুলীর ফাঁকের মধ্যে ধুলা না পৌছিলে তৃতীয়বার হাত মাটিতে মারিয়া আঙ্গুলে আঙ্গুলে খেলাল করিয়া ধুলা পৌছান ফরজ। (শরহে মুলতাকা ও ফতহুল কাদির)

৮। প্রশ্নঃ- হুজুর! শামী কিতাব হইতে একবার বলিলেন, যে আঙ্গুলে আঙ্গুলে খেলাল করা সুন্নত, পুনঃ বলিলেন অঙ্গুলীর ফাঁকে ধুলা না পৌছিলে খেলাল করা ফরজ, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- শামী কিতাব হইতে বলিয়াছি যে, তায়াম্মুমে খেলাল করা সুন্নত, ইহার তাৎপর্য এই যে, ধুলায় হাত মারিলে অঙ্গুলীর ফাঁকে ধুলা পৌছিলে সুন্নত রক্ষার্থে খেলাল করা সুন্নত। শরহে মুলতাকা ও হেদায়া কিতাবে যে খেলাল করা ফরজ বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, যদি ধুলার উপর হাত মারে, আর আঙ্গুলের ফাঁকে ধুলা না পৌছে তবে তৃতীয়বার ধুলায় হাত মারিয়া আঙ্গুলের ফাঁকে ধুলা পৌছান ফরজ, অত্রাবস্থায় খেলাল করা ফরজ হইল; ইহাতে সুন্নতও আদায় হয়। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, যে দ্রব্যে ধুলা নাই, সেই দ্রব্যে তৃতীয়বার হাত মারা অনাবশ্যক কিন্তু খেলাল করিয়া অঙ্গুলের ফাঁকসমূহ মোসেহ করতঃ ফরজ আদায় করিতে হয়; ইহাতে সুন্নতও আদায় হইবে।

৯। প্রশ্নঃ- হুজুর! তিন অঙ্গুলীর কম দ্বারা মোসেহ করিলে শুদ্ধ হইবে কিংবা?

উত্তরঃ- বৎস! তিন অঙ্গুলীর কম দ্বারা মোসেহ করিলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হইবে না। (মারাকিল-ফালাহ ও তাবিনুল-হাকায়েক)

১০। প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কাহারও কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল কাটা থাকে তবে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! তাহার যে অঙ্গুলী আছে তদ্বারা তায়াম্মুম করিবে। অঙ্গুলী মোটেও না থাকিলে হাতলী দ্বারা মোসেহ করিয়া নামাজ পড়িবে কখনও নামাজ ছাড়িবে না। (আলমগীরি)

১১। প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কাহারও দুই হাতলী না থাকে তবে সে কি প্রকারে মোসেহ করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! যাহার দুই হাতলী নাই, সে কব্জা দ্বারা মোসেহ করিয়া লইবে। আলমগীরি ও বাহরুর-রায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, নিজে মোসেহ করিতে অক্ষম হইলে অপরের দ্বারা মোসেহ করাইয়া লইবে।

১২। প্রশ্নঃ- যদি কাহার কনুই পর্যন্ত হাত কাটা থাকে তবে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, কনুইর উপরস্থ স্থানটুকু মোসেহ করিবে অথবা করাইয়া লইবে। জানা আবশ্যক যে, কনুইর উর্ধাংশে কাটা থাকিলে হাত মোসেহ করা ওয়াজিব নহে।

১৩। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও দুই হাত ও দুই পা কাটা থাকে অথবা মুখমন্ডলে ঘা থাকে, তবে সে কি প্রকারে তায়াম্মুম করিবে?

উত্তরঃ- জওহারাতুন-নাইয়ারায় লিখিত আছে যে, তাহার তায়াম্মুম করিতে হইবে না কিন্তু নামাজ পড়িবে।

১৪। প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কাহারও হাতে অঙ্গুরী থাকে তবে সে কি প্রকারে মোসেহ করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি কিতাবে আছে যে, অঙ্গুরী বা ঐরূপ কোন জিনিস হাতে থাকিলে তাহা খুলিয়া রাখিয়া তায়াম্মুম করিবে। খানিয়া কিতাবে আছে যে, অঙ্গুরী নাড়িয়া ঐ স্থান হইতে সরাইয়া মাসেহ করিবে। অঙ্গুরী আপন হইতে সরিলেও সরাইতে হইবে; মূল উদ্দেশ্য মোসেহ পূরা করা।

১৫। প্রশ্নঃ- হুজুর! দুই হাত অবশ থাকিলে কি করিবে?

উত্তরঃ- হাত মাটিতে ফেলিয়া মুখ দেওয়ালে মলিয়া তায়াম্মুম করিবে, কখনও নামাজ ছাড়িবে না। (আলমগীরি)

১৬। প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কেহ নিয়ত করতঃ ধুলায় গড়াগড়ি দেয় তবে তাহার তায়াম্মুম হইবে কি না?

উত্তরঃ- নিয়ত করতঃ গড়াগড়ি দিলে যদি মোসেহ করার স্থানে ধুলা লাগে ও মাত্রই ফাঁক না থাকে তবে জায়েজ হইবে। (আলমগীরি)

১৭। প্রশ্নঃ- হুজুর! তায়াম্মুমে দুই স্থান মোসেহ করার কারণ কি?

উত্তরঃ- বৎস! জওহারাতুন-নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে যে, তায়াম্মুম অজুর খলিফা বলিয়া ছের মাসেহের বিধান হয় নাই, কারণ মোসেহের খলিফা মোসেহ হইতে পারে না; পা মোসেহও হয় নাই, কারণ পা ধৌত ও মোসেহ উভয়ই করিবার বিধি

আছে। অতএব যে স্থানে মোসেহের শর্ত পাওয়া যায় তৎপরিবর্তে মোসেহকে খলিফা করা ঠিক নহে; তজ্জন্যই শুধু হাত মুখ মোসেহ করার বিধান হইয়াছে।

১৮। প্রশ্নঃ- তিনবার মোছেহের হুকুম হইল না কেন?

উত্তরঃ- হুজুর! তিনবার মোসেহ করিলে মুখে মাটি বেশী লাগে ও চেহারা পরিবর্তন হইয়া যায়, তজ্জন্যই একবার মোসেহ করার আদেশ হইয়াছে। (জওহারাতুন-নাইয়ারা) বৎস! জানিয়া রাখ, মাটিতে দেহ পবিত্র হয় না, নিয়তের গুণে পবিত্র হয়; কাজেই নিয়ত করতঃ একবার মোসেহ করিলেই হয়।

মোছেহের আনুসাঙ্গিক মাসয়ালা

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কোন ব্যক্তির মুখ ও দুই হাতের উপর কোন প্রকার ধুলা আসিয়া পড়ে, তবে সেই ধুলার দ্বারা তায়াম্মুম দুরস্ত হইবে কি না?;

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি ও খানিয়া কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, ঐ প্রকার ধুলার দ্বারা নিয়ত করিয়া মোসেহ করিলে তায়াম্মুম দুরস্ত হইবে, কিন্তু নিয়ত না করিলে হইবে না।

২। প্রশ্নঃ- হুজুর! কোন ব্যক্তি তায়াম্মুমের নিয়তে মাটিতে হাত মারিয়া উপরে উঠাইল ও মোসেহের পূর্ব সময়েই বাতকর্ম হইল, তাহার ঐ হাত মারায় চলিবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! খোলাছা কিতাব হইতে আলমগীরি ও গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিয়াছে যে, সহীহ রেওয়ায়েত মতে ঐ মাটির দ্বারা তায়াম্মুম চলিবে না, পুনঃ হাত মারিতে হইবে।

৩। প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কোন ব্যক্তির অজুর স্থানে বসন্ত রোগের ক্ষত থাকে বা অন্য প্রকার ঘা থাকে, তবে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! যদি অজুর স্থানের উপর কাঁচা ঘা থাকে, আর ক্ষত স্থান অপেক্ষা ভাল স্থান কম হয়, তবে তায়াম্মুম জায়েজ হইবে; যদি ভাল স্থান বেশী থাকে তবে অজু করিতে হইবে; ঘা স্থান মোসেহ করিবে। মোসেহ করিতে কষ্ট হইলে একখন্ড নেকড়া (তেনা) ঘায়ের স্থানে দিয়া মোসেহ করিবে, পট্টী থাকিলে পট্টীর উপর মোসেহ করিবে। (আলমগীরি)

৪। প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কোন ব্যক্তির সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া ঐ প্রকার ঘা থাকে, তবে সে নাপাক হইলে কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! এমনাবস্থায় গোছল করিতে বিশেষ কষ্ট বোধ হইলে তায়াম্মুম করিবে। শরীরের অর্ধেক অংশ হইতে বেশী পরিমাণ ক্ষত থাকিলেও তায়াম্মুম করিবে, অর্ধেকের কম স্থানে ক্ষত থাকিলে ক্ষতস্থান মোসেহ করিয়া গোছল করিবে। পট্টি থাকিলে তাহার উপর মোছেহ করিয়া গোছল করিবে। (আলমগীরি) খানিয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, শরীরের সমান অর্ধেকে ঐ প্রকার ঘা থাকিলে ভাল স্থান ধৌত করিবে ও ক্ষতস্থান মোসেহ করিবে।

কি কি দ্রব্যের উপর তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে তাহার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! কি কি দ্রব্যের উপরে তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে, জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! মাটি জাতীয় দ্রব্যের উপর তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে। (আলমগীরি)

২। প্রশ্নঃ- হুজুর! মাটি জাতীয় কি কি দ্রব্যের উপর তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে, জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে- (১) ধুলা, (২) বালি, (৩) সুরকী, (৪) পাথর-চুনা, (৫) সুরমা, (৬) হরিতাল, (৭) গন্ধক, (৮) লাল মাটি, (৯) এটেল মাটি, (১০) সাদা মাটি, (১১) ভিজান মাটি, (১২) লোনাময় জমীনের লবণের উপর, (১৩) পাথর (ফিরোজা, আকিক্, জমরযাদি, এয়াকুত) ইত্যাদি, (১৪) পাকা ইট, (১৫) মুরদারশিং, (কৃত্তিম দ্বারা হইবে না।) (১৬) মেটে চাড়ী যাহাতে মাটি ভিন্ন অন্য রং দ্বারা লেপ নাই, (১৭) পোড়ামাটি, (১৮) স্বর্ণ, চাঁদি (যাহার সঙ্গে অর্ধেক অংশের বেশী মাটি মিশ্রিত আছে।) শামী কিতাবে আছে- (১৯) ঝামা মাটি (২০) পাথরিয়া ছাই দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে।

ধুলার দ্বারা তায়াম্মুম করিবার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কেহ বালিশের উপর হাত মারে বা কাপড়ের উপরে অথবা কোন প্রকার দানা (গম, যব, ডাইল, ধান্য) ইত্যাদির মধ্যে হাত রাখিলে হাতে ধুলা লাগে, তদ্দারা মোসেহ করিলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, পাক ধূলা যে প্রকারেই হাতে লাগুক, নিয়ত করতঃ মোসেহ করিলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হইবে। কিন্তু ধুলা হাতে প্রকাশ হওয়া চাই, নচেৎ জায়েজ হইবে না; কারণ, দানাসমূহ মাটি জাতীয় নহে।

২। প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কোন প্রকার ধুলা আসিয়া হাতে কি মুখের উপর পড়ে, তবে সেই ধুলা দ্বারা তায়াম্মুম দুরস্ত হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! দালান ভাঙ্গিবার সময় বা মাটির কাজ করিবার সময়ে যে প্রকারেই হউক পাক ধুলা মুখের উপর কি হাতের উপর পতিত হইলে নিয়ত করতঃ মোসেহ করিলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হইবে কিন্তু স্মরণ রাখিবে যে শুধু নিয়ত করিলে চলিবে না, নিয়ত ও মোসেহ উভয়ই করা চাই। (আলমগীরি ও খানিয়া)

৩। প্রশ্নঃ- হুজুর! মাটি পাওয়া গেলেও কি ঐরূপ ধুলার দ্বারা তায়াম্মুম করিলে শুদ্ধ হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! ঐ কথার মধ্যে মতভেদ আছে সত্য কিন্তু এনায়া, কাফি, হেদায়া ও ফতহুল-কাদির প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে যে, মাটি থাকা সত্ত্বেও ঐ প্রকার ধুলা দ্বারা নিয়ত করতঃ মোসেহ করিলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হইবে; ইহাই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) এর মত।

৪। প্রশ্নঃ- হুজুর! নাপাকজনিত ভিজা কাপড় শুষ্ক হইলে সেই কাপড় ঝাড়িলে যদি ধুলা বাহির হয়, তবে তদ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! ঐ প্রকার ধুলা দ্বারা তায়াম্মুম দুরস্ত হইবে না। প্রকাশ থাকে যে, নাপাকজনিত ভিজা কাপড় শুকাইলে এবং সেই শুষ্ক কাপড়ের উপর ধুলা উড়িয়া পড়িলে সেই কাপড় ঝাড়িয়া ধুলা পাওয়া গেলে তদ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে। (আলমগীরি)।

পাথরের উপর তায়াম্মুম করা জায়েজ কি না

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! পাথরের উপর তায়াম্মুম করিলে কি প্রকারে তায়াম্মুম জায়েজ হয়? উহার উপর ত ধুলা নাই।

উত্তরঃ- বৎস! ধুলা থাকিবার কোন শর্ত নাই; মাটি জাতীয় দ্রব্যের উপর তায়াম্মুম করিলেই চলিবে; ধুলাহীন পাথর কেন, পাথর মসৃনই হউক বা ধৌত করা পাথরই হউক তাহার উপর তায়াম্মুম করিলে দুরস্ত হইবে। টুক্‌রা পাথরই হউক বা অখন্ড পাথর হউক উভয়ের উপর তায়াম্মুম করিলে শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি ও বাহরুর রায়েক।)

২। প্রশ্নঃ- হুজুর! পাথরের ছাই দ্বারা তায়াম্মুম করিলে দুরস্ত হইবে কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, পাথুরিয়া ছাইয়ের উপর তায়াম্মুম করিলে জায়েজ হইবে।

৩। প্রশ্নঃ- হুজুর! পাথুরিয়া কয়লার উপর তায়াম্মুম করিলে দুরস্ত হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! পাথুরিয়া কয়লা মাটির মধ্যে পয়দা হয় বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাটি নহে; বিজ্ঞানবিদ্ পন্ডিতেরা প্রকাশ করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে বড় বড় বন কোন কারণে ভুগর্ভে নিহিত হয়, বনের বৃক্ষগুলি চাপ প্রাপ্ত হইয়া কয়লাতে পরিণত হইয়াছে; অতএব কয়লা কাঠের রূপান্তর। সুতরাং পাথুরিয়া কয়লার উপর তায়াম্মুম করা জায়েজ নাই।

ভিজা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিবার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! কি প্রকার ভিজা মাটিদ্বারা তায়াম্মুম বিধি?

উত্তরঃ- বৎস! ওজরে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) কাদা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ রাখিয়াছেন (আলমগীরি)। কবিরী কিতাবে আছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ওয়াক্ত ফৌত হইবার আশংকায় কাদা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ রাখিয়াছেন।

২। প্রশ্নঃ- হুজুর! তরল মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- যে মাটিতে মাটি অপেক্ষা পানির ভাগ কম আছে, সেই প্রকার তরল মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ আছে। (আলমগীরি)

৩। প্রশ্নঃ- হুজুর! কাদা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার বিধি পাইলাম; যদি কেহ কাদা মাটির মধ্যে অশ্বারোহণে বা পদব্রজে চলিতে থাকে তবে অত্রাবস্থায় শুক্‌না মাটির অভাবে কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! যদি ঐ প্রকার অবস্থায় চলিতে থাকে, তবে কাদা দ্বারা তায়াম্মুম না করিয়া কতক কাদা নিজ শরীরে বা কাপড়ে লেপ দিয়া শুকাইবে। কাদামাটি শুকাইতে বিলম্ব হইলে নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরী করিয়া তায়াম্মুম করিবে।

ইট দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ কিংবা

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! ইট দ্বারা যে-পোস্তা ও দেওয়াল নির্মাণ করিয়া চুনা দ্বারা লেপ দেয় তাহার উপর তায়াম্মুম করা জায়েজ কি না?

উত্তরঃ- বৎস! পূর্বেইতো জানিলে ইট ও চুনার উপর তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে; ইট ও চুনা দ্বারাই পোস্তা ও দেওয়াল তৈয়ার হইয়া থাকে, অতএব পোস্তা ও দেওয়ালের উপর তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে। (গায়াতুল-আওতার)

২। প্রশ্নঃ- হুজুর! দেওয়াল ত পাথর ও মাটি দ্বারা তৈয়ার হয়, উহার উপর তায়াম্মুম জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! কি আশ্চর্য! পূর্বেই জানিলে পাথর ও মাটির উপর তায়াম্মুম জায়েজ। পাথর বা মাটির তৈয়ারী দেওয়াল কেন, বাসন, কলসী, ঘট, পাতিল প্রভৃতি দ্রব্যের উপরও তায়াম্মুম জায়েজ আছে। জানা আবশ্যক যে, মাটি জাতীয় লেপ ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যের লেপ থাকিলে তাহার উপর তায়াম্মুম জায়েজ নাই। (গায়াতুল-আওতার)

৩। প্রশ্নঃ- হুজুর! চীনা মাটির বর্তনের উপর তায়াম্মুম করা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! চীনা মাটির বর্তনের উপর মাটি জাতীয় পদার্থের লেপ থাকিলে তাহার উপর তায়াম্মুম জায়েজ আছে কিন্তু কাঁচের লেপ হইলে জায়েজ নাই। (গায়াতুল আওতার)

কি কি দ্রব্য দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ নাই তাহার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! কি কি দ্রব্য দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ নাই?

উত্তরঃ- বৎস! নিম্নলিখিত পদার্থ দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ নাই। (১) ছাই, (২) ঘাস, (৩) লৌহ, (৪) কাঁসা, (৫) তামা, (৬) সীসা, (৭) স্বর্ণ, (৮) রৌপ্য ও ঐ প্রকার কঠিন পদার্থ- যাহাতে উত্তাপ দিলে তরল হয় এবং মাটি জাতীয় নহে। এতদ্ব্যতীত (৯) পানি জ্বাল দিয়া যে লবণ তৈয়ার হয় তাহার উপরও তায়াম্মুম জায়েজ নহে। বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে (১০) জমাট পানির উপর তায়াম্মুম জায়েজ নাই (যেমন-শিলা, বরফ ইত্যাদি)

কি কি ওজরে তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে

১। প্রশ্নঃ- হুজুর? কি কি কারণে তায়াম্মুম করা জায়েজ হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি কিতাবের কথা ১/২/৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা ও অন্যান্য কিতাবের কথা ক, খ, গ, ইত্যাদি অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হইলঃ (১) যদি এক মাইল দূরে পানি থাকে তবে তায়াম্মুম জায়েজ আছে, (২) পানি নিকটে আছে কিন্তু তথায় হিংস্র জন্তুর (ভল্লুক, বাঘ, সর্প ইত্যাদির) ভয় আছে এমতাবস্থায়, (৩) ওজু করিতে গেলে আসবাবাদি চোরে নেওয়ার ভয় থাকিলে, (৪) ওজু করিতে গেলে শত্রু প্রাণ বিনাশ করিবে এমন আশংকা থাকিলে, (৫) অগ্নিতে দগ্ধ হইবার আশংকা স্থানে, (৬) যদি কাহারও কর্জ্জ থাকে এবং অজু স্থানে গেলে ধরিয়া নিবে এই প্রকার ভয় স্থলে, কিন্তু-

(ক) মাজমাউল-আনহুর কিতাবে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি গরীব ও ঋণ শোধে অক্ষম, এমন ব্যক্তির জন্য জায়েজ হইবে।

(৭) মশারী হইতে বাহির হইলে যদি মশায় খাইয়া নিতান্ত কাহিল করে এমতাবস্থায়,

(৮) পানি এরূপ স্থানে আছে যে, তথায় যাইতে ভয়ানক গরমে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয় এমতাবস্থায়,

(৯) এরূপ শিলা বৃষ্টি হয় যে, পানি আনিলে কিংবা বৃষ্টির পানি ধরিলে সাংঘাতিক ক্ষতির আশংকা হয় তাহা হইলে,

(১০) কোন ফাছেকের নিকট পানি আছে, ঐ পানি আনিতে গেলে কোন আওরত লোকের নিজের ইজ্জতের ওপর অত্যাচার হইবার আশংকা হইলে।

(১১) শামী কিতাবে আছে যে, অল্প বয়স্ক দাড়িবিহীন ছেলেদেরও ঐরূপ ভয় স্থলে।

(১২) পানি সঙ্গে আছে কিন্তু সেই পানি দ্বারা অজু করিলে নিজে বা সঙ্গীয় লোক অথবা পালিত পশু (কুকুর, ঘোড়া ইত্যাদি) পিপাসায় কষ্ট পাইবার আশংকা স্থলে, (১৩) পানি সঙ্গে আছে, কিন্তু তদ্বারা অজু করিলে আহারের রুটি বা ভাত তৈয়ার করা হয় না, ক্ষুধায় কাতর হইবার আশংকায় তায়াম্মুম জায়েজ আছে, কিন্তু ছালুন তৈয়ারের জন্য পানি ব্যয় না করিয়া অজু করিবে, তায়াম্মুম করিলে জায়েজ হইবে না। (১৪) কোন ব্যক্তি অজুর জন্য কুয়ার নিকট ডুলি পাইল না, এমতাবস্থায় তাহার প্রতি তায়াম্মুম জায়েজ আছে। (১৫) কুয়ার নিকট ডুলি আছে কিন্তু রশি নাই, তখন পাগড়ী কি চাদরের সাহায্যে পানি উঠাইয়া অজু করিবে, না পারিলে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে।

(১৬) যদি কুয়ার নিকট ডুলী বা কোন প্রকার রশি না পায় তবে কুপের পার্শ্ববর্তী পরিচিত লোকের নিকট রজ্জু ও ডুলী থাকিলে চাহিতে হইবে। যদি ডুলীওয়ালা উহা কিছুক্ষণ পরে দিবে বলিয়া স্বীকার করে, তবে ঐ অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ হইবে অর্থাৎ তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িলে জায়েজ হইবে কিন্তু একটু বিলম্ব করিয়া তায়াম্মুম করা মোস্তাহাব। আলমগীরি ও জওহারাতুন-নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে যে, পানি পাইবার আশা থাকিলে নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত দেরী করা মোস্তাহাব। যদি বিশেষ আশা থাকে, তবে নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরী করা মোস্তাহাব।

(১৭) যদি কোন ব্যক্তি কয়েদ অবস্থায় থাকে এবং কোন বেদীনে তাহাকে ওজু করিতে না দেয়, তবে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে; পরে খালাছ হইলে অজুর সহিত নামাজ দোহরাইতে হইবে। গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, কোন মোকিম-কয়েদী তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকিলে খালাছ হওয়ার পর তাহার নামাজ দোহরাইতে হইবে। হেদায়া কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় দশ বৎসর পর্যন্তও যদি কাহাকে বাধা দিয়া থাকে, তবে খালাছান্তে ঐ দশ বৎসরের নামাজ অজুর সহিত দোহরাইতে হইবে।

(ক) কুয়ার নিকট পানি উঠাইবার কিছু না থাকিলে সঙ্গীয় পাক কাপড়ের এক পার্শ্ব কুয়ার মধ্যে ছাড়িয়া দিলে যদি পানি পর্যন্ত পৌছে, তবে ভিজাইয়া ভিজাইয়া পানি সংগ্রহ করতঃ অজু করিবে। (বাহরুর-রায়েক)।

(খ) কুয়ার পানি জমাট আছে, যদি সঙ্গে কাটারী (দা) থাকে, তবে কাটিয়া অজু করিবে; নচেৎ তায়াম্মুম করিবে। (বাহরুর-রায়েক)।

(গ) মাঠের মধ্যে পানীয় পানি কোন স্থানে রক্ষিত থাকিলে যদি অনুমান হয় যে, উহা দ্বারা

অজু করিতে বাধা নাই, তবে এমন বেশী পরিমাণ পানি থাকিলে তদ্বারা অজু করিবে; নচেৎ তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে। (বাহরুর-রায়েক)।

(ঘ) হায়েজওয়ালী, জুনুব ও মোরদা এই তিন ব্যক্তির সঙ্গে এই পরিমাণ পানি আছে যে, কেবল একজন পাক হইতে পারে; এমতাবস্থায় ঐ পানিতে যাহার হক সেই পাক হইবে, কিন্তু ঐ তিনজনেই পানির হকদার হইলে প্রত্যেকে তায়াম্মুম করিবে। যদি ঐ পানি মোবাহ্ হয় অর্থাৎ উক্ত তিনজনের যে কেহ পাক হইলে অপর দুইজনের কোন আপত্তি না থাকে , তবে এমতাবস্থায় জুনুব ব্যক্তি পাক হইবে; মোরদা ও হায়েজওয়ালীর তায়াম্মুম দুরস্ত আছে। (বাহারুর-রায়েক)।

(ঙ) কোন লোকের সহিত 'জম-জম'-এর পানি বাটা ভরা আটকান আছে, যদি তৎদ্বারা অজু চলে ও পিপাসায় কাতর হইবার আশংকা না থাকে, তবে ঐ পানি দ্বারা অজু করিবে; এই বিষয়টি বহু হাজী লোক অজ্ঞাত (বাহরুর-রায়েক)।

(হি) কাফি কিতাবে লিখিত আছে যে, ঐ বাটা বন্ধক রাখিয়া সঙ্গীয় লোকের নিকট হইতে পানি লইতে পারিবে। কাজীখান কিতাবে বন্ধক রাখা বিধানটি অশুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে; নিজের বাটা খুলিয়া অজু করিবে।

(১৮) কোন মুসাফেরের অজু ভঙ্গ হইল, আর কাপড়ও নাপাক; তাহার নিকট এই পরিমাণ পানি আছে যে, তদ্বারা অজু কি কাপড় ধৌত করা যায় এমতাবস্থায় প্রথমতঃ কাপড় ধৌত করিবে ও পরে তায়াম্মুম করিবে। যদি প্রথম তায়াম্মুম করে ও পরে কাপড় ধৌত করে তবে তায়াম্মুম শুদ্ধ হইবে না; কারণ পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম জায়েজ নাই। যদি উক্ত পানি দ্বারা অজু করিয়া নাপাক কাপড়ে নামাজ পড়ে তবে গোনাহগার হইবে, কিন্তু নামাজ শুদ্ধ হইবে।

(১৯) যদি কোন ব্যক্তিকে কেহ বলে যে, অজু করিলে শিরচ্ছেদ করিব বা কারাবাসে দিব। তবে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করতঃ নামাজ পড়িবে। পরে শত্রুহস্ত হইতে মুক্তি পাইলে অজু করিয়া নামাজ দোহরাইতে হইবে। ইহার কারণ বাহরুর-রায়েক ও শরহে বেকায়ার-হাশিয়া, শরম্বলালিয়া প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে যে, মানব কর্তৃক বাধাবশতঃ তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িলে বাধামুক্তির পর নামাজ দোহরাইবে। ইহার মূল কারণ, মানবের বাধায় আল্লাহর হক লুপ্ত হয় না। যদি স্বাভাবিক অর্থাৎ আল্লাহর তরফের বাধা যথা- পীড়া, শীত বা পিপাসায় কাতর হইবার আশংকা কিংবা হিংস্র জন্তুর উৎপীড়ন ভয়ে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে সে বাধামুক্তির পর নামাজ দোহরাইতে হইবে না।

(২০) মুসাফের অবস্থায় কয়েদ হইয়া তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িলে পুনঃ নামাজ দোহরাইতে হইবে না।

(ক) বাহরুর-রায়েক কিতাবে খোলাছা করিয়াছেন যে, মুসাফের অবস্থায় প্রায়ই পানি পাওয়া যায় না বলিয়া কয়েদ মুক্তির পর নামাজ দোহরাইতে হয় না।

(খ) কোন মুসাফের বিবেচনা করিল যে, পানি নিকটে আছে বা কোন বিশ্বাসী বয়স্ক লোকে বলে যে, ঐ দিকে পানি আছে, তবে তার প্রতি চারিশত হাত দূর পর্যন্ত পানি তালাশ করা ওয়াজিব, চাই নিজে তালাশ করুক বা অন্যের দ্বারা করাক জায়েজ আছে, পানি না পাইলে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে। ফাছেক বা নাবালক সংবাদদাতা হইলে পানি তালাশ করিতে হইবে না। (শামী)

(গ) তাহতাবী, শামী ও মারাকিল-ফালাহ কিতাবে বিবেচনার বিধান এই যে, পক্ষী উড়িতে দেখিয়া বা সবুজ ঘাস দেখিয়া অনুমান করিবে।

(ঘ) খানিয়া কিতাবে লিখিত আছে- মরুভূমিতে ভ্রমণকালে মোসাফের যদি বিবেচনা করে যে, পানি নিকটে আছে, তাহা হইলে তাহার প্রতি ফরজ এই যে, এক গুলু দূরত্ব পর্যন্ত পানি তালাশ করে, না পাইলে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে। (গুলু) অর্থ বাহরুর রায়েক কিতাবে চারিটি মত আছে, যথা- (১) তীর নিক্ষেপ করিলে যতদূর যায়, (২) তিনশত হাত, (৩) চারিশত হাত, (৪) তিনশত কদম হইতে চারিশত কদম পর্যন্ত। (কদম=দেড় হাত)

(ঙ) বাহরুর-রায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, উক্ত অবস্থায় পানি তালাশের এইরূপ বিধি আছে যে, চারিদিকে তাকাইবে, যদি কোন ছোট পাহাড় থাকে তবে তাহাতে উঠিয়া চতুর্দিকে চারিশত হাত পর্যন্ত দৃষ্টি করিবে। জানা আবশ্যক যে, যদি আসবাবপত্র চোরে নেওয়ার ভয় বা হিংস্র জন্তুর ভয় থাকে অথবা উঠিতে অক্ষম হয় তবে ঐ উচ্চ স্থানে না উঠিয়া তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে। প্রকাশ থাকে যে, গাছের উপর উঠিতে ভয় না থাকিলে উঠিয়া তালাশ করিবে। (হাশিয়া-তাহতাবী)

(হি) শরহে-বেকায়া, কাফি, জওহারাতুন-নাইয়ারা প্রভৃতি কিতাবে আছে মোসাফের মরুভূমিতে উপস্থিত হইয়া যদি বিবেচনা করে যে, পানি আনিতে গেলে সঙ্গীয় কাফেলা চলিয়া যাইবে ও দল চলিয়া গেলে বিশেষ ক্ষতির আশংকা হইলে কাফেলার সহিত চলিয়া যাইবে এবং তায়াম্মুম করতঃ নামাজ পড়িবে।

(২১) পানি পাওয়া যাইবে না বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইলে তায়াম্মুম করিবে।

(২২) পানি নিকটে আছে বলিয়া বিবেচনা করতঃ বিনা তালাশে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িলে পুনঃ পানি তালাশ করিতে হইবে; পানি না পাইলে তায়াম্মুম করিয়া পূর্ব নামাজ দোহরাইবে।

(২৩) পানি নিকটে আছে কিন্তু জানা নাই অথবা এইরূপ কোন সংবাদদাতাও পাওয়া গেল না যে ঐ পানির সংবাদ দিবে, তবে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে।

(২৪) সংবাদদাতা নিকটে আছে, যদি তাহার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া তায়াম্মুম করতঃ নামাজ পড়িয়া জিজ্ঞাসা করায় পানি নিকটে আছে বলিয়া সংবাদ পায়, তবে ঐ পানি আনিয়া অজু করতঃ পুনঃ নামাজ দোহরাইতে হইবে।

(২৫) পানির সংবাদ প্রথম জিজ্ঞাসা করায় যদি সংবাদদাতা সংবাদ না দিয়া থাকে, তবে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে। নামাজ শেষে সংবাদ দিলে নামাজ দোহরাইতে হইবে না।

(২৬) যদি সংগীয় লোকের নিকট পানি থাকে, আর বিবেচনা করে যে, পানি চাহিলে দিবে, তবে এমতাবস্থায় পানি না চাহিয়া তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িলে নামাজ কাজা পড়িতে হইবে। সঙ্গীয় লোকের নিকট পানি চাওয়ায় পানি না দিলে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িলে কাজা পড়িতে হইবে না।

(২৭) সঙ্গীয় লোকের নিকট পানি আছে, চাহিলে দেয় কি না এইরূপ দ্বিধা হওয়ায় পানি না চাহিয়া তায়াম্মুম করতঃ নামাজ পড়ার পর পানি চাওয়াতে পানি দিলে অজু করিয়া নামাজ

দোহরাইতে হইবে নচেৎ না। প্রকাশ থাকে যে, যদি প্রথম চাহনে না দেয়, আর নামাজের পর পানি দেয়, তবে দোহরাইতে হইবে না।

(২৮) কোন লোকের আসবাবপত্রের মধ্যে পানি রক্ষিত ছিল, নামাজের ওয়াক্তে সেই পানির 'কথা ভুলিয়া গিয়া পানির অভাবে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িল। নামাজের পর ঐ পানির কথা মনে পড়িল। এমতাবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এর মতে নামাজ দোহরাইতে হইবে না। (জওহারাতুন-নাইয়ারা)।

(ক) কোন মোসাফের নাপাক হইয়া তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবার সময় অজু টুটিল। পরে অজু পরিমাণ পানি পাইল। তখন ঐ পানি দ্বারা অজু করিয়া নামাজ পড়িবে। (খানিয়া)

তায়াম্মুমের আনুসাঙ্গিক মাসয়ালা

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! কোন শহর বা লোকালয় হইতে কয়েক ব্যক্তি নিম্নলিখিত নিয়তে বাহির হইল- একজন তিন দিবস দূরে মোসাফেরী নিয়তে, একজন কাষ্ঠ যোগাড়ের কিংবা ঘাষ আনিতে, একজন পশু তালাশের নিয়তে, একজন এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতে, কয়েকজন বাণিজ্য ও কৃষিকার্য ইত্যাদি নিয়তে রওয়ানা হইয়া পানিশূন্য মাঠে উপস্থিত; এমতাবস্থায় পানিও সঙ্গে নাই নামাজের ওয়াক্ত হইয়াছে, এখন কাহার প্রতি কি হুকুম?

উত্তরঃ- বৎস! ছগীরী, কবিরী, মাজমাউল-আনহুর, জওহারাতুন-নাইয়ারা কিতাবের মর্মে এরূপ স্থানে উপস্থিত ব্যক্তিদের সহিত পানি না থাকিলে এবং এক মাইলের মধ্যে পানি না পাইলে প্রত্যেকের তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িতে হইবে। যদি ওয়াক্ত কাজাও হয়। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, এক মাইলের মধ্যে পানি আছে বলিয়া বিবেচনা হইলে ওয়াক্ত কাজা হইলেও পানি তালাশ করিতে হইবে।

২। প্রশ্নঃ- হুজুর! ইমাম জোফার (রহঃ) -এর রেওয়ায়েতের মর্মে জানা যায় যে, পানি এক মাইলের চেয়েও দূরে থাক বা নিকটে থাক, ওয়াক্ত থাকা পর্যন্ত পানি তালাশ করিতে হইবে ওয়াক্ত শেষ হইবার আশংকা হইলে পানি নিকটে থাকিলেও তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে। এই রেওয়ায়েত শুদ্ধ কি না?

উত্তরঃ- ফতহুল-কাদির, কাফি, আলমগীরি হেদায়া প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, ঐ রেওয়ায়েতটি অশুদ্ধ। বৎস! ওয়াক্ত কাজা হইলেও এক মাইল দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত পানি তালাশ করিতে হইবে; এক মাইলের মধ্যে পানি না পাইলে' তায়াম্মুম করিয়া নামাজ কাজা পড়িবে।

৩। হুজুর! এ কি আশ্চর্য! তিনদিন দূরবর্তী স্থানে গমনকারী অবশ্য মোসাফের, অন্যান্য সকলেতো মুকিম, তথাপি সকলের প্রতি একই হুকুম হইল কেন?

উত্তরঃ- বৎস! বিশেষ আশ্চর্য কি! মাজমাউল-আন্‌হুর কিতাবে মোসাফের দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন-তিনদিন দূরে গমনকারী 'শরয়ী-মোসাফের' (শরা মোতাবেক); আর আপন বস্তি হইতে এক কি দুই মাইল, এক প্রহর কি দুই দিন দূরে গমনকারী 'উর্ফি মোসাফের' (সাধারণে যাহাকে মোসাফের বলিয়া থাকে কিন্তু শরামতে মোসাফের নয়) মধ্যে গণ্য।

অতএব প্রত্যেকেই মোসাফের হইল। এক মাইল দূরবর্তী পানির অভাবজনিত স্থানে উক্ত শরয়ী মোসাফের ও উর্ফি মোসাফেরের প্রতি একই হুকুম। বাহরুর-রায়েক, হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও খানিয়া প্রভৃতি কিতাবের মর্মেও উক্ত মত প্রকাশ পায়। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে- লোকালয়, শহর বা মাঠে উপস্থিত হইয়া পানির অভাব হইলে এক মাইল দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত পানি তালাশ করা সম্বন্ধে মুকিম ও মোসাফের উভয়ের প্রতি একই হুকুম।

৪। প্রশ্নঃ- হুজুর! আপনি বলিলেন যে, চতুর্দিকে এক মাইল দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত পানি তালাশ করিতে হইবে; কিন্তু জোব্দাতুল-মাসায়েলের ২য় খন্ডে ও বাংলা 'মায়দানুল-উলুম' কিতাবে লিখিয়াছেন যে, সম্মুখের দিকে দুই মাইল পিছনে ও ডাহিনে বামে এক মাইল দূরবর্তী স্থানে পানি তালাশ করিতে হইবে। উহা ছাড়া কোন কোন রেওয়ায়েতেও নাকি আছে যে, পানি রক্ষকগণের শব্দ শুনিলে বিনা তালাশে তায়াম্মুম করা শুদ্ধ নহে; শব্দ না শুনিলে বিনা তালাশে তায়াম্মুম করা জায়েজ, এমতাবস্থায় আমরা কোনটি পালন করিব?

উত্তরঃ- বৎস! তুমি যে, 'জোব্দাতুল মাসায়েল' ও 'মায়দানুল-উলুম' এবং কোন কোন রেওয়ায়েত হইতে দুইটি মত প্রকাশ করিয়াছ, সেই রেওয়ায়েত দুইটিকে এনায়া ফতহুল কাদির, জওহারাতুন নাইয়ারা ছগীরী প্রভৃতি কিতাবে অশুদ্ধ বলিয়া পূর্ব প্রকাশিত চতুর্দিকে এক মাইল দুরবর্তী স্থান পর্যন্ত পানি তালাশ করার মতটি শুদ্ধ লিখিয়াছেন। এই মতটি শামী, হেদায়া, আলমগীরি, শরম্বালালিয়া তাবিনুল-হাকায়েক প্রভৃতি কিতাবেও ছহী বলিয়া লিখিয়াছেন। অতএব প্রকাশিত জুবদাতুল মাছায়েল, মায়দানুল-উলুম ও কোন কোন রেওয়ায়েতের কথা আমল করা যায় না।

৫। প্রশ্নঃ- হুজুর! মাঠের মধ্যে বসিয়া যদি কেহ মনে করে যে, এক মাইল কি এক মাইলের চেয়ে বেশী দূরে পানি আছে, তবে এমনাবস্থায় কি করিতে হইবে?

উত্তরঃ- 'জওহারাতুন-নাইয়ারা' ও 'কবীরী' কিতাবে লিখিত আছে, এমন স্থানে নিম্ন সংখ্যা এক মাইল বিবেচনায় তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে।

৬। প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কেহ মনে করে যে, পানি এক মাইল বা এক মাইলের কম দূরে আছে তখন কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! 'জওহারাতুন-নাইয়ারা' ও 'কবীরী' কিতাবে লিখিত আছে যে, এমতাবস্থায় এক মাইলের কম ধরিবে, সুতরাং পানি তালাশ না করিয়া তায়াম্মুম করা জায়েজ নাই।

৭। প্রশ্নঃ- হুজুর! এক ব্যক্তি শহর হইতে নাপাক বা বে-অজু অবস্থায় বাহির হইল; অন্য কোন ব্যক্তি শহরের বাহিরে বসিয়া নাপাক বা বে-অজু হইল; এমতাবস্থায় পানির অভাব হইলে কাহার প্রতি কি হুকুম?

উত্তরঃ- কবীরী কিতাবে লিখিত আছে যে, উভয়ের প্রতি পানি তালাশের একই হুকুম।

৮। প্রশ্নঃ- হুজুর! আপনি যে এক মাইল দূরের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, মাপে উহার দূরত্ব কত?

উত্তরঃ- বৎস! লোগাতে-কামুছ, গায়'তুল-আওতার, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, আলমগীরি প্রভৃতি কিতাবে আছে-

১ বুরিদে - ৪ফারছং। ১ ফারছং - ৩ মাইল।
১ মাইল - ১০০০ হাজার বাও। ১ বাওতে - ৪ হাত।
১ হাত - ২৪ অঙ্গুলী। ১ অঙ্গুলীতে - ৬ যব।

অতএব আমাদের এতদ্দেশে তিন যবে এক অঙ্গুলী, এই হিসাবে ১ মাইল ৮০০০ হাজার হাত, ভারতীয় হিসাবে ১ মাইল ৪৮০ গজ হয়।

৯। প্রশ্নঃ- হুজুর! এক নাপাক ব্যক্তি গোছল করার পর দেখিল যে, তাহার শরীরের কতকাংশ ভিজে নাই; শুকনা অংশ দেখিতে পাইল তখন পানিও পাইবার সম্ভাবনা নাই অত্রাবস্থায় কি করা কর্তব্য?

উত্তরঃ- অত্রাবস্থায় শুধু তায়াম্মুম করিলেই চলিবে। (আলমগীরি)

১০। প্রশ্নঃ- উক্ত ব্যক্তি হদছ অর্থাৎ অজু ভংগ হইল, এখন কি করিবে?

উত্তরঃ- অজুর জন্য পুনঃ তায়াম্মুম করিতে হইবে। (আলমগীরি)

১১। প্রশ্নঃ- উক্ত ব্যক্তির তায়াম্মুম থাকা সত্ত্বে পানি পাওয়া গেলে তখন কি করিবে?

উত্তরঃ- যদি প্রচুর পরিমাণে পানি পাওয়া যায় ও তদ্বারা অজু করিতে এবং শরীরের শুক্না অংশও ধৌত করিতে পারে, তবে উভয়ই সম্পন্ন করিবে। আর যদি একটি ধৌত করিতে পারে এই পরিমাণ পানি পায়, তবে যেইটির ধৌত পরিমাণ পানি পাইবে সেইটি সম্পন্ন করিবে। অন্যটির পূর্বকৃত তায়াম্মুম ঠিক থাকিবে। যদি দুইটির যে কোনটি ধৌত করিতে পারে এমন পানি পায় তবে শরীরের যে অংশ গোছল করিবার সময়ে ভিজিবার বাকি ছিল তাহাই ধৌত করিবে। বাকীটির জন্য তায়াম্মুম করিতে হইবে। (আলমগীরি)

১২। প্রশ্নঃ- কোন নাপাক ব্যক্তি গোছল করিবার পর তাহার শরীরের কতকাংশ শুক্না দেখিতে পাইল এবং গোছলের বাদ অজু করিল, আর অজুর কোন একস্থান ভুলক্রমে ধৌত করে নাই, এখন এই পরিমাণ পানি আছে যে, উভয় স্থানের কোন একস্থান ধৌত করা যায়; অত্রাবস্থায় কি করিবে?

উত্তরঃ- উভয় স্থানের মধ্যে যে কোন স্থান ধৌত করিলে চলিবে, কিন্তু অজুস্থান ধৌত করাই উত্তম। (আলমগীরি)

১৩। প্রশ্নঃ- হুজুর! তায়াম্মুমওয়ালা ব্যক্তি পানির নিকট উপস্থিত কিন্তু তথায় প্রাণনাশক শত্রু বা হিংস্র জন্তু বিদ্যমান; তখন পূর্বকৃত তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ পড়া চলিবে কি না?

উত্তরঃ- ঐ অবস্থায় তায়াম্মুম বাতেল হইবে না, পূর্বকৃত তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ পড়া চলিবে। (আলমগীরি)

১৪। প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কোন বে-অজু ব্যক্তি এইরূপ পানি পায় যে, তদ্বারা অজু স্থানের কতকাংশ ধৌত করিতে পারে, তবে কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে তায়াম্মুম করিবে।

১৫। প্রশ্নঃ- হুজুর! কোন মোসাফেরের আসবাবের মধ্যে পানি ছিল কিন্তু ভুলক্রমে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িল, ওয়াক্তের শেষে মনে হইল, এমতাবস্থায় পুনঃ নামাজ পড়িতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে- ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) -এর মতে পড়িতে হইবে না।

১৬। প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কোন মোসাফের কুয়া বা পয়ঃপ্রনালীর পার্শ্বে তাবু গাড়ে এবং ঐ তাবু দ্বারা যদি কুয়া বা পয়ঃপ্রণালীর মুখ ঢাকিয়া যায় ও উহার মধ্যে যে পানি আছে একথা তাহার জানা না থাকে, এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িলে হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এর মতে হইবে কিন্তু ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) এর মতে হইবে না। (আলমগীরি)

১৭। প্রশ্নঃ- হুজুর! উক্ত অবস্থায় যদি সন্দেহ হয় যে, কূপ বা পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে পানি আছে কি না, কিংবা বিশ্বাস হয় যে পানি নাই, এমতাবস্থায় তালাশ না করিয়া তায়াম্মুম করতঃ নামাজ পড়িলে হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! 'আলমগীরি' কিতাবে লিখিত আছে যে, নামাজ শুদ্ধ হইবে না, ইহাতে কোন মতভেদ নাই।

১৮। প্রশ্নঃ- হুজুর! শহর কি বস্তির মধ্যে যদি পানি না পায় তবে কতদূর পর্যন্ত পানি তালাশ করা ফরজ, তাহাতে মুকিম ও মোসাফেরের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! শহরের মধ্যে হউক বা শহরের বাহিরেই হউক, মোসাফের ও মুকিমের প্রতি ছহি রেওয়ায়েত মতে পানি না পাইলে চতুর্দিকে এক মাইল পর্যন্ত পানি তালাশ করিতে হইবে, না পাইলে তায়াম্মুম করতঃ নামাজ পড়িবে। (আলমগীরি)।

১৯। প্রশ্নঃ- হুজুর। গাধার ঝুটাপানি আছে অন্য পানির অভাব; কি প্রকারে নামাজ পড়িবে?

উত্তরঃ- বৎস! অজু ও তায়াম্মুম উভয়ই করিতে হইবে কিন্তু প্রথম অজু করাই উত্তম; কারণ, গাধার ঝুটা পানি মশকুক। (আলমগীরি ও কুদুরী)।

২০। প্রশ্নঃ- কোন ব্যক্তির সঙ্গে মশকুক (গাধার ঝুটা) পানি থাকা সত্ত্বে তায়াম্মুম করতঃ নামাজ পড়িয়া পরে উক্ত মশকুক পানি দ্বারা অজু করিয়া পুনঃ নামাজ পড়ে, অথবা ইহার বিপরীত করে, তবে নামাজ দোহরাইতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! ছহীহ রেওয়ায়েত মতে দোহরান ওয়াজিব নহে। (খানিয়া)

২১। প্রশ্নঃ- কোন ব্যক্তি মশকুক পানি পাওয়া সত্ত্বে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িল, নামাজান্তে ঐ পানি ফেলিয়া দিল; এখন তাহার পুনঃ তায়াম্মুম করিয়া নামাজ দোহরান ওয়াজিব কি না?

উত্তরঃ- ঐ ব্যক্তির প্রতি ওয়াজিব হইবে; কারণ, ঐ মশকুক পানি পাকও হইতে পারে। (খানিয়া)

২২। প্রশ্নঃ- হুজুর! মোকিম বা মোসাফেরের জন্য পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করিয়া সিজদায়ে তিলাওয়াত করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! জায়েজ নাই; অজু করিয়া সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করিবে।

২৩। প্রশ্নঃ- হুজুর! কোন কোন কিতাবে নাকি পানি থাকা সত্ত্বে মোসাফেরীর মধ্যে তায়াম্মুম করিয়া সিজদায়ে তিলাওয়াত করা জায়েজ লিখিয়াছে, আপনি বলিলেন জায়েজ নাই, তাহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- বৎস! মোসাফেরী অবস্থায় হউক বা মুকিম অবস্থাই হউক, পানি থাকা সত্ত্বে তায়াম্মুম করিয়া সিজদায়ে তিলাওয়াত করা শুদ্ধ নহে। পানির অভাব হইলে তায়াম্মুম করতঃ সিজদায়ে তিলাওয়াত জায়েজ আছে। (গায়াতুল আওতার, হাশিয়ায়ে তাহতাবী।)

২৪। প্রশ্নঃ- এক ব্যক্তির সমস্ত মাথায় ঘা আছে কিন্তু সর্ব শরীর ভাল আছে, সে ব্যক্তি নাপাক হইলে কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! সমস্ত শরীর ধৌত করিবে কিন্তু মাথা মোসেহ করিবে। (খানিয়া)।

২৫। প্রশ্নঃ- যদি কাহারও মাথা, হাতলী ও মুখমন্ডলে ঘা থাকে, মাত্র পা ভাল থাকে, তবে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করিবে।

২৬। প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কাহারও সমস্ত শরীর ভাল থাকে কিন্তু পায়ে ঘা থাকে, তবে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- সমস্ত শরীর ধুইবে কিন্তু পা মোসেহ করিবে।

২৭। প্রশ্নঃ- কোন ব্যক্তির সঙ্গীয় লোকের নিকট এই পরিমাণ পানি আছে যে, তাহাদের দুইজনের অজু হয়, যাহার নিকট পানি আছে সে যদি সঙ্গীকে বলে যে, নামাজ পড়িয়া লই, পরে পানি দিব; ঐ ব্যক্তি পানির জন্য বিলম্ব করিয়া নামাজ পড়িলে তাহার নামাজ শুদ্ধ হইবে কিংবাা?

উত্তরঃ- বৎস! এমতাবস্থায় নামাজের ওয়াক্ত কাজা হইলেও পানির জন্য বিলম্ব করিতে হইবে, বিলম্ব না করিয়া নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (খানিয়া)।

২৮। প্রশ্নঃ- এক ব্যক্তি তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িল ও নামাজান্তে পানি পাইল; এখন নামাজ দোহরান ওয়াজিব কি না?

উত্তরঃ- এমতাবস্থায় দোহরান ওয়াজিব নহে কিন্তু নামাজের মধ্যে পানি পাইলে নামাজ ভঙ্গ হইবে; এইরূপ শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পূর্বে কিংবা পড়ার পর সালামের পূর্বে পানি পাইলেও নামাজ বাতিল হইবে; এক ছালামের পর পানি পাইলে নামাজ বাতিল হইবে না। যদি কাহারও ছোহ সিজদাহ্ বাকী থাকা সত্ত্বে ভুলক্রমে দুই সালাম ফিরাইয়া থাকে, কোন কথা না বলার পূর্বেও ছোহ সিজদা আরম্ভের আগে পানি পাইলে পুনঃ অজু করতঃ নামাজ পড়িবে, এক সিজদা দেওয়ার পর পানি পাইলেও অজু বাতিল হইবে না। প্রকাশ থাকে যে, খোলাছা কিতাবে লিখিত আছে যে, ঈদ কি জানাজা নামাজে ঐরূপ পানি পাইলে নামাজ বাতিল হইবে না।

২৯। হুজুর! কোন নাপাক ব্যক্তি গোসল করিলে শীতে মৃত্যু ঘটিবে বা কঠিন রোগাক্রান্ত হইবে অথবা তাহার সহিত এমন কোন পাত্র নাই যে, পানি গরম করিয়া লয় বা যে স্থানে গেলে গরম পানি পাইবে তথায় যাইতে অক্ষম হয় কিংবা এ গরম

পানি ক্রয় করিতে অসমর্থ থাকে, তবে এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, ঐরূপ অবস্থায় গোসলের পারিবর্তে তায়াম্মুম করতঃ নামাজ পড়িবে। গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি সঙ্গে এরূপ কোন কাপড় না থাকে যদ্বারা শীত নিবারণ করিতে পারে বা এমন কোন স্থান নাই যে, তথায় গেলে শীত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহা হইলে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম জায়েজ আছে।

৩০। প্রশ্নঃ- হুজুর! সুস্থ ব্যক্তি শীতে মৃত্যু ঘটিবে বা কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করিয়া অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করিলে জায়েজ হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি ও গায়াতুল আওতার কিতাবের মর্মে ছহী রেওয়ায়েত মতে উক্ত অবস্থায় অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েজ নাই।

৩১। প্রশ্নঃ- হুজুর! অজু করিলে যদি মরণের কিংবা কঠিন রোগের আশঙ্কা করে তবে কেন তায়াম্মুম হইবে না?

উত্তরঃ- শামী, তাবিনুল-হাকায়েকের হাশিয়া ও শরম্বলালিয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, ঐরূপ ঠান্ডায় অজু করিলে স্বভাবতঃ মৃত্যু ঘটে না বা কঠিন রোগাক্রান্ত হয় না; অতএব ঐ প্রকার আশঙ্কা করিয়া অজু না করা ভ্রম মাত্র।

৩২। প্রশ্নঃ- হুজুর! কোন ব্যক্তির অজু করিলেই প্রস্রাব বহির্গত হয়, এমন ব্যক্তি পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করিতে পারে কি না?

উত্তরঃ- ঐরূপ লোকের পানি থাকা সত্ত্বে তায়াম্মুম করা জায়েজ।

৩৩। প্রশ্নঃ- হুজুর! ঐ তায়াম্মুম দ্বারা অন্য কোন বন্দেগী চলিবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, ঐ প্রকার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঐ তায়াম্মুমে নামাজ ইত্যাদি পড়া জায়েজ আছে।

৩৪। প্রশ্নঃ- হুজুর! কোন কয়েদী কারাগারে থাকিয়া পানি ও পাক মাটি না পাইলে নামাজের কি করিবে?

উত্তরঃ- পানি ও পাক মাটি না পাইলে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এর মতে নামাজ পড়িবে না। (আলমগীরি)

প্রকাশ থাকে যে, খালাসান্তে পুনঃ সকল নামাজ কাজা পড়িয়া লইবে। স্মরণ রাখিবে যে, উক্ত অবস্থায় মাটি খুঁড়িয়া পাক মাটি বাহির করার ক্ষমতা থাকিলে তদ্বারা তায়াম্মুম করতঃ নামাজ পড়িবে।

৩৫। প্রশ্নঃ- এক স্থানের মাটির উপর দুই/তিন জনে, কি এক জনে দুই তিনবার তায়াম্মুম করিতে পারে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে জায়েজ বলিয়া লিখিত আছে।

৩৬। প্রশ্নঃ- হুজুর! কোন পীড়িত ব্যক্তি নাপাক হইল, সে যদি মনে করে যে, অজু কি গোসল করিলে মরিয়া যাইবে, কি কোন অঙ্গ নষ্ট কিংবা রোগ বৃদ্ধি পাইবে বা রোগমুক্তি পাইতে বিশেষ বিলম্ব হইবে কিংবা গোসল ও অজু করিলে শক্তিহীন হইবে, তবে এমতাবস্থায় কি হুকুম?

উত্তরঃ- বৎস! এ প্রকার ওজরে অজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম জায়েজ আছে। (খোলাছাতুল ফতোয়া)

৩৭। প্রশ্নঃ- হুজুর! পীড়িত ব্যক্তির পীড়া-বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা কি প্রকারে বুঝিবে?

উত্তরঃ- 'শামী' ও 'আলমগীরি' কিতাবে রোগ বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কা বুঝিবার তিনটি উপায় লিখিত আছে। যথা- (১) যদি পরীক্ষার দ্বারা বিশেষরূপে জানা যায় যে, পানি ব্যবহার করিলে রোগ বৃদ্ধি হয়, (২) রোগের আলামত (ভাব) দেখিয়া বিশেষরূপে অনুভব হয় যে, রোগ বৃদ্ধি হইবে, (৩) যদি কোন মুসলমান চিকিৎসক (যাহার মধ্যে কোন প্রকার ফাসেকী নাই) বলে যে পানি ব্যবহার করিলে পীড়া বৃদ্ধি হইবে, তবে তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে।

৩৮। প্রশ্নঃ- হুজুর! এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করিল; কিছুক্ষণ পরে রোগমুক্ত হইল কিন্তু পানির অভাব হইল; এমতাবস্থায় পূর্ব তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ চলিবে কি না?

উত্তরঃ- 'শামী' কিতাবে লিখিত আছে, এরূপ পানির অভাব হইলে পূর্ব তায়াম্মুম বাতিল হইবে। কাজেই নূতন তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে। কারণ প্রথম যে ওজরে তায়াম্মুম করিয়াছিল, সে ওজর বাকী না থাকায় তায়াম্মুম বাতিল হইয়াছে, নূতন ওজরে নূতন তায়াম্মুম বিধি কিন্তু মতভেদ আছে।

৩৯। প্রশ্নঃ- হুজুর! এক ব্যক্তি তায়াম্মুম করিল, তৎপর তাহার শরীরে নাজাছাত (নাপাক) লাগিল, সে ব্যক্তি ঐ তায়াম্মুমে নামাজ পড়া চলিবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! 'মবছুত' এর ১ম খন্ডে লিখিত আছে যে, তায়াম্মুমের পর ঐ প্রকার নাপাক লাগিলে মাটি দ্বারা হউক বা নেকড়া দ্বারা হউক, ময়লা দূর করিয়া নামাজ আদায় করিতে হইবে; ওজর বশতঃ উক্ত নাপাক দূর করিতে না পারিলে ঐ ময়লাসহ নামাজ পড়িলেও জায়েজ হইবে; পুনঃ তায়াম্মুম করা লাগিবে না।

কি কি কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয় তাহার বিবরণ

১। প্রশ্নঃ- হুজুর! কি কি কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়?

উত্তরঃ- বৎস! যে সমস্ত কারণে অজু ভঙ্গ হয়, তাহাতে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়; ইহাছাড়া আরও কারণ আছে, যাহাতে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয় কিন্তু অজু ভঙ্গ হয় না।

২। প্রশ্নঃ- হুজুর! সে কি কি কারণ? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- (১) যদি কোন ব্যক্তি রোগবশতঃ তায়াম্মুম করিয়া থাকে তবে তাহার রোগ আরোগ্য হইলে তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে।

(২) যদি কোন মোসাফের পানি না পাইয়া তায়াম্মুম করিবার পর রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, আর ঐ রোগ অবস্থায় মুকিম হয় তবে পূর্বের তায়াম্মুম বাতিল হইবে, নূতন তায়াম্মুম করতঃ নামাজ পড়িবে। (আলমগীরি)

(৩) কয়েক ব্যক্তি তায়াম্মুম করিয়া পানির নিকট গেল; সে পানিতে একজনের অজু হয়, পানির মালিক যদি হুকুম দেয় যে, যাহার ইচ্ছা অজু কর, তবে সকলের তায়াম্মুম ভঙ্গ হইবে। (আলমগীরি)

(৪) কোন তায়াম্মুম ওয়ালা মোসাফের যদি এই পরিমাণ পানি পায় যে, অজুর অপর স্থানসমূহ একবার মাত্র ধৌত করিতে পারে, তাহা হইলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হইবে। এমতাবস্থায় এক একবার করিয়া অজু স্থান ধৌত করতঃ অজু করিয়া নামাজ পড়িবে। (আলমগীরি)

(৫) তায়াম্মুম ওয়ালা ব্যক্তি নামাজ শুরু করার পূর্বে পানি পাইলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হইবে। (খোলাছা)

(৬) নামাজের মধ্যেও পানি পাইলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হইবে, কিন্তু ঈদ ও জানাজা নামাজ শুরু করিয়া থাকিলে পানি পাইলেও তায়াম্মুম ভঙ্গ হইবে না। (খোলাছা)

(৭) কোন ব্যক্তি পানি নাই বলিয়া তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িল, শেষে দেখিল যে, পানি আছে, তাহা হইলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হইবে ও অজু করিয়া নামাজ দোহরাইতে হইবে। (খোলাছা)

(৮) যদি কোন তায়াম্মুমওয়ালা ব্যক্তি পানির উপর দিয়া চলিয়া যায় এবং স্মরণ না থাকে যে, অজু করিতে হইবে, কিছুদূর গিয়া মনে হইলেও তাহার তায়াম্মুম ভঙ্গ হইবে।

(৯) কোন ব্যক্তির পিঠের উপর কোন পাত্রে পানি থাকা সত্ত্বেও যদি ভুলে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়ে, তবে পরে স্মরণ হইলে অজু করিয়া পুনঃ তাহার নামাজ পড়িতে হইবে।

(১০) সওয়ারীর পিছনে পানি থাকা সত্ত্বেও ভুলে তায়াম্মুম করিলে স্মরণ হওয়া মাত্র তায়াম্মুম ভঙ্গ হইবে, ঐ তায়াম্মুমে নামাজ পড়িয়া থাকিলে পুনঃ নামাজ দোহরাইয়া পড়িবে। গদীর সম্মুখে থাকিলেও ঐ প্রকার হুকুম।

(১১) নিদ্রিত ব্যক্তিকে পানির উপর দিয়া নিয়া গেলে তায়াম্মুম বাতিল হইবে না। নাপাকের তায়াম্মুম ছিল বলিয়া জওহারাতুন-নাইয়ারা বা তাবিনুল হাকায়েকের হাশিয়াতে লিখিত আছে, বসা অবস্থায় নিদ্রিত ছিল তজ্জন্য পূর্ব তায়াম্মুম ভঙ্গ হয় নাই। (যেরূপ নিদ্রায় অজু যায় না, সেই সকল মাসয়ালা অজুর বয়ানে দ্রষ্টব্য।)

(১২) তায়াম্মুম করতঃ নামাজ আরম্ভ করিয়া তন্মধ্যে উচ্চহাস্য করিলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হইবে।

(১৩) একই নিয়তে নাপাক ও অজুর তায়াম্মুম করতঃ নামাজ আরম্ভ করিয়া তন্মধ্যে উচ্চহাস্য করিলে অজুর তায়াম্মুম ভঙ্গ হইবে, কিন্তু নাপাকের তায়াম্মুম ভঙ্গ হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়

নামাজের বিবরণ

নামাজের শ্রেণী বিভাগ

প্রশ্নঃ- ইতিপূর্বে অজু ও তায়াম্মুম সম্বন্ধে অবগত হইয়াছি, এখন নামাজের মাসয়ালা সম্বন্ধে জানাইয়া বাধিত করুন।

উত্তরঃ- নিম্নে নামাজের মাসয়ালা সমূহ যথারীতি বর্ণনা করিতেছি, স্মরণ রাখিও।

প্রশ্নঃ- নামাজ সমূহ কত প্রকার?

উত্তরঃ- যাবতীয় নামাজ মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা- ফর্জে-আইন, ফর্জে কেফায়া, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল। উহার প্রত্যেকটির বিষয় যথাক্রমে নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

ফর্জ দুই প্রকার- ফর্জে-আইন ও ফরজে কেফায়া।

ফর্জে আইনঃ- যাহা প্রত্যেকের উপর আদায় করা ফরজ। কতক সংখ্যক লোকে উহা আদায় করিলে সকলের তাহাতে আদায় হয় না। যেমন ঈমান ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ইত্যাদি। ইহা প্রত্যেকের উপর ফরজ। কতক সংখ্যক লোকে ঈমান আনিলে সকলের ঈমান আনা হয় না।

ফর্জে কেফায়াঃ- উহাও সকল মুসলমান মাত্রেরই আদায় করা ফরজ, কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক এই ফর্জ আদায় করিলে সকল মুসলমানের উপর হইতে এই ফরজ রহিত হইয়া যায়। যেমন- জিহাদ ও জানাজা নামাজ ইত্যাদি। (কেফায়া, ১৯১)

ওয়াজিব নামাজঃ- যে সকল নামাজ দলিলে-যন্নি দ্বারা পড়া স্থির হইয়াছে তাহা ওয়াজিব নামাজ। যেমন- দুই ঈদের নামাজ, বেতের, মান্নত এবং যে নফল নামাজ আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। (শামী)

সুন্নত নামাজঃ- দুই প্রকার, মোয়াক্কাদাহ ও গায়রে মোয়াক্কাদাহ। ফরজ ও ওয়াজিব ব্যতীত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজ হামেশা করিয়াছেন, উহা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। ইহা সুন্নতুল হুদা নামেও পরিচিত। ইহা তরক করিলে গুনাহ হইবে। যেমন- আযান একামত ইত্যাদি (শামী)। সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ নামাজ জোহর ও জুমআর পূর্বে এক এক সালামে চারি রাকআত, এবং জুমআর বাদ এক সালামে চারি রাকআত, ফজরের পূর্বে, জোহর, মাগরিব ও এশার পরে দুই দুই রাকআত করিয়া আট রাকআত। ইহা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ ও ওয়াজিবের নিকটবর্তী। (শামী)।

যে সকল সুন্নত ফরজের পরে পড়া হয় উহা ফরজের ক্ষতি পূরণের জন্য এবং পূর্ববর্তী সুন্নত নামাজ সমূহ শয়তানের ওছওয়াছা হইতে বাঁচিবার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। (শামী, বাবে

সুন্নত) এতদ্ব্যতীত বাকী সব নামাজ সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ। যেমন আছরের পূর্বে চারি রাকআত, এশ্‌রাক ও দোহা ইত্যাদি। ইহা পড়িলে বিশেষ সওয়াব আছে কিন্তু না পড়িলে গুনাহ্ নাই। ইহাকে নফল নামাজ বলে।

মালাবুদ্দা-মিনহু কিতাবে তাহাজ্জুদ নামাজকে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও তাহাজ্জুদ নামাজ তরক করেন নাই। কখনও রাত্রে কোন কারণে পড়িতে না পারিলে দিনের বেলা বার রাকআত আদায় করিয়াছেন। উহা চারি রাকআতের কম এবং বার রাকআতের বেশী প্রমাণ নাই। জানা আবশ্যক যে, ফরজে আইন নামাজসমূহ সকলের প্রতি ফরজ কিন্তু জুমআর নামাজ স্ত্রীলোক, বালক, গোলাম, অন্ধ ইত্যাদির প্রতি ফরজ হইলেও ওজর বশতঃ তাহাদের উপর হইতে রহিত হইয়াছে।

ফরজে-আইন নামাজ ও ইহা ফরজ হইবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- উপরে যে ফর্‌জে আইন নামাজের বিষয় উল্লেখ হইল, উহা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তদীয় উম্মতগণের উপর ফরজ হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণ উহা পড়িয়াছিলেন কি না?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, তাঁহারাও এই নামাজ পড়িতেন। তবে কে কোন্ ওয়াক্ত পড়িতেন, এই বিষয় মতভেদ আছে। শামী কিতাবে লিখিত আছে, ফজরের নামাজ হযরত আদম (আঃ), জোহরের নামাজ হযরত দাউদ (আঃ), আছরের নামাজ হযরত সোলায়মান (আঃ), মাগরিবের নামাজ হযরত ইয়াকুব (আঃ), ও এশার নামাজ হযরত ইউনুছ (আঃ) পড়িয়াছিলেন।

গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিয়াছে, ফজরের নামাজ হযরত আদম (আঃ), জোহরের নামাজ হযরত ইব্রাহিম (আঃ), আছরের নামাজ হযরত ইউনুছ (আঃ), মাগরিবের নামাজ হযরত ঈসা (আঃ), ও এশার নামাজ হযরত মুছা (আঃ) পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা এই নামাজ শোক্‌রানা স্বরূপ পড়িয়াছিলেন।

তান্‌বিরুল-কুলুব কিতাবে লিখিয়াছে, পূর্ববর্তী নবীগণ এই সকল নামাজ শোকরানা স্বরূপ পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উপর উহা ফরজ হইয়াছিল। পরে আমাদের প্রতি উহা ফরজ হইয়াছে।

ফজরের নামাজ দুই রাকআত হওয়ার কারণ

প্রশ্নঃ- নামাজসমূহ ২/৩/৪ রাকআত হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- হযরত আদম (আঃ) বেহেশ্‌ত হইতে দুনিয়ায় পতিত হইবার পর যখন রাত্রির অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি ভীত হইলেন। কারণ, তিনি তৎপূর্বে কখনও অন্ধকার দেখেন নাই। তারপর রাত্রির অন্ধকার অপসারিত হইয়া যখন প্রভাতের আলো প্রকাশ পাইল, তখন তিনি খোদাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক দুই রাকআত শোক্‌রানা নামাজ পড়িলেন। প্রথম রাকআত রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইবার জন্য ও দ্বিতীয় রাকআত ভোরের আলো প্রকাশ পাইবার জন্য পড়িয়াছিলেন। উহা তিনি শোক্‌রানা স্বরূপ পড়িয়াছিলেন। পরে উহা তাঁহার প্রতি ফরজ হইয়াছিল। (তানবিরুল কলব)

জোহরের নামাজ চারি রাকআত হইবার কারণ

জোহরের নামাজ হযরত ইব্রাহিম (আঃ) চারি কারণে চারি রাকআত পড়িয়াছিলেন। ১ম রাকআত- আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার কার্যে রাজী থাকার জন্য; ২য় রাকআত- পুত্রের চিন্তা হৃদয় হইতে দূর হইবার জন্য; ৩য় রাকআত- পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) আল্লাহর জন্য কোরবানী হইতে রাজী হইবার জন্য; ৪র্থ রাকআত- পুত্রের পরিবর্তে বেহেশতের দুম্বা জবেহ হওয়া ও নিজ পুত্রের অব্যাহতি পাওয়ার জন্য। উক্ত চারি কারণে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) চারি রাকআত নামাজ শোক্‌রানা নফল স্বরূপ পড়িয়াছিলেন। পরে এই চারি রাকআত আমাদের প্রতি ফরজ হইয়াছে। (এনায়া)।

আছরের চারি রাকআত নামাজের বিবরণ

আছরের নামাজ প্রথম হযরত ইউনুস (আঃ) পড়িয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে মৎসের গর্ভ হইতে মুক্তি দেওয়ার চারিটি কারণে চারি রাকআত নামাজ পড়িয়াছিলেন।

১ম রাকআত- রাত্রির অন্ধকার হইতে মুক্তি পাইয়া; ২য় রাকআত- মৎসের গর্ভের অন্ধকার হইতে মুক্তি পাইয়া; ৩য় রাকআত আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, পরে আল্লাহ্ তায়ালা রাজী হইয়াছিলেন সেই জন্য; ৪র্থ রাকআত পানির অন্ধকার হইতে মুক্তি পাইয়া। এই চারি রাকআত শোক্‌রানা নফল স্বরূপ পড়িয়াছিলেন। পরে উহা আমাদের প্রতি ফরজ হইয়াছে। (এনায়া)

মাগরিবের নামাজ তিন রাকআত হইবার কারণ

মাগরিবের নামাজ প্রথম হযরত ঈসা (আঃ) পড়িয়াছিলেন। সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছ যে, "তোমরা খোদা ছাড়া আরাধনায় আমাকে ও আমার মাতাকে খোদা বলিয়া মান্য কর?" ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত ঈসা (আঃ) তিন এবাদতে তিন রাকআত নামাজ পড়িলেন।

১ম রাকআত- হে প্রভু! আমি খোদা নই। ২য় রাকআত- হে খোদা! আমার মাতাও খোদা নহে। ৩য় রাকআত- হে এলাহী! তুমি সত্য, তুমি অনন্ত। এই তিনটি কথার জন্য তিন রাকআত নামাজ পড়িয়াছিলেন। উহাই পরে আমাদের প্রতি ফরজ হইয়াছে। (এনায়া)

এশার নামাজ চারি রাকআত হইবার বিবরণ

এশার নামাজ হযরত মুসা (আঃ) পড়িয়াছিলেন। যখন হযরত মুসা (আঃ) মাদায়েন শহর হইতে বহির্গত হইয়া পথ-হারা হইলেন, তখন তিনি চারিটি চিন্তায় পতিত হইয়াছিলেন। এই সকল চিন্তা হইতে গায়েবী বাক্যে মুক্তি পাইয়া চারি রাকআত নামাজ পড়েন। এই চারি রাকআত আমাদের প্রতি ফরজ হইয়াছে। (এনায়া-১৯৬)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হইবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- এই সকল নামাজ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর কখন হইতে ফরজ হইয়াছে?

উত্তরঃ- এই বিষয় নানা প্রকার মতভেদ রহিয়াছে। (১) রদ্দুল মোহ্‌তার কিতাবে কোন কোন ওলামার রেওয়ায়েত হইতে বর্ণিত আছে, আ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিজরতের দেড় বৎসর পূর্বে রমজান মাসের ১৭ই তারিখ শনিবার রাত্রে তাঁহার প্রতি এই নামাজ ফরজ হয়।

(২) হাশিয়ায়ে তাহ্‌তাবী কিতাবে লিখিত আছে, কেহ কেহ বলিয়াছেন, রজব মাসে মে'রাজের সময় এই নামাজ তাঁহার প্রতি ফরজ হইয়াছে। এই কথার প্রতিই অধিকাংশের বিশ্বাস।

(৩) শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, কাহারও মতে রজব মাসের ২৭শে তারিখ মে'রাজের রাত্রে এই নামাজ ফরজ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, রবিউল আউয়াল চাঁদে এই নামাজ ফরজ হইয়াছে।

প্রশ্নঃ- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হইবার পূর্বে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তদীয় সাহাবাগণ অন্য কোনও নামাজ পড়িতেন কি না?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, সূর্য উদয়ের পূর্বে ও অস্ত যাইবার পূর্বে তাঁহারা দুই ওয়াক্ত নামাজ ফরজের ন্যায় পড়িতেন।

প্রশ্নঃ- মে'রাজের রাত্রে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হইয়াছিল, উহা পাঁচ ওয়াক্তে পরিণত হইল কি প্রকারে?

উত্তরঃ- আনিছুল ওয়ায়েজীন নামক এক কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, মে'রাজের রাত্রিতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাত হইতে প্রত্যাবর্তনকালে হযরত মুসা (আঃ) -এর রূহ-মোবারকের সহিত মোলাকাত হইল। পবিত্র রূহ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আল্লাহ তায়ালার দরবার হইতে কি আনিয়াছেন?" আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এবং আমার উম্মতগণকে দিবারাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ পড়িবার আদেশ দিয়াছেন। ইহা শ্রবণে হযরত মুসা (আঃ) -এর রূহ বলিলেন, আপনার উম্মত দুর্বল হইবে, তাঁহারা সাংসারিক কার্য করিয়া দিবারাত্রে পঞ্চাশবার নামাজ আদায় করিতে সমর্থ হইবে না। আপনি খোদা তায়ালার নিকট হইতে কিছু কমাইয়া আনুন। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উপদেশ মতে খোদা তায়ালার দরবারে হাজির হইলেন, তিনি তাঁহার প্রার্থনা অনুসারে দশ ওয়াক্ত মাফ করতঃ দিবারাত্রি চল্লিশ ওয়াক্ত ফরজ করিয়া দিলেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনকালে পুনঃ হযরত মুসা (আঃ) -এর রূহ বলিলেন, আপনার উম্মত ইহাও পারিবে না। তৎপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনঃ আল্লাহর দরবারে হাজির হইলেন এবং এবারেও আল্লাহ তায়ালা কয়েক ওয়াক্ত মাফ করিলেন। এরূপ কয়েকবার

যাতায়াতে শেষ পর্যন্ত দশ ওয়াক্ত নামাজ স্থির হইল এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরিয়া চলিলেন। হযরত মুসা (আঃ) এর রূহ্ এবারও বলিলেন যে, আপনার উম্মত এই দশ ওয়াক্ত নামাজও আদায় করিতে সমর্থ হইবে না। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই পুনঃ আল্লাহ তায়ালার দরবারে যাইয়া আরজ করিলেন যে, হে খোদা! আমার উম্মতগণ এই দশ ওয়াক্ত নামাজও আদায় করিতে পারিবে না। আপনি মেহেরবানী করিয়া আরও ক্ষমা করিয়া দেন। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, হে দোস্ত! আপনার খাতিরে ও আপনার উম্মতগণের উপর দয়া করিয়া দিবারাত্রে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করিলাম। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরিয়া চলিলেন। হযরত মুসা (আঃ) এর রূহ এবারও বলিলেন, না! খোদার নিকট হইতে আরও কমাইয়া আনুন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, না! খোদার নিকট পুনঃ আর এ বিষয়ে প্রার্থনা করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। এই বলিয়া খোদা তায়ালার দরবারে না যাইয়া অতি নিরস বদনে কাঁদিয়া ফিরিতেছিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আওয়াজ আসিল, আয় আমার হাবিব! দোস্তের সাক্ষাত লাভ করিলে দোস্ত হাস্য মুখে ফিরিয়া যায়, আপনি কি জন্য কাঁদিতেছেন? তখন হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আপনি মেহেরবানী করিয়া আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করিয়াছিলেন। আমি প্রার্থনা করিয়া মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অনুমতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে যে, আমার উম্মতগণ পয়তাল্লিশ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে; তজ্জন্যই কাঁদিতেছি।

তখন আল্লাহ তায়ালা বলিলেন " না! না! আপনি কাঁদিবেন না। আপনার উম্মতগণ যদি যথা নিয়মে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, তবে আমি এই পাঁচ ওয়াক্তেই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব দিব।" এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, আমাদের সৌভাগ্য, আমরা মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়াও পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব পাইতে থাকিব। অতএব এই নামাজ যাহাতে কোন প্রকারে নষ্ট না হয় এবং স্ত্রী-পুত্র নির্বিশেষে সকলেই যেন এই নামাজ আদায় করে, তজ্জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য।

প্রশ্নঃ- হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ববর্তী নবীগণের কাহারও উপর কোনও নামাজ ফরজ ছিল কি না?

উত্তরঃ- আনিছুল-ওয়ায়েজীন কিতাবের মর্মে জানা যায়, পূর্ববর্তী নবীগণের কাহারও উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত, কাহারও উপর চল্লিশ ওয়াক্ত, কাহারও উপর বিশ ওয়াক্ত, কাহারও উপর দশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ছিল। এমন কোনও নবী ছিলেন না, যাহার উপর পঞ্চাশের বেশী ও দশ ওয়াক্তের কম নামাজ ফরজ ছিল।

প্রশ্নঃ- শুধু বালেগা স্ত্রী ও বালেগ পুরুষের প্রতি নামাজ আদায় করা ফরজ হইলে বালক বালিকাদের প্রতি নামাজ পড়ার আদেশ দেওয়া হয় কেন?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, যদিও না-বালেগের প্রতি নামাজ রোজা ফরজ নহে, কিন্তু পিতা-মাতার ওয়াজিব যে, সাত বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাকে নামাজ রোজা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, ছেলে-মেয়েদের বয়স সাত বৎসর হইলেই নামাজের জন্য আদেশ করা পিতা-

মাতার কর্তব্য। যখন তাহারা দশ বৎসরে পৌছিবে তখন তাহারা নামাজ না পড়িলে হাত দ্বারা শাসন করিবে, লাঠি দ্বারা মারিবে না। শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, উহাদের ভালাইর জন্য তিনবার আঘাত করিবে। শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, ওস্তাদও তিনবার শাসন করিবেন। অতিরিক্ত শাসন করিলে আল্লাহ তায়ালা কেছাছ লইবেন। হাশিয়ায়ে-তাহতাবীতে লিখিত আছে, ওস্তাদ তিনবার মধ্যম রকমে প্রহার করিবেন। শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে আছে, আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশিত সকল কাজের জন্যই এইরূপ শাসনের ব্যবস্থা।

প্রশ্নঃ- অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শাসন সম্পর্কে জ্ঞাত হইলাম, যদি বালেগ স্ত্রী পুরুষ নামাজ ও রোজা তরক করে, তাহাদিগের প্রতি কি হুকুম?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি তুচ্ছ করিয়া নামাজ না পড়িবে, সে কাফের হইবে। ক্ষমতা থাকিলে ঐ কফেরকে বন্দী করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তওবা না করিবে ও নামাজ রোযা আদায় না করিবে, ততদিন কয়েদ রাখিবার বিধান আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এরূপ শাস্তি দিবে যেন শরীর হইতে রক্ত বাহির হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা যাহাকে ফাছেক দেখিতে পাইবে, ক্ষমতা থাকিলে তাহাকে হাত দ্বারা শাসন করিবে, না পারিলে মুখ দ্বারা উপদেশ দাও, যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তবে অন্তরে অন্তরে তাহার প্রতি বেজার থাকিয়া তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিবে।

ওয়াজিব নামাজের বিবরণ

প্রশ্নঃ- ওয়াজিব নামাজ কি?

উত্তরঃ- তান্‌বিরুল কুলুব কিতাবে লিখিত আছে, যেই নামাজ পড়িবে বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা ওয়াজিব। শামী কিতাবের মর্মে যেই নফল নামাজ আদায় করিবার মানসে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা আদায় করা ওয়াজিব। জাওহারাতুন নাইয়ারা কিতাবের মর্মে জ ানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা নামাজ সম্বন্ধে যে আয়াত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অর্থের মতভেদে যে সকল নামাজ পড়িবার বিধান হইয়াছে, সেই নামাজও ওয়াজিব। যথা বেতের, মান্নত নামাজ ও যে নফল নামাজ আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে উহা এবং দুই ঈদের নামাজ।

বেতেরের নামাজ তিন রাকআত হইল কেন তাহার বিবরণ

প্রশ্নঃ- বেতেরের নামাজ তিন রাকআত হইল কেন ?

উত্তরঃ- তান্‌বিরুল কুলুব কিতাবে লিখিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মে'রাজের রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাস গিয়া নবীগণের রূহের সহিত দুই রাকআত নামাজ পড়িলেন। সেই সময় হযরত মুসা (আঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলিলেন, আপনি যখন ছিদরাতুল মোন্‌তাহায় পৌছিবেন, তখন আমার জন্য এক রাকআত নামাজ পড়িবেন। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহা স্বীকার করিলেন এবং তিনি যখন ছিদরাতুল মোন্‌তাহায় পৌছিলেন, তখন ওয়াদা পূর্ণ করিবার জন্য

এক রাকআত নামাজ পড়িলেন এবং ঐ সঙ্গে নিজের জন্য আর এক রাকআত যোগ করিলেন। এই সঙ্গে আর এক রাকআত নামাজ আদায় করিবার জন্য আল্লাহ তায়ালার হুকুম হইল। এই শেষ রাকআতে আপনা হইতেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাহ্রীমা খুলিয়া গেল। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনঃ তক্বীর বলিয়া তাহ্রীমা বাঁধিয়া দোয়া কুনুত পড়িয়া নামাজ শেষ করিলেন। এই নামাজের প্রথম রাকআত ওয়াজিব, দ্বিতীয় রাকআত সুন্নত এবং তৃতীয় রাকআত ফরজ। তবে এই নামাজ ওয়াজিব বলিয়া নিয়ত করার কারণ এই যে, ওয়াজিব নিয়তে আরম্ভ করা হয় বলিয়া এই তিন রাকআত ওয়াজিব নামে অভিহিত।

এতদ্ব্যতীয় তান্‌বিরুল কুলুব কিতাবে লিখিত আছে, কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিদ্‌রাতু-মোন্‌তাহায় গিয়া চারি রাকআত নামাজ পড়িবার নিয়তে দাঁড়াইয়া দুই রাকআত আদায় করিয়া তৃতীয় রাকআতের মধ্যে তাঁহার পিতা-মাতার আজাবের কথা মালুম করায় অমনি হাত খুলিয়া গেল। তখন পুনঃ তক্বীরে তাহরিমা বলিয়া দোয়া কুনুত পড়িয়া নামাজ আদায় করিলেন।

প্রশ্নঃ- হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতা-মাতা এখনও কি আজাবে রহিয়াছেন?

উত্তরঃ- ফতোয়ায়ে আনকারাবি কিতাবে কুদুরী কিতাব হইতে লিখিয়াছেন, যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতা-মাতা আল্লাহ তায়ালার হুকুমে মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। কোন কোন কিতাবে লিখিত আছে যে, হাজ্জাতুল বেদার দিনে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মিনা বাজার যান, তখন আল্লাহ তায়ালার কুদরতে তাঁহার পিতা-মাতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুসলমান করার পরে তাঁহারা আজাব হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

সুন্নত নামাজের বিবরণ

প্রশ্নঃ- সুন্নত নামাজ কি কি ?

উত্তরঃ- সুন্নত নামাজ দুই ভাগে বিভক্ত; মোয়াক্কাদাহ ও গায়ের মোয়াক্কাদাহ। মোয়াক্কাদাহ যথা- ওয়াক্তিয়া বার রাকআত, জুমআর পূর্বে চার ও পরে চার, মোট আট রাকআত। গায়ের মোয়াক্কাদাহ যথা- এশরাক, চাশত, জওয়াল, আছরের পূর্বে চারি রাকআত, আওয়াবীন, সালাতুত্তাসবিহ্ তাহইয়াতুল অজু, দুখুলুল মসজিদ, তাহাজ্জুদের নামাজ ইত্যাদি।

নামাজ আদায়ের তরতীব

প্রশ্নঃ- কিরূপভাবে নামাজ পড়িতে হইবে?

উত্তরঃ- নামাজ পড়িতে প্রথম ওয়াক্ত চিনিতে হয়।

তৎপর যথারীতি অজু করতঃ পাক হইয়া পবিত্র পোষাক পরিধান করিয়া মসজিদে বা কোনও পাক জায়গায় দাঁড়াইয়া কেবলামুখী হইয়া নামাজ আরম্ভ করিবে। নামাজে দাঁড়াইয়া সালাম ফিরান পর্যন্ত সকল কার্যগুলি যথারীতি একের পর এক একটি নিম্নে লিখিয়া দেওয়া হইল।

১। নামাজের ওয়াক্ত চিনা (ফরজ); ২। যথারীতি অজু করা, আবশ্যক হইলে গোসল করিয়া লইবে; (ফরজ) ৩। আজান দিবে; (সুন্নত) ৪। পাক কাপড় পরিধান করিবে; (ফরজ) ৫। পবিত্র স্থানে দাঁড়াইবে; (ফরজ) ৬। কেবলা দিকে মুখ করিবে; (ফরজ) ৭। দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িবে; (ফরজ) ৮। নিয়ত করিবে; (ফরজ) ৯। তাক্‌বীরে-তাহরীমা বলিবে (ফরজ) ১০। কানে উলা দিবে, (সুন্নত) জানা আবশ্যক, খরিদা বাঁদিও তাকবীরে তাহরীমার সময় পুরুষের ন্যায় কানের লতিতে হাত ছোয়াইবে। ১১। তাহরীমা বাঁধিবে; (সুন্নত) ১২। ছানা অর্থাৎ সোবহানাকা পড়িবে; (সুন্নত) ১৩। তাআব্বুজ অর্থাৎ মোকতাদী হইলে তাআব্বুজ তাসমিয়া পড়িবে না। ১৫। প্রথম দুই রাকআতের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়িবে। (ওয়াজিব) ১৬। ফাতেহার সহিত অন্য যে কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করিবে। (ওয়াজিব) ১৭। আল্লাহু-আকবর উচ্চারণ করিবে। (সুন্নত) ১৮। সঙ্গে সঙ্গে রুকুতে যাইবে। (ফরজ) ১৯। রুকুতে সোব্‌হানা রাব্বিয়াল আজীম তিনবার পড়িবে (সুন্নত) ২০। কমপক্ষে এক তছবিহ্ পরিমাণ সময় মাথা নিচু করিয়া রাখিবে। (ওয়াজিব) ২১। ছামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলিয়া মাথা উঠাইবে। (সুন্নত) (২২) মাথা উঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে চুপে চুপে রাব্বানা লাকাল-হামদ বলিবে। (সুন্নত) ২৩। এক তছবীহ পরিমাণ সময় মাথা সোজা রাখিবে (ওয়াজিব), কাহারও মতে সুন্নত। ২৪। দাঁড়ান অবস্থায় সিজদার স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। (মোস্তাহাব) ২৫। সিজ দা করিবে। (ফরজ) ২৬। সিজদার জন্য মাথা নীচু করার সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতের তালু দুই হাঁটুর উপর রাখিবে (সুন্নত)। হাঁটু প্রথমে বিছানায় রাখিবে (সুন্নত), দুই হাতের তালু এবং অঙ্গুলী মিলিত ভাবে সিজদার স্থানের দুই পার্শ্বে রাখিবে যেন দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ কানের লতি বরাবর থাকে (সুন্নত) নাসিকার অগ্রভাগ প্রথম বিছানায় স্পর্শ করাইবে (সুন্নত)। পরে কপাল বিছানায় লাগাইবে (সুন্নত) সিজদার সময় নাসিকা ও কপাল বিছানায় লাগাইয়া রাখা ওয়াজিব। উভয় রান ও পেটের মধ্যে ফাঁক রাখা সুন্নত। সিজদার সময় নাকের দিকে নজর রাখিবে। (মোস্তাহাব) সিজদার মধ্যে তিনবার ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা বলা (সুন্নত)। সিজদায় এক তছবীহ পরিমাণ বিলম্ব করা ওয়াজিব। ইহাকে তা'দিলে আরকান বলে। সিজদা হইতে প্রথমে কপাল পরে নাসিকা ও তৎপর হাতের তালুদ্বয় উঠাইবে (সুন্নত)। উঠিবার সময় হাতের তালুদ্বয় দুই হাঁটুর উপর রাখিবে (সুন্নত) মাথা সোজা করতঃ এক তছবীহ পরিমাণ সময় রাখা ওয়াজিব। ইহাও তা'দিলে আরকান। কেহ কেহ ইহাকে সুন্নত বলিয়াছেন। ঐ নিয়মে পুনঃ সিজ দা করিবে (ফরজ)। দ্বিতীয় রাকআতে বসিয়া তাশাহুদ পড়িবে (ওয়াজিব)। কোলের দিকে দৃষ্টি রাখিবে (মোস্তাহাব)। আত্তাহিয়্যাতু পরিমাণ বসা ওয়াজিব। দরূদ শরীফ পড়িবে (সুন্নত) চারি রাকআতওয়ালা নামাজের দুই রাকআতের পর তাশাহুদ পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া যাওয়া ওয়াজিব। চারি রাকআতওয়ালা নামাজের শেষের দুই রাকআতে শুধু আলহামদু পড়িবে (মোস্তাহাব), কেহ কেহ বলিয়াছেন সুন্নত। নামাজের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পরিমাণ সময় বসা ফরজ। কোন কাজের সহিত নামাজ শেষ করিবে (ফরজ); যেমন ছালাম ফিরান। কিন্তু ছালামের সহিত নামাজ হইতে বাহির হওয়া ওয়াজিব। প্রথম ডাহিন দিকে ছালাম ফিরান সুন্নত।

নামাজের ফরজের বিবরণ

প্রশ্নঃ- নামাজের মধ্যে মোট কয়টি ফরজ?

উত্তরঃ- নামাজের মধ্যে মোট তেরটি ফরজ। ইহাকে আহকাম ও আরকান বলে। (হেদায়ার হাশিয়া)

প্রশ্নঃ- আহকাম ও আরকান কাহাকে বলে এবং উহার প্রত্যেকটি কত প্রকার?

উত্তরঃ- মাজমাউল আনহুর ও আইনী কিতাবে আছে, কোনও কিছুর ভিত্তি যাহার উপর স্থাপিত হয় তাহাকে আহকাম বা শর্ত বলে। মূল জিনিসের প্রধান অংশগুলোর নাম আরকান।

আহকাম বা শর্ত সাতটিঃ- বাহরুর রায়েক, শরহে বেকায়া, দুররুল হেকাম, তাবইনুল হাকায়েক প্রভৃতি কিতাবে শর্ত মোট ছয়টি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথাঃ-

১। শরীর পাক, ২। কাপড় পাক, ৩। আওরাত ঢাকা, ৪। জায়গা পাক, ৫। কেবলামুখী হওয়া, ৬। নিয়ত করা। ইহা ব্যতীত এনায়া, মুনিয়া খোলাছাতুল-ফতুয়া প্রভৃতি কিতাবে ওয়াক্ত চিনাও একটি শর্ত বলিয়া লিখিয়াছেন।

আরকান বা নামাজের ছেফত ছয়টিঃ

হেদায়া কিতাবে লিখিত আছে, ১। তাকবীরে তাহরীমা, ২। কেয়াম, ৩। কেরাত, ৪। রুকু, ৫। সিজদাহ, ৬। আখেরী বৈঠক।

ইহা ব্যতীত শরহে বেকায়া কিতাবে নামাজ হইতে বাহির হওয়াকেও এক ফরজ লিখিয়াছেন। ইহাতে মোট ফরজ চৌদ্দটি দাঁড়াইতেছে। এতদ্ভিন্ন দুররুল হেকাম কিতাবে নামাজের কেয়াম ও রুকুর তরতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মুনিয়া কিতাবে তা'দিলে আরকান ঠিক রাখাও ফরজ লিখিয়াছেন। ইহাতে মোট হিসাব করিলে আহকাম আরকান ফরজ তেরটির স্থলে ষোলটি বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, মুনিয়া কিতাবে নামাজ হইতে বাহির হইবার জন্য কোনও কাজ করাকে একটি ফরজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইহাকে ফরজ ও ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) ইহাকে ওয়াজিব বলিয়াছেন। কাজেই এই ফরজটি মতভেদ জনিত বলিয়া সর্বজন প্রচলিত হয় নাই। আর কেয়াম ও রুকুর তরতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখাও ফরজ বটে, কিন্তু নামাজের মধ্যে সাধারণতঃ কেয়াম ও রুকু আপনা হইতেই যথা নিয়মে আদায় হইয়া যায়, তজ্জন্যই বোধ হয় কোন কোন মহাত্মাগণ ঐ ফরজটি প্রকাশ করেন নাই। তা'দিলে আরকানকে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ফরজ বলিয়াছেন এবং ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) ও ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ওয়াজিব বলিয়াছেন। কাজেই এটিও মতভেদ জনিত বলিয়া তের ফরজের সহিত উল্লেখ হয় নাই।

হেদায়া কিতাবে তাকবীরে তাহরীমাকে ছেফাত অর্থাৎ রোকনের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু কেফায়া, বাহরুর রায়েক, জওয়াহারাতুন্নাইয়ারাহ, মাজমাউল-আনহুর, মোলতাকাল-আবহুর শরহে-বেকায়া, জামেউর রমুজ, আলমগীরি, শরম্বালালিয়া, দুররুল মোখতার, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, তাবইনুল হাকায়েক, মেফতাহুচ্ছালাত, কাজী খান, মারাফিল ফালাহ প্রভৃতি

কিতাবে লিখিত আছে যে, তাক্‌বীরে-তাহরীমা নামাজের শর্ত কিন্তু ইহাকে ইতিপূর্বে নামাজের রোকনের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, উল্লেখিত সকল কিতাবেই তাকবীরে তাহরীমাকে রোকনের বয়ানে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু উহা শর্তই বটে। এতদ্ভিন্ন শামী, দুররুল মোখতার, তাবইনুল-হাকায়েক, হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও কবীরী প্রভৃতি কিতাবেও তাকবীরে তাহরীমাকে রোকনের বয়ানে লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু শর্ত বলিয়াই উল্লেখ করিয়া উহার কারণ এই লিখিয়াছেন যে, তাকবীরে তাহরীমা কেয়ামের অতি সংলগ্ন বলিয়াই উহাকে রোকনের অধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। আমিও হেদায়া ও উল্লেখিত অন্যান্য কিতাবসমূহের মতে রোকনের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। মূলে তাকবীরে তাহরীমা একটি শর্ত।

ফজর নামাজের ওয়াক্তের বিবরণ

প্রশ্নঃ- ফজরের নামাজের ওয়াক্ত কোন সময় হয়, জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- ফজরের নামাজের ওয়াক্ত চিনিতে হইলে প্রভাতকালীন দুইটি অবস্থা জানিতে হইবে। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে, প্রথমতঃ ছোবহে কাজেব অর্থাৎ অপ্রকৃত প্রভাত এবং দ্বিতীয় প্রভাতের প্রারম্ভ হইতে সূর্য উদয় পর্যন্ত ফজরের নামাজের ওয়াক্ত থাকে।

ছোবহে কাজেবের পরিচয়

রাত্রির শেষভাগে পূর্বাকাশে এক প্রকার আলো প্রকাশ পায়। উহা শিয়ালের লেজের ন্যায় লম্বা আকৃতি বিশিষ্ট একটি আলো। এই আলো মিটিয়া গিয়া পুনঃ অন্ধকার আসে। এই অবস্থাকে ছোবহে কাজেব বলে। এই সময় পর্যন্ত রমজানের সাহরী খাওয়া জায়েজ এবং এশার নামাজও মাকরূহ তাহরীমের সহিত পড়া জায়েজ।

ছোবহে ছাদেকের পরিচয়

ছোবহে কাজেবের অন্ধকার অপসারিত হওয়ার পর পুনঃ পূর্বাকাশে বিস্তৃত আলো প্রকাশ পায়। এই সময় হইতেই ছোবহে ছাদেক আরম্ভ হয় এবং ফজরের ওয়াক্তও আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত থাকে। (গায়াতুল আওতার) প্রত্যেক ওয়াক্তে মোস্তাহাব ওয়াক্ত সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।

জোহরের নামাজের ওয়াক্তের পরিচয়

প্রশ্নঃ- জোহরের নামাজের ওয়াক্ত কোন্ সময় হয়?

উত্তরঃ- ঠিক দ্বিপ্রহরের পরেই অর্থাৎ বেলা পশ্চিম দিকে ঢলিলেই জোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে আছলী ছায়ার বাদ দ্বিগুণ ছায়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে। পক্ষান্তরে ছাহেবাইন অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, কোন বস্তুর আছলী ছায়ার বাদ একগুণ ছায়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে। ইহার পর আছরের নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়।। (মারাকিল ফালাহ)

এ স্থলে জোহরের নামাজের ওয়াক্ত সম্বন্ধে দুইটি মত দেখা যাইতেছে। এক্ষেত্রে আমাদের একটি সিদ্ধান্তে পৌছা আবশ্যক। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, ছায়া আছলীর বাদ মূল বস্তুর দ্বিগুণ ছায়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে। পক্ষান্তরে ছায়া আছলী বাদ মূল বস্তুর একগুণ ছায়ার পর আছরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ছায়া আছলীর বাদ একগুণ ছায়ার মধ্যে জোহরের নামাজ পড়ায় কোনও মতভেদ নাই। অতএব আমরা ঐ সময়ের মধ্যেই জোহরের নামাজ পড়িব। একগুণ ছায়ার দ্বিগুণ ছায়ার মধ্যবর্তী সময়কে জোহর কি আছর কোন ওয়াক্তের মধ্যে ধরিব না। কিন্তু দুররুল- মোখতার ও দুররুল মোন্তাকা কিতাবে লিখিত আছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর মতে, দ্বিগুণ ছায়ার মধ্যে আছরের নামাজ পড়া শুদ্ধ হইবে। কিন্তু মারাকিল-ফালাহ, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, শামী, জামেউর রমুজ, গায়াতুল-আওতার, বাহরুর-রায়েক, হেদায়া, শরহে বেকায়া, তাবইনুল হাকায়েক মাজমাউল-আনহুর, আলমগীরি, জওহারাতুন্নাইয়ারাহ, মাবছুত, মুনিয়ার হাশিয়া ও কবীরি প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন যে, আছলী ছায়া বাদ একগুণ ছায়া পর্যন্ত জোহরের নামাজ পড়িবে। দিগুণ ছায়ার মধ্যে জোহর বা আছর কোন নামাজ পড়িবে না। দ্বিগুণ ছায়ার বাদ আছরের নামাজ পড়িলে সকল ইমামের মত রক্ষা হইবে। উক্ত কিতাবসমূহের মতে এই কথা এহতিয়াত বা সাবধানতা।

এখন প্রশ্ন এই যে, দ্বিতীয়গুণ ছায়ার সময়টা কোন ওয়াক্তের মধ্যে ধরা হইবে। এই সম্পর্কে মারাকিল-ফালাহ, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, শরহে বেকায়ার হাশিয়া, তাবিনুল হাকায়েক প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন যে, ঐ সময়টি 'মোহমাল' অর্থাৎ কোন ফরজ নামাজের ওয়াক্ত নহে। হেদায়ার শরাহ কেফায়া, এনায়া ও মাবছুত প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন যে, সূর্যোদয় হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত যেরূপ কোন ফরজ নামাজের ওয়াক্ত নহে, তদ্রুপ জোহর ও আছরের নামাজের মধ্যভাগ অর্থাৎ একগুণ ছায়ার পর হইতে দ্বিগুণ ছায়ার মধ্যে যে সময় থাকে, ইহাও কোন ওয়াক্তিয়া ফরজের ওয়াক্ত নহে।

প্রশ্নঃ- জোহর ও আছরের নামাজের মধ্যভাগে যে 'মোহমাল' ওয়াক্তের কথা বয়ান করা হইল, ঐ ওয়াক্তে যদি কেহ ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়ে তবে কি হইবে?

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, শামী, জামেউর-রমুজ প্রভৃতি কিতাবে এবং ফতহুল কাদির, মেফতাহুচ্ছালাত কিতাবে লিখিয়াছে, ঐ এখতেলাফজনিত ওয়াক্তে জোহর বা আছর কোনও নামাজ না পড়া এহ্‌তিয়াত।

প্রশ্নঃ- মূল বস্তুর আছলী ছায়া বাদ দ্বিগুণ ছায়ার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি আছরের নামাজ না পড়ে তবে জামআত হয় না, এমন স্থলে কি করিবে?

উত্তরঃ- জামআত হউক বা না হউক, সে সময় আছর পড়িবে না।

ছায়া আছলীর বিবরণ

প্রশ্নঃ- কিভাবে ছায়া আছলী চিনিব?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায় চাশত নামাজের সময় অর্থাৎ সূর্য পূর্বদিকে থাকিতে এক সমতল ভূমিতে একটি সোজা লাঠি মাটিতে পুঁতিয়া সেই লাঠির ছায়ার উপর চিহ্ন কাটিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে, ছায়া আর কমিতেছে না, তখনকার সেই

ছায়াকেই আছলী ছায়া বলিয়া ধরিবে এবং সেই সময় ঠিক দ্বিপ্রহর হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে। তৎপর যখন দেখিবে যে, ছায়া বড় হইতেছে, তখন মনে করিবে বেলা ঢলিয়াছে জোহরের ওয়াক্ত হইয়াছে। শামী, গায়াতুল-আওতার, বাহরুর-রায়েক, প্রভৃতি কিতাবে এই নীতিকে শুদ্ধ বলিয়া লিখিয়াছে। দ্বিতীয় উপায় শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, ছায়া আছলী চিনিবার সহজ উপায় এই- ঠিক দ্বিপ্রহরের পূর্বক্ষণে একজন পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে এবং সূর্যের কিরণ শরীরে কোন্ স্থানে পতিত হয়, তাহা লক্ষ্য করিবে। যদি দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রুর উপর কিরণ বোধ হয়, তবে মনে করিবে যে, সূর্য পশ্চিমে গিয়াছে ও জোহরের ওয়াক্ত হইয়াছে। আর যদি বাম চক্ষের ভ্রুর উপর কিরণ অনুভব হয়, তবে মনে করিবে যে, সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে নাই।

প্রশ্নঃ- সকল দেশেই কি এক রকম ছায়া আছলী পতিত হয়?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে, শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ইত্যাদি ঋতু পরিবর্তনের স্থানভেদে ছায়া আছলীর পরিবর্তন হয়। আমাদের দেশেও সাধারণতঃ শীত, গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতু পরিবর্তনে ছায়া আছলীর পরিবর্তন হইয়া থাকে।

জানা আবশ্যক যে, মক্কা শরীফে বৎসরে দুইদিন মাত্র ছায়া আছলী থাকে না এবং স্থানভেদে ছায়া আছলীও ছোট হয়। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, কোন কোন ছায়া আছলী আসল বস্তুর সমান পরিমাপেরও হইয়া থাকে। কোথাও আবার দ্বিগুণ পরিমাণও হইয়া থাকে।

আছরের নামাজের ওয়াক্তের বিবরণ

প্রশ্নঃ- আছরের নামাজ কোন্ সময় পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- মারাকিল-ফালাহ, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, শামী জামেউর-রমুজ, গায়াতুল আওতার, বাহরুর রায়েক; হেদায়া, শরহে বেকায়া, তাবিনুল হাকায়েক, মাজমাউল আনহুর, আলমগীরী, মাবছুত, জওহারাতুন্নাইয়ারা, মুনিয়ার হাশিয়া, কবিরী, ছগীরী প্রভৃতি কিতাবের মর্মে মতভেদ জনিত ওয়াক্ত শেষ হইবার পর অর্থাৎ আছলী ছায়া বাদ দ্বিগুণ ছায়া পূর্ণ হইলেই আছরের নামাজ পড়িবে।

মাগরিবের নামাজের ওয়াক্তের বিবরণ

প্রশ্নঃ- মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত কখন হয় ও কতক্ষণ থাকে?

উত্তরঃ- সূর্যাস্ত হওয়া মাত্রই মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত হয়। উহা শেষ হওয়ার মধ্যে মতভেদ আছে। হযরত আবু হানিফা (রঃ) এর মতে সূর্যাস্তের পর লাল রং শেষ হইয়া যে সাদা রং প্রকাশ পায়, তাহা মিটিয়া যাইয়া অন্ধকার আসা পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে।

ছাহেবাইনের মতে লাল রং পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে, উহা মিটিয়া গেলেই মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয়। এই দুইটি মতের মধ্যে ইমাম ছাহেবের কওলের উপরই আমাদের আমল করিতে হইবে। মাজমাউল-আনহুর কিতাবে এবনে নজিম হইতে ঐ কওলের উপর ফাতোয়া দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে শরহে বেকায়া, দুররুল হেকাম ও কোন রেছালায় ছাহেবাইনের মত শুদ্ধ বলিয়াছেন। এই দুইটি মতের উল্লেখ করতঃ হেদায়ার শরাহ কেফায়া কিতাবে মীমাংসা করিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের লাল বর্ণ মিটিয়া যে এক প্রকার সাদা রং প্রকাশ পায়, তাহা মিটিয়া গিয়া অন্ধকার হইলেই মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয় এবং এশার ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। এই মতটি হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) ও হযরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করা হইয়াছে। আবার হযরত মোবররদ ও আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া (রাঃ) এই মহাত্মাদের মত সমর্থন করিয়াছেন। পুনঃ ছাহেবাইনের মত হইল এই যে, আকাশের লাল রং বিদ্যমান থাকা পর্যন্তই মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে, ঐ রং মিটিয়া গেলেই এশার ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। এই মতটি হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত এবনে মাছউদ (রাঃ) এই তিন মহাত্মা রেওয়ায়েত করিয়াছেন; হযরত আছমায়ী ও খলিল (রঃ) ইহা সমর্থন করতঃ বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুই মতের মীমাংসা স্থলে কেফায়া কিতাবের সিদ্ধান্ত এই যে, উক্ত উভয় মতই রাবি এবং উহার সমর্থন হিসাবে প্রবল, কাজেই কোনটিই অগ্রাহ্য করা যায় না। এখন উভয় মতের মধ্যে সমস্যা হইল এই যে, সূর্যাস্তের লাল রং মিটিয়া সাদা রংযুক্ত যে সময় আসে, তখন মাগরিবের ওয়াক্ত কি এশার ওয়াক্ত। সুতরাং এরূপ স্থলে উক্ত সময় এশার নামাজ পড়িতে নাই। কারণ, নামাজের ওয়াক্ত একটি রোকন বা শর্ত। রোকন বা শর্তের মধ্যে কোনও প্রকার সন্দেহ থাকিলে উহার রোকন বা শর্ত হইতে পারে না। কাজেই সাদা রং মিটিয়া যাওয়ার পর অন্ধকার আসিলে সেই সময় এশার নামাজ পড়িলে ওয়াক্ত শর্তটির মধ্যে কোন সন্দেহ থাকে না। এই নিমিত্তই কেফায়া কিতাবে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতকে অতি দৃঢ় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য যে, যদি দুই মোজতাহেদের মধ্যে কোন বিষয় নিয়া মতভেদ হয় এবং উভয় মতই সঠিক প্রমাণিত হয়, তখন আমাদের কর্তব্য যে, যাহাতে উভয় মহাত্মার মত রক্ষিত হয় এবং বিষয়টির মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ ও সন্দেহ না থাকে তাহাই আমল করা। এই কথার মীমাংসা স্থলে শামী কিতাবে লিখিয়াছে যে সূর্যাস্তের পর আকাশের লাল রং মিটিয়া গিয়া সাদা বর্ণযুক্ত সময়ের মধ্যে যদি এশার নামাজের জামআত উপস্থিত হয়, তবে ঐ জামআতে নামাজ না পড়িয়া পরে অন্ধকার হইলে একা পড়া ভাল। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত তেরটি কিতাবে হযরত আবু হানিফা (রঃ) এর মত এখতিয়ার করিয়া গিয়াছেন। যথাঃ-। জওহারাতুন্নাইয়ারা, ২। বাহরুর-রায়েক, ৩। মাজমাউল-আনহুর, ৪। দুররুল-মোন্তাকা, ৫। কবিরী, ৬। ছগীরী, ৭। মুনিয়া, ৮। ফতহুল কাদির, ৯। মালাবুদ্দামিনহু, ১০। তাবাইনুল-হাকায়েক, ১১। মেফতাহুচ্ছালাত ১২। গায়াতুল আওতার, ১৩। হাশিয়ায়ে তাহতাবী। সুতরাং উল্লিখিত প্রমাণ সমূহের বলে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর কওলের উপরই আমল করিবে।

এশার নামাজের ওয়াক্তের বিবরণ

প্রশ্নঃ- এশার নামাজের ওয়াক্ত কোন্ সময় হয় ও কতক্ষণ থাকে?

উত্তরঃ- সূর্যাস্তের পর লাল রং মিটিয়া যে সাদা বর্ণ হয়, এই সাদা বর্ণ দূর হইয়া অন্ধকার আরম্ভ হইলেই এশার ওয়াক্ত হয় এবং ছোবহে ছাদেক হইবার পূর্ব সময় পর্যন্ত এশার নামাজের ওয়াক্ত থাকে। বেতের নামাজ ও এশার ওয়াক্ত একই ওয়াক্ত বটে, কিন্তু বেতেরের নামাজ এশার নামাজের পরে পড়িতে হয়।

প্রশ্নঃ- এমন কোন স্থান আছে কিনা, যেখানে এশার নামাজের ওয়াক্ত পাওয়া যায় না? সে সকল স্থানে এশা ও বেতেরের নামাজ পড়িবার উপায় কি?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, এরূপ স্থান আছে বৈ কি! যেমন মেরু প্রদেশের বলগার (সম্ভবতঃ বুলগেরিয়া) দেশে শীতকালে চল্লিশ দিন যাবত মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত শেষ হইতেই ফজরের নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হইয়া যায়। কাজেই সেখানে এশা বেতেরের নামাজের ওয়াক্ত পাওয়া যায় না। এরূপ স্থানে মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত বাদ দিয়া অনুমান পূর্বক এশা ও বেতেরের নামাজ পড়িতে হইবে। (গায়াতুল-আওতার)

প্রশ্নঃ- দাজ্জাল বাহির হইয়া নাকি চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকিবে। উহার প্রথম দিন এক বৎসরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান, তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান; বাকী সাতত্রিশ দিন স্বাভাবিক আমাদের দিনের ন্যায়। এরূপ অবস্থায় কি প্রকারের নামাজ পড়িবে?

উত্তরঃ- শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে হাদিস শরীফ হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, চব্বিশ ঘন্টা দিবা রাত্রির মধ্যে যে পরিমাণ সময়ান্তর নামাজ পড়া হয়, সে সময় সেই পরিমাণ সময় ভাগ করিয়া প্রত্যেক দিনের নামাজ আদায় করিবে। শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে- রোজা, যাকাত, হজ্জ, ইদ্দত, কেনা-বেচার মুদ্দত বায়-ছলম ইত্যাদি যাবতীয় কার্য চব্বিশ ঘন্টা দিবা রাত্রির নিয়মে পরিমাণ করিয়া সমাধান করিবে কিন্তু শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বসন্ত ইত্যাদি চারিটি ঋতুর প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ঋতুভেদে দিবা রাত্রি বড় ছোট হইয়া থাকে।

ফজরের নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্তের বিবরণ

প্রশ্নঃ- ফজরের নামাজ কোন্ সময় পড়া মোস্তাহাব?

উত্তরঃ- ছোবহে-ছাদেক আরম্ভের পরেই ফজরের নামাজ পড়িতে পারে। কিন্তু সূর্য উদয়ের এত পূর্বে আরম্ভ করিবে যেন চল্লিশ আয়াত দ্বারা দুই রাকআত নামাজ আদায় করার পর আবশ্যক হইলে ওজু গোছল করিয়া পুনঃ চল্লিশ আয়াত দ্বারা দুই রাকআত নামাজ আদায় করিবার সময় থাকে। এরূপ সময় থাকতে নামাজ আরম্ভ করা মোস্তাহাব। শামী ও মারাকিল-ফালাহ কিতাবে আছে, ছোবহে-ছাদেকের আরম্ভেই অন্ধকার থাকার মধ্যে স্ত্রী লোকদিগের সকল স্থানে ও হাজী লোকের মোজদালেফা নামক স্থানে ফজরের নামাজ পড়িলে মোস্তাহাব ওয়াক্তে পড়া হইবে। কিন্তু পুরুষের মোজদালেফা ব্যতীত সকল স্থানেই উক্ত ওয়াক্তে পড়িলে মোস্তাহাব ওয়াক্তে পড়া হইবে চাই মুকিম হউক, কি মুছাফের হউক, সকলের জন্যই এক হুকুম। কারণ উক্ত সময়ে ফজরের নামাজ পড়িলে জামআত বড় হয়।

প্রশ্নঃ- ওজু টুটিলে পুনঃ ওজু করিয়া চল্লিশ আয়াত পড়িতে নামাজ আদায়ের মধ্যে সূর্য উদয় না হয়। এই ওয়াক্ত মোস্তাহাব বটে, কিন্তু চল্লিশ আয়াত পড়িতে কত সময় লাগে, তাহা অনুমান করিতে না পারিলে কি করিবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, ছোবহে ছাদেক অন্ধকার ছুটিয়া গিয়া যখন দ্রব্যাদি দেখা যায়, এরূপ পরিষ্কার সময়ে নামাজ পড়া মোস্তাহাব।

প্রশ্নঃ- জামেউর রমুজ কিতাবে লিখিত আছে, ছোবহে ছাদেকের অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও ফজরের নামাজ আরম্ভ করা মোস্তাহাব, তাহা কি শুদ্ধ নহে?

উত্তরঃ- এই রেওয়ায়েতটি গ্রাহ্য করা যায় না। কারণ শামী, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, দুররুল-মোখতার প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে যে, ছোবহে ছাদেকের অন্ধকার ছুটিয়া গেলেই ফজরের নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্ত হয়। এই রেওয়ায়েত শুদ্ধ।

প্রশ্নঃ- মোস্তাহাব ওয়াক্তে ফজরের নামাজ পড়িবার আদেশ হইবার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- মারাকিল ফালাহ কিতাবে হাদীস শরীফ হইতে রেওয়ায়েত আনিয়াছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা ফজরের নামাজ অন্ধকারে না পড়িয়া রওশন অবস্থায় পড়, তাহা হইলে তোমাদের বড়ই নেকী হাছেল হইবে। ঐ কিতাবে আরও লিখিত আছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, ফজরের নামাজ জামআতে পড়িয়া যে ব্যক্তি সূর্য উদয় পর্যন্ত ঐ স্থানে বসিয়া আল্লাহর জিক্‌রে লিপ্ত থাকে এবং সূর্য উদয় হইলে দুই রাকআত নামাজ পড়ে, তাহাকে আল্লাহ তায়ালা এক হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব দান করিবেন। উক্ত কিতাবে আরও লিখিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কোন মুছল্লি ফজরের নামাজের পর কোন কথা না বলিয়া

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণঃ- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মোলকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহ্‌য়ী ওয়া ইউমিতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদির"।

অর্থাৎ - (যে ব্যক্তি) এই দোয়া দশবার পড়ে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দশটি নেকী দান করিবেন, দশগুণ মরতবা বলন্দ করিয়া দিবেন, দশটি বদি মিটাইয়া দিবেন এবং সে ঐদিনের জন্য শয়তানের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে ও কোন বদকার্যে লিপ্ত করিতে পারিবে না।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলিয়াছেন- তাহার মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়িয়া জায়নামাজে বসিয়া আল্লাহর জিকর বা মোরাকাবা করিল, সে যেন চারিটি গোলাম আজাদ করিল।

প্রশ্নঃ- শীত, গ্রীষ্ম সকল সময়েই কি ছোবহে-ছাদেকের অন্ধকার পরিষ্কার হইলে ফজরের নামাজ পড়া মোস্তাহাব?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিয়াছেন যে, শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা অর্থাৎ সকল ঋতুতেই ঐরূপ পরিষ্কার সময়ে ফজরের নামাজ পড়া মোস্তাহাব। কিন্তু হাজী লোকের জন্য হজ্জের মৌসুমে মোজদালেফা নামক স্থানে ফজরের নামাজ অন্ধকার থাকিতে পড়া মোস্তাহাব।

জোহরের মোস্তাহাব ওয়াক্তের বিবরণ

প্রশ্নঃ- জোহরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত কোন্ সময় হয়?

উত্তরঃ- এ বিষয় কয়েকটি মত আছে। জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে, জামআতের মসজিদ হইলে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশ হইলে বা অতি গ্রীষ্মের সময়, এই তিনটি কারণ একত্র হইলে জোহরের ওয়াক্ত শেষে পড়া মোস্তাহাব। কিন্তু এই রেওয়ায়েত আমল করা যায় না, কেননা মাজমাউল আনহুর, বাহরুর রায়েক হাশিয়া, শামী প্রভৃতি কিতাবে ঐ কওলকে শাফি মজহাবের বলিয়া লিখিয়াছেন।

আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, একা কিংবা জামআতে শীতকালে ওয়াক্তের প্রথমভাগে ও গ্রীষ্মকালে ওয়াক্তের শেষ ভাগে জোহরের নামাজ পড়িলে মোস্তাহাবের ছওয়াব পাইবে। মেফতাহুচ্ছালাত কিতাবে লিখিত আছে যে, শীতকালে ছায়া আছলী বাদে বস্তুর ছায়া অর্ধ পরিমাণ হওয়ার পূর্বে এবং গ্রীষ্মকালে ছায়া আছলী বাদে ঐ বস্তুর অর্ধ ছায়া অতিক্রম করার পর পড়া মোস্তাহাব। শরহে বেকায়া কিতাবে ছহিহ বোখারী শরীফ হইতে লিখিয়াছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন- গ্রীষ্মকালে গরম কমিলে জোহরের নামাজ পড়িও কারণ ঐ উত্তাপ জাহান্নামের তাপ মাত্র। আলমগীরি কিতাবে লিখিয়াছেন, বর্ষাকালেও জোহরের নামাজ শেষ ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব।

জুমআর নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্তের বিবরণ

প্রশ্নঃ- জুমআর নামাজ পড়িবার কি হুকুম?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে আছে যে, জুমা ও জোহরের ওয়াক্ত এক। জোহরের নামাজের মধ্যে যে প্রকার ফরজ ও মোস্তাহাব ওয়াক্ত, জুমআর নামাজেও তদ্রূপ, কিন্তু হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের অন্য এক রেওয়ায়েত মতে জুমআর নামাজ গরমের দিনে ছায়া আছলী বাদ এক মেছেলের একেবারে শেষ ভাগে পড়া মোস্তাহাব নহে। প্রকাশ থাকে যে, জওহারাতুন-নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে যে, আছলি ছায়া বাদ একগুণ ছায়ার পূর্বেই জোহরের নামাজ পড়িবে।

প্রশ্নঃ- দ্বিগুণ ছায়ার মধ্যে পড়িলে কি হইবে?

উত্তরঃ- এই কথার উত্তর ইতিপূর্বে হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাব হইতে লিখিয়াছি যে, দ্বিগুণ ছায়ার সময়টুকু মতভেদজনিত সময়। এই মতভেদজনিত সময়ের মধ্যে জোহরের নামাজ না পড়া ইহতিয়াত।

প্রশ্নঃ- যেখানে গরম না পড়ে সেখানে কি প্রকারে নামাজ পড়িবে?

উত্তরঃ- মাজমাউল-আনহুর কিতাবে লিখিত আছে যে, গ্রীষ্মের সময় সকল স্থানেই উল্লেখিত ওয়াক্তে জোহরের নামাজ পড়া মোস্তাহাব। চাই গরম হউক বা না হউক। ঐ কিতাবে ইহাও আছে যে, জামআতে কিংবা একা নামাজ পড়িতে হইলেও উভয় অবস্থায় একই হুকুম।

প্রশ্নঃ- কোন স্থানে ওয়াক্তের প্রথম ভাগে জামআত হইতেছে। তখন জামআতের সহিত নামাজ না পড়িয়া মোস্তাহাব ওয়াক্তের জন্য বিলম্ব করিয়া একা নামাজ পড়িলে মোস্তাহাবের ছওয়াব পাইবে কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে, মোস্তাহাব ওয়াক্তের ছওয়াব দূরে থাকুক জামআত তরকের গুনাহ হইবে। সাবধান, কোনও সময় মোস্তাহাব ওয়াক্তের জন্য জামআতে নামাজ পড়া তরক করিবে না।

আছরের নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্ত

প্রশ্নঃ- কোন্ সময় আছরের নামাজ পড়া মোস্তাহাব?

উত্তরঃ- ইহাতে মতভেদ আছে। কিন্তু ছহীহ্ রেওয়ায়েত এই যে, শীত গ্রীষ্ম সকল সময় ওয়াক্তের শেষ ভাগে অর্থাৎ সূর্য কিরণ পরিবর্তন হইবার পূর্বে আছরের নামাজ পড়া মোস্তাহাব। (এনায়া, হেদায়া, আলমগীরি)।

প্রশ্নঃ- কোন্ সময়ে সূর্যের রং পরিবর্তন হয় এবং উহা কি প্রকারে বুঝিব?

উত্তরঃ- যখন সূর্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে চক্ষের দৃষ্টি শক্তি রহিত করে, সে পর্যন্ত সূর্যের রং পরিবর্তন হয় নাই বুঝিবে। আর যখন সূর্যের দিকে দৃষ্টি করিলে দৃষ্টি শক্তি রহিত হয় না, তখন বুঝিবে যে, সূর্যের রং পরিবর্তন হইয়াছে। সুতরাং এই সময় আছরের নামাজ পড়া মাকরূহ। (এনায়া)

প্রশ্নঃ- যদি কেহ সূর্যের কিরণ পরিবর্তনের পূর্বে আছরের নামাজ আরম্ভ করে ও নামাজ পড়িতে পড়িতে সূর্যের কিরণ কিছু পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে নামাজ মাকরূহ হইবে কিনা?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, ঐ সময় যদি একা নামাজ আরম্ভ করে, তবে মাকরূহ হইবে না।

প্রশ্নঃ- সূর্যের কিরণ পরিবর্তন হইবার পূর্বে অর্থাৎ আছরের শেষ ওয়াক্তে জামআত আরম্ভ করিয়া মাকরূহ ওয়াক্তে আদায় করিলে মাকরূহ হইবে কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে, জামআত এত দেরীতে আরম্ভ করিবে না, যেন মছবুকের বাকী নামাজ মাকরূহ ওয়াক্তে পড়িতে হয়। এই কথার মর্মে প্রকাশ পায় যে, এত বিলম্ব করিয়া জামআত আরম্ভ করিলে মাকরূহ হইবে।

প্রশ্নঃ- ওজরে যদি কেহ সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকআতও পড়িবার সময় পায়, তবে তাহার নামাজ হইবে কি না?

উত্তরঃ- মবছুত কিতাবে লিখিত আছে যে, ওজরে সূর্যাস্তের পূর্বে যদি এক রাকআত পড়িবার সময় পায় তবে সে নামাজ পড়িবে এবং তাহার নামাজ আদায় হইয়া যাইবে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, যদি কেহ ইচ্ছাপূর্বক সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত বসিয়া থাকিয়া নামাজ আরম্ভ করে সে ব্যক্তি মোনাফেক। এই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, ওজরে জামআতে ঐরূপ সময় নামাজ আরম্ভ করিলে হইয়া যাইবে।

প্রশ্নঃ- আছরের ওয়াক্ত একদিনে দুইবার কখন হইয়াছিল?

উত্তরঃ- খয়বরের যুদ্ধে একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) এর কোলের উপর শায়িত ছিলেন সেই অবস্থায় সূর্য অস্ত হইয়া গেল। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হুজুর! আছরের নামাজ পড়া হয় নাই। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগিয়া আল্লাহর নিকট দোয়া করিলেন, তখন সূর্য পুনরায় উদয় হইল। ঐ সময় তাঁহারা আছরের নামাজ পড়িলেন। (গায়াতুল-আওতার)। ঐরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শামী কিতাবে লিখিত আছে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সম্পত্তি ওয়ারেছগণের মধ্যে ভাগ-বন্টন হইয়া গেল। ঐ ব্যক্তি যদি আল্লাহর হুকুমে ঘটনা বশতঃ জীবিত হয়, তবে ওয়ারেছগণ যাহা ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে তাহা ছাড়া বাকী সব পুনর্জীবিত ব্যক্তি ফিরিয়া পাইবে। তদ্রুপ সূর্যাস্তের পর পূনঃ সূর্য উদয় হইলে আছরের ওয়াক্ত ধরিতে হইবে।

প্রশ্নঃ- এই আছরের নামাজকে কি জন্য ছালাতুল-ওছতা বলা হয়?

উত্তরঃ- ইহাতে বহু মতভেদ আছে। কিন্তু অধিকাংশ ওলামার মতে দিবা রাত্রির পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যবর্তী নামাজ বলিয়া এই ওয়াক্তকে ছালাতুল-ওছতা বলে। ইহার প্রমাণ, যেমন হাতের মধ্যমা অঙ্গুলীকে আরবী ভাষায় ওছতা বলে। সেইরূপ আছর মধ্যবর্তী ওয়াক্ত বলিয়া ছালাতুল ওছতা বলে।

প্রশ্নঃ- আছরের নামাজ শেষ ওয়াক্তে অর্থাৎ সূর্য কিরণ পরিবর্তন হইবার পূর্বে পড়া মোস্তাহাব কেন?

উত্তরঃ- মবছুত কিতাবে ইহার দুইটি কারণ পাওয়া যায়।

(১) আছরের নামাজ পড়ার পর নফল নামাজ পড়া মাকরূহ, এই জন্য আছরের নামাজের পূর্বে নফল নামাজ পড়িবার বিশেষ সময় রাখিয়া নামাজ পড়িবে।

(২) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কেহ আছরের নামাজ পড়িয়া মাগরিব পর্যন্ত কোন বাজে কথা না বলিয়া আল্লাহর জিকর বা মোরাকাবায় বসিয়া থাকিয়া মাগরিবের নামাজ পড়ে, তবে সে যেন আটটি গোলাম আজাদ করার ছওয়াব পাইল। সকলের পক্ষে যাহাতে এই ছওয়াব লাভ করা সহজ হয়, এই জন্যই আছরের নামাজ ওয়াক্তের শেষ ভাগে পড়া মোস্তাহাব।

মাগরিবের মোস্তাহাব ওয়াক্তের বিবরণ

প্রশ্নঃ- মাগরিবের নামাজ কোন্ সময় পড়া মোস্তাহাব?

উত্তরঃ- খোলাছা কিতাবে লিখিত আছে যে, সূর্য অস্ত যাইবা মাত্র মাগরিবের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। তাবিনুল হাকায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, মাগরিবের ওয়াক্ত আরম্ভ হইবা মাত্র আদায় করা মোস্তাহাব। বোখারী শরীফ হইতে উক্ত কিতাবে লিখিত হইয়াছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য অস্ত যাইবা মাত্রই শীঘ্র শীঘ্র নামাজ আদায় করিতেন। তাবিনুল-হাকায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর একজন ছাহাবী রাফে বিন্ খাদিজ (রাঃ) বলিয়াছেন যে,

আমরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সহিত মাগরিবের নামাজ ওয়াক্তের এরূপ প্রথম ভাগে পড়িয়াছি যে, নামাজান্তে কেহ কেহ সুন্নত নামাজ পড়িয়া গিয়া তীর নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই তীর যতদূর পর্যন্ত গিয়াছে সেই স্থান পর্যন্ত দেখা গিয়াছে।

প্রশ্নঃ- সূর্য অস্ত যাইবা মাত্র আজান দিয়াই মাগরিবের নামাজ আরম্ভ করা মোস্তাহাব বটে, কিন্তু কিছু বিলম্ব করিলে মোস্তাহাব তরক হইবে কি না?

উত্তরঃ- বাহরুর-রায়েকের মর্মে জানা যায় যে, আজান ও একামত বলিবার মধ্যভাগে বসিয়া বা দাঁড়ান অবস্থায় কিছু বিলম্ব করিলে মোস্তাহাব তরক হইবে না। কিন্তু মোলতাকাল-আবহুর কিতাবে লিখিত আছে যে, দুই রাকআত পড়িবার সময় পর্যন্ত বিলম্ব করিলে মাকরূহ তানজীহ হইবে।

প্রশ্নঃ- মোস্তাহাব তরক করিলে গুনাহ হয় না। তবুও দুই রাকআত পরিমাণ বিলম্ব করিয়া নামাজ পড়িলে মোস্তাহাব তরক হয় না বটে, কিন্তু মাকরূহ তাঞ্জীহ হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- এনায়া কিতাবের মর্মে জানা যায়, দুই রাকআত পরিমাণ বিলম্ব করিলেই যে মাকরূহ তাঞ্জীহের গুনাহ হইবে এমন নহে। পূর্ব জামানায় ইহুদীগণ বিলম্ব করিয়া নামাজ পড়িত, সুতরাং তোমরাও তদ্রূপ বিলম্ব করিবে না, যেন আকাশের ছোট বড় নক্ষত্রগুলো সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়; বিনা ওজরে এত সময় বিলম্ব করিয়া মাগরিবের নামাজ পড়িলে মাকরূহ তাহরীম হইবে।

প্রশ্নঃ- হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকি কোন কোন সময় মাগরিবের নামাজে সূরা আ'রাফ পড়িয়া নামাজ আদায় করিতেন। তাহাতে ওয়াক্ত শেষ হইয়া যাইত, ইহাতে কি মাকরূহ হইবে?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াক্তের প্রথম ভাগে আরম্ভ করিয়া ওয়াক্তের শেষ সময়ের মধ্যে আদায় করিতেন, অতএব ইহাতে মাকরূহ হয় না, বরং ওয়াক্তের শেষ ভাগে নামাজ আরম্ভ করিলে মাকরূহ হইবে।

প্রশ্নঃ- কি কি ওজরে শেষ ওয়াক্তে মাগরিবের নামাজ আরম্ভ করিতে পারে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে, চারিটি ওজরে বিলম্বে মাগরিবের নামাজ পড়িতে পারে। যথা (১) মোছাফেরী অবস্থায়; (২) পীড়িতাবস্থায়; জানা আবশ্যক যে, সামান্য পীড়ায় আলস্যবশতঃ স্বেচ্ছায় বিলম্ব করিলে তাহাতে মাকরূহ হইবে। প্রকৃত পীড়ার জন্য বিলম্ব হইলে মাকরূহ হইবে না। (৩) খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত থাকিলে, মন যদি খাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকে; এরূপ অবস্থায় খাইয়া বিলম্বে নামাজ পড়িলে মাকরূহ হইবে না। (৪) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে।

এশার মোস্তাহাব ওয়াক্তের বিবরণ

প্রশ্নঃ- এশার নামাজ কোন্ সময় পড়া মোস্তাহাব?

উত্তরঃ- মাজমাউল-আনহুর কিতাবে আছে যে, এশার নামাজ শীতকালে এক তৃতীয়াংশ রাত্র দেরী করিয়া পড়া মোস্তাহাব। গ্রীষ্মকালে এক তৃতীয়াংশ রাত্র পূর্ণ হওয়ার পূর্বে পড়া মোস্তাহাব এবং সব ঋতুতেই দ্বিপ্রহর রাত্রের পরে এশার নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম। দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে যে, মোস্তাহাব ওয়াক্তের পর হইতে রাত্র দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মোবাহ ওয়াক্ত। মাজমাউল আনহুর কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, শীতকালে রাত্র বড় এবং গ্রীষ্মকালে রাত্র ছোট, তজ্জন্যই গ্রীষ্মকালে এশার নামাজ সকালে পড়া মোস্তাহাব। কারণ, গ্রীষ্মকালে বিলম্বে এশার নামাজ পড়িলে হয়তো এশার মোস্তাহাব ওয়াক্ত চলিয়া যাইতে পারে, যেহেতু এই সময় রাত্রি ছোট।

প্রশ্নঃ- দ্বিপ্রহর রাত্রির পর এশার নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম হওয়ার কারণ কি?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, জামআত ছোট হয় বলিয়া। তবে যদি রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্বে এশার নামাজ পড়িলে বিশেষ অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা হয়, কবিরী কিতাবে লিখিত আছে যে, তখন ঐরূপ ওজরে দ্বিপ্রহর রাত্রের পর এশার নামাজ পড়িলে মাকরূহের গুনাহ হইবে না।

প্রশ্নঃ- এশার নামাজ না পড়িয়া নিদ্রা যাইতে পারে কি?

উত্তরঃ- বৎস! যাহার এমন অভ্যাস আছে যে, নিদ্রা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্বে উঠিয়া নামাজ পড়িতে পারিবে, সে ব্যক্তি এশার নামাজ না পড়িয়া নিদ্রা গেলে মাকরূহ হইবে না। যাহার এরূপ আদত নাই, তাহার পক্ষে ঐ সময় নিদ্রা যাওয়া মাকরূহের গুনাহ হইবে। জানা আবশ্যক যে, জামআত ফৌত হইবার আশংকা থাকিলেও নামাজ না পড়িয়া নিদ্রা যাওয়া মাকরূহ তাহরীম। (শামী)

প্রশ্নঃ- এশার নামাজের পরে কথা বলা মাকরূহ তাহরীম কেন?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, এশার নামাজের পর কথা বলিলে নিম্নলিখিত দোষ ঘটে। যথাঃ-

(১) কথার মধ্যে অনেক বেহুদা অর্থাৎ পার্থিব কথা হইতে পারে। (২) রাত্রি অধিক হইয়া যায়। ফজরের নামাজের ওয়াক্তে উঠিতে অসমর্থ হইবার আশংকা আছে। (৩) রাত্রের তাহাজ্জুদ নামাজ ফৌত হইবার ভয় থাকে।

৪। নামাজে গুনাহ মাফ হইয়া যায়, এশার নামাজ পড়িলে আমলনামা পবিত্র হইয়া যায়। এই পবিত্র অবস্থায় ফজর পর্যন্ত থাকিবার নিয়তে কথা না বলা উচিত। অন্যথায় পবিত্রতা বজায় থাকে না।

বাজে কথায় আমলনামা ভারী হয়। তন্নিমিত্ত কথা বলা মাকরূহ তাহরীম। এই কারণে ফজরের নামাজ পড়ার পূর্বে কথা বলা মাকরূহ তাহরীম। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, ফজরের নামাজের পর কথা বলা জায়েজ আছে। শামী কিতাবে লিখিত আছে, ফজরের নামাজের পূর্ব আবশ্যকীয় কথা বলিলে মাকরূহ তাহরীম হইবে না। এতদ্ভিন্ন ফতহুল কাদির কিতাবে লিখিত আছে, যে কথায় পূণ্য হয় এশার বাদে সেরূপ কথা বলা জায়েজ আছে।

প্রশ্নঃ- এশার নামাজের পর কোন রকম কথা বলা জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, নিম্নলিখিত কারণে এশার নামাজ পড়ার পর কথা বলা জায়েজ আছে যথাঃ-

(১) বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয় উপস্থিত হইলে; (২) কোরআন শরীফ তিলাওয়াত ও জিকির করা; (৩) মেহমানের সহিত কথা বলা; (৪) বুজুর্গানের কাহিনী বয়ান করা; (৫) মাসয়ালা বয়ান করা; (৬) হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, নিজ স্ত্রীর সহিত কথা বলা।

বেতের নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্তের বিবরণ

প্রশ্নঃ- বেতের নামাজ কোন্ সময় পড়া মোস্তাহাব?

উত্তরঃ- মাজমাউল-আনহুর কিতাবে লিখিত আছে, যে ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস ও অভ্যাস আছে যে, শেষ রাত্রে অর্থাৎ সোবহে সাদেকের পূর্বে উঠিয়া নামাজ আদায় করিতে পারিবে, এমন ব্যক্তির জন্য বেতেরের নামাজ শেষ রাত্রে পড়া মোস্তাহাব। যে ব্যক্তির ঐরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ও অভ্যাস নাই, সে এশার নামাজের পরেই নিদ্রা যাইবার পূর্বে বেতের পড়িবে। শরম্বালালিয়া কিতাবে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, তাহার জন্য শেষ রাত্রে বেতেরের নামাজ পড়া মোস্তাহাব।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ বেতের নামাজ পড়িয়া নিদ্রা যাইয়া থাকে ও শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে তাহাতে মাকরূহ হইবে কি না?

উত্তরঃ- শরম্বালালিয়া কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, বেতের নামাজ পড়িয়া নিদ্রা গেলে শেষ রাত্রে পুনঃ বেতের পড়িতে হইবে না। শুধু তাহাজ্জুদ পড়িলে মোস্তাহাব তরক হইবে বটে কিন্তু মাকরূহ হইবে না। মবছুত কিতাবের মর্মে জানা যায়, হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) প্রথম রাত্রে বেতের নামাজ পড়িতেন। কারণ যথা সময়ে নিদ্রা হতে উঠিয়া বেতের পড়িতে পারেন কি না, এরূপ আশংকা করিতেন। হযরত ওমর (রাঃ) শেষ রাত্রে বেতের পড়িতেন। হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহা শুনিয়া উভয়ের মত ভাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে হযরত ওমর এবনে খাত্তাবের (রাঃ) মতকে একটু অগ্রগণ্য করিয়াছেন। কারণ তাহাতে মোস্তাহাবসহ বেতের নামাজ আদায় হয়।

প্রশ্নঃ- যাহার দৃঢ় বিশ্বাস নাই যে, নিদ্রা হইতে উঠিয়া নামাজ পড়িতে পারিবে, যদি নিকটবর্তী কেহ বলে যে, নিদ্রা হইতে উঠাইয়া দিব, তবে এমনস্থলে কি করিব?

উত্তরঃ- জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, নিজের উঠিবার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে অন্যের কথায় বেতের নামাজ না পড়িয়া ঘুমাইবে না।

মেঘাচ্ছন্ন দিবসে মোস্তাহাব ওয়াক্তের বিবরণ

প্রশ্নঃ- যেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে ও সূর্য কিরণ প্রকাশ না পায়, সেদিন কোন্ ওয়াক্তের নামাজ কোন্ সময় পড়া মোস্তাহাব?

উত্তরঃ- জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবে আছে ফজর, জোহর ও মাগরিব বিলম্ব করিয়া অর্থাৎ ওয়াক্তের শেষ ভাগে পড়া মোস্তাহাব। আছর ও ইশার নামাজ ওয়াক্তের প্রথম ভাগে পড়া মোস্তাহাব।

প্রশ্নঃ- তিন ওয়াক্ত নামাজ ওয়াক্তের শেষ ভাগে এবং দুই ওয়াক্ত নামাজ ওয়াক্তের প্রথম ভাগে পড়া মোস্তাহাব হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- ফজরের নামাজ বিলম্বে পড়ার কারণ এই যে, (১) ওয়াক্তের পূর্বে নামাজ পড়া না হয়। কারণ, ফজরের পূর্বে সোবহে-কাজেব। (২) মেঘের দরুণ বিশেষ অন্ধকার থাকায় জামআতে আসিতে কষ্ট হইবার আশংকায়। (৩) জামআত ভারী হইবার আশায় বিলম্ব করা। জোহরের নামাজ বিলম্বে পড়িবার কারণ এই যে, মবছুত কিতাবে লিখিত আছে, সূর্য পশ্চিমে হেলিবার পূর্বে পড়া হয় নাকি এই আশংকায় বিলম্বে পড়িবে। মাগরিবের নামাজ বিলম্বে পড়িবার কারণ মাজমাউল আনহুর কিতাবে লিখিত আছে, সূর্য অস্তের পূর্বে নামাজ পড়া হয় কি না এই সন্দেহার্থে। প্রকাশ থাকে যে, শামী কিতাবের মর্মে উল্লেখিত জোহর ও মাগরিব এত বিলম্ব করিয়া পড়িবে না, যেন ওয়াক্ত অতিবাহিত হইয়া যাইয়া মাকরূহ ওয়াক্তে পরিণত হয়।

ফজরের নামাজে কখনও এত বিলম্ব করিবে না, যেন সূর্য উদয় হইয়া পড়ে ও কাজা ওয়াক্তে পতিত হয়। মেঘাচ্ছন্ন দিনে আছর ও এশার নামাজ ওয়াক্তের প্রথম ভাগে পড়িবার কারণ জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে, আছরের নামাজ ওয়াক্ত হইবা মাত্র পড়া মোস্তাহাব। কারণ, মাকরূহ ওয়াক্ত আসিয়া উপস্থিত হওয়ার আশংকা থাকে।

মেঘাচ্ছন্ন দিনে এশার নামাজ প্রথম ওয়াক্তে পড়ার কারণ এই যে, মাজমাউল আনহুর কিতাবে আছে, (১) বৃষ্টি পতিত হইলে জামআত ছোট হইতে পারে। (২) জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবে আছে, মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে বিশেষ অন্ধকারে জামআত ছোট হইবার আশংকা আছে।

প্রশ্নঃ- শুধু মেঘাচ্ছন্ন হইলে, না বর্ষাকালেও মেঘের দিবসে উল্লেখিত নিয়মে নামাজ পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, গ্রীষ্ম, বর্ষা যে কোনও সময় আকাশ মেঘাবৃত থাকিলে তখনই উপরোক্ত নিয়মে নামাজ পড়িবে।

একই সময় দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়িবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- একই সময় দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়িতে পারে কিনা?

উত্তরঃ- আলমগীরি ও মবছুত কিতাবে লিখিত আছে, মুকীম বা মোছাফের কোন অবস্থায়ই আরফার ময়দান ও মোজদালেফা এই দুই স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়িবার বিধান নাই।

প্রশ্নঃ- আরফার ময়দানে ও মোজদালেফাহ নামক স্থানে দুই ওয়াক্ত একত্রে কিরূপে পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- মাজমাউল আনহুর কিতাবে লিখিত আছে, হাজীগণ হজ্জের দিনে আরফার ময়দানে জোহরের ওয়াক্তে জোহর ও আছরের নামাজ একত্রে পড়িবে এবং মোজদালেফা নামক স্থানে এশার সময় মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে পড়িবে। স্মরণ রাখিবে, হজ্জের দিন ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়িবার বিধান নাই।

প্রশ্নঃ- অন্য কোথাও দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়িলে কি হইবে?

উত্তরঃ- মোলতাকাল আবহুর কিতাবের মর্মে উক্ত স্থানদ্বয় ব্যতীত অন্য স্থানে দুই ওয়াক্ত

একত্রে পড়ার দুইটি আদেশ জানা যায়।

(১) যেমন জোহরের ওয়াক্তে আছরের নামাজ একত্রে পড়িলে সে নামাজ ফাছেদ হইবে; কারণ ওয়াক্তের পূর্ব পড়া হইল।

(২) আছরের ওয়াক্তে জোহরের নামাজ পড়িলে হারামের গুনাহের সহিত কাজা স্বরূপ জোহর আদায় হইবে।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ ওজরে আছরের নামাজের সহিত জোহরের নামাজ একত্র করিয়া আদায় করে, তাহার প্রতি কি হুকুম?

উত্তরঃ- ওজরে অতীত ওয়াক্তের কাজা বর্তমান ওয়াক্তে একত্রে আদায় করিলে তাহা জায়েজ হইবে। কিন্তু দুই ওয়াক্ত একত্রে পড়িলে কবিরা গুনাহ হইবে।

মাকরূহ ওয়াক্তের বিবরণ

প্রশ্নঃ- কোন্ কোন্ সময় নামাজ পড়া মাকরূহ?

উত্তরঃ- তিন সময়ে নামাজ পড়া মাকরূহ। যথা- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, তিনটি ওয়াক্ত মাকরূহ বলিয়া সেই সময়ে নামাজ পড়া মাকরূহ।

প্রশ্নঃ- মাকরূহ ওয়াক্ত তিনটি কি কি?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে, (১) সূর্য উদয়ের কালে, (২) দ্বিপ্রহরের সময়, (৩) সূর্যাস্তের সময়।

প্রশ্নঃ- এই তিনটি সময়ে নামাজ মাকরূহ হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, সূর্যোদয়, দ্বিপ্রহর ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য উপাসকগণ সিজদা করে। এ সময় আমরা করিলে মোশরেকদিগের অনুকরণ করা হয় বলিয়া উক্ত ওয়াক্তসমূহে নামাজ পড়া মাকরূহ। আর এক রেওয়ায়েতে আছে ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় (শুক্রবার ব্যতীত) দোজখের আগুণ তেজ করা হয় বলিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত সময় নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই জন্য মাকরূহ।

প্রশ্নঃ- এই তিন সময়ে কোন প্রকার নামাজ শুরু করা ও পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, আল্লাহর তরফের সকল নামাজ ও ওয়াজিব নামাজ ঐ সময় শুরু করা জায়েজ হইবে না বটে কিন্তু কোন কোন নামাজ শুরু করা জায়েজ হইবে। এইরূপ মানবের তরফের নামাজ সমূহের কোন কোন নামাজ ঐ সময় আরম্ভ করিলে ছাড়িয়া দিয়া পুনঃ ভাল ওয়াক্তে আদায় করা ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ-আল্লাহর তরফের নামাজ ঐ সময় নাজায়েজ হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- ফতহুল কাদির কিতাবে লিখিত আছে যে, উক্ত মাকরূহ ওয়াক্ত তিনটির মধ্যে আল্লাহর তরফের নামাজ আরম্ভ করিলে সিজদা কাফেরের সিজদার সহিত মোশাববাহ করা হয় বলিয়া না-জায়েজ। কেফায়া ও জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবে আছে, আল্লাহর তরফের নামাজ নির্দোষ সময়ে আদায় করা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ- আল্লাহর তরফের ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ কি কি?

উত্তরঃ- উহা ফরজে-আইন পাঁচ ওয়াক্ত, জুমআর নামাজ, সিজদায়ে ছলবিয়া, বেতের, দুই ঈদের নামাজ ও সিজদায়ে তিলাওয়াত। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)

প্রশ্নঃ- ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল্লাহর তরফের কোন কোন নামাজও ঐ মাকরূহ ওয়াক্তে শুরু করা ও আদায় করা জায়েজ আছে, তাহা কি কি?

উত্তরঃ- (১) আছর, (২) জানাজা, (৩) সিজদায়ে-তিলাওয়াত।

প্রশ্নঃ- আছরের নামাজ কি প্রকারে সূর্যাস্তের সময় অর্থাৎ মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া জায়েজ আছে কি না জানিতে চাই।

উত্তরঃ- কিতাবে লিখিত আছে, সূর্যাস্ত সময়টিতে মূলে কোন দোষ নাই। ঐ সময় নামাজ পড়িলে ওয়াক্তের মধ্যেই পড়া হয় বলিয়া জায়েজ আছে, কিন্তু মোশরেকদের সিজদার অনুকরণ হয় বলিয়া মাকরূহ। কিন্তু ঐ সময় নামাজ ছাড়া জায়েজ নাই। জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবে আছে, আছর ও মাগরিবের ওয়াক্ত একই সংলগ্ন সময় বলিয়া যদি আছরের নামাজের শেষ ওয়াক্তে আছর আরম্ভ করিয়া মাগরিবের ওয়াক্তের মধ্যে আছরের নামাজের কতক অংশ আদায় হয়, তবে কোন প্রকার বে-ওয়াক্তে পড়া হইল না। মূলে যেমন আছরেরও একটি ওয়াক্ত, মাগরিবেরও তদ্রুপ একটি নামাজের ওয়াক্ত। কাজেই আছরের নামাজ মাগরিবের ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা হইল। এই জন্য জায়েজ হইবে।

প্রশ্নঃ- তবে আছরের নামাজ মাগরিবের ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করিলে মাকরূহ হয় কেন?

উত্তরঃ- শামী ও হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়, মোশরেকগণ সূর্যাস্তের সময় সিজদা করে, ঐ সময় আছরের নামাজ পড়িলে মোশরেকের সিজদার সহিত অনুসরণ করা হয় বলিয়া মাকরূহের সহিত আদায় হয়। স্মরণ রাখিবে যে, অন্য দিনের কাজা নামাজ বর্তমান ওয়াক্তে পড়া জায়েজ হইবে না।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজরের নামাজ আরম্ভ করে আর সূর্য উদয়ের পরে শেষ হয়, তবে সে নামাজ শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- শামী ও জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, উহা শুদ্ধ হইবে না। কারণ, ফজরের নামাজ বে-ওয়াক্তে পড়া হয় বলিয়া জায়েজ হইবে না।

প্রশ্নঃ- হুজুর! জানাজা নামাজ ও সিজদায়ে তিলাওয়াত মাকরূহ ওয়াক্তে আদায় করা কি প্রকারে জায়েজ হইবে?

উত্তরঃ- শামী ও জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, যদি এ মাকরূহ তিন ওয়াক্তের মধ্যে মাইয়াত (শব) উপস্থিত হয়, কি সিজদার আয়াত পাঠ করে তবে ঐ মাকরূহ ওয়াক্তে আদায় করা জায়েজ আছে; কিন্তু ভাল ওয়াক্তে জানাজা প্রস্তুত হইলে মাকরূহ ওয়াক্তে আদায় করা জায়েজ নাই; ইহার কারণ জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবে পাওয়া যায় যে, মাকরূহ ওয়াক্তে জানাজা ও সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হইলে ঐ মাকরূহ ওয়াক্তে আদায় করা জ ায়েজ হইবে। কারণ, নাকেছ ওয়াক্তের ওয়াজিব নাকেছ ওয়াক্তে আদায় করা হইবে। বৎস, ঐ কথা বুঝা যায়, যেমন মাকরূহ ওয়াক্তের ওয়াজিব তেমনি মাকরূহ ওয়াক্তে আদায় করা হয়, কাজেই জায়েজ হইবে।

প্রশ্নঃ- যদি মাকরূহ ওয়াক্তে মৃতদেহ কি সিজদায়ে তিলাওয়াত উপস্থিত হয়, তবে বিলম্ব করিয়া ভাল ওয়াক্তে কিরূপ আদায় করিতে হইবে?

উত্তরঃ- মৃতদেহ মাকরূহ ওয়াক্তে প্রস্তুত হইলে তখনই জানাজা আদায় করা ভাল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, তিন কাজ সত্বর কর- (১) মাইয়াত উপস্থিত হইলে সত্বর দাফন কর, (২) হাতে টাকা আসিলেই কর্জ শোধ কর, (৩) কন্যা বালেগা হইলে কুফু (সমশ্রেণীর পাত্র) পাইলেই সত্বর নেকাহ দাও। এই আদেশ অনুযায়ী জানাজা তাড়াতাড়ি দাফন করা উত্তম।

সিজদায়ে-তিলাওয়াত মাকরূহ ওয়াক্তে উপস্থিত হইলে বিলম্ব করিয়া ভাল ওয়াক্তে আদায় করা উত্তম। কারণ সিজদায়ে-তেলাওয়াতের মধ্যে তদ্রূপ আদেশ নাই। (জাওহারাতুন নাইয়ারা)

প্রশ্নঃ- দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে যে, মাকরূহ ওয়াক্তে জানাজা পড়া ও সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা মাকরূহ তাহ্‌রীম নহে। শামী কিতাবে এই কথার মর্মে লিখিয়াছেন যে, উহা মাকরূহ তানজীহ্ হইতে পারে। উপরে বলা হইয়াছে যে, ঐ ওয়াক্তে জানাজা আদায় করা ভাল, ইহার অর্থ কি?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার কিতাবে তোহফা কিতাব হইতে পুনঃ লিখিয়াছেন যে, উল্লেখিত মাকরূহ ওয়াক্তে জানাজা উপস্থিত হইলে বিলম্ব না করিয়া এই সময় জানাজা পড়া উত্তম। এতদ্ব্যতীত শামী কিতাবে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপরোক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী লিখিয়াছেন যে, মাকরূহ ওয়াক্তে মাইয়াত উপস্থিত হইলে বিলম্ব না করিয়া ঐ সময় জানাজা আদায় করা উত্তম, কিন্তু সিজদায়ে তিলাওয়াত বিলম্বে আদায় করা ভাল।

প্রশ্নঃ- মানবের তরফের নামাজসমূহ কি কি?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছেঃ (১) তওয়াফের নামাজ, (২) মান্নতের নামাজ, (৩) নফলের কাজা, (সুন্নতে মোয়াক্কাদা ও গায়রে মোয়াক্কাদা) (৪) ছহুর দুই সিজদা।

প্রশ্নঃ- উক্ত নামাজের কোন্ কোন্ নামাজ মাকরূহ ওয়াক্তে আরম্ভ করা জায়েজ নাই?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেহ মান্নত করে যে, কয়েক রাকআত নফল নামাজ পড়িব, সে মাকরূহ ওয়াক্তে শুরু করিলে তাহার শুরু করাই শুদ্ধ হইবে না। এতদ্ব্যতীত যে নফল নামাজ ভাল ওয়াক্তে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাও মাকরূহ ওয়াক্তে শুরু করিলে জায়েজ হইবে না।

প্রশ্নঃ- কোন্ কোন্ নামাজ মাকরূহ ওয়াক্তে আরম্ভ করা জায়েজ হইবে?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছেঃ (১) নফল, (২) নজরে মোকাইয়েদ অর্থাৎ যে নামাজ মাকরূহ ওয়াক্তে পড়িবার ওয়াদা করা হইয়াছে। এই সকল নামাজ মাকরূহ ওয়াক্তে আরম্ভ করা জায়েজ হইবে বটে, কিন্তু ছাড়িয়া দিয়া পুনঃ ভাল ওয়াক্তে আদায় করা ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ- মাকরূহ ওয়াক্ত সমূহের মধ্যে কোরআন শরীফ পাঠ, তছবী ও জিকর করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- শামী, বাহরুর-রায়েক ইত্যাদি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, উক্ত মাকরূহ

ওয়াক্তে কোরআন শরীফ না পড়া ভাল। তবে মোরাকাবা, তসবীহ, জিকির, দরূদ শরীফ ইত্যাদি জায়েজ আছে।

প্রশ্নঃ- সন্তান-সন্ততি হওয়া বা কোন উত্তম বস্তু টাকা পয়সা ইত্যাদি পাইলে শোকরের জন্য উক্ত মাকরূহ ওয়াক্তে সিজদা করা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তরঃ- এই সিজদা সম্বন্ধে বহু মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু শামী কিতাবের মতে বিশুদ্ধ মত এই যে, মাকরূহ ওয়াক্তে এরূপ সংবাদ পাইলে সিজদা করা জায়েজ হইবে, তবে মাকরূহের সহিত আদায় হইবে; কারণ, ইহা মানবের তরফের নফলের অনুরূপ।

প্রশ্নঃ- সূর্যোদয়ের সময়ের মাকরূহ সম্বন্ধে জানাইয়া বাধিত করুন।

উত্তরঃ- কেফায়া কিতাবে এই সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়ায়েত আছে, তন্মধ্যে এখানে মাত্র দুইটি প্রকাশ করা গেল।

(১) প্রাতঃকালে পূর্বদিক হইতে সূর্য এক নেজা উপরে না উঠা পর্যন্ত উদয় হওয়ার সময় ধরিতে হইবে। এক নেজার উর্ধ্বে উঠিলে সূর্য উদয় হইয়াছে ধরিবে।

(২) প্রাতঃকালে সূর্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে যদি দৃষ্টি রহিত করে অর্থাৎ সূর্যের কিরণে চক্ষু ফিরিয়া আসে, সূর্যকিরণ এরূপ তীক্ষ্ণ না হওয়া পর্যন্ত সূর্য পূর্ণ উদয় হয় নাই বুঝিতে হইবে। সূর্য পূর্ণ উদয় না হওয়া পর্যন্ত মাকরূহ ওয়াক্ত।

প্রশ্নঃ- এক নেজার পরিমাণ কত?

উত্তরঃ- শামী ও হশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে ঈদের বয়ানে লিখিত আছে, এক নেজাকে আরবী ভাষায় রোমহ্ বলে, এক রোমহ্ বা নেজাতে বার বিঘাত অর্থাৎ ছয় হাত মাত্র।

কোন্ কোন্ সময়ে কারণবশতঃ নামাজ পড়া মাকরূহ

প্রশ্নঃ- কোন্ কোন্ সময় কারণবশতঃ নামাজ পড়া মাকরূহ?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে (১) ফজরের নামাজের পর; (২) সোবহে সাদেকের পর ফজরের নামাজের পূর্বে (৩) আছরের নামাজের পর, মাগরিবের নামাজের পূর্বে (৪) জুমআর নামাজের খুৎবার সময় (প্রথম ও সানী খুৎবাহ) (৫) ঈদুল ফেতরের খুৎবার সময় (৬) ঈদুল আজহার খুৎবার সময় (৭) হজ্জের তিন খুৎবার সময় (৮) নেকাহের খুৎবার সময় (৯) কোরআন শরীফ খতমের খুৎবার সময় (১০) এসতেসকা নামাজের খুৎবার সময় (১১) কছুফ নামাযের খুৎবার সময় (১২) জুমআর নামাজের একামতের সময় (১৩) ওয়াক্তিয়া নামাজের সময় সংকীর্ণ হইয়া আসিলে (১৪) ঈদুল ফিতরের নামাজের পূর্বে (১৫) ঐ নামাজের পর মসজিদে বসিয়া (১৬) ঈদুল আজহার খুৎবার পূর্বে (১৭) ঐ নামাজের পর মসজিদে বসিয়া (১৮) আরফার ময়দানে আছর ও জোহরের নামাজ একত্রে পড়ার মধ্যভাগে (১৯) ঐ নামাজের পর (২০) মোজদালেফা নামক স্থানে মাগরিব ও এশার নামাজের মধ্যভাগে (২১) প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিয়া (২২) পায়খানার বেগ লইয়া (২৩) বাদে গরমের বেগ লইয়া (২৪) পায়খানা প্রস্রাব উভয়ের বেগ লইয়া (২৫) খানা উপস্থিত হইলে যখন

খাইবার জন্য মন বিশেষ উদ্বিগ্ন থাকে (২৬) অন্তকরণ বিশেষ ব্যস্ত থাকিলে; (২৭) সূর্যাস্তের পর যখন আকাশের ছোট বড় সব নক্ষত্র প্রকাশ পায় তখন মাগরিবের নামাজ পড়া কিন্তু নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে।

প্রশ্নঃ- উল্লিখিত কারণে কোন্ কোন্ নামাজ মাকরূহ?

উত্তরঃ- দুররুল-মোখতার কিতাবের মর্মে জানা যায়- নফল নামাজ, মান্নতের নামাজ, তওয়াফের নামাজ, সিজদায়ে সোহ ও যে নফল ভাল ওয়াক্তে বা মাকরূহ ওয়াক্তে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা ফজরের নামাজ বাদ সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আছরের নামাজের বাদ সূর্যের রং পরিবর্তন হইবার পূর্বে পড়া মাকরূহ।

সোবহে-সাদেক হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত মাকরূহ ওয়াক্তের বিবরণ

প্রশ্নঃ- কি কারণে নফল ইত্যাদি সোবহে সাদেক হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত পড়া জায়েজ নাই?

উত্তরঃ- মারাকিল-ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে, হাদিস শরীফ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, সোবহে-সাদেক হইতে সূর্যোদয়ের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নত ব্যতীত অন্য কোনও নফল নামাজ পড়িও না। এই জন্যই ঐ সময় কোনও নফল নামাজ পড়া জায়েজ নাই; এতদ্ব্যতীত গায়াতুল-আওতার কিতাবে সহীহ মোসলেম শরীফ হইতে বর্ণিত আছে-

হযরত হাফসা (রঃ) বয়ান করিয়াছেন, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোবহে সাদেকের পর কখনও দুই রাকআত সুন্নত ব্যতীত নফল নামাজ পড়েন নাই। আরকানে আরবা কিতাবে আছে, সোবহে সাদেকের পর দুই রাকআত সুন্নত ব্যতীত অন্য কোন নফল পড়ার কোনও প্রমাণ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কোন সাহাবী হইতে পাওয়া যায় না। উক্ত প্রমাণ সমূহের মর্ম মতে শামী ও মারাকিল-ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে, সোবহে সাদেক হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের ফরজ ও দুই রাকআত সুন্নত নামাজ ব্যতীত অন্য কোন নামাজ পড়িবার কোনও প্রমাণ নাই, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আল্লাহর নামাজ ব্যতীত মানবের তরফের নামাজ, যেমন নফল পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। এতদ্বারা প্রমাণিত হয়, ঐ ওয়াক্তটি মাত্র দুই রাকআত সুন্নত ও আল্লাহর তরফের নামাজের জন্য নির্দিষ্ট। তন্নিমিত্তই জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবের মর্মে ঐ সময় মানবের তরফের নফল, মান্নত ও তওয়াফের নামাজ ইত্যাদি পড়া মাকরূহ তাহরীম। আল্লাহর তরফের নামাজের কাজা ফরজ কি ওয়াজিব, সিজদা তিলাওয়াত ও জানাজা পড়া ঐ সময়ের মধ্যে জায়েজ আছে, অন্য নফল নামাজ পড়া জায়েজ নাই। জানা আবশ্যক, ফরজ ও ওয়াজিবের কাজা জায়েজ আছে।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ সোবহে-কাজেব মনে করিয়া তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, অতঃপর জানিতে পারে যে, সোবহে-সাদেকের মধ্যে নামাজ পড়া হইয়াছে সে, নামাজ কিরূপ হইবে?

উত্তরঃ- জওহারাতুন্নাইয়ারা ও শামী কিতাবে লিখিত আছে, ঐ নামাজ ফজরের সুন্নত বলিয়া গণ্য হইবে, পুনঃ ফজরের সুন্নত পড়িতে হইবে না।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ তাহাজ্জুদ নামাজ সোবহে-কাজেবের সময় আরম্ভ করিয়া এক রাকআত পড়িতে পড়িতে সোবহে-ছাদেক আসিয়া পড়ে ও অন্য রাকআত সোবহে সাদেকের মধ্যে আদায় করে, তবে কি হইবে?

উত্তরঃ- বাহরুর-রায়েক কিতাবে আছে, ঐ নামাজ সুন্নতের মধ্যে গণ্য হইবে না; বরং পুনঃ ফজরের সুন্নত পড়িতে হইবে। জওহারাতুন্নাইয়ারা ও শামী কিতাবে বিশুদ্ধ মতে ঐ তাহাজ্জুদ আদায় করিলে মাকরূহ হইবে না। কারণ, আপনা হইতে ইহা ঘটিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ করে নাই। আলমগীরিতে আছে, চারি রাকআত আরম্ভ করিয়া দুই রাকআত সোবহে-সাদেকের মধ্যে আদায় হইলে এ দুই রাকআত ফজরের সুন্নত হইয়া যায়, ইহাতে বুঝা যায় যে, বাকী দুই রাকআত তাহাজ্জুদ হইবে।

প্রশ্নঃ- ইহা দ্বারা বুঝিলাম যে, মাকরূহ ওয়াক্ত না জানিয়া নামাজ আরম্ভ করিলে সে নামাজ শুদ্ধ মতে আদায় হইবে।

উত্তরঃ- শামী, জওহারাতুন্নাইয়ারা ও আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেহ মাকরূহ ওয়াক্ত না জানিয়া ভাল ওয়াক্ত মনে করিয়া নফল নামাজ আরম্ভ করে, তবে মাকরূহ হইবে না। মাকরূহ ওয়াক্তে নফল নামাজ আরম্ভ করিলে ছাড়িয়া দিয়া পুনঃ ভাল সময়ে আদায় করা ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ ফজরের সময় দুখুলুল মসজিদ নামাজ পড়ে তবে কি হইবে?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়, দুখুলুল মসজিদ নামাজ কেন, যে কোনও নফল নামাজ পড়িলে তাহা ফজরের সুন্নতের মধ্যে গণ্য হইবে?

প্রশ্নঃ- যদি কেহ ফজরের সময় দুখুলুল মসজিদ নামাজ পড়ে এবং অন্য নফল নামাজও পড়ে এবং ওয়াক্তিয়া সুন্নত পড়ে, তবে কি হইবে?

উত্তরঃ- একমাত্র ওয়াক্তিয়া সুন্নত কায়েম থাকিবে, বাকী নামাজ মাকরূহ হইবে। মোট কথা, যে প্রকারেরই নফল নামাজ হউক, দুই রাকআত নামাজ পড়িলেই ফজরের সুন্নতের মধ্যে গণ্য হইবে। পুনঃ পড়িতে হইবে না।

প্রশ্নঃ- তাহা হইলে ফজরের সুন্নত নিয়ত না করিয়া পড়িলেও চলিবে কি না?

উত্তরঃ- হাঁ, শামী কিতাবে লিখিত আছে, চাই নিয়ত করুক কি না করুক, সুন্নতের মধ্যে পরিগণিত হইবে। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে সুন্নত ও নফল নামাজের জন্য পৃথক নিয়তের কোন শর্ত নাই। প্রকাশ থাকে যে, সুন্নত নামাজের নিয়ত করিতেই হইবে ইহাই সহীহ।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ ফজরের নামাজ পড়িয়া পুনঃ ভুল বশতঃ ফজরের সুন্নত আরম্ভ করে, তবে কি হইবে?

উত্তরঃ- জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবের মর্মে জানা যায়, সেই নামাজ আদায় করিলে, উহা মাকরূহ হইবে না। বরং নফলের সওয়াব পাইবে। কারণ, সে ভুলক্রমে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রশ্নঃ- কোন কোন রেওয়ায়েতে নাকি এরূপ লিখিত আছে যে, ফজরের জামআত উপস্থিত হইলে জামআত না পাইবার আশংকা স্থলে সুন্নত শুরু করিয়া ছাড়িয়া দিলে জামআতের সহিত নামাজ আদায় করিয়া পরে সূর্য উদয় হইলে সুন্নত আদায় করা

জায়েজ হইবে। ইহা ব্যতীত আরও লিখিয়াছে যে, এরূপ শুরু করিয়া ছাড়িয়া না দিয়া তন্মধ্যে ফরজের নিয়ত করিয়া জামআতের সহিত ফরজ আদায় করিয়া সালাম ফিরাইয়া পুনঃ ঐ সুন্নত সূর্যোদয়ের পূর্বে আদায় করিলে জায়েজ হইবে, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী ও বাহরুর রায়েক কিতাবে ঐ নিয়মটি অশুদ্ধ বলিয়া লিখিয়াছে। শামী ও গায়াতুল আওতার কিতাবে ঐ নিয়মটি সম্বন্ধে দুইটি কারণ উল্লেখ করিয়া বাতিল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, কোনও নেক কাজ ছাড়িয়া দেওয়ার নিয়তে আরম্ভ করাই শরা মোতাবেক অশুদ্ধ। মানবের তরফের নামাজও মাকরূহ ওয়াক্তে আদায় করা জায়েজ নাই। কাজেই উক্ত দুইটি মত অশুদ্ধ।

প্রশ্নঃ- ফজরের সময় সূর্য উদয় হইতেছে, তখন যদি কেহ ফজরের ফরজ নামাজ আরম্ভ করে তবে তাহার উপর কি হুকুম?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে, ঐ ব্যক্তি যদি এরূপ সাধারণ শ্রেণীর লোক হয় যে, তখন তাহাকে নিষেধ করিলে পুনঃ সে ঐ নামাজ পড়ে কিনা সন্দেহ, তবে তাহাকে নিষেধ করিতে নাই। একেবারে না পড়ার চেয়ে ঐ সময় পড়া ভাল।

প্রশ্নঃ- আমাদের হানাফী মজহাবের কতক আলেম প্রকাশ করেন যে, যখন নিদ্রা হইতে উঠে বা নামাজ পড়ার কথা স্মরণ হয়, তখনই আদায় করিলে নামাজ আদায় হইবে, ওয়াক্ত থাক বা না থাক, এই কথার সার মর্ম কি?

উত্তরঃ- ঐ হাদীসটির মর্ম এইভাবে গ্রহণ করা আমাদের মজহাব মোতাবেক নহে। ইহা শাফী মজহাবের মত। ইহার প্রমাণ মবছুত, বাহরুর-রায়েক, কেফায়া, এনায়া প্রভৃতি। যাহারা আমাদের হানাফী মজহাবের প্রতি এই হাদীসের মর্ম এইরূপ প্রয়োগ করেন, হয়তো তাঁহাদের ভুল প্রমাণ হইয়া থাকিবে। সুতরাং উহার প্রতি আমল করিবে না। শামী কিতাবে আজানের বয়ানে আছে, উক্ত হাদীসের মর্ম মোতাবেক আমাদের মজহাবীগণ যদি ওয়াক্তের পর নিদ্রা হইতে উঠে বা নামাজ স্মরণ হয়, তবে ঐ নামাজ আদায় করিবে বটে, কিন্তু তাহা কাজায় পরিণত হইবে।

আছরের নামাজের পর নামাজ পড়া মাকরূহ

প্রশ্নঃ- আছরের নামাজের পর নফল নামাজ পড়িলে মাকরূহ হইবে ইহার কারণ কি?

উত্তরঃ- জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে যে, আছরের নামাজের সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে নফল নামাজ পড়া মাকরূহে তাহরীম। শামী কিতাবে বোখারী শরীফ হইতে লিখিত আছে যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আছরের নামাজের পর সুর্যাস্তের পূর্বে কোনও নফল নামাজ পড়িও না। তজ্জন্যই উহা মাকরূহে তাহরীম।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ একবার আছর পড়িয়া পুনঃ ভুলবশতঃ আছরের নামাজ পড়ে, তাহার প্রতি কি হুকুম?

উত্তরঃ- জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে যে, তাহার নামাজ হইয়া যাইবে, আর

নফলের সওয়াব পাইবে। কারণ, সে ইচ্ছা করিয়া পড়ে নাই।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ আছরের পূর্বে নফল নামাজ শুরু করিয়া ছাড়িয়া দেয় উহা পুনঃ ফরজ নামাজের পরে পড়িলে শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে আছে, তাহাও জায়েজ হইবে না। কারণ, ভাল ওয়াক্তের নামাজ আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়া পুনঃ মাকরূহ ওয়াক্তে আদায় করা জায়েজ নাই।

প্রশ্নঃ- আছরের নামাজের পূর্বে নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- কাজীখান কিতাবে উহা জায়েজ লিখিয়াছে। প্রায় আলেমগণই আছরের ফরজ নামাজের পূর্বে নফল নামাজ পড়িয়া থাকেন।

খুৎবার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে যে নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম

প্রশ্নঃ- খুৎবার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত কি কি নামাজ পড়া মাকরূহ? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার ও শামী কিতাবে আছে, খুৎবা পড়িবার জন্য ইমাম যখন দাঁড়াইবেন, কি মিম্বরে উঠিতে থাকিবেন, তখন হইতে শেষ পর্যন্ত কোন নফল নামাজ, কি মানবের তরফের কোন নামাজ কিংবা তরতীবহীন কাজা নামাজসমূহ পড়িলে মাকরূহে তাহরীম হইবে।

প্রশ্নঃ- পূর্বোক্ত দশ খুৎবার প্রত্যেকটির সময়ই কি ঐ হুকুম?

উত্তরঃ- শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, উল্লেখিত দশ খুৎবার প্রত্যেক খুৎবার সময় ঐরূপ নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম।

প্রশ্নঃ- ইমাম যখন খুৎবা পড়িবার জন্য হুজরা হইতে বাহির হয়, তখন নফল নামাজ পড়িলে কি হইবে?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, যদি হুজরা মসজিদের অন্তর্গত থাকে, আর তথা হইতে ইমাম খুৎবা পড়িবার নিমিত্ত বাহির হয় তখন হইতে খুৎবা পড়িয়া ফরজ নামাজ আদায় করা পর্যন্ত পূর্বোক্ত নফল ও ওয়াক্তের নামাজ পড়া মাকরূহে তাহরীম। মসজিদ সংলগ্ন হুজরা হইতে বাহির হইলেও ঐ হুকুম।

প্রশ্নঃ- তাবিনুল-হাকায়েক কিতাবে লিখিত আছে যে, ইমাম মিম্বরের উপর খুৎবা পড়িবার নিয়তে বসিলে মুসল্লিদিগের নফল পড়া মাকরূহ, এই কথার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- হুজরা হইতে বাহির হওয়া মাত্র নফল পড়া মাকরূহ হইলে মিম্বরে খুৎবা পড়িতে উঠা মাত্র মাকরূহ হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি? তাবিনুল-হাকায়েক কিতাবে ইহা লিখেন নাই যে, ইমাম হুজরা হইতে বাহির হইলে মুসল্লিদিগের নফল নামাজ পড়া মাকরূহ নহে।

প্রশ্নঃ- ইমামের হুজরা যদি মসজিদের বাহিরে বা কিছু দূরে থাকে তথা হইতে বাহির হইলে কি নফল নামাজ পড়া মাকরূহ ?

উত্তরঃ- বাহরুর রায়েক ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায় যদি ইমামের হুজরা মসজিদের বাহিরে বা দূরে থাকে, তবে যখন পর্যন্ত ইমাম আসিয়া খুৎবা পড়িতে না দাঁড়াইবে, তখন পর্যন্ত নফল নামাজ পড়া মাকরূহ নহে, যখন আসিয়া খুৎবা পড়িবার জন্য দাঁড়াইবে তখন হইতে নফল নামাজ পড়া মাকরূহে তাহরীম।

প্রশ্নঃ- মুসল্লি জুমআর চার রাকআত সুন্নত নামাজ আরম্ভ করিবার পর যদি ইমাম হুজরা হইতে বাহির হয় বা খুৎবা পড়িতে দাঁড়ায় তবে কি হইবে?

উত্তরঃ- কবিরী ও আলমগীরি কিতাবে প্রকাশ পায় যে, এই কথায় মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন, দুই রাকআত পড়িয়া সালাম ফিরাইবে। কেহ বলিয়াছেন, চারি রাকআত পড়িতে হইবে। ইহার দ্বিতীয়টিই বিশুদ্ধ মত।

প্রশ্নঃ- উল্লেখিত সময়ে কেহ চারি রাকআত নফল নামাজ পড়িতে আরম্ভ করে, তবে কি হইবে?

উত্তরঃ- কবিরী কিতাবে লিখিত আছে, তাহইয়াতুল মসজিদ কি অন্য যে কোন নামাজ হউক দুই রাকআত পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, চারি রাকআত আরম্ভ করিলেই দুই রাকআত পড়িয়া সালাম ফিরাইবে।

প্রশ্নঃ- নেহায়া কিতাবে লিখিত আছে, কাজা নামাজ খুৎবার সময় পড়া মাকরূহ নহে। শরহে-বেকায়া কিতাবে লিখিত আছে, ঐ সময় পড়া মাকরূহে তাহরীম। ইহার কোন্‌টি আমল করিব?

উত্তরঃ- এই দুই কথার মীমাংসাস্থলে দুররুল-মুখতার কিতাবে লিখিয়াছে, যে কাজা নামাজের তরতীব ঠিক আছে, সেই নামাজ পড়া জায়েজ, ইহাই নেহায়া কিতাবের মত। আর যে নামাজের তরতীব ঠিক নাই, সেই কাজা জায়েজ নহে, ইহা শরহে বেকায়ার মত।

জুমআর নামাজের একামতের সময় নফল নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম

প্রশ্নঃ- জুমআর নামাজের একামতের সময় নফল নামাজ পড়া যে মাকরূহ তাহরীম, তাহা শামী ভিন্ন অন্য কোনও কিতাবে আছে কি না?

উত্তরঃ- শামী ছাড়া কাজী খান, খোলাছা, কবিরী, মুনিয়ার হাশিয়া, ফতহুল-কাদির, ছগিরী প্রভৃতি কিতাবেও মাকরূহে তাহরীম বলিয়া লিখিয়াছে।

প্রশ্নঃ- ফরজের কাজা ঐ সময় পড়া জায়েজ কি না?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, জায়েজ আছে।

প্রশ্নঃ- পাঁচ ওয়াক্তিয়া নামাজের একামতের সময় নফল নামাজ পড়িবার কি হুকুম?

উত্তরঃ- কবিরী কিতাবে লিখিত আছে- জুমা, ফজর, মাগরিবের একামত ভিন্ন অন্য কোন ফরজ নামাজের একামতের সময় নফল পড়া জায়েজ আছে বটে, কিন্তু যখন ইমাম ফরজ নামাজ আরম্ভ করিবে, তখন জায়েজ হইবে না। স্মরণ রাখিবে যে, এমন স্থানে দাঁড়াইয়া নফল নামাজ পড়িবে যেন জামআতের কাতার না দেখা যায় অথবা

কোনও আড়াল রাখিয়া পড়িবে। জামআতের কাতারের মধ্যে থাকিয়া পড়িবে না। ইহার কোন ব্যতিক্রম হইলে মাকরূহ তাহরীম হইবে।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ একামত বলিবার পূর্বে নফল নামাজ আরম্ভ করিয়া থাকে, সে কি করিবে?

উত্তরঃ- যে নফল নামাজ আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা দুই রাকআত পড়িয়া আদায় করিবে। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)

প্রশ্নঃ- ফজর ও মাগরিবের নামাজের একামতের সময় নফল পড়া জায়েজ না হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সোবহে সাদেক হইতে সূর্য উদয় পর্যন্ত নফল পড়া ও আছরের পর হইতে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত নফল পড়া মাকরূহ, কি প্রকারে ঐ দুই ওয়াক্তের একামতের সময় নফল পড়া জায়েজ হইবে অর্থাৎ ঐ সময়ে জায়েজ হইবে না।

প্রশ্নঃ- কাজা নামাজের একামতের সময় নফল পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, ঐ সময় নফল নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না। শুধু তরতীবওয়ালা কাজা নামাজ পড়া জায়েজ আছে।

প্রশ্নঃ- একামতের সময় সুন্নত নামাজ পড়া জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে আছে, ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্য ওয়াক্তের সুন্নত পড়া জায়েজ নাই। যদি কেহ একামতের পূর্বে আরম্ভ করিয়া থাকে তবে আদায় করিবে।

প্রশ্নঃ- ইমাম নামাজ আরম্ভ করিলে সেই সময় নফল নামাজ পড়িবার কি হুকুম?

উত্তরঃ- দুররুল-মোখতার কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, নিজ মজহাবের ইমাম নামাজ আরম্ভ করিলে সেই সময় নফল নামাজ পড়া মাকরূহ।

প্রশ্নঃ- যদি অন্য মাজহাবের ইমাম, যেমন শাফেয়ী, মালেকী প্রভৃতি নামাজে দাঁড়ায়, আর হানাফী মাজহাবের মুসল্লী বিবেচনা করে যে, এ ইমাম আমাদের মাজ হাবের রেয়ায়েত করিয়া নামাজ আদায় করিবে, তবে ঐ স্থানে আমরা কি করিব?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, যদি আমাদের হানাফীগণ মনে করে যে, ঐ ইমাম হানাফী মাজহাবের রেয়ায়েত করিয়া নামাজ আদায় করিবে, তবে ঐ সময় নফল পড়া মাকরূহ তাহরীম হইবে। আর যদি জানিতে পারে যে, ইমাম তাঁর নিজ মাজহাবের রীতি অনুযায়ী নামাজ আদায় করিবে, মুসল্লির মাজহাবের রেয়ায়েত করিবে না, তবে হানাফি মুসল্লিগণ নফল পড়ুক, বসিয়া থাকুক কিংবা পৃথক জামআতে নামাজ পড়ুক জায়েজ হইবে।

প্রশ্নঃ- অন্য মাজহাবের ইমাম আমাদের কি কি বিষয় রেয়ায়েত করতঃ নামাজ আদায় করিলে আমরা অন্য মাজহাবের ইমামের পিছনে নামাজ পড়িবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, আমাদের হানাফী মাজহাবের ওয়াজিব সুন্নত ইত্যাদি বিষয় রেয়ায়েত করতঃ নামাজ পড়িলে আমরা তাহার পিছনে নামাজ পড়িব, নচেৎ পড়িব না। ইহার বিস্তারিত আবশ্যক মত বিজ্ঞ আলেমের নিকট জ্ঞাত হইবে।

প্রশ্নঃ- অত্র বয়ানের ৭ম উত্তরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ফজরের সুন্নত নামাজ জামআত শুরু হইলেও সুন্নত পড়িতে পারে, তাহার বিস্তারিত জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- দুররুল-মোখতার কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, যদি ফজরের জামআত আরম্ভ হয়, আর মুসল্লী মনে করে যে, সুন্নত পড়িয়া তাশাহুদের মধ্যে জামআত পাইবে, এরূপ অবস্থায় আড়ালে থাকিয়া সুন্নত আদায় করিয়া জামআতে শামেল হইবে। আর যদি মনে করে তাশাহুদ পাইবে না, তবে সুন্নত না পড়িয়াই জামআতে দাখিল হইবে। মারাকিল-ফালাহ এবং কবিরী কিতাবেও এরূপ লিখিত আছে।

প্রশ্নঃ- নাহরুল-ফায়েক কিতাবে উক্ত কওলকে জইফ বলিয়া লিখিয়াছে। যেহেতু জামআতের শেষে আত্তাহিয়্যাতু পাইয়া জামআতে দাখিল হইলে জামআতের ফজীলত পায় না, এমনস্থলে কোন্‌টি আমল করিব?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, জামআতের শেষ ভাগে অর্থাৎ তাশাহুদ পড়ার মধ্যে দাখিল হইলে জামআতের ফজীলত পাওয়া যায়, ঐ কথাটি ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এর মত। এই মতকে কাফি, এনায়া, ফতহুল কাদির, আলমগীরি, জামেউর-রুমুজ ও তাবিনুল-হাকায়েক প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন। হাশিয়ায়ে তাহতাবী, শরম্বালালিয়া কিতাবেও উহা ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এবং ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) এর মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু কিতাবের মর্মে শামী কিতাবে এই মতকে সর্বগণ্য ও সন্দেহশূণ্য কওল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং দুররুল-মুখতার কিতাবের মতই আমল করিবে।

প্রশ্নঃ- নাহরুল ফায়েক কিতাবে দুররুল মোখতার কিতাবের মতকে অশুদ্ধ বলার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- মারাকিল-ফালাহ কিতাবে জুমআর বয়ানে লিখিত আছে, ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, জুমআর নামাজের তাশাহহুদের মধ্যে দাখিল হইলে নামাজ পাওয়া হয় না। এই কথা অবলম্বনে নাহরুল-ফায়েক কিতাবের প্রণেতা দুররুল-মোখতার কওলকে অশুদ্ধ বলিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- এই কথা অবলম্বনেই যে নাহরুল ফায়েক কিতাবওয়ালা দুররুল-মুখতারের কওলকে অশুদ্ধ বলিয়াছেন, তাহা কি কোনও কিতাবে লিখিত আছে?

উত্তরঃ- আছে বৈকি! হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, নাহরুল-ফায়েকওয়ালা ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) -এর ঐ কথা অবলম্বনেই বোধ হয় অত্র যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন যে, যদি জুমআতে তাশাহুদের মধ্যে দাখিল হইলে নামাজ পাওয়া না হয়, তবে কি প্রকারে অন্য ফরজ নামাজের জামআতে তাশাহুদ পাইলে জামআতের ফজ ীলত পাইবে। এই যুক্তির মিমাংসাস্থলে হাশিয়ায়ে-তাহতাবীতে লিখিয়াছে যে, জুমআ ব্যতীত অন্য ফরজ নামাজের তাশাহুদের মধ্যে জামআতে দাখিল হইলে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) -এর সহীহ রেওয়ায়েত মতে জামআতের ফজীলত পাইবে বলিয়া লিখিয়াছেন। জুমআর নামাজের জামআত শর্ত বলিয়া ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) প্রকাশ করিয়াছেন যে, জুমআর তাশাহুদের মধ্যে শামিল হইলে জামআত পাওয়া হয় না, এরূপ অবস্থায় কিরূপে দুররুল মোখতার কিতাবের শুদ্ধ কওলকে নাহরুল-ফায়েকের মোছান্নেফ ভ্রমমুলক যুক্তি দ্বারা অশুদ্ধ বলেন। অতএব নাহরুল ফায়েক কিতাবের যুক্তি ভুল।

প্রশ্নঃ- জুমা ব্যতীত অন্য ফরজ নামাজের তাশাহুদ পাইলে জামআত পাওয়া হয় কিনা তাহার বিস্তারিত জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- জুমআর জামআতের তাশাহুদের মধ্যে নামাজে দাখিল হইলে জুমা পাওয়া হইবে, এ বিষয় জুমআর বয়ানে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইবে।

প্রশ্নঃ- ফজরের নামাজের একামতের সময়ের বিবরণে জানিলাম। অন্য নামাজের পূর্বে একামতের সময় সুন্নত আদায় করিবার কি হুকুম?

উত্তরঃ- শামী ও কবিরী কিতাবে লিখিত আছে, ফজর ব্যতীত অন্য ওয়াক্তের নামাজের একামত আরম্ভ হইলে যদি মছবুক মনে করে যে, সুন্নত পড়িয়া নামাজের প্রথম রাকআতের রুকু পাইবে, তবে সুন্নত আদায় করিবে। নচেৎ সুন্নত না পড়িয়া জামআতে নামাজ পড়িবে পরে সুন্নত আদায় করিবে।

প্রশ্নঃ- একামতের সময় সুন্নত পড়িতে হইলে কোন্ স্থানে দাঁড়াইয়া পড়িবে?

উত্তরঃ- শামী ও কবিরী কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, যেস্থানে ফরজ নামাজ পড়িবার জন্য জামআত দাঁড়াইয়া থাকে তন্মধ্যে না পড়িয়া কাতারের পিছনে আড়ালে সুন্নত নামাজ পড়িবে। কাতারের মধ্যে বা কাতার দেখা যায়, এরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া সুন্নত পড়িলে মাকরূহ হইবে।

ওয়াক্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়িলে নফল নামাজ পড়া মাকরূহ

প্রশ্নঃ- নামাজের ওয়াক্ত কোন্ সময় সংকীর্ণ হয় জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- ফরজ নামাজ যে সময় পড়া মোস্তাহাব, সেই মোস্তাহাব ওয়াক্ত যখন শেষ প্রায়, সেই সময় নফল নামাজ পড়িলে মোস্তাহাব ওয়াক্ত পাওয়া যায় না, এরূপ সময়কে 'ওয়াক্তের সংকীর্ণতা' বলে। (গায়াতুল-আওতার)

প্রশ্নঃ- ঐ সময় কি শুধু নফল নামাজ পড়া মাকরূহ, না অন্য নামাজ পড়াও মাকরূহ?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী ও গায়াতুল-আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায়, ঐ সময় সুন্নত, ওয়াজিব বা তরতীবওয়ালা কাজা কিংবা তরতীবহীন কাজা নামাজ পড়াও মাকরূহ তাহরীম।

প্রশ্নঃ- তরতীবওয়ালা ও তরতীবহীন নামাজ কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- যে নামাজ যথাক্রমে পাঁচ ওয়াক্ত কাজা হইয়াছে তাহা তরতীবওয়ালা কাজা, আর যে নামাজ যথাক্রমে পাঁচ ওয়াক্তের বেশী কাজা হইয়াছে, তাহা তরতীবহীন কাজা।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ ওয়াক্ত প্রশস্ত আছে মনে করিয়া নফল নামাজ আরম্ভ করতঃ পুনঃ বিবেচনা করে যে, নফলের দুই রাকআত আদায় করিলে ফরজ নামাজের ওয়াক্ত থাকে না, এরূপ স্থলে নফল নামাজ আদায় করিবে কি না?

উত্তরঃ- এই প্রকার নফল নামাজ আরম্ভ করিয়া থাকিলে ঐ সময় ছাড়িয়া দিবে এবং ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়িয়া পরে ঐ নফলের কাজা করিবে।

ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফেতরের পূর্বে বা পরে নফল পড়া মাকরূহ

প্রশ্নঃ- দুই ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে নফল নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম কেন? তাহার বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে, দুই ঈদের নামাজের পূর্বে ঘরে বসিয়া কি মসজিদে বসিয়া নফল পড়া মাকরূহ, দুই ঈদের পরে মসজিদে নফল পড়া মাকরূহ কিন্তু গৃহে বসিয়া জায়েজ আছে।

আরাফার ময়দানে দুই নামাজের মধ্যভাগে নফল পড়া মাকরূহ

প্রশ্নঃ- আরাফার ময়দানে জোহর ও আছর নামাজ পড়িতে হইলে কি নিয়মে পড়িব? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে, জোহর ও আছরের নামাজ পড়িবার জন্য তিনটি শর্ত জানা আবশ্যক। (১) জোহরের ওয়াক্তে প্রথম জোহর ও পরে আছর পড়িবে। (২) তাহরীমা বাঁধিবার সময় বা নামাজের মধ্যে কিংবা জোহরের সালাম ফিরাইবার সময়, আছরের নামাজ একত্রে পড়িবে বলিয়া নিয়ত করিতে হইবে। (৩) 'পায়দরপায়' অর্থাৎ উপর্যুপরি যথাক্রমে জোহর ও আছরের নামাজ আদায় করিবে। মারাকিল-ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে যে, এক আজান ও দুই একামত বলিয়া হযরত আদম (আঃ) -এর নামীরা নামক মসজিদে জোহর ও আছরের নামাজ পড়িবে। স্মরণ রাখিবে- এইরূপ উপর্যুপরি পড়িবে যেন একামত ভিন্ন অন্য কোনও নফল নামাজ মধ্যে পড়া না হয়। পড়িলে মাকরূহ তাহরীম হইবে।

প্রশ্নঃ- জোহরের নামাজ পড়িয়া কিছু বিলম্ব করিয়া আছরের নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে, জোহরের নামাজ আদায়ের পর যদি বেশী সময় বিলম্ব হইয়া পড়ে, তবে আছরের নামাজ আছরের ওয়াক্তে পড়িবে। আর যদি সামান্য বিলম্ব হয় তবে জোহরের ওয়াক্তে জোহর ও আছর একত্রেই পড়িবে। জানা আবশ্যক যে, হজ্বের দিনের হাজী লোকের আরাফার ময়দানে ও মোজ্‌দালেফাহ নামক স্থানে যথানিয়মে দুই ওয়াক্ত আদায় করা অতি উত্তম।

প্রশ্নঃ- আরাফার ময়দানে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়ার পর নফল নামাজ পড়া মাকরূহ কেন?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, আছরের নামাজের পর কোন নফল নামাজ পড়া জায়েজ নাই, তজ্জন্য মাকরূহ তাহরীম হইবে। ইহাদ্বারা প্রকাশ পায় যে, জোহরের নামাজ পড়িবার পর বিশেষ বিলম্ব হওয়ার কারণে আছরের নামাজ আছরের ওয়াক্তে পড়িলে জোহরের পর নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে।

মোজদালেফায় মাগরিব ও এশার নামাজের মধ্যে নফল পড়া মাকরূহ

প্রশ্নঃ- মোজদালেফাহ নামক স্থানে বসিয়া কি নিয়মে মাগরিব ও এশার নামাজ পড়িতে হয় জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- মারাকিল-ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে যে, উক্ত স্থানে দুই ওয়াক্ত একবার আজান ও একবার একামত বলিয়া দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়িবে। জানা আবশ্যক যে, প্রথম মাগরিবের ওয়াক্তে আজান ও একামত বলিয়া নামাজ আরম্ভ করতঃ মাগরিবের নামাজ আদায় করিয়া সুন্নত না পড়িয়া অবিলম্বে একই সঙ্গে এশার নামাজ পড়িবে। মাগরিব ও এশার মধ্যে কোন নফল নামাজ পড়িবে না, পড়িলে মাকরূহ তাহরীম হইবে। শামী কিতাবে লিখিত আছে, দুই নামাজ পড়িয়া শেষে মাগরিবের সুন্নত ও এশার সুন্নত এবং বেতের নামাজ আদায় করিবে।

উপস্থিত খানা খাইবার জন্য মন বিশেষ ব্যস্ত থাকিলে নামাজ পড়া মাকরূহ

প্রশ্নঃ- খানা উপস্থিত হইলে ও খাইবার জন্য মনে উদ্বেগ থাকিলে নামাজ পড়া মাকরূহ

তাহরীম কেন?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে ফরজ ও নফল নামাজ ঐ অবস্থায় পড়া মাকরূহ। খাইবার জ ন্য মন ব্যস্ত না থাকিলে মাকরূহ হইবে না।

প্রশ্নঃ- ওয়াক্ত যদি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, তখনও কি নফল বা ফরজ নামাজ ঐ অবস্থায় পড়া মাকরূহ হইবে?

উত্তরঃ- নফল নামাজ পড়া মোস্তাহাবের সওয়াব, ঐ অবস্থায় নামাজ পড়িলে মাকরূহ তাহরীমের গুনাহ হয়, অতএব নফল নামাজ ঐ অবস্থায় না পড়িয়া খানা খাইয়া পরে পারিলে পড়িবে, কিন্তু ফরজ নামাজের ওয়াক্তটি ফরজ, সুতরাং মাকরূহ হইবে বলিয়া ফরজ ওয়াক্ত ত্যাগ করা জায়েজ নাই। অতএব সংকীর্ণ হইলে খানা উপস্থিত থাকিলেও নামাজ পড়িয়া লইবে; পরে খানা খাইবে।

অন্তকরণ বিশেষ ব্যস্ত থাকিলে নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম

প্রশ্নঃ- অন্তকরণ ব্যস্ত থাকিলে কোন্ নামাজ পড়া মাকরূহ?

উত্তরঃ- মারাকিল-ফালাহ কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, নফল নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম।

প্রশ্নঃ- কোন্ কোন্ কারণে মন ব্যস্ত থাকিলে নফল পড়া মাকরূহ?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, কোন কারণে মন এরূপ উদ্বিগ্ন থাকিলে, যাহাতে নামাজের ফরজ ওয়াজিব ভুলাইয়া দিতে পারে, সেই অবস্থায় নফল নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম। গায়াতুল-আওতার ও মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে, কোন কার্যে মন এরূপ উদ্বিগ্ন থাকে যে, হুজুরী দেল না হয়, এমন উদ্বেগ লইয়া নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম। নফল নামাজ আরম্ভ করার পর যদি দেলে কোন উদ্বেগ উপস্থিত হয়, তবে নামাজ মাকরূহ হইবে না। তবে হাদীছ অনুযায়ী জানা যায় যে, ফজ ীলত কম হইবে।

প্রশ্নঃ- নামাজের মধ্যে দেলে নানা প্রকার উদ্বেগ উপস্থিত হওয়া নিবারণের কোন উপায় আছে কি না?

উত্তরঃ- দেল্‌কে ঠিক করিবার জন্য নিম্ন কয়েকটি উপায় আছে, স্মরণ রাখিবে। হাদীছ শরীফে আছে- হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার দেল যত পরিমাণ নামাজের দিকে নিবিষ্ট রাখিবে; সে সেই পরিমাণ নেকী ও পূণ্য পাইবে। কেহ দশ কেহ পাঁচ অর্থাৎ কেহ বেশী, কেহ কম নেকী পাইবে। যেরূপ মনোযোগের সহিত নামাজ আদায় করিবে, তাহার নামাজের প্রতি আল্লাহ সেই পরিমাণ সন্তুষ্ট হইবেন। সেইজন্য কোরআন ও হাদীসের মর্ম মতে মুরীদানের মন স্থির করিয়া আল্লাহর বন্দেগী করিবার নিমিত্ত পীর লোক মোরাকাবা শিক্ষা দেন।

(১) হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) মোকামাতে-ইমাম রব্বানী কিতাবে লিখিয়াছেন, নামাজের ফরজ, ওয়াজিব প্রভৃতি মছলাসমূহ শিক্ষা করিয়া নামাজের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মাসয়ালা সমূহের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিয়া, রীতিমন নামাজ আদায় করিলে, নামাজের মধ্যে মনে কোন উদ্বেগ উপস্থিত হইবে না। ইহার তাৎপর্য এই যে, একই স্থানে দুই বস্তু এক সময়ে স্থাপন করা যায় না। কাজেই মনের মধ্যে যদি নামাজে র মাসয়ালা সমূহের প্রতি খেয়াল থাকে তবে অন্য চিন্তা উপস্থিত হইতে পারে না, হইলেও উহা স্থান পায় না।

(২) হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর এক কিতাবে লিখিত আছে যে, নামাজ পড়িবার সময় মৃত্যুকে এরূপ স্মরণ করিবে যে, সালাম ফিরাইবার পর জীবিত থাকি কিনা, এরূপভাবে চিন্তা করিলে অন্য চিন্তা মনে আসিতে পারে না।

প্রশ্নঃ- ফরজ নামাজের মধ্যে কি পূর্বে কেহ উদ্বিগ্ন হইলে ফরজ নামাজ পড়িবার বিবরণ কি?

উত্তরঃ- মোয়াল্লেমুত্তান্‌জিল নামক তফসীরের কিতাবে সূরা মো'মেনের তফসীরে লিখিত আছে- উহার মর্ম এই যে, নামাজের মধ্যে যদি কাহারও দেল আল্লাহর তরফ বিনম্র ও একাগ্রচিত্ত না-ও থাকে, তবে তাহার নামাজ আদায় হইবে, কিন্তু যাহার দেল যত পরিমাণ নামাজে সংলগ্ন হইবে, তাহার নামাজের তত বুজুর্গী হইবে।

বাহ্য প্রস্রাব ও বাদে গরমের বেগ লইয়া নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম

প্রশ্নঃ- বাহ্য প্রস্রাবের এবং বাদে গরমের বেগ লইয়া কোন্ সময় নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম?

উত্তরঃ- মারাকিল-ফালাহ কিতাবের মর্মে জানা যায়- ফরজ ও নফল প্রভৃতি নামাজ ঐ অবস্থায় পড়া মাকরূহ তাহরীম, কিন্তু আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যদি ওয়াক্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়ে তবে ফরজ নামাজ ঐ অবস্থায় পড়ার বিধান আছে কিন্তু নফল পড়িবে না।

প্রশ্নঃ- জামআত তরক হওয়ার আশঙ্কায় বাহ্য প্রস্রাবের বেগ লইয়া জামআতে নামাজ পড়ার বিধান আছে কি না?

উত্তরঃ- ঐ অবস্থায় জামআত পাওয়া যাক্ কি না যাক্ পরিষ্কার হইয়া একা নামাজ আদায় করিবে, ঐ অবস্থায় জামআতেও পড়িবে না। (আলমগীরি) প্রকাশ থাকে যে, জমআতে নামাজ পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ এবং বাহ্য প্রস্রাব হইতে পরিষ্কার হইয়া নামাজ পড়া ওয়াজিব। কাজেই বাহ্য প্রস্রাব হইতে পরিষ্কার হইয়া নামাজ আদায় করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

আজানের ফজীলতের বয়ান

কলম ধরিনু হাতে নামেতে আল্লাহর। আজানের প্রশংসা মনে করি সার ॥
সহস্র মুখেতে যদি প্রশংসা করিবে। আজানের প্রশংসা তবু করিতে নারিবে ॥
উৎসাহ বর্ধন জন্য কিছুমাত্র লিখি। আজান দিবে মুসল্লিরা হয়ে মনে সুখি ॥
হযরত রসূল, যিনি হাবিব আল্লার। মোসলেম শরীফে লিখা হাদিস তাঁহার ॥
শুনিয়া আজান ধ্বনি শয়তান পালায়। ছত্রিশ মাইল দূরে পালাইয়া যায় ॥
তিরমিজি শরীফ বিচে করে এ বর্ণন। সপ্ত বর্ষ আজান যদি দেয় কোন জন ॥
দিল সে আজান যদি খালেছ নিয়তে। পাইবেক মুক্তি সেই দোজখ হইতে ॥
মোসলেম শরীফে বলে রসূল খোদার। হামেশা আজান দিবে ওয়াস্তে আল্লার ॥
গ্রীবা লম্বা হবে তার রোজ কিয়ামতে। অর্থাৎ দেখিবে বেহেস্ত আপন চক্ষেতে ॥
অথবা সবার চেয়ে হইবে প্রধান। কিংবা পিপাসা তার না হবে কখন ॥
হাদিস শরীফ যেই ইবনে মাজার। বার বর্ষ আজান দিলে লিখে এ প্রকার ॥
ওয়াজিব হবে তার বেহেস্তে যাওন। পরিষ্কার লিখে ঐ হাদিসে এমন ॥
আর ঐ হাদিসেতে এই লেখা দেখি। এক দিন আজান দিলে পায় ষাট নেকী ॥
একামতে ত্রিশ পাবে কিতাবে বর্ণন। সওয়াবের কাম কর করি প্রাণপণ ॥
মোসলেম শরীফের লিখেছে শরায়। জিন ইন্‌সান বৃক্ষাদি পর্বত ধরায় ॥
হাশরেতে সাক্ষ্য দিবে আজান দাতার। কেমন খুশীর কথা ভাব একবার ॥
এব্‌নে মাজার যেই হাদিস কিতাব। আজানের সওয়াব দেখি অধীন কিতাব ॥
যতদূর আজান ধ্বনি যায় জমিনেতে। বিস্তৃত করিলে গুনা যত ধরে তাতে ॥
থাকিলে এরূপ পাপ আজান-দাতার। মাফ হ'য়ে যাবে তাহা কিতাবে খবর ॥
বৃক্ষ আদি যত ইতি করিবে শ্রবণ। সকলে চাহিবে ক্ষমা তাহার কারণ ॥
এব্‌নে মাজাতে লিখা আছে এ প্রকার। হইবে পঁচিশ নেকী আজান দাতার ॥
এক আজান হ'তে আর দোছরা আজান। এর মধ্যে সময় যত কর অনুমান ॥
হইলে ছগিরা গোনা আজান দাতার। মাফ দবে খোদাতালা কিতাবে খবর ॥
এহিয়াউল উলুমুদ্দিন কিতাবের নাম। তার মধ্যে লেখা আছে এমন কালাম ॥
কেহ যদি জঙ্গলেতে বিনা আজানেতে। একাকি দাঁড়ায় যদি নামাজ পড়িতে ॥
আসিয়া ফেরেস্তা এক ডাহিনেতে তার। দাঁড়াইবে বলি লিখে কিতাবে খবর ॥
আর যদি আজান দিয়া পড়িতে সালাত। দাঁড়াবে পিছনে বহু ফেরেস্তার জাত ॥

জামাতে নামাজ তারা আদায় করিবে। আর এক কথা আছে ঐ যে কিতাবে ॥
সর্বজনের-মাননীয় কোরানের কারী। টাকা পয়সা নাহি লয় ইমামতি করি ॥
আর যে গোলামী করি গোলামীর কাম। ছাড়ে নাই এবাদত করিল মোদাম ॥
আর যেই মোয়াজ্জিন এই তিন জন। বোলন্দ নসিব হবে কেয়ামত যখন ॥
কাল মেস্কের স্তর পরে তাঁরা দাঁড়াইবে। আজাব হেছাব বলি ভয় না থাকিবে ॥
আর ঐ কিতাবে বলে রসূল আল্লার। যাবত আজান শেষ না হবে দাতার ॥
খোদার রহমতের হাতে ঐ মোয়াজ্জিন। থাকিবে বলিয়া কিতাবে বর্ণন ॥
"তাজকেরাতুল ওয়ায়েজীন" কিতাব ভিতরে। লেখা আছে এক ব্যক্তি হযরত গোচরে ॥
বলুন হযরত আমি কোন আমলেতে। বেহেস্ত ভিতরে গিয়া পারিব পৌছিতে ॥
হুজুর তখন তারে করিল ফরমান। আপন কওম মধ্যে দিও ত আজান ॥
সে ব্যক্তি বলিল যদি না পারি এ কাজ। প্রথম কাতারে তবে পড়িও নামাজ ॥
আর ঐ কিতাবেতে হযরত ফরমান। বৎসর যাবৎ যদি দিবেক আজান ॥
অলীগণ সঙ্গে হবে কেয়ামতে তার। আজান দিবেন যেবা দুইটি বৎসর ॥
শহীদানের সঙ্গে হবে কেয়ামত তার। তিন বর্ষ দিলে উঠে সঙ্গে আম্বিয়ার ॥
বেশী আর কি লিখিব মোয়াজ্জিন কারণ। ক্ষমা চাবে জীব জন্তু পানির মৎসগণ ॥
আজান দেওয়ার কালে ফেরেস্তা আল্লার। ঐ শব্দ উচ্চারণ সঙ্গে করে তার ॥
আজানের শেষে যত ফেরেস্তার জাত। মাফ চাবে যব তক না হবে কেয়ামত ॥
ইহা ভিন্ন আর এক হাদিস প্রচার। বলিয়াছেন রাসূলুল্লাহ হাবিব আল্লার ॥
সপ্ত বৎসর কাল যদি আজান কহিবে। সাতটি দোজখ হ'তে মুক্তি সেই পাবে ॥
বলিয়াছেন মোয়াজ্জিনের কবর আজাব। কবরের চাপ আদি হয়ে যাবে মাফ ॥
বিনাকষ্টে মৃত্যু হবে মোয়াজ্জিন ভাই। অধীন আরজ করে আজান দেওয়া চাই ॥
ঐ কিতাবেতে আর এই পাওয়া যায়। জাবালের বেটা মা, আজ এরূপ ফরমায় ॥
হযরত রসূল যিনি শাহে দো'জাহান। বিলালের (রাঃ) শানে তিনি এমন ফরমান ॥
হযরত বিলাল (রাঃ) জন্য রোজ কেয়ামতে। আসিবেক উট এক বেহেস্ত হইতে ॥
কবরের কাছে তার আসিয়া পৌছিবে। সওয়ার হইয়া তিনি আজান কহিবে ॥
আজান দিতে দিতে মাঠ হাশরের। আশ্হাদু আল্লাহ্ বলে করিবে জেকের ॥
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ শেষে রাসূলুল্লাহ কবে। মাঠের মুমিন যত জওয়াব তার দিবে ॥
বলিবে তাহারা সবে এরূপ প্রকার। আমরাও সাক্ষ্য বটে তব ঐ কথার ॥
আর ত ঈমান রাখি ঐ যে কথায়। জান্নাতের লেবাছ নিয়া ফেরেস্তা সেথায় ॥
প্রথম পোষাক সেই বিলালে পরাবে। মোসলমান মুমিন যারা ছিল এই ভাবে ॥
দিতেন আজান যারা থাকি দুনিয়ায়। পরিবেন ঐ পোষাক তাঁহারা সবায় ॥
অতি সম্মানের সাথে বেহেস্তে যাইবে। অধীন শায়েরের ইহা নছিবে কি হবে ॥
তরীকুল ইসলাম এই অমৃত লহরী। কেয়ামত তক যেন থাকে ভাই জারী ॥
এই দোয়া কর সবে যত মুমিনান। হেছাব সহজ যেন করেন ছোবহান ॥

আজানের বিবরণ

প্রশ্নঃ- আজান কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- যে কতকগুলি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চ রবে উচ্চারণ করিয়া সর্বাসাধারণকে নামাজ পড়িবার জন্য সংবাদ দেওয়া হয়, তাহাকে 'আজান' বলে। (গায়াতুল আওতার)।

প্রশ্নঃ- সেই নির্দিষ্ট শব্দগুলি জানিতে বাসনা?

উত্তরঃ- হাদিস ছুনানে আবুদাউদ কিতাবে পাওয়া যায় যে-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ * اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ- আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার; আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার (৪ বার)
অর্থাৎ- আল্লাহ বহুত বড়, আল্লাহ বহুত বড়; আল্লাহ বহুত বড়, আল্লাহ বহুত বড়।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

উচ্চারণঃ- আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ২ বার।
অর্থ- আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই।

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণঃ- আশ্হাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ। ২ বার
অর্থ- আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত।

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ

উচ্চারণঃ- হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ্। (২ বার) অর্থ- নামাজের দিকে আস।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ

উচ্চারণঃ- হাইয়্যা আলাল ফালাহ্। (২ বার) অর্থ- মুক্তির দিকে আস।

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ـ

উচ্চারণঃ- আচ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাউম (দুইবার)। (শুধু ফজরের আজানে বলিবে)
অর্থ- নিদ্রা হইতে নামাজ উৎকৃষ্ট।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ- আল্লাহু আকবার। (২বার) অর্থ- আল্লাহ বহুত বড়।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

উচ্চারণঃ- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু। (১বার) অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই।

সাধারণতঃ আজানে পনর কালাম কিন্তু ফজরের আজানে সতর কালাম এবং একামতে সতর কালাম। (মুলতাকাল আবহুর)

আজান শুনিয়া উত্তর দেওয়ার বিবরণ

প্রশ্নঃ- আজান শ্রবণকারীগণ কি প্রকার জওয়াব (উত্তর) দিবে? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- গায়াতুল-আওতার, শামী ও হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে জানা যায় যে, মোয়াজ্জিনের সঙ্গে সঙ্গে আজান শ্রোতা আস্তে আস্তে আজানের শব্দ সমূহ ঐরূপ উচ্চারণ করিবে কিন্তু হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ ও হাইয়্যালাল ফালাহ শুনিয়া লা-হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ বলিবে।

(অর্থ- আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত কেহ গোনাহ হইতে নিস্তার ও নেক কার্যের শক্তি পাইতে পারে না।) এতদ্ব্যতীত আচ্ছলাতু খাইরুম মিনান নাউম স্থানে ছাদাক্‌তা ওয়া-বাররতা বলিবে।

অর্থ- তুমি সত্য কথা বলিয়া পুণ্যবান হইয়াছ।

প্রশ্নঃ- কতকে যে আজান শুনিবার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ের নখের পৃষ্ঠে চুমা দিয়া চক্ষুদ্বয়ের উপর মুছিয়া থাকে, তাহার তাৎপর্য কি ? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- শামী, শরহে-ইলিয়াছ ও জামেউর রুমুজ প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে যে, আজানদাতা যখন আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ প্রথমবার উচ্চারণ করিবে, তখন শ্রোতা ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ বলিবে। পুনঃ আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ স্থলে শ্রোতা-কোর্‌রাতু আইনী বেকা ইয়া রাসূলাল্লাহ বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখ পৃষ্ঠ দ্বারা চক্ষুদ্বয়ের পাতার উপর মোসেহ করতঃ

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ -

পড়িবে, কিন্তু শামী কিতাবে ফেরদাউছ কিতাব হইতে লিখিয়াছে যে, বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখের পৃষ্ঠদেশ ঐ কলেমা শ্রবণে চুম্বন করিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বেহেশতের দিকে টানিয়া নিবেন।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ চুম্বন করিয়া চক্ষুদ্বয়ের উপর মোছা দেয় তবে কি অন্যায় হইবে?

উত্তরঃ- যদি কেহ উল্লেখিত দোয়া পড়িয়া নখদ্বয় চুম্বন করতঃ চক্ষুদ্বয়ের উপর বুলায় তাহাতে কোন অন্যায় হইবে না বরং ভাল।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- উল্লেখিত কিতাবসমূহের মর্মে জানা যায় যে, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আজানের কালেমা শুনিয়া নখদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশ চুম্বন করিবে, কিংবা উক্ত দোয়া পড়িয়া নখদ্বয় দ্বারা চক্ষু মুছিবে, তাহাকে আমি বেহেশতের দিকে টানিয়া লইয়া যাইব। উক্ত দোয়া ও নখ চুম্বন করা শুধু আজানের জওয়াব দেওয়ার জন্য একামতের জন্য নহে। (শামী)

প্রশ্নঃ- কোন কোন কিতাবে নাকি লিখিত আছে সহীহ হাদিসে ঐরূপ চুম্বন ও দোয়া পড়ার কোন প্রমাণ নাই?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আজানের বিবরণের প্রথম ভাগে লিখিত আছে যে, জইফ হাদিসের প্রকাশ অবলম্বণে নেক কাজ করা জায়েজ আছে। অতএব যদিও কোন কোন কিতাবে জইফ হাদিসের প্রমাণিত বিষয় বলিয়া প্রকাশ করেন, তবুও ঐরূপ চুম্বন করিলে ও দোয়া পড়িলে নেকী পাইতে পারে।

প্রশ্নঃ- কাজীখান কিতাবে লিখিত আছে, হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ শব্দ শ্রবণে শ্রোতা "মাশা আল্লাহ্ কানা ওয়ামালাম ইয়াশা লাম্‌ইয়াকুন" বলিবে। এতদ্ব্যতীত আলমগীরি কিতাবে ঐ কওলকে শুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা কি করিব?

উত্তরঃ- আসআতুল্লুমআত কিতাবে লিখিত আছে যে, ঐ দোয়া পড়িবার কোন দৃঢ় প্রমাণ নাই। যাহা হউক করিলে দুইটিই আমল করিও।

প্রশ্নঃ- আজানের উত্তর দিলে কি ফজীলত পাওয়া যাইবে?

উত্তরঃ- মোসলেম শরীফ ও নেছাঈ শরীফ প্রভৃতি হাদিসের কিতাবে লিখিত আছে যে, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সরলান্তকরণে আজানের উত্তর দিবে, সে বেহেশ্‌তে যাইবে।

প্রশ্নঃ- আজান শেষ হইয়া গেলে শ্রোতাগণ কোন্ দোয়া পড়িবে?

উত্তরঃ- আশেয়্যাতুল-লুম্‌আত কিতাবে প্রকাশ, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কেহ নিম্নলিখিত দোয়া পড়ে, আমি তাহার জন্য কিয়ামতে শাফায়াত করিব।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ
اِلْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ اِلَّذِىْ
وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ *

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহিদ্দাওয়াতিত্তাম্মাতে অচ্ছালাতিল ক্বায়েমাতে আতি ছাইয়েদানা মোহাম্মাদানিল ওয়াছিলাতা ওয়াল ফাদিলাতা অদ্দারাজাতার-রফীয়াতা ওয়াবআছহু মাকামাম্ মাহমূদা নিল্লাজি ওয়াদ্‌তাহু অরজুকনা শাফায়াতাহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মিয়াদ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ তায়ালা! যিনি এই পূর্ণ আজানের ও যে নামাজ কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে তাহার কর্তা, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোপরি সম্মান ও বুজুর্গী দান কর এবং মাকামে মাহমুদায় (যে স্থানে থাকিয়া তিনি শাফায়াত করিবেন) পৌছাও, যাহা তাঁহাকে পূর্বেই দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছ। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না।

প্রশ্নঃ- দোয়া পড়া কি?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে আছে, যে, ঐ দোয়া পড়া মোস্তাহাব। আর উক্ত কিতাবে মুসলিম শরীফ হইতে এক হাদিস নকল করিয়াছে, তাহার খোলাছা মতলব এই যে, ঐ দোয়ার পূর্বে কোন দরূদ শরীফ পাঠ করা অতিশয় নেকীর কাজ।

আজানের উত্তর দেওয়ার আনুষঙ্গিক মাসয়ালা

প্রশ্নঃ- হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ্ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ শব্দ শ্রবণ করতঃ শ্রোতাগণ লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্ বলিবার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- বাহরুর-রায়েক কিতাবে গায়াতুল-বয়ান নামক কিতাব হইতে লিখিয়াছেন যে, হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে, নামাজের দিকে আস ও নেকের দিকে আস। শ্রোতাগণও যদি মোয়াজ্জিনের ন্যায় ঐরূপ উচ্চারণ করে তবে যেন ঠাট্টা করা হয়। তজ্জন্য উল্লেখিত দুই স্থানে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ বলিবার বিধান হইয়াছে।

প্রশ্নঃ- আজানের জওয়াব দেওয়া কি?

উত্তরঃ- জামেউর-রুমুজ কিতাবের মর্মে আজানের জওয়াব দেওয়া সম্বন্ধে কয়েকটি শর্ত পাওয়া যায়। কেহ বলেন, মৌখিক জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব; কাহারও মতে আজানে শ্রোতার প্রতি ওয়াজিব এই যে, সে যেন নামাজের দিকে যায়। কেহ সুন্নত ও কেহ মোস্তাহাব বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- এমনস্থলে আমরা কোন্ মত অবলম্বন করিব?

উত্তরঃ- "মৌখিক জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব" এই কথাটি অবলম্বন করিবে।

প্রশ্নঃ- আজানের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব প্রকাশ করিলেন, দুররুল-মুখতার কিতাবে এক রেওয়ায়েতে লিখিত আছে যে, হালোয়ানী (রঃ) বলিয়াছেন যে, আজানে শ্রোতাগণের প্রতি ওয়াজিব এই যে, আজান শুনিয়া নামাজের দিকে যায়; মৌখিক জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নয়। এইরূপ ছগিরী কিতাবেও লিখিত আছে; হুজুরের উল্লেখিত মৌখিক জওয়াব সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- মৌখিক কথা নয়, তাহার দলিল আছে। বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, নাছায়ী শরীফ, তিরমিজি শরীফ, এবনে মাজা, আশেয়্যাতুল-লুমআত, কাশফুল-গোম্মা প্রভৃতি কিতাবে হাদিসের মর্মে জানা যায় যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আজান শুনিয়া মৌখিক জওয়াব দিও"। এই কথার মর্মে শামী, বাহরুর রায়েক, কবীরী, ফতহুল- কাদির, দুররুল মোখতার প্রভৃতি কিতাবে মৌখিক জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব লিখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আলমগীরি, আরকানে আরবা, তাবিনুল হাকায়েকের হাশিয়া প্রভৃতি কিতাবেও মৌখিক জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব বলিয়া লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবেও মৌখিক জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, কিছুতেই হালোয়ানীর (রঃ) কথা অবলম্বন করা যায় না; কেননা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজান শ্রোতাদের প্রতি আজানের উত্তর দেওয়ার জন্য এই প্রকার হুকুম দেন নাই যে, 'ফাছআও' অর্থাৎ নামাজের দিকে যাও; বরং তিনি বলিয়াছেন যে, 'কুলু' অর্থাৎ আজানের মৌখিক উত্তর দাও। অতএব মৌখিক উত্তর দেওয়াই প্রণিধানযোগ্য ও শুদ্ধমতে ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ- তবে হালোয়ানী (রঃ) কেন ঐরূপ বলিয়াছেন?

উত্তরঃ- বাহরুর-রায়েকের হাশিয়া ও শামী কিতাবে জানা যায় যে, পূর্ব জমানায় প্রত্যেক ওয়াক্তে একবার মাত্র জামাত হইত। জানা আবশ্যক যে জুমআর আজানে শ্রোতার পক্ষে ওয়াজিব যে, সে নামাজের দিকে যায়। বোধ হয়, হালোয়ানী (রঃ) এই কথা অবলম্বনে প্রাচীনকালের ওয়াক্তিয়া জামাতের প্রতি লক্ষ্য করতঃ ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- শ্রোতা আজানের জওয়াব না দিলে কিরূপ গুনার মধ্যে পতিত হইবে?

উত্তরঃ- ওয়াজিব তরকের গুনাহ হইবে। এতদ্ভিন্ন তাবিনুল হাকায়েকের হাশিয়াতে এই হাদীস নকল করা আছে যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, চারি ব্যক্তি জালেম শ্রেণীভুক্ত হইবে। যথা- (১) যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে। (২) যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে কপালে লাগিত ধূলা মুছিয়া থাকে, (৩) যে আজান-শ্রোতা আজানের জওয়াব না দেয়, (৪) যে ব্যক্তি আমার মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম শুনিয়া দরূদ শরীফ না পড়ে।

প্রশ্নঃ- মোয়াজ্জিনের আজান ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই কি জওয়াব দিতে হইবে?

উত্তরঃ- বাহরুর-রায়েক কিতাবে লিখিত আছে, মোয়াজ্জিনের এক এক কালাম বলা শেষ হইলেই শ্রোতা উত্তর দিবে। যদি কোন কারণে উত্তর না দেওয়া হইয়া থাকে, তবে আজানের শেষে অনতিবিলম্বেই সমস্ত আজানের উত্তর দিবে। কিন্তু বেশী বিলম্ব হইলে উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নহে। শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, মোয়াজ্জিনের কালেমা উচ্চারণের পূর্বে জওয়াব দিয়া রাখিলে চলিবে না।

প্রশ্নঃ- যদি একই সময় চতুর্দিকে আজান উচ্চারিত হয়, তবে কোন্ আজানের উত্তর দিতে হইবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, স্থানীয় মসজিদে কিংবা অন্য কোন মসজিদে অথবা চতুর্দিকেই আজান ধ্বনি হইতে থাকিলে, যে আযান প্রথমে কর্ণগোচর হইবে তাহারই উত্তর দিতে হইবে।

প্রশ্নঃ- সকল আজানের কি জওয়াব দিতে হইবে?

উত্তরঃ- শামী ও গায়াতুল আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, নিম্নলিখিত আজান সমূহের জওয়াব দিবে না। (১) আরবী ব্যতীত যে কোন ভাষায় আজান উচ্চারিত হইলে উত্তর দিবে না। কাজীখান কিতাবে আছে, আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় আযান দিলে তাহা আজানই হইবে না। (২) যে আজানের কতকাংশ আরবী কতকাংশ ফার্সী, উরদু ইত্যাদি ভাষায় উচ্চারিত হইবে। (৩) যে আজানের মধ্যে গানের ন্যায় ভাবভঙ্গি করতঃ শব্দের বিপর্যয় ঘটাইয়া কলেমা উচ্চারণ করা হয়। (৪) নাপাক অবস্থায় আজান দিলে (যদি মোয়াজ্জিন নাপাক বলিয়া জানা থাকে)। (৫) ওয়াক্তের পূর্বে নামাজের জন্য আজান দিলে। (৬) আওরাত লোক আজান দিলে এই সকল অবস্থায় আজান দিলে তাহার জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নহে।

কোন্ কোন্ সময় আজানের জওয়াব দিতে হইবে না তাহার বিবরণ

প্রশ্নঃ- কোন্ কোন্ সময় আজানের জওয়াব দিতে হইবে না?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে নিম্নলিখিত অবস্থায় আজানের জওয়াব দিবে না।

(১) খুৎবা শুনিবার সময়, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে আছে, যে কোন খুৎবা শুনিবার সময়; (২) এলেম শিক্ষা দেওয়ার সময়। (৩) এলেম শিক্ষা করিবার সময় (৪) পায়খানা ঘরের মধ্যে থাকা অবস্থায়। (৫) জেমার (স্ত্রী সহবাসের) অবস্থায়। (৬) জানাজা নামাজের মধ্যে। (৭) হায়েজ নেফাছ অবস্থায়। (৮) খানা খাইবার সময়। বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে- (৯) মল ত্যাগের সময়। (১০) নামাজের মধ্যে থাকিয়া। (১১) ডুব দেওয়া অবস্থায়।

প্রশ্নঃ- উপরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এলেম শিক্ষা দেওয়ার ও শিক্ষা করিবার সময় আজানের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নয়, সে কোন জাতীয় এলেম?

উত্তরঃ- দীনি-এলেম শিক্ষা দেওয়ার ও শিক্ষা করিবার সময় আজানের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নহে। (শামী) যেমন কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ফেকাহ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করার সময়।

প্রশ্নঃ- মোয়াজ্জিনের আজানান্তেই যদি উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উক্ত অবস্থা হইতে মুক্ত হয় তবে কি হুকুম?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যে, যদি আজানান্তেই মুক্ত হয়, তবে অনতিবিলম্বেই উত্তর দিবে; কিন্তু বেশী বিলম্ব হইলে উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নহে।

প্রশ্নঃ- নাপাক অবস্থায় আজানের জওয়াব দেওয়া যাইবে কিনা?

উত্তরঃ- দুররুল মুখতার কিতাবে লিখিত আছে, নাপাকী অবস্থায় আজানের জওয়াব দেওয়া জায়েজ আছে।

প্রশ্নঃ- হায়েজ নেফাছ অবস্থায় আজানের জওয়াব দেওয়া জায়েজ নহে বলিয়া প্রকাশ করিলেন, অথচ নাপাক অবস্থায় জওয়াব দেওয়া জায়েজ হইল, ইহার তাৎপর্য কি? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, হায়েজ নেফাছ অবস্থায় নাপাকী ও জুনুব অবস্থায় নাপাকী একই প্রকার বটে, কিন্তু জুনুব অবস্থায় নাপাকী গোছল করিবা মাত্রই দূর হইয়া যায়; কিন্তু হায়েজ নেফাছের নাপাক মুদ্দৎ ব্যতীত গোছল করিলেও দূর হয় না। ইহা ভিন্ন আরও এক কারণ আছে, জুনুবের প্রতি প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ গোছলান্তে পড়া ফরজ; হায়েজ নেফাছওয়ালীর প্রতি তদ্রূপ ফরজ নয়; অতএব যাহার প্রতি ফরজ ধার্য আছে তাহার পক্ষে আজান স্বীকার করা কর্তব্য ও আজানের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ- আজানের জওয়াব সম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত আরও কিছু থাকিলে তাহা জানিতে বাসনা।

উত্তঃ- আজানের জওয়াব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে; নিম্নে তাহা প্রকাশ করা গেল। (১) মসজিদের মধ্যে বসা থাকিলে আমাদের হানাফী মাজহাব মতে আজানের জওয়াব দেওয়া মোস্তাহাব। (দুররুল-মুখতার) কিন্তু হালোয়ানী রহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে মসজিদে থাকা অবস্থায় আজানের জওয়াব দিবে না। এই রেওয়ায়েতটি অশুদ্ধ। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী) হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, ঘরে বসিয়া হউক কিংবা মসজিদে বসিয়া হউক, কোরআন শরীফ তিলাওয়াতকালে আজান শুনিলে তিলাওয়াত বন্ধ করিয়া আজানের জওয়াব দিবে।

২। শামী ও দুররুল মুখতার কিতাবে লিখিত আছে আজান শ্রোতা আজানের সময় আজানের জওয়াব ব্যতীত কাহাকেও সালাম করিবে না কিংবা কাহারও সালামের জওয়াব দিবে না।

৩। ফেকা ও ওসূল মোতাআলা করিবার সময় কিতাব বন্ধ করিয়া আজানের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। (মারাকিল ফালাহ)

৪। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়, জিকর মোরাকাবা ইত্যাদি অবস্থায়ও আজান ধ্বনি শ্রবণ করিলে আজানের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব।

৫। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, পথিক লোকে আজানের সময় দাঁড়াইয়া জওয়াব দেওয়া ভাল।

৬। আজানধ্বনি উচ্চারিত হইলে তাহা শ্রবণ করা ও তাহার জওয়াব দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন কাজ করা শ্রোতাদিগের পক্ষে জায়েজ নহে (আলমগীরি ও তাবিনুল হাকায়েক)।

৭। (ক) শামী কিতাবে লিখিয়াছে, আজানের সময় কথা বলা ও কোন কার্য করা মাকরূহ, একামতের সময়েও ঐ হুকুম।

(খ) জামেউর-রুমুজ কিতাবে লিখিত আছে, ঐ সময়ে কথা বলিলে ঈমান টুটিবার আশঙ্কা আছে।

৮। (ক) ফতোয়ায়ে গেয়াছিয়ার হাশিয়াতে লিখিত আছে, হযরত জিব্রাইল (আঃ) আকাশে থাকিয়া প্রথম আযান দিয়াছেন।

(খ) হাবিব বিন আব্দুর রহমান মক্কা শরীফে প্রথম আজান দেন এবং হযরত বিলাল বিন রেবাহ প্রথম মদিনায় আজান দিয়া ছিলেন।

(গ) হযরত ওসমান গণির (রাঃ) খেলাফতের সময় জুমআর সানি আজান আরম্ভ হইয়াছে। (ফতুয়ায়ে গেয়াছিয়া)

জুমআর সানি আজানের উত্তর দেওয়ার বিবরণ

প্রশ্নঃ- জুমআর নামাজ পড়িবার পূর্বে ইমাম খুৎবা পাঠের জন্য মিম্বরে আরোহণ করিলে পর যে আজান দেওয়া হয়, তাহার জওয়াব দেওয়ার কি হুকুম?

উত্তরঃ- এই আজানের জওয়াব দেওয়াও ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ- হেদায়া কিতাবের মর্মে জানা যায়, ইমাম মিম্বরে দাঁড়াইলে কালাম (কথা) বলা জায়েজ নাই। আজানের জওয়াব দিতে হুকুম করিলেন, তাহা কি কালাম নহে?

উত্তরঃ- কালাম শব্দটির ব্যাখ্যা দুই প্রকার- (১) আল্লাহ তায়ালার কথাকেও কালাম বলে।

(২) মানবের পঠিত কথাকেও কালাম বলে। হেদায়া কিতাবে লিখিয়াছে যে, ইমাম মিম্বরে দাঁড়াইলে কালাম বলিবে না, সে কালাম আল্লাহ তায়ালার কালাম নহে, মানব জাতীয় কালাম (কথা); মানবের কথা জাতীয় কালাম বলিতে জায়েজ নাই বলিয়াছি। তাহার প্রমাণ দেখ- শামী, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী ও হেদায়ার ব্যাখ্যা এনায়া প্রভৃতি কিতাবে জুমআর বয়ানে লিখিত আছে তাহার মর্মে প্রকাশ পায় যে, ইমাম মিম্বরে বসিলে খোদার কালামজাতীয় তছবিহ ও দোয়া পাঠ করা শুদ্ধ মতে জায়েজ আছে। উক্ত এনায়া কিতাবের মধ্যে উক্ত কালাম অর্থ দীনি ও দুনিয়াবী কালাম। তবে দুনিয়াবী কালাম বলা জায়েজ হইবে না।

প্রশ্নঃ- এই মতটি কি ইমাম আবু হানিফা রাহেমাহুল্লাহ এর?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও গায়াতুল-আওতার কিতাবে আজানের বয়ানে ও হেদায়া কিতাবের ব্যাখ্যা কাফি কিতাবে জুমআর বয়ানে প্রকাশ পায় যে, ইমাম মিম্বরে বসিলেও খুৎবা আরম্ভের পূর্বে তছবিহ ও দোয়া প্রভৃতি পড়া জায়েজ আছে, ইহা ইমাম আবু হানিফা রাহেমাহুল্লার মত। এই মতটি শুদ্ধ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিয়াছে, যদি ইমাম আবু হানিফার (রঃ) মতে ঐ সময়ে জিকর, তছবিহ ও দোয়া পড়া জায়েজ হইতে পারে, তবে আজানের জওয়াব দেওয়া জায়েজ হইবে না কেন? অতএব আজানের জওয়াব দিতে হইবে।

প্রশ্নঃ- আজানের জওয়াবান্তে যে দোয়া পড়িতে হয় তাহা ঐ সময় পড়িতে পারে কি না?

উত্তরঃ- জিকর তছবিহ ও দোয়া পড়া জায়েজ হইলে উক্ত দোয়া পড়া জায়েজ না হইবার কোন কারণ নাই।

প্রশ্নঃ- ঐ দোয়া পড়িয়া হাত তুলিয়া মুখমন্ডলে মোছা দেওয়া, যেরূপ আমরা মোনাজাতের সময় করিয়া থাকি, জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবের ৫ম খন্ডে এবং ফতোয়ায়ে-গিয়াছিয়ার মর্ম অনুযায়ী জানা যায়, দোয়া পড়িয়া হাত দ্বারা মুখমন্ডল মোছেহ করা মোস্তাহাব।

প্রশ্নঃ- মোস্তাহাব আজান দিলে (যাহা সামনে উল্লেখ হইবে-যেমন সন্তান হইলে ও বিশেষ ক্রোধান্বিত হইয়া পড়িলে কর্ণে আজান দেওয়া হয়) তাহার জওয়াব দিতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মতে জানা যায়, তাহারও জওয়াব দিবে।

আজান প্রথম কোন্ সময় হইল তাহার বিবরণ

প্রশ্নঃ- কোন্ সময় হইতে আজান আরম্ভ হইয়াছে?

উত্তরঃ- হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিজরতের প্রথম হিজরীতে মদিনা শরীফে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশে হযরত বিলাল (রাঃ) উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া প্রথম আজান দিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি অহি পাইয়া আজান দিতে আদেশ করেন, না অন্য কোন কারণে আজান দেওয়ার হুকুম করিয়াছেন?

উত্তরঃ- মুলতাকার আবহুর কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, আজান দেওয়ার তিনটি কারণ প্রাপ্ত হইয়া উহা দেওয়ার বিধান করিয়াছেন। যথা- (১) এজতেহাদ। এজতেহাদ অর্থ কোশেশ করা কিন্তু এখানে ভাব অর্থে সমিতি বুঝায়। (২) স্বপ্ন। (৩) অহি (প্রত্যাদেশ)।

প্রশ্নঃ- এজ্‌তেহাদ দ্বারা কি প্রকারে আজান দেওয়া প্রমাণিত হয় জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- জামে-তিরমিজি ও নাছায়ী শরীফের মর্মে এজ্‌তেহাদ সম্বন্ধে জানা যায় যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা শরীফ যাওয়ার পর সর্বসাধারণ একত্রিত হইয়া জামাতে নামাজ পড়িবার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য আসহাবগণসহ এক সমিতি গঠন করেন। তন্মধ্যে কেহ বলিলেন "নাছারাদিগের ন্যায় নাকুছ (এক লাঠি দ্বারা অন্য লাঠি পিটিয়া শব্দ) দ্বারা জমাআত একত্রিত করা হউক। কেহ বলিলেন, ইহুদীগণের ন্যায় করুন' (সিঙ্গা) বাজান হউক। তন্মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "কোন একজন লোক ঠিক করিলেই হয়; সে সকলকে নামাজের আহবান করিবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, বেলাল আজান দাও।

কাফি কিতাবের মর্মে জানা যায়, এজ্‌তেহাদের সময় কেহ ইহাও বলিয়াছিলেন যে, নামাজের জন্য অগ্নিকুন্ড জ্বালান হউক।

প্রশ্নঃ- স্বপ্ন দ্বারা কি প্রকারে আজান দেওয়া প্রমাণিত হইল, জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- এ বিষয় মতভেদ আছে, কিন্তু কাফি কিতাবের মর্মে জানা যায়, পূর্বোল্লেখিত এজ্‌তেহাদের পর এক সাহাবী (জায়েদের পুত্র আবদুল্লাহ আনছারী) নিজ ঘরে গিয়া ঐ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রার ন্যায় কিছু ঘুমাইলেন; ইতিমধ্যে স্বপ্নে দেখিলেন যে, এক ফেরেশতা দুইখানা সবুজ বর্ণের কাপড় পরিধান করিয়া মদীনা শরীফের এক দেওয়ালের উপর কেবলামুখী হইয়া আজান দিলেন; আজানান্তে বসিয়া কিছু বিলম্বের পর একামত বলিলেন, কিন্তু কাদকামাতিচ্ছালাহ দুইবার বেশী বলিলেন। ইহা স্বপ্নে দেখিয়া হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হুজুর! আমি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। তাহা শুনিয়া হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তোমার স্বপ্ন ঠিক, কিন্তু তোমার স্বর হইতে বেলালের স্বর উচ্চ, অতএব বেলালকে ঐ কালেমা শিখাইয়া দাও। তদনুযায়ী তিনি বেলালকে শিক্ষা দিলেন। হযরত বেলাল ঐ কালাম উচ্চারণ করতঃ উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া আজান দিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া হযরত ওমর (রাঃ) অতি তাড়াতাড়ি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। কাফি কিতাবের মোছান্নেফ প্রকাশ করিয়াছেন যে, সাতজন আছহাব ঐ রাত্রে ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এনায়া কিতাবে লিখিয়াছে, কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ আজান হযরত জিব্রাইল (আঃ) দিয়াছিলেন।

প্রশ্নঃ- অহি দ্বারা কি প্রকারে আজান দেওয়া প্রমাণিত হইল তাহা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়, হযরত ওমর (রাঃ) যখন স্বপ্নের কথা হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বলিলেন, তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করিলেন, আপনার স্বপ্নের পূর্বেও অহি দ্বারা উহা জানিয়াছি।

প্রশ্নঃ- আজান সম্বন্ধে তিনটি মত, এ কি প্রকার কথা হইল?

উত্তরঃ- কাফি ও মাজমাউল আনহুর কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, যদিও আজান সম্বন্ধে তিনটি মত প্রকাশ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে আজান দেওয়া কর্তব্য ও দিতে হইবে, ইহা প্রত্যেক মতে বিদ্যমান আছে। আজান দিতে হইবে না, কি সন্দেহ আছে, এমন কোন মত প্রকাশ নাই; তবে প্রমাণের বর্ণনার মধ্যে যতকিঞ্চিত মতভেদ আছে মাত্র। অতএব আজান দেওয়া সঠিক প্রমাণিত হইল।

প্রশ্নঃ- ইহার পূর্বে আজান দেওয়া হইয়াছে এরূপ কোন প্রমাণ আছে কি না?

উত্তরঃ- মাজমাউল-আনহু, বাহরুর-রায়েক, কাফি প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মে'রাজের রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাছ বসিয়া যে নামাজ পড়েন, (গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়াছিলেন,) তাহার পূর্বে হযরত জিব্রাইল (আঃ) আজান ও একামত বলেন এবং হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামতি করেন। ফেরেশতাগণ ও আম্বিয়া সকলের রূহ আসিয়া জামাতে নামাজ পড়েন। বিশেষ তাহকীক করতঃ হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, আম্বিয়াগণ স্বশরীরে আসিয়া নামাজ পড়িয়াছিলেন।

প্রশ্নঃ- ফেরেশতার আজান আর পূর্ব প্রকাশিত স্বপ্নদৃষ্ট আজান কি একই?

উত্তরঃ- কাফি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, হযরত জিব্রাইল (আঃ) যেরূপ আজান দিয়াছিলেন, স্বপ্নেও সেইরূপ আজান জানিতে পারিয়াছিলেন।

প্রশ্নঃ- আজান দেওয়া কি?

উত্তরঃ- শামী, হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও গায়াতুল আওতার প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, ফরজ নামাজের জন্য উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া পুরুষের জন্য আজান দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। কিন্তু বাহরুর রায়েক কিতাবে আজান দেওয়া ওয়াজিবের ন্যায় বলিয়া লিখিয়াছেন। এজন্য কতকে আজান দেওয়া ওয়াজিব বলিয়া থাকেন। দুররুল মোখতার কিতাবে বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত ওয়াজিবের ন্যায় কথাটির মীমাংসাস্থলে লিখিয়াছেন, আজান দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ বটে কিন্তু না দিলে ওয়াজিব ত্যাগ করার গুনাহ হইবে।

প্রশ্নঃ- পুরুষের আজান দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ হইল তবে প্রত্যেকেরই আজান দিতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- প্রত্যেকেরই আজান দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ বটে, কিন্তু শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়, আজান দেওয়া সুন্নতে কেফায়া। কারণ একজনে আজান দিলে যতদূরের লোকে শুনিবে তাহাদের প্রত্যেকেই সুন্নতে মোয়াক্কাদার দায় হইতে মুক্তি পাইবে এবং আজান না দেওয়ায় কোন পাপ হইবে না। শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, যদি ঘটনাক্রমে পৃথক পৃথক নামাজ পড়া হয় তবে পৃথক আজান দিলে মোস্তাহাবের নেকী পাইবে। ঐ কিতাবে আছে, গোলাম ও মাজুর প্রভৃতি যাহারা জুমআর নামাজ পড়িতে না আসে, তাহারা ঐদিনের জোহরের নামাজ অথবা কোন কাজা নামাজ পড়িলে ঐ এক ওয়াক্তের আজান দিবে না।

প্রশ্নঃ- যদি মহল্লার (পাড়ার) মধ্যে কেহ আজান না দেয় তবে কি আদেশ?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে জানা যায় যে, গ্রামে যদি কেহই আজান না দেয় তবে বয়স্ক পুরুষদিগের ওয়াজিব তরকের গুনাহ হইবে। এতদ্ব্যতীত আরও লিখিত আছে, ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন গ্রামে মাত্রই আজান না দেয়, তবে তাহাদের সহিত লড়াই করা উচিত। ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) বলিয়াছেন, ঐ লোকগণকে কয়েদ করা ও আঘাত করা উচিত।

কোন্ কোন্ সময় আজান দেওয়া মোস্তাহাব

প্রশ্নঃ- কোন্ কোন্ সময় আজান দেওয়া মোস্তাহাব?

উত্তরঃ- শামী ও বাহরুর-রায়েকের হাশিয়াতে সহীহ হাদীসের মর্ম মতে জানা যায়-

১। সন্তান-সন্তুতি ভূমিষ্ঠ হইলে গোসল করাইয়া তাহার কানে আজান দেওয়া।

২। চিন্তায় নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলে তাহার কর্ণে আজান দেওয়া।

৩। অতি ক্রোধান্বিত হইলে তাহার কর্ণে আজান দেওয়া।

৪। মানব কি পশু উন্মাদ প্রায় হইলে তাহার কর্ণে আজান দেওয়া।

৫। বহু সৈন্য-সামন্ত একত্রিত হইলে আজান দেওয়া।

৬। আগুন লাগিলে (ঘরবাড়ী ইত্যাদিতে) আজান দেওয়া।

৭। দুষ্ট জিনের উৎপীড়ন অবস্থায় আজান দেওয়া।

৮। নির্জ্জন মাঠে পথ হারাইয়া গেলে আজান দেওয়া।

৯। শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, প্রবল বাতাস প্রবাহিত হইলে ৫/৭ জন একত্রিত হইয়া আজান দেওয়া জায়েজ।

১০। মাজমাউল আনহুর কিতাবে লিখিত আছে, স্থানীয় মসজিদে আজান দেওয়ার পর যদি কাহারও ঘরে নামাজ পড়িতে হয়, তবে তাহার আজান দেওয়া মোস্তাহাব। শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, মসজিদে আজান না হইয়া থাকিলে, ঘরে থাকিয়া নামাজ পড়িতে হইলে আজান দেওয়া সুন্নত, বিনা আজানে নামাজ পড়া মাকরূহ।

১১। মাজমাউল আনহুর কিতাবে লিখিয়াছে, মোছাফেরের আজান দেওয়া মোস্তাহাব, কিন্তু মোছাফের জামাতে নামাজ পড়িলে আজান সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কেহ সুন্নত, কেহ মোস্তাহাব বলিয়াছেন। অতএব আজান দিয়া সকল মত রক্ষা করিবে। শামী কিতাবে লিখিয়াছেন, ঐ মোছাফের শরয়ী হউক, কি উর্ফি হউক। মোছাফের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ৩ দিনের পরিমাণ রাস্তার কম স্থানে গেলেও সাধারণে যাহাকে মোছাফের বলে তাহাকেই উর্ফি মোছাফের বলে।

১২। শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, যে মসজিদে মোয়াজ্জিন ও ইমাম মোকাররর নাই সে মসজিদে একবার আজান একামতের সহিত জামআত হইয়া গেলে পুনঃ অন্য লোক ঐ মসজিদে জামাতে নামাজ পড়িলে আজান একামত বলা মোস্তাহাব।

১৩। শামী, দুররুল মোখতার ও গায়াতুল আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায়, কাজা নামাজ ঘরে একা পড়িলে আজান একামত বলা মোস্তাহাব। কিন্তু কোনও কিতাবের মর্মে পাওয়া যায়, ঐ অবস্থায় আজান দেওয়া সুন্নত।

১৪। দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি একস্থানে বসিয়া একাধিক নামাজের কাজা পড়িতে হয়, তবে প্রথম ওয়াক্তের আজান ও একামত বলা সুন্নত, পরের যত ওয়াক্ত হয় তাহাতে আজান দেওয়া মোস্তাহাব, একামত বলা সুন্নত।

১৫। শামী কিতাবে লিখিত আছে, একামতের ন্যায় আজানে হদর করিলে (তাড়াতাড়ি বলিলে) পুনঃ আজান দেওয়া মোস্তাহাব।

১৬। জামেউর রুমুজ ও মেনহাতল খালেক কিতাবে লিখিত আছে, নিম্নলিখিত দশ জনের আজান দোহরাইয়া দেওয়া মোস্তাহাব।

(১) জুনুবের, (২) স্ত্রীলোকের, (৩) পাগলের, (৪) নিশা ওয়ালার, (৫) ছোট ছেলের, (৬) ফাছেকের, (৭) মোকিম সওয়ারির, (৮) বসিয়া আজান দিলে, (৯) হাঁটিয়া আজান দিলে, (১০) কেবলামুখ ভিন্ন অন্যদিকে ফিরিয়া আজান দিলে।

আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, কেবলার বিপরীত দিকে ফিরিয়া আজান দিলে মাকরূহ হইবে। দুররুল মুখতার কিতাবে মাকরূহ তানজিহ হইবে বলিয়া লিখিত আছে।

আজান দেওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্নঃ- কি নিয়মে আজান দিতে হয়? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- নামাজ পড়িবার পূর্বে মোয়াজ্জিন পবিত্র হইয়া উচ্চস্থানে কেবলামুখে দাঁড়াইয়া দুই হাতের দুই শাহাদত অঙ্গুলী দুই কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া উচ্চরবে পৃথক পৃথক শব্দ উচ্চারণ করিয়া সুমিষ্ট স্বরে পূর্বোল্লিখিত আজানের শব্দগুলি দ্বারা সর্বসাধারণকে নামাজ পড়িবার জন্য আহবান করিবে। প্রকাশ থাকে যে, হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ বলিবার সময় ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া ও হাইয়্যা আলালফালাহ বলিবার সময় বাম দিকে মুখ ফিরাইবে।

উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া আজান দেওয়ার বিবরণ

প্রশ্নঃ- সকল সময়ই কি উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া আজান দিতে হইবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, উপস্থিত জামাত অথবা নিজের জন্য আজান দিতে হইলে উচ্চস্থানে না উঠিয়া নিম্নস্থানে দাঁড়াইয়া আজান দিলেও সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ আদায় হইবে। এতদ্ব্যতীত শামী, গায়াতুল আওতার ও বাহরুর রায়েক প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায়, যে স্থানে উপস্থিত মুসল্লী ব্যতীত অন্যান্য মুসল্লী জামআতে হাজিরের জন্য সংবাদ আবশ্যক, তথায় উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া আজান দিতে হইবে। না দিলে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ আদায় হইবে না, ওয়াজিব তরকের গুনাহ হইবে।

প্রশ্নঃ- কি রকম উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া আজান দেওয়ার নিয়ম?

উত্তরঃ- বাহরুর রায়েক ও শামী কিতাবের মর্ম মতে জানা যায় যে, যত দূরবর্তী স্থানের লোক জামাতে আসিয়া থাকে ও যত উচ্চে উঠিয়া আজান দিলে তাহারা শুনিতে পাইবে অনুমান হয়, তত উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া আজান দেওয়ার নিয়ম।

প্রশ্নঃ- কিসের নির্মিত উচ্চস্থানে উঠিয়া আজান দিতে হইবে, জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- শামী, হাশিয়ায়ে তাহতাবী বাহরুর রায়েক, গায়াতুল আওতার প্রভৃতি কিতাবে প্রকাশ পায়, উচ্চস্থান হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্নঃ- উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া যে আজান দিতে হইবে, তাহার বিশেষ প্রমাণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- তোমার কি স্মরণ নাই, পূর্বেই ত প্রমাণ পাইয়াছ যে, আব্দুল্লাহ আনছারী (রাঃ) যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে দেখিয়াছিলেন যে, ফেরেশতা উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া আজান দিয়াছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশে হযরত বিলাল উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া আজান দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শামী, মেনহাতুল খালেক ও হাশিয়ায়ে বাহরুর রায়েক কিতাবের মর্মে পাওয়া যায় যে, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে এক সাহাবীর ঘর ছিল। তাহার উপর উঠিয়া হযরত বেলাল (রাঃ) আজান দিয়াছেন; যখন মসজিদ নির্মিত হইয়াছে, তখন মসজিদের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া হযরত বেলাল (রাঃ) আজান দিতেন; সময় সময় ছাদের উপর অন্য কোন পদার্থ রাখিয়া আরও উচ্চে দাঁড়াইয়া আজান দিতেন। ইহা ভিন্ন ছেহাহ্ ছেত্তার হাদিস ছোনানে আবিদাউদে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আরব নিবাসী বনি-নজর বংশের এক স্ত্রীলোক বলিয়াছেন যে, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মসজিদের পার্শ্বে আমার এক উচ্চ ঘর ছিল। বিলাল (রাঃ) ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বেই আমার সেই ঘরের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং আজানের ওয়াক্ত হইলেই তথায় দাঁড়াইয়া আজান দিতেন। আরও প্রমাণ আছে, তফসীরে রূহুল বয়ান ও ছেরাজুম্মুনির কিতাবে লিখিত আছে, হযরত ওসমান গণি (রাঃ) এর সময় মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়ায় জুমআর দিন 'জওরা' নামক উচ্চ স্থানে উঠিয়া আজান দেওয়া হইত। আরকানে আরবা কিতাবের হাশিয়াতে লিখিত আছে মদীনা শরীফের বাজারের মসজিদের নিকট এক উচ্চ স্থান ছিল, উহার নাম জওরা।

মিনারার বিবরণ

প্রশ্নঃ- উচ্চ স্থানে আজান দিতে হইবে বুঝিলাম। কিসের তৈরী উচ্চ মিনারার উপর উঠিয়া আজান দিবে? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- শামী ও বাহরুর রায়েকের মর্মে জানা যায়, যে দ্রব্যের তৈয়ারী হউক, উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া আজান দিলেই চলিবে। চাই পাথর, ইট বা গাছের তৈয়ারী হউক বা উচ্চ পাহাড় বা গাছ হউক, তাহাতে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ জীবিত গাছের উপর উঠিয়া আজান দেয় তবে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ হইবে কি না?

উত্তরঃ- জীবিত কি মৃত গাছের উপর উঠিয়া আজান দিলে না হইবার কোনই কারণ নাই, তবে গাছের উপর এমন স্থান হওয়া চাই যে, মোয়াজ্জেন দাঁড়াইতে ও আজান দিতে পারে।

প্রশ্নঃ- কেহ কেহ প্রকাশ করেন যে, পূর্ব জামানায় কেহই গাছের উপর উঠিয়া আজান দেয় নাই, এখন কি প্রকারে গাছের উপর উঠিয়া আজান দেওয়া জায়েজ হইবে?

উত্তরঃ- বিশেষ জ্ঞানের সহিত একটু খেয়াল করিয়া দেখ, পূর্ব জমানায় গাছের উপর উঠিয়া আজান দেয় নাই বলিয়া যদি এই জমানায় গাছের উপর উঠিয়া আজান দিলে না জায়েজ হয়, তবে কি প্রকারে বর্তমান জমানার হেউলি, হোগলা, পাইতরা ও নানা প্রকার পাতার বিচানার উপর ও বর্তমান জমানার নৌকা ও গাছের তক্তার উপর দাঁড়াইয়া কি বসিয়া নামাজ পড়া জায়েজ হইবে? পূর্ব জামানায় এ প্রকার পাতার হোগলা, পাটি ইত্যাদির উপর কেহ নামাজ পড়েনাই। যাহারা ঐরূপ বিবেচনা করিয়া বলেন গাছের উপর উঠিয়া আজান দিলে পাপ হয় বা জায়েজ নাই, উহা তাহাদের ধারণা শক্তির অভাবমাত্র।

প্রশ্নঃ- কেহ কেহ বলে, গাছে উঠিতে ভয়ের কারণ থাকিলে গাছে না উঠিয়া নিম্নে দাঁড়াইয়া আজান দেওয়া উচিত।

উত্তরঃ- উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া আজান দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ, না দিলে ওয়াজিব তরকের পাপ হয় এবং যাহাদের জামাতে শামিল হইবার আশা থাকে তাহারা জামাতে দাখিল হইতে না পারিয়া জামাতের ফজীলত হইতে বঞ্চিত থাকে। এ প্রকার পাপের ভয় ও ফজীলত বঞ্চিত স্থলে গাছে উঠা যদি জায়েজ না হয়, তবে কি প্রকারে আম, নারিকেল, সুপারি যাহা খাওয়া মোবাহ (যাহা না হইলেও চলে) তাহা পাইতে গাছে উঠা জায়েজ হইবে? যাহারা নিষেধ করে তাহারা প্রথমে নারিকেল সুপারী, আম, কাঁঠাল গাছ হইতে পাড়া বন্ধ করুক। তাহারা কোন্ জ্ঞানে মোবাহ দ্রব্য পাইবার জন্য গাছে উঠিয়া থাকে, আর সুন্নতে মোয়াক্কাদার নেক ও জামাতের ফজীলত পাইতে নিষেধ করে?

প্রশ্নঃ- মুসল্লী লোক জামাতে হাজির হওয়ার জন্য আজান দেওয়া হয়, তাহা মসজিদের বাহিরে উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া দেওয়া সুন্নত বুঝিলাম কিন্তু জুমআর ছানি আজানের কি হুকুম?

উত্তরঃ- জুমআর ছানি আজান মসজিদের ভিতরে ইমামের সম্মুখে মিম্বরের নিকট দেওয়া সুন্নত।

প্রশ্নঃ- তবে যে কতক আলেম বাহরুর রায়েক, কাজীখান, আলমগীরি, মারাকিল ফালাহ ইত্যাদি কিতাব হইতে প্রকাশ করিতেছেন যে, মসজিদের মধ্যে ছানি আজান দেওয়া মাকরূহ, ইহার কারণ কি?

উত্তরঃ- যে সমস্ত আলেমগণ উপরোক্ত কিতাবসমূহের মর্মে জুমআর ছানি আজান মসজিদের মধ্যে দেওয়া মাকরূহ বলিয়া থাকেন উহা তাঁহাদের ভুল; কেননা উক্ত কিতাবসমূহের মর্ম এই যে, মুসল্লিদিগকে সংবাদ দেওয়ার জন্য মসজিদের বাহিরে উচ্চস্থানে আজান দেওয়া সুন্নত; সে আজান মসজিদের মধ্যে দিলে মুসল্লিদের সংবাদ দেওয়া হয় না বলিয়া সুন্নতের খেলাফ হয়, তজ্জন্যই ঐ আজান মসজিদের মধ্যে দেওয়া মাকরূহ, কিন্তু জুমআর ছানি আজান তদ্রুপ নহে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! বলিলেন জুমআর ছানি আজান মসজিদের মধ্যে দেওয়া সুন্নত; হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জমানায় নাকি মসজিদের দরওয়াজায় আজান দেওয়া হইত, মসজিদের মধ্যে আজান দেওয়া কি প্রকারে সুন্নত হইবে?

উত্তরঃ- তফসীরে ছেরাজুম মুনিরের মর্মে জানা যায় যে, শুধু হযরত রছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জমানায় কেন, হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এর জমানা পর্যন্তও

মুসল্লির সংখ্যা কম থাকা বশতঃ মসজিদের দরওয়াজায় আজান দেওয়া হইত; হযরত ওমর (রাঃ) এর জমানায় বাজারের মধ্যে আজান দিত। তৎপর হযরত ওসমান (রাঃ) এর খেলাফতকালে মুসল্লী সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে জুমআর প্রথম আজান জওরা নামক উচ্চ স্থানে দেওয়ার আদেশ করেন। হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জমানা হইতে যে আজান মসজিদের দরওয়াজায় দেওয়া হইত, সে আজান মসজিদের মধ্যে দেওয়া বিধি করেন।

প্রশ্নঃ- মসজিদের মধ্যে আজান দেওয়ার হুকুম বুঝিলাম কিন্তু কোন্ স্থানে দাঁড়াইয়া দিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

উত্তরঃ- কাফি ও এনায়া কিতাবের মর্মে জানা যায়, ইমামের সম্মুখে মিম্বরের নিকট দাঁড়াইয়া আজান দিবে।

প্রশ্নঃ- হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামানায় মসজিদের মধ্যে আজান দেওয়ার বিধি ছিল না; কিন্তু আপনি সুন্নত বলিলেন ইহার বিস্তারিত প্রমাণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- হাদীস শরীফে আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, আসহাবগণ নক্ষত্র সাদৃশ, ইহাদের যে কেহর তাবেদারী করিলেই পরিত্রাণ পাইবে। এতদ্ভিন্ন তফসীরে ছিরাজুম মুনিরে হাদিস শরীফ হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন- তোমাদের প্রতি আমার ও আমার আসহাবগণের নীতি পদ্ধতি প্রতিপালন করা কর্তব্য (সুন্নত)। এই হাদীস সমূহের মর্মানুযায়ী মসজিদের ভিতরের ছানি আজান দেওয়া সুন্নত।

আজানের দশটি আহকামের বিবরণ

প্রশ্নঃ- আজানের মধ্যে কয়টি আহকাম জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- শামী ও গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে- আজানের দশটি আহকাম আছে। যথা-

(১) নামাজের জন্য আজান দেওয়া, (২) নামাজের ওয়াক্তের পূর্বে আজান দেওয়া হইলে পুনরায় ওয়াক্তের সময় আজান দিবে, (৩) আল্লাহু আকবার প্রথমে দুই জোড়ে চারিবার বলা, (৪) আজানের মধ্যে তরজি না করা, (৫) গানের ন্যায় আজান না দেওয়া, (৬) এল্‌তেফাত অর্থাৎ হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলিবার সময় ডান ও বামদিকে মুখমন্ডল ফিরান, (৭) তারাচ্ছুল অর্থাৎ পৃথক পৃথক উচ্চারণ করতঃ আজান দেওয়া, (৮) এস্তেদার অর্থাৎ ডান ও বামে হাঁটিয়া আজান দেওয়া, (উহা বড় মিনারায় আজান দেওয়ার সময়) (৯) ফজরের আজানে আচ্ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম বলা, (১০) দুই কর্ণ কুহরে দুই অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া আজান দেওয়া।

ওয়াক্তের পূর্বে আজান দিলে পুনঃ আজান দিতে হইবে কিনা তাহার বিবরণ

প্রশ্নঃ- ওয়াক্তের পূর্বে আজান দিলে পুনঃ আজান দিতে হইবে কিনা? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, ওয়াক্তের পূর্বে আজান দিলে পুনঃ ওয়াক্তের সময় আজান দিবে। খানিয়া কিতাবে লিখিত আছে ওয়াক্তের পূর্বে নামাজের জন্য আজান দেওয়া মাকরূহ। যদিও দিয়া থাকে তবে ওয়াক্তের সময় পুনঃ আজান দিয়া নামাজ পড়িবে।

প্রশ্নঃ- মাজমাউল আনহুর কিতাবে নাকি প্রকাশ আছে, ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) বলিয়াছেন, ফজরের ওয়াক্তের পূর্বে ফজরের নামাজের জন্য আজান দেওয়া জায়েজ আছে।

উত্তরঃ- এই কথা আমরা আমল করি না; কেননা জওহারাতুন-নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে, হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, ফজরের ওয়াক্তের পূর্বে আজান দেওয়া জায়েজ নাই।

আজানের মধ্যে তর্‌জী না করার বিবরণ

প্রশ্নঃ- তর্‌জী কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- কাফি কিতাবে আছে, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" দুইবার নিম্ন স্বরে ও দুইবার উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করতঃ আজান দেওয়ার নাম তর্‌জী।

প্রশ্নঃ- তর্‌জী করা নিষেধ হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- আশআতুল-লুমআত কিতাবের মর্মে জানা যায়, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চারিজন মোয়াজ্জিন ছিলেন। (১) বেলাল, (২) ওমর এব্‌নে উম্মে মাক্‌তুম (রাঃ) (৩) আবু মাহজুরা, (৪) আছাদল করজ। কিন্তু আবু মাহ্‌জুরা একমাত্র ঐ কালামদ্বয় দুই দুইবার নিম্ন স্বরে ও দুইবার উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করতঃ আজান দিয়াছেন, তাহাও আবার বিশেষ ঘটনাক্রমে। অতএব তিন মোয়াজ্জিন যেরূপ আজান দিয়াছেন, আমরা হানাফিগণ তদ্রূপ আমল করিয়াছি। সুতরাং তর্‌জী করা নিষেধ। দুররুল মুখতার কিতাবেও তরজী করা মাকরূহ লিখিয়াছেন, শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, তর্‌জী করা মাকরূহ তানজি হইবে।

প্রশ্নঃ- আবু মাহজুরা কি কারণে আজানের মধ্যে তর্‌জী করিয়াছিলেন? তাহা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- এনায়া, কাফি ও বাহরুর রায়েকের হাশিয়া প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহিত আবু মাহজুরার ভয়ানক দুশমনি ছিল। মক্কা শরীফ অধীকৃত হইবার পর আবু মাহজুরা ইসলাম কবুল করিল, তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে আজান দিতে বলায় আবু মাহজুরা নিজ কওমের লজ্জায় অস্পষ্ট স্বরে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদুআন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলিয়া আজান দেওয়ায় হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু মাহজুরাকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া গোশ্‌মলা দিয়া বলিলেন, হক কথায় লজ্জা করিও না। পুনঃ উচ্চ রবে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলিতে আদেশ দিলেন। সেই হইতে আবু মাহজুরা চারিবার শাহাদতের কলেমাদ্বয় উক্ত নিয়মে উচ্চারণ করিয়া

আজান দিতেন। প্রকাশ থাকে যে, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষার্থে পুনঃ বলিতে আদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজানের মধ্যে তর্জী করিতে হুকুম করেন নাই।

প্রশ্নঃ- আবু মাহজুরাকে যে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষার্থে আদেশ দিয়াছিলেন, মূলে আজানের শব্দ চারিবার বলিবার আদেশ দেন নাই, তাহার প্রমাণ কি?

উত্তরঃ- শামী ও তাবিনুল হাকায়েকের হাশিয়ার মর্মে জানা যায় যে, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত হযরত বিলাল (রাঃ) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আজান দিয়াছেন, তাহাতে তরজী নাই; যদি তরজী করিবার বিধান থাকিত, তবে ফেরেশতা ও হযরত বিলালের (রাঃ) আজানে তর্জী থাকিত।

প্রশ্নঃ- আবু মাহজুরা (রাঃ) কওমের লজ্জায় ছোট শব্দে দুই দুইবার বলিয়াছেন, তবে কি তাঁহার ঈমান কম ছিল?

উত্তরঃ- তাবিনুল-হাকায়েকের হাশিয়াতে লিখিত আছে, আবু মাহজুরা (রাঃ) পাক্কা ঈমানদার ছিলেন বটে, কিন্তু ইসলাম ধর্ম নুতন গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কওমের লোকের নিকট একটু লজ্জিত ছিলেন।

গানের ন্যায় আজান দেওয়ার বিবরণ

প্রশ্নঃ- গানের ন্যায় আজান দেওয়া নিষেধ, তাহা কি প্রকার?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী; শামী ও মাজমাউল-আনহুর প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, গানে সাধারণতঃ শব্দের ব্যতিক্রম ও উচ্চারণের বিপর্যয় এবং হ্রাস স্বর স্থলে দীর্ঘ স্বর করতঃ নানা প্রকার ভাবভঙ্গি করিয়া থাকে, তদ্রুপ আজানের মধ্যে মাখরাজ ও শব্দের বিপর্যয় যেমনঃ- জের (ইকার) জবর (আকার) মদ্ (দীর্ঘকার) স্থলে মদ্ না করা ও তাহার বিপরীত শব্দ করা অথবা হরফের বেশী কম করিয়া নানা ভাবভঙ্গিতে আজান দেওয়া নিষেধ। কোন কোন রেওয়ায়েতে হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলিবার সময় টানিয়া বলা জায়েজ আছে।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ গানের ন্যায় আজান দেয় তবে কি হুকুম?

উত্তরঃ- দুররুল মুখতার কিতাবে লিখিয়াছেন, ঐ প্রকার গানের ন্যায় আজান দেওয়া জায়েজ নাই, যদি কেহ ঐরূপ আজান দেয় তবে তাহা শুনাও জায়েজ নাই।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ এল্হানের সহিত আজান দেয়, আজানের মধ্যে কোন প্রকার ব্যতিক্রম না ঘটে তবে কি হুকুম?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও মাজমাউল আনহুর কিতাবে লিখিত আছে, সু-স্বর বিশিষ্ট এল্হানের সহিত আজান দেওয়া উত্তম, কিন্তু কোন ব্যতিক্রম না ঘটে।

প্রশ্নঃ- আজানের শব্দে জের জবর ব্যতিক্রম করতঃ আজান দিলে কি হুকুম?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, আজানের শব্দগুলির জের জবর ব্যতিক্রম করিয়া আজান দেওয়া হারাম। তাহার উত্তর দেওয়া জয়েজ নাই। ফতুয়ায়ে ছরফিয়া হইতে গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিয়াছে, আজানের শব্দসমূহের শেষ অক্ষর ছাকিন

(হসন্তের ন্যায়) পড়িবে। আজানে ছয় স্থানে আল্লাহু আকবার শব্দ আছে, তন্মধ্যে ১ম, ৩য় ও ৫ম স্থানের শেষ অক্ষরে ছাকিন পড়া জায়েজ আছে। অর্থাৎ ৬ বার আল্লাহু আকবার-এর মধ্যে ১ম, ৩য় ও ৫ম স্থানের 'রা' এর উপর পেশ দিয়া পড়িলে সুন্নতের খেলাফ হইবে। যেমন আল্লাহু আকবারুল্লাহু আকবার পড়া। ইহা জায়েজ হইবে না। যদি উক্ত তিন স্থানে ছাকিন না করিয়া, পেশ দিয়া পড়ে তবে সুন্নতের খেলাফ হইবে।

আজানের মধ্যে এল্‌তেফাত ও এস্তেদার করিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- এল্‌তেফাত কাহাকে বলে? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে, বুক ও পদদ্বয় না নাড়িয়া ডান ও বাম দিকে মুখমন্ডল ফিরাইয়া, হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলাকে আজানের এল্‌তেফাত বলে, ইহা সুন্নত।

প্রশ্নঃ- যদি একা নামাজ পড়িবার জন্য আজান দেয়, তবেও কি এল্‌তেফাত করিতে হইবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, একা নামাজের জন্য আজান কেন, যে কোন আজানে এলতেফাত করিতে হইবে। যেমন- সন্তান-সন্ততির কর্ণে ও নির্জন মাঠে পথভ্রান্ত হইয়া পড়িলে আজান দেওয়া ইত্যাদি আজানেও এলতেফাত করিতে হইবে, কারণ উহা আজানের সুন্নত।

প্রশ্নঃ- এস্তেদার কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যদি এমন স্থানে দাঁড়াইয়া আজান দিতে হয় যে, তাহার ডান ও বাম পার্শ্বে না যাইয়া হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলিলে বাহিরের সকল লোক আজান শুনিতে পায় না, সেরূপ স্থলে হাঁটিয়া ডান ও বাম দিকে যাইয়া আজান দেওয়াকে এস্তেদার বলে।

প্রশ্নঃ- কোন কিতাবে নাকি লিখিয়াছে যে, আজানের ও একামতের মধ্যে হাঁটা ও কথা বলা জায়েজ নাই। কথা বলিলে বা হাঁটিলে পুনঃ আজান ও একামত বলিবে, তাহা ঠিক কি না?

উত্তরঃ- কাজীখান কিতাবে ঐ কথা ঠিক বলিয়া লিখিয়াছে, অধিকন্তু আরও লিখিত আছে, যদি কোন বিশেষ আবশ্যক হয় তবে সংক্ষেপে এক/আধ কালাম বলিলে পুনঃ দোহরান আবশ্যক করে না।

প্রশ্নঃ- মিনারার উপর দাঁড়াইয়া আজান দিলে তাহার ডান ও বাম পার্শ্বের লোকে যদি শুনিতে না পায় তবে কি করিবে?

উত্তরঃ- ডান ও বাম পার্শ্বে যাইয়া জানালার বাহিরে মুখমন্ডল বাহির করিয়া আজান দিবে। (শামী)

প্রশ্নঃ- আজান দেওয়ার জন্য প্রথম কোন্ সময় মিনারা নির্মিত হয়?

উত্তরঃ- শামী ও গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে এ জামানার ন্যায় স্বতন্ত্র মিনারা ছিল না। প্রথমতঃ হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) হুকুমে সালমা (রাঃ) মিনারা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

প্রশ্নঃ- তবে কি মিনারায় আজান না দিলে আজান দেওয়া শুদ্ধ হইবে না?

উত্তরঃ- উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া আজান দেওয়া সুন্নত- চাই মিনারা হউক বা অন্য কোন প্রকার উচ্চ স্থান হউক, আজানের সুন্নত আদায় হইবে। ইহাত পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি।

তারাচ্ছুল করিবার বিররণ

প্রশ্নঃ- তারাচ্ছুল কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- আজানের শব্দগুলি পৃথক পৃথক উচ্চারণ করাকে তারাচ্ছুল বলে।

প্রশ্নঃ- আজানের শব্দগুলি শীঘ্র শীঘ্র আদায় করা জায়েজ কিনা?

উত্তরঃ- বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে, আজানের শব্দগুলি শীঘ্র শীঘ্র আদায় করা সুন্নতের খেলাপ, মাকরূহ-তানজিহ; জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে, যেন গানের ন্যায় না শুনায়। শামী কিতাবে লিখিত আছে আজানের দুই কালেমার মধ্যে এরূপভাবে পৃথক উচ্চারণ করিবে যেন আজান শ্রোতাগণ উত্তর দিতে সময় পায়। প্রকাশ থাকে যে, প্রথম চারি কালেমার দুই দুই কালামান্তে তারাচ্ছুল করিবে।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ তারাচ্ছুল না করিয়া আজান দেয় তবে কি হইবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে, পুনঃ আজান দেওয়া মোস্তাহাব।

আচ্ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম বলিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- ফজরের আজানের মধ্যে কোন্ সময় হইতে "আচ্ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম" শব্দ বলা আরম্ভ হইয়াছে।

উত্তরঃ- জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবের মর্মে জানা যায়, হযরত বিলাল (রাঃ) একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মসজিদে ফজরের নামাজের আজ ান দেওয়ার পর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না দেখিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুজরার নিকট গেলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি বলিলেন, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রিত আছেন। তখনই বিলাল (রাঃ) " আচ্ছালাতু খায়রুম মিনান্ নাউম" বলিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলিলেন- "উত্তম কালাম বলিয়াছ।" আরও বলিলেন- "ফজরের আজানে 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্" কালেমার পর এই কালাম বলিও।" এতদ্ব্যতীত শরহে ইলিয়াছ কিতাবের হাশিয়াতে জানা যায়, আজানের পর হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুজরার নিকট যাইয়া বিলাল প্রথমতঃ " আচ্ছালাতু ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলিলেন, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হযরত নিদ্রিত আছেন। সেই সময় বিলাল (রাঃ) "আচ্ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম" বলিলেন। হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা হইতে উঠার পর হযরত আয়েশা (রাঃ) ঐ কালেমার সংবাদ দিলে হযরত বলিলেন- "উত্তম কথা বলিয়াছ, ইহাই ফজরের নামাজের আজানের মধ্যে বলিও।"

আজানের সময় কর্ণে অঙ্গুলী দেওয়ার বিবরণ

প্রশ্নঃ- দুই কর্ণে অঙ্গুলী দেওয়ার কারণ কি?

উত্তরঃ- হেদায়া কিতাবে লিখিত আছে যে, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল (রাঃ) কে আজানের সময় দুই কর্ণকুহরে অঙ্গুলী দিয়া আজান দিতে বলিয়াছেন। কারণ ইহাতে উচ্চ রব হইবে।

প্রশ্নঃ- কর্ণ কুহরে অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া আজান দিলে অন্য কোন উপকার সাধিত হয় কি কনা?

উত্তরঃ- বাহরুর-রায়েক ও শামী কিতাবে কয়েকটি উপকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; যথাঃ (১) কর্ণ মূলে অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া আজান দিলে আজান ধ্বনি দূরে যাইবে, (২) যাহারা কানে শুনেনা তাহারা কর্ণে হস্ত স্থাপনের আলামত দেখিয়া আজান দেয় বলিয়া বুঝিবে। (৩) দূরের লোকেরা আজানের শব্দ না শুনিয়া আজান দেওয়ার আলামত দেখিয়া নামাজে আসিতে পারে।

প্রশ্নঃ- দুই কর্ণ কুহরে দুই অঙ্গুলী না রাখিয়া অন্য কোন প্রকারে রাখা জায়েজ আছে কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, আবু মাহজুরা চারি অঙ্গুলী কর্ণের উপর রাখিয়া আজান দিতেন। ইমাম সাহেব বলিয়াছেন এক হাত রাখিলেও হইবে। জানা আবশ্যক প্রথম রীতি অনুযায়ী কর্ণ কুহরে অঙ্গুলী দিয়া আজান দেওয়া ভাল।

প্রশ্নঃ- একামতের সময় কর্ণ কুহরে অঙ্গুলী দেওয়া হয় না কেন?

উত্তরঃ- বাহরুর-রায়েক কিতাবে লিখিত আছে, একামতে বেশী উচ্চ রবের আবশ্যক হয় না, অতএব অঙ্গুলী স্থাপন অনাবশ্যক।

আজান দেওয়ার পূর্বে মোয়াজ্জিনের দরূদ শরীফ পাঠ করার বিবরণ

প্রশ্নঃ- আমাদের দেশে কোন কোন মোয়াজ্জিন আজান দেওয়ার পূর্বে দরূদ শরীফ পড়িয়া থাকে, তাহা শুদ্ধ কি না?

উত্তরঃ- আজানের পূর্বে দরূদ শরীফ পড়া কোন কিতাবে পাওয়া যায় না। তবে নিম্নলিখিত কিতাবে আজানের পরে দরূদ শরীফ পাঠ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিয়াছে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর ৭৮১ হিজরীতে রবিউল আউয়াল চাঁদের শেষ সোমবার এশার ওয়াক্তের আজানের পর 'তসলিম' অর্থাৎ দরূদ শরীফ পড়া আরম্ভ হয়। তৎপর জুমআর দিনও এইরূপ দশ বৎসর পর্যন্ত আজানের পরে দরূদ শরীফ পড়িত। উক্ত দশ বৎসর পরে মাগরিবের নামাজের বাদে তসলিম বলা আরম্ভ হয়। পুনঃ মাগরিবের নামাজে মাত্র দুই বার দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়। এই তসলিম (দরূদ) পাঠ করা বেদআতে হাসানা (নেক বেদআত); এইরূপ শামী ও দুররুল মোখতার ইত্যাদি কিতাবে লিখিত আছে।

প্রশ্নঃ- আজানের পরে "তসলিম" কিরূপে পড়িতে হয় তাহা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- মক্কা শরীফে যেরূপ তসলিম বলিয়া থাকে, তাহার কতক বলিতেছি স্মরণ রাখিও।

تسلیم بعد اذان بخواند -

(١) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَشَفِيْعَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ *

(٢) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنْ بِالْحُسْنِ وَالْجَمَالِ كَمَّلَكَ اللّٰهُ *

(٣) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنْ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى خَصَّكَ اللّٰهُ *

(٤) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنْ بِسَيْفِ النَّصْرِ قَلَّدَكَ اللّٰهُ *

(٥) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنْ بِطَيْبَةِ الْفَيْحَاءِ اَجْلَسَكَ اللّٰهُ *

(٦) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنْ عَلٰى بِسَاطِ النُّوْرِ اَجْلَسَكَ اللّٰهُ *

(٧) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَااَوَّلَ خَلْقِ اللّٰهِ وَخَاتَمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ *

আজানের সুন্নতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- আজানের মধ্যে কয়টি সুন্নত আছে এবং কি কি?

উত্তরঃ- আজানের মধ্যে অনেক সুন্নত আছে, তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি 'বাদায়ে' কিতাব হইতে প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ কর।

১। উচ্চরবে আজান দেওয়া।

২। আজানের শব্দগুলো পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করা।

৩। তরতীব অর্থাৎ আজানের কালেমাগুলি যথাস্থানে উচ্চারণ করা।

৪। আজানের ন্যায় আজান ও একামতের ন্যায় একামত উচ্চারণ করিবে, ইহার বিপরীত না করা।

৫। কেবলামুখী হইয়া আজান দেওয়া।

৬। তকবীরে জজম করা অর্থাৎ আল্লাহু আকবার শব্দের 'রা' হরফটি ছাকিন পড়া।

৭। তালহীন না করা অর্থাৎ গানের ন্যায় ভাবভঙ্গি সহকারে আজান না দেওয়া।

৮। ফছল অর্থাৎ আজান বলিয়া কিছু বিলম্ব করতঃ একামত বলা।

৯। আজানদাতা বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ হওয়া।

১০। জ্ঞান বা হুশ বহাল থাকা লোকের আজান দেওয়া।

১১। পরহেজগার লোকের আজান দেওয়া।

১২। যে ব্যক্তি নামাজের ওয়াক্ত ভালরূপে চিনে তাহার আজান দেওয়া।

১৩। সর্বদা একই ব্যক্তি আজান দেওয়া।

১৪। উভয় কর্ণ কুহরে শাহাদত অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া আজান দেওয়া।

১৫। পাক অবস্থায় আজান দেওয়া।

১৬। দাঁড়াইয়া আজান দেওয়া।

১৭। একই ওয়াক্তে কোন ব্যক্তি দুই মসজিদে আজান না দেওয়া।

১৮। আজানদাতা একামত বলা।

১৯। নেকীর আশায় আজান দেওয়া।

তাছ্বীবের বিবরণ

প্রশ্নঃ- তাছ্বীব কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- বাহরুর-রায়েক কিতাবে লিখিত আছে, মোয়াজ্জিন আজান দিয়া পুনঃ মুসল্লিদিগকে ডাকাকে তাছ্বীব বলে।

প্রশ্নঃ- তাছ্বীব বলা কি?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার ও শামী কিতাবে লিখিত আছে, মাগরিবের নামাজ ব্যতীত অন্য চারি ওয়াক্তের আজানের পর তাছ্বীব, বলা মোস্তাহাব। কিন্তু শরহে বেকায়া, মোলতাকাল আবহুর, জওহারাতুন্নাইয়ারা, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, বাহরুর রায়েক প্রভৃতি কিতাবে পাঁচ ওয়াক্তের আজানের পর তাছ্বীব বলা শেষ জমানার ওলামাগণের নিকট মোস্তাহাছান বলিয়া লিখিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- মোয়াজ্জিন ব্যতীত অন্য লোক তাছ্বীব বলিতে অর্থাৎ ডাকিতে পারে কি না?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়, অপর লোকে ডাকিলে মাকরূহ তাহ হইবে।

প্রশ্নঃ- আজান দিয়াই কি ডাকিবে, না কিছু বিলম্ব করিয়া ডাকিবে?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে পাওয়া যায়, আজানান্তে বিশ আয়াত পড়িতে পারে, এই পরিমাণ বিলম্ব করিয়া তাছবীব বলিবে; কিন্তু বাহরুর-রায়েক কিতাবে সহীহ রেওয়ায়েত মতে লিখিত আছে, বিলম্ব না করিয়া তাছ্বীব বলিবে।

প্রশ্নঃ- কি প্রকার তাছবীব বলিবে?

উত্তরঃ- মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে "আচ্ছালাতু আচ্ছালামু ইয়া মুছল্লিন, কুমু ইলাচ্ছালাতি" এইরূপ বলিয়া ডাকিবে। বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে, যে দেশের লোক যে ভাষা জানে, সেই ভাষায় ডাকিলে চলিবে অথবা ইশারা দ্বারা ডাকিলেও চলিবে। যথা- গলা খাকরান ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ- আজানান্তেই কি নামাজে দাঁড়াইবে?

উত্তরঃ- বাহরুর-রায়েক কিতাবে লিখিত আছে- মাগরিব ব্যতীত ফজর, জোহর, আছর ও এশা এই চারি ওয়াক্তের আজানের পর সুন্নত মোতাবেক বিলম্ব না করিয়া নামাজ আরম্ভ করা সুন্নতের খেলাফ এবং তাহাতে মাকরূহ তাঞ্জিহ হইবে। মারাকিল-ফালাহ কিতাবের মর্মে জানা যায়, যে স্থানে মুছল্লী হাজির হইবার আশা থাকে, এমন স্থানে উক্ত চারি ওয়াক্তের মোস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব না করিয়া নামাজ আরম্ভ করিলে মাকরূহ তাঞ্জিহ হইবে।

প্রশ্নঃ- যে স্থানে মাগরিবের নামাজের জামআতে লোক আসিবার আশা থাকে, সে স্থানেও কি আজানান্তেই নামাজ পড়িবে?

উত্তরঃ- মারাকিল-ফালাহ কিতাবে আছে, যে স্থানে মাগরিবের নামাজের জামআতে লোক আসিবার আশা থাকে, তথায় বিলম্ব করা সম্বন্ধে কয়েকটি রেওয়ায়েত আছে। কেহ বলিয়াছেন- ছোট তিন আয়াত, কেহ বলিয়াছেন বড় এক আয়াত পাঠ করা যায়, আর কেহ বলিয়াছেন তিন কদম কেহ বলিয়াছেন চারি কদম হাঁটিতে যে পরিমাণ বিলম্ব হয়, এই পরিমাণ বিলম্ব করা সুন্নত। বাহরুর-রায়েক কিতাবে সাহেবাইন হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, দুই খুৎবার মধ্যে যত সময় বিলম্ব করিবার বিধান আছে, তত পরিমাণ সময় বিলম্ব করিবে।

জামেউর রুমুজ কিতাবে লিখিত আছে, সূরা এখলাস পড়িতে বা ছোট তিন আয়াত পড়িতে যত সময় লাগে, তত সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা সুন্নত।

প্রশ্নঃ- পূর্বে প্রকাশ করিয়াছেন, ফজর, জোহর, আছর ও এশার ওয়াক্তসমূহ আজানের পর মোস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করিয়া একামত বলিয়া নামাজ আরম্ভ করা সুন্নত, যদি কেহ মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ সীমা পর্যন্ত বিলম্ব না করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকে তবে নামাজ হইবে কি না?

উত্তরঃ- নামাজ হইয়া যাইবে বটে কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে।

প্রশ্নঃ- আজানান্তে কি পরিমাণ সময় বিলম্ব করা সুন্নত? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- হযরত হাছান (রাঃ), হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হইতে এক রেওয়ায়েত আনিয়াছেন যে, ফজরের আজানের পর বিশ আয়াত, জোহরের আজানের পর চারি রাকাত নামাজ, প্রত্যেক রাকাতে দশ আয়াত পড়িতে পারে এমন সময়, আছরের আজানের পর দুই রাকাত নামাজ প্রত্যেক রাকাতে দশ আয়াত এবং এশার সময় জোহরের ওয়াক্তের ন্যায় বিলম্ব করা সুন্নত। তাবিনুল হাকায়েক এবং শরহে-বেকায়ার হাশিয়াতে লিখিত আছে, আজান ও একামতের মধ্যে এত বিলম্ব করিবে যেন মুছল্লিগণ অজু করিয়া আসিয়া মোস্তাহাব ওয়াক্তের মধ্যে সুন্নত নামাজ পড়িতে পারে!

প্রশ্নঃ- বিলম্ব করা সম্বন্ধে নানা প্রকার বিধান হইল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ঐরূপ বিলম্ব করার আদেশ করিয়াছেন?

উত্তরঃ- তাবিনুল হাকায়েক কিতাবে এক হাদীসের মর্মে জানা যায় যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল (রাঃ) কে বলিয়াছেন যে, আজান দিয়া এত বিলম্ব কর, যেন মুসল্লিগণ খানা খাইয়া পরিষ্কার হইয়া অজু করতঃ আসিতে পারে। এই হাদিসের মর্মানুযায়ী বোধ হয় মাশায়েখগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- জামআতের জন্য লোক হাজির থাকিলেও কি আজানের পর ঐরূপ বিধি?

উত্তরঃ- মারাকিল-ফালাহ কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, জামআত হাজির থাকিলে বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- হেদায়া ও বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে, মাগরিবের নামাজ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ফরজ নামাজে আজান দেওয়ার পর যদি দেখে কাজী, মুফতি অর্থাৎ যাহারা দীনি কার্যে লিপ্ত থাকেন তাঁহারা আসেন না, তখন মোয়াজ্জিন তথায় যাইয়া সালাম করতঃ নামাজের জন্য ডাকিবে। এই নীতি ইমাম আবু ইউসূফ (রহঃ) এর মতে ভাল।

কোন্ কোন্ ব্যক্তির আজান দেওয়া মাকরূহ তাহার বিবরণ

প্রশ্নঃ- কোন্ কোন্ লোকের আজান দেওয়া মাকরূহ হইবে?

উত্তরঃ- নিম্নলিখিত লোকের আজান দেওয়া মাকরূহ। কান্‌জ কিতাবে লিখিত আছেঃ (১) নাপাক ব্যক্তি যাহার গোসল ফরজ হইয়াছে। (২) স্ত্রী লোকের। (৩) বসা অবস্থায় থাকিয়া। (৪) নেশায় মগ্ন থাকা অবস্থায়। (৫) ফাসেক অর্থাৎ সর্বদা ফরজ ত্যাগকারী। দুররুল মুখতার কিতাবে আছে- (৬) খোনছা (নপুংসক)। (৭) মাতু (ক্ষণেক হুশে ক্ষণেক বেহুশে থাকে যে)। (৮) আরোহী। মাজমাউল আনহুর কিতাবে আছে- (৯) বালক। মোলতাকাল-আবহুর কিতাবে আছে- (১০) খোনছায়ে মস্কেল (উভয় লিঙ্গধারী)।

অবস্থাভেদে আজান মাকরূহ হইবার কারণ

প্রশ্নঃ- উল্লেখিত লোকের আজান দেওয়া মাকরূহ হইবার কারণ কি জানিতে বাসনা।

উত্তর- উহার কতকগুলি মর্ম বলিতেছি শ্রবণ কর। বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে (১) নাপাক ব্যক্তি যখন নামাজ পড়িবে না, অথচ লোকদিগকে আজান দিয়া ডাকিতেছে। কাজেই মিছামিছি আহবান করা হয় বলিয়া নাপাক অবস্থায় আজান দেওয়া মাকরূহ। প্রকাশ থাকে যে, বে-ওজু ব্যক্তি আজান দিতে পারিবে কিন্তু একামত বলা মাকরূহ। জওহারাতুন নাইয়ারা কিতাবের মর্মে জানা যায়, ওজু কিংবা তায়াম্মুম করিয়া আজান দেওয়া মোস্তাহাব।

(২) বাহরুর-রায়েক কিতাবে লিখিত আছে, স্ত্রী লোকের শব্দ শুনিয়া লোকের মনে কু-ভাবের উদয় হইয়া বিপথগামী হইবার আশংকা আছে এবং নপুংসকদিগের ঐ হুকুম। জানা আবশ্যক, শামী কিতাবে আছে, আনিছ এবনে ওমর হইতে রেওয়ায়েত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, স্ত্রী লোকের স্বর উচ্চ করা হারাম।

(৩) বাহারুর-রায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায়, বসিয়া আজান দিলে মাকরূহ হইবে, কারণ আজান ধ্বনি দূরে যায় না ও সাধারণে শুনিতে পায় না, কাজেই মাকরূহ। এরূপ শয়ন অবস্থায়ও আজান দেওয়া মাকরূহ। জানা আবশ্যক, বসিয়া নিজের জন্য আজান দিলে জায়েজ আছে। তাবিনুল হাকায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায়- ফেরেশতা প্রথমেই দাঁড়াইয়া আজান দিয়াছেন; অতএব বসিয়া আজান দেওয়া সুন্নতের খেলাফ।

(৪) বাহরুর-রায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায়, নেশায় মত্ত লোকের জ্ঞান ঠিক থাকে না, অতএব ওয়াক্ত ঠিক পায় না, কাজেই নেশায় মগ্ন ব্যক্তির আজান বিশ্বাস করা যায় না বলিয়া মাকরূহ। হালাল দ্রব্য খাইয়াও নেশায় মগ্ন হইলে এ হুকুম।

(৫) হাশিয়ায়ে-তাহতাবী এবং শামী কিতাবের মর্মানুযায়ী জানা যায়, ফাসেক লোক আল্লাহর আদেশ লংঘন করে; তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই; কেননা তাহারা ওয়াক্তের পূর্বেও আজান দিতে পারে, তজ্জন্যই ফাসেকের আজান মাকরূহ; কিন্তু হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, মসজিদ নির্মাণকারী পরহেজগার হউক বা ফাসেক হউক তাহারই আজানের অধিকার। প্রকাশ থাকে যে, অন্য কেহ আজান দিলেও হইয়া যাইবে।

(৬) বাহরুর-রায়েক কিতাবের হাশিয়া মেনহাতুল খালেক কিতাবে লিখিত আছে, নির্বোধ বালক না বুঝিয়া আজান দেওয়া, তাহার আজান পাখীর আওয়াজের তুল্য, কাজেই তাহার আজান গ্রাহ্য হইবে না, পুনঃ দোহরাইতে হইবে। শামী কিতাবে বালকদের আজান মাকরূহ হইবার কারণ লিখিয়াছেন যে, বালকদের মতি ঠিক নাই; উহারা হয়ত খেলাচ্ছলেও বেওয়াক্তে আজান দিতে পারে, তজ্জন্যই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ঐ কিতাবে আরও লিখিয়াছে, জামআত হাজির থাকিলে বালক কিংবা ফাসেক লোকে আজান দিলে আজান দোহরাইতে হইবে না; মাকরূহও হইবে না। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে নাবালেগ বালক বুদ্ধিমান হইলে তাহার আজান মাকরূহ হইবে না।

(৭) সওয়ারীর উপর বসিয়া মুকিম লোকের আজান দেওয়া মাকরূহ কিন্তু মোসাফের লোকের মোসাফেরী ওজরের জন্য সওয়ারীর উপর বসিয়া আজান দেওয়া জায়েজ আছে; মাকরূহ হইবে না। (শামী ও দুররুল মোখতার)।

হযরত বিলাল (রাঃ) মোসাফেরী অবস্থায় সওয়ারীর উপর থাকিয়া আজান দিয়া নীচে মাটিতে নামিয়া নামাজ পড়িয়াছেন। (তাবিনুল-হাকায়েকের হাশিয়া)।

প্রশ্নঃ- উল্লেখিত আজানসমূহ মাকরূহ বলিয়া প্রকাশ করিলেন; উহা কি কি প্রকার মাকরূহ? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়, উল্লেখিত ব্যক্তিসমূহের আজান মাকরূহ তান্জিহ; কিন্তু শামী ও বাহরুর রায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায়, জুনুবের ও স্ত্রী লোকের আজান মাকরূহ তাহরীম।

প্রশ্নঃ- যদি কোন স্থানে ফাসেক আলেম ও বে-এলেম পরহেজগার থাকে তবে কে আজান দিবে ও ইমামতি করিবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে, এমনস্থলে ফাসেক আলেমই আজান দেওয়ার ও ইমামতি করিবার উপযুক্ত হইবে।

প্রশ্নঃ- আলেম হইয়া যদি মাসয়ালায় বে-খবর ও পাক পবিত্রতার লেহাজ না রাখে তবে সে অবস্থায় কি করিবে?

উত্তরঃ- এমন আলেম ইমামতির লায়েক নহে। উহার বিস্তারিত বিবরণ ইমামতির বয়ানে প্রকাশ করিতে বাসনা রহিল।

প্রশ্নঃ- অন্ধ লোকে কিংবা জারজ (হারামজাদা) লোকে আজান দিলে কোন দোষ হইবে কি না?

উত্তরঃ- বাহরুর-রায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, অন্ধ লোককে ওয়াক্ত চিনাইয়া দিলে ও ওয়াক্ত মত আজান দিলে, কিছুমাত্র দোষ হইবে না; জারজ লোকে আজান দিলেও কিছু দোষ হইবে না। কিন্তু জামেউর রুমুজ কিতাবে লিখিত আছে জারজ লোকের ইমামতি করা মাকরূহ তান্জিহ।

প্রশ্নঃ- উক্ত মাকরূহ ভিন্ন আজানের মধ্যে অন্য কোন প্রকার মাকরূহ আছে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, আজানদাতা আজান দেওয়ার কালে বিনা ওজরে গলা খাকরানি দিলে মাকরূহ হইবে। ঐ কিতাবে আরও আছে মোয়াজ্জিন আজান কিংবা একামতের মধ্যে সালামের জওয়াব দিলে মাকরূহ হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, যদি কেহ আজান কিংবা একামতের মধ্যে মোয়াজ্জিনকে সালাম দেয়, তবে আজান একামত শেষ করিয়াও সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নহে, এই কথাই শুদ্ধ।

আজানের আনুষঙ্গিক মাসয়ালা

প্রশ্নঃ- আজান সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার আছে কি না?

উত্তরঃ- এই সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিবার আছে; কয়েকটি বিষয় বলিতেছি স্মরণ রাখিবে।

১। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি ইমাম হইবে তাহার আজান দেওয়া উত্তম। হযরত আবু হানিফা (রহঃ) ঐরূপ করিয়াছেন।

২। গায়াতুল আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায়, কাজা নামাজ জামআতে ঘরে হউক বা অন্যত্র পড়ুক আজান একামত বলা সুন্নত। ঐ কিতাবে লিখিত আছে কাজা নামাজ মসজিদে প্রকাশ্যভাবে জামআতে পড়া মাকরূহ কিন্তু একা মসজিদে কাজা নামাজ পড়া জায়েজ আছে, আজান আস্তে দেওয়া জায়েজ। জঙ্গলে থাকিয়া একা পড়িলে আজান একামত বলা সুন্নত। শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, মসজিদের মধ্যে কাজা নামাজ পড়িতে হইলে আজান বলিবে না।

৩। দুররুল-মোখতার কিতাবে আছে, যদি একস্থানে থাকিয়া একই সময় একের অধিক ওয়াক্তের কাজা আদায় করিতে হয় তবে প্রথম ওয়াক্তে আজান একামত বলা সুন্নত; পরে যত ওয়াক্ত পড়িতে হয় তাহার জন্য আজান বলা মোস্তাহাব, একামত বলা সুন্নত।

৪। কাজা নামাজ পৃথক পৃথক মজলিসে পড়িলে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের জন্য আজান ও একামত বলা সুন্নত।

৫। শামী ও দুররুল-মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, যে দেশে জুমআর নামাজ পড়া জায়েজ, এমন দেশে জুমা না পড়িয়া অথবা মাজুর অবস্থায় শুক্রবারে জোহরের নামাজ পড়িলে আজান ও একামত বলা সুন্নত নহে। জামেউর রুমুজ ও তাবিনুল-হাকায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায়, আজান বলিলে মাকরূহ তাহ্রিহ্ হইবে।

৬। শামী কিতাবে লিখিত আছে, যে মসজিদে ইমাম ও মোয়াজ্জিন ঠিক করা আছে অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আজান একামতের সহিত পড়ার বন্দোবস্ত আছে, এমন মসজিদে যদি আজান ও একামতের সহিত একবার নামাজের জামআত হইয়া যায়, তবে পুনঃ জামআতে নামাজ পড়িলে আজান একামত বলিতে হইবে না, বলিলে মাকরূহ হইবে। আর যে মসজিদে ইমাম ও মোয়াজ্জিন ঠিক নাই- যেমন রাস্তার পার্শ্বের মসজিদ। ঐরূপ মসজিদে জামআতে নামাজ হইয়া গেলে আজান একামত বলিয়া নামাজ পড়িলে মাকরূহ হইবে না; বরং উত্তম কওলের মর্মে জানা যায়, বৈঠকখানায় বা বারান্দায় আজান একামতের সহিত জাময়াতে নামাজ পড়িলে তথায় পুনঃ জামআত পড়িতে হইলে ঐরূপ রাস্তার পার্শ্বের মসজিদের ন্যায় আজান ও একামত বলিতে হইবে।

৭। শামী কিতাবে লিখিত আছে- হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের সময় যখন ছাওর পর্বতের গহবরে লুকাইয়াছিলেন তখন কয়েক ওয়াক্ত নামাজ ফৌত হইয়া গিয়াছিল; যখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ নামাজ আদায় করিয়াছিলেন তখন হযরত বিলাল (রাঃ) কে আজান ও একামত বলিতে আদেশ করিয়া আজান ও একামতের সহিত নামাজ পড়িয়াছিলেন; কিন্তু এই কথার মধ্যে ওলামাদের মতভেদ আছে।

কেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের পূর্বে আজান ও একামত বলিতে আদেশ দিয়াছেন। কেহ বলেন, প্রথম ওয়াক্তের নামাজে আজান দিতে বলিয়া পরে বাকী নামাজ একামত বলিয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং প্রথম ওয়াক্ত ব্যতীত বাকী ওয়াক্তে আজান দেওয়া মোস্তাহাব।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- এবাদতের মধ্যে কোন বিষয় লইয়া মতভেদ হইলে যেভাবে পালন করিলে এবাদতে বেশীর ভাগ পালন করা হয় তাহাই আমল করা মোস্তাহাব। (শামী)।

৮। বোখারী শরীফ হইতে খোলাছাতুত্তাফসীরে জুমআর আয়াতের মর্মে প্রকাশ আছে যে, নামাজের আজান শ্রবণ করিয়া ব্যস্তভাবে দৌড়াইয়া আসিবে না, স্বাভাবিকভাবে চলিয়া আসিবে। প্রকাশ থাকে যে, নামাজের কিছু অংশ না পাওয়ার সন্দেহ হইলেও দৌড়াইবে না। নামাজের যতদূর পায় নাই তাহা শেষে আদায় করিয়া লইবে।

৯। শামী কিতাবে আছে, যে ওয়াক্তের কাজা নামাজ সেই ওয়াক্তে পড়িতে হইলে আজান একামত বলিতে হইবে না; অন্য ওয়াক্তে পড়িলে উক্ত কাজা নামাজের নিয়ম মোজতাবী কিতাব হইতে বাহরুর-রায়েক কিতাবে লিখিয়াছে, যদি মসজিদে জামআতের সহিত নামাজ ফাসেদ (ভঙ্গ) হয় আর ঐ ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করে তবে আজান ও একামত বলিতে হইবে না; অন্য ওয়াক্তে অন্য স্থানে জামআতে পড়িলে আজান ও একামত দিবে।

১০। স্ত্রীলোকের নামাজের জন্য আজান ও একামত বলা সুন্নত নহে। আশবাহুন্নাজায়ের কিতাবে লিখিত আছে, ওয়াক্তিয়া হউক বা কাজা নামাজ হউক, একামত চুপে বলা জায়েজ আছে। শামী কিতাবে লিখিত আছে, পূর্ব জামানায় হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) জামআতে নামাজ পড়িয়াছেন, কিন্তু আজান একামত বলেন নাই। বর্তমানে স্ত্রীলোকদের জমাআতে নামাজ পড়া জায়েজ নাই। শরহে বেকায়া কিতাবে লিখিত আছে, স্ত্রীলোকের জামআতে নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম।

১১। গোলাম ও বালক জামআতে বা একা একা নামাজ পড়িলে আজান একামত বলা সুন্নত নহে। (দুররুল-মোখতার)। গোলামের নিজের জন্য আজান বলা জায়েজ আছে, মোয়াজ্জিন হওয়া জায়েজ নহে, কিন্তু মনিবের আদেশে জায়েজ। আজান কেন, মনিবের বিনা হুকুমে নফল নামাজ পড়াও জায়েজ নাই। বেতন ভোগী দৈনিক মজুরেরও ঐ হুকুম। কারণ মনিবের কার্যের ক্ষতি হয়। (শামী)

১২। আলমগীরি কিতাবে আছে, মোয়াজ্জিনের নিজ ক্ষমতার অধিক উচ্চ স্বরে আজান ধ্বনি করিবার চেষ্টা করা মাকরূহ।

১৩। ঐ কিতাবে আছে, মোয়াজ্জিন উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া আজান দিয়া নিম্নে মসজিদে কিংবা যে স্থানে নামাজ পড়িবে, তথায় আসিয়া একামত বলিবে (সুন্নত)।

১৪। জামেউর-রুমুজ কিতাবে আছে, মোসাফের একা নামাজ পড়িলে আজান একামত তরক করা মাকরূহ। শুধু আজান তরক করিলে মাকরূহ হইবে না। জামআতে পড়িতে হইলে আজান ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। কিন্তু মাজমাউল আনহুর কিতাবে আছে, একা নামাজ পড়িলে মোসাফেরের আজান দেওয়া মোস্তাহাব।

১৫। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায়, যিনি মোয়াজ্জিন হইবেন, তাঁহার আজানের

নিয়মাবলী জানা ও নেককার পুরুষ হওয়া মোস্তাহাব; শামী কিতাবে ঐরূপ লোকের আজান দেওয়া সুন্নত লিখিয়াছে। আরও লিখিত আছে, অনবরত যে আজান দেয় এমন ব্যক্তির আজান দেওয়া সুন্নত।

১৬। যদি শহরে বা মহল্লার মসজিদে আজান একামতের সহিত জামআত হইয়া যায়, তৎপর ঘরে একা নামাজ পড়িতে হইলে আজান ও একামত না বলিলে মাকরূহ হইবে না। যদি মসজিদে আজান ও একামত না হইয়া থাকে আর ঘরে একা নামাজ পড়ে, তবে আজান না বলিলে মাকরূহ হইবে না; কিন্তু একামত না বলিলে মাকরূহ হইবে।

১৭। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায়, পাঞ্জেগানা ও জুমআর নামাজ ব্যতীত অন্য কোন সুন্নত, নফল বা শোকরানা নামাজে আজান একামত বলা সুন্নত নহে। অর্থাৎ জায়েজ নাই।

১৮। কাফী কিতাবে লিখিত আছে, যে ওয়াক্ত চিনে না এমন লোকে আজান দিলে আজানের সওয়াব পাইবে না।

১৯। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, মোয়াজ্জিন আজানান্তে মোরতাদ হইয়া গেলে সে আজান দোহ্‌রান আবশ্যক নহে। কিন্তু দোহরাইলে মোস্তাহাবের সওয়াব পাইবে।

২০। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায়, যদি কোন মোয়াজ্জিন আজান দেওয়ার মধ্যে কোন কারণে মোরতাদ (কাফের) হয়, তবে তাহাকে ক্ষান্ত করাইয়া অন্য মোয়াজ্জিনের জন্য মোস্তাহাব এই যে, আজানের প্রথম হইতে শুরু করিয়া শেষ করে। যদি প্রথম হইতে আজান শুরু না করিয়া উল্লেখিত মোরতাদ ব্যক্তির মুসলমান থাকাকালীন আজানের যতদূর উচ্চারণ করা হইয়াছিল, তাহার পর হইতে বাকী আজান সমাপ্ত করে তাহা হইলেও শুদ্ধ হইবে।

২১। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, মোসাফের সওয়ারীতে চলিত অবস্থায় পশ্চিম দিকে মুখ না থাকিলেও আজান দেওয়া জায়েজ আছে।

২২। বাহরুর-রায়েক কিতাবে আছে কাফের লোকের আজান শুদ্ধ নহে, সে কাফের যে ধর্মেরই হউক না কেন।

২৩। মুকিম ব্যক্তি যদি কোন সওয়ারীর (অশ্ব ইত্যাদির) উপর থাকিয়া আজান দেয় তবে মাকরূহ হইবে কিন্তু পুনঃ আজান দোহ্‌রাইতে হইবে না। (আলমগীরি)

২৪। আলমগীরি কিতাবের মর্মানুযায়ী জানা যায়, যে মসজিদে আজান একামত হয় নাই তথায় বিনা আজানে নামাজ পড়িলে মাকরূহ হইবে।

২৫। যদি কোন শহরে বা গ্রামে আজান হইয়া থাকে এবং তাহার নিকটে কোন বাগান থাকে ও সেই স্থানে যদি আজান ধ্বনি শুনা যায় তবে সেখানে জামআতে নামাজ পড়িতে হইলে আজান না দিলে চলিবে; কিন্তু আজান দেওয়া ভাল। আজানের শব্দ বাগান পর্যন্ত না পৌছিলে আজান দিয়া নামাজ পড়িতে হইবে। (আলমগীরি)।

২৬। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, শহর কিংবা গ্রামের নিকটস্থ যে

ময়দানে থাকিয়া ঐ শহর কিংবা গ্রামের আজান ধ্বনি শুনা যায়, সেই ময়দানে নামাজ পড়িতে হইলে আজান না দিলে মাকরূহ হইবে না, বরং দেওয়া উত্তম; কিন্তু একামত না বলিলে মাকরূহ হইবে। যদি লোকালয়ের নিকটবর্তী জঙ্গলে থাকিয়া আজান ধ্বনি শুনা যায় তবে এমন জঙ্গলে জামআতে নামাজ পড়িতে হইলে আজান না দিলেও হইবে; কিন্তু দেওয়া মোস্তাহাব।

২৭। যে মসজিদে ইমাম ও মোয়াজ্জিন ঠিক আছে, সেই মসজিদে যদি আজান একামত সহ জামআত হইয়া থাকে তবে অন্য মুসল্লী আসিয়া আজান একামতের সহিত নামাজ পড়িলে মাকরূহ হইবে। যদি ঐ মসজিদের কতক মুসল্লী আজান ও একামতের সহিত নামাজ পড়িয়া থাকে, তৎপর যদি ইমাম মোয়াজ্জিন ও বাকী মুসল্লিগণ একত্র হইয়া নামাজ পড়ে তবে আজান একামত বলা মোস্তাহাব। যাহারা মাত্র একামতের সহিত নামাজ পড়িয়াছে তাহাদের জামআত মাকরূহ হইবে। (আলমগীরি)

২৮। যে মসজিদে ইমাম মোয়াজ্জিন ঠিক করা আছে, এমন মসজিদে যদি অন্য লোক আসিয়া আজান ও একামতের সহিত নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে স্থানীয় মুসল্লিগণ একত্র হইয়া পুনঃ আজান ও একামত বলিয়া নামাজ পড়িলে জায়েজ হইবে। (আলমগীরি)

২৯। ঐরূপ মসজিদের কতক মুসল্লী নিম্ন স্বরে আজান ও একামত বলিয়া নামাজ পড়িলে পরে বাকী মুসল্লিগণ আসিয়া উচ্চস্বরে আজান দিয়া জানিতে পারে যে, আজান একামতের সহিত জামআত হইয়াছে তবুও বাকী মুসল্লিগণ রীতিমত একামত বলিয়া নামাজ পড়িলে জায়েজ হইবে। (আলমগীরি)।

৩০। আরফার ময়দানে যে জোহরের ওয়াক্তে জোহর ও আছর নামাজ একত্রে পড়া হয় সেখানে প্রথম জোহরের নামাজের আজান ও একামত বলিয়া জোহর পড়িবে; আছরের নামাজ শুধু একামত বলিয়া আদায় করিবে। মোজদালিফা নামক স্থানে যে মাগরিব ও এশার নামাজ এক সময়ে পড়া হয়, তাহারও উক্ত নিয়ম। (আলমগীরি)।

৩১। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, মসজিদের মধ্যে থাকিয়া আজান দিবে না; বাহিরে যাইয়া আজান দিবে। জামেউর-রুমুজ কিতাবে আছে, মসজিদের মধ্যে থাকিয়া আজান দেওয়া মাকরূহ।

৩২। মোয়াজ্জিন ভুলে একামতের ন্যায় আজান দিল, তৎপর স্মরণ হইলে পুনঃ আজান দিতে হইবে ও একামত বলিতে হইবে। ঐরূপ একামত বলিতে ভুলে আজান বলিলে উক্তরূপ হুকুম। (আলমগীরি)।

৩৩। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে আছে, যদি এক মসজিদে আজান দিয়া ফরজ নামাজ পড়ে; তৎপর অন্য মসজিদে ঐ মোয়াজ্জিন পুনঃ সেই ওয়াক্তের আজান দিলে মাকরূহ হইবে।

৩৪। দুররুল-মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, আজান শুনিয়া বসা থাকিলে দাঁড়াইবে। শামী কিতাবে ঐ কথার মীমাংসাস্থলে অনুভব করতঃ প্রকাশ করিয়াছেন- দাঁড়ান অর্থ নামাজের জন্য রওয়ানা হইবে।

একামতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- একামত কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- আজানান্তে নামাজ আরম্ভ করিবার জন্য যে আজানের ন্যায় কিছু মৃদু স্বরে কয়েকটি কলেমা উচ্চারণ করা হয় তাহার নাম একামত।

প্রশ্নঃ- আজান ও একামতের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, আজানে পনরটি কলেমা। একামতের মধ্যে "কাদকামাতিচ্ছালাহ, কাদকামাতিচ্ছালাহ" দুইটি শব্দ বেশী; মোট কথা একামতে সর্বশুদ্ধ সতরটি কলেমা। আজানের চেয়ে নিম্ন স্বরে উচ্চারণ করিবে।

প্রশ্নঃ- আজানের ন্যায় একামতেও কি আহকাম আছে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, একামতের মধ্যে আটটি আহকাম আছে।

যথাঃ- (১) ফরজ নামাজের জন্য একামত বলা। (২) ওয়াক্তের পূর্বে একামত বলিলে পুনঃ একামত বলা। (৩) চারি তাকবীরের সহিত আরম্ভ করা। (৪) তরজী না করা। (৫) লাহান অর্থাৎ সুর না করা। (৬) তারাচ্ছোল না করিয়া হদর করা (শীঘ্র শীঘ্র বলা)। (৭) এলতেফাত করা অর্থাৎ ডানে বামে মুখ ফিরান। (৮) "কাদকামাতিচ্ছালাহ" বলা।

প্রশ্নঃ- একামত সম্বন্ধে কতক মাসয়ালা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- একামত সম্বন্ধে বহুত মাসয়ালা আছে, তাহার কতক যথাক্রমে প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ কর।

১। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, একামতের মধ্যে "আল্লাহু আকবার" শব্দের "আলিফ" অক্ষরটির উপর মদ্ খাটাইয়া টানিয়া দীর্ঘ উচ্চারণ করিলে কাফের হইবে। তাকবীরের আল্লাহু আকবার শব্দের 'বা' হরফটির ওপর মদ্ খাটাইয়া দীর্ঘ স্বরে পড়িলে কঠিন গোনাহগার হইবে। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে, আল্লাহ শব্দের আলিফ হরফটির উপর মদ্ খাটাইয়া আল্লাহ কি বড়? এই প্রশ্ন করার নিয়তে উচ্চারণ করিলে কাফের হইবে। আলমগীরি কিতাবের কথা গায়াতুল-আওতার কিতাবে বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রশ্নের নিয়তে না করিলেও কঠিন পাপী হইবে।

২। জামেউর-রুমুজ কিতাবে আছে, মোয়াজ্জিন জামআতে হাজির থাকা সত্ত্বেও যদি অন্য লোক বিনা অনুমতিতে একামত বলে, তাহাতে মুয়াজ্জিন অসন্তুষ্ট হইলে মাকরূহ হইবে; অসন্তুষ্ট না হইলে মাকরূহ হইবে না। মোয়াজ্জিনের অনুপস্থিতিতে অন্যে একামত বলিলে মাকরূহ হইবে না।

৩। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, একামতের মধ্যে হদর (তাড়াতাড়ি) না বলিলে ছহী রেওয়ায়েত মতে মাকরূহ হইবে।

৪। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায়, মোয়াজ্জিন নামাজের স্থানে যাইবার পূর্বে

একামত আরম্ভ করিলে যে স্থানে থাকিয়া একামত আরম্ভ করিয়াছে সেই স্থানে থাকিয়া 'কাদকামাতিচ্ছালা' পর্যন্ত বলিবে; বাকী কালেমাসমূহ তথায় থাকিয়া আদায় করুক বা বলিতে বলিতে নামাজের স্থানে যাউক উভয়ই জায়েজ হইবে। খানিয়া কিতাবে লিখিত আছে, ইমামও যদি এইরূপ একামত বলে তবে জায়েজ হইবে। প্রকাশ থাকে যে, যেখানে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িবে, সেইস্থানে থাকিয়া একামত বলা উত্তম।

৫। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে, মহল্লার অর্থাৎ মসজিদের চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকালয়ের মুসল্লিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জন্য বিলম্ব করিয়া একামত বলা জায়েজ নাই, কিন্তু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যদি বদজাত হয় তবে তাহার জন্য বিলম্ব করিয়া একামত বলা যায়েজ (যদি ওয়াক্তের সময় থাকে), ওয়াক্তের সময় না থাকিলে বিলম্ব করিবে না। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে আছে, বদজাত লোকের জন্য কেন, সর্বসাধারণ মুসল্লির জন্য বিলম্ব করিয়া একামত বলা জায়েজ আছে; যদি ওয়াক্তের সময় থাকে।

৬। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, মোয়াজ্জিন একামত বলিয়া সুন্নত নামাজ পড়িলে পুনঃ একামত বলিতে হইবে না; ফজর, জোহর কিংবা অন্য ওয়াক্তের সুন্নতই হউক না কেন।

৭। ঐ কিতাবে লিখিত আছে, একামত বলার পর যদি নামাজ আরম্ভ করিতে বিলম্ব হয় ও তন্মধ্যে যদি কিছু খায় বা পান করে অথবা শীঘ্র গোসল করিয়া নামাজ আরম্ভ করে, তবে পুনঃ একামত বলা মোস্তাহাব।

৮। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, মোয়াজ্জিনের একামত বলার কিছু পরেই যদি ইমাম নামাজের স্থানে আসেন ও আসিয়া ফজরের সুন্নত পড়েন তবেও পুনঃ একামত বলিতে হইবে না।

৯। বাদায়ে কিতাবের মর্মে জানা যায়, একামতের পরক্ষণেই নামাজ আরম্ভ করা সুন্নত; একামত বলিয়া বিলম্ব করতঃ নামাজ শুরু করিলে মাকরূহ তাঞ্জিহ হইবে।

১০। দুররুল-মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, একামতের উত্তর আজানের ন্যায়ই দিবে। কিন্তু "কাদকামাতিচ্ছালাহ" স্থলে "আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহ" বলিবে অর্থাৎ আল্লাহ সর্বদা নামাজ কায়েম রাখুন। দুররুল হেকাম কিতাবে লিখিয়াছেন, "আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা ইলা ইয়াওমিল কেয়ামাহ" অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নামাজ কে কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম রাখেন, বলিবে।

১১। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায়, একামতের সময় কেহ মসজিদে দাখিল হইলে তাহার কর্তব্য যে বিছানায় বসে, যদি না বসিয়া নামাজ আরম্ভ হইবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে তবে মাকরূহ হইবে। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, এবাদতের জন্য ঐ সময় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করায় দোষ হইবে না কিন্তু বসা মোস্তাহাব। শামী কিতাবে লিখিত আছে, একামতের সময় মসজিদে উপস্থিত হইয়া ইমামের নামাজ আরম্ভ করিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকা মাকরূহ; বসিতে হইবে। উক্ত কিতাবসমূহের

মতে একামতে "হাইয়্যা আলাচ্ছালা" বলার পূর্বে আসিলে বসাই ভাল; তাহাতে সকল কিতাবের মত রক্ষা হয়।

১২। আলমগীরি কিতাবে আছে, ইমাম ভিন্ন অপর লোক যদি মোয়াজ্জিন হয়, তবে মোয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলিবে তখন ইমাম ও মোক্তাদি উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইবে। এই মতটি আমাদের তিন ইমামের মতে শুদ্ধ।

একামতে সুন্নতের বিবরণ

প্রশ্নঃ-একামতের মধ্যে সুন্নত জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- একামতের কতক সুন্নাত বাদায়ে কিতাব হইতে বলিতেছি, স্মরণ রাখিও।

১। একামত বলিতে শব্দদ্বয়ের মধ্যে বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি বলা।

২। একামত বলিতে শব্দ সমূহ অগ্রপশ্চাৎ না করিয়া যথারীতি বলা।

৩। কেবলামুখী হইয়া একামত বলা।

৪। একামত বলা মাত্রই নামাজ আরম্ভ করা।

৫। যে ব্যক্তি আজান দিবে তাহারই একামত বলা, প্রকাশ থাকে যে, যদি মোয়াজ্জিন উপস্থিত থাকিয়া অন্যে একামত বলায় রাজী থাকে অথবা মোয়াজ্জিনের অনুপস্থিতিতে অন্যে একামত বলে তবে মাকরূহ হইবে না।

৬। শামী কিতাবে লিখিত আছে হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলিবার সময় যথাক্রমে ডানে বামে মুখ ফিরান।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

নামাজের আরকান, আহকাম ও ওয়াজেবের মাসয়ালা

কি প্রকার পাক কাপড়ে নামাজ পড়া জায়েজ বা না-জায়েজ তাহার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! কি প্রকার পবিত্র কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়া জায়েজ আছে, তাহার কতক মাসয়ালা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! নিম্নে ঐ সম্বন্ধে কতক মাসয়ালা বলিতেছি, স্মরণ রাখিবে।

১। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, নামাজের কাপড় বলিতে কোর্তা, চাদর, টুপী, পাগড়ী, মোজা ইত্যাদি বুঝায়।

২। যদি কোন মুসল্লির মাত্র একখানা কাপড় থাকে, অন্য কোন কাপড় না থাকে, তখন কিরূপভাবে নামাজ পড়া জায়েজ তাহা নিম্নে দেখঃ-

(ক) কাপড়ের এক চতুর্থাংশ (চারি ভাগের একভাগ) পাক থাকিলে তদ্বারা নামাজ পড়িবে, উলঙ্গ হইয়া নামাজ পড়িলে নামাজ হইবে না।

(খ) কাপড়ের এক চতুর্থাংশের কম পাক বা সম্পূর্ণ নাপাক হইলে উলঙ্গ হইয়া নামাজ পড়িলে নামাজ হইবে; কিন্তু ঐ নাপাক কাপড় পরিধান করিয়া রুকু সিজদা আদায় করতঃ নামাজ পড়া ভাল। (আলমগীরি)

সতর ঢাকিবার জন্য মৃত প্রাণীর কাঁচা চামড়া পাওয়া গেলেও উহা দ্বারা সতর আবৃত করিয়া নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে না। যেহেতু উহা "আছলি" নাপাক অর্থাৎ- উহা দাবাগাত ব্যতীত শুধু পানি দ্বারা ধৌত করিলে পাক হয় না।

(গ) আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায়, যদি এইরূপ এক কাপড়ওয়ালা মুসল্লী নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়া দেখিতে পায় যে, তাহার কাপড় দিরহাম-শরয়ী পরিমাণ স্থানের কম নাপাক, তবে যদি ওয়াক্তের আয় থাকে, তাহা হইলে নামাজ ছাড়িয়া কাপড় ধৌত করিয়া নামাজ পড়া উত্তম। ঐ মুসল্লী যদি জামআতে নামাজ আরম্ভ করিয়া এরূপ দেখে আর বিবেচনা করে যে, ওয়াক্তের আয় আছে ও অন্য জামআত পাইবে, তবে জামআত ছাড়িয়া কাপড় ধৌত করতঃ নামাজ পড়িবে। যদি মনে করে যে, অন্য জামআত পাইবে না বা ওয়াক্তও থাকিবে না, তবে ঐরূপ অবস্থায় নামাজ আদায় করিবে।

৩। কাপড় না থাকায় উলঙ্গ হইয়া নামাজ পড়িতে হইলে দুইটি নিয়ম আছেঃ (ক) আত্তাহিয়্যাতের বৈঠকের ন্যায় বসিয়া ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করিয়া নামাজ পড়িবে। (খ) পদদ্বয় পশ্চিম দিকে বিস্তার করিয়া লজ্জাস্থানের উপর হাত রাখিয়া নামাজ পড়িবে। উল্লেখিত দুইটি নীতির দ্বিতীয়টি কবিরী কিতাবে উত্তম বলিয়া লিখিয়াছে। চাই রাত্রে পড়ুক কিংবা দিবসে পড়ুক; শুধু একা ঘরে হউক বা নির্জন মাঠে বসিয়া পড়ুক।

৪। যদি কোন ব্যক্তি নাপাক পানিতে ভিজা কাপড়ের সহিত শুধু কাপড় জড়াইয়া রাখে বা নাপাক পানিতে ভিজা স্থানে বসে ও জায়নামাজ রাখে; তাহাতে যদি জায়নামাজ ও কাপড় এমন ভিজিয়া যায় যে, উহা নিংড়াইলে ফোটা ফোটা পানি পড়ে তবে কাপড় ও বিছানা নাপাক হইবে; নচেৎ না। (কবিরী)

৫। কবিরী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, পায়খানা, ঘোড়া বা গরুর মলমূত্র ইত্যাদির বাষ্প উঠিয়া যদি কপাট বা কোন পদার্থে জমাট হইয়া থাকে এবং তাহা যদি ভিজিয়া কাপড়ে বা শরীরে লাগে, তবে কাপড় ও শরীর নাপাক হইবে।

৬। ভিজা পায়জামা পরিধানে থাকা অবস্থায় বাৎকর্ম হইলে সহীহ রেওয়ায়েত মতে পায়জামা নাপাক হইবে না। (কবিরী)

৭। কোন কাপড়ে নাপাক লাগিলে যদি স্থান ঠিক না পায়, তবে সম্পূর্ণ কাপড় ধৌত করিতে হইবে। এই নীতিই উত্তম।

৮। কাপড়ের এক পার্শ্বে যদি নাপাক লাগে এবং তাহা যদি ঠিক না থাকে, তবে কাপড়ের যে কোন পার্শ্ব ধৌত করিলে কাপড় পাক হইবে; ঐ কাপড় পরিধান করিয়া কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়িবার পর যদি নাপাকের চিহ্ন অন্য পার্শ্বে দেখা যায়, তবে উক্ত নামাজ কাজা পড়িতে হইবে।

৯। ছগিরী কিতাবের মর্মে জানা যায়, প্রস্রাবের ভিজা কাপড় যদি শুষ্ক কাপড় দ্বারা জড়াইয়া রাখে বা ঐ ভিজা কাপড়ের উপর রাখিয়া দেয়, তবে তাহাতে কাপড়ে আদ্রতা প্রকাশ পাইলেই ঐ কাপড় নাপাক ধরিতে হইবে।

১০। যদি কোন নাপাক কাপড় ভিজা থাকে ও সেই ভিজা কাপড়ের উপর শুষ্ক কাপড় পতিত হইয়া নাপাকের রঙ বা দুর্গন্ধ প্রকাশ পায় তবে ঐ কাপড়ও নাপাক হইবে। (ছগিরী)

১১। মল জড়িত কোন পাথর খন্ড পানিতে নিক্ষেপ করায় দিরহাম শরয়ীর বেশী পানির ছিটা যদি কাপড়ে আসে, তবে কাপড় পাক কি নাপাক তাহাতে মতভেদ আছে; কিন্তু কাপড়ে যদি মলের চিহ্ন পায় তবে সহীহ রেওয়ায়েত মতে কাপড় নাপাক ধরিতে হইবে। (কবিরী)

১২। চতুষ্পদ জন্তু যেমন গরু, মহিষ ইত্যাদি স্নান করাইবার সময় যদি পশুর শরীরের ধৌত পানি বা তাহার ঘর্ম কাপড়ে লাগে, তবে কাপড় নাপাক হইবে। উক্ত কথার মর্মে জানা যায় যে, ঐ পশুর শরীরে মলমূত্র লাগান থাকে তাহা ভিজা হইলে সেই

ধৌত পানি পাকড়ে আসিলে কাপড় নাপাক হইবে। (কবীরী)

১৩। গাধায় পানির মধ্যে প্রস্রাব করার সময় ঐ পানির ছিটা অধিক পরিমাণেও কাপড়ে আসিলে যদি মনে করে যে, পানি আসিয়াছে, তবে কাপড় নাপাক হইবে না; প্রস্রাব আসিয়াছে অনুভব করিলেও কাপড় নাপাক হইবে না, কিন্তু এই হুকুম প্রবাহিত পানির। (কবিরী)

১৪। যদি মানুষ কি চতুষ্পদ জন্তুর পায়খানা পানিতে পতিত হইয়া ঐ পানির ছিটা কাপড়ে আসে তবে উক্তরূপ নিয়মে কাপড় নাপাকের বিচার করিবে। (কবিরী)

১৫। গাধার প্রস্রাব যদি বদ্ধ পানির মধ্য পড়িয়া থাকে, আর পানির ছিটা দেরেম শরয়ীর বেশী পরিমাণ কাপড়ে আসিয়া থাকে, তবে নাপাক বলিয়া ধরিতে হইবে।

১৬। কাপড় বা শরীরে যদি প্রথমবার দিরহাম শরয়ীর কম পরিমাণ নাপাক দ্রব্য লাগে, তৎপর পুনঃ যদি দিরহাম-শরয়ীর কম লাগে ও উভয় বারের নাপাক একত্রে দিরহাম শরয়ীর বেশী হয়, তবে সেই নাপাক লইয়া নামাজ পড়িলে জায়েজ হইবে না। (ছগিরী)

১৭। নাপাক ঝুটা দিরহাম-শরয়ীর বেশী পরিমাণ কাপড়ে বা শরীরে লগিলে তাহার সহিত নামাজ পড়িলে নামাজ হইবে না। (ছগিরী) কুকুর, শুকর ও যাবতীয় হিংস্র জন্তুর ঝুটা নাপাক।

১৮। ছগিরী কিতাবের মর্মে জানা যায়, মশকুক ঝুটা কাপড়ে ও শরীরে লাগিলে নামাজ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে; কিন্তু সহীহ রেওয়ায়েত মতে জানা যায়, মশকুক ঝুটা অধিক পরিমাণেও শরীরে বা কাপড়ে লাগিলে তৎসহিত নামাজ পড়া জায়েজ আছে। গাধার ঝুটা মশকুক, বিড়াল ইঁদুর প্রভৃতি যে সকল প্রাণী ঘরে বাস করে, তাহাদের ঝুটা মাকরূহ-তাঞ্জিহ, কিন্তু বিড়াল, ইঁদুর এবং মোরগে নাজাছাত খাইয়া ঐ চিহ্নসহ কোন দ্রব্যে মুখ দিলে উহা নাপাক ধরিতে হইব।

১৯। কাপড় কিংবা শরীর যদি বিড়ালে চাটে, তাহা ধৌত না করিয়া নামাজ পড়িলে সহীহ কওল মতে মাকরূহ তাঞ্জিহের সহিত শুদ্ধ হইবে। (ছগিরী)

২০। ছগিরী কিতাবের মধ্যে জানা যায়, যে সমস্ত ঝুটা মাকরূহ তাহার কিছু পরিমাণ শরীরে বা কাপড়ে লাগিলে তাহার সহিত নামাজ পড়া জায়েজ। এমনকি অধিক পরিমাণ লাগিলেও নামাজ মাকরূহের সহিত আদায় হইবে। ঝুটা পানি দ্বারা অজু করা ও পান করা মাকরূহ।

২১। কোন ব্যক্তির আস্তিনের মধ্যে সাপের বাচ্চা রাখিয়া নামাজ পড়িয়া নামাজান্তে দেখিল যে, সাপের বাচ্চাটি মরিয়া গিয়াছে, যদি বিবেচনা করে যে, নামাজের মধ্যেই মরিয়াছে, তবে নামাজ দোহ্রান ওয়াজিব, যদি সন্দেহ হয় যে নামাজের মধ্যে মরিয়াছে কি না তবে নামাজ দোহরান ওয়াজিব হইবে না।

২২। কোন ব্যক্তি যদি শহীদ ব্যক্তিকে স্কন্ধে করিয়া শহীদের রক্তাক্ত কাপড়সহ

নামাজ পড়ে তবে নামাজ জায়েজ হইবে। যদি শুধু শহীদের রক্ত মাখা কাপড়ের সহিত নামাজ পড়ে তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি)

২৩। যদি কেহ দোপাল্লা জুব্বা পরিধান করিয়া নামাজ পড়িয়া দেখিতে পায় যে, জুব্বার মধ্যে মৃত শুষ্ক ইঁদুর রহিয়াছে, এমনাবস্থায় দেখিতে হইবে যদি জুব্বা ফাটা বা ছিদ্র থাকে, তবে তিন দিনের নামাজ দোহরাইবে। যদি জুব্বাতে কোন ছিদ্র বা ফাটা না থাকে, তবে জুব্বা পরিধান করিয়া যত নামাজ পড়িয়াছে সকলই দোহরাইতে হইবে। (আলমগীরি)।

২৪। যদি কোন ব্যক্তি দিরহাম লইয়া নামাজ পড়িয়া একটি একটি দিরহামের উভয় পার্শ্বে নাপাক দেখিতে পায়, তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

২৫। যদি কেহ দোপাট্টা কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকে ও তাহার এক পাটে নাপাক লাগিয়া অন্য পাটে কিছু নাপাক লাগে, তদ্বারা নামাজ পড়া জায়েজ বা নাজ ায়েজ সম্বন্ধে মতভেদ আছে; কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি)

প্রত্যেক পাটের নাপাক যখন দিরহাম-শরয়ীর কম হয় এবং উপর পাট মিলাইলে দিরহাম শরয়ীর পরিমাণ হয় এবং উক্ত পাটদ্বয় সেলাই দ্বারা যুক্ত না হয়, তখন ঐ হুকুম। আর যদি উক্ত দুই পাট সেলাই দ্বারা যুক্ত হয় তবে উক্ত অবস্থায় সকলের মতে নামাজ শুদ্ধ হইবে। (ছগিরী)

২৬। যদি কাহারও মোজা ও পরিধানের কাপড়েও কিছু নাপাক লাগে, উভয় নাপাক যদি দিরহাম শরয়ীর বেশী হয়, তবে তৎসহ নামাজ হইবে না। যদি একখানা কাপড়ের স্থানে স্থানে নাপাক লাগে, তাহা একত্রে দিরহাম শরয়ীর বেশী হইলেও ঐ হুকুম। (আলমগীরি)

২৭। যদি কাহারও সঙ্গে একখানা টাট্ ও একখানা রেশমী কাপড় থাকে অন্য কাপড় না থাকে, আর টাটে দিরহাম শরয়ী হইতে বেশী নাপাক লাগিয়া থাকে, এমতাবস্থায় রেশমী কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়িবে। (আলমগীরি)।

২৮। ইমাম জামআতের সহিত নামাজ আরম্ভ করিলে, কোন মোক্তাদির যদি ঐ জামআতে নামাজ আদায় মানসে উপস্থিত হইয়া নিয়ত করার পূর্বে দেখিতে পায় যে, তাহার কাপড়ে দিরহাম-শরয়ীর কম স্থানে নাপাক, ঐ নাপাক ধৌত করিতে গেলে জামআত না পাইবার আশংকা হইলে কাপড় ধৌত করিতে না যাইয়া ঐ কাপড় দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা উত্তম। (আলমগীরি)

২৯। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায়, যদি কোন মুসল্লীর দুইখানা কাপড় থাকে ও তন্মধ্যে পাক নাপাকের সন্দেহ জন্মায় এবং ঐ কাপড়ের একখানা পাক আছে

বিশ্বাস করিয়া জোহরের নামাজ পড়িয়া পুনঃ আছরের নামাজের সময় অপর কাপড় খানা পাক করিয়া পরিধান করতঃ আছরের নামাজ পড়িলে ঐ মুসল্লীর জোহরের নামাজ শুদ্ধ হইবে, আছরের নামাজের কাজা আদায় করিতে হইবে।

৩০। যদি কাহারও দুইখানা কাপড় থাকে ও তাহার প্রত্যেকখানায় দিরহাম-শরয়ীর অধিক পরিমাণ নাপাক লাগে, সে নাপাক যদি কাপড়ের এক-চতুর্থাংশের কম হয় তবে তন্মধ্যে যেখানায় নাপাক কিছু কম, সেইখানা পরিধান করিয়া নামাজ পড়া মোস্তাহাব। (আলমগীরি)

জানা আবশ্যক যে, যে সকল জন্তুর চামড়া কসাইয়া তাহার উপর নামাজ পড়া জায়েজ, সেই সকল মৃত জন্তুর চামড়ারও উক্ত হুকুম।

৩১। মারাকিল ফালাহ কিতাবের মর্মে জানা যায় যদি কাহারও নাপাক কাপড় থাকে ও দাবাগাতহীন চামড়া থাকে এমতাবস্থায় নাপাক কাপড়ে নামাজ পড়িবে, দাবাগাতহীন চামড়া পরিধান করিয়া নামাজ পড়িবে না। কারণ নাপাক কাপড় তিনবার ধৌতে পাক হয় চামড়া তদ্রূপ নহে। কাজেই জায়েজ নাই।

৩২। যদি কাহারও মৃত জন্তুর দাবাগাতহীন চামড়া ব্যতীত লজ্জাস্থান ঢাকিবার অন্য কাপড় না থাকে তবে ঐ চামড়া পরিধান করিয়া নামাজ পড়া জায়েজ নাই, ঐ চামড়ার উপরও নামাজ পড়া জায়েজ নাই। (আলমগিরী)

জানা আবশ্যক যে সকল জন্তুর চামড়া কসাইয়া তাহার উপর নামাজ জায়েজ, সেই সকল মৃত জন্তুর চামড়ার উক্ত হুকুম।

৩৩। যদি কোন ব্যক্তির নামাজের সময় নাপাক তাঁবু মাথায় লাগে, তবে ঐ মুসল্লীর নামাজ হইবে না। (বাহরুর রায়েক)

৩৪। কোন ব্যক্তি তাঁবুর নীচে নামাজ পড়িতেছে, যদি তাহার মাথা তাঁবুতে লাগে ও তাঁবু উচ্চ হইয়া উপরে উঠে, এমতাবস্থায় যদি সে তাঁবু নাপাক হয় তবে নামাজ হইবে না। (বাহরুর-রায়েক) মশারিরও ঐ হুকুম।

৩৫। কুকুরের গলার রশি ধরিয়া নামাজ পড়িলে যদি ঐ রশির মধ্যভাগের কতকাংশ মাটির সহিত লাগান থাকে তবে নামাজ হইবে; নচেৎ হইবে না। (বাহরুর -রায়েক)

৩৬। যদি কাহারও পাগড়ীর বা চাঁদরের এক পার্শ্বে নাপাক থাকে ও সেই নাপাক পার্শ্ব মাটিতে ফেলান থাকে, তবে এমতাবস্থায় নামাজ দুরস্ত হইবে। আর যদি নামাজের সময় নাপাক পার্শ্বের কাপড় নড়ে, তবে নামাজ জায়েজ হইবে না। (বাহরুর-রায়েক)

৩৭। প্রস্রাবের শিশি সঙ্গে রাখিয়া নামাজ পড়িলে নামাজ হইবে না। (মুনিয়া)।

৩৮। বাহরুর-রায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, পঁচা ডিম মুসল্লীর সঙ্গে থাকিলে নামাজ দুরস্ত হইবে; শিশি ভরা প্রস্রাব থাকিলে নামাজ না হইবার কারণ- ঐ

প্রস্রাব লোক কর্তৃক ভরা হইয়াছে, ডিম তদ্রুপ নহে, যেমন মানবের পেটের মধ্যে নাপাক থাকিলে নামাজের ক্ষতি হয় না। (বাহরুর-রায়েক)

৩৯। নামাজের সময় যদি কুকুর আসিয়া কোন ব্যক্তির শরীরের উপর পড়ে ও তাহাতে যদি কুকুরের মুখের লালা নামাজীর শরীরে লাগে তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (গায়াতুল-আওতার)

শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, শুকর ব্যতীত অন্য জন্তু জীবিত থাকিলে ঐ জন্তুর শরীরের বহির্ভাগ নাপাক নহে; মৃত্যুর পর নাপাক হয়।

৪০। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, কাপড়ে নাপাক গলিজা দিরহাম-শরয়ীর অপেক্ষা বেশী লাগিয়া থাকিলে ও কখন লাগিয়াছে যদি তাহা ঠিক না পায়, তবে ঐ কাপড় পরিধান করিয়া যত নামাজ পড়িয়াছে সহীহ কওল মতে দোহরান আবশ্যক করে না।

৪১। নামাজ পড়িবার সময় যদি কোন শিশু সন্তান নাপাক কাপড় বা শরীর সহ আসিয়া নামাজীর কোলে বসে ঐ অবস্থায় নামাজী যদি সন্তানকে না ধরিয়া রীতিমত নামাজ পড়ে, তবে সে নামাজ শুদ্ধ হইবে; নামাজী যদি ইচ্ছা করিয়া ঐ সন্তানকে নিজ শরীর ও কাপড় ইত্যাদির সহিত লাগায় তবে নামাজ জায়েজ হইবে না। (বাহরুর-রায়েক)

৪২। নাপাক বা বে-ওজু কোন লোক যদি নামাজীর শরীরের উপর পতিত হয় তবে তাহাতে নামাজের কোন ক্ষতি হইবে না। (রাহরুর রায়েক)

৪৩। এক মজহাবের ইমাম ও অন্য মজহাবের মোক্তাদির যদি নামাজ আরম্ভ করিয়া ইমামের পরিধেয় বস্ত্রে দিরহাম-শরয়ীর চেয়ে কম স্থানে নাপাক দেখিতে পায় ইমাম যদি ঐ নাপাকের কথা না জানিয়া নামাজ আদায় করে ও পরে জানিতে পারে, তবে দেখিতে হইবে যে, যে মজহাবের দিরহাম-শরয়ীর কম নাপাকসহ নামাজ পড়া জায়েজ, ঐ মজহাবের মোক্তাদি হইলে তাহাদের নামাজ পুনঃ পড়িতে হইবে না; কিন্তু ইমামের নামাজ দোহরাইতে হইবে; যদি মোক্তাদি উক্ত মজহাবের বিপরীত হয় তবে ইমামের নামাজ হইবে, কিন্তু মোক্তাদির নামাজ পুনঃ পড়িতে হইবে।

৪৪। কোন লোকের দুইখানা কাপড় আছে; সে জানে যে কাপড়দ্বয়ের মধ্যে নাপাক লাগে নাই; একখানা পরিধান করিয়া জোহরের নামাজ পড়িল, অপরখানা পরিধান করিয়া আছরের নামাজ আদায় করিল। তৎপর প্রথম খানা পরিয়া মাগরিবের নামাজ আদায় করিল। এশার নামাজে দ্বিতীয়খানা পরিয়া দেখিতে পাইল, একখানা কাপড়ে দিরহাম-শরয়ীর অধিক নাপাক লাগিয়াছে, কিন্তু সে ঠিক করিতে পারিতেছে না যে, কোনখানা দ্বারা প্রথম নামাজ পড়িয়াছে, আর কোনখানা দ্বারা দ্বিতীয় নামাজ পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় জোহরের ও মাগরিবের নামাজ শুদ্ধ হইবে; আছর ও এশার নামাজ ফাসেদ হইবে। আলমগীরি)।

নামাজের মধ্যে যতদূর ঢাকা ফরজ তাহার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজের মধ্যে আওরত (আওরত ঢাকা) ফরজটি কিরূপে আদায় করিব? তৎসম্বন্ধে কতক মাসয়ালা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! নিম্নলিখিত মাসয়ালাসমূহ নিম্নলিখিত কিতাব হইতে বলিতেছি স্মরণ রাখিবে।

(১) আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে (ক) পুরুষ; (খ) আজাদ স্ত্রীলোক; (গ) বান্দী (ঘ) উভয় লিঙ্গধারী প্রভৃতিগণের প্রকারভেদ জানিতে হয়।

(ক) কিতাবে আছে, পুরুষের নাভির সংলগ্ন নিম্নস্থান হইতে হাঁটুর নিম্নভাগ পর্যন্ত আওরত (লজ্জাস্থান)। গোলাম ও আজাদ সকলের একই হুকুম।

(খ) আজাদ স্ত্রীর মুখমন্ডল, হাতলীদ্বয়, পদদ্বয়ের পাতা ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর আওরত। (১) গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে, হাতলীদ্বয়ের পিঠ আওরত কিনা, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, স্ত্রীলোকের কনুই হইতে কব্জা পর্যন্ত নামাজের মধ্যে ঢাকা ফরজ; কিন্তু মাজমাউল-আনহুর কিতাবে আছে, স্ত্রী লোকের কব্জা নামাজের মধ্যে আওরত নহে, এই কওল শুদ্ধ নহে। দুররুল-মুখতার, মুনিয়া, শরম্বালালিয়া, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, বাহরুর-রায়েক, গায়াতুল-আওতার, তাবিনুল হাকায়েকের হাশিয়া প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন যে, স্ত্রী লোকের কনুই হইতে কব্জা পর্যন্ত সহীহ রেওয়ায়েত মতে নামাজের মধ্যে আওরত (ঢাকা ফরজ)

(গ) কোন কোন মাশায়েখ বলিয়া গিয়াছেন, স্ত্রী লোকের পদদ্বয় নামাজের মধ্যে আওরত, কিন্তু ঐ কওল অশুদ্ধ; কারণ দুররুল মোখতার, তাবিনুল হাকায়েক, এনায়া, হেদায়া, আরকানে-আরবা প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, চলনে ও নামাজে স্ত্রী লোকের পদদ্বয় আওরত তথা পর্দাস্থানের মধ্যে গণ্য নহে, কিন্তু জওহারাতুন-নাইয়ারার মর্মে সকল সময়ে অন্যকে দেখান হারাম।

প্রকাশ থাকে যে, দুররুল-মোখতার, গায়াতুল-আওতার মোলতাকাল আবহুর কিতাবে আছে, যুবতী স্ত্রী লোকের মুখমন্ডল যদিও আওরত নহে, তবুও লোকের দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া চলিবে। কারণ, দর্শনে ফেতনা জন্মিবার আশংকা। শামী কিতাবে লিখিত আছে- বৃদ্ধা স্ত্রী লোকেও বর্তমান জামানায় মুখ ঢাকিয়া চলিবে, কারণ ফেতনার আশংকা আছে। শামী কিতাবের প্রথম খন্ডে লিখিত আছে, বিচারার্থে কাজীর দেখা আবশ্যক ও বিবাহ করিবার বিশেষ মতলবে স্ত্রী লোকের মুখমণ্ডল দেখা জায়েজ আছে। স্ত্রী লোকের পর্দাস্থানে পীড়া জন্মিলে দেখার আবশ্যক হইলে যেটুকু স্থান দেখান বিশেষ প্রয়োজন ততটুকু মাত্র দেখান জায়েজ আছে।

(ঘ) বান্দীর পেট ও পিঠ লজ্জাস্থানের মধ্যে ধরিতে হইবে। অন্যান্য স্থান পুরুষের ন্যায় ঢাকা ফরজ। বান্দী চারি প্রকার, যথা- মুদাব্বার, ওম্মে ওলাদ, মোকাতাব, মোস্তাছয়াত।

প্রশ্নঃ- হুজুর! গায়াতুল আওতার হইতে প্রকাশ করিলেন যে, হাতলীর পিঠ পার্শ্ব নাকি আওরত ও নামাজের মধ্যে ঢাকা ফরজ এবং ইহার মধ্যে মতভেদ আছে তাহা কিরূপ, জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! শরহে-মুনিয়া, দুররুল হেকাম, মোহিত, হেলিয়া শরহালালিয়া প্রভৃতি কিতাবে হাতলীর পৃষ্ঠ পার্শ্ব আওরত নহে (ঢাকা ফরজ নহে) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে (১) দুররুল মোখতার, (২) জওহারাতুন নাইয়ারা, (৩) শামী, (৪) বাহরুর রায়েক, (৫) তাবিনুল হাকায়েকের হাশিয়া, (৬) মুলতাকাল আবহুর, (৭) মাজমাউর আনহুর, (৮) কবিরী, (৯) হাশিয়ায়ে তাহতাবী, (১০) কাফী প্রভৃতি কিতাবে আছে, নামাজের মধ্যে জাহের রেওয়ায়েত মতে স্ত্রীলোকের হাতলীর পৃষ্ঠ পার্শ্ব আওরত অর্থাৎ ঢাকা ফরজ লিখিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- হুজুর! কাফ (হাতলী) শব্দের আভিধানিক অর্থে হাতের পেট ও পিঠ উভয় পার্শ্ব হাতলী বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহা সত্ত্বেও যে ১০টি কিতাব উল্লেখ করিয়া বলিলেন- হাতলীর পিঠ পার্শ্ব নামাজে আওরত (ঢাকা ফরজ) ইহার তাৎপর্য কি ও কোন্ মত আমল করিব?

উত্তরঃ- বৎস! 'শামী' কিতাবে লিখিয়াছেন- "কাফ" (হাতলী) এর ওরফী প্রচলিত অর্থে হাতের পেট ও পার্শ্ব বুঝায়; ইহা ব্যতীত এস্তেমালী (ব্যবহার্য মতেও হাতের বুক পার্শ্বই হাতলী (কাফ) বলিয়া প্রমাণিত হয়; এই জাহের রেওয়ায়েতই গ্রহণীয় স্মরণ রাখিবে। এইজন্যই হাতলীর পিঠ পার্শ্বকে আওরত বলিয়া স্ত্রীলোকের নামাজের মধ্যে ঢাকা ফরজ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে মতভেদ নহে, কারণ কিতাবের মতনে (আসল) সকল কিতাবে "কাফ" (হাতলী) আওরত নহে লিখিয়াছে বটে, কিন্তু ব্যাখ্যায় মতভেদ ঘটিয়াছে; এমনস্থলে যে মত আমল করিলে নামাজে কোন সন্দেহ থাকে না, সেই মত আমল করা আমাদের কর্তব্য। সুতরাং স্ত্রীলোকের হাতলীর পিঠ পার্শ্ব ঢাকিয়া নামাজ পড়া কর্তব্য।

প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক স্ত্রীলোককে বলিয়া দিবে যেন নামাজের সময় চাদর ব্যবহার করিয়া আওরত স্থান সমূহ ঢাকিয়া নামাজ পড়ে ও নিজ নিজ পরিবারবর্গকে চাদর ব্যবহার করাইয়া নামাজ পড়িতে শিক্ষা দিবে। তদনিমিত্ত চাদর সুন্নত বটে কিন্তু পর্দাস্থান ঢাকনার্থে ওয়াজিব।

দ্রষ্টবঃ- (১) যে বান্দীকে মনিব হুকুম দিয়া রাখিয়াছেন যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আজাদ (মুক্ত) হইবে এইরূপ বান্দীকে মোদাব্বার বলে। (২) যে বন্দীর গর্ভে মনিবের সন্তান হইয়াছে, তাহাকে ওম্মেওয়ালাদ বলে। (৩) মনিব যদি কোন বান্দীকে চুক্তি করিয়া রাখেন যে, বান্দী মবলগ এত টাকা দিলে মুক্ত হইবে, তবে সেই বান্দীকে মোকাতাবা বলে। (৪) যে বান্দীর কতকাংশ মুক্ত হইয়াছে, বাকী অংশ মুক্তির জন্য টাকার যোগাড়ে আছে, সেই বান্দীকে মোস্তাছয়াত বলে। প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত বান্দীগণের পর্দার একই হুকুম।

খোনছায়ে-মশ্‌কিল অর্থাৎ উভয় লিঙ্গধারী লোকের আওরত ঢাকার দুইটি নীতি আছে যথা (১) উভয় লিঙ্গধারী আজাদ হইলে স্ত্রীলোকের ন্যায় আওরত ঢাকা বিধি। (২) গোলাম হইলে বান্দীর আওরত ঢাকার ন্যায় আওরত ঢাকিবে।

পুরুষ ও স্ত্রীলোক কিরূপে আওরত ঢাকিয়া নামাজ পড়িবে তাহার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! পুরুষের আওরত ঢাকা সম্বন্ধে কতক মাসয়ালা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছেঃ-

(১) পুরুষের তিন কাপড়, যথা- কোর্তা, ইজার ও পাগড়ী পরিধান করিয়া নামাজ পড়া মোস্তাহাব।

জামেউর রুমুজ কিতাবে লিখিত আছে, দুই কাপড় অর্থাৎ ইজার ও পিরহান পরিধান করিয়া নামাজ পড়া সুন্নত, শুধু ইজার পরিধান করিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ।

২। যদি কোন পুরুষ অন্য কাপড়ের অভাবে একখানা কাপড় দ্বারা সম্পূর্ণ শরীর ও মাথা ঢাকিয়া নামাজ পড়িতে পারে, তবে নামাজ মাকরূহ হইবে না। (আলমগীরি)।

৩। অন্য কাপড়ের অভাবে দুইজন পুরুষ এক কাপড়ে দুই পার্শ্ব দুইজনে পরিধান করিয়া নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে।

৪। লম্বা কাপড়ের এক পার্শ্ব পরিধান করিয়া অপর পার্শ্বদ্বারা পার্শ্বস্থিত নিদ্রিত উলঙ্গ ব্যক্তিকে ঢাকিয়া নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে।

৫। কাপড়হীন ব্যক্তি যদি এমন কাপড় পায় যে, তদ্বারা তাহার সর্বছোট লজ্জাস্থান অঙ্গটি ঢাকিতে পারে, তবে তাহাই ঢাকিয়া নামাজ পড়িবে; নচেৎ নামাজ হইবে না। (আলমগীরি)

গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে, মলদ্বার ও প্রস্রাব দ্বারের একটি ঢাকা যায়, এমন পরিমাণ কাপড় পাইলে প্রস্রাব দ্বার ঢাকিয়া নামাজ পড়িবে; যদি ইশারা করতঃ নামাজ পড়ে অথবা যদি রুকু ও সিজদা করিয়া নামাজ পড়ে, তবে তাহাতে মতভেদ আছে, কিন্তু মলদ্বার ঢাকিয়া পড়ার নীতিটি প্রধান।

৬। কাপড়হীন ব্যক্তি যদি সামান্য কাপড় কিংবা অন্য দ্রব্য পায় তদ্বারা মলদার ও প্রস্রাবদ্বার ঢাকিতে পারে তবে উভয় মোকাম ঢাকিয়া নামাজ পড়িবে। (আলমগীরি)

৭। কাপড়হীন ব্যক্তি যদি গাছের পাতা, চাটাই বা যে কোন বিছানা দ্বারা লজ্জাস্থান ঢাকিয়া নামাজ পড়িতে সক্ষম হয়, তবে ঢাকিয়া নামাজ পড়িবে; কিছু না মিলিলে কাদা মাটি দ্বারা পারিলে মাত্র লিঙ্গ ঢাকিয়া নামাজ পড়িবে। (আলমগীরি)

৮। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, যেরূপ কাপড় পরিধান করিলে শরীর দেখা যায় সেরূপ পাতলা কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়িলে স্ত্রী-পুরুষ কাহারও নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

৯। যদি কেহ কাপড় পরিধান না করিয়া শুধু কোর্তা পরিয়া নামাজ আরম্ভ করে কিংবা পড়ে, এমতাবস্থায় যদি অন্য কেহ কোর্তার নিম্নদিয়া দৃষ্টি করিয়া লজ্জাস্থান দেখিতে পায়, তবুও নামাজ ীর নামাজ ভঙ্গ হইবে না। (আলমগীরি)

১০। যদি নামাজীর কোন লজ্জাস্থান যাহা ঢাকা ফরজ হঠাৎ উলঙ্গ হইয়া পড়ে, আর যদি সে অতি সত্বর উহা ঢাকিয়া ফেলে, তবে নামাজ ভঙ্গ হইবে না। (যদিও অধিক পরিমাণ স্থান উলঙ্গ হয়); কিন্তু এক রোকন আদায় করিতে যত সময় লাগে, ততটা সময় উলঙ্গ থাকিলে নামাজ ভঙ্গ হইবে। (কবিরী) স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই এক হুকুম।

১১। কাপড়হীন ব্যক্তি নিকটস্থ অন্য লোকের নিকট কাপড় চাহিবে; না দিলে উলঙ্গ হইয়া নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের এক হুকুম।

১২। কাপড়হীন ব্যক্তির যদি আশা থাকে যে কিছুক্ষণ পরে কাপড় পাইবে তবে নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করিয়া নামাজ পড়িবে। (আলমগীরি) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের এক হুকুম।

১৩। যদি উলঙ্গ ব্যক্তি নামাজ আরম্ভের পর কাপড় পায়, তবে নামাজ ত্যাগ করিয়া ঐ কাপড় পরিধান করতঃ নামাজ পড়িবে। (আলমগীরি) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের এক হুকুম।

১৪। আলমগীরি কিতাবে আছে, ক্ষুদ্রতম লজ্জাস্থানের চতুর্থাংশ পরিমাণ আবৃত করার কাপড় পাওয়া সত্ত্বে উলঙ্গ অবস্থায় পরিস্কার পানিতে নামিয়া নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে না; কিন্তু ঘোলা পানিতে নামিয়া নামাজ পড়িলে হইবে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের এক হুকুম। শামী কিতাবে লিখিত আছে, মুখমণ্ডল ঘোলা পানির উপরি ভাগে রাখিয়া ইশারায় রুকু সিজদা করতঃ নামাজ আদায় করিবে। পানিতে মাথা ডুবাইয়া নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

১৫। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে, যদি লজ্জাস্থান ঢাকিতে কোন প্রকার দ্রব্য না পায় তবে পরিষ্কার পানি হইলেও নামিয়া নামাজ পড়িবে; কেননা, কিছু ছাপান হইবে।

১৬। যদি কেহ কাপড় থাকা সত্ত্বে কিংবা পরিধান করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বে অন্ধকারে উলঙ্গ হইয়া নামাজ পড়ে তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (মুনিয়া) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের এক হুকুম।

স্ত্রীলোকের আওরত ঢাকিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! পুরুষদের সম্বন্ধে যে সকল মাসয়ালা পাইলাম তাহাতে বিশেষ জ্ঞান হইল; স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিলে সুখী হইব।

উত্তরঃ- বৎস! স্মরণ রাখিবে, (১) আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, স্ত্রীলোকেরও তিন কাপড়, যথা-ইজার, পিরহান ও রুমাল পরিধান করিয়া নামাজ পড়া মোস্তাহাব।

২। স্ত্রীলোক একখানা কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়িলে হইবে না; কিন্তু যদি এক কাপড় এমন পেঁচাইয়া পরিধান করিতে পারে যে, সমস্ত শরীর ও মাথা ঢাকিয়া যায় তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

জামেউর রুমুজ কিতাবে এই তিন কাপড় দ্বারা নামাজ পড়া সুন্নত লিখিয়াছেন। মোটা চাদর ও উড়নি দ্বারা নামাজ আদায় করিলেও শুদ্ধ হইবে; কিন্তু সুন্নত আদায় হইবে না।

৩। যদি কোন স্ত্রীলোকের এরূপ একখানা কাপড় থাকে যে, তাহার শরীর ঢাকিয়া মাথার এক চতুর্থাংশ ঢাকিতে পারে, তবে এমতাবস্থায় মাথা খোলা রাখিয়া নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে না। যদি শরীর ঢাকিয়া মাথার এক চতুর্থাংশও ঢাকিতে না পারে, তবে মাথা খোলা রাখিয়া নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে; কিন্তু যতটুকু ঢাকিতে পারে, ততটুকু ঢাকিয়া নামাজ পড়া ভাল। (আলমগীরি)

৪। যদি কোন স্ত্রীলোকের এমন একখানা মাত্র কাপড় থাকে, যাহা পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িলে ফরজ ভঙ্গ হয়, এমনস্থলে বসিয়া নামাজ পড়িবে। (আলমগীরি)

৫। যদি কোন স্ত্রীলোকের এক কাপড় ভিন্ন অন্য কাপড় না থাকে, আর সেই কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়িলে যদি সিজদার সময় এমন উলঙ্গ হয় যে, তাহাতে নামাজ ভঙ্গ হয় তবে এমতাবস্থায় শুধু ইশারায় সিজদাহ করিবে, বাকী নামাজ যথারীতি আদায় করিবে। (আলমগীরি)

৬। যদি কোন স্ত্রীলোক ভাল কাপড় থাকা সত্ত্বেও ফাটা ও ছেড়া কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়ে, আর যদি স্ত্রীলোকটির চুলের কতকাংশ, রাণ ও নলার কতকাংশ উলঙ্গ থাকে, তবে এমনস্থলে দেখিতে হইবে সম্পূর্ণ স্থান একত্র করিলে যদি নলার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ হয়, তবে নামাজ ভঙ্গ হইবে, নচেৎ হইবে না। (মুনিয়া)

নামাজের মধ্যে যে স্থান ঢাকা ফরজ, তাহার কয়েক স্থানের কিছু কিছু অনাবৃত হইয়া গেলে যদি ঐ অনাবৃত স্থানসমূহ মিলাইয়া উহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট অঙ্গের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ হয়, তবে নামাজ ভঙ্গ হইবে, নচেৎ হইবে না। (মুনিয়া)

নামাজের মধ্যে যে স্থান ঢাকা ফরজ, তাহার কয়েক স্থানের কিছু কিছু অনাবৃত হইয়া গেলে যদি ঐ অনাবৃত স্থানসমূহ মিলাইয়া উহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট অঙ্গের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ হয়, তবে নামাজ ফাসেদ হইবে। (শামী)

৭। স্ত্রীলোকের নামাজের মধ্যে ছাক্ (পায়ের নলার) এক-চতুর্থাংশ কাপড়ের বাহির হইলে নামাজ ভঙ্গ হইবে; ঐরূপে নামাজ পড়িয়া থাকিলে নামাজ দোহরাইতে হইবে। (মুনিয়া)

৮। স্ত্রীলোকের নামাজের মধ্যে যদি কোন প্রকারে প্রস্রাবদ্বার বা মলদ্বারের এক চতুর্থাংশ উলঙ্গ হইয়া যায়, তবে তাহার নামাজ ভঙ্গ হইবে; পুরুষেরও ঐ হুকুম। প্রকাশ থাকে যে, চোতরদ্বয় ও মলদ্বার তিনটি পৃথক অঙ্গ ধরিতে হইবে। (মুনিয়া)

৯। মেয়েলোকের স্তনদ্বয় যাবৎ বুকের সমান থাকিবে, সে পর্যন্ত বুককে এক অঙ্গ বলিয়া ধরিতে হইবে; যখন স্তনদ্বয় বুকের চেয়ে উঁচু হইবে তখনই স্তনদ্বয়কে দুইটি অঙ্গ ধরিতে হইবে। অতএব যে কোন স্তনের এক চতুর্থাংশ উলঙ্গ হইলেও নামাজ ভঙ্গ হইবে। (মুনিয়া)

১০। নামাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের দোলায়মান চুলের এক-চতুর্থাংশ কাপড়ের বাহির হইলে নামাজ হইবে না। (মুনিয়া)

গায়াতুল আওতার কিতাবের মর্মে প্রকাশ হয় যে, যদি কোন স্ত্রীলোকের চুল খাটো বা ছোট থাকে, কিংবা খোপা বাঁধা থাকে, তবে উহার এক চতুর্থাংশ কাপড়ের বাহির হইলেও নামাজ হইবে না।

যে কোন কর্ণের এক-চতুর্থাংশ কাপড়ের বাহিরে বাহির হইলেও মেয়েলোকের নামাজ হইবে না। প্রকাশ থাকে যে, মেয়েলোকের দুইটি কর্ণের পৃথক দুইটি অঙ্গ ধরিতে হইবে। (আলমগীরি)

১১। যদি কেহ লজ্জাস্থানের এক-চতুর্থাংশ খোলা অবস্থায় নামাজ আরম্ভ করতঃ অনতিবিলম্বে ঢাকিয়া ফেলে, তবুও তাহার নামাজ আরম্ভ করা শুদ্ধ হইবে না; এমনকি এক রোকন আদায় করিতে যে সময় লাগে তাহার কম সময় খোলা থাকিলেও নামাজের শুরু শুদ্ধ নহে। পুনরায় নূতনভাবে নামাজ আরম্ভ করিবে। ছুব্হানাল্লাহ, ছুবহানাল্লাহ, ছুবহানাল্লাহ এই তিন তসবীহ বলিতে যত সময় লাগে, তত সময় রোকনের পরিমাণ।

১২। স্ত্রীলোকের স্বর আওরত কি না, তাহাতে মতভেদ আছে। কাফী, মোহিত, ফতহোল কাদির প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, স্ত্রীলোকের স্বর আওরত, কিন্তু দবুরুল মোখতার, দুররুল মুনতাকা কিতাবে লিখিয়াছে যে, স্ত্রীলোকের স্বর আওরত নহে; ইহা মীমাংসাস্থলে হাশিয়ায়ে তাহতাবী, মুলতাকাল আবহুর, গায়াতুল আওতার কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায় যদিও স্ত্রীলোকের স্বর আওরত নহে, তবুও স্ত্রীলোকের স্বর উচ্চ করা হারাম; কারণ উহাতে ফেতনা পয়দা হইয়া থাকে।

স্ত্রী ও পুরুষের আওরত সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক মাসয়ালা

১। নামাজের মধ্যে থাকিয়া যদি কেহ পর্দা স্থানের কোন অঙ্গের এক-চতুর্থাংশ খুলিয়া ফেলে, তবে নামাজ ভঙ্গ হইবে। (গায়াতুল আওতার)

২। যদি কেহ শুধু কোর্তা পরিধান করিয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়া কোর্তার গলার ফাঁক দিয়া নিজ লজ্জাস্থান দেখে, তবে নামাজ ভঙ্গ হইবে না; কিন্তু মাকরূহ তাহরীমের গোনাহ হইবে।

৩। পুরুষের রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম; কিন্তু রেশমী কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়িলে মাকরূহ তাহরীমের গোনাহ হইবে। (গায়াতুল আওতার)

৪। কাপড় না থাকায় উলঙ্গ হইয়া নামাজ পড়িতে হইলে দুইটি নীতি আছে। (১) আত্তাহিয়্যাতের বৈঠকের ন্যায় বসিয়া ইশারায় রুকু ও সিজদা করিয়া নামাজ পড়িবে। (২) পদদ্বয় পশ্চিম দিকে বিস্তার করিয়া লজ্জাস্থানের উপর হাত রাখিয়া নামাজ পড়িবে।

করিবী কিতাবে দ্বিতীয় নীতিটি উত্তম বলিয়া লিখিয়াছেন, দুররুল মোখতার কিতাবে প্রথম নীতিটি প্রবল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; এমতাবস্থায় দুররুল মোখতার কিতাবের কওলই আমল করিবে। যেহেতু দুররুল মোখতার কিতাব কবিরী কিতাবের চেয়ে অগ্রগন্য।

৫। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, শরীরের চারিদিক হইতে ঢাকা ওয়াজিব; নিম্নদিক হইতে ঢাকা ওয়াজিব নহে। (ক) শামী কিতাবে লিখিত আছে, উলঙ্গ অবস্থায় তাঁবুর মধ্যে, অন্ধকার ঘরে অথবা কোন থলির মধ্যে লুকাইয়াও যদি নামাজ পড়ে তবুও নামাজ হইবে না। এমনকি পীড়িতাবস্থায় উলঙ্গ হইয়া লেপের মধ্যে লুকাইয়া নামাজ পড়িলেও হইবে না। কিন্তু মাথা ও মুখমন্ডল থলি কিংবা লেপের বাহিরে থাকিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে।

৬। নিজের লজ্জাস্থানসমূহ নামাজের মধ্যে দেখিলে হারাম হইবে না। কিন্তু উহা আদবের খেলাফ। (গায়াতুল আওতার)

৭। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে, যতদূর ঢাকা ফরজ তাহার কতকাংশ যদি উলঙ্গ থাকে তবে তাহা একত্রে যদি একটি কর্ণের একচতুর্থাংশ হয় তবে নামাজ ভংগ হইবে।

জায়ে পাক অর্থাৎ যে স্থানে নামাজ পড়িবে তাহার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজের মধ্যে যে স্থান পাক হওয়া ফরজ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কতক মাসয়ালা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! নামাজের স্থান সম্বন্ধে বহু মাসয়ালা আছে তন্মধ্যে কতক বলিতেছি, স্মরণ রাখিবে।

১। পবিত্র স্থানে নামাজ পড়িবে। (আলমগীরি)

২। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, যদি কোন ব্যক্তির প্রত্যেক পায়ের নীচে দিরহাম-শরয়ীর কম স্থান নাপাক থাকে, তবে পদদ্বয়ের নিম্নের নাপাক একত্র করিলে যদি দিরহাম শরয়ীর বেশী পরিমাণ নাপাক হয়, তবে সে অবস্থায় নামাজ জায়েজ হইবে না।

৩। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায়, নামাজীর কাপড়ে দিরহাম শরয়ীর কম ও

পদদ্বয়ের নীচে একত্রে দিরহাম-শরয়ীর কম নাপাক থাকিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে; পদদ্বয় ও সিজদার স্থানের নাপাক একত্রে দিরহাম শরয়ীর বেশী হইলে শুদ্ধ হইবে না।

৪। সিজদার অবস্থায় হাঁটুদ্বয় ও হস্তদ্বয়ের নীচে যদি নাপাক থাকে, তবে নামাজ শুদ্ধ না হওয়ার মধ্যে মতভেদ আছে; কিন্তু সহীহ রেওয়ায়েত মতে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি)

৫। যদি কেহ পবিত্র স্থানে নামাজে দাঁড়ায় ও নামাজের মধ্যে মুসল্লীর পা নাপাক স্থানে চলিয়া যায়, তবে ছোট এক রোকন পর্যন্ত ঐ নাপাক স্থানে পা থাকিলে নামাজ ভঙ্গ হইবে না। (আলমগীরি)।

প্রকাশ থাকে যে, ছোট রোকন তকবিরে তাহরীম, বড় রোকন কেয়াম।

৬। যদি এরূপ জায়গা থাকে যে, এক পা পাক স্থানে রাখিতে পারে, এমতাবস্থায় যদি নাপাক স্থানে পদদ্বয় রাখিয়া নামাজ পড়ে, তবে সহীহ কৌল মতে নামাজ হইবে না। যদি এক পা পাক স্থানে রাখিয়া নামাজ পড়ে, অন্য পা উঠাইয়া রাখে, নাপাক স্থানে না রাখে, তবে শুদ্ধ হইবে (আলমগীরি)

৭। যদি কোন বড় কি ছোট বিছানার কোন স্থানে নাপাক থাকে, আর পদদ্বয় ও সিজদা করিবার স্থান পাক থাকে, তবে এমন অবস্থায় নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

৮। বিছানার কোন্ স্থানে নাপাক লাগিয়াছে, যদি ঐ নাপাক স্থান ঠিক না পায়, তবে বিশেষ অনুভব করিয়া দেখিবে, যে স্থান পাক বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তবে তাহার উপর নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে। এই মতই মতভেদ শূণ্য। (আলমগীরি)

৯। নামাজের দোপাল্লা বিছানার মধ্যভাগে বা দ্বিতীয় পাল্লার নীচ ভাগে নাপাক থাকিলে দেখিতে হইবে একত্রে সিলাই করা কিনা। যদি সিলাই করা হয় তবে তাহার উপর নামাজ পড়া শুদ্ধ হইবে না। আর যদি খোলা বা আলগা হয় তবে তাহার উপর নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে। এই মতই মতভেদ শুন্য।

১০। পাক স্থানে দাঁড়াইয়া নাপাক স্থানে সিজদা করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। যদি কোন নামাজী না জানিয়া নাপাক স্থানে সিজদা করা মাত্র পাক স্থানে কপাল দিয়া সিজদা করে, তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে। (মুনিয়া) ইহা ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) -এর মত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) -এর মতে ঐ অবস্থায় নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

১১। পোড়া ইট বা শুষ্ক ইটের উপরিভাগ পাক থাকিলে তাহার নীচে নাপাক থাকিলেও উপরে নামাজ পড়া শুদ্ধ হইবে। (মুনিয়া আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে গাঁথা ইট হইলেও ঐ হুকুম।

১২। যদি কোন নাপাক স্থানে মাটি বিছাইয়া নামাজ পড়ে, আর যদি তথা হইতে দুর্গন্ধ না আসে, তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে, নচেৎ হইবে না। (মুনিয়া)

১৩। নামাজীর সিজদা স্থানে নাপাক থাকিলে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে শুধু নাসিকা দ্বারা সিজদা করিবে বা কাপড় দ্বারা সিজদা করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। কিন্তু নাক ও কপাল দ্বারা সিজদা করিলে জায়েজ হইবে না। (আলমগীরি) কবিরী কিতাবে লিখিয়াছে যে, এমতাবস্থায় ইমাম সাহেবের সহীহ কৌল মতে শুধু কপাল দ্বারাই সিজদা করিতে হইবে।

নাসিকা দ্বারা করিলে হইবে না।

১৪। নামাজীর সিজদার স্থান যদি এমন হয় যে, নাসিকা পাক স্থানে রাখিতে পারে, তবে নাসিকা দ্বারা নামাজ পড়িবে। কপাল দ্বারা নয়। (আলমগীরি)

১৫। পাক স্থানে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলে সিজদার সময় যদি শরীরস্থ কাপড় শুক্না নাপাক জায়গায় বা কাপড়ের উপর শুষ্ক নাপাক পতিত হয়, তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

১৬। জুতা ও চামড়া নির্মিত মোজা পরিধান করিয়া নাপাক স্থানে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি) কিন্তু জুতা বা মোজা খুলিয়া তাহার উপর নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে।

১৭। যদি পাথরের চাক্কি (যাঁতার) বা কপাটের নীচে নাপাক থাকে তবে ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে উহার উপরে নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

১৮। নাপাক কাপড়ের উপর মাটির গুড়া বিছাইয়া তাহার উপর নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

১৯। আলমগীরি কিতাবে আছে, নাপাক স্থানে আস্তিন বিছাইয়া নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে না। প্রকাশ থাকে যে, পরিধানের বস্ত্রও নাপাক স্থানে রাখিয়া নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

যে সমস্ত স্থানে নামাজ পড়া মাক্রূহ

প্রশ্নঃ- হুজুর! কোন্ কোন্ স্থানে নামাজ পড়া মাকরূহ,? তাহার বিবরণ জানিতে বাসনা

উত্তরঃ- বৎস! যে যে স্থানে নামাজ পড়া মাকরূহ, তাহার কতক বলিতেছি, স্মরণ রাখিও। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে- (১) কাবাগৃহের উপর, (২) লোক চলাচলের রাস্তায়, (৩) যে স্থানে মানব ও পশুদের মল-মুত্র নিক্ষিপ্ত হয়, (৪) যে স্থানে জবেহ করা হয়, (৫) কবর স্থানে, (৬) গোসল করিবার স্থানে, (৭) হাম্মামে, (যে গোসলখানা পাকা বান্দান তথায়)। (৮) মাঠের নিম্নস্থানে, (৯) পশু পানি পান করিয়া বিশ্রাম করে সেই স্থানে, (১০) গরু ও গাধা যে স্থানে ঘুরিয়া চাকা বা কল ঘুরায় এমনস্থানে, (১১) পায়খানা ঘরের মধ্যে, (১২) পায়খানা ঘরের ছাদের উপর, (১৩) ময়লা চলিত পয়ঃপ্রণালীতে, (১৪) জুলুমি জমিতে, (১৫) অন্যের শস্য মাঠে, (১৬) মাঠের মধ্যে ছোতরা না গাড়িয়া।

প্রশ্নঃ- হুজুর! কাবা গৃহের উপর নামাজ পড়িলে মাকরূহ হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবে লিখিত আছে, আল্লাহর ঘরের উপর নামাজ পড়া আদবের খেলাফ ও বেতমিজি হয়, তজ্জন্যই মাকরূহ।

প্রশ্নঃ- হুজুর! রাস্তার উপর নামাজ পড়া মাকরূহ হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাব আছে, রাস্তা সর্বসাধারণের চলাচলের অধিকার, কাজেই তথায় নামাজ পড়িলে সাধারণের চলিতে বাঁধা হয় বলিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ।

প্রশ্নঃ- হুজুর! কবরস্থানে নামাজ পড়া মাকরূহ হইবার কারণ কি?

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবে লিখিত আছে, কবরস্থানে নামাজ পড়ার মধ্যে মতভেদ

আছে, কিন্তু পড়া মাকরূহ, তাহার দুইটি কারণ শ্রবণ কর। প্রথম কারণ- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, পুতুল পুজকগণ প্রথমেই মহাত্মাদিগের কবর পুজা করা আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া কবরস্থানে নামাজ পড়িলে তাহাদের অনুকরণ হয় বলিয়া মাকরূহ; ২য় কারণ, ইহুদিগণ কবর পূজা করে তন্নিমিত্তেও কবরের উপর নামাজ পড়া মাকরূহ। শামী কিতাবে লিখিত আছে, কবরস্থানের পার্শ্বে স্বতন্ত্র নামাজের ঘর থাকিলে তথায় নামাজ পড়া মাকরূহ নহে কিন্তু কবর যেন সম্মুখে না থাকে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! মাঠের নিম্ন অংশে নামাজ পড়া মাকরূহ কেন?

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, মাঠের চতুষ্পার্শ্ব ময়লা ইত্যাদি সাধারণতঃ ধৌত হইয়া নিম্ন অংশে পতিত হয় ও সর্বসাধারণে স্বভাবতঃ নিম্নাংশে ময়লা রাখে বলিয়া তথায় নামাজ পড়া মাকরূহ।

প্রশ্নঃ- হুজুর! গরু ও গাধা যে স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় এমন স্থানে নামাজ পড়া মাকরূহ কেন?

উত্তরঃ- বৎস! হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, গরু ও গাধা যে স্থানে প্রায় সর্বদা ঘুরিয়া থাকে তথায় বাহ্য প্রস্রাব করে বলিয়া সে স্থানে নামাজ পড়া মাকরূহ।

প্রশ্নঃ- হুজুর! পায়খানা ঘরের ছাদের উপর নামাজ পড়া মাকরূহ কেন?

উত্তরঃ- বৎস! হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, নামাজী মল-মুত্রের দুর্গন্ধ পাইতে পারে, তজ্জন্যই তথায় নামাজ পড়া মাকরূহ। ঐরূপ আস্তাবল, গরু ও গাধা ঘুমাইবার কলঘর, পশুশালা প্রভৃতি ঘরের ছাদের উপর নামাজ পড়া মাকরূহ।

প্রশ্নঃ- হুজুর! পূর্বে বলিয়াছেন, রাস্তা ও জুলুমী জমিতে নামাজ পড়া মাকরূহ। যদি রাস্তা ও জুলুমী জমি ব্যতীত অন্য জমিন না থাকে, তবে কোথায় নামাজ পড়িবে?

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবে লিখিত আছে, যদি হিন্দুর একখানা জমিন থাকে আর মুসলমানের একখানা জমি থাকে এমতস্থলে দেখিতে হইবে মুসলমানের জমিতে শস্য থাকে আর হিন্দুর জমিতে শস্য নাও থাকে, এমনস্থলে হিন্দুর জমিতে নামাজ না পড়িয়া রাস্তায় নামাজ পড়িবে। কেননা তথায় নামাজীর কিয়দংশ দাবী আছে। খানিয়া কিতাবে লিখিত আছে, হিন্দুর জমিতে নামাজ পড়িলে তাহারা সাধারণতঃ অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। যেহেতু মুসলমানের নামাজ হিন্দুরা ভাল জানে না। মসুলমানের শস্যক্ষেত্রে নামাজ পড়িলে শস্য নষ্ট হয়, তাহাতে জমিনের মালিকের মন অসন্তুষ্ট হইতে পারে, তজ্জন্যই তথায় নামাজ পড়া মাকরূহ। প্রকাশ থাকে যে, মাকরূহ স্থান ব্যতীত অন্য স্থান না থাকিলে ঐ স্থানেই নামাজ পড়িবে, নামাজ ছাড়িবে না।

কেবলামুখী হইয়া নামাজ পড়িবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজ পড়িবার কেবলা কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- বৎস! মুসলমান মাত্রেরই নামাজ পড়িবার সময় কাবাস্থিত স্থান সম্মুখ দিকে রাখাই নামাজের কেবলা। বিনা ওজরে কেবলার বিপরীত দিকে নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

প্রশ্নঃ- হুজুর! সকল নামাজই কি কাবামুখী হইয়া পড়িতে হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল, জানাজা

ইত্যাদি যেমন নামাজ ও সিজদায়ে তিলাওয়াত কেবলার বিপরীত দিকে আদায় করিলে শুদ্ধ হইবে না; জওহারাতুন-নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে, স্বেচ্ছায় বিনা ওজরে কাবার বিপরীত দিকে নামাজ পড়িলে কাফের হইবে।

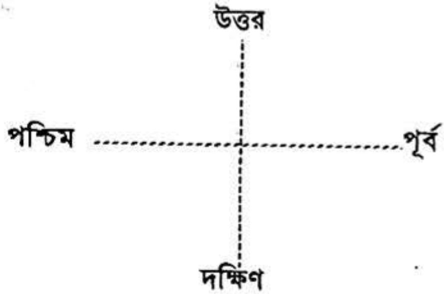
প্রশ্নঃ- হুজুর! কাবা শরীফের দিকে নামাজ পড়া সম্বন্ধে কতক মাসয়ালা জানিতে বাসনা।

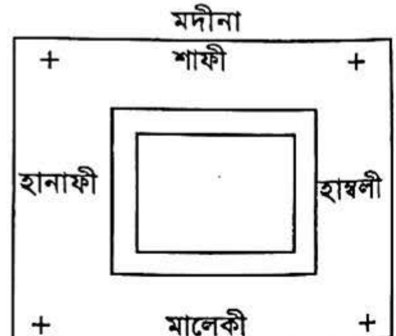
উত্তরঃ- বৎস! কাবার দিকে নামাজ পড়া সম্বন্ধে বহু মাসয়ালা জানা আবশ্যক, কাজেই নিম্নলিখিত মাসয়ালা সমূহ স্মরণ রাখিবে।

১। যদি কেহ মক্কা শহরের এমন কোন গৃহে বা স্থানে পর্দা বা দেয়ালের আড়ালে থাকিয়া নামাজ পড়ে যে, সম্মুখের ঐ পর্দা বা দেওয়াল উঠাইয়া ফেলিলে কাবা গৃহের কোন অংশ দেখা যায়, তবে এমনাবস্থায় পর্দা বা দেওয়ালের আড়ালে থাকিয়া নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে। কিন্তু কাবা সংলগ্ন হাতিম নামক স্থানের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িলে নামাজ হইবে না। (আলমগীরি)

২। মক্কা শহরস্থ কোন ব্যক্তি যদি স্বাভাবিক পর্দার অন্তরালে, যেমন পাহাড়ের আড়ালে থাকিয়া নামাজ পড়ে তবে নামাজ হইবে; কিন্তু সম্মুখস্থ পাহাড়ের উপর নামাজ পড়া ভাল। (এনায়া)

৩। এনায়া, কাফি ও জামেউর-রুমুজ কিতাবে লিখিত আছে, কাবাগৃহের পার্শ্বস্থ মসজিদ; যাহাকে প্রকাশ্য হেরেম শরীফ বলা হয়, তথাকার লোকে কাবা সম্মুখে রাখিয়া নামাজ পড়িবে। মসজিদের চারিপার্শ্বের শহরস্থ লোকেরা মসজিদের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িবে। মক্কা শহরের চারি পার্শ্বের শহরস্থ লোকেরা মসজিদের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িবে। মক্কা শহরের চারি পার্শ্বের লোকে মক্কা শহরের দিকে মুখ রাখিয়া নামাজ পড়িবে। আরব দেশের চারি পার্শ্বস্থ লোকেরা মক্কা শরীফের দিকে মুখ রাখিয়া নামাজ পড়িবে। তাবিনুল হাকায়েক ও জামেউর রুমুজ কিতাবে লিখিত আছে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) প্রকাশ করিয়াছেন, মক্কা শরীফের পূর্ব পার্শ্বের লোক পশ্চিম দিকে, পশ্চিম পার্শ্বের লোক পূর্ব দিকে, উত্তর পার্শ্বের লোক দক্ষিণ দিকে, দক্ষিণ পার্শ্বের লোক উত্তর দিকে নামাজ পড়িবে।





৪। মানবের কেবলা কাবা শরীফ, ফেরেশতার কেবলা বায়তুল মামুর, কাররুবিয়ান ফেরেশ্তাদের কেবলা কুরছি, আরশে আজিমধারী ফেরেশতাদের কেবলা আরশে-আজিম। ফলকথা, উক্ত সকলের মূল উদ্দেশ্য পরম কারুণিক আল্লাহ তায়ালাকে সিজদাহ করা। (দুররুল হেকাম)

৫। মক্কা শরীফের পূর্ব পার্শ্বের দেশসমূহের লোকেরা নিম্নরূপে কেবলা নির্ণয় করিবে। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে যে যে স্থানে সূর্য অস্ত হয়, এ দুই স্থানের মধ্যবর্তী স্থানকে সম তিনভাগে বিভক্ত করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে একভাগ রাখিয়া উত্তর পার্শ্বে দুই ভাগ বাদ দিয়া যে স্থানটি পাওয়া যায় সেই স্থান সম্মুখে রাখিয়া নামাজ পড়া মোস্তাহাব। শীত গ্রীষ্মের সূর্যাস্ত স্থানের মধ্যবর্তী কোন দিকে পড়িলেও জায়েজ হইবে। (বাহরুর রায়েকের হাশিয়া)

এই মাসয়ালায় যে মোস্তাহাব কেবলা নির্ণয় হইয়াছে, উহা কাবা শরীফ হইতে পূর্ব দিকে অবস্থিত দেশের অধিবাসীদের জন্য, যেমন সমরকন্দ ইত্যাদি । কিন্তু মানচিত্রের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের বাংলাদেশ হইতে মক্কা শরীফ সোজাসোজিভাবে পশ্চিম দিকে অবস্থিত; সুতরাং আমাদের দেশ হইতে সোজাসোজি নামাজ পড়িলেই মোস্তাহাব কেবলা হইবে।

৬। দুররুল হেকাম কিতাবে লিখিত আছে, কেবলার সম্পূর্ণ বিপরীত (কাবার পশ্চিমের লোক পশ্চিম দিকে বা উত্তর দক্ষিণ দিকে) নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। কিন্তু কাবা শরীফের দিক কিছু অংশ সম্মুখে থাকিলেও নামাজ শুদ্ধ হইবে।

৭। কাফী, এনায়া, কবিরী, জওহারাতুন নাইয়ারা, বাহরুর রায়েক প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, সহীহ রেওয়ায়েত মতে নামাজ পড়িবার জন্য কেবলার নিয়ত করা কোন শর্ত নহে। কেবলার দিকে মুখ রাখিয়া নামাজ পড়া শর্ত। কাফী ও এনায়া কিতাবে আছে, অজু করা নামাজের শর্ত, কিন্তু অজুর নিয়ত করা অজুর শর্ত নহে, তদ্রূপ নামাজে কেবলাদিকে মুখ রাখিয়া নামাজ পড়া শর্ত, কিন্তু কেবলার নিয়ত করা শর্ত নহে।

৮। যদি কোন ব্যক্তি কাবাগৃহের চেয়ে উচ্চস্থানে টিলা, (পাহাড়ে) নামাজ পড়ে বা মাটির নীচে গর্ত কাটিয়া অতি নিম্ন স্থানে নামাজ পড়ে, তবুও কেবলার দিকে নামাজ পড়িতে হইবে। কারণ, কাবা গৃহটি আমাদের কেবলা নহে, কাবার ঘর যে স্থানে স্থাপিত, সেই স্থানই আমাদের কেবলা। ঐ কাবা উর্ধ্বে আরশ পর্যন্ত ও নিম্নে পাতাল পর্যন্ত ধরিতে হইবে। (আলমগীরি)

৯। কাবাগৃহের উপরে বা মধ্যে যদি কেহ নামাজ পড়ে, তবে যে দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়ুক, তাহার নামাজ হইবে। দেওয়ালের উপর দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িলে ছাদের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতে হইবে, নচেৎ হইবে না। (আলমগীরি)

১০। শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, শহরে বা গ্রামে উপস্থিত হইয়া যদি কেবলা ঠিক না পায়, তবে পুরাতন মসজিদের মেহরাব দেখিয়া কেবলা ঠিক করিবে। যদি মসজিদ না থাকে, তবে বিশ্বাসী মুসলমানের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে, যদি লোক না পায় তবে আকাশের তারা, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদি দেখিয়া কেবলা ঠিক করিবে। যদি তাহাও দৃষ্ট না হয়, তবে অনুমান করতঃ কেবলা ঠিক করিয়া লইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য- শামী কিতাবে লিখিত আছে- নাবালেগ, পাগল, ফাসেক ও যাহারা দিক নির্ণয় করিতে অজ্ঞ, এমন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে না। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, নিকটের লোকের নিকট কেবলার দিকে জিজ্ঞাসা করা শর্ত। নিকট বলিতে উচ্চরবে ডাকিলে যতদূর শব্দ যায় ততদূরকে বলে। শামী কিতাবে লিখিত আছে, যতদূর উচ্চ স্বর যায়, তত দূরস্থ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে, গ্রামে বা দ্বারে দ্বারে যাইয়া জিজ্ঞাসা করা ওয়াজিব নহে।

১১। শামী কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেবলা ঠিক পাইবার অন্য কোন উপায় না থাকে ও তথায় মোছাফের লোক থাকে, তাহারা যদি কাবা ঠিক করিয়া বলে, তবুও নিজে নিজে অনুমান করিবে। যে দিকে নিজের দৃঢ় বিশ্বাস হইবে, সেই দিকে নামাজ পড়িবে। যদি ঐ মোসাফের তথায় যাতায়াত করিতে করিতে কেবলার দিক নিশ্চিত জানে বলিয়া বোধ হয় ও তাহাদিগকে নিজের চেয়ে দিক নির্ণয় বিদ্যায় পটু বলিয়া বোধ হয়, তবে নিজের অনুমান ত্যাগ করিয়া ঐ মোসাফেরদের বর্ণিত দিকে নামাজ পড়িবে।

১২। শামী কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেবলা ঠিক না পায় ও নিটকস্থ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে কেবলা বলিয়া না দেয়, তবে নিজে অনুমান করিয়া নামাজ পড়িবে; পড়ার পর যদি নিকটের লোক কেবলা নির্ণয় করিয়া দেয়, তাহা হইলে ঐ নামাজ পুনঃ পড়িতে হইবে না যদি নিকটস্থ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজে কেবলা অনুমান করিয়া নামাজ পড়ে ও ঐ নামাজ কেবলাদিকে পড়া হইলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। যদি জানিতে পারে যে কিবলার দিক পড়া হয় নাই তবে ঐ নামাজ বাতিল। অন্ধ লোকেরও নিকটস্থ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া নামাজ পড়িলে ঐ হুকুম।

১৩। চন্দ্র, সূর্য উদয় অস্ত নির্ণয় করিতে জানি না, এই ওজর দর্শাইয়া অনুমান করিয়া কেবলা নির্ণয় করতঃ নামাজ পড়িলে কেবলার দিকে নামাজ পড়া না হইলে ঐ নামাজ বাতিল। কারণ চন্দ্র, সূর্য উদয় অস্ত স্থান নির্ণয়ে মূর্খতার ওজর ধর্তব্য হইবে না। নক্ষত্রাদি দৃষ্টি দ্বারা কেবলা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া অনুমান করিয়া নামাজ পড়িলে হইবে। কেননা এরূপ অবস্থা ওজর মধ্যে গণ্য করা যায়।

১৪। যদি কেহ কোনরূপে দিক নির্ণয় করিতে না পারিয়া অনুমান করতঃ কাবার দিকে নামাজ পড়িতে থাকে এবং নামাজের মধ্যে অন্য দিকে কাবা বলিয়া জানিতে পারে, তবে নামাজের মধ্যেই ঘুরিয়া কেবলাদিকে ফিরিয়া বাকি নামাজ পড়িবে। (আলমগীরি)

দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, ছোহ-সিজদার মধ্যেও যদি অন্যদিক কাবা বলিয়া জানিতে পারে, তবে অমনি কাবার দিকে ফিরিয়া সিজদা আদায় করিতে হইবে। যদি ঐরূপ ধারণার পর এক রোকন আদায় করিবার সময় পরিমাণ বিলম্ব করে, তবে নামাজ ভঙ্গ হইবে।

১৫। যদি কেহ কাবা ঠিক না পাইয়া অনুমান করতঃ কাবা ঠিক করিয়া সেই দিকে না পড়িয়া অন্য দিকে নামাজ পড়ে এমতাবস্থায় সেই নামাজ যদি পশ্চিম দিকেও পড়া হইয়া থাকে, তবুও ঐ নামাজ পুনঃ পড়িতে হইবে। (আলমগীরি) খানিয়া কিতাবে হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) হইতে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ঐ নামাজ শুদ্ধ হইবে না। বরং কাফের হইবার আশঙ্কা আছে।

১৬। কেহ অনুমান করিয়া কাবা দিক ঠিক করিয়া নামাজ পড়িল, নামাজান্তে সন্দেহ হইল যে, কাবামুখী নামাজ হইল কিনা? এমতাবস্থায় নামাজ শুদ্ধ হইয়াছে; যদি বিশেষ সন্দেহ হয় যে, কাবা দিকে নামাজ পড়া হয় নাই, তবে পুনঃ ঐ নামাজ পড়িতে হইবে।

১৭। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, যদি কেহ কোন স্থানে কেবলা ঠিক করিয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়া জানিতে পারে যে, আমার নামাজ কেবলাদিকে আরম্ভ করা হয় নাই তবে এমনস্থলে নামাজ ত্যাগ করিয়া পুনঃ কেবলা দিকে নামাজ আরম্ভ করিবে। যদি নামাজের

মধ্যে বিশেষ বোধগম্য হয় যে কিবলার দিকে নামাজ আরম্ভ হইয়াছে এই কথার মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু ছহীহ কওল মতে নামাজ শুদ্ধ হইবে।

১৮। যদি কোন ব্যক্তি এমন স্থানে উপস্থিত হয় যে, কোন প্রকারে কেবলা ঠিক করিতে না পারে এবং অনুমান দ্বারাও ঠিক করিতে না পারে, তবে এমনস্থলে নামাজ আদায়ের ৩টি নীতি আছে। গায়াতুল-আওতার কিতাবে লিখিত আছে- (১) ঐরূপ স্থলে যতক্ষণ পর্যন্ত কেবলা নির্ণয় না হইবে; ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজ পড়িবে না। (২) ঐরূপ সন্দেহ স্থলে চারিদিকে চারিবার নামাজ পড়িবে। (৩) চাই কেবলা ঠিক না পাওয়া পর্যন্ত নামাজ না পড়িয়া বিলম্ব করে বা চারিদিকে চারিবার নামাজ পড়িয়া আদায় করে। উক্ত নীতিত্রয় সম্বন্ধে দুররুল মোখতার, কবিরী ও আলমগীরি প্রভৃতি কিতাবে প্রকাশ আছে যে, উক্ত প্রকাশিত দ্বিতীয় নীতিটি আমল করা উত্তম।

১৯। যদি কোন ব্যক্তির কেবলা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় ও বিশেষরূপে চিন্তা না করিয়া নামাজ আরম্ভ করে, আর নামাজের মধ্যে যদি সন্দেহ দূর হইয়া যায় বা কেবলা দিকে আরম্ভ করা হয় নাই বলিয়া বুঝিতে পারে, তবে উভয় অবস্থায়ই নামাজ ছাড়িয়া দিয়া পুনঃ পড়িতে হইবে। নামাজ আদায় করিয়া যদি সন্দেহ ভাজন হয় যে, কেবলার বিপরীত দিকে পড়িয়াছে বা কেবলা নির্ণয় করিতে পারিল না, তাহা হইলে পুনঃ ঐ নামাজ আদায় করিবে। (আলমগীরি) কেননা দুররুল-মোখতার কিতাবে আছে, দিক নির্ণয় করিতে না পারিলে তাহার্‌রী (অনুমান) করিয়া দিক নির্ণয় করতঃ নামাজ পড়া ফরজ। কিন্তু এস্থলে যে তাহার্‌রী করিয়া নামাজ আরম্ভ করিয়াছিলনা বলিয়া নামাজ দোহরাইতে হইবে।

২০। জনশুন্য মাঠে যদি কেবলার দিক নির্ণয় না পাইয়া নক্ষত্রাদি দৃষ্টি করিয়া কেবলা ঠিক করিতে পারে, তবে এমন সক্ষম ব্যক্তি আকাশ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও নক্ষত্রাদি দর্শন করিয়া কেবলা ঠিক না করিয়া অনুমান করতঃ কেবলা ঠিক করিয়া নামাজ পড়ে, তবে তাহার নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি)

২১। দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, অন্ধকার রাত্রে মসজিদে প্রবেশ করিয়া কেবলা ঠিক না পাইলে, অনুমান করতঃ দিক নির্ণয় পূর্বক নামাজ পড়িবে। দেওয়াল হাতড়াইয়া বা গ্রামে গিয়া কেবলা নির্ণয় করা আবশ্যক নহে।

শামী কিতাবে লিখিয়াছেন, ঐরূপ অন্ধকারে মসজিদে প্রবেশ করিয়া দিক নির্ণয়ে অক্ষম হইলে যদি অন্ধকারের কষ্ট, সর্প, বিচ্ছু, বর্ষা ইত্যাদির কষ্টের আশঙ্কা থাকে তবে এমতাবস্থায় লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে না বা মসজিদের দেওয়াল হাতড়াইয়া দিক নির্ণয় করিবে না, তাহাররী অর্থাৎ অনুমান করিয়া নামাজ পড়িবে। নচেৎ জিজ্ঞাসা করিবে বা দেওয়াল হাতড়াইয়া দিক নির্ণয় করিবে। যদি ঐরূপ আশঙ্কাশূন্য মসজিদে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া ও দেওয়াল না হাতড়াইয়া অনুমান করিয়া নামাজ পড়ে, তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

২২। যদি কেহ দিক নির্ণয় করিতে না পারিয়া অনুমান করিয়া কেবলা নির্ণয় করিয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করে ও তাহার পিছনে যদি অন্য কেহ কেবলা নির্ণয় না করিয়া ঐ ইমামের কেবলা ও নামাজের এক্তেদা করে, আর ঐ ইমামের নামাজ ঠিক কেবলার দিকেই পড়া হইয়া থাকে, নামাজ শুদ্ধ হইবে। যদি কাবার বিপরীত দিকে নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে ইমামের নামাজ শুদ্ধ হইবে, মোক্তাদির নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (দুররুল মোখতার)

২৩। মক্কা শরীফের জেলে থাকিয়া যদি কাহারও কাবা নির্ণয়ে সন্দেহ হয় ও জিজ্ঞাসা করিতে অন্য লোক না পায়, তবে অনুমান করিয়া নামাজ পড়িবার পর যদি জানিতে পারে যে, কেবলা দিকে নামাজ পড়া হয় নাই, তবে ঐ নামাজ পূনঃ পড়িতে হইবে না। মদীনা শরীফের কারাগারেও ঐ হুকুম। ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ)-এর এই কৌলকে আলমগীরি কিতাবের মোছান্নেফ কেয়াসানুযায়ী হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

২৪। যদি কোন ব্যক্তি কেবলা নির্ণয় অসমর্থ হইয়া অনুমান করিয়া কাবা ঠিক করিয়া এক রাকআত নামাজ পড়ার পর অন্য দিকে কেবলা বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে সেই দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িবে। এরূপ কিবলা বিশ্বাসে চারিদিকে চারি রাকআত পড়িলেও নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

২৫। যদি কেহ অনুমান করতঃ কেবলা ঠিক করিয়া এক রাকআত নামাজ পড়ার পর অন্যদিকে কেবলা মনে করিয়া আর এক রাকআত পড়ে, তৎপর যদি মনে হয় যে প্রথম রাকআতে এক সিজদা ভুল হইয়াছে, এমনস্থলে নামাজ ভঙ্গ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু সহীহ কৌল মতে ঐ নামাজ অশুদ্ধ হইবে (আলমগীরি)

২৬। পীড়িত ব্যক্তি যদি কাবামুখী ফিরিতে অসমর্থ হয় বা ফিরাইয়া দেওয়ার কোন লোক না থাকে, অথবা ফিরাইয়া দিলে রোগী বিশেষ কষ্ট পায় ও ক্ষতি হয়, তবে এমনস্থলে কাবার দিকে না ফিরিয়া নামাজ পড়িলেও নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

২৭। দুররুল-মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেহ কাবার দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িলে মালপত্র চোরে নিবার আশঙ্কা থাকে বা কোন রোকন টুটিয়া যায়, তবে এমতাবস্থায় যে দিকে পারে, নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে। শামী কিতাবে লিখিত আছে, নিজের হউক বা অন্যের আমানতি জিনিস হউক, এক দেরহাম অর্থাৎ সাড়ে চারি আনা মূল্যে কোন জিনিষ চোরে নিবার আশঙ্কা স্থলে কেবলা দিকে না ফিরিয়া নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে।

২৮। যদি কাহারও এমন ভয় জন্মে যে, কাবার দিকে ফিরিলে কোন হিংস্র জন্তু বা ডাকাতে তাহার অনিষ্ট করিবে তবে এমন অবস্থায় যে কোন দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

২৯। যদি কেহ নদীর মধ্যে কাঠের উপর এমতাবস্থায় থাকে যে, কাবার দিকে ফিরিলে নদীর মধ্যে পড়িয়া যায়, তবে এমনাবস্থায় যে দিকে ইচ্ছা নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

৩০। যদি কেহ ওজরে চতুষ্পদ জানোয়ারের উপর থাকিয়া ফরজ নামাজ পড়ে তবে যে দিকে গমন করিবে সেই দিকে নামাজ পড়িবে। বিনা ওজরে সওয়ারির উপর বসিয়া নফল নামাজ পড়া জয়েজ আছে, তাহারও ঐ হুকুম। (আলমগীরি)

৩১। যদি কেহ নৌকায় বসিয়া ফরজ কি নফল নামাজ পড়ে, তবে তাহাকে কেবলাদিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতে হইবে। অন্য দিকে নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। পশ্চিম ঠিক করিয়া নামাজ আরম্ভ করার পর যদি নৌকা অন্যদিকে ঘুরিয়া যায়, তবে নামাজী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাবা দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িবে, নচেৎ নামাজ হইবে না। (আলমগীরি)

৩২। দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, যদি কোন অন্ধ ব্যক্তি কেবলার বিপরীত দিকে নামাজ আরম্ভ করিয়া থাকে, এমন সময় কোন ব্যক্তি আসিয়া দেখিলে তাহাকে কেবলার

দিকে ফিরাইয়া দিবে। অন্ধ ঐভাবে নামাজ আদায় করিতে থাকিবে, কিন্তু অন্ধের পিছনে এক্তেদা করিবে না।

৩৩। শামী কিতাবে লিখিত আছে, কোন অন্ধ কেবলার বিপরীত দিকে নামাজ আরম্ভ করিয়া এক রাকআত আদায় করিবার পর কোন লোক উপস্থিত হইয়া অন্ধকে কেবলা দিকে ফিরাইয়া দিয়া তাহার পিছনে এক্তেদাহ করিলে এমতাবস্থায় দেখিতে হইবে, অন্ধ ব্যক্তির নামাজ আরম্ভের সময় তাহার নিকট অন্য লোক ছিল কি না যে দিক্ নির্ণয় করিয়া দিতে পারে। লোক থাকা সত্বে না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিলে অন্ধ ও এক্তেদাকারী উভয়ের নামাজ অশুদ্ধ। লোক না থাকায় ঐরূপ পড়িয়া থাকিলে অন্ধের নামাজ শুদ্ধ হইবে, এক্তেদাকারীর নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

৩৪। আলমগীরি কিতাবে আছে. কোন ব্যক্তি অনুমান করতঃ কেবলা ঠিক করিয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলে; পরে নামাজের মধ্যে থাকাকালীন অনুমান ভুল হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া সঠিক কেবলার দিকে ফিরিয়া বাকী নামাজ পড়িতে লাগিল। এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির অবস্থা অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যে কেবলা ঠিক করিতে ভুল করিয়াছিল, তাহা জানা সত্ত্বেও তাহার পিছনে এক্তেদা করিলে, প্রথম ব্যক্তির নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ মোক্তাদির নামাজ জায়েজ হইবে না।

৩৫। কতক লোক অন্ধকার রাত্রে কোন ঘরে বা ময়দানে উপস্থিত হইয়া যদি কেবলা ঠিক না পায় ও তথায় জিজ্ঞাসা করিবার লোকও না থাকে, নক্ষত্রাদি দেখিয়াও কাবা ঠিক করিতে না পারে, তবে অনুমান করিয়া কেবলা নির্ণয় করতঃ নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। চাই একা পড়ে বা জামাতের সহিত নামাজ আদায় করে; কেবলা দিকে পড়া হইয়া থাকিলেও নামাজ শুদ্ধ হইয়াছে। যদি কোন মুছল্লী ইমামের অগ্রবর্তী হইয়া যায়, বা ইমামের বিপরীত দিকে নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে তাহার নামাজ শুদ্ধ হয় নাই। (আলমগীরি) যদি নামাজের মধ্যেই জানিতে পারে যে, ইমামের নির্দ্ধারিত কেবলার বিভিন্ন দিকে নামাজ পড়া হইতেছে, তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে না, কিন্তু ইহা নামাজের পরে জানিতে পারিলে কোনও ক্ষতি নাই। আর যদি ইমামের সম্মুখে নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে তাহা নামাজের পরে জানিলেও দোহ্রাইবে।

৩৬। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে- কতক লোক যদি কোন স্থানে অনুমান করতঃ কেবলা নির্ণয় করিয়া নামাজ পড়িতে থাকে ও তন্মধ্যে কেহ লাহেক হয় বা কেহ মছবুক হয়, আর ইমামের নামাজ শেষ হইবা মাত্র উহাদের বোধগম্য হয় যে, কেবলার বিপরীত দিকে নামাজ পড়িতেছে, তখন মছবুক বাকী নামাজ কেবলার দিকে ফিরিয়া পড়িবে, নচেৎ নামাজ শুদ্ধ হইবে না। লাহেক পুনরায় নামাজ আদায় করিবে। প্রকাশ থাকে যে, সিজদাহ তিলাওয়াতের সময়ও কেবলা ঠিক না পাইলে, অনুমান করিয়া কেবলা নির্ণয় করতঃ সিজদাহ আদায় করিবে।

৩৭। দাঁড়াইয়া বা বসিয়া নামাজ পড়িলে যদি প্রাণনাশক কোন প্রাণীতে দেখে ও কেবলা দিকে ফিরিতে না পারে, তবে কেবলা দিকে না পড়িয়া শুইয়া শুইয়া নামাজ আদায় করিলেও শুদ্ধ হইবে। (শামী)

৩৮। শামী কিতাবে লিখিত আছে, যদি কোন স্থানে কতক লোক উপস্থিত হইয়া কেবলা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া অনুমান করতঃ পৃথক পৃথক কেবলা নির্ণয় করিয়া অনুমিত বিভিন্ন দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়ে তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে।

কাবাগৃহের মধ্যে নামাজ পড়িবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! কাবা গৃহের মধ্যে নামাজ পড়িতে হইলে কি কি মাসয়ালা জানা আবশ্যক?

উত্তরঃ- বৎস! ফরজ ও নফল নামাজ কাবাগৃহের মধ্যে পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

প্রশ্নঃ- হুজুর! কাবাগৃহের মধ্যে কিরূপে নামাজ পড়িতে হয় জানি না, অতএব প্রশ্ন করিতে অক্ষম। হুজুর! মেহেরবানী করিয়া মাসয়ালা সমূহ বলিয়া দিতে মর্জি হয়।

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি কিতাবে কাবাগৃহের মধ্যে নামাজ পড়ার যে সকল মাসয়ালা লিখিত আছে, যথাক্রমে কতক প্রকাশ করিতেছি।

১। কাবা গৃহের মধ্যে জামাতে নামাজ পড়িলে ইমামের চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া মোক্তাদিগণ দাঁড়াইলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। মোক্তাদি ইমামের পিঠের দিকে পিঠ রাখিয়া অথবা মোক্তাদির মুখ ইমামের পিঠের দিকে রাখিয়া মোক্তাদি এবং ইমামের সামনাসামনি হইয়া মধ্যে ছোতরা রাখিয়া নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে। ছোতরা না থাকিলে নামাজ মাকরূহ হইবে।

২। ইমাম যে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাড়ায়, ঐ ইমামের ডান কি বাম পার্শ্বের মোক্তদি যদি ইমামের চেয়ে ঐ দেওয়ালের নিকট দাঁড়ায়, তবে মোক্তাদির নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

৩। ইমাম যদি হেরেম শরীফের মসজিদের কোন স্থানে কাবামুখী হইয়া দাঁড়ান আর মোক্তাদি সকল কাবাগৃহের চতুষ্পার্শ্বে এমনভাবে ঘুরিয়া দাঁড়ায়, তাহাতে যদি ইমাম যে পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে, সেই পার্শ্ব ব্যতীত ইমামের চেয়ে কাবার নিকটস্থ হয় তবেও নামাজ শুদ্ধ হইবে। যদি পার্শ্বের মোক্তাদিগণের কেহ ইমামের চেয়ে অগ্রবর্তী হইয়া নামাজ পড়ে, তবে তাহার নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

৪। ইমাম যদি কাবাগৃহের মধ্যে দাঁড়ায় ও মোক্তাদি সকল কাবার চারিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ে, তবে কাবার দরজা খোলা থাকিলে সকলের নামাজ শুদ্ধ হইবে।

৫। কাবাগৃহের মধ্যে যদি কোন ইমাম নামাজে দাঁড়ায়, আর কোন স্ত্রীলোক তাঁহার বরাবর দাঁড়াইয়া এক্তেদাহ করে ও ইমাম যদি ঐ স্ত্রীলোকের নিয়ত করে, তবে ইমামের নামাজ ভঙ্গ হইবে। যদি ইমামের বিপরীত দিকে মুখ করিয়া স্ত্রীলোকটি নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে ইমামের নামাজ শুদ্ধ হইবে।

৬। কাবাগৃহের মধ্যে থাকিয়া যদি এক রাকআত একদিকে ও অন্য রাকআত অন্য দিকে পড়ে, তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। কারণ অনাবশ্যক ঘুরিয়াছে বলিয়া তাহার নামাজ শুদ্ধ হয় নাই।

নামাজের নিয়ত করিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজের নিয়ত কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, নামাজ আরম্ভ করিবার মনস্থ করাকে নামাজের নিয়ত বলে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজের নিয়ত কিরূপে করিতে হইবে? তাহার বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! নিম্নে কতক মাসয়ালা বয়ান করিতেছি, স্মরণ রাখিও।

১। নামাজ আরম্ভের পূর্বে নিয়ত করা ফরজ, কিন্তু অন্তঃকরণে নিয়ত করা শর্ত মুখে নিয়ত পাঠ করা শর্ত নহে।

২। মনে মুখে নিয়ত করা মোস্তাহাব, কেননা মনে মুখে একরূপ কার্য করা হয়। (মুনিয়া ও দুররুল মোখতার।

৩। আলমগীরি কিতাবে নিয়ত সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছে যে, নামাজ পাঠান্তেই হঠাৎ কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, কোন্ নামাজ পড়িলে? যদি অমনি ঠিক উত্তর দিতে পারে, তবে এমন নিয়তেও নামাজ শুদ্ধ হইবে। নামাজান্তে জিজ্ঞাসা করিলে যদি উত্তর করিতে চিন্তার অবশ্যক হয় বা বিলম্ব হয়, তবে ঐরূপ নিয়তকারীর নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

৪। যে ব্যক্তি মনে নিয়ত করিতে অসমর্থ হয়, সে মুখে নিয়ত পাঠ করিয়া নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

৫। যদি কেহ বিনা ওজরে দেলে নিয়ত না করিয়া, শুধু মুখে নিয়ত পাঠ করিয়া নামাজ পড়ে তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

(ক) কুনিয়া কিতাবে লিখিত আছে, মুখে নিয়ত করা বেদয়াত, কিন্তু এ সম্বন্ধে হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও শরম্বালালিয়া কিতাবে লিখিয়াছে মনে মুখে একত্রে নিয়ত করা বেদয়াতে হাসানা (নেক বেদয়াত), এই কৌলকে হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মুনিয়া, দুররুল হেকাম, ছগিরী, হেদায়া, দুররুল মোখতার, বাহরুর রায়েক, আলমগীরি ও কিয়াতি মুফতিন প্রভৃতি কিতাবে মনে মুখে একত্রে নিয়ত করা মোস্তাহাব লিখিয়াছে।

৬। হানাফী ওলামাদিগের মতে নামাজ আরম্ভের পূর্বে নিয়ত করা উত্তম। আলমগীরি, কাজীখান ও ছগিরী কিতাবে লিখিত আছে, তকবীরের সাথে সাথে নিয়ত করা উত্তম। নিয়তের মধ্যে আরবা কিংবা ছালাছা রাকাতি অর্থাৎ তিন কি চারি রাকআত বলিবার কোন শর্ত নাই। (আলমগীরি)

৭। ফরজ ও ওয়াজিব নামাজের নিয়ত নিম্নরূপ করিবেঃ-

(ক) নাওয়াইতু জোহরুল ইয়াওম বা আছরুল ইয়াওম, অথবা নাওয়াতু ইফারজুল ওয়াক্তে, কিংবা জোহরুল ওয়াক্তে, অর্থাৎ অদ্যকার জোহরের নামাজের বা অদ্যকার আছরের নামাজের অথবা এই উপস্থিত ফরজ ওয়াক্তের কিংবা এই জোহরের ওয়াক্তের নিয়ত করিলাম। এইরূপ নিয়তে নামাজ পড়িলে হইবে। (আলমগীরি)

(খ) বেতের ও মান্নত নামাজ, শোকরানা নামাজ, সিজদা তিলাওয়াত প্রভৃতি ওয়াজিব নামাজেও নামাজের নাম ঠিক করিয়া নিয়ত করিতে হইবে। দুররুল মোখতার ও গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে, যথা- নাওয়াইতুচ্ছালাতাল বেতরে বা নাওয়াইতু ছালাতান নজরে অর্থাৎ আমি বেতরের নামাজ পড়িতেছি বা যে নামাজ মান্নত করিয়াছিলাম তাহা আদায় করিতেছি। শামী কিতাবে লিখিত আছে, সিজদাহ-তিলাওয়াত যখন তখন আদায় করিলে নিয়তের দরকার নাই।

৮। জানাজা ও দুই ঈদের নামাজে নিয়তের মধ্যে নামাজের নাম উল্লেখ না করিয়া নিয়ত করিলে শুদ্ধ হইবে না।

জানাজার নিয়ত- নাওয়াইতু ছালাতা লিল্লাহি তায়ালা ওয়াদ্দোয়াও লেহাজাল মাইয়েতে, অর্থাৎ আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মৃত ব্যক্তির ভালাই প্রার্থনার্থে নিয়ত করতঃ নামাজ পড়িতেছি। দুই ঈদের নামাজের নিয়ত- নাওয়াইতু ছালাতাল ঈদ অর্থাৎ আমি ঈদের নামাজ পড়িতেছি। (আলমগীরি)

৯। অধিক কাজা নামাজ হউক, আর কম কাজা নামাজ হউক, দিন ওয়াক্ত নির্ণয় করিয়া কাজা নিয়তে নামাজ আদায় করিতে হইবে। (আলমগীরি)

১০। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে, তরতীবওয়ালা কাজা হউক বা বে-তরতিবী কাজা হউক, দিন ওয়াক্তের নির্ণয় করতঃ কাজা নিয়তে নামাজ আদায় করিতে হইবে।

১১। আলমগীরি কিতাবে, কাজীখান, জহিরিয়া, তাবিনুল হাকায়েক প্রভৃতি কিতাব হইতে কাজা আদায় সম্বন্ধে একটি সহজ নিয়ম লিখিয়াছেন- যদি কাহারও বেশী দিনের নামাজ কাজা হইয়া থাকে, তবে নিয়ত করিবে- আমি প্রথম জোহর পড়ি কিংবা দ্বিতীয় জোহর পড়িতেছি, এইরূপ নিয়তে নামাজ পড়িলে শুদ্ধ কওল মতে নামাজ আদায় হইবে।

দুররুল-মোখতার কিতাবের মোছান্নেফ প্রকাশ করিয়াছেন, মুনিয়া কিতাবে ও কোহেস্তানী কিতাবে লিখিয়াছে, প্রথম জোহর বা দ্বিতীয় জোহর পড়ি, এইরূপ নিয়ত না করিয়া কাজা জোহর পড়ি, এইরূপ নিয়ত করতঃ নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে। এই কথাই শুদ্ধ।

১২। যদি কোন ব্যক্তি শনিবারের কাজা পড়িতে নিয়ত করিয়া রবিবারের কাজা নিয়ত করিল, অথবা রবিবারের কাজা পড়িতে নিয়ত করিয়া শনিবারের কাজা নামাজ পড়িল; এমন নিয়ত করিয়া কাজা আদায় করিলে তাহা শুদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে মাশায়েখ লোকের মতভেদ আছে। (আলমগীরি)

১৩। বৃহস্পতিবারের জোহরের ওয়াক্তের নামাজ পড়িতে আরম্ভ কালে যদি কেহ নিয়ত করে যে, আমি বুধবারের জোহরের নামাজ পড়ি, তবে এমন নিয়তে তাহার ওয়াক্তিয়া নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

১৪। কোন ব্যক্তি জোহরের নামাজ পড়িবার ইচ্ছায় নামাজে দাঁড়াইয়া মুখে আছরের নিয়ত বলিলেও নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

১৫। যদি কেহ ফরজ নিয়তে নামাজ আরম্ভ করিয়া নামাজের মধ্যে তাহার মনে সন্দেহ জন্মে যে এই নামাজ নফল না ফরজ, যদি এই নামাজ নফল ধারণায়ও আদায় করে তবে ফরজ নামাজই আদায় হইবে; ইহার বিপরীত হইলে হুকুমও বিপরীত হইবে। (আলমগীরি)

১৬। যদি কেহ ফরজ নামাজ আরম্ভ করিয়া কাজা বা জানাজা নামাজের অথবা নফল নিয়ত করিয়া তকবির বলে, তবে তাহার প্রথম নিয়ত বাতিল হইবে। শেষ নিয়তানুযায়ী নামাজ শুদ্ধ হইবে। আর যদি শুধু নিয়ত করে, তকবীর না বলে তবে প্রথম নিয়তই শুদ্ধ থাকিবে।

১৭। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায়, জোহরের ফরজ নিয়তে আরম্ভ করিয়া এক রাকআত পড়িবার পর যদি পুনঃ ঐ জোহরের নিয়ত করে ও তকবীর বলে, তবে এই নিয়ত শুধু অন্তঃকরণে করিয়া থাকিলে পূর্ব রাকআত শুদ্ধ হইবে। এইরূপ এক রাকআত পড়িয়া যদি মাত্র মৌখিক নিয়ত পাঠ করিয়া থাকে তবে প্রথম রাকআত শুদ্ধ হইবে না। প্রকাশ থাকে যে, নামাজের মধ্যে কথা বলিলে নামাজ বাতিল হইয়া থাকে, সুতরাং নিয়ত মুখে পাঠ করা নামাজের কোন শর্ত নহে বলিয়া ঐরূপ মৌখিক নিয়ত কথা বলার ন্যায় হইয়াছিল। মনে মনে নিয়তে নামাজ ভঙ্গ হয় না ঐ নিয়ত অছওয়াছার ন্যায় হইয়াছিল।

১৮। যদি কোন ব্যক্তি নামাজের নিয়ত করতঃ তকবীরে তাহরিম বলার পর পুনঃ ফরজ নিয়ত করতঃ তাকবিরে তাহরীম বলে, তবে পূর্ব তকবিরে তাহরিম বাতিল। (আলমগীরি)

১৯। দোররুল হেকাম কিতাবে তকবিরে তাহরিমের পর নিয়ত সম্বন্ধে তিনটি নীতি লিখিয়াছেনঃ- যথা, (১) ছোবহানাকা পড়ার মধ্যে, (২) রুকু অবস্থায়, (৩) রুকু হইতে মাথা উঠাইবার পূর্বক্ষণে নিয়ত করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। কিন্তু দুররুল মুখতার ও মুনিয়া কিতাবে লিখিত আছে, তকবিরে তাহরিমের পর নিয়ত করিলে সহীহ কওল মতে শুদ্ধ হইবে না। এমনস্থলে আমাদের কর্তব্য যে, নিয়ত তকবিরের পূর্বে করা চাই। শামী কিতাবে লিখিত আছে, নিয়ত ও তকবিরের মধ্যে নামাজ সম্বন্ধীয় কার্য করিলে নামাজ অশুদ্ধ হইবে না; কিন্তু পার্থিব কার্য করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। নামাজ সম্বন্ধীয় কার্য, যথাঃ- নামাজের জন্য যাওয়া ও অজু করা। পার্থিব কার্য, যথাঃ- পান, আহার করা ও কথা বলা ইত্যাদি।

২০। যদি কোন ইমাম নিয়ত করে যে, আমি অমুকের ইমামতি করিনা, সেই মোক্তাদি ইমামের পিছনে এক্তেদা করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। (কাজীখান)

২১। যদি কেহ এরূপ নিয়ত করে যে, এই ইমামের এক্তেদা করিলাম, তবুও মোক্তাদির নামাজ শুদ্ধ হইবে।

২২। ইমাম তকবিরে তাহরীম বলার পরেই মোক্তাদিগণের এক্তেদা করা উত্তম। বহু সংখ্যক আলেমের মতে ইমাম ইমামতির স্থানে দাঁড়াইবার সময়ও মোক্তাদিগণের এক্তেদা করা শুদ্ধ হইবে। (কবিরী)

২৩। ইমাম নামাজে দাঁড়ায় নাই জানিয়াও যদি মোক্তাদি এক্তেদা করে যে, ইমাম যে নামাজ পড়িবে, আমি তাহা পড়িব, এই বলিয়া এক্তেদা করার পর ইমাম নামাজে দাঁড়াইয়া গেলে মোক্তাদি তকবিরে তাহরিম বলিয়া নামাজ শুরু করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। কিন্তু ইমাম নামাজে দাঁড়ায় নাই এমতাবস্থায় যদি মোক্তাদি বিবেচনা করে যে, ইমাম নামাজে দাঁড়াইয়াছেন, এই মনে করিয়া মোক্তাদি নামাজ শুরু করিল, কিন্তু মূলে ইমাম দাঁড়ায় নাই, এমতাবস্থায় মোক্তাদির পূর্ব এক্তেদা বাতিল হইবে। (আলমগীরি)

২৪। ইমাম জোহর পড়ুক বা জুমা পড়ুক, মোক্তাদি আসিয়া যদি নিয়ত করে যে, এই ইমামের সহিত এই ইমামের নামাজ আমিও পড়ি, তবে এমতাবস্থায় ইমাম যে নামাজ পড়িবে, মোক্তাদিরও সেই নামাজ আদায় হইবে। (কবিরী)

২৫। যদি কোন ইমাম জুমার নামাজ পড়িতে থাকে, আর মোক্তাদি না জানিয়া আসিয়াই ইমামের এক্তেদাহ করে, তবে জোহর নিয়ত করিয়া জামাতে দাখিল হইলে মোক্তাদির নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি)

২৬। যদি কোন ইমাম জুমার নামাজ পড়িতে আরম্ভ করে, আর মোক্তাদি আসিয়া ঐ ইমামের পিছনে জুমা ও জোহর উভয়ের নিয়ত করে, তবে মোক্তাদির নামাজ সম্বন্ধে মতভেদ আছে কিন্তু জুমার নামাজ শুদ্ধ হইবে।

২৭। মোক্তাদি নামাজ আরম্ভ করিয়া ইমামকে মনে করিল যে, হয়ত এই ব্যক্তি জায়েদ, পক্ষান্তরে আমর যেন নামাজের ইমাম হইল, অথবা কাহাকেও নির্দিষ্ট করিল না, শুধু এই ইমামের নামাজের নিয়ত করিল; এইরূপ নিয়ত স্থলে যে কেহ দাঁড়াইলেও নামাজ শুদ্ধ হইবে। মোক্তাদি নির্দিষ্ট করিয়া জায়েদ নামক ইমামের এক্তেদা করতঃ নামাজ আরম্ভ করিল, পক্ষান্তরে সে স্থলে ইমাম ছিল আমর; এই অবস্থায় মোক্তাদির নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি)

২৮। যদি কেহ আবদুল্লাহ নামক ইমামকে দেখিয়া নিয়ত করে যে, আমি এই আবদুল্লাহ ইমামের পিছনে নামাজ পড়ি অথবা আবদুল্লাহ ইমামকে না দেখিয়া নিয়ত করিল আমি মেহরাবে দাঁড়ান আবদুল্লাহ ইমামের পিছনে এক্তেদা করি; এমতাবস্থায় যদি আবদুল্লাহ ইমাম না হইয়া জাফর ইমামতি করে, তবুও মোক্তাদির নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

২৯। যদি কেহ ইমামকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার বৈঠকে দেখিয়া ঐরূপ এক্তেদা করে যে, যদি ইমাম প্রথম তাশাহুদে বসিয়া থাকে, তবে আমি ইমামের পিছনে এক্তেদা করি, আর যদি শেষ বৈঠকে বসিয়া থাকে, তবে এক্তেদা করি না। এমন এক্তেদাকারীর নামাজ কোনক্রমে শুদ্ধ হইবে না। যদি কেহ ঐরূপ ইমামকে বসা দেখিয়া নিয়ত করে যে, যদি ইমাম প্রথম বৈঠকে থাকে তবে আমি ফরজের এক্তেদাহ করি; যদি শেষ বৈঠকে বসা থাকে, তবে নফলের এক্তেদা করি, এমন নিয়তের ফরজ নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি)

৩০। ইমামকে রাত্রের নামাজ পড়িতে দেখিয়া মোক্তাদি এরূপ নিয়ত করে যে, ইমাম যদি ফরজ পড়ে তবে ফরজের এক্তেদাহ করি, তারাবীহ পড়িলে এক্তেদা করি না; এমতাবস্থায় মোক্তাদির নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

৩১। ঐরূপ রাত্রের নামাজে ইমামকে দেখিয়া নিয়ত করে যে, যদি ইমাম ফরজ পড়ে তবে ফরজের নিয়ত করি, আর যদি তারাবীহ পড়ে তবে তারাবীর নিয়ত করি; এমতাবস্থায় যদি ইমাম ফরজ বা তারাবীহ পড়িয়া থাকে তবে মোক্তাদির নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

৩২। সুন্নত, তারাবী, নফল ইত্যাদি নামাজের ওয়াক্ত বা নাম নির্ধারণ না করিয়াও যদি শুধু নামাজ পড়ি এইরূপ নিয়ত করে, তবে সহীহ কৌল মতে নামাজ শুদ্ধ হইবে। তাবিনুল-হাকায়েক মুনিয়া ও কাজীখান কিতাবে লিখিত আছে, সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ, তারাবীহ ইত্যাদি নামাজের নাম নির্ধারণ করতঃ নিয়ত না করিলে সহীহ কৌল মতে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। এই দুই মতের মীমাংসার্থে (১) বাহরুর-রায়েক (২) হাশিয়ায়ে তাহতাবী, (৩) আলমগীরি, (৪) গায়াতুল-আওতার, (৫) শামী, (৬) দুররুল-মোখতার প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন যে, সুন্নত ও তারাবীহ নামাজের নাম নির্ধারণ করতঃ নিয়ত করা যুক্তিসিদ্ধ। কেননা, যখন দুই কিতাবে সহীহ কৌল বলিয়া ব্যক্ত করতঃ মতভেদ ঘটিয়াছে, কাজেই এমনস্থলে নাম নির্ধারণ করতঃ নিয়ত করা উত্তম।

৩৩। তারাবীহ নামাজের নিয়ত সম্বন্ধে আলমগীরি কিতাবে লিখিয়াছেন যে, তারাবীহ, সুন্নতুল-ওয়াক্ত, কেয়ামুল-লাইল (রাত্রের নামাজ) এই তিন প্রকারের যে কোন প্রকারে নিয়ত করা উত্তম।

৩৪। আলমগীরি কিতাবে আরও লিখিয়াছেন যে, যাবতীয় সুন্নত নামাজে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত আদায় করি, এইরূপ নিয়ত করাই উত্তম।

৩৫। জুমা, ঈদ ও জানাজা মোক্তাদিগণের ইমামের প্রতি এক্তেদা করা শর্ত নহে; কারণ, এ সব নামাজের জন্য জামাত শর্ত। অতএব এক্তেদা না করিলেও নামাজ শুদ্ধ হইবে। (শামী, দুররুল-মোখতার)

৩৬। ফরজ নামাজের ওয়াক্ত থাকার মধ্যে যদি ওয়াক্তের ফরজ বলিয়া নিয়ত করে তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে। ওয়াক্ত না থাকিলে ঐরূপ নিয়ত করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (গায়াতুল-আওতার, দুররুল-মোখতার)

৩৭। দুররুল-মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, জুমার নামাজ যদি কেহ ওয়াক্তের নামাজ পড়ি বলিয়া নিয়ত করে, তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। কারণ, শুক্রবারে জোহরের পরিবর্তে জুমার নামাজ বলিয়া স্বতন্ত্র নিয়ত করা উত্তম।

৩৮। একা নামাজ পড়িতে তিনটি বিষয় নির্ণয় করতঃ নিয়ত করিতে হইবে। যথাঃ (১) আল্লাহর ওয়াস্তে নামাজ পড়ি; (২) কেবলা দিকে নামাজ পড়ি; (৩) অমুক নামাজ পড়ি। এইরূপ নিয়ত করিলে সকলের মতে নামাজ শুদ্ধ হইবে। ইমামও উক্ত প্রকারে নামাজের নিয়ত করিবে। ইমামতি করি, এইরূপ নিয়ত আবশ্যক নহে। যদি স্ত্রীলোক জামআতে দাখিল হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে ইমামের স্ত্রীলোকের নিয়ত করিতে হইবে, নচেৎ স্ত্রীলোকের নামাজ শুদ্ধ হইবে না। আলমগীরি ও দুররুল-মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, ইমামতির নিয়ত করিলে জামআতের ফজীলত পাইবে। "হাশিয়ায়ে তাহতাবী" কিতাবে লিখিত আছে, ইমামের জন্য ইমামতির নিয়ত করা মোস্তাহাব। "গায়াতুল-আওতার" কিতাবে লিখিত আছে যে, জামআতে লোক উপস্থিত থাকিলে নিয়ত করা মোস্তাহাব। নচেৎ না।

আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, মোক্তাদিগণ নামাজের নিয়তের ন্যায় নিয়ত করিবে কিন্তু ইমামের সহিত নামাজ পড়ি, এই নিয়তটিও ঐ সঙ্গে করিতে হইবে। নচেৎ নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

প্রশ্নঃ- হুজুর! কেবলার বয়ানে ৬ষ্ঠ নম্বরে কাফী, এনায়া, কবিরী, জওহারাতুন নাইয়ারা, জামেউর-রুমুজ প্রভৃতি কিতাব হইতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেবলার নিয়ত করা শর্ত নহে। অত্র নিয়তের বয়ানের ৩৮ নং এ প্রকাশ করিলেন, আলমগীরি কিতাবে আছে কাবার নিয়ত করিলে সকলের নিকট নামাজ শুদ্ধ হইবে ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- বৎস! মুনিয়া ও তাহার শরার মধ্যে এক রেওয়ায়েত আছে যে, কেবলার নিয়ত করা শর্ত। সুপ্রসিদ্ধ "বাদায়া" নামক কিতাবে কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, কাবার নিয়ত করা ভাল। এবাদত সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় আলমগীরি কিতাবে কেবলার নিয়ত করার হুকুম দিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন যে, এইরূপ নিয়ত করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে।

কেয়াম অর্থাৎ দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- কি প্রকার দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে হয় তাহার মাসয়ালা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! কেয়াম সম্বন্ধে কতক মাসয়ালা বলিতেছি, স্মরণ রাখিবে। সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত মাসয়ালাসমূহ মুনিয়া কিতাব হইতে, বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত বাকী মাসয়ালাগুলি অন্যান্য কিতাব হইতে বলিতেছি।

(ক) মারাকিল-ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে, ফরজ নামাজসমূহ দাঁড়াইয়া পড়া ফরজ।

(খ) আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায়, কমপক্ষে এতটুকু দাঁড়ান ফরজ যে, দাঁড়াইয়া হাত দুইখানা ছাড়িয়া দিলে আঙ্গুলের অগ্রভাগ হাঁটু বরাবর না পড়ে।

(গ) শামী কিতাবে দাঁড়ান সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন যে, নামাজে ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়ান কর্তব্য, ইহাই পূর্ণ কেয়াম। যদি কোন মুসল্লী বাঁকা হইয়া এরূপভাবে দাঁড়ায় যে, হাত ছাড়িয়া দিলে অঙ্গুলীর অগ্রভাগে হাঁটু না পায়, তবুও নামাজ শুদ্ধ হইবে। ইহাই অপূর্ণ কেয়াম। বিনা ওজরে অপূর্ণ কেয়ামে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে নাই।

(ঘ) হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, বড় এক আয়াত পড়িতে যত সময় লাগে, তত সময় নামাজের এক রাকআতে দাঁড়ান ফরজ। সুরা ফাতেহা ও অন্য এক সূরা বা তিনটি ছোট আয়াত পড়িতে যত সময় লাগে, ততটুকু সময় প্রত্যেক রাকআতে দাঁড়ান ওয়াজিব। বেতের নামাজ প্রত্যেক রাকআতে যথাক্রমে সুরা আ'লা, (ছাব্বিহিছ্‌মা রাব্বিকা) কুলইয়া, এখলাস (কুলহুআল্লাহ) পড়িতে পারে, এমন পরিমাণ দাঁড়ান সুন্নত; ফজর ও জোহরের নামাজের সময় তিওয়ালে মোফাচ্ছাল (সুরায়ে হাজারাত হইতে সূরায়ে বুরুজ তক) পড়িতে পারে, এতটুকু সময় দাঁড়ান মোস্তাহাব। জানা আবশ্যক যে, এশা 'আওছাতে-মোফাচ্ছাল' এবং মাগরিবে 'কেছারে মোফাচ্ছাল' পরিমাণ কেরাত পড়িতে পারে এই পর্যন্ত দাঁড়ান মোস্তাহাব। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

১। মুনিয়া কিতাবে আছে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ফরজ নামাজ বসিয়া পড়িলে শুদ্ধ হইবে না। কিন্তু পীড়িত অবস্থায় বসিয়া নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে। বসিয়া রুকু সিজদার সহিত নামাজ আদায় করিবে। রুকু সিজদা করিতে অক্ষম হইলে মাথা দ্বারা ইশারায় রুকু সিজদাহ করিবে। সিজদার ইশারা রুকুর ইশারার চেয়ে কিছু নিচু করিবে। কোন উচ্চ দ্রব্য সম্মুখে আনিয়া তদুপরি সেজদাহ করিবে না। সম্মুখে থাকিলে তদুপরি সিজদাহ করা জায়েজ আছে। কেননা, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, পীড়িত ব্যক্তি জমিনে সিজদাহ করিতে না পারিলে মাথা দ্বারা ইশারায় নামাজ পড়িবে।

২। বসিয়া নামাজ পড়িতে অক্ষম হইলে চিৎভাবে শয়ন করিয়া পূর্ব দিকে মাথা রাখিয়া পদদ্বয় পশ্চিমে রাখিয়া নামাজ পড়িবে; কিংবা কাৎভাবে পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া মাথা দ্বারা ইশারা করিয়া নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে, চাই মাথা উত্তর দিকে থাক, কি দক্ষিণ দিকে থাক। মাথা দ্বারা ইশারা করিতে অক্ষম হইলে নামাজ পড়িবে না। যখন ক্ষমতা হইবে, তখন নামাজ আদায় করিবে।

৩। দুই চক্ষের দ্বারা বা পিশি অথবা ভ্রু দ্বারা কিংবা মনের ইশারায় নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে না। (মুনিয়া)

৪। কেহ দাঁড়াইতে সক্ষম হয়, কিন্তু রুকু সিজদা করিতে অক্ষম, এমতাবস্থায় দাঁড়াইবে না, বসিয়া ইশারায় নামাজ পড়িবে। যদি সিজদাহ করিতে না পারে, তবে এমতাবস্থায় দাঁড়াইবে না। (মুনিয়া) উক্ত অবস্থায় বহু সংখ্যক আলেমের মত, চাই দাঁড়াইয়া পড়ুক বা বসিয়া পড়ুক, নামাজ শুদ্ধ হইবে। কবিরী, গায়াতুল-আওতার, শামী দুররুল-মোখতার প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, বসিয়া ইশারায় নামাজ পড়া মোস্তাহাব।

৫। যদি কাহারও এমন পীড়া হয় যে, রুকু সিজদা করিলে গলা হইতে রক্ত পতিত হয়, তবে এমতাবস্থায় রুকু সিজদা না করিয়া বসিয়া ইশারায় নামাজ পড়া ভাল। (মুনিয়া)

৬। যদি কোন লোকের এমন পীড়া হইয়া থাকে যে, দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িলে প্রস্রাব বাহির হয় বা কোন ক্ষত স্থান দিয়া রক্ত, পুঁজ বহির্গত হয়, এমনাবস্থায় বসিয়া নামাজ আদায় করিবে। এরূপ যদি কেহ সেজদাহ করিয়া নামাজ পড়িলে তাহার বায়ু নির্গত হয় বা প্রস্রাব বাহির হয় তবে এমতাবস্থায়ও বসিয়া ইশারায় নামাজ আদায় করিবে। (মুনিয়া)

৭। কেহ দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িলে যদি তাহার পর্দাস্থান খুলিয়া যায়, তবে এমতাবস্থায় বসিয়া নামাজ পড়িবে। (দুররুল মোখতার)

৮। যদি কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িলে কেরাত পড়িতে অক্ষম হয় তবে বসিয়া কেরাতসহ নামাজ পড়িবে। (মুনিয়া)

৯। যদি কোন মোক্তাদি এরূপ দুর্বল হয় যে, জামাতের সহিত দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে পারে না, একা একা পড়িলে পারে, তবে এমন দুর্বল ব্যক্তি ইমামের সহিত জামাতে দাঁড়াইয়া দাখিল হইয়া বসিয়া থাকিবে। ইমামের রুকুর সময় দাঁড়াইয়া রুকু সিজদাহ আদায় করিবে। খুলাছা ও দুররুল-মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, ঐরূপ অবস্থায় জামাতে দাখিল না হইয়া ঘরে বসিয়া নিজে কেরাতের সহিত দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িবে, এই কথাই শুদ্ধ ও এই কথার উপর ফাতোয়া। বাহরুর-রায়েক কিতাবে খুলাছা কিতাবের কৌলকে অতি উত্তম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যেহেতু কেয়াম (দাঁড়ান) ফরজ, জামাতে নামাজ পড়া সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ।

১০। দাঁড়াইতে অক্ষম রোগী নামাজের বৈঠকের ন্যায় বসিয়া নামাজ পড়িবে।

১১। রমজানের রোজা রাখিলে যদি দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে অসমর্থ হয়, তবে এমতাবস্থায় রোজা ভঙ্গ করিবে না, বসিয়া নামাজ পড়িবে। (বাহরুর-রায়েক)

১২। যদি কোন স্ত্রীলোকের নামাজের ওয়াক্তে সন্তান প্রসবের আসন্নকাল উপস্থিত হয়, তবে অজু করিয়া নামাজ পড়িবে। না পারিলে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে। যদি সন্তানের মাথাও বাহির হয়, তবে কোন পাতিলের বা মাটিতে গর্ত কাটিয়া তথায় বসিয়া রুকু সিজদাসহ নামাজ আদায় করিবে। যদি তাহাতে অক্ষম হয়, তবে ইশারায় নামাজ পড়িবে। (মুনিয়া) এই কিতাবে বেনামাজীর বিষয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এইরূপ কষ্টের সময়ও নামাজ ত্যাগ করিবার বিধান নাই। ধিক্। বেনামাজীগণের প্রতি যাহারা এমন নামাজ ত্যাগ করে।

১৩। কেহ দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলে যদি কোন রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে দাঁড়াইতে অক্ষম হইলে, বসিয়া রুকু সিজদার সহিত নামাজ আদায় করিবে। বসিতে না পারিলেও রুকু সিজদা করিতে অক্ষম হইলে শয়ন করিয়া ইশারায় নামাজ পড়িবে। (মুনিয়া)

১৪। পীড়িত অবস্থায় নামাজ আরম্ভ করার পর যদি রোগ ছুটিয়া যায়, তবে বাকী নামাজ

দাঁড়াইয়া আদায় করিবে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতে। (মুনিয়া)

১৫। যদি কেহ রুকু সিজদা করিতে অক্ষম হইয়া ইশারার সহিত নামাজ আরম্ভ করিয়া কতক নামাজ আদায় করার পর যদি তাহার অক্ষমতা দূর হয়, তবে নামাজ ছাড়িয়া দিয়া পুনঃ আরম্ভ করিয়া রুকু সিজদার সহিত নামাজ আদায় করিবে। (মুনিয়া)

১৬। ফজরের সুন্নত ব্যতীত যাবতীয় নফল নামাজ বিনা ওজরে বসিয়া পড়া জায়েজ আছে। (করিবী) কিন্তু ছওয়াবের অর্ধেক পাইবে। ওজরে বসিয়া নামাজ পড়িলে পুণ্যের লাঘব হইবে না। (কবিরী)

১৭। তারাবীহ নামাজ বিনা ওজরে বসিয়া পড়ার মধ্যে মতভেদ আছে বরং সহীহ কৌল অনুযায়ী পড়া জায়েজ আছে, কিন্তু অর্ধেক নেকী পাইবে। (কবিরী)

১৮। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, ফজরের সুন্নত নামাজকে কোন কোন কিতাবে সুন্নত বলিয়াছেন ও কোন কোন রেওয়ায়েতে ওয়াজিব বলিয়াছেন; এমনস্থলে ফজরের সুন্নত পড়া ওয়াজিব বলিয়াই লিখিয়াছেন। যেহেতু যে কৌলে ফজরের সুন্নতকে ওয়াজিব নামাজের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, সেই কৌল মতে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া উত্তম। মারাকিল-ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে, অন্যান্য সুন্নত অপেক্ষা ফজরের সুন্নত শ্রেষ্ঠতম। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, ফজরের সুন্নত পড়া ওয়াজিব, সুতরাং বিনা ওজরে বসিয়া পড়া জায়েজ নাই।

তাকবিরে তাহরিমাার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজের তাকবীরে তাহরিমা সম্বন্ধীয় মাসয়ালা সমূহ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- তকবিরে-তাহরিমা সম্বন্ধে বহু মাসয়ালা আছে, নিম্নে প্রকাশ করিতেছি, স্মরণ রাখিও।

১। যে কালাম (শব্দ উচ্চারণ করতঃ নামাজ আরম্ভ করে সেই প্রথম কালামই তকবিরে তাহরিমা। (আলমগীরি)

২। ফতহুল কাদির কিতাবে লিখিত আছে, নামাজ আরম্ভে এই তকবির বলিয়াই যাবতীয় পার্থিব কার্য যথা- খাওয়া, পান করা, কথা বলা ইত্যাদি মোবাহ কার্য হারাম করিয়া দেওয়া হয়, তজ্জন্য প্রথম তকবিরকে "তকবিরে তাহরিমা" বলে।

৩। আমাদের হানাফী মজহাবে তকবিরে-তাহরিমা বলা ফরজ ও শর্ত মধ্যে গণ্য। (আলমগীরি)

৪। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল প্রভৃতি নামাজে তকবিরে-তাহরিমা বলা ফরজ।

৫। 'মালাবুদ্ধামিনহু' কিতাবে লিখিত আছে, তকবিরে-তাহরিমা বলিবার জন্য কতক শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে। নিম্ন শর্তের কোন শর্ত না হইলে তকবিরে-তাহরিম শুদ্ধ হইবে না। যথা- (১) তাহারত (অজু গোসল ইত্যাদি) দ্বারা পাক হওয়া। (২) ছতর ঢাকা (পর্দা স্থানসমূহ ছাপান)।

(৩) কেবলামুখী হওয়া। (৪) নামাজের ওয়াক্ত নির্ধারণ। (৫) নিয়ত ইত্যাদি আবশ্যক।

৬। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, আল্লাহু, এলাহুন, ছোবহানাল্লাহ, লা'ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আলহামদু লিল্লাহে, লা-ইলাহা গাইরুহু ও তাবারাকাল্লাজি উক্ত শব্দ সমূহ দ্বারা নামাজে তকবির বলিলে সকলের মতে নামাজ শুদ্ধ হইবে কিন্তু আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর নিকট আল্লাহ আজাল্লু, আল্লাহ-আজম, আল্লাহু রহমান, আল্লাহু আকবার প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তকবির বলিয়া নামাজ আরম্ভ করিবে, ইহাই উত্তম নীতি বলিয়া প্রকাশ আছে। তন্নিমিত্তে আমরা আল্লাহু আকবার শব্দ উচ্চারণ করিয়া নামাজ আরম্ভ করি।

৭। শুধু আজাল্লু আজম কিংবা আকবার শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

৮। আল্লাহুম্মা বলিয়া নামাজ আরম্ভ করিলে ফোকাহাদিগের নিকট সহীহ কৌল মতে নামাজ শুদ্ধ হইবে।

৯। আল্লাহ, আররাহমানু প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করিলে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মতে নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)।

১০। আল্লাহুম্মাগফেরলী এই শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। কারণ শব্দটি বিশুদ্ধ তাজিমের জন্য নহে। (আলমগীরি)

১১। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, আস্তাগফিরুল্লাহ, আউজুবিল্লাহ, ইন্নালিল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ, মাশা-আল্লাহুকানা, বিসমিল্লাহ এই শব্দসমূহ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে।

১২। ঐ কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেহ আশ্চর্য ঘটনা দর্শণে বা শ্রবণে আজানের উত্তর দিবার মানসে আল্লাহু আকবার শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে, তদ্বারাই যদি নামাজের তাহরিমা বান্ধে তবে তাহার নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

১৩। যদি আল্লাহু আকবর শব্দকে উচ্চারণকালে "আল্লাহুর" -আ- অক্ষরটিকে টানিয়া প্রশ্নের উচ্চারণ করিয়া নামাজ আরম্ভ করে তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি)

১৪। যদি আল্লাহু আকবর শব্দস্থলে আল্লাহু আগবার শব্দ বলিয়া তাহরিমা বান্ধে, তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি)

১৫। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায়, দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া যেরূপ ফরজ; দাঁড়াইয়া তাহরিমা বান্ধাও সেইরূপ ফরজ বিনা ওজরে বসিয়া তক্‌বিরে-তাহরিমা বান্ধিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। কিন্তু ঈষৎ মাথা ঝুকান অবস্থায় তক্‌বিরে-তাহরিমা বলিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। বসিয়া তক্‌বিরে তাহরিমা বান্ধিয়া দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িলে, ফরজ নামাজ শুদ্ধ হইবে না, নফল নামাজ শুদ্ধ হইবে।

১৬। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে ইমামের তকবিরে-তাহরিমার সঙ্গে সঙ্গে মোক্তাদি তকবির-তাহরিমা বলিবে। ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম হোমাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ইমামের তকবিরে-তাহরিমার পরক্ষণেই মোক্তাদি তকবিরে-তাহরীমা বলিবে, এই কথার প্রতি ফতোয়া হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, এমনস্থলে উভয় মতে নামাজ শুদ্ধ হইবে।

১৭। মোক্তাদি ইমামের এমন সঙ্গে সঙ্গে তকবিরে-তাহরিমা বলিতে পারে, যেন ইমামের

"বার" শব্দ বলা শেষ হইলে মোক্তাদির "বার" শব্দ উচ্চারণ করা হয়; ইমামের পূর্বে মোক্তাদি "বার" শব্দ বলিয়া শেষ করিলে, ঐ মোক্তাদির নামাজ শুদ্ধ হইবে না, এই মতই শুদ্ধ। (আলমগীরি)

১৮। বোবা ব্যক্তি মনে মনে তকবিরে-তাহরিমা বলিয়া নামাজ আরম্ভ করিবে। (জিহবা নাড়িয়া বলা আবশ্যক) (আলমগীরি)

১৯। কোন ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায় পাইয়া নামাজে সোজা দাঁড়াইয়া আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করতঃ রুকুর মধ্যে বার শব্দ বলা শেষ করিয়া নামাজে দাখিল হইলে, সহীহ কৌল মতে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি)

২০। মারাকিল-ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে, তকবির এইরূপ ভাবে বলিতে হইবে যেন নিজে শুনিতে পায়। এত আস্তে বলিবে না যে, নিজে না শুনে।

২১। যে ব্যক্তি কানে না শুনে, তাহার তকবির-তাহরিমা শ্রবণ করা শর্ত নহে, শুধু তকবির বলিলেই হইবে। (মরাাকিল-ফালাহ)

২২। কোন ব্যক্তি জামাতে উপস্থিত হইয়া হঠাৎ তকবিরে তাহরিমা বলিয়া নামাজ আরম্ভ করতঃ সন্দেহ হইল যে, ইমামের তকবিরের পূর্বে কি পরে বলা হইল নাকি, তখন বিশেষ চিন্তার পর যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ইমামের তকবিরের পরক্ষণেই তকবির বলিয়াছে, তাহা হইলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। (বাহরুর-রায়েক)

প্রশ্নঃ- হুজুর! ফারসী ভাষায় তকবিরে-তাহরিমা বলিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! এ বিষয় ইমামদের মতভেদ আছে, ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহর মতে আরবী ভালরূপে জানা সত্ত্বেও ফারসী ভাষায় তকবিরে-তাহরিমা বলিলে শুদ্ধ হইবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) এর মতে আরবী ভাষা উচ্চারণ করিতে অক্ষম না হইলে, ফারসী ভাষায় তকরিবে-তাহরিমা বলিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি), মারাকিল ফালাহ কিতাবে ইহাও লিখিত আছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও সাহেবাইনদের মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, আরবী ভাষা উচ্চারণে অক্ষম হইলে ফারসী ভাষায় তকবিরে-তাহরিমা বলা জায়েজ, নচেৎ জায়েজ নাই।

নামাজে কেরাত পড়িবার নিয়ম

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজের কেরাত সম্বন্ধে মাসয়ালা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবে লিখিত আছে, নামাজে পাঁচ প্রকার কেরাত আছে। যথাঃ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব ও মাকরূহ তাহরিম।

প্রশ্নঃ- হুজুর! প্রত্যেক প্রকার কেরাতের বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি কিতাবে ফরজ-কেরাতের কথা লিখিয়াছেন যে, নামাজের কেরাতের মধ্যে মতভেদ আছে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মতে ছোট এক আয়াত নামাজের মধ্যে পড়া ফরজ, এই কৌলই শুদ্ধ।

(ক) ওয়াজিব কেরাত-নামাজের মধ্যে সুরা ফাতেহা পড়া ও এই সঙ্গে কোন সুরা পড়া

ওয়াজিব, (জওহারাতুন-নাইয়ারা) ইহার বিস্তারিত বিবরণ ভবিষ্যতে প্রকাশের আশা রহিল।

(খ) সুন্নত কেরাত-ফজর ও জোহরের নামাজে তওয়ালে-মোফাচ্ছাল পড়া, অর্থাৎ সুরা হাজারাত হইতে সুরা বুরুজ পর্যন্ত যে কোন সুরা এক রাকআতে পড়া সুন্নত। আছর ও এশার নামাজের আওছাতে-মোফাচ্ছাল অর্থাৎ সুরা বুরুজ হইতে লামইয়াকুনিল্লাজি পর্যন্ত যে কোন সুরা এক রাকআতে পড়া সুন্নত। মাগরিবে কেছারে মোফাচ্ছাল (ইজাজুল জিলাত হইতে সুরা নাস) পর্যন্ত যে কোন সুরা পড়া সুন্নত।

(গ) মোস্তাহাব কেরাত- ফজরের নামাজ মুসাফের না হইলে প্রথম রাকআতে ৩০/৪০ আয়াত পর্যন্ত ও দ্বিতীয় রাকআতে ২০/৩০ আয়াত পাঠ করিবে। প্রকাশ থাকে যে, কোন কিতাবে ইহা সুন্নত লিখিয়াছে। মুসাফের অবস্থায় যদি সময় পায় তবে সুন্নত মোতাবেক কেরাত পড়িবে। হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় মুসাফিরিতে থাকিয়া সুরা নাস ও সুরা-ফালাক দ্বারা নামাজ পড়িয়াছেন।

(ঘ) মাকরূহ কেরাত-নামাজে শুধু ফাতেহা পড়া বা ফাতেহার সহিত ছোট ১/২ আয়াত পড়া, অথবা ফাতেহা না পড়িয়া শুধু সূরা পড়া, এতদ্ব্যতীত উপরের দিকে যথাক্রমে সূরা পড়া মাকরূহ। যেমন সূরা নাস পড়িয়া পরে সূরা ফালাক পড়া। (জওহারাতুন-নাইয়ারা)

প্রশঃ- হুজুর! কেরাত সম্বন্ধে কতক মাসয়ালা জানাইতে মর্জি হইলে সুখী হইব।

উত্তরঃ- কতক মাসয়ালা বয়ান করিতেছি, স্মরণ রাখিবে।

১। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে ছোট এক আয়াত পড়া ফরজ। খোলাছা কিতাবে ঐ কথা শুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু শুধু এক এক আয়াত দ্বারা নামাজ আদায় করিলে গুনাহগার হইবে। (আলমগীরি) কেননা, ইহাতে ওয়াজিব তরক হয়। ছোট এক আয়াতের পরিমাণ সম্বন্ধে শরহে বেকায়া, দুররুল মোখতার, গায়াতুল-আওতার, হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও শামী প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছে, ছয় হরফ বিশিষ্ট আয়াতকে ছোট এক আয়াত বলে।

২। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে প্রকাশ পায় যে, যদি এমন ছোট এক আয়াত পড়ে যাহাতে দুই বা ততোধিক শব্দ যেমন- ছুম্মা কাতালা, কাইফা কাদ্দারা বা ছুম্মা নাজারা এই প্রকার ছোট আয়াত দ্বারা নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

৩। এক হরফ বা এক কলেমা (শব্দ) বিশিষ্ট কোন ছোট আয়াত যথা- মোহাম্মাতান, ছাদ, নুন, কাফ ইত্যাদি দ্বারা নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হওয়া না হওয়ার মধ্যে মতভেদ আছে। সহীহ কৌল মতে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। ফতহুল-কাদির, মাজমাউল-আনহুর, জামেউর-রমুজ, আলমগীরি, শরম্বালালিয়া, দুররুল-মোখতার প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, দুই বা ততোধিক হরফ, যেমন- হা, মীম অথবা হা-মীম-আইন-ছীন-কাফ, কিংবা কাফ-হা-ইয়া-আইন-ছোয়াদ ইত্যাদি দ্বারা নামাজ শুদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু সহীহ রেওয়ায়েত মতে শুদ্ধ হইবে না।

৪। কোন ব্যক্তি আয়াতুল-কুরসি দুই ভাগ করিয়া এক এক ভাগ দ্বারা এক এক রাকআত পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে।

৫। আমাদের হানাফীদের মতে কেরাত পাঠের সময় শব্দসমূহ শুদ্ধ হইলেও যদি না শুনে, তবে এরূপ কেরাত পাঠ দ্বারা নামাজ শুদ্ধ হইবে না। কিনতু আলমগীরি কিতাবে কোন কোন

রেওয়ায়েতে আছে যে, যদি চুপে পড়ার সূরা কেরাত এমন চুপে পড়ে যে, তাহার মুখের নিকট অন্যে কর্ণ রাখিলে শুনিতে পায় তবে এমন চুপে পড়িলে শুদ্ধ হইবে, যদিও নিজে না শুনে। এতদ্ব্যতীত 'করিবী' কিতাবে কারখী (রঃ) হইতে কোন কোন রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, কানে না শুনিলেও নামাজ শুদ্ধ হইবে; এই কৌলদ্বয় আমলযোগ্য নহে। কারণ আলমগীরি, হাশিয়ায়ে তাহতাবী বাহরুর-রায়েক, মারাকিল-ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে যে, নিজে না শুনে এমন চুপে চুপে কেরাত পড়িলে সহীহ রেওয়ায়েত মতে নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

৬। মারাকিল-ফালাহ ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, নামাজের কেরাত, তাহিয়াত-তাসমিয়া, দোয়া-কুনুত, সেজদায়ে তেলাওয়াত ইত্যাদি যাহা চুপে পড়ার নিয়ম তাহা এরূপ চুপে পড়িবে যেন নিজে শুনিতে পায়, নিজে শুনিতে না পাইলে তাহা পড়ার মধ্যে গণ্য হইবে না। এতদ্ব্যতীত আলমগীরি, গিয়াছিয়া, মারাকিল-ফালাহ, শরহে-বেকায়া প্রভৃতি কিতাবে উল্লেখ আছে যে, তালাক, মান্নত, ঈমান, ইসলাম গ্রহণ, জবেহের তাকবীর ইত্যাদিও এইরূপ বলিবে যেন নিজ কানে শুনে; কানে না শুনে এরূপ বলিলে, বলা না বলা সমান। শরহে-বেকায়া ও মারাকিল-ফালাহ কিতাবে প্রমাণ করিয়াছে কেহ যেন চুপে চুপে তালাক দিল, কিন্তু নিজে শুনিল না, এইরূপ তালাক দিলে তালাক শুদ্ধ হইবে না। প্রকাশ থাকে যে, কবিরী কিতাবে লিখিত আছে, ক্রয়-বিক্রয় নিজে শুনিলেও শুদ্ধ হইবে না; যদি অন্যে না শুনে।

৭। ফরজ দুই, তিন কি চারি রাকআত হউক না কেন, মাত্র দুই রাকআতে কেরাত পাঠ করা ফরজ (আলমগীরি)। শুধু এক রাকআতে কেরাত পাঠ করিলে নামাজ হইবে না। তিন বা চারি রাকআতে ফরজ নামাজে যে কোন দুই রাকআতে কেরাত পাঠ করিলে ফরজ আদায় হইবে। (আলমগীরি) কিন্তু প্রথম দুই রাকআতে পড়া ওয়াজিব।

৮। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে বেতের, সুন্নত ও নফল নামাজসমূহের প্রত্যেক রাকআতেই কেরাত পাঠ করা ফরজ।

৯। নামাজের মধ্যে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কেরাত পাঠ করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি)

প্রশ্নঃ- হুজুর! আরবী ব্যতীত ফারসী ভাষায় কেরাত পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি, মারাকিল-ফালাহ, আরকানে আরবা, বাহরুর-রায়েক, দুররুল-মোখতার, শামী, হেদায়া, মাজমাউল-আনহুর, মুলতাকাল আবহুর প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, আরবী ভিন্ন ফারসী ভাষায় কেরাত পাঠ সম্বন্ধে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ)-এর মধ্যে বিশেষ মতভেদ হইয়া মীমাংসা হইয়া গিয়াছে যে, আরবী ভাষা উচ্চারণে সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম না হইলে, ফারসী ভাষায় কেরাত পড়া জায়েজ নাই।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ফারসী ভাষায় কেরাত পড়া সম্বন্ধে জানিলাম অন্য ভাষায় কি হুকুম?

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি ও মারাকিল-ফালাহ কিতাবের মর্মে জানা যায়, উক্তরূপে মতভেদ হইয়া মীমাংসা হইয়াছে যে, আরবী ভাষায় সম্পূর্ণ অক্ষম না হইলে বাংলা, ইংরেজী ইত্যাদি কোন ভাষায়ই জায়েজ নাই।

প্রশ্নঃ- হুজুরের প্রকাশিত কিতাবসমূহের অধিকাংশ কিতাবে ফারসী ভাষায় কেরাত পড়া সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন; অন্যান্য ভাষার উল্লেখ করেন নাই, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- বৎস! ফতোয়ায়ে-গিয়াছিয়া, দুররুল-মোখতার, শামী ও মাজমাউল-আনহুর প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন- বেহেশতী লোকের ভাষা আরবী ও ফারসী হইবে। তাহাতে প্রকাশ হয় যে, আরবী ভিন্ন অন্যান্য ভাষাসমূহের মধ্যে ফারসী ভাষাই সর্বোত্তম। দেখ বৎস! যখন ফারসী ভাষায় কেরাত পড়া শুদ্ধ হইল না, তখন অন্যান্য ভাষায় কিরূপে শুদ্ধ হইবে?

রুকু করিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! রুকু কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- বৎস! মুনিয়া কিতাবে লিখিত আছে, নামাজে মাথা ও পিঠ কিছু সম্মুখ দিকে অবনত করাকে রুকু বলে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! রুকু করা কি?

উত্তরঃ- বৎস! রুকু করা নামাজের একটি ফরজ (কবিরী)। মাথা ও পিঠ সম্মুখ দিকে অবনত করিয়া এই ফরজ আদায় করিবে, নচেৎ নামাজ শুদ্ধ হইবে না। এই কৌলকে বাহরুর-রায়েক ও শরম্বালালিয়া কিতাবে উত্তম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মোলতাকা কিতাবে লিখিত আছে, পিঠ বাঁকা করিয়া হস্তদ্বয়ের আঙ্গুল দ্বারা হাঁটু নাগাল পাইলেই রুকুর ফরজ আদায় হইবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! রুকু সম্বন্ধে কতক মাসয়ালা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! মুনিয়া কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেহ ইমামকে রুকুতে দেখিয়া রুকু পরিমাণ ঝুঁকিয়া তকবির বলিয়া ইমামের সহিত নামাজে দাখিল হয়, তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। রুকু পরিমাণ না ঝুঁকিয়া তক্‌বির বলিয়া থাকিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। প্রকাশ থাকে যে, হস্ত দ্বারা হাঁটু নাগাল পায় এরূপ অবস্থায় তক্‌বির বলিয়া নামাজ আরম্ভ করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

প্রশ্নঃ- হুজুর কুঁজ ব্যক্তি কি প্রকারে রুকু আদায় করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! বাহরুর-রায়েক ও শরম্বালালিয়া কিতাবে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি এমন কুঁজ যে সর্বদা রুকুর ন্যায় ঝুঁকান থাকে, সে যে পরিমাণ মাথা নিচু করিতে পারে সে পরিমাণ নীচু করিলেই রুকুর ফরজ আদায় হইবে। বৎস! যাহা হউক, রুকু সম্বন্ধে কয়েকটি মাসয়ালা বলিতেছি শ্রবণ কর।

১। 'কবিরী' কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেহ ইমামের রুকু ও প্রথম সিজদার পর দ্বিতীয় সিজদার সময় আসিয়া নিয়ত করতঃ প্রথম সিজদা নিজে একা আদায় করিয়া দ্বিতীয় সিজদা ইমামের সঙ্গে আদায় করে, তবে তাহার নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

২। কেহ ইমামকে প্রথম সিজদায় যাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি নিজে নিজে রুকু করিয়া ইমামের সহিত দুই সিজদা আদায় করিলে নিয়ত শুদ্ধ হইবে, কিন্তু ঐ রাকআত নামাজ পাওয়া যাইবে না।

৩। যদি কেহ ইমামের রুকুর পূর্বে রুকু দিয়া উঠিয়া থাকে, সিজদা ইত্যাদি ইমামের সহিত আদায় করে, তবে তাহার নামাজ শুদ্ধ হইবে না। যেহেতু ইমামের তাবেদারী করা ফরজ, তাহা করা হয় নাই। (কবিরী)

৪। যদি কেহ ইমামের রুকুর পূর্বে রুকু দিয়া ইমামের সহিত মাথা উঠাইয়া যথানিয়মে নামাজ আদায় করে, তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে। (কবিরী)

৫। যদি কেহ ইমামকে রুকুতে দেখিয়া নিয়ত করতঃ তক্‌বিরে-তাহরিমা বান্ধিয়া দেখিতে পায় যে, ইমাম রুকু হইতে উঠিয়াছে, তবে মোক্তাদি বাকী সিজদাহ ইত্যাদি ইমামের সহিত আদায় করিবে। এমতাবস্থায় নামাজে দাখিল হইলেও নামাজ শুদ্ধ হইবে কিন্তু প্রথম রাকআত পাওয়া যাইবে না। বাকী নামাজ একা পড়িয়া লইবে।

৬। মুনিয়া কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেহ রাকআতে এক শব্দ বা এক অক্ষর রুকুর মধ্যে আদায় করে তবে কোন দোষ হইবে না কিন্তু হাশিয়ায়ে-তাহতাবী ও গায়াতুল আওতারে এ কওলটি জইফ বলিয়া লিখিয়াছে। দাঁড়ান অবস্থায় কেরাত সম্পূর্ণ করিয়া রুকু দিবে।

৭। ইমাম যদি মোক্তাদির তিন তস্‌বীহ পড়ার পূর্বে মাথা উঠায় তবে এমতাবস্থায় মোক্তাদিগণ তিন তস্‌বীহ আদায় করিবার জন্য বিলম্ব না করিয়া সহীহ কৌল মতে ইমামের সঙ্গেই মাথা উঠাইবে। (শামী, মুলতাকাল-আবহুর, মারাকিল-ফালাহ ও আলমগীরি) জানা আবশ্যক, মাথা না উঠাইলে ওয়াজিব তরক হইয়া মাকরূহ তাহরিমের গুনাহ হইবে। সিজদারও ঐ হুকুম।

৮। মোক্তাদি যদি ইমামের মাথা উঠাইবার পূর্বে মাথা উঠাইয়া থাকে, তবে অমনি ইমামের সঙ্গে রুকুতে যাইবে। (আলমগীরি) নচেৎ মাকরূহ-তাহরিমের গুনাহ হইবে।

সিজদাহ করিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! সিজদা করা কি?

উত্তরঃ- বৎস! প্রত্যেক রাকআতে দুই সিজদাহ করা ফরজ। (আলমগীরি, বাহরুর রায়েক)

প্রশ্নঃ- হুজুর! আল্লাহ তায়ালা শুধু আদেশ করিয়াছেন সিজদাহ কর, এমতাবস্থায় দুই সিজদাহ করিবার কারণ কি?

উত্তরঃ- বৎস! দুই সিজদাহ সম্বন্ধে "বাহরুর-রায়েক" কিতাবে কয়েকটি রেওয়ায়েত লিখিত আছে।

১। আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করার জন্য প্রথম সিজদাহ, দ্বিতীয় সিজদাহ শয়তানকে লজ্জা দিবার জন্য; কারণ আল্লাহ তায়ালার আদেশ শয়তান অহংকার করিয়া পালন করে নাই। আমরা সিজদাহ করিলে শয়তান লজ্জা পাইয়া থাকে।

২। আল্লাহ তায়ালা যে ঈমান দান করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রথম সিজদাহ করা হয়। দ্বিতীয় সিজদাহ করিবার উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ তায়ালা ঈমান বজায় রাখেন।

৩। মাটি হইতে পয়দা হইয়াছি, তন্নিমিত্ত প্রথম সিজদাহ করা হয়। দ্বিতীয় সিজদাহর কারণ এই যে, এই মাটিতে পুনঃ আল্লাহ তায়ালার আদেশে যাইতে হইবে।

৪। আর এক রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত রূহ সৃষ্টি করিয়া সিজদাহ করিতে বলিয়াছিলেন। (তদানুযায়ী) ঈমানদার রূহগণ সিজদাহ করিয়াছিল; পরে যখন ঐ রূহ দেখিল যে, কাফের রূহগণ সিজদাহ করে নাই তৎ দর্শনে নিজেদের কার্যের প্রতি সন্তোষ হইয়া পুনঃ সিজদাহ করিয়াছিল।

প্রশ্নঃ- হুজুর! সিজদাহ কিরূপে আদায় করিতে হয়? তাহা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! মুনিয়া কিতাবে আছে- কপাল, নাসিকা, দুই পা, দুই হাত, দুই হাঁটু মাটিতে রাখিয়া সিজদাহ করিবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! সিজদাহ সম্বন্ধীয় কতক মাসয়ালা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! সিজদাহ সম্বন্ধে কতক মাসয়ালা বলিতেছি, স্মরণ রাখিবে।

১। কপাল ও নাসিকা দ্বারা সিজদাহ করিবে। ওজরে শুধু নাসিকা বা কপাল দ্বারা সিজদাহ আদায় করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। নচেৎ ঐরূপ সিজদাহ মাকরূহ হইবে। (মুনিয়া)

২। বিনা ওজরে শুধু নাসিকা দ্বারা সিজদাহ আদায় করিলে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে মাকরূহের সহিত সিজদাহ জায়েজ হইবে, কিন্তু সাহেবাইন অর্থাৎ ইমাম মোহাম্মাদ (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ)-এর মতে সিজদাহ শুদ্ধ হইবে না; এই কথার উপরই ফতোয়া (আলমগীরি)

৩। নাসিকার শুধু অগ্রভাগ স্পর্শ করাইয়া সিজদাহ করিলে সিজদাহ হইবে না। নাসিকার শক্ত হাড্ডির অগ্রভাগ বিছানায় লাগাইতে হইবে। (আলমগীরি)

৪। গাল ও থুতনী (দাঁড়ি) দ্বারা সিজদাহ আদায় করিলে কোনক্রমে জায়েজ হইবে না। চাই ওজরে হইক বা বে-ওজরে হউক, ওজরে হইলে সিজদাহ না করিয়া ইশারা করিয়া সিজদাহ আদায় করিবে। (আলমগীরি)

৫। ঘাস, তুলা, শুষ্ক খড়, বিছানার উপর বা বরফ ইত্যাদির উপর সিজদাহ করিলে যদি নাসিকা ও কপাল কিছু বসিয়া ঠেকা পড়ে, তবে সিজদাহ শুদ্ধ হইবে। যদি ক্রমে দাবিতে থাকে ও ঠেকা না পড়ে তবে সিজদাহ শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি)

৬। গেহু ও যবের উপর সিজদাহ করিলে সিজদাহ শুদ্ধ হইবে।

৭। মক্কাই, চিনি, চাউল ইত্যাদির উপর সিজদাহ করিলে জায়েজ হইবে না, কিন্তু মক্কাই চাউল, তুলা, চিনি ইত্যাদি থলিয়ার মধ্যে থাকিলে থলিয়ার উপর সিজদা করা জ ায়েজ আছে। (আলমগীরি)

৮। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, লোকাধিক্য বশতঃ রাণের উপর সিজদাহ করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। কিন্তু হাঁটুর উপর সিজদাহ করিলে শুদ্ধ হইবে না। মুনিয়া ও আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, বিনা ওজরে রানের উপর সিজদাহ করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। ওজরে হউক কি বে-ওজরে হউক হাঁটুর উপর সিজদাহ করিলে শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরি)

৯। সহীহ কৌল মতে হাতলীর পিঠ পার্শ্বে সিজদাহ করা জায়েজ আছে, যদি হাতলী

মাটির উপর হয়, কিন্তু তাহা সুন্নতের খেলাফ। (আলমগীরি)

১০। মৃতদেহ আবৃত কোন মোটা কাপড় ইত্যাদির উপর সিজদাহ করিলে যদি সিজদার সময় মৃতদেহ অনুভব করে, তবে সিজদাহ শুদ্ধ হইবে না; নচেৎ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

১১। ছোট পাথরের উপর সিজদাহ করিলে যদি কপালের বেশীর ভাগ জমিনে পড়ে, তবে সিজদাহ শুদ্ধ হইবে; নচেৎ হইবে না।

১২। পাগড়ীর পেটের উপর বা সঙ্গীয় কাপড়ের উপর অথবা কোন পবিত্র দ্রব্যের উপর সিজদা করিলে সিজদাহ ও নামাজ শুদ্ধ হইবে। শাফী মজহাবে ঐরূপ সিজদাহ করা জায়েজ নাই। (মুনিয়া)

১৩। লোকাধিক্য বশতঃ লোকের পিঠের উপর সিজদাহ করিলে সিজদাহ শুদ্ধ হইবে, যদি উভয়ে একই জামাতের নামাজী হয়। (মুনিয়া) দুররুল-হেকাম কিতাবে লিখিত আছে, অন্য নামাজীর পিঠের উপর সিজদাহ দিলে জায়েজ হইবে না। অন্য নামাজীর পিঠের উপর ওজরে বা স্থান না থাকায় সিজদাহ করিলেও নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

১৪। যদি কেহ জমিনে হাত বা হাঁটু না রাখিয়া শুধু কপাল ও নাসিকা দ্বারা সিজদাহ করে তবে সিজদাহ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি)

১৫। যদি কেহ সিজদার সময় পা জমিন হইতে শূন্যে রাখে তবে সেই সিজদাহ শুদ্ধ হইবে না, কিন্তু এক পা শূন্যে থাকিলে সিজদাহ শুদ্ধ হইবে; কিন্তু মাকরূহ হইবে। ওজরে হইলে মকরূহ হইবে না। (আলমগীরি)

১৬। পা জমিনে রাখিয়া অঙ্গুলী রাখিলে বা শুধু এক অঙ্গুলী রাখিয়া সিজদাহ করিলে শুদ্ধ হইবে। লোকাধিক্য বশতঃ পায়ের পিঠ জমিনে থাকিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে (আলমগীরি)

১৭। নাপাক দ্রব্যের উপর কোর্তার আস্তিন বা পরিধানের কাপড় কতকাংশ বিছাইয়া সিজদাহ করিলে শুদ্ধ হইবে না। (মুনিয়া)

১৮। যদি পাক স্থান গরম থাকে বা ধূলা থাকে অথবা শীতল থাকে, এমতাবস্থায় সেই স্থানে রুমাল বা হাতলী রাখিয়া তদুপরি সিজদাহ করিলে সিজদাহ শুদ্ধ হইবে। কিন্তু মাকরূহ হইবে। (মুনিয়া)

১৯। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সিজদাহ করিলে পুনঃ সিজদাহ করিতে হইবে। যদি সিজদা বা রুকুতে যাইয়া ঘুমায় তবে এমন ঘুমের সিজদা পুনঃ আদায় করিতে হইবে না। কাঁটাযুক্ত স্থানে বা কাঠের কুঁচা পূর্ণ জায়গায় সিজদা করামাত্র অনুভব করিতে পারিলে সরাইয়া অন্য স্থানে সিজদাহ করিলে জায়েজ হইবে, কিন্তু এক সিজদাহ আদায় হইবে। (আলমগীরি)

২০। আলমগীরি কিতাবে সিজদার বয়ানে আছে, পদদ্বয় রাখার স্থান হইতে সিজদাহ স্থান দুই ইট অর্থাৎ ১২ অঙ্গুলীর চেয়ে বেশী উচ্চ স্থানে সিজদাহ করিলে সিজদাহ শুদ্ধ হইবে না। প্রকাশ থাকে যে, নামাজীর নিজ হাতের মাপ ধরিতে হইবে।

নামাজের শেষ বৈঠকের বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! ইতিপূর্বে নামাজের তরতীবের বয়ানে জানাইয়াছেন যে, শেষ বৈঠক ফরজ; শেষ বেঠকে কিরূপে বসিবে? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! নামাজের মধ্যে ১ম বৈঠক ও শেষ বৈঠক একই প্রকার, তবে কিরূপে বসিতে হইবে তাহা বলিতেছি, স্মরণ রাখিবে।

১। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, পুরুষ সিজদাহ আদায় করিয়া জঙ্গার পিছন পার্শ্বের উপর বসিবে, ডান পায়ের জঙ্গার পিছ পার্শ্ব রাণের সহিত রাখিয়া অঙ্গুলী সমূহের অগ্রভাগ কেবলামুখী রাখিয়া টেক্ দিয়া গোড়ালী রাণের পার্শ্বে রাখিয়া উর্ধ্বে রাখিবে। হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলীসমূহ স্বাভাবিকভাবে (সহীহ রেওয়ায়েত মতে হাঁটুর) রাণের উপরে রাখিবে। সহীহ রেওয়ায়েত মতে হাঁটুর গিরা ধরিবে না। দৃষ্টি কোলের দিকে রাখিবে।

ঐ কিতাবের মর্মে স্ত্রীলোকেও প্রায় পুরুষের ন্যায় বসিবে, কিন্তু পদদ্বয়ের পাতা দুইখানা ডানদিকে কিছু বাহির করতঃ বিস্তার করিয়া বাম চোতরের উপর বসিবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! আখেরী বৈঠক যে ফরজ, তাহার কয়েকটি প্রমাণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! মুনিয়া কিতাবে ঐ কথার প্রমাণার্থে লিখিয়াছেন-

১। চারি রাকআত স্থানে কেহ ভুলে শেষ বৈঠকে না বসিয়া ৫ম রাকআত নামাজ আরম্ভ করিলে, ঐ নামাজের ফরজ বাতিল হইয়া নফলের মধ্যে গণ্য হইবে, কারণ চতুর্থ রাকআতে বসা ফরজ ছিল।

২। মুকিম ইমামের চারি রাকআত বিশিষ্ট কাজা ফরজ নামাজের সহিত মোসাফের অবস্থায় এক্তেদা করিলে মোক্তাদির নামাজ শুদ্ধ হইবে না। কারণ, মুকিম ইমামের নামাজের শেষ বৈঠক ফরজ, কিন্তু মোসাফেরের ১ম বৈঠকই ফরজ ছিল। (মুনিয়া)

৩। যদি কোন ব্যক্তি নামাজের শেষ বৈঠকের শেষভাগে বাকী তিলাওয়াতে সিজদাহ আদায় করিয়া পুনঃ না বসিয়া নামাজ হইতে বাহির হয়, তবে তাহার নামাজ বাতিল হইবে। কারণ, শেষ বৈঠকের শেষ ভাগে পুনঃ সিজদাহ করার পূর্বের বৈঠক বাতিল হইয়াছে। কাজেই পুনঃ বসিয়া নামাজ হইতে বাহির হইবে। (মুনিয়া)

৪। যদি কেহ শেষ বৈঠকের মধ্যে বসিয়া সম্পূর্ণ সময় ঘুমাইয়া থাকে, ঘুম ভাঙ্গার পরেই শেষ বৈঠকের পরিমাণ না বসিয়া নামাজ হইতে বাহির হইলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। কারণ, কবিরী কিতাবে লিখিত আছে, নামাজের মধ্যে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কোন রোকন আদায় করিলে তাহা ধর্তব্য নহে; এই কথাই সহীহ। প্রকাশ থাকে যে, তারাবীর নামাজে ঐরূপ ঘটিয়া থাকে।

৫। যদি কোন মোক্তাদি ইমামের তাশাহুদ পড়ার পূর্বেই তাশাহুদ পড়িয়া নামাজ শেষ করিয়া কথা বলে, তবে মোক্তাদির নামাজ শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরি) কিন্তু ওয়াজিব তরকের জন্য মাকরূহ তাহরীমের গুনাহ হইবে।

নামাজ হইতে কোন কাজ করিয়া বাহির হওয়া ফরজ

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজ হইতে বাহির হইবার জন্য নাকি কোন কাজ করা ফরজ?

উত্তরঃ- বৎস! আমি ইতিপূর্বে ৪র্থ অধ্যায়ে মুনিয়ার মর্ম মতে লিখিয়াছি যে, উহা মতভেদ জনিত ফরজ কিন্তু বর্তমানে বিশেষ তাহকিকের সহিত যাহা জানিলাম তাহা প্রকাশ করিতেছি, বিশেষ বিবেচনার সহিত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! যাহা হউক, শরহে বেকায়া, দোররুল-হেকাম ও অন্যান্য বাজে রেছালা-যেমন; বাংলা মায়দানুল-উলুম ও জোব্দাতুল মাসায়েল প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছে, নামাজ হইতে কোন কাজ করিয়া বাহির হওয়া ফরজ। তাঁহারা উহা কোথায় পাইলেন?

উত্তরঃ- বৎস! ইমাম বুরদায়ী (রহঃ) বলিয়াছেন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে নামাজ হইতে কোন কাজ করিয়া বাহির হওয়া ফরজ। এই কৌল অবলম্বনে বোধ হয় শরহে-বেকায়া, দুররুল-হেকাম ও অন্য কিতাবে যথাক্রমে ঐ কৌল নকল করিয়াছেন, কতক কিতাবে বুরদায়ী (রহঃ)-এর কৌল ভুল ও অশুদ্ধ বলিয়া লিখিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- হুজুর! সে কিরূপ মতভেদ জনিত ফরজ, তাহার প্রমাণ জানিতে বাসনা?

উত্তরঃ- বৎস! শামী মোলতাকার-আবহুর, কবিরী, বাহরুর-রায়েক, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, গায়াতুল-আওতার প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন, ইমাম করখী (রহঃ) বলিয়াছেন, বুরদায়ী (রহঃ) যে ঐ কৌল ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এই কথা তাহার ভুল। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কখনও বলেন নাই যে, নামাজ হইতে কোন কাজ করিয়া বাহির হওয়া ফরজ। এতদ্ব্যতীত তাবিনুল-হাকায়েক, শরম্বালালিয়া, আলমগীরি, মোলতাকাল-আবহুর, কবিরী প্রভৃতি কিতাবে ইমাম করখী (রহঃ)-এর মত শুদ্ধ বলিয়া লিখিয়াছেন। দুররুল-মোখতার মাজমাউল-আনহুর, জামেউর-রুমুজ, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই ইমামত্রয় হইতে রেওয়ায়েত আছে সহীহ কৌল মতে নামাজ হইতে কোন কাজ করিয়া বাহির হওয়া ফরজ নহে। উল্লিখিত ১১টি কিতাবের মতই শুদ্ধ। ঐ কৌল ফরজ হইলে অবশ্য আরকান আহকাম ১৪টি ফরজ হইত। সুতরাং নামাজ হইতে বাহির হইবার জন্য কোন কাজ করা ফরজ নহে।

নামাজ হইতে কোন কাজ করিয়া বাহির হওয়া কি তাহার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজ হইতে কোন কাজ করিয়া বাহির হওয়া কি?

উত্তরঃ- বৎস! পূর্বেইত ৪র্থ অধ্যায়ে মুনিয়ার মর্ম মতে মতভেদ জনিত ফরজ বলিয়া দিয়াছি, তাহা কি স্মরণ নাই?

প্রশ্নঃ- হুজুর! সে কথা স্মরণ আছে বটে, কিন্তু বাংলা জোব্দাতুল-মাসায়েল ও মায়দানুল-উলুম কিতাবে লিখিয়াছে যে, কোন কাজ করিয়া নামাজ হইতে বাহির হওয়া ফরজ ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- বৎস! দুররুল-হেকাম, শরহে-বেকায়া প্রভৃতি কিতাবে নামাজ হইতে কোন কাজ করিয়া বাহির হওয়া ফরজ, এই কৌল ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর বলিয়া লিখিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তদ্দৃষ্টেই তোমার উল্লিখিত বাংলা কিতাবে ফরজ বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ তাহকিকে যে সকল মতভেদ জনিত দলিল পাওয়া যায়, তাহাতে উহা ফরজ না হওয়াই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্নঃ- হুজুর! কিরূপ মতভেদ ও কি দলিল প্রমাণ পাওয়া যায়? তাহা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিয়াছে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) সাহেবত্রয়ের মধ্যে যে ১২টি মাসায়ালা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, তাহার উপর কেয়াছ করিয়া বুরদায়ী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে নামাজ হইতে কোন কাজ করিয়া বাহির হওয়া ফরজ। ইমাম করখী (রহঃ) ইমাম বুরদায়ী (রহঃ)-এর কেয়াছ করা অশুদ্ধ বলিয়া লিখিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ঐরূপ মত কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। এইরূপ শামী, মোতলাকাল আবহুর, কবিরী, বাহরুর রায়েক, গায়াতুল-আওতার প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত তাবিনুল-হাকায়েক, শরহমনালিয়া, আলমগীরি, মোলতাকাল আবহুর কবিরী প্রভৃতি কিতাবে ইমাম কারখী (রহঃ)-এর কৌল শুদ্ধ বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া দুররুল-মোখতার, মাজমাউল আনহুর, জামেউর-রুমুজ, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে, সহীহ কৌল মতে কোন কাজ করিয়া নামাজ হইতে বাহির হওয়া ফরজ নহে।

প্রকাশ থাকে যে, মাওলানা শাহ কেরামত আলী মরহুম মগফুর সাহেবের দাদাপীর হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ)-এর কৃত রাহে-নাজাত কিতাবে লিখিত নাই যে, কোন কাজ করিয়া নামাজ হইতে বাহির হওয়া ফরজ।

আরকান ও আহকামের আনুষঙ্গিক ফরজের বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! আরকান-আহকামের কতক আনুষঙ্গিক বিষয় জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! তৎসম্বন্ধে নিম্নে কতক বয়ান করিতেছি, স্মরণ রাখিও।

১। নামাজের ফরজ সমূহ পৃথক পৃথক আদায় করা। এই সম্বন্ধে দুইটি মত পাওয়া যায়। (ক) হলবী (রহঃ)-এর মতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পৃথক পৃথক ফরজ না জানিয়া আদায় করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (গায়াতুল-আওতার) প্রকাশ থাকে যে, ঐ নামাজ পুনঃ আদায় করিতে হইবে।

(খ) তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, প্রথম সিজদাহ হইতে দ্বিতীয় সিজদাহ পৃথক করিয়া আদায় করা। যদি কেহ প্রথম সিজদাহ দিয়া মাথা না তুলিয়া পুনঃ সিজদাহ দেয়, তবে তাহার নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (গায়াতুল-আওতার)।

২। নামাজের ফরজসমূহ যথাক্রমে আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা। যেমন-কেয়াম, রুকু, সিজদাহ, শেষ বৈঠক অর্থাৎ নামাজের ফরজসমূহ আদায় করা, ইহার বিপরীত কোন কাজ

করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। যেমন- সিজদাহর পর রুকু করা (গায়াতুল-আওতার)।

৩। নামাজের ফরজসমূহ সম্পূর্ণ আদায় করতঃ নামাজ পড়া। নামাজের একটি ফরজও আদায় না করিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

৪। নামাজের এক ফরজ আদায়ান্তে অন্য ফরজ আদায়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া। (গায়াতুল-আওতার)

৫। (ক) নামাজের অন্তর্গত ফরজসমূহের ইমামের তাবেদারী করা। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, ইমামের সহিত জামআতে নামাজ আদায়কালে নামাজের রোকন (ফরজ) সমূহের তাবেদারী করা ফরজ। যদি কোন মোক্তাদি ওয়াজিব ও সুন্নতের তাবেদারী না করে তবে নামাজ হইবে না।

(খ) শামী কিতাবে লিখিত আছে, ইমামের কওলী রোকন (বাক্য দ্বারা যে রোকন আদায় করে) যেমন কেরাত পাঠ, ফরজের তাবেদারী স্থানে মোক্তাদির হানাফী মজহাব মতে চুপ থাকা ও শ্রবণ করা ওয়াজিব। ভবিষ্যতে ইহার বিস্তারিত বর্ণনার আশা রহিল।

৬। মোক্তাদির ধারণায় ইমামের নামাজ শুদ্ধ হওয়া। যেমন- হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও শামী কিতাবে লিখিত আছে, শাফী মজহাবের ইমাম অজু অন্তে লজ্জাস্থান স্পর্শ করতঃ নামাজে দাঁড়াইয়াছেন জানিয়াও যদি হানাফী মজহাবের মোক্তাদি এক্তেদাহ করে, তবে মোক্তাদির নামাজ শুদ্ধ হইবে। কারণ মোক্তাদির মজহাবে অজু অন্তে লজ্জাস্থান স্পর্শ করায় অজু ভঙ্গ হয় না, কাজেই মোক্তাদির বিশ্বাস মতে মোক্তাদির নামাজ শুদ্ধ হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে যদিও ইমামের নামাজ না হইয়া থাকে।

বৎস! স্মরণ রাখিবে, ইমাম ও মোক্তাদি যদি এক মজহাবের হয় ও ইমামের নামাজ হয় নাই বলিয়া মোক্তাদির ধারণা হয়, তবে মোক্তাদির নামাজ শুদ্ধ হইবে না।

৭। ইমামের চেয়ে সম্মুখে বাড়িয়া না দাঁড়ায় অর্থাৎ ইমামের টাখ্নুর থেকে মোক্তাদির টাখ্নু অগ্রে না হওয়া।

৮। ইমামের বিপরীত মুখে মোক্তাদির না দাঁড়ান। শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, মোক্তাদি ও ইমাম নির্ণয় করিতে না পারিয়া দুইজনে দুই দিকে কেবলা নির্ণয় করিয়া যদি ইমামের সহিত এক্তেদাহ করে, তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। (শামী)

৯। তরতীবওয়ালা কাজা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। যদি ওয়াক্তিয়া নামাজের সময় সংকীর্ণ হয়, তবে কাজা নামাজ আদায় না করিয়া ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে।

১০। স্ত্রীলোকের বরাবর দাঁড়াইয়া জামাতে নামাজ না পড়া। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ভবিষ্যতে পাইবে।

১১। তা'দিলে আরকান ও নামাজে রোকন (ফরজ) সমূহ ঠিকভাবে আদায় করা। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফী, ইমাম আহমদ এবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মতে রুকু, সিজদা, কওমা, জলছা ইত্যাদির মধ্যে এক এক তছবীহ পাঠ করা যায়, এমন পরিমাণ দেরী করা। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী) কিন্তু ইহাতে মতভেদ আছে।

১২। স্ব ইচ্ছায় ও জাগ্রতভাবে নামাজ আদায় করা। (শামী)

নামাজের ওয়াজিবের বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজের ওয়াজিব আদায় করিলে কি উপকার সাধিত হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! নামাজের ওয়াজিব আদায় করিলে ফরজ পূর্ণভাবে আদায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ ওয়াজিব ফরজের পরিপূরক।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ওয়াজিব আদায় না করিলে নামাজের কি ক্ষতি হয়? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবে লিখিত আছে, ওয়াজিব তরক করিলে নামাজ অশুদ্ধ হয় না। কিন্তু মাকরূহ তাহরীমের গুনাহ হয়। যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া ওয়াজিব তরক করে, তবে সে ব্যক্তি ফাসেক। যদি কেহ নামাজের শেষ ওয়াক্তে মুসলমান হইয়া থাকে বা কোন বিশেষ কারণে শিক্ষা করিতে না পারিয়া না জানা সত্ত্বে ওয়াজিব তরক করে, তবে তাহার মাকরূহ তাহরীম হইবে না বা পুনঃ নামাজ দোহরাইতে হইবে না।

দুররুল-মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া ওয়াজিব তরক করে, তবে সেই নামাজ দোহরাইয়া পড়া ওয়াজিব, কিন্তু ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব তরক হইলে সোহ সিজদা দেওয়া ওয়াজিব। যদি ইচ্ছা করিয়া সোহ সিজদাহ ছাড়িয়া দেয়, তবে পুনঃ নামাজ দোহরাইতে হইবে।

নামাজের মধ্যে কয়টি ওয়াজিব তাহার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজের মধ্যে কয়টি ওয়াজিব আছে, জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! নামাজের মধ্যে বহু ওয়াজিব আছে? কিন্তু দুররুল-মোখতার ও তানবিরুল-আবছার কিতাব হইতে সংখ্যা চিহ্ন ও অন্যান্য কিতাব হইতে বর্ণ চিহ্ন দ্বারা লিখিতেছি, স্মরণ রাখিও।

১। ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকআতে ফাতেহা পড়া, ইহাতে সাত আয়াতে ৭টি ওয়াজিব।

২। ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকআতে সূরা মিলান (১টি ওয়াজিব)।

৩। নফল নামাজের প্রত্যেক রাকআতে সূরা মিলান (১টি ওয়াজিব)।

৪। বেতরের নামাজের প্রত্যেক রাকআতে সূরা মিলান (১টি ওয়াজিব)।

৫। ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকআতে সূরা মিলানকে নির্দিষ্ট করা (১টি ওয়াজিব)।

৬। সূরা পড়ার পূর্বে ফাতেহা পড়া (১টি ওয়াজিব)

৭। প্রথম দুই রাকআতের প্রত্যেক রাকআতে সূরার পূর্বে একাধিকবার ফাতেহা না পড়া।

(ক) শামী কিতাবে লিখিত আছে, প্রথম দুই রাকআতে সূরার পূর্বে দুইবার ফাতেহা পড়িলে ওয়াজিব তরক হইবে, কিন্তু ফাতেহা পড়ার পর সূরা পড়িয়া পরে যদি পুনঃ ফাতেহা পড়ে তবে ওয়াজিব তরক হইবে না। কারণ সূরা পড়ার পরক্ষণেই রুকু করা ওয়াজিব নহে। সে মতে ফাতেহার পর দুই বা ততোধিক সূরা পড়িলেও ওয়াজিব তরক হইবে না।

৮। নামাজের কেরাত ও রুকুর তরতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা (১টি ওয়াজিব)।

৯। রাকআতের মধ্যে যে রোকন দুইবার আছে, তাহার তরতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা (১টি ওয়াজিব)।

১০। তা'দিলে আরকান। অর্থাৎ–

(ক) রুকুতে এক তছবিহ্ পরিমাণ বিলম্ব করা (১টি ওয়াজিব)।

(খ) সিজদায় এক তছবিহ্ পরিমাণ বিলম্ব করা (১টি ওয়াজিব)।

(গ) কওমা অর্থাৎ রুকু হইতে দাঁড়াইয়া এক তছবিহ্ পরিমাণ বিলম্ব করা (১টি ওয়াজিব)।

(ঘ) জল্ছা অর্থাৎ সিজদাহ্ হইতে মাথা উঠাইয়া এক তছবিহ্ পরিমাণ বসিয়া বিলম্ব করা (১টি ওয়াজিব)

১১। ফরজ ও নফল নামাজের প্রথম বৈঠক (১টি ওয়াজিব)।

১২। নামাজের দুই বৈঠকেই আত্তাহিয়্যাতু পড়া। (ওয়াজিব)

১৩। প্রথম বৈঠকের আত্তাহিয়্যাতুর পর কিছু বেশী পাঠ না করা (ওয়াজিব)।

সহীহ্ কওল মতে দ্বিতীয় সালাম শব্দ বলা ওয়াজিব, কিন্তু আলাইকুম নহে। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে আছে, যে নামাজে সিজদাহ্ নাই, যেমন জানাজা নামাজে সালাম ওয়াজিব নহে।

১৪। সালাম শব্দ উচ্চারণ করতঃ নামাজ হইতে বাহির হওয়া (১টি ওয়াজিব)

১৫। বেতরের নামাজে দোয়ায়ে কুনুত পাঠ করা। ইমাম আজম (রহঃ)-এর নিকট ওয়াজিব (শামী) (১টি ওয়াজিব)

কুনুত অর্থ- দোয়া আমরা যে নির্দিষ্ট কুনুত পাঠ করি তাহা সুন্নত। কিন্তু যে কোন দোয়া পড়িলে সকল ইমামের মতে ওয়াজিব আদায় হইবে। (শামী) বৎস! দোয়া কুনুত পাঠ করিয়া সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ আদায় করিও

১৬। দোয়া কুনুত পড়িবার পূর্বক্ষণে তকবির বলা (১টি ওয়াজিব)।

১৭। বেতরের নামাজের তৃতীয় রাকআতে রুকুর তকবির বলা (১টি ওয়াজিব)। কিন্তু ইহার মধ্যে মতভেদ আছে; গায়াতুল-আওতারে সুন্নত লিখিত আছে।

১৮। ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ছয় তকবির বলা ওয়াজিব। (৬টি) শামী কিতাবে লিখিত আছে, প্রত্যেক রাকআতে তিন তকবির বলিবে।

১৯। ঈদের নামাজে দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর তকবির বলা। (১টি ওয়াজিব)

২০। যে নামাজ জেহের (স্পষ্টস্বরে) পড়িতে হয়, ইমামের তাহা স্পষ্ট করিয়া পড়া ওয়াজিব।

শামী কিতাবে লিখিত আছে-ফজর, মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকআত, দুই ঈদ, জুমা, তারাবীহ্ ও রমজানের বেতরের নামাজে ঈমামের স্পষ্ট স্বরে কেরাত পড়া ওয়াজিব।

২১। যে নামাজ চুপে পড়িবার হুকুম আছে, তাহা ইমাম হউক বা একা নামাজী হউক, চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব।

শামী কিতাবে লিখিত আছে- জোহর, আছর ও মাগরিবের শেষ রাকআত, কছুফ ও এস্তেছকার নামাজ, ইমাম ও একা নামাজী সকলেই চুপে চুপে পড়িবে। আলমগীরি কিতাবে আছে, জোহর ও আছরের নামাজ আরফার ময়দানে হইলেও চুপে পড়িবে।

২২। ফরজ ওয়াজিব কাজ সকল যথাস্থানে আদায় করা ওয়াজিব; যেমন কেরাতের পরক্ষণেই রুকু করা ফরজ। যদি কেহ কেরাত পড়িয়া সন্দেহ করে যে, কেরাত পড়িয়াছি কি না, যদি এই চিন্তায় কিছু দেরী করে, তবে ওয়াজিব তরক হইবে। কারণ, ফরজ যথাস্থানে

আদায় করিতে বিলম্ব হইল।

অথবা, যেমন ফাতেহা পড়ার পরই সূরা মিলান ওয়াজিব। যদি কেহ ফাতেহা পড়িয়া রুকু করার পর মনে করে যে, সুরা মিলাই নাই, তবে রুকু হইতে উঠিয়া সুরা মিলাইয়া নামাজ আদায় করিবে। ইহাতে ওয়াজিব তরক হইল, কারণ ফাতেহার পরেই সূরা মিলান হয় নাই।

২৩। এক রাকআতে তিন সিজদা না করা (ওয়াজিব)।

২৪। দুই রাকআত ও চারি রাকআতের পূর্বে বৈঠকে না বসা। (১টি ওয়াজিব)।

২৫। পরপর দুই ফরজ আদায়ের মধ্যে রীতির বেশী কিছু কাজ না করা (ওয়াজিব)

২৬। ইমামের কেরাত পাঠকালে মোক্তাদির চুপ থাকা। (১টি ওয়াজিব) শামী কিতাবে লিখিত আছে, মোক্তাদি যদি ইচ্ছা করতঃ ইমামের সহিত কেরাত পাঠ করে, তবে মাকরূহ তাহরীম হইবে; তাহার নামাজ দোহরান ওয়াজিব। ভুলে পড়িলে নামাজ দোহরাইতে হইবে না।

২৭। ইমামের তাবেদারী করা। (১টি ওয়াজিব)।

২৮। বাহরুর-রায়েক কিতাবের মর্মে ফাতেহার পূর্বে সূরার এক হরফও না পড়া। (১টি ওয়াজিব) ফতহুল-কাদির হইতে শামী কিতাবে ইহার তাৎপর্য লিখিত আছে- এক রোকন আদায় করিতে যত পরিমাণ সময় লাগে, ফাতেহা পড়িবার পূর্বে তত পরিমাণ সময় কেরাত পাঠ করিলে সোহ্ সিজদা ওয়াজিব হইবে। উহার কম হইলে মাফ।

২৯। কবিরী কিতাবে আছে- নামাজের মধ্যে সিজদার সময় আসিলে তখনই সিজদা করা ওয়াজিব। ভুলক্রমে না করিলে সোহ্ সিজদা দিতে হইবে। (১টি ওয়াজিব)।

৩০। কবিরী কিতাবের মর্মে জানা যায়, প্রথম দুই রাকআতে মাত্র একবার ফাতেহা পড়িলে ওয়াজিব তরক হইবে। (১টি ওয়াজিব)।

৩১। শামী কিতাবে লিখিত আছে, মাকরূহ তাহরীমের সহিত নামাজ না পড়া । (১টি ওয়াজিব) যেমন বাদে-গরম ও বাহ্যের বেগ লইয়া নামাজ পড়া। এইরূপভাবে পড়িলে নামাজ দোহরান ওয়াজিব।

৩২। তাহতাবী ও মারাকিল-ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে, নামাজ আরম্ভে যে তকবির বলা ফরজ, সেই তকবির স্থলে আল্লাহু আকবার শব্দ নির্দিষ্ট করতঃ নামাজের তকবির বলা। (১টি ওয়াজিব) কারণ, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা ঐরূপ আল্লাহু আকবার শব্দ উচ্চারণ করিয়া নামাজ পড়িয়াছেন। দুই ঈদের তকবির বলার মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু বাহরুর-রায়েক কিতাবে আল্লাহু আকবার শব্দ উচ্চারণ করতঃ তকবির বলা সহীহ কওল মতে ওয়াজিব বলিয়াছেন। ঐ কওল শামী, মুলতাকাল-আবহুর ও দুররুল-মোখতার প্রভৃতি কিতাবে সমর্থন করিয়াছেন।

৩৩। মারাকিল-ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে, নাসিকা ও কপাল দ্বারা সিজদাহ করা ওয়াজিব।

৩৪। মছবুক ব্যক্তির ইমামের প্রথম বৈঠকের তাবেদারী করার জন্য বসা। (১টি ওয়াজিব) যদিও মছবুকের ঐ বৈঠক প্রকৃত পক্ষে প্রথম বৈঠক না হয়।

৩৫। নামাজের প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পরক্ষণেই দাঁড়ান ওয়াজিব।(১টি ওয়াজিব) যদি কেহ এক রোকন পরিমাণ সময় ভুলেও বিলম্ব করে তবে তাহার ওয়াজিব তরক হইবে।

৩৬। দিবাভাগে নফল নামাজ চুপে পড়া ওয়াজিব (১টি ওয়াজিব)।

৩৭। মাগরিবের প্রথম দুই রাকআতের যে কোন রাকআতে বা এশা প্রথম দুই রাকআতে ভুলে সূরা না পড়িয়া থাকিলে বাকী নামাজ ফাতেহার সহিত স্পষ্ট করিয়া সূরা পড়িয়া নামাজ আদায় করা সহীহ্ কওল মতে ওয়াজিব।

৩৮। প্রথম দুই রাকআতে ভুলে ফাতেহা না পড়িলে শেষ দুই রাকআতে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য অতিরিক্ত ফাতেহা না পড়া (১ টি ওয়াজিব) ইহার বিপরীত হইলে সোহ্ সিজদা করিতে হইবে।

৩৯। নামাজে ফাতেহা না পড়িয়া সূরা পড়িয়াই যদি মনে হয় যে, ফাতেহা পড়ি নাই, তাহা হইলে পুনঃ ফাতেহা পড়িয়া সূরা পাঠ করিয়া নামাজ আদায় করিবে। (১টি ওয়াজিব) যদি রুকুর মধ্যে মনে হয় তবে রুকু হইতে উঠিয়া ফাতেহা ও সূরা পাঠ করিয়া নামাজ আদায় করা ওয়াজিব।

৪০। শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, ইমামের নামাজে ওয়াজিব তরক হইলে ইমাম যদি তাহার প্রতিকার না করে, তবে মোক্তাদির ওয়াজিব যে, পুনঃ দোহরাইয়া নামাজ পড়ে। (১টি ওয়াজিব)

কিন্তু জুমা কিংবা উভয় ঈদের নামাজে যদি ঐরূপ হয়, তবে মোক্তাদির নামাজ দোহরাইতে হইবে না। যদি ইমাম দোহরান তবে মোক্তাদিও দোহরাইবে। প্রকাশ থাকে যে, ওয়াক্ত থাকিলে ইমাম মোক্তাদি উভয়েরই ঐরূপ নামাজ দোহরান ওয়াজিব। যদি কেহ মাকরূহ তাহরীমের সহিত নামাজ শেষ করিয়া থাকে, তবে ঐ নামাজ দোহরান ওয়াজিব কিন্তু সময়ের মধ্যে মতভেদ আছে; প্রসিদ্ধ কওল এই যে, ওয়াক্ত থাক বা না থাক নামাজ দোহরান ওয়াজিব। (শামী)

ওয়াজিবের আনুষঙ্গিক মাসয়ালা

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজে ফাতেহা পড়া কেহ এক ওয়াজিব বলিয়া থাকেন, আপনি ফাতেহার সাতটি ওয়াজিব বলিলেন, তাহার দলিল জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! এ বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) পূর্ণ ফাতেহা পড়া ওয়াজিব বলিয়া গিয়াছেন। সাহেবাইন অর্থাৎ ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ফাতেহার অর্ধেকাংশ পাঠ করিলেই ওয়াজিব আদায় হইবে।

শামী কিতাবে মোজতাবাই কিতাব হইতে লিখিয়াছেন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে ফাতেহার প্রত্যেক আয়াত অর্থাৎ সাত আয়াতে সাতটি ওয়াজিব এই কৌলই উত্তম।

প্রশ্নঃ- হুজুর! দুই রাকআতে সূরা মিলান ওয়াজিব বলিলেন, তাহা কিরূপ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! দুররুল-মোখতার ও শামী কিতাবে হালবী (রহঃ) হইতে লিখিত আছে, ছোট এক সূরা বা ছয় হরফ বিশিষ্ট ছোট তিন আয়াত অথবা এক আয়াতে আঠার হরফ হয়, কমপক্ষে এমন আয়াত মিলাইয়া নামাজ আদায় করিলে, নামাজের ওয়াজিব আদায় হইবে। মাক্রূহ তাহরীম হইবে না।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকআতে সূরা মিলান ওয়াজিব বুঝিলাম, যদি কেহ শেষের দুই রাকআতেও সূরা মিলায় তবে কি হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! ইহার মধ্যে মতভেদ আছে, কিন্তু সহীহ্ রেওয়ায়েত মতে সুন্নতের খেলাফ হইবে, কাজেই মাকরূহ তানজিহ হইবে। (গায়াতুল আওতার)

প্রশ্নঃ- হুজুর বলিলেন, প্রথম দুই রাকআতের প্রত্যেক রাকআতে সূরার পূর্বে একের অধিকবার ফাতেহা না পড়া ওয়াজিব, তাহার দলিল জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে, প্রথম দুই রাকআতের যে কোন রাকআতে সূরার পূর্বে দুইবার ফাতেহা পড়িলে ওয়াজিব তরক হইবে, কিন্তু ফাতেহা পড়ার পর সূরা পড়িয়া পরে যদি পুনঃ ফাতেহা পড়ে, তবে ওয়াজিব তরক হইবে না কারণ, সূরা পড়ার পরক্ষণেই রুকু করা ওয়াজিব নহে। যেহেতু ইচ্ছা হইলে দুই তিন সূরা পড়িতে পারে।

(ক) যদি কেহ ফাতেহার পর একাধিক সূরা পড়ে তবুও ওয়াজিব তরক হইবে না বরং জায়েজ হইবে।

(খ) চারি রাকআত বিশিষ্ট ফরজ নামাজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে যদি একাধিকবার ফাতেহা পড়ে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআত হইতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে ও তাহাতে মোক্তাদিগণ বিরক্ত হয়, তবে মাকরূহ হইবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কেহ নামাজের কেরাত না পড়িয়া ভুলে রুকু দিয়া থাকে, তবে কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! রুকুর মধ্যে যদি মনে হয়, তবে রুকু হইতে উঠিয়া পুনঃ কেরাত পড়িয়া রুকু দিয়া নামাজ আদায় করিবে, কিন্তু সোহ্ সিজদাহ করা ওয়াজিব। (শামী)

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজের প্রথম দুই রাকআতে নির্দিষ্ট করিয়া কেরাত পড়া ওয়াজিব বলিয়াছেন কিন্তু নামাজ যদি দুই রাকআত বিশিষ্ট হয়, তখনও কি এই হুকুম?

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, দুই রাকআত বিশিষ্ট ফরজ নামাজে যদি কেহ প্রথম বা দ্বিতীয় রাকআতে কেরাত ভুলিয়া নামাজ শেষ করে, তবে তাহা পূর্ণ করিবার স্থান থাকে না; কাজেই দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাজের উভয় রাকআতে নির্দিষ্ট কেরাত পাঠ করা ফরজ। যদি তিন রাকআত বিশিষ্ট নামাজের প্রথম রাকআতে বা দ্বিতীয় রাকআতে কেরাত ভুলিয়া যায়, তবে তৃতীয় রাকআতে কেরাত পড়িয়া নামাজ পূর্ণ করিবে। চারি রাকআত বিশিষ্ট নামাজের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে কেরাত ভুলিয়া গেলে, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে কেরাত পড়িয়া নামাজ পূর্ণ করিবে কিন্তু তরতীবের খেলাফের জন্য সোহ্ সিজদাহ করিয়া নামাজ আদায় করিবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! তা'দিলে আরকান কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- বৎস! নামাজের রুকু সিজদায় এক তসবিহ (যেমন ছোবহানাল্লাহ) বলিতে পারে, এই পরিমাণ সময় স্থির ভাবে স্থগিত থাকাকে তা'দিলে আরকান বলে। (গায়াতুল আওতার)

প্রশ্নঃ- হুজুর! কওমা ও জলছার মধ্যে এক তসবিহ পরিমাণ বিলম্ব করা ওয়াজিব বলিলেন, ঐ সময় কিছু পড়িতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! সে সময় কিছু পড়িতে হইবে না। (গায়াতুল আওতার)

প্রশ্নঃ- হুজুর! কোন কোন রেছালায় দেখিয়াছি, জলছার মধ্যে 'আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলি ওয়ারহামনি ওয়া আফিনী ওয়াহ্দেনী ওয়ারজুকনি' এই দোয়া পড়িবে বা ইহার দুই এক কালেমা পড়িবে। হুজুর বলিলেন, কিছুই পড়িবে না, ইহার তাৎপর্য কি? জানিতে বাসনা?

উত্তরঃ- বৎস! শামী, গায়াতুল আওতার, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, দুররুল মোখতার প্রভৃতি কিতাবে আছে, কওমা, ও জলছায় এইরূপ দোয়া শুধু নফল নামাজে (যেমন তাহাজ্জুদ) বিধান আছে বটে, কিন্তু ফরজ নামাজে নহে; শামী কিতাবে লিখিত আছে- এক তসবিহ পরিমাণের বেশী বিলম্ব করিলে ওয়াজিব তরক হইবে, কাজেই উহাতে সোহ সিজদা আবশ্যক হইবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! তা'দিলে আর্কান ফরজ কি ওয়াজিব, তৎসম্বন্ধে যে কতক মতভেদ আছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে বাসনা?

উত্তরঃ- বৎস! হযরত ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) হইতে তা'দিলে আরকান ফরজ বলিয়া রেওয়ায়েত আছে, কিন্তু অন্যান্য ইমামের মতে রুকু ও সিজদায় তা'দিল অর্থাৎ এক তসবিহ পরিমাণ সময় দেরী করা ওয়াজিব লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন মতভেদ নাই। দুররুল হেকাম, তাবিনুল হাকায়েক, কাফি, এনায়া ও আলমগীরি প্রভৃতি কিতাবে শুধু কওমা ও জলছায় তা'দিল ঠিক রাখা সুন্নত লিখিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- হুজুর! পূর্বে কওমা ও জলছায় তা'দিল সম্বন্ধে একাধিক মত পাইলাম। আমরা কোন্ মত আমল করিব? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! কওমা ও জলছায় এক তসবিহ পরিমাণ বিলম্ব করা ওয়াজিব, এই কথা আমল করিও। কারণ- (১) বাদায়ে, (২) বাহরুর রায়েক, (৩) হাশিয়ায়ে তাহতাবী, (৪) কবিরী, (৫) ফতহুল কাদির (৬) তাবিনুল হাকায়েকের হাশিয়া, (৭) শরম্বালালিয়া, (৮) মেফতাহুচ্ছালাত, (৯) মালাবুদ্দামিনহু, (১০) শামী, (১১) ছগিরী, (১২) দুররুল-মোখতার প্রভৃতি কিতাবে এইরূপ এখতিয়ার করিয়াছেন।

বৎস! এখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, ওয়াজিব ধারণায় আমল করিলে সকলের মত আদায় হইয়া যায়, সুন্নত ধারণায় ত্যাগ করিলে গুনাহগার হইবে। এমনস্থলে ওয়াজিব জ্ঞানে আমল করা কর্তব্য।

হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) কৃত মকতুবাতের ২য় খন্ডের ৬০ মকতুবে আছে, যদি কেহ কওমা (রুকু হইতে উঠিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়ান) জলছা (সিজদা হইতে উঠিয়া বসিয়া বিলম্ব করা) ত্যাগ করিয়া ৬০ বৎসরও নামাজ পড়ে, তবুও তাহার নামাজ কবুল হইবে না। অতএব কখনও পাখীর আহার করার ন্যায় নামাজ পড়িবে না। তা'দিলে আরকান ঠিক রাখিয়া রুকু, সিজদাহ, কওমা, জলছা আদায় করিয়া নামাজ পড়িও।

আত্তাহিয়্যাতু পাঠের বিস্তারিত বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! আত্তাহিয়্যাতু পাঠ সম্বন্ধে কতক মাসয়ালা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতের বেশী পাঠ না করা ওয়াজিব। শামী কিতাবে লিখিত আছে, ফরজ ও সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ নামাজের প্রথম বৈঠকে আবদুহু ওয়া রাসূলুহুর পর ভুলে আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিন পর্যন্ত পড়িলে সোহ্ সিজদাহ ওয়াজিব হইবে। কিন্তু চারি রাকআত বিশিষ্ট নফল নামাজে ঐরূপ তাশাহুদের পর দরূদ শরীফ পড়িলে সোহ্ সিজদাহ ওয়াজিব হইবে না।

বৎস! স্মরণ রাখিও, ইহা ইমাম মোহাম্মদ (রঃ)-এর মত।

১। জওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবের মর্মে জানা যায়, নফল নামাজের প্রত্যেক দুই রাকআতের প্রথম ভাগে ছানা, তাআব্বুজ, তাছমিয়া পড়িয়া নামাজ আদায় করিবে। চারি রাকআত বিশিষ্ট নফল নামাজের প্রথম ও তৃতীয় রাকআতের প্রথমে তাআব্বুজ, তাছমিয়া ও ছানা পাঠ করিবে। (জওহারাতুন্নাইয়ারা)

২। যদি কেহ দুই বৈঠকের কোন এক বৈঠকে তাশাহুদের চেয়ে কিছু কম পড়ে, তবে ওয়াজিব তরক হইবে। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে, অর্ধেকের বেশী পড়িলেও ওয়াজিব তরক হইবে।

৩। ঐ কিতাবে লিখিত আছে, নামাজের মধ্যে দশবারও তাশাহুদ পড়িতে পারে। এক ব্যক্তি মাগরিবের নামাজে ইমামের প্রথম বৈঠকে আসিয়া নামাজ আরম্ভ করিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িল, কিন্তু ইমামের পূর্ব সোহ্ সিজদা ছিল, ইমামের সহিত তৃতীয় রাকআতে আত্তাহিয়্যাতু পড়িল; ইমাম সোহ্ সিজদা আদায় করতঃ আত্তাহিয়্যাতু পড়িল, অমনি ইমামের সিজদা তিলাওয়াত যে স্থানে ওয়াজিব ছিল, সেই স্থানে না করায় পুনঃ সোহ সিজদার তাশাহুদ পড়িয়া নামাজ আদায় করিল। মোক্তাদির বাকী দুই রাকআতের দুইবার আত্তাহিয়্যাতু পড়া হইল, ইতিমধ্যে সোহ সিজদাহ ও তিলাওয়াতে সিজদাহ ঘটিয়া পড়ায় যথাক্রমে তিনবার আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া নামাজ আদায় করিল, তাহাতে মোক্তাদির দশবার আত্তাহিয়্যাতু পড়া হইল।

৪। মোক্তাদির প্রথম তাশাহুদ পাঠের পূর্বে ইমাম দাঁড়াইয়া গেলে মোক্তাদির ওয়াজিব যে, তাশাহুদ পূর্ণ করিয়া উঠিয়া ইমামের সহিত দাঁড়ায়। (ফতোয়া-আনকারাবী)

প্রকাশ থাকে যে, মোক্তাদি যদি তাশাহুদ পাঠ করিয়া ইমামকে কিয়ামের মধ্যে পায়, তবে পূর্ণ করিবে, নচেৎ না।

৫। ঐ কেতাবে আছে যে, শেষ বৈঠকের তাশাহুদ পূর্ণ করিবার পূর্বে ইমাম সালাম ফিরাইলে মোক্তাদি তাশাহুদের আবদুহু ওয়া রাসুলুহু পর্যন্ত পড়িয়া সালাম ফিরাইবে কিন্তু দোয়া ও দরূদ পাঠের জন্য ইমামের সালামের পর মোক্তাদির বিলম্ব করিতে হইবে না।

৬। ভুলে তাশাহুদ না পড়িয়া ইমামের সহিত দাঁড়াইয়া গেলে মোক্তাদির যদি উহা মনে হয় তবে বসিয়া তাশাহুদ পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইবে; কিন্তু একা নামাজী বা ইমামের ঐরূপ ঘটিলে পুনঃ বসিয়া তাশাহুদ পড়িবে না। (ফতুয়ায়ে আনকারাবী)

৭। মছবুক মোক্তাদি ইমামকে প্রথম বৈঠকে পাইয়া বসিয়া গেলে ও মোক্তাদির তাশাহুদ শুরু করিবার পূর্বে ইমাম দাঁড়াইয়া গেলে মোক্তাদির কর্তব্য তাশাহুদ পড়িয়া দাঁড়ায় (ফতোয়ায়-আনকারাবী)। প্রকাশ থাকে যে, ফরজ যেন তরক না হয়। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, মোক্তাদি তাশাহুদ পূর্ণ করিয়া, বা না করিয়া ইমামের সহিত দাঁড়াইলে জায়েজ আছে। আরও লিখিত আছে, এই মত আমল করিলে মাকরূহও হইবে না। শামী কিতাবে লিখিত আছে, মোক্তাদি তাশাহুদ পূর্ণ না করিয়া ইমামের সহিত দাঁড়াইয়া গেলে, নামাজ শুদ্ধ হইবে কিন্তু মাকরূহ তাহরীমের সহিত হইবে। ইহার তাৎপর্য ঐ কিতাবে লিখিয়াছেন যে, তাশাহুদ পূর্ণ পড়া ওয়াজিব, ইমামের তাবেদারী করাও ওয়াজিব। এমতাবস্থায় কর্তব্য যে, দুই ওয়াজিব যাতে রক্ষা করা হয়, তাহার চেষ্টা করা; যদিও তাশাহুদ পড়িতে কিছু বিলম্ব হয়, আর ইমামেরও তাবেদারীর কতক পায়, তবে দুই ওয়াজিব রক্ষা হয়। যদি আত্তাহিয়্যাতে কতকাংশ পড়িয়া উঠিয়া ইমামের তাবেদারীর ওয়াজিব পূর্ণ করে, তবে একই ওয়াজিব তরক হয়। কাজেই নামাজ মাকরূহের সহিত হইল। বৎস! এমনস্থলে তাশাহুদ পূর্ণ করিয়া ইমামের তাবেদারী করিলে হাশিয়ায়ে তাহতাবীর এক মত ও শামী কিতাবের মত রক্ষা হইবে। সাবধান! ইমামের তাবেদারী করিতে গিয়া যেন কোন রোকন পূর্ন তরক না হয়।

৮। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ (যেমন জোহরে প্রথম সুন্নত ও জুমার পূর্ব ও পরের সুন্নত ইত্যাদি নামাজের মধ্যে তাশাহুদের আবদুহু ওয়া রাসূলুহু শব্দের পর ভুলে আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিন পর্যন্ত পড়িলে সোহ্ সেজদাহ করিতে হইবে। মান্নত নামাজ ও যে নফল শুরু করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সেই নামাজের মধ্যে তাশাহুদের পর উক্ত দরূদ পড়িলে ওয়াজিব তরক হইবে না। কারণ, ঐ নামাজ মুলে নফল।

প্রকাশ থাকে যে, মান্নতের নামাজ এবং যে নফল নামাজ আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা আদায় করা ওয়াজিব; কিন্তু এই উভয় নামাজের প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর দরূদ পাঠ করিলেও সোহ সিজদা দিতে হইবে না।

৯। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া প্রথম বৈঠকের তাশাহুদে "আবদুহু ওয়া রাছুলুহুর" পর দরূদ পড়ে, তবে নামাজ দোহরাইবে।

জেহের করিয়া নামাজ পড়িবার বিস্তারিত বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! যে নামাজে জেহের করিয়া কেরাত পড়িবার বিধান আছে, তৎসম্বন্ধে কতক মাসয়ালা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! কতক বলিতেছি, স্মরণ রাখিও।

(১) আলমগীরি কিতাবে আছে, যে সকল নামাজ জেহের (স্পষ্টস্বরে) পড়ার বিধান আছে, তাহা একা পড়িলে চাই স্পষ্ট পড়ুক বা চুপে পড়ুক, ইচ্ছাধীন। কিন্তু ইমামের ন্যায় বেশী উচ্চস্বরে পড়িবে না। নিজে শুনিবার জন্য বেশী উচ্চস্বরে পড়া আবশ্যক নহে। শামী কিতাবে লিখিয়াছেন, জেহের পড়া উত্তম, জামাতের সওয়াব পাইবে।

(২) আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, ইমাম এমন উচ্চস্বরে কেরাত পড়িবে, যেন

মোক্তাদি মৃদুভাবে শুনিতে পায়। ইমাম যদি চেষ্টা করিয়া আবশ্যকের বেশী উচ্চস্বরে কেরাত পড়ে তাহাতে গুনাগার হইবে। কারণ, অতিরিক্ত উচ্চস্বরে শ্রবণে একাগ্রতা ভঙ্গ হয়।

(৩) ঐ কিতাবে আছে, নামাজের মধ্যে যে জেহের ওয়াজিব তাহা ইমামের ওয়াজিব, যেন উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতঃ নামাজ পড়ে। তকবিরে তাহরীম, ঈদের ছয় তকবির কিন্তু তাসমিয়া অর্থাৎ ছামিআল্লাহু লেমান হামিদাহ ও রুকু সিজদাহের তক্‌বির বলা ওয়াজিব না হইলেও তাহা ইমামের উচ্চস্বরে বলা আবশ্যক। কারণ, মোক্তাদিগণের সুবিধার জন্য নামাজের এই সব ক্রিয়াগুলি উচ্চস্বরে আদায় করবে। (একা নামাজী উহা চুপে বলিবে)।

(৪) কাজীখান কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, রাত্রের ফরজ নামাজ দিনে জামাতের সহিত কাজা পড়িতে হইলে ইমামের জেহের পড়া ওয়াজিব। ভুলে চুপে পড়িলে সোহ্‌ সিজদাহ করিতে হইবে। যেমন- মাগরিব, এশা। দিবসের ফরজ নামাজ রাত্রে জামাতের সহিত কাজা পড়িতে হইলে ইমামের জন্য কেরাত চুপে পড়া ওয়াজিব। ভুলে উচ্চস্বরে কেরাত পড়িলে সোহ সিজদাহ করিতে হইবে। (যথা-জোহর, আছর।)

প্রকাশ থাকে যে, ফজরের নামাজ জামআতে কাজা পড়িলে ইমামের ওয়াজিব যে, জেহের করিয়া পড়ে। মোটকথা, জেহের নামাজ ফজর, এশা, মাগরিব, দিবা বা রাত্রে হউক, ইমামের ওয়াজিব যে, জেহের করিয়া পড়ে। চুপের কাজা নামাজ চুপে পড়িবে।

(৫) একা জেহের নামাজের কাজা পড়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু আলমগীরি কিতাবে মোহিত, কাফি, কাজীখান, জখিরা, তাবিনুল হাকায়েক প্রভৃতি কিতাব হইতে লিখিয়াছেন যে একা জেহেরের কাজা নামাজ জেহের পড়া সহীহ রেওয়ায়েত মতে অতি উত্তম। এই কথা শামছুল আয়েম্মা ও ফখরুল ইসলাম বোজুর্গদ্বয় ও মোতাআখখেরীন বহু আলেম সমর্থন করিয়াছেন।

(৬) যদি কোন ব্যক্তি ফজরের নামাজ চুপে পড়িতে আরম্ভ করিয়া, ফাতেহার কতকাংশ বা সম্পূর্ণ পড়ার সঙ্গেই অন্য কেহ তাহার এক্তেদা করে, তবে ইমাম ফাতেহা পুনঃ জেহের পড়িয়া সূরা জেহের পড়তঃ নামাজ আদায় করিবে। (আলমগীরি) মোক্তাদি আসার পরে সূরা জেহের না পড়িলে সোহ্‌ সিজদাহ দিতে হইবে।

শামী কিতাবে লিখিয়াছেন- এক রাকআতে দুইবার ফাতেহা পড়ার চেয়ে এক রাকআতে কতক চুপে কতক জেহের, এইরূপ প্রকারের পাঠ করা বেশী মাকরূহ। অতএব উল্লিখিত ঘটনা স্থলে পুনঃ ফাতেহা জেহের করিয়া পাঠ করিবে।

ইমামের তাবেদারী করা ফরজ কি ওয়াজিব তাহার মীমাংসা

প্রশ্নঃ- হুজুর! পূর্বে প্রকাশ করিয়াছেন, ইমামের নামাজের ফরজের তাবেদারী করা মোক্তাদির ফরজ। এখন বলিলেন, ইমামের তাবেদারী করা ওয়াজিব, এর তাৎপর্য জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, ইমামের নামাজের ক্রিয়া সকল চাই ফরজ হউক, কি ওয়াজিব হউক, তাহার সঙ্গেই আদায় করা ওয়াজিব। মোক্তাদি যাহাতে ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই শীঘ্র শীঘ্র নামাজের তাবেদারী করে তজ্জন্যই এই ওয়াজিবটি হইয়াছে।

নামাজের সুন্নতের বয়ান

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজের সুন্নতসমূহ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! নিম্নে "নূরুল ইজা" কিতাব হইতে কতক সুন্নত বলিতেছি, স্মরণ রাখিও।

কিয়ামের (দাঁড়ানোর) মধ্যে সুন্নত

১। নামাজের জন্য সোজা হইয়া দাঁড়ান।

২। নামাজে দাঁড়াইবার সময় পদদ্বয় চারি অঙ্গুলী পরিমাণ ফাঁক রাখিয়া দাঁড়ান।

৩। তাক্‌বিরের সময় পুরুষ ও বাঁদি হস্তদ্বয় কর্ণ বরাবর, ও স্বাধীনা স্ত্রীলোক হইলে স্কন্ধ পর্যন্ত উঠান।

৪। কর্ণ পর্যন্ত হাত উঠাইতে অঙ্গুলীসমূহ খোলাভাবে রাখা।

৫। মোক্তাদি ইমামের তাক্‌বির তাহরীমার পরক্ষণে সঙ্গে সঙ্গেই তাক্‌বির বলা।

৬। তাকবির বলা ও কর্ণে অঙ্গুলী স্পর্শ করার সময় মাথা সোজা রাখা, মাথা বক্র না করা।

৭। পুরুষ হইলে নাভির নিম্নদেশে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা ও স্ত্রীলোক হইলে বক্ষদেশে হাত রাখা।

৮। ছানা (ছুবহানাকা) পড়া।

৯। তায়াওউজ (আউজুবিল্লাহ) পড়া। প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক রাকআতে ফাতেহার পূর্বে "বিসমিল্লাহ" বলা সুন্নত, চাই ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল নামাজ হোক) ইহার বিস্তারিত কিরাতের বয়ানে পাইবে।

১০। ফাতেহা পাঠান্তে আমীন বলা।

১১। ফাতেহা পড়ার পরক্ষণেই সূরা পড়া আরম্ভ করা।

১২। ফাতেহার পর সুন্নত মোতাবেক সূরা মিলান যথা- তিওয়ালে মোফাচ্ছিল, আওছাতে মোফাচ্ছিল ও কিছরায়ে মোফাচ্ছিল।

১৩। ইমামের তাকবির সমূহ উচ্চস্বরে বলা।

রুকুর সুন্নতের বিবরণ

"মারাকিল ফালাহ" কিতাবে আছে, তাকবির বলতঃ রুকুতে যাওয়া, শামী কিতাবে লিখিত আছে, রুকুর আরম্ভে তাকবির আরম্ভ করিয়া পূর্ণ রুকু অবস্থায় গিয়াই শেষ করা (সুন্নত)। কিরাতের এক কালেমা বা হরফ উচ্চারণ করিতে করিতে কিংবা কিরাতের শেষ হরফের সঙ্গে তাকবির মিলাইয়া রুকুতে গেলে জায়েজ হইবে। ইহাতে মতভেদ আছে, কিন্তু শামী, হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মতে মাকরূহ হইবে না।.

১৩। রুকুর মধ্যে তিন তাস্‌বীহ (সুবহানারাব্বিয়্যাল আজীম) বলা (অর্থাৎ মহান্ আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি)।

১৪। দুই হাঁটু হস্তদ্বয় দ্বারা ধরা (ইহার মধ্যে মতভেদ আছে)

১৫। পুরুষ অঙ্গুলী বিস্তারিত ভাবে ও স্ত্রীলোক অঙ্গুলী বিস্তার না করিয়া রাখা।

১৬। হাটুদ্বয় সোজা রাখা।

১৭। রুকুর সময় পিঠ সমতল রাখা।

১৮। মাথা ও চুতর (নিতম্ব) এর পিছন পার্শ্ব সমসূত্রে রাখা।

(ক) রুকুর মধ্যে দুই পায়ের পাতার উপরিভাগের গিরা দুইটি মিশান (গায়াতুল আওতার)

১৯। রুকু হইতে ইমাম ও একা নামাজী "সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ্", বলিয়া উঠা। ইমাম উচ্চরবে বলা।

২০। রুকু হইতে একেবারেই খাড়া হইয়া যাওয়া ও মাথা সোজা করা।

২১। মোক্তাদি, এমাম ও একা নামাজী সকলেই রুকু হইতে উঠিয়া চুপে "রাব্বানা লাকাল হামদ্" বলা, কিন্তু ইমামের বলা সম্বন্ধে মতভেদ আছে "গায়াতুল আওতার"।

সিজ্‌দার সুন্নতের বিবরণ

২২। সিজদায় যাইবার জন্য "আল্লাহু আকবার" তাক্‌বির বলা।

২৩। বিছানায় হাটুদ্বয় প্রথমে রাখা।

২৪। পরে হস্তদ্বয় প্রথম রাখা।

২৫। প্রথমে নাসিকা জমিনে রাখা।

২৬। পরে জমিনে কপাল রাখা।

২৭। উঠিবার সময় প্রথম কপাল, পরে নাসিকা, তৎপর হাত, শেষভাগে হাটু উঠান।

২৮। দুই হাতলী কিছু ব্যবধান ভাবে জমিনে রাখিয়া তাহার মধ্যে বরাবর সিজদাহ্ করা।

২৯। সিজদায়ে গিয়া তিন তাসবীহ্ বলা (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা)।

৩০। পুরুষের পেট ও রানের মধ্যে কিছু ফাঁকা রাখা।

(স্ত্রীলোকের রানের সহিত পেট, দুই পার্শ্বের সহিত কনুই এবং বাহুদ্বয় জমিনে বিছাইয়া রাখা।

৩১। দুই পার্শ্ব হইতে কনুদ্বয় কিছু ব্যবধান রাখা।

৩২। বাহুদ্বয় জমিনে না লাগান।

৩৩। শামী কিতাবে লিখিত আছে, পদদ্বয়ের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ কেবলার দিক রাখিবে।

৩৪। পদদ্বয়ের গোড়ালীর উর্ধভাগের গিরাদ্বয় মিশাইয়া রাখা।

৩৫। আল্লাহু আকবার বলিয়া সিজদাহ্ হইতে উঠা।

৩৬। দুই সিজ্‌দার মধ্যভাগে তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়িবার জন্য বসার ন্যায় বসিয়া হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলীসমূহ রানের উপর রাখা।

তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ার সুন্নত

৩৭। পুরুষ বাম পা বিছাইয়া ডান পায়ের অঙ্গুলীর উপর ভর রাখিয়া গোড়ালী উপর দিকে রাখিয়া বসা। (ক) স্ত্রীলোক দুই পায়ের পাতা ডান দিকে কিছু বাহির হয়, এমনাবস্থায় বসা।

৩৮। তাশাহুদ পড়িবার সময় "লা ইলাহা" শব্দ উচ্চারণের সঙ্গেই শাহাদত অঙ্গুলী উর্ধ দিকে ইশারা করা, এবং ইল্লাল্লাহ" শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই নামান, কিন্তু ইহার মধ্যে মতভেদ আছে।

৩৯। শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা।

৪০। দরূদ শরীফের পর দোয়ায়ে মাছুরা পড়া।

৪১। প্রথম ডান দিকে ছালাম ফিরান।

৪২। ডান ও বাম দিকে ছালামের সাথে মুখ ফিরান।

৪৩। প্রথম বারের চেয়ে দ্বিতীয় বার নিম্নস্বরে ছালাম বলা।

৪৪। ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই মোক্তাদির ছালাম বলা।

৪৫। ইমাম হইলে মোক্তাদির জন্য ইমামতির নিয়ত করা।

৪৬। ইমাম ছালাম ফিরান কালে সঙ্গীয় ফেরেস্তা ও মোত্তাকি জ্বিনের নিয়ত রাখা। (ক) আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, দুই পার্শ্বের মুছল্লিদিগের ও সঙ্গীয় ফেরেশতার নিয়ত রাখিবে।

৪৭। মোক্তাদি ছালাম ফিরান কালে ইমাম ও জামআতের মুছল্লি এবং ফেরেশতা ও মোত্তাকি জ্বিন ইত্যাদি দিগের নিয়ত করা।

৪৮। একা নামাজী ছালাম কালে শুধু ফেরেশতার নিয়ত করা।

৪৯। "মারাকিল ফালাহ" কিতাবে আছে, মাছবুক ব্যক্তি ইমামের ছালাম ফিরানের পরও কিছুক্ষণ বিলম্ব করিবে। কারণ ইমামের সোহ্ সিজদা থাকার সম্ভাবনা আছে।

৫০। ফরজ নামাজে ৩য় ও ৪র্থ রাকয়াতে ফাতেহা পড়া সুন্নত। (মারাকিল ফালাহ)

৫১। "নূরুল ইজা" কিতাবে লিখা আছে, ফজরের নামাজের ১ম রাকয়াত লম্বা করা সুন্নত।

৫২। কেরাত পড়া শেষ হওয়া মাত্র রুকুতে যাওয়া সুন্নত। (গায়াতুল আওতার)

৫৩। বেতরের নামাজে যে কোন দোয়া কুনুত পড়া ওয়াজিব, কিন্তু প্রচলিত দোয়া কুনুত যথা- "আল্লাহুম্মা ইন্না----মোলহিক্।" ইহা পড়া সুন্নত।

৫৪। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে, নফল ও বেতরের ওয়াক্তে দোয়া কুনুতের পর যে কোন দরূদ পাঠ করা সুন্নত।

৫৫। ইমামের মোক্তাদি পুরুষদিগের নিয়ত করা সুন্নত।

৫৬। গায়াতুল আওতার ও দুররুল মোখতার কিতাবে আছে, দোয়া অর্থাৎ মোনাজাতের পর হস্তদ্বয় দ্বারা ছহি রেওয়ায়েত মতে মুখ মাসেহ করা সুন্নত।

৫৭। মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোনাজাত সম্বন্ধে ফরমাইয়াছেন যে, তোমরা হস্তদ্বয়ের হাতলী বিস্তার করতঃ দোয়া চাহিবে ও চাহনান্তে মুখমন্ডল হাত দ্বারা মাছেহ করিবে। এমন কি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মোনাজাত করিতেন তখন হাত উঠাইয়া মুখ মাছেহ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না।

সোজা হইয়া দাঁড়ান সুন্নতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজে সোজা হইয়া দাঁড়ানো সুন্নাতের বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! ইতোপূর্বে যে "নূরুল ইজা ও মারাকিল ফালাহ" কিতাব হইতে বলিয়াছি যে, নামাজে সোজা হইয়া দাঁড়াইবে দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, বক্রভাবে দাঁড়ান বিদআত, হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, বক্র ভাবে দাঁড়ান মাকরূহ তাঞ্জীহ। "মারাকিল ফালাহ" কিতাবে আছে, তাকবির আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত মাথা সোজা রাখা সুন্নত। 'বাদায়া' কিতাবে আছে নিয়ত মাত্র তাকবির বলা সুন্নত। বার্ধক্যের কারণে কুজু বা জন্মগত কুজু মুছল্লী সোজা দাঁড়াইতে না পারিলে মাকরূহ হইবে না। কারণ তাহারা মাজুর।

পদদ্বয়ের মধ্যে চারি অঙ্গুলী ব্যবধান রাখিয়া দাঁড়ানোর বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! চারি অঙ্গুলী ফাঁক রাখিয়া দাঁড়ানোর বিস্তারিত বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! দাঁড়ান সম্বন্ধে কতক মছলা বলিতেছি স্মরণ রাখিও।

১। "শামী" কিতাবে লিখিত আছে, পদদ্বয়ের মধ্যে চারি অঙ্গুলী পরিমাণ ফাঁক রাখিয়া দাঁড়াইলে মন বিশেষ স্থির ও একাগ্রতা অবস্থায় থাকে।

২। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, বিনা ওজরে পদদ্বয়ের গোড়ালীর উপর বা শুধু অঙ্গুলীর উপর অথবা এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া মাকরূহ, ওজরে জায়েজ।

৩। 'শামী ও জওহারাতুন নাইয়ারা' কিতাবে লিখিত আছে যে, বিনা ওজরে এক পায়ের উপর ভর করিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ।

৪। মাবছুত কিতাবে লিখিত আছে যে, এক পায় ভর করিয়া নামাজ পড়া মোস্তাহাব।

৫। "মারাকিল ফালাহ" কিতাবের মর্মে জানা যায় দীর্ঘ কেরাত পড়িবার সময় এক পায়ে কতক সময় অন্য পায়ে কতক সময় ভর করিয়া দাঁড়াইলে নামাজীর কষ্ট হয় না বলিয়া ঐরূপ এক পায়ে ভর করিয়া দাঁড়ান মোস্তাহাব।

প্রশ্নঃ- হুজুর! মাবছুত কিতাবে এক পায়ে ভর করিয়া নামাজ পড়া মোস্তাহাব বলিলেন, শামী কিতাবে এক পায়ে ভর করিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ বলিয়াছেন ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- বৎস! দীর্ঘ কেরাত পড়িতে আবশ্যক হইলে মাবছুতের মত রক্ষা করিও নচেৎ শামী ও জওহরাতুন নাইয়ারার মত রক্ষা করিও।

কর্ণদ্বয়ের লতি স্পর্শ করতঃ তক্‌বির তাহরীমা বলার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! পুরুষ ও বাঁদির জন্য যে, কানে হাত স্পর্শ করা সুন্নত বলিয়াছেন, তাহা কিরূপে করিবে, বিস্তারিত জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, অঙ্গুলীসমূহ স্বাভাবিক ভাবে রাখিয়া হাত উঠাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের অগ্রভাগ কর্ণ বরাবর উঠাইবে। 'কাজীখান' কিতাব হইতে 'ছগিরী' কিতাবে লিখিয়াছে যে, বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ কর্ণদ্বয়ের লতি স্পর্শ করাইবে, কিন্তু অঙ্গুলী রাখিবার মধ্যে মতভেদ আছে- কবিরী, ছগিরী, মুনিয়া, বাদায়া প্রভৃতি কিতাবে অঙ্গুলীসমূহের পেট কেবলার দিকে রাখিবার বিধান লিখিয়াছেন। আলমগিরী কিতাবে লিখিত আছে, এই কওল অধিকাংশ ওলামার মত। দুররুল মোখতার কিতাবে ঐ কওলকে বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; অতএব এই কওল আমল করিও।

প্রশ্নঃ- হুজুর! তাকবির বলিয়া কর্ণে হাত দিবে? না কর্ণে হাত স্পর্শ করাইয়া তাকবির বলিবে?

উত্তরঃ- বৎস! ইহার মধ্যে মতভেদ আছে; কিন্তু 'কবিরী' "হেদায়া" "বাহরুর-রায়েক" প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে যে, কর্ণ-লতি স্পর্শ করতঃ তাকবির উচ্চারণ করিবে। কবিরী ও আলমগীরি কিতাবে ঐ কওলকে শুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মজমুয়া কিতাবে বাহরুর-রায়েক কিতাব হইতে লিখিয়াছেন যে, হযরত আবু হানিফা (রহঃ) ও মোহাম্মদ (রহঃ) এর এই কওলকে ওলামাগণ আমল করিয়াছেন। গায়াতুল বয়ান ও মাবছুত কিতাবে লিখিয়াছেন যে, উক্ত কওল অধিকাংশ ওলামাদের মত; মাজমাউল আন্‌হুর কিতাবের মর্মেও এই কওল উত্তম বলিয়া প্রকাশ আছে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কাহারও পাগড়ী, কানটুপী বা চাদর ইত্যাদিতে কর্ণদ্বয় ঢাকা থাকে, তখন কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! তাবিনুল হাকায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায়, যদি কোন ওজর বশতঃ (যেমন বিশেষ শীতের ভয়ে কর্ণদ্বয় ঢাকিয়া রাখে, তবে কর্ণ স্পর্শ না করিলে হইবে; স্মরণ রাখিবে, বিনা ওজরে সুন্নতের খেলাফ করিবে না।

প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কেহ হাত না উঠাইয়া ভুলে তাকবির বলিয়া শেষ করিয়া থাকে বা তাকবির বলার মধ্যে মনে পড়ে যে, হাত উঠান হয় নাই, তবে কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, তাক্‌বির বলার শেষে স্মরণ পড়িলে হাত উঠাইতে হইবে না, কেননা হাত উঠাইবার সময় অতিবাহিত হইয়াছে; যদি তাকবিরের মধ্যে মনে হয় তবে হাত উঠাইয়া কর্ণলতি স্পর্শ করিয়া তাহরীমা বাঁধিবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কেহ সুন্নত মত হাত উঠাইতে না পারে বা এক হাত অবশ থাকে তবে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! যে পরিমাণ উঠাইতে সমর্থ হয় সেই পরিমাণ উঠাইবে। "মাজমাউল আনহুর" উক্ত কথায় বুঝা যায় যে, সম্পূর্ণ অক্ষম হইলে হাত না উঠাইয়া তকবির বলিলে চলিবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! কিছু লোককে দেখা যায়, তাকবিরের সময় ও রুকুর সময় হাত উঠাইয়া কানে উলা দিয়া থাকে, আমরা শুধু একবার প্রথম তাকবিরে হাত উঠাইয়া থাকি, ইহার কারণ কি?

উত্তরঃ- বৎস! ঐ নীতি আমাদের হানাফী মাজ্‌হাবের মাসয়ালা নহে। (ফেকার কিতাব দেখ)।

প্রশ্নঃ- হুজুর! স্ত্রীলোক কি প্রকারে কানে উলা দিবে?

উত্তরঃ- বৎস! গায়াতুল আওতার, ছগিরী ও কবিরী কিতাবের মর্মে জানা যায়, আজাদ স্ত্রীলোকে অঙ্গুলীর পেট কেবলা দিক রাখিয়া অঙ্গুলীমূহের অগ্রভাগ স্কন্ধ বরাবর উঠাইয়া তাকরিব বলিবে। প্রকাশ থাকে যে, খোন্‌ছায়ে-মশ্‌কেলা (উভয় লিঙ্গধারী) স্ত্রীলোকের ন্যায় করিতে হইবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! বাঁদিগণ কি প্রকারে কর্ণ স্পর্শ করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! বাঁদিগণ পুরুষের ন্যায় কানে উলা দিবে "মারাকিল ফালাহ"। প্রকাশ থাকে যে, বাঁদি অর্থ ক্রীতদাসী বুঝিতে হইবে। উহা আমাদের এতদ্দেশে প্রচলিত নাই।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ইমামের কানে উলা দেওয়ার সময় উচ্চ তাকবির বলার কারণ কি?

উত্তরঃ- বৎস! মাবছুত কিতাবে লিখিয়াছেন যে, ইমামের কানে উলা ও তাকবিরের মধ্যে মোক্তাদির কানে উলা ও তাকবিরের চেয়ে দুইটি কারণ বেশী; (১) ইমাম কানে উলা দিলে যাহারা কানে শুনে না তাহারা দেখিয়া নামাজ আরম্ভ করিবে; (২) উচ্চ রবে তাকবির বলিবার কারণ, যাহারা চক্ষে দেখে না তাহারা শুনিয়া নামাজ আরম্ভ করিবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! মোক্তাদি কোন্ সময় তাকবির বলিবে?

উত্তরঃ- বৎস! "মারাকিল ফালাহ" কিতাবের মর্মে জানা যায়, ইমামের ও মোক্তাদির প্রথম তাক্‌বির বলা ফরজ। ইমাম আবুহানিফা (রহঃ) ও আবু ইউছুফ (রহঃ) এর মতে ইমামের তাকবিরের পরক্ষণেই মোক্তাদির তাকবির বলা সুন্নত। প্রকাশ থাকে যে, উভয় মতের যে কোন মত মোতাবেক চলিলে সুন্নত রক্ষা হইবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ইতোপূর্বে ইমামের যথাসম্ভব উচ্চরবে তাকবির বলা সুন্নত বলিয়াছেন, যথাসম্ভবের পরিমাণ কি?

উত্তরঃ- বৎস! দুররুল মোখ্‌তার কিতাবের মর্মে জানা যায়, যত বেশী পরিমাণ লোক জামআতে দাখিল হয় তত উচ্চরবে তাকবির বলিবে, যেন সকলে শুনিতে পায়। প্রকাশ থাকে যে, নামাজের তাক্‌বিরসমূহ "ছামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ," ছালাম, ইত্যাদি যাহা মোক্তাদিগণের শুনিবার হুকুম, তাহা উচ্চ রবে বলিবে, "দুররুল মোখতার"। শামী কিতাবে লিখিত আছে, ইমাম আবশ্যকের চেয়ে অধিক উচ্চরবে তাকবির বলিলে মাকরূহের গুনাহ হইবে।

মোকাব্বির হইবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! আমাদের দেশে জামাতে নামাজ পড়িবার সময় যদি কিছু বেশী সংখ্যক লোক হয়, তাহা হইলে ইমাম ব্যতীত মোক্তাদিগণের মধ্য হইতে কতকে মধ্যে মধ্যে তাক্‌বির বলে, তৎসম্বন্ধে কতক মছলা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, যখন বড় জামাতে ইমামের উচ্চ তাক্‌বির শুনিতে না পায়, তখন মোক্তাদিদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি তাক্‌বির বলিবে, যেন সকলে শুনিতে পায়। যে মোক্তাদি সর্বসাধারণকে শুনাইবার জন্য উক্ত তাক্‌বির বলে তাহাকে মোকাব্বের বলে। কিন্তু মোকাব্বেরদিগের কতক মছলা জানা আবশ্যক।

১। যদি ইমামের উচ্চ তাকবির মোক্তাদি সকলে শুনিতে পায়, এমতাবস্থায় মোকাব্বের হওয়া "বেদাতে-মন্‌কারা" অর্থাৎ মাকরূহ তাহরীম। "শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী"। প্রকাশ থাকে যে, এই মছলাটি চারি মাজহাবে একই প্রকার।

২। আবশ্যক হইলে মোকাব্বের হওয়া মোস্তাহাব।

৩। মোকাব্বের যদি নামাজে দাখিল হইবার নিয়তে তাকবির না বলিযা শুধু শব্দ শুনাইবার নিয়তে তাকবির বলিয়া নামাজে দাখিল হয়, তবে ঐ নিয়তের তাকবির শুনিয়া যদি কেহ এক্তেদাহ্ করে তবে এক্তেদাহকারীও ঐ মোকাব্বেরের নামাজ শুদ্ধ হইবে না, "হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও শামী।"

৪। দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, জামাতের ইমাম ও মোকাব্বের ব্যতীত

সকল মোক্তাদি ও একা নামাজী তাকবীর তাছমী ("ছামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ" ও "রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ ও ছালাম-) এইরূপভাবে বলিবে যেন নিজে শুনিতে পায়।

৫। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, তাকবিরের "আকবার" শব্দের "আলিফ" অথবা "বা" অক্ষরকে দীর্ঘ উচ্চারণ করতঃ তাকবির বলিলে নামাজ আরম্ভ শুদ্ধ হইবে না। ইচ্ছা পূর্বক জানা সত্বে ঐরূপ বলিলে কাফের হইবার আশঙ্কা আছে। "মাজমাউল আনহুর কিতাবে কতকের মতে প্রকাশ আছে, "বা" শব্দ দীর্ঘ উচ্চারণ করিলে শয়তানের নাম হয়।

৬। "আল্লাহ্ আকবার" শব্দের "অ" শব্দটি দীর্ঘ উচ্চারণ করিলে অশুদ্ধ হইবে "আলমগীরি"। এতদ্ব্যতীত "মাজমাউল আন্‌হুর" কিতাবে লিখিয়াছেন, "আকবারের" "বা" শব্দটি দীর্ঘস্বরে উচ্চারণ করিলে নামাজ বাতিল হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে; ঐরূপ মতভেদের স্থলে পুনঃ দোহরাইয়া নামাজ পড়া উত্তম।

প্রকাশ থাকে যে "বা" শব্দটি দীর্ঘ পড়া সম্বন্ধে হাশিয়ায়ে তাহ্‌তাবী কিতাবে লিখিয়াছে "বা" শব্দে শয়তানের আওলাদের নাম বুঝায় ও অন্য রেওয়ায়েতে আছে, এক মুখ বিশিষ্ট ঢোলসমূহ বুঝায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(১) নামাজ আরম্ভের সময়, (২) ঈদের তাকবীরসমূহ, (৩) বেতরের নামাজের দোয়া কুনুতের পূর্বে, কর্ণের লতি স্পর্শ হয় এমন ভাবে হাত উঠাইবে, কিন্তু হাতলী কেবলার দিকে রাখিবে। (সুন্নত) হজ্ব উপলক্ষে পাঁচ স্থানে হাত উঠাইয়া তাকবির বলা সুন্নত। (১) "হাজরে আছওয়াদ পাথর" যাহা কাবা গৃহের কোণে স্থাপিত আছে, তাহা চুম্বন করিবার পূর্বে স্কন্ধ বরাবর হাত উঠাইয়া তাকবির বলিবে, হাতের পেট পাথরের দিকে রাখিবে। (২) মিনা বাজারে যে শয়তানকে পাথর মারিতে হয়, তখন ১ম ও ২য় শয়তানকে মারিবার কালে তাকবির বলিবে, হাতের পেট কেবলার দিকে রাখিবে।

(৩) ছাফা ও মারওয়ায় দৌড়াইবার সময় ও আ'রাফা ও মোজদালিফায় হাতের তালু উর্ধ দিকে রাখিয়া তাকবির বলিবে। কেননা উর্ধ দিকে দোয়া কবুলের কেবলা। "গায়াতুল আওতার"।

হাত বান্ধিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! হাত বাঁধিবার মছলা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! আলমগীরি, কবিরী, ছগিরী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু ছহি কওল মতে জানা যায় যে, তাকবিরে কর্ণ পর্যন্ত হাত উঠাইয়া হাত বান্ধিবে; হাত ঝুলাইয়া দিবে না, যেরূপ ফরজ, সুন্নত, নফল, জানাজা নামাজ ও বেতরের প্রথম তাকবির ও নামাজের দোয়া কুনুতের পূর্বের তাকবিরে করা হয়। যে তাকবিরের পর দোয়ায়ে মছনুন নাই সেই তাকবিরের পর হাত ঝুলাইয়া ছাড়িয়া দিয়া হাত বান্ধিবে। যেরূপ ঈদের নামাজের ২য় ও ৩য় তাকবিরে হাত ঝুলাইয়া দেয়, কেননা ঐ দুই তাকবিরের পরে দোয়ায়ে মছ্‌নুন নাই।

প্রশ্নঃ- হুজুর! হাত কিরূপে বান্ধিবে বা রাখিবে?

উত্তরঃ- বৎস! হাত বান্ধিবার মধ্যেও মতভেদ আছে, কিন্তু কবীরির মর্মে এই বিষয় জানা যায় যে, পুরুষের হাত রাখা সম্বন্ধে তিন প্রকার হাদীস পাওয়া যায়, বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা, আর এক হাদীসে পাওয়া যায়, বাম হাত ডান হাত দ্বারা ধরা, অন্য এক হাদীসে আছে, বাম হাতের কজার উপর ডান হাত রাখিবে। এমনস্থলে এক বিষয়ে তিনটি হাদীস পৃথক পৃথক, কিন্তু প্রতিপালন করা কঠিন। অতএব এমনস্থলে বাম হাতের হাতলীর পীঠের উপর ডান হাতলী থাকে ও ডান হাতের কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধ অঙ্গুলীদ্বারা বাম হাতের কবজা ধরিবে এবং ডান হাতের অনামিকা, মধ্যমা, তর্জ্জনী অঙ্গুলী বাম কবজার উপর রাখিবে। তাহা হইলে উল্লিখিত তিনটি মত রক্ষা করা যায়। এইরূপ হাত রাখিবার নীতি মারাকিল ফালাহ, ছগিরী ও শামী প্রভৃতি কিতাবেও পাওয়া যায়। "দুররুল মোখতার" কিতাবে উক্ত কওলকে (মোখতার) গ্রাহ্য বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- হুজুর! স্ত্রীলোকেরা কিরূপে হাত রাখিবে?

উত্তরঃ- বৎস! স্ত্রীলোকদের হাত রাখা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, মারাকিল ফালাহ, আলমগীরি, বাহ্‌রুররায়েক, শরহ্বালালীয়া, গায়াতুল আওতার ও শরহে বেকায়ার হাশিয়া প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, স্তনদ্বয়ের উপর হাত রাখিবে। পক্ষান্তরে মোলতাকাল আবহুর মুনিয়া ও আরকানে আরবা প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, স্তনদ্বয়ের নিম্নদেশ বরাবর বাম হাতলীর পিঠের উপর ডান হাতলী রাখিবে। সুপ্রসিদ্ধ দুররুল মোখতারে আছে, স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়ের নিম্নভাগে হাত রাখিবে। মারাকিল ফালাহ্ কিতাবের মর্মে জানা যায়, অঙ্গুলীদ্বারা কজা ধরিতে হইবে না। এতদ্ব্যতীত ছগিরী ও কবিরী কিতাবে লিখিত আছে, উক্ত মতই অধিকাংশ ওলামাদিগের নিকট গ্রহণীয়, বরং উহাতে পর্দা বেশী হয়। মারাকিল ফালাহ ও দুররুল মোখতার কিতাবের মর্মে প্রকাশ যে, বান্দী ও খোন্‌ছায় মশকেলা অর্থাৎ উভয় লিঙ্গধারীদের উক্ত হুকুম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হাত ঝুলান থাকিলে অঙ্গুলীর অগ্রভাগে রক্ত জমাট হইয়া কষ্টের আশঙ্কা আছে, অতএব হাত বাঁধা বিধেয়। "দুররুল মোখতার"।

জায়নামাজে দাঁড়াইয়া দোয়া পড়িবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! দোয়ায়ে তাওয়াজ্জুহ অর্থাৎ -

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ *

উচ্চারণঃ- 'ইন্নিওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাজি ফাতারাচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আরদা হানীফাওঁ অমা আনা মিনাল্ মুশরিকীন্' এই দোয়া কোন্ সময় পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- বৎস! ঐ দোয়া পড়া ও না পড়া সম্বন্ধে হাদীসে কয়েক প্রকার মতভেদ আছে। যখন ঐ দোয়াটি পড়া সম্বন্ধে হাদীছ শরীফের মধ্যে মতভেদ আছে, তখন ফরজ, সুন্নত, নফল কোন নামাজে না পড়া ভাল।

২। দুররুল মোখতার, দুররুল মোন্তাকা, শামী, মারাকিল ফালাহ, এনায়া, ফতহুলকাদির,

শরহ্বালালিয়া, হেদায়া প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, নফল ও সুন্নত নামাজে ঐ দোয়া পড়িবে।

৩। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায়, ফরজ নামাজে এই দোয়া পড়িবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর বলিলেন নফল ও সুন্নত নামাজে পড়িবে, কিন্তু মাবছুত, মারাকিল ফালাহ, হেদায়া প্রভৃতি কিতাবে শুধু তাহাজ্জুদ নামাজে পড়িবার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- বৎস! ফৎহুল কাদির কিতাবে লিখিয়াছেন, এই অর্থে নফল সুন্নত ধরিতে হইবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! এ বিষয় তিনটি মত পাওয়া গেল, আমরা কোন্ মত আমল করিব?

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবে আজানের অধ্যায় লিখিত আছে, যদি কোন এবাদতে আমল সম্বন্ধে মতভেদ ঘটে, তন্মধ্যে যে মতে আমল করিলে নেকির অংশ বেশী পাওয়া যায় সেই মত পালন করা ভাল। মতভেদ স্থলে দেখা যায় ঐ দোয়া পড়া নেকির কাজ; অতএব আলমগীরি কিতাবের মতে সকল নামাজে ঐ দোয়া পড়িবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ঐ দোয়া কোন্ সময় পড়িবার বিধান?

উত্তরঃ- বৎস! ইহা সম্বন্ধেও মতভেদ আছে, কিন্তু শামী, মুনিয়া ছগিরী, কবিরী প্রভৃতি কিতাবের ছহি কওল মতে নামাজের নিয়তের পূর্বক্ষণেই পড়িবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! এক সময় ফরজ, সুন্নত ও নফল নামাজ পড়িলেও কি ঐ দোয়া প্রত্যেক নামাজের পূর্বে পড়িতে হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! ফেকার কিতাবের মর্মে প্রকাশ পায়, এক সময় ফরজ, সুন্নত, নফল যত নামাজ পড়ুক প্রথম বারেই জায়নামাজে দাঁড়াইয়া পড়িলেই হইবে।

ছানা পড়িবার বিবরণ

প্রশ্ন- হুজুর! তাকবির বলিয়া তাহরীমা বান্ধিয়া, সুবহানাকা পড়া সুন্নত বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কতক মছলা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! সুবহানাকা পড়ার সময়ের মধ্যে মতভেদ আছে কিন্তু ইমাম মোক্তাদি সকলেরই সুবহানাকা পড়া সুন্নত, "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহাম্দিকা ওয়াতাবারাকাছমুকা ওয়াতা'আলা জ্বাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।"

প্রশ্নঃ- হুজুর! মোক্তাদি সকলেরই সুবহানাকা পড়িতে হইবে জানিলাম। যদি কেহ ইমামের কেরাতের সময় নামাজে দাখিল হয় তখন সুবহানাকা পড়ার কি হুকুম?

উত্তরঃ- বৎস! কেহ কেহ বলিয়াছেন, জেহের কেরাতের সময়ও মোক্তাদি দাখিল হইলে সুবহানাকা পড়িবে। কেহ বলিয়াছেন ফাতেহা পড়ার সময় পড়িবে, কেরাতের সময় নহে। আবু ইউছুফ (রহঃ) বলিয়াছেন, কেরাতের সময় দাখিল হইলেও পড়িবে। কেহ বলিয়াছেন, কেরাতের ফাঁকে ফাঁকে পড়িবে, কিন্তু ঐ মতভেদ মীমাংসার্থে কবিরী কিতাবের মোছান্নেফ (লিখক) পাক কোরআন শরীফের আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আল্লাহতা'য়ালা বলিয়াছেন, যখন কোরআন পাঠ হয় তখন চুপ থাক, শুন। সেহেতু ইহা ইমামের ফাতেহা ও কেরাত পাঠের সময়। ইহা ছাড়া মুনিয়া কিতাবে আছে, ইমামের জেহের কেরাতের সময় মোক্তাদি

দাখিল হইলে ছানা পড়িবে না। কবিরী কিতাবে এই কওলকে শুদ্ধ বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইহাও লিখিত আছে যে, মোক্তাদি ইমামকে রুকুর মধ্যে আসিয়া দেখিলে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ছানা পড়িয়া রুকুর মধ্যে দাখিল হইতে পারিবে, তবে কেয়াম (দাঁড়ান) অবস্থায় ছানা পড়িয়া রুকুতে যাইবে, নচেৎ না।

প্রথম সিজদায় ইমামকে দেখিয়া যদি ছানা পড়িয়া ঐ সিজদায় দাখিল হইতে পারে তবে হইবে, নচেৎ ছানা না পড়িয়াই নামাজে দাখিল হইবে। প্রথম বৈঠকে কিংবা শেষ বৈঠকে ইমামকে পাইলে ছানা পড়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু ছানা না পড়িয়াই দাখিল হইবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! বড় জামআত হইলে পিছনের মোক্তাদি ইমামের কেরাত শুনে না, তাহাদের প্রতি কি হুকুম?

উত্তরঃ- বৎস! কবিরী কিতাবে লিখিত আছে যে, ইহার মধ্যে মতভেদ আছে। ছহি রেওয়ায়েত মতে ঐ অবস্থায়ও মোক্তাদি সকলে ছানা পড়িবে না। এইরূপ জুময়া ও ঈদাইন নামাজের মোক্তাদিগণের প্রতিও হুকুম।

প্রশ্নঃ- হুজুর! মছবুক ব্যক্তির ছানা পড়িবার কি হুকুম?

উত্তরঃ- কাবিরী কিতাবে আছে, মাছবুক যদি ইমামের জেহের কেরাতের সময় নামাজে দাখিল হয় তবে ছানা পড়িবে না, বাকী নামাজ আদায়ের প্রথম ভাগে ছানা পড়িয়া লইবে। খফি কেরাতের সময় জামআতে দাখিল হইয়াই একবার ছানা পড়িবে, পুনঃ বাকী নামাজ আদায়ের প্রথম ভাগে একবার পড়িবে। এই মতই ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও মোহাম্মদ (রহঃ) এর মত।

প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কেহ সুবহানাকা পড়া ভুলিয়া যায় তবে কি হুকুম?

উত্তরঃ- বৎস! কবিরী কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেহ ছানা পড়া ভুলিয়া কেরাত আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে পুনঃ ছানা পড়িতে হইবে না। স্মরণ রাখিবে তায়াওউজ ও তাসমিয়া ভুলিয়া গেলেও কেরাত আরম্ভ করিলে পুনঃ পড়িতে হইবে না।

তায়াওউজ (আউজুবিল্লাহ্) পড়িবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! কিরূপ তায়াওউজ পড়া সুন্নত?

উত্তরঃ- বৎস! আলমগিরী কিতাবে লিখিত আছে, এ বিষয়ে মতভেদ আছে কিন্তু ছহি কওল মতে " আউজুবিল্লাহি মিনাশ্বাইত্বানির রাজীম" নামাজে চুপে চুপে পড়া সুন্নত।

প্রশ্নঃ- হুজুর! মোক্তাদী কিভাবে ছানা তায়াওউজ পড়িবে?

উত্তরঃ- আলমগিরী কিতাবে লিখিত আছে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও মোহাম্মদ (রহঃ) এর মতে তায়াওউজ পড়িবে না। কারণ তায়াওউজ কেরাতের সঙ্গীয়। অতএব মোক্তাদি কেরাত পড়ে না, তায়াওউজও পড়িবে না। মাছবুক বাকী নামাজ আদায়ের প্রথম তায়াওউজ পড়িবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ঈদের নামাজে কিরূপ পড়িবে?

উত্তরঃ- বৎস! আলমগিরী কিতাবের মর্মে জানা যায়, ঈদের নামাজে ইমাম তাকবির তাহরীমা বলিয়া ছানা পড়িয়া অতিরিক্ত তাকবির বলিয়া তায়াওউজ ও তাসমিয়া পড়িয়া কেরাত আরম্ভ করিবে। মোক্তাদি শুধু ছানা পড়িবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! তায়াওউজ কি প্রত্যেক রাকয়াতে পড়িতে হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! শরহে বেকায়ার হাশিয়াতে ছহি কওল মতে লিখিত আছে, প্রত্যেক নামাজে প্রত্যেক রাকয়াতে তায়াওউজ (আউজুবিল্লাহ) পড়িয়া লইবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কেহ আউজুবিল্লাহ ভুলিয়া বিস্মিল্লাহ পড়িবার পর মনে হয় তবে সে কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবে লিখিত আছে, পুনঃ তায়াওউজ পড়িয়া বিস্মিল্লাহ পড়িবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! তায়াওউজ পড়িতে ভুলিয়া ফাতেহা পড়ার মধ্যে মনে হইলে কি করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! পুনঃ তায়াওউজ পড়িতে হইবে না।

প্রশ্নঃ- হুজুর! কবিরী কিতাবে নাকি লিখিত আছে ফাতেহা পড়া শেষ না হওয়ার পূর্বে স্মরণ হইলে ফাতেহা পড়া ছাড়িয়া দিয়া তায়াওউজ পড়িয়া লইবে, পুনঃ ফাতেহা পড়িবে। হুজুরের ঐরূপ আদেশের কারণ কি?

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবে ঐ কবিরীর কওলকে তিনটি কারণ দর্শাইয়া বাতেল করিয়াছেন, যথা (১) তায়াওউজ ভুলিয়া গিয়া ফাতেহা আরম্ভ করিলে পুনঃ পড়িতে হইবে না। কারণ পড়িবার সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

(২) ফাতেহা পড়িতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইলে (তায়াওউজ) সুন্নতের জন্য ফরজ কেরাত ছাড়িয়া দিতে হয়।

(৩) ফাতেহার কতক পড়িয়া ছাড়িয়া দিলে, অর্থাৎ কেরাতের কতকাংশ কি সম্পূর্ণ পড়িয়া ছাড়িয়া দিয়া পূনঃ পড়িতে হইলে ওয়াজেব তরক হইয়া ছোহ্ সিজদাহ আদায়ের আবশ্যক হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য- "গায়াতুল আওতার" কিতাবে আছে, তালিবুল এলমদিগের কেরাত পাঠ ছাড়া অন্যান্য এবারত ওস্তাদকে শুনাইবার কালে "আউজুবিল্লাহ" পড়া সুন্নত নহে।

বিসমিল্লাহ পড়িবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজে "বিসমিল্লাহ" পড়িবার কি প্রকার আদেশ? জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে, ইমাম বা একা নামাজীর প্রত্যেক রাকয়াতের প্রথম ভাগে অর্থাৎ ফাতেহার পূর্বে চুপে চুপে "বিসমিল্লাহ" পড়া সুন্নত। চাই নামাজ জেহের পড়ুক কি চুপে নামাজ পড়ুক; মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে ফরজ, সুন্নত, নফল ইত্যাদি সকল নামাজেই একই হুকুম।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ফাতেহার পর অন্য সূরার প্রথমে বিস্মিল্লাহ পড়ার কি হুকুম?

উত্তরঃ- বৎস! ইহার মধ্যে মতভেদ আছে, তানবিরুল আবছার কিতাবের শরাহ (ব্যাখ্যা) দুররুল মোখতার ঐ মূল কিতাবের মর্মে লিখিয়াছেন ও শরহে বেকায়ার হাশিয়ায় এবং বাহরুররায়েক কিতাবে লিখিত আছে, ফাতেহার পর সূরার পূর্বে বিস্মিল্লাহ পড়া সুন্নত নহে; পড়িলে কাহারও নিকট মাকরূহ হইবে না। শরম্বলালিয়া কিতাবে আছে ঐ সময় বিস্মিল্লাহ পড়া মাকরূহ নহে; শামী ও বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) প্রকাশ

করিয়াছেন যে, বিস্‌মিল্লাহ আয়াত কিনা এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কাজেই ফাতেহার পর পড়া নেকী; হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, মোহাম্মদ (রহঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে, খফি (চুপে চুপে) নামাজে ফাতেহার পর বিস্‌মিল্লাহ পড়া সুন্নত। ঐ কিতাবে মোস্তাছফি "মোহিত" ও "এতাবিয়া" কিতাবে এই কওলের উপর ফতোয়া দিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- ফাতেহার পর কোনও সূরা আরম্ভ করিতে বিস্‌মিল্লাহ পড়া সম্বন্ধে বহুত মতভেদ হইলে আমরা কি করিব?

উত্তরঃ- বৎস! "মোলতাকাল আবহুর" কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, মতভেদ থাকিলেও কোন কওলে প্রকাশ করেন নাই যে, পড়িলে মাকরূহ হইবে, বরং পড়া সুন্নত ও নেকী এইরূপ পাওয়া যায়। অতএব তোমরা চুপে নামাজের ফাতেহার পর বিস্‌মিল্লাহ পড়িয়া সূরা পড়িও, কেননা সুন্নত বা মোস্তাহাব হইতে খালী নাই। মুলতাকাল আবহুর কিতাবের মর্মে জানা যায়, বিসমিল্লাহ পড়া যে নেকী, তাহাতে কাহারও মতভেদ নাই, কাজেই ফাতেহার পর বিস্‌মিল্লাহ পড়িয়া নেকী হাছেল করিও।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ফাতেহার পর আয়াত পড়িতে হইলে বিস্‌মিল্লাহ পড়িতে হইবে কিনা?

উত্তরঃ- বৎস! হাশিয়ায় তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, সূরার প্রথম হইতে আরম্ভ না করিয়া অন্য যে কোন স্থানের আয়াত পড়িলে ফাতেহার পর বিস্‌মিল্লাহ পড়া সুন্নাতের খেলাফ।

প্রশ্নঃ- হুজুর! জেহের (উচ্চস্বরের) নামাজ পড়িতে হইলে ফাতেহার পর বিস্‌মিল্লাহ পড়িবার কি হুকুম।

উত্তরঃ- কবিরী ও দুররুল মুখতার কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, ঐ সময় বিস্‌মিল্লাহ পড়া সুন্নাতের খেলাফ, এতদ্ব্যতীত কবিরী কিতাবে প্রকাশ পায়, ফাতেহার পর সূরা ও কেরাত একই সঙ্গে উচ্চরবে পড়িতে হয়, মধ্যে বিস্‌মিল্লাহ পড়িলে কিছু সময় চুপ থাকা পড়ে, ঐ সময় চুপ থাকা সুন্নাতের খেলাফ, তজ্জন্যই পড়িবে না।

টীকা- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে আছে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও নূহ (আঃ) এর আন্তরিক শয়তান মুসলমান হইয়াছিল।

বিসমিল্লাহ আয়াত কিনা তাহার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! বিসমিল্লাহ আয়াত কিনা তাহার বিস্তারিত জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! শরহে বেকায়ার হাশিয়ায়ে বিসমিল্লাহ সম্বন্ধে মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কতক বয়ান করিতেছি স্মরণ রাখিও।

(১) বিস্‌মিল্লাহ ফাতেহা ও প্রত্যেকে সূরার একটি আয়াত, (২) বিস্‌মিল্লাহ আয়াত নহে, (৩) বিস্‌মিল্লাহ ফাতেহার আয়াত, (৪) বিস্‌মিল্লাহ কোরআন শরীফের এক আয়াত, (৫) প্রত্যেক সূরায় আয়াতের একাংশ, (৬) ফাতেহার এক আয়াত, (৭) সূরার এক আয়াত, ফাতেহার কিয়াদাংশ (৮) ফাতেহার আয়াতের একাংশ, হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে আছে (৯) বিস্‌মিল্লাহ কোরআন শরীফের আয়াত, উহা সূরা পৃথক করার জন্য নাজেল হইয়াছে।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই সূরা পৃথক করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন। তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা বিস্‌মিল্লাহ নাজেল করিয়াছেন।

শামী কিতাবে আছে, উক্ত মতভেদের জন্য শুধু বিস্‌মিল্লাহ পড়িয়া নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। হায়েজ, নেফাছওয়ালি ও জুনুব (নাপাক) অবস্থায় তিলাওয়াতের নিয়তে বিস্‌মিল্লাহ পড়া হারাম। "বাহরুর কায়েক" কিতাবে লিখিত আছে, রিজিকে বরকতের নিয়তে পড়া জায়েজ আছে।

চুপে চুপে আমীন বলা সুন্নত তাহার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! ফাতেহার শেষে চুপে চুপে আমীন বলার কি হুকুম?

উত্তরঃ- বৎস! ইমাম, মোক্তাদি, একা নামাজী, সকলেরই ফাতেহা পড়া শেষ হইলে চুপে আমীন পড়া সুন্নত। (গায়াতুল আওতার)

প্রশ্নঃ- হুজুর! আমীন উচ্চারণের মধ্যে নাকি মতভেদ আছে, তাহার বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! উচ্চারণের রীতি স্মরণ রাখিও।

১। আমীন শব্দের আলিফ অক্ষরটি দীর্ঘ স্মরণ রাখিও।

২। আমীন শব্দের আলিফ অক্ষরটি দীর্ঘ উচ্চারণ করিবে না।

৩। আমীন শব্দের আলিফ (জবর স্থানে জের) এমন পড়া।

৪। আমীন শব্দের আলিফ অক্ষরটি দীর্ঘ উচ্চারণ আমীন পড়া।

৫। আমীন শব্দের আলিফ অক্ষরটি দীর্ঘ উচ্চারণ আমেন পড়া।

উক্ত পাঁচ প্রকার উচ্চারণে নামাজ শুদ্ধ হইবে। কিন্তু আমীন শব্দকে, আম্মীন, আম্মেন, আমেন পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। "গায়াতুল আওতার"

প্রশ্নঃ- হুজুর! আমীন বলা সুন্নতটির তরতীব জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! আলমগিরী, গায়াতুল আওতার, শামী, হাশিয়ায়ে তাহতাবী প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, ইমাম কেরাত জেহের (উচ্চরবে) পড়িলে সূরা ফাতেহার শেষ ভাগে যখন 'ওয়ালাদ্দাল্লীন' বলিবে তখন ইমাম ও মোক্তাদিগণ চুপে চুপে আমীন বলা-সুন্নত। একা নামাজিরও ঐ হুকুম। সূরা উচ্চরবে পড়ুক কি চুপে চুপে পড়ুক।

প্রশ্নঃ- জামআতে চুপে চুপে কেরাত পড়িলে তখন আমীন বলিবার কি হুকুম?

উত্তরঃ- বৎস! এ বিষয় মতভেদ আছে। আলমগিরী, শামী, গায়াতুল আওতার প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, খফি (চুপের) নামাজে যদি কোন প্রকার ইমামের "ওয়ালাদ্দাল্লীন" শব্দ শুনিতে পায়, তবে মোক্তাদিগণ চুপে আমীন বলিবে। কেহ প্রকাশ করিয়াছেন খফি নামাজে যদি মোক্তাদিগণ ইমামের "ওয়ালাদ্দল্লীন" শব্দ শুনিতেও পায়, তবে আমীন বলিবে না, কারণ ঐরূপ শ্রবণ করা ধর্তব্য নহে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! আমরা দুইটি মত পাইলাম, কোন্ মত আমল করিব?

উত্তরঃ- বৎস! কতকের কওল ধর্তব্য নহে। কেননা "গায়াতুল আওতার" কিতাবে হাদিস শরীফ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন, খফি নামাজে ইমাম আমীন বলিবে। ঐ কিতাবে লিখিয়াছেন

যদি এমন বড় জামাত হয় যে, পিছনের মোক্তাদিগণ ইমামের 'ওয়ালাদ্দালীন' শুনিতে না পায়, তখন এক মোক্তাদির আমীন শব্দ শুনিয়া অন্য মোক্তাদি যথাক্রমে আমীন বলিবে। যেরূপ ঈদ্ ও জুময়ার নামাজের বড় জামাতে মোক্তাদিগণ বলিয়া থাকে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! আমীন বলিবার ফজীলত কি জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! "গায়াতুল আওতার, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, শামী" কিতাবে হাদীস শরীফ হইতে লিখিয়াছেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফর্মাইয়াছেন ইমাম ও মোক্তাদিগণ যে সময় আমীন বলিয়া থাকে, তখন সঙ্গীয় ফেরেশ্তাগণও আমীন বলিয়া থাকেন। সঙ্গীয় ফেরেশ্তাদের আমীন শব্দ শ্রবণে আছমানের ফেরেশতা সকলও আমীন বলেন। যে ইমাম ও মোক্তাদির আমীন শব্দ শ্রবণে আছমানের ফেরেশতা সকলও আমীন বলেন। যে ইমাম ও মোক্তদির আমীন বলা ফেরেশতাদের সহিত হয়, তাহার পিছনের গুনাহ আল্লাহতা'আলা মাফ করিয়া দেন।

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজের বাহিরে যদি ফাতেহার ওয়ালাদ্দালীন শুনিতে পাওয়া যায় বা নিজে পড়ে, তখন আমীন বলিবে কিনা?

উত্তরঃ- বৎস! মারাকিল ফালাহ্ কিতাবের মর্মে জানা যায় ঐ সময় আমীন বলা সুন্নত। এমন কি কিতাবাদি খতম করিয়াও আমীন বলা সুন্নত।

টীকা- মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে, সঙ্গীয় ৫টি ফেরেশতার (১) একটি ডান স্কন্ধে থাকিয়া নেক আমল লিখিতে থাকেন। (২) একটি বাম স্কন্ধে থাকিয়া বদ কাজ লিখিতে থাকেন। (৩) পিছনের ফেরেশতা মানবের যাবতীয় শত্রু দমন করিয়া থাকেন। (৪) সম্মুখের ফেরেশতা নেক পথ অনুসরণ করাইয়া দেন। (৫) কপালের ফেরেশতা জীবিতকালের মধ্যে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যত দরূদ পড়ে তাহা লিখিতে থাকেন এবং ঐ দরূদ শরীফ হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পৌঁছাইয়া দেন।

সুন্নত মোতাবেক সূরা মিলানোর বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! কিরূপে সুন্নত মোতাবেক সূরা মিলাইতে হইবে, জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! "গায়াতুল'আওতারে" আছে, সুন্নত কেরাত তিন প্রকার যথাঃ-(১) তিওয়ালে-মুফাচ্ছাল, (২) আওছাতে মুফাচ্ছাল, (৩) কেছারে মুফাচ্ছাল- মুকিম নামাজি ফজর ও জোহরের নামাজে তিওয়ালে-মুফাচ্ছাল অর্থাৎ সূরা হুজ্‌রাত হইতে সূরা বুরূজ পর্যন্ত পড়িবে।

(২) মুকিম আছর ও এশার নামাজে আওছাতে-মুফাচ্ছাল অর্থাৎ সূরা বুরূজ হইতে "লামইয়াকুনিল্লজীনা" পর্যন্ত পড়িবে।

(৩) মুকিমের জন্য মাগরিবের নামাজ কিছারে মুফাচ্ছাল অর্থাৎ লামইয়াকুনিল্লাজীনা হইতে সূরা নাস পর্যন্ত যে কোন সূরা পাঠ করা সুন্নত।

প্রশ্নঃ- হুজুর! মুকিম ব্যক্তির কোন্ অবস্থায় সুন্নত কেরাত না পড়িলে গুনাহ হইবে না?

উত্তরঃ- বৎস! ওজর বশতঃ সুন্নত কেরাতের খেলাফ করিলে সুন্নত তরক হইবে না। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সময় মোক্তাদিদিগের সন্তান সন্ততির কান্না শ্রবণ করিয়া ছোট সূরা দ্বারা ফজরের নামাজ পড়িয়াছেন। মারাকিল ফালাহ্ কিতাবে আছে "যদি জামাতে বৃদ্ধ ও রোগা লোক থাকে, তবে ছোট সূরা দ্বারা নামাজ পড়িলে

সুন্নত তরক হইবে না। এতদ্ব্যতীত গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে, নামাজের ওয়াক্তের সময়ের প্রতি বিবেচনা করিয়া কেরাত পড়া সুন্নত। যেমনঃ- ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ হওয়া, জান ও মাল নষ্ট হওয়া, চোরে নেওয়া এইরূপ ওজর বশতঃ যত পরিমাণ ছোট কেরাত পড়িলে নামাজ জায়েজ হয় তাহা পড়িলে সুন্নত আদায় হইবে।

ইমামের উচ্চ তাকবির বলিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! ইমাম কিরূপ উচ্চস্বরে তাকবির সমূহ উচ্চারণ করিবেন? তাহার বিস্তারিত জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- "শামী" কিতাবে লিখিত আছে, ইমাম মোক্তাদিসমূহের সংখ্যা বুঝিয়া তাক্‌বিরসমূহ উচ্চ করিবেন। অতিরিক্ত উচ্চ করিলে মাক্‌রূহ হইবে। একা নামাজী ও মোক্তাদিদিগের বিশেষ উচ্চরব করা আবশ্যক নহে, কারণ নিজে শুনিলেই চলিতে পারে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কেহ ইমামের প্রথম তাক্‌বির, রুকু ও সিজ্‌দার তাকবিরের সহিত চুপে চুপে তাকবির না বলিয়া ইমামের তাক্‌বির শুনিয়া সিজদাহ আদায় করিয়া থাকে, তাহার কি হুকুম?

উত্তরঃ- বৎস! পূর্বেই "মারাকিল ফালাহ" ও শামী কিতাবের মর্মে বলিয়াছি, প্রথম তাকবির ফরজ, যদি তাকবির না বলিয়া থাকে তবে ফরজ তরক হইয়াছে; রুকু সিজ্‌দার তাকবির না বলিয়া থাকিলে সুন্নত তরক হইবে।

"সুবহানা রাব্বিয়াল আ'জীম তিনবার বলার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! রুকুর মধ্যে যে "সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম" তিনবার বলা হয়, তাহার বিস্তারিত মছলা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছেঃ-

১। তিন বারের কম বলিলে কিংবা একেবারে না বলিলে সুন্নত তরক হইবে। (মাকরূহ তানজিহির গুনাহ হইবে)

২। "শামী" কিতাবে লিখিত আছে, "সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম" স্থানে "আজীম" বলিলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। এমনস্থলে যে ব্যক্তি উচ্চারণ করিতে অক্ষম সে "সুবহানা রাব্বিয়াল কারীম" বলিলেও হইবে। ৫/৭/৯বারও "সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম" বলা জায়েজ আছে। একা নামাজীর জন্য মোস্তাহাব।

৩। "দুররুল মোখতার" কিতাবে লিখিত আছে, মোক্তাদি সিজদায় তিন তাসবীহ পূর্ণ করিতে পারে, তন্নিমিত্ত ইমামের কর্তব্য যে পাঁচ তাসবীহ পড়ে।

৪। "মারাকিল ফালাহ" কিতাবের মর্মে জানা যায়, ইমাম পাঁচ তাসবীহের বেশীও বলিতে পারে, যদি মোক্তাদিগণ বিরক্ত না হয়।

৫। ঐ কিতাবে আছে, মোক্তাদির তিন তাসবীহ পড়িবার পূর্বে ইমাম উঠিয়া গেলে মোক্তাদি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইবে। ছহি রেওয়ায়েত মতে তাসবীহ পড়িবার জন্য দেরী করিবে না।

রুকুতে হাটুদ্বয় ধরিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! রুকুর সময় কিরূপে দুই হাটু হস্তদ্বয় দ্বারা ধরিতে হইবে? তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে যে, দুই হাটুর উপর হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলী বিস্তার পূর্বক হাতলী রাখিবে যেন পিঠের উপর ভর পড়ে। শামী কিতাবে লিখিত আছে, হাটুর উপর ভর দিয়া ধনুকের মত করিবে না, করিলে মাকরূহ হইবে। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়, হাতের অঙ্গুলী জমীনে মিশান অবস্থায় সিজদা আদায় করিবে। বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে, পায়ের অঙ্গুলী যেন কেবলার দিকে থাকে। যাহা হউক উক্ত কিতাবসমূহের মতে রুকুতে টাখনু মিশান সুন্নত লিখিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, টাখনু মিশান সুন্নতটির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, অবশ্য হাটু সোজা থাকিবে, ধনুকের ন্যায় পিছের দিকে বক্র হইবে না।

রুকু হইতে "ছামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলিয়া উঠিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! "ছামিআল্লাহ লিমান্ হামিদাহ" শুধু কি ইমামেই বলিবেন?

উত্তরঃ- বৎস! মাজমাউল আনহুর কিতাবে লিখিত আছে, শুধু ইমাম বলিবেন। মারাকির ফালাহ কিতাবে আছে, ইমাম এমন উচ্চস্বরে বলিবেন যেন মোক্তাদিগণ শুনিতে পায়। ঐ "মারাকিল ফালাহ" কিতাবের মর্মে জানা যায়, একা নামাজী এইরূপ বলিবে যেন নিজে শুনিতে পায়।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ইমাম কোন্ সময় বলিবে? তাহা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, ইমাম রুকু হইতে মাথা উঠাইতে আরম্ভে ছামিআল্লাহ শুরু করিয়া মাথা সোজা করিবার সঙ্গে সঙ্গে "হুলিমানহামিদাহ" বলা শেষ করিবে। একেবারে সোজা হইয়া ছামিআল্লাহ বলার মধ্যে মতভেদ আছে, কিন্তু বাহরুর রায়েক কিতাবের মর্মে এ সম্বন্ধে দুইটি মত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যে মত আরবী 'কীলা' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত হীনবল, কাজেই ঐ মত ধর্তব্য নহে, যেহেতু প্রবল মতানুযায়ী যদি রুকু অবস্থায় "ছামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ" না বলিয়া সোজা হইয়া যায়, তবে আর বলার আবশ্যক করে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- শামী কিতাবে পাওয়া যায়, ইমাম ভুলে ছামিআল্লাহ লিমান হামিদা না বলিলেও মোক্তাদি রাব্বানা লাকাল হামদ্ বলিবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ইমাম রুকু হইতে উঠিবার সময় ছামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলিবার উদ্দেশ্য কি, জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! কোন এক রেওয়ায়েতে আছে যে, একদা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের ইমামতী করিতেছিলেন, এমন সময় হযরত আবুবকর

ছিদ্দীক (রাঃ) আসিয়া রুকুতে শামীল হইলেন, কিন্তু মনের মধ্যে সন্দেহ হইল যে, পূর্ণ জামাত ও রুকু পাইয়াছি কিনা, তখন আল্লাহ পাকের তরফ হইতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার নামাজ আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ কবুল করিয়াছেন। ইহা জানিয়া রুকু হইতে উঠিবার সময় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন "ছামিআল্লাহুলিমান হামিদা" অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা প্রশংসাকারীর প্রশংসা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা শ্রবনে মোক্তাদি সকলে বলিলেন "রাব্বানা লাকাল হামদ্ " অর্থ আয় আল্লাহ তায়ালা! তোমারই প্রশংসা।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ২৫নং সুন্নাতের বয়ানে বলিয়াছেন, ইমামের "রাব্বানা লাকাল হামদ্" বলা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, তাহা কিরূপ, জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! এ সম্বন্ধে মারাকিল ফালাহ, মুনিয়া, হেদায়া প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায়, ছাহেবাইনের মতে ইমাম "ছামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ" বলার পর "রাব্বানা লাকাল হামদ্" বলা সুন্নত। এতদ্ব্যতীত শরহে বেকায়ার হাশিয়ার মতেও ছাহেবাইনের কওল সমর্থন করা হয়। এইরূপ মত তাহতাবী, শরহ্বালালিয়া প্রভৃতি কিতাবেও পাওয়া যায়। এমন কি এক হাদীছের মর্মেও ইমাম ছাহেবাইনের মত শুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে আইনী, তাবিনুল হাকায়েক, বাহরুর রায়েক প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায়, ইমামের "রাব্বানা লাকাল হামদ্" বলা সুন্নত নহে। এতদ্ব্যতীত বোখারী ও মোছলেম শরীফের এক হাদীছ দ্বারাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামকে "ছামি আল্লাহু লিমান হামিদা" বলিতে ও মোক্তাদিকে "রাব্বানা লাকাল হামদ্" বলিতে আদেশ করিয়াছেন। এবং উক্ত বাহরুর রায়েক কিতাবে উল্লিখিত হাদীছদ্বয়ের মিমাংসার্থে লিখিয়াছেন, ছাহেবাইনের মতের সমর্থক হাদীছ ব্যবহারীয়; আর অন্য মতের সমর্থক হাদীছ কওল (আদেশিত), কাজেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কওলী হাদীছের মতে ইমামের "রাব্বানা লাকাল হামদ্" বলা সুন্নত নহে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! এ বিষয় দুই মত হইল, আমরা কোন্ মত আমল করিব?

উত্তরঃ- বৎস! ইমামের "রাব্বানা লাকাল হামদ্" বলা এক পক্ষ সুন্নত, অন্য পক্ষ সুন্নত নহে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কোন পক্ষ ইমামের "রাব্বানা লাকাল হামদ্" বলা মাকরূহ বলেন নাই, কাজেই ইমামের বলা সুন্নত না হইলেও মোস্তাহাব হইতে খালী নাই, অতএব মতভেদ থাকিলেও ইমামের "রাব্বানা লাকাল হামদ্" বলা ভাল। কবিরী কিতাবে আছে, যখন মুছল্লি "রাব্বানা লাকাল হামদ্" বলে তখন ফেরেশতাগণও "রাব্বানা লাকাল হামদ্" বলিয়া থাকেন। যে মুছল্লির উক্ত তাহমীদ ফেরেশতার সহিত একত্রে বলা হয়, তাহার পিছনের ছগিরা (ছোট) গুনাহ আল্লাহ তা'য়ালা মাফ করিয়া দেন।

সিজদায় যাইবার জন্য আল্লাহু আকবার তাকবির বলিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! কি প্রকার সিজদাহ করিবার জন্য তাকবির বলিতে হইবে, তাহা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় সিজদাহ করিবার জন্য 'আল্লাহু আকবার' শব্দের আলিফ হইতে আরম্ভ করিয়া 'রা' শব্দটি সিজদায় গিয়া শেষ করিবে। "মারাকিল ফালাহ" কিতাবের মর্মে জানা যায় তাক্‌বির উচ্চারণের সহিত সিজদাহ হইতে উঠিবে।

সিজদার কতক সুন্নতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! সিজ্‌দাহ্ করার সময় কিরূপে হাত রাখিতে হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! গায়াতুল আওতার ও শামী কিতাবে আছে, দুই কর্ণের লতি বরাবর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় রাখিয়া দুই হাতলীর মধ্যের ফাঁকা স্থানে সিজদাহ করিবে। তাহাতে পূর্বের কর্ণের উলা দেওয়া রীতিটিও ঠিক থাকিবে এবং পেট ও বাহুদ্বয়ের মধ্যে ফাঁক থাকা সুন্নতটি রক্ষা হইবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর সিজদাহ কিরূপে করিতে হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! শরম্বালালীয়া কিতাবে লিখিত আছে, সিজদাহ করার মধ্যে দুইটি রেওয়ায়েত আছে, (১) দুই হাতলীর মধ্যে ফাঁকা স্থানে সিজদাহ করা।

(২) হস্তদ্বয় স্কন্ধ বরাবর রাখিয়া সম্মুখে সিজদাহ দিলে জায়েজ হইবে, কিন্তু প্রথম নিয়মে সিজদাহ করা উত্তম।

প্রশ্নঃ- হুজুর! সিজদার রীতি জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! গায়াতুল আওতার" কিতাবে লিখিত আছে, আল্লাহু আকবার তাকবিরের সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় যাইবে। প্রথমে দুই হাটু পরে হস্তদ্বয়ের হাতলী কর্ণ বরাবর রাখা, হাতলীদ্বয়ের মধ্যে ফাঁকা স্থানে প্রথম নাসিকা, পরে কপাল রাখিয়া সিজদাহ করিবে। উঠিবার সময় উহার বিপরীত ভাবে উঠিবে। ওজরে প্রথমে হাত ও পরে হাটু রাখিয়া সিজদাহ করিলে জায়েজ হইবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! কপাল কত দূরকে বলে?

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবে লিখিত আছে, চক্ষুর শেষ সীমা হইতে কর্ণমূল পর্যন্তের মধ্য বরাবর অর্থাৎ এক কপাটি হইতে অপর কপাটি পর্যন্ত ও নিম্নে সহ উর্দ্ধে মাথার খুলির সম্মুখ ভাগের শেষ সীমা পর্যন্ত কপাল। বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে যথারীতি সিজ্‌দাহ করিলে যতটুকু সিজ্‌দার স্থানে স্পর্শ হয়, তত পরিমাণ স্থানকে কপাল বলে যেমন ভ্রূদ্বয়ের উর্ধভাগ হইতে চুলের গোড়া পর্যন্ত।

প্রশ্নঃ- হুজুর! সিজ্‌দাহ করিতে কতদূর কপাল লাগান শর্ত?

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবে লিখিত আছে কপালের অধিকাংশ সিজদার স্থানে লাগান ওয়াজেব, কিন্তু কপালের কিয়দংশ লাগাইয়া সিজদাহ করিলেও ফরজ আদায় হইবে।

বাহরুররায়েক ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে আছে, হাতের অঙ্গুলীসমূহ মিশান ভাবে রাখিবে। কারণ, আল্লাহতা'য়ালা হাতের উপর রহমত বর্ষণ করেন।

প্রশ্নঃ- হুজুর! সিজদার সময় যে পেট ও রান ফাঁকা রাখিবার হুকুম, তাহা কি পরিমাণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! বাহরুর রায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায়, ছাগলের ছোট বাচ্চা বুকের নীচ দিয়া যাইতে পারে, এমন ভাবে ফাঁক রাখিবে। "হেদায়া" কিতাবে লিখিত আছে, যদি লোকাধিক্য বশতঃ কাতারের মধ্যে ফাঁকা কম হয় ও অতি কষ্ট সহকারে মিশামীশি ভাবে দাঁড়াইতে হয় তবে কনুইদ্বয় সঙ্কুচিত রাখিতে পারে; কারণ জামাতের লোকের যেন কষ্ট না হয়। 'মারাকিল ফালাহ' কিতাবে লিখিত আছে, সিজদার সময় হাত জমিনে বিছাইয়া দিবে না, বাহু বগল হইতে ফাঁকা রাখিবে যেন দেখা যায়।

তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়িবার সময় হস্তদ্বয় রাখিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! দুই সিজ্দার মধ্যে যে একটু বসিতে হয়, তাহা কিরূপ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী দুর্রুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, দুই রানের উপর হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলীসমূহ স্বাভাবিক ভাবে রাখিবে, যেন অঙ্গুলীর অগ্রভাগ কেবলার দিকে থাকে, হাত দ্বারা হাটু ধরিবে না। ডান হাতলী রানের উপর রাখিবে। শামী কিতাবে লিখিত আছে, হাটুর গিরা ধরিবে না, তাহাতে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ জমিনের দিকে থাকে, কাজেই এই নীতি ভাল নহে। প্রকাশ থাকে যে, দুই তাশাহুদ পড়ার সময় ও বৈঠকেও ঐ নিয়মে হাত রাখিয়া বসিবে।

তাশাহুদ পড়িবার শেষ ভাগে অঙ্গুলীদ্বারা ইশারা করিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! অঙ্গুলী ইশারা করার মধ্যে নাকি মতভেদ আছে তাহার বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা নিম্নলিখিত কিতাবসমূহে হাদীছ অবলম্বনে সুন্নত লিখিয়াছেন। যথা- (১) মারাকিল ফালাহ, (২) মিনহাজুল খালেক, (৩) বাহরুর রায়েক, (৪) বাদায়ে (৫) তাবিনুল হাকায়েক (৬) কবিরী, (৭) আরকানে আরবা (৮) ছগিরী, (৯) শামী, (১০) দুররুল মোখতার, (১১) হাশিয়ায়ে তাহতাবী প্রভৃতি কিতাবে ও হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ মোহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) ফতোয়ায় আজীজীর ২য় খন্ডে ইশারা সুন্নত বলিয়া লিখিয়াছেন, পক্ষান্তরে (১) আলমগিরী, (২) খোলাছা, (৩) মোজমেরাত, (৪) কোবরা, (৫) মুনিয়াতেমুফ্তী প্রভৃতি কিতাব হইতে ছহি কওল মতে ইশারা করিবে না বলিয়া লিখিয়াছেন এবং "তানবিরুল আবছার" কিতাবে ও ওয়াল্ওয়ালেজিয়া, তান্জিজ প্রভৃতি কিতাবে

ইশারা না করাকে নকল বলিয়াছেন, এবং ইহার প্রতি ফতোয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হযরত মোজাদ্দেদ আলফেছানি (রহঃ) ছাহেবের মাক্তুবাতে ইমাম রব্বানির ১ম খন্ডে ৩১২ পৃঃ, মক্তবে শাজিয়া, কোবরা, ছেরাজিয়া, জাহেরী উলুলজীয়া" প্রভৃতি কিতাব অবলম্বনে লিখিয়াছেন, যে তাশাহুদের মধ্যে অঙ্গুলী ইশারা করা ছহি কওল মতে জায়েজ নাই। ইহা ছাড়া হযরত মাওলানা ছানাউল্লাহ পানীপথি (রহঃ) এর মালাবুদ্দামিনহু কিতাবেও লিখিয়াছেন, ইমাম আজম (রহঃ) হইতে মশহুর [প্রকাশ্য] এই যে, ইশারা করিবে না।

প্রশ্নঃ- হুজুর! এই সুন্নতটি জায়েজ না-জায়েজ সম্বন্ধে দুই দিকে দুই মত প্রকাশ হইল, এখন আমরা কি করিব?

উত্তরঃ- বৎস! যখন দুই দিকে বিখ্যাত বিখ্যাত কিতাবের ও বুজুরগানের মত ছহি বলিয়া প্রকাশ আছে, তখন কেহ ইশারা করে বা না করে কাউকে খারাপ মনে করিও না। উভয় পক্ষের ভেদাভেদ আল্লাহ জানেন।

প্রশ্নঃ- ইশারা করিবার নিয়ম জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! বাদায়ে কিতাবে উহার দুইটি মত আছে (১) মদীনাবাসিগণ বৃদ্ধা "কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলী মুঠ করিয়া তর্জনী (শাহাদত) অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করিবে। (২) হেন্দানী (রহঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে কনিষ্ঠা, অনামিকা অঙ্গুলী দ্বয়ে মুঠ করিয়া মধ্যমা, বৃদ্ধা অঙ্গুলী দ্বয়ের (হাল্কা) অগ্রভাগ মিশাইবে ও তর্জনী দ্বারা ইশারা করিবে (৩) আরকানে আরবা কিতাবে আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অঙ্গুলীসমূহ সোজা রাখিয়া শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করিয়াছেন। ঐ কিতাবে লিখিয়াছে, ঐরূপ করিলেও সুন্নত আদায় হইবে।

ছালাম ফিরানোর বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! কিরূপ ভাবে ছালাম আদায় করিতে হইবে? তাহার বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! শেষ বৈঠকের পরে "আচ্ছালামু আলাইকুম, ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ" শব্দ উচ্চারণ করতঃ প্রথম ডান দিকে এইরূপ ভাবে মুখ মন্ডল ফিরাইবে যেন পিছনের লোকে ডান গন্ড দেখিতে পায়, কিন্তু বারাকতুহু বলিবে না।

(২) " দুররুল মোখতার" কিতাবে মুনিয়া কিতাব হইতে লিখিয়াছেন, ইমাম প্রথম ছালাম হইতে ২য় ছালাম নিম্ন স্বরে বলিবে। "গায়াতুল আওতার" কিতাবে লিখিত আছে, একা নামাজী ও মোক্তাদি ডান ও বামে সমস্বরে ছালাম বলিবে। "মারাকিল ফালাহ" কিতাবে লিখিত আছে, নামাজের ছালামে "আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলিবে, "বারাকতুহু" বলিবে না, কেননা উহা বেদয়াত।

৩। ডান দিকে ছালাম ফিরাইয়া যদি ভুল বশতঃ দাঁড়াইয়া যায়, কথা না বলিলে ও পশ্চিম দিক হইতে অন্য দিক না ফিরার মধ্যে মনে হয় তবে পুনঃ বসিয়া বাম দিক ছালাম ফিরাইবে। কিন্তু ছহি কওল এই যে, কেবলার দিক হইতে অন্য দিক মুখ ফিরাইলে ছালাম করিতে হইবে না, আলমগিরী।

৪। যদি কেহ ভুলে বাম দিকে ছালাম ফিরাইয়া পরে মনে হয় যে, ডান দিকে ছালাম

ফিরাই নাই, তবে শুধু ডান দিকে ছালাম ফিরাইবে কিন্তু কথা বলিয়া থাকিলে ছালাম ফিরাইতে হইবে না, 'আলমগিরী'।

৫। যদি কেহ প্রথম ছালাম সম্মুখের দিকে বলিয়া থাকে তবে শুধু বাম দিকে ছালাম ফিরাইয়া নামাজ সমাপ্ত করিবে, (আলমগীরি)

৬। আলমগিরী কিতাবে লিখিত আছে, ছহি কওল মতে মোক্তাদিগণ ইমাম ছালাম শব্দ উচ্চারণের পরক্ষণেই ছালাম উচ্চারণ করতঃ মোখমন্ডল ফিরাইবে। "শামী" কিতাবের মর্মে জানা যায়, মোক্তাদিগণ চুপে ছালাম বলিবে।

৭। দুররুল মুখতার কিতাবে লিখিত আছে "পয়গম্বরগণের প্রতি ঈমান আনিতে যেরূপ সংখ্যা নির্ণয় করা বিধান নহে, তদ্রূপ ছালামের সময় কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক ফেরেশতা ঠিক করিতে হইবে না।"

৮। মোক্তাদি ব্যতীত অন্য লোকের ও বর্তমান জামানায় যদি স্ত্রীলোক মোক্তাদি হয়, তবে ইমাম ছালামের মধ্যে তাহাদের নিয়ত করিবে না। প্রকাশ থাকে যে, আলমগিরী কিতাবের মর্মে জানা যায় ইমাম জোহর, মাগরিব, এশার নামাজে ছালাম ফিরাইয়া শীঘ্রই স্থানচ্যুত হইয়া সুন্নত নামাজ পড়িবে। নচেৎ সুন্নতের খেলাফের জন্য মাকরূহ হইবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ফেরেশ্‌তা সংখ্যা কোন নির্দিষ্ট করিতে নাই তাহার তাৎপর্য জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে মানবের সঙ্গে ফেরেশতা থাকা সম্বন্ধে বহু মত আছে। কেহ বলে ২জন, কেহ বলে ৩জন, কেহ বলে ৪জন, কেহ ১০জন,কেহ ৫জন, কেহ ১৬০জন ফেরেশতা প্রত্যেক মানবের সঙ্গে থাকে, এই জন্যই সংখ্যা নির্ণয় করিবে না।

প্রশ্নঃ- হুজুর! মানবের সঙ্গে নাকি "কেরামান কাতেবীন" নামক ফেরেশতা থাকে, তাঁহারা ফেরেশতা কয় জন?

উত্তরঃ- বৎস! "কবিরী" কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন- প্রত্যেক মুমিন মানবের দুই স্কন্ধে "কেরামন কাতেবীন" নামক দুইজন ফেরেশতা আছেন, কিন্তু ডান স্কন্ধের ফেরেশতা বাম স্কন্ধের ফেরেশ্‌তাকে হুকুমের অধিন রাখে, যদি কোন মুমিন বান্দা একটি নেক কাজ করে তবে ডান স্কন্ধের ফেরেশতা দশটি নেকী আমলনামায় লিখে। অপরদিকে যদি একটি বদ কাজ করে তবে ডান স্কন্ধের ফেরেশ্‌তা বাম স্কন্ধের ফেরেশ্‌তাকে নিষেধ করিয়া বলে, "লিখিও না, দেখা যাক, তিনবার জিজ্ঞাসা করে, এই সময়ের মধ্যে যদি গুণাহ করনেওয়ালা তওবা না করে, তবে বাম স্কন্ধের ফেরেশ্‌তাকে লিখিতে আদেশ করে এবং সে মতে লিখিয়া থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, তানবিরুল কুলুব কিতাবে মোয়াল্লিমু ত্তাঞ্জিল কিতাব হইতে লিখিয়াছে ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়, ৭ ঘন্টাকাল তওবার জন্য বিলম্ব করতঃ বদী আমল নামায় লিখিয়া থাকে। "শামী" কিতাবে লিখিত আছে, মানবের কাজ তিনভাগে বিভক্ত। (১) নেক কাজ, (২) মোবাহ, (যে সকল কাজে নেকীও নাই বদীও নাই) (৩) বদ কাজ। ডান স্কন্ধের ফেরেশ্‌তা শুধু নেকী লিখিয়া থাকেন, বাম স্কন্ধের ফেরেশ্‌তা শুধু মোবাহ ও বদ্ কাজই লিখিয়া থাকেন। (কাফেরের সহিতও দুইজন করিয়া কেরামন কাতেবীন ফেরেশ্‌তা থাকেন, বাম স্কন্ধের ফেরেশ্‌তা গুণাহসমূহ লিখেন এবং ডান স্কন্ধের ফেরেশ্‌তা তাহার সাক্ষী থাকেন।)

তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! ফরজ নামাজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে ফাতিহা পড়া কতক কিতাবে নাকি মোস্তাহাব বলিয়াছেন, হুজুরে সুন্নত বলিলেন, তাহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- বৎস! তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে ফাতিহা পড়া মোস্তাহাব লিখিয়া থাকুক, কিন্তু দুররুল মুখতার, মুনিয়া গায়াতুল আওতার জওহারাতুন্নাইয়ারা, হেদায়া প্রভৃতি কিতাবে জাহের রেওয়ায়েত মতে সুন্নত লিখিয়াছেন। জওহারাতুন নাইয়ারা কিতাবে ইহাও লিখিত আছে যে, ইচ্ছা করিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে আল্হামদু হইতে বেশী পড়া মাকরূহ, এই মাকরূহ তান্‌জিহ ধরিবে, কিন্তু গায়াতুল আওতার কিতাবে শামী কিতাব হইতে লিখিয়াছেন, আলহামদু হইতে বেশী না পড়া ভাল। সুন্নত ধারণায় যদি ফাতিহা পড়ে, তবে কতক কিতাবের মোস্তাহাব কওল আদায় হইবে, কাজেই তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে ফাতিহা পড়িবে। বৎস জানিবে ৩য় ও ৪র্থ রাকয়াতে আলহাম্‌দু পড়ায় যেরূপ মতভেদ, চুপ থাকার মধ্যে তদ্রূপ মতভেদ, কিন্তু শামী কিতাবে মুহিত কিতাব হইতে লিখিয়াছে যে, চুপ থাকা মাকরূহ এবং অন্যান্য কিতাবের মর্মে জানা যায়, আলহাম্‌দু পড়ার স্থলে চুপ না থাকা উত্তম।

আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর দরূদ শরীফ পড়া সুন্নতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার পর যে দরূদ শরীফ পড়া সুন্নত, তাহার বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! "গায়াতুল আওতার" কিতাবে লিখিত আছে, আত্তাহিয়্যাতুর "আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'র পর "আল্লাহুম্মা ছল্লিআলা সাইয়েদিনা মোহাম্মাদিওঁ, ওয়ালা আ'লি সাইয়েদিনা মোহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়ালা আ'লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা সাইয়েদিনা মোহাম্মাদিওঁ ওয়ালা আ'লি সাইয়েদিনা মোহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়ালা আ'লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ আমাদের শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ও তাঁহার বংশধরের প্রতি অনুগ্রহ কর। যেরূপ আমাদের শ্রেষ্ঠ ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালামের প্রতি ও তাঁহার বংশধরের প্রতি দোজাহানে অনুগ্রহ করিয়াছেন। আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ, আমাদের শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার বংশধরগণের উন্নতি বৃদ্ধি করুন, যেরূপ ইব্রাহীম (আঃ) কে ও তাঁহার বংশধরগণের উন্নতি বর্ধিত করিয়াছেন; আপনিই প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।

প্রশ্নঃ- হুজুর! দরূদ শরীফের মধ্যে অন্য নবীগণের নাম উল্লেখ না করিয়া হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর নাম উল্লেখ করিবার কারণ কি?

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবে তাহার কয়েকটি কারণ লিখিত আছে, তন্মধ্য হইতে তিনটি কারণ বলিতেছি স্মরণ রাখিও। (১) হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মি'রাজে গিয়াছিলেন তখন ইব্রাহীম (আঃ) হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের

প্রতি ছালাম বলিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত আমাদের হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামের সহিত ইব্রাহীম (আঃ) এর নাম উল্লেখ করার বিধান হইয়াছে।

২। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার বংশধরের (আমাদের) উপাধি মুসলমান রাখিবার জন্য আল্লাহ তা'য়ারার নিকট আরজ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমরা মুসলমান উপাধি পাইয়াছি। কাজেই তাঁহার শুকুরানার্থে (কৃতজ্ঞার্থে) হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামের সহিত ইব্রাহীম (আঃ) এর নাম উল্লেখ করিয়া দরূদ শরীফ পড়ার বিধান হইয়াছে।

৩। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল পয়গম্বরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাহা সমস্ত মুসলমান ও জ্ঞানী মানব মাত্রই স্বীকার করিবেন। তবুও যে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর সহিত তুলনা করা হইয়াছে , কারণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশে তাঁহার জন্ম ও ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্নঃ- হুজুর! হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবেন। তবে কেন ইব্রাহীম (আঃ) এর ন্যায় রহমত ও উন্নতি লাভ করিবার জন্য আমরা দোয়া প্রার্থনা করি?

উত্তরঃ- বৎস! তুলনা করিতে কয়েকটি বিধান আছে। যথা- (১) একই প্রকার দুই জিনিসের সহিত (২) বড়র সহিত ছোট জিনিসের (৩) ছোট জিনিসের সহিত বড় জিনিজের তুলনা করা যায় তাহাতে কোন প্রকার ত্রুটি হইতে পারে না।

যেমন- কুরআন শরীফের সূরা নূরের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা তুলনা করিয়াছেন "মাছালু নুরীহি কামিশকাতিন" ইহার তাৎপর্য তফসীরে রুহুল বয়ানে লিখিয়াছেন- পাক কুরআন শরীফ বা ঈমানকে চেরাগের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু চেরাগ অপেক্ষা কুরআন শরীফ ও ঈমান অতি উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ, তুলনার উদ্দেশ্য মাত্র এই যে, চেরাগের আলো প্রকাশ্য ও সকলে জানে; শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় তদ্রূপ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রকাশ্য, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রেষ্ঠ হইলেও তুলনা করিয়াছেন, তাহাতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানের কোন লাঘব হয় নাই।

ফজরের নামাজের প্রথম রাকআত দীর্ঘ করার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! ফজরের নামাজের প্রথম রাকয়াত দীর্ঘ করা সুন্নত হইবার কারণ কি? তাহা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! 'শামী' ও বাহরুররায়েক কিতাবে লিখিত আছে, এই ওয়াক্তে লোক ঘুমে থাকিতে পারে ও আলস্যের বশবর্তী থাকিতে পারে, তজ্জন্য প্রথম রাকয়াত দীর্ঘ করা সুন্নত?

প্রশ্নঃ- হুজুর! সকল নামাজীর কি ফজরের প্রথম রাকয়াত দীর্ঘ করা সুন্নত।

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, যে স্থানে জামায়াতে লোক বৃদ্ধি হইবার আশা থাকে, এমনস্থানে ইমামের জন্য প্রথম রাকায়াত দীর্ঘ করা সুন্নত। কারণ তাহারা যেন প্রথম রাকয়াত পায়। একা নামাজীর দীর্ঘ করা সুন্নত নহে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! দ্বিতীয় রাকায়াত হইতে প্রথম রাকয়াত কত পরিমাণ দীর্ঘ করিবে?

উত্তরঃ- বৎস! "বাহারুররায়েক" কিতাবে লিখিত আছে, দুই রাকয়াতে যত পরিমান আয়াত পড়া হয়, তাহার দুইভাগ প্রথম রাকয়াতে ও একভাগ দ্বিতীয় রাকয়াতে পড়িবে।

দরূদ শরীফের পর দোয়া পড়ার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! দরূদ শরীফের পর দোয়া পড়া সুন্নত বলিলেন, সে কিরূপ দোয়া জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! খোদা তা'য়ালার নিকট যে রকম কালাম দ্বারা মাফ চাওয়া হয় এবং মুক্তি ও শক্তি প্রার্থনা করা হয়, সেইরূপ দোয়া পড়া সুন্নত। "গায়াতুল আওতার" ও "মাজমাউল আনহুর" কিতাবে আছে, নিজের ও পিতামাতার এবং মুমিন মুসলমান সকলের জন্য দোয়া চাওয়া দুরুস্ত আছে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! পৃথিবীর কোন প্রকার শান্তি বিষয়ক প্রার্থনা করা যাইবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! "মারাকিল ফালাহ" ও "মাজমাউল আনহুর" কিতাবে লিখিত আছে, নামাজের মধ্যে ঐরূপ দোয়া চাহিবে না যে আল্লাহ আমাকে অমুক স্ত্রীলোক দাও, এত টাকা দান কর। এইরূপ দোয়া নামাজের মধ্যে চাহিলে নামাজ বাতেল হইবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ঐরূপ দোয়া ভিন্ন অন্য কোনরূপ দোয়া পড়িলে সুন্নত আদায় হইবে কিনা?

উত্তরঃ- বৎস! "মোল্‌তাকাল আবহুর" কিতাবে লিখিত আছে, যে দোয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন তাহাই দোয়া-মাছুরা। ঐরূপ দোয়ায়ে-মাছুরা পড়িলেও সুন্নত আদায় হইবে। "মাজমাউল আনহুর" কিতাবে দোয়ায়ে-মাছুরা এইরূপ লিখিয়াছেন।

আল্লাহুম্মা ইন্নি জ্বালামতুনাফছি জুলমান কাছীরাও ওলা'ইয়াগ্‌ফিরু'জ্জুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগ্‌ ফিরলী মাগ্‌ফিরাতাম্‌ মিন ইন্দিকা ওয়ারহাম্‌নী, ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর্‌ রাহীম।

অর্থঃ- আল্লাহ, আমার নফছের উপর বহুতই জুলুম করিয়াছি, তুমি ব্যতীত গুণাহ মাফ করিবার কেহই নাই। হে আল্লাহ! তোমার তরফ হইতে আমাকে মুক্তি দান কর। তুমি আমাকে রহম কর। নিশ্চয়ই তুমি একমাত্র মুক্তিদাতা।

প্রশ্নঃ- হুজুর! যদি কাহারও পিতামাতা কাফের থাকে, তবে তাহাদের জন্যও কি দোয়া চাহিবে না?

উত্তরঃ- বৎস! "দুররুল মোখতার" কিতাবে লিখিত আছে, কাফেরের জন্য দোয়া চাওয়া হারাম। (কিন্তু হেদায়াতের জন্য খোদার নিকট দোয়া চাহিতে পারে।)

প্রশ্নঃ- হুজুর! উল্লিখিত দোয়া ফারছীতে পড়া জায়েজ কিনা?

উত্তরঃ- বৎস! "শামী" কিতাবের মর্মে জানা যায়, নামাজের মধ্যে ফার্সীতে দোয়া পড়া মাকরূহ তাহরীম।

প্রশ্নঃ- হুজুর! ফারছীতে দোয়া চাওয়া যদি মাকরূহ তাহরীম হয়, তবে অন্য ভাষায় নামাজের মধ্যে দোয়া চাওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তরঃ- বৎস! উপরেই "গায়াতুল আওতার" কিতাব হইতে বলিয়াছি যে, আল্লাহর কালাম জাতীয় ভাষা দ্বারা দোয়া চাহিবে। একটু খেয়াল কর। ফার্সীতে দোয়া চাওয়া মাকরূহ তাহরীম হইলে অন্য ভাষায় অবশ্যই মাকরূহ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি শামী কিতাবে লিখিত আছে, নামাজের বাহিরেও ফারছীতে দোয়া পড়া মাকরূহ তান্‌জীহ।

প্রশ্নঃ- হুজুর! যাহারা আরবী ভাষা জানে না, তাহারা কিরূপে দোয়া চাহিবে?

উত্তরঃ- বৎস! যে ব্যক্তি আরবী না জানে, সে আর কি করিবে, যে ভাষা জানে সেই ভাষায় দোয়া চাহিবে। কিন্তু নামাজের মধ্যে দোয়া চাহিতে হইলে আরবী দোয়া শিক্ষা করিয়া লইবে, নচেৎ গুনাহগার হইবে।

প্রশ্নঃ- মোলতাকাল আবহুর কিতাবে লিখিত আছে যে, নামাজের মধ্যে মানুষের কাছে প্রার্থনা করার উপযুক্ত কোন দোয়া পড়িলে নামাজ ফাছেদ হইবে, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- বৎস! ঐ কিতাবে যাহা লিখিত আছে, তাহার মতলব ইহা নয় যে, তাশাহুদের পর দরূদ পাঠান্তে ঐরূপ দোয়া চাহিলে নামাজ ভঙ্গ হইবে। কবিরী কিতাবে লিখিত আছে, যে সময় পর্যন্ত তাশাহুদ পড়িবার নিয়ম, সেই সময় ঐ স্থানে তাশাহুদ না পড়িয়া ঐরূপ কোন দোয়া চাহিলে নামাজ বাতিল হইবে। তাশাহুদ পাঠান্তে ঐরূপ দোয়া চাহিলেও নামাজ বাতিল হইবে না (প্রকাশ থাকে যে, ঐ প্রকার দোয়া তাশাহুদের পর পাঠ করিলে নামাজ বাতিল হইবেনা বটে, কিন্তু ইহাতে মাকরূহ তাহরীম হইবে। গায়াতুল আওতার।)

(১) "গায়াতুল আওতার" কিতাবে লিখিত আছে, যদি কাহারও স্মরণ থাকে যে, ছোহ সিজদাহ বা সিজদায়ে ছলবিয়া (ভুলে কোন সিজদাহ না করিয়া থাকে) বাকী রহিয়াছে, এরূপ অবস্থায় তাশাহুদের পর ঐরূপ দোয়া চাহে, পরে সোহ সিজদা আদায় করিয়া তাশাহুদ পড়িয়া নামাজ শেষ করিলেও নামাজ বাতিল হইবে; কারণ ছোহ সিজদার পরে তাশাহুদ পরিমাণ বসা ফরজ। কাজেই নামাজের মধ্যে ঐরূপ দোয়া চাওয়া হইয়াছিল বলিয়া নামাজ বাতিল হইবে।

মোনাজাতে হাত উঠাইয়া মুখ মাসেহ করা সুন্নতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! মোনাজাতে যে হস্তদ্বয় উঠাইয়া মুখ মাসেহ করা সুন্নত বলিলেন, তাহার বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, যে সময় যত প্রকার দোয়া চাহিবে সকল সময় হস্তদ্বয়ের হাতলী বক্ষস্থল বরাবর উঠাইবে। দুই হাতলীর মধ্যে অল্প পরিমাণ ফাঁক রাখিবে, যেন দুই বোগল খোলাভাবে থাকে। এইরূপে হাত রাখিয়া দোয়া পাঠান্তে মুখ মাসেহ করিবে। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে, ছহি রেওয়ায়েত মতে মুখ মাসেহ করা সুন্নত।

প্রশ্নঃ- হুজুর! আলমগীরি কিতাবের মধ্যে নাকি কেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, মুখ মাসেহ করা কোন ক্রিয়ার মধ্যে কর্তব্য নহে, এখন আমরা কি করিব?

উত্তরঃ- বৎস! যদিও আলমগীরি কিতাবে মুখ মাসেহ কোন ক্রিয়া নহে লিখিয়াছেন, তাহা আমল করা যায় না; কারণ, দুররুল মোখতার কিতাবে মুখ মাসেহ সুন্নত লিখিয়াছেন, তাহাই আমল করা কর্তব্য। যেহেতু ইহা হাদিছের সম্পূর্ণ মোতাবেক। (ইহার বিস্তারিত বিবরণ ফতোয়ায় ছিদ্দিকিয়া ৩য় খন্ডে দেখুন।)

প্রশ্নঃ- হুজুর! হাতের তালু আকাশের দিকে রাখিবার উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ- বৎস! রদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখিত আছে, যেমন নামাজের কেবলা মক্কা শরীফের দিক, তদ্রূপ দোয়া মঞ্জুর হইবার কেবলা আকাশের দিক, সে জন্য যেন কেহ আল্লাহকে উপরে মনে না করে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! দোয়া কি একই প্রকার ও সকল দোয়াই কি একই প্রকার হাত রাখিতে হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! দোয়া অনেক প্রকার আছে, কিন্তু দুররুল মোখতার কিতাব হইতে শামী কিতাবে লিখিয়াছেন, দোয়া চারি প্রকার যথা-

১। দোয়ায়ে রাগবাত, যেমন বেহেশ্‌ত পাইবার প্রার্থনা; এইরূপ দোয়ায় হাতের তালু আকাশের দিক রাখিবে। ইহার অর্থ হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিয়াছে, কোন জিনিস পাইবার বিশেষ আকাঙ্খা করা যথা, বেহেশ্‌ত এইরূপ দোয়ায় হাতের তালু আকাশের দিকে রাখিবে।

২। দোয়ায়ে রোহবাত অর্থাৎ- যন্ত্রণাদায়ক জিনিস হইতে মুক্তি প্রার্থনা করা, যেমন দোজখ। ইহাতে হাতের তালু নীচের দিক্ রাখিয়া দোয়া চাহিবে।

৩। দোয়ায়ে তাওয়াজো, অর্থাৎ বিনীত ও নম্রতা প্রকাশার্থে দোয়া যথা-আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুদ্র, অকর্মণ্য দরিদ্র, এইরূপ আল্লাহর নিকট নম্রতা প্রকাশার্থে দোয়া। বাহরুর রায়েক (২য় জেলদ বয়ান নফর) কিতাবে লিখিত আছে, হাতলীদ্বয়ের অঙ্গুলী কনিষ্ঠা ও অনামিকা মুঠ করিয়া মধ্যমা অঙ্গুলীকে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা ধরিয়া তর্জ্জনী দ্বয়ের পেট উর্ধে রাখিয়া আসমানের দিকে ইশারা করিয়া দোয়া চাহিবে।

৪। দোয়ায়ে খফিয়া, মুখে উচ্চারণ না করিয়া মনে করিয়া মনে মনে দোয়া চাওয়া, ইহাতে হাত উঠানোর আবশ্যক করে না। "শামী"।

নামাজের মোস্তাহাবের বয়ান

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজের মোস্তাহাব কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- বৎস! মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজ জীবনে একবার বা দুই বার করিয়াছেন, তাহাকেই মোস্তাহাব বলে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! মোস্তাহাব আদায় করিলে কি উপকার হইবে?

উত্তরঃ- বৎস! ঐ কিতাবে আছে মোস্তাহাব আদায় করিলে সুন্নতের পূর্ণতা রক্ষা পায়।

প্রশ্নঃ- হুজুর! নামাজের মধ্যে কতটি মোস্তাহাব আছে? তাহা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! নামাজের মধ্যে বহু সংখ্যক মোস্তাহাব আছে। তাহার কতক সংখ্যা চিহ্ন দ্বারা মারাকিল ফালাহ কিতাব হইতে ও বর্ণ চিহ্ন দ্বারা অন্যান্য কিতাব হইতে বলিতেছি স্মরণ রাখিবে।

১। পুরুষের হাতলী আস্তিনের মধ্য হইতে বাহির করিয়া নামাজ পড়া। স্ত্রীলোক ও খোন্‌ছা হাতলী কাপড়ে আবৃত রাখিবে।

২। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের দাঁড়ান অবস্থায় সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখা।

৩। রুকু করার অবস্থায় পদদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে দৃষ্টি রাখিবে।

৪। সিজদার সময় নাসিকার অগ্রভাগের দিক দৃষ্টি রাখিবে।

৫। বসা অবস্থায় নিজের কোলের দিক দৃষ্টি রাখিবে।

৬। দুই ছালামের সময় নিজ স্কন্ধের দিক দৃষ্টি রাখিবে।

৭। কাশ আসিলে তাহা দমন করিবার চেষ্টা করা। বিনা কারণে নামাজের মধ্যে কাশ দিলে নামাজ ভঙ্গ হইবে।

৮। হাই (হাউসি) আসিলে দমনের জন্য মুখ বন্ধ করা।

৯। একামতে হাইয়্যালাচ্ছালাহ উচ্চারণ কালে দাঁড়ান।

১০। কাদকা মাতিচ্ছালাহ উচ্চারণ কালে ইমাম নামাজ আরম্ভ করিবে।

১১। ঢেকুর (ঢেউক) আসিলে বন্ধ করিবার চেষ্টা করা, বিনা ওজরে ঢেকুর দিলে নামাজ ভঙ্গ হইবে।

(ক) "গায়াতুল আওতার" কিতাবে লিখিত আছে, নামাজের জালছায়–অর্থাৎ দুই সিজদার মধ্যে দোয়ায়ে মাগফিরাত বলা মোস্তাহাব। প্রকাশ থাকে যে, নফল ও তাহাজ্জুদ্ নামাজের জন্য মোস্তাহাব।

(খ) ঐ কিতাবে নফল নামাজের বয়ানে দোয়া কুনুতের পরে যে কোন দরূদ শরীফ পড়া সুন্নত কিন্তু নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ পড়া মোস্তাহাব। ছাল্লাল্লাহ আলা ছাইয়েদিনা মুহাম্মাদিনি নবীয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়াআলিহি ওয়া ছাল্লিম।

(গ) "দুররুল মোখতার" কিতাবে আছে, আত্তাহিয়্যাতের মধ্যে হজরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইব্রাহিম (আঃ)-এর নামের উপর সাইয়েদিনা শব্দ উচ্চারণ করতঃ দরূদ শরীফ পড়া মোস্তাহাব।

(ঘ) বাহরুর রায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায় সিজদাহ করিবার সময় প্রথম ডাহিন হাত বিছানায় রাখিবে। উঠিবার সময় বাম হাত প্রথম উঠাইবে।

(ঙ) "শামী" কিতাবে লিখিত আছে রুকুতে ও সিজদা একা নামাজী তিনবারের অধিক, ৫/৭/৯ বার তছ্বীহ পাঠ করা মোস্তাহাব।

(চ) দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে ফরজ নামাজের বাদ আয়াতুল কুরছি পড়া মোস্তাহাব। আর ঐ কিতাবে ইহাও জানা যায়, প্রত্যেক নামাজের বাদ মোনাজাত করাও মোস্তাহাব।

(ছ) "হাশিয়ায়ে তাহতাবী" কিতাবে ইহার কারণ লিখিয়াছে, নামাজান্তে দোয়া কবুল হয়, তজ্জন্যই মোনাজাত করা মোস্তাহাব।

(জ) মেশকাত শরীফের মর্মে জানা যায় ফরজ নামাজের বাদ ডাহিন কি বাম দিকে ফিরিয়া মোনাজাত করা মোস্তাহাব। শরহ্বালালিয়া কিতাবে আছে, মুছল্লিদিগের দিকেও ফিরিয়া মোনাজাত করা মোস্তাহাব। মেশকাত শরীফের মর্মে জানা যায়, হযরত সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামও এইরূপ কখন ২ করিতেন।

(ঝ) দুররুল মোখতার কিতাবে আছে, মোনাজাতের মধ্যে ছোবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াছিফুন ওয়া ছালামুন আলাল মুরছালিন ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এই আয়াত পাঠ করিয়া মোনাজাত শেষ করা মুস্তাহাব।

মোস্তাহাবের আনুষঙ্গিক মাসয়ালা

প্রশ্নঃ- হুজুর! আস্তিনের বাহিরে হাতলী বাহির করিয়া কানে উলা দেওয়ার তাৎপর্য জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে আস্তিনের বাহিরে হাতের কব্জা বাহির করিলে আজিজী (নম্রতা) প্রকাশ পায় কিন্তু ওজরে হাত বাহির না করা জায়েজ আছে। যথা- বিশেষ শীতের ভয়ে হাত বাহির না করিলে মোস্তাহাব তরক হইবে না। পূর্বেই উল্লেখ আছে বান্দী পুরুষের ন্যায় খোঞ্জা স্ত্রীলোকের ন্যায় করিবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! হাউসী উঠিলে কিরূপে থামাইবে, তাহার কৌশল জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবে লিখিত আছে হাউসী উঠিলে প্রথম নবী লোকের স্মরণ করিবে, কারণ নবীদিগের হাউসী হইত না। না থামিলে নিম্ন ওষ্ঠ কামড়াইয়া ধরিবে, তাহাতে না থামিলে দাঁড়ান থাকিলে ডাহিন হাতলীর পিঠ দ্বারা মুখাবৃত করিবে। কারণ, ঐ সময় বাম হাত নাড়িলে ডাহিন হাতও নড়ে। বসা কি রুকু ইত্যাদির সময় হাউসী উঠিলে ঐ নিয়ম পালন করিতে হইবে। নচেৎ বাম হাতের পিঠ দ্বারা মুখাবৃত করিবে। আস্তিন দ্বারাও মুখাবৃত করার নীতি আছে, প্রকাশ থাকে যে, নামাজের বাহিরে হাউসী উঠিলে বাম হাতের পৃষ্ঠদ্বারা থামাইবে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! একামত শেষ হইলে ইমামকে নামাজে দাঁড়ান মোস্তাহাব বলিলেন; আলমগীরি কিতাবে নাকি আছে কাদকামাতিচ্ছালা বলিবার পূর্বে ইমাম নামাজ আরম্ভ করিবে, ইহার তাৎপর্য কি?;

উত্তরঃ- বৎস! 'বাহরুর রায়েক, মাজমাউল আনহুর, শরম্বালালিয়া, মারাকিল ফালাহ' প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে একামত শেষ হইলে ইমাম নামাজ আরম্ভ করিবে। তাহা হইলে কাহারও মতে দোষ হইবে না। 'দুররুল মোখতার , শামী, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, গায়াতুল আওতার' প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, ছহি কৌল মতে একামতের পর ইমামের নামাজ আরম্ভ করা মোস্তাহাব। মোয়াজ্জিনও যথা নিয়মে নামাজে দাখিল হইয়া নামাজের পূর্ণ ছওয়াব পাইতে পারে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! জালছা অর্থাৎ দুই সিজদার মধ্যে যে দোয়ায়ে "মাগফিরাত" মুস্তাহাব বলিলেন সে কিরূপ দোয়া?

উত্তরঃ- বৎস! "আল্লাহুম্মাগ ফির্‌লি" আয় আল্লা তুমি মাফ কর, এরূপ দোয়া পড়িবে 'শামী'।

প্রশ্নঃ- হুজুর! পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছেন, কওমা ও জালছায় এক তছবীহের বেশী বিলম্ব করিলে ওয়াজিব তরক হইবে। জালছায় 'আল্লাহুম্মাগ ফির্‌লি' বলিলে কি ওয়াজিব তরক হইবে না?

উত্তরঃ- বৎস! একটু বিবেচনা করিয়া দেখ, ছুবহানাল্লাহ তছীবহ পাঠে যে পরিমাণ সময় লাগে, আল্লাহুম্মাগফিরলী বলিতেও ঐরূপ সময় লাগে, অতএব ওয়াজিব তরক হইবে না, বরং ওয়াজিব কাজটির পরিমাণ পাইবে ও সাহায্য হইল। বৎস! স্মরণ রাখিবে নফল নামাজে এক তছবীহের বেশীও বিলম্ব করিয়া দোয়া পড়া মোস্তাহাব "দুররুল মোখতার"।

প্রশ্নঃ- হুজুর! নফল নামাজের জালছার মধ্যে বিলম্ব করিয়া দোয়া পড়া যে মোস্তাহাব, সে কিরূপ দোয়া জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! আবুদাউদ হইতে 'গায়াতুল আওতার' কিতাবে লিখিয়াছে দুই সিজদার মধ্যে দোয়া "আল্লাহুম্মাগ ফিরলি ওয়ার হামনী ওয়াফিনি ওয়াহদিনী ওয়ার ঝুকনী"

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন, রহম করুন, হক পথে রাখুন, আমাকে রিজিক দিন।

প্রশ্নঃ- হুজুর! দোয়া কুনুতের পর দরূদ শরীফ পড়া সুন্নত বলিলেন সকল স্থানেই কি দরূদ শরীফ পড়া সুন্নত?

উত্তরঃ- বৎস! গায়াতুল আওতার ও শামী কিতাবে লিখিত আছে, নিম্নলিখিত স্থানেও দরূদ শরীফ পড়া মোস্তাহাব। যথা- (১) জুমার দিন (২) জুমার রাত্রে (৩) শনিবার দিন (৪) রবিবার দিন (৫) বৃহস্পতিবার প্রাতে ও সন্ধ্যায় (৬) মসজিদে প্রবেশ কালে (৭) মসজিদ হইতে বাহির কালে (৮) হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাজার শরীফ জিয়ারত কালে (৯) ছাফা মোকামে থাকিয়া (১০) মারওয়া মোকামে থাকিয়া (১১) জুমা ও অন্যান্য খোৎবার আরম্ভে দরূদ পড়া

(১২) আজানের জওয়াবের পর (১৩) একামতের পূর্বে (১৪) চাহিবার পূর্বে (১৫) দোয়ার মধ্যে (১৬) দোয়া পাঠের শেষে (১৭) হাজি লোক লাব্বায়েক বলিয়াই (১৮) বহুলোক একত্র হইলেই (১৯) সমাজ হইতে পৃথক হইবার সময় (২০) অজু করিবার সময় (২১) কর্ণে শব্দ হইলে (২২) কোন দ্রব্য কোথায় রাখা হইয়াছে, স্মরণ না হইলে (২৩) ওয়াজ করিবার সময় (২৪) হাদিস পাঠের পূর্বে ও পরে (২৫) মাসয়ালা বা ফতোয়া লিখিবার পূর্বে (২৬) রচনা লিখিবার পূর্বে (২৬ক) চিঠি লিখিবার সময় (২৭) শিক্ষা দেওয়ার কালে (২৭ক) শিখিবার কালে (২৮) বিবাহের কথা বার্তার আরম্ভের পূর্বে (২৯) নিকাহ পড়ানেওয়ালা ও পড়নেওয়ালার, দরূদ পড়া (৩০) প্রত্যেক আবশ্যকীয় কাজের পূর্বে (৩১) হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম লিখিবার সময় (৩২)– হজরতের নাম পাঠ করতঃ দরূদ পাঠ করা মোস্তাহাব।

প্রশ্নঃ- হুজুর! কোন্ কোন্ সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা মাকরূহ? তাহা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! শামী ও গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে ৭ স্থানে দরূদ শরীফ পড়া মকরূহ। (১) জেনার সময় (২) বাহ্য প্রস্রাব ত্যাগের সময় (৩) কোন দ্রব্য বিক্রয়ার্থে মনাদির জন্য (৪) পা পিছলাইয়া গেলেই দরূদ পড়া (৫) কিছু দেখিয়া আশ্চার্যান্বিত হইয়া (৬) জবেহ করিবার সময় (৭) হাঁচি দেওয়ার সময়, ইত্যাদি।

নামাজের বাদ দরূদ শরীফ পড়ার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! ফরজ নামাজ বাদে অজীফা পাঠ করা মোস্তাহাব সে কি অজীফা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! "গায়াতুল আওতার" কিতাবে লিখিত আছে, নামাজে তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ বা আয়াতুল কুরছি' সূরা নাছ ও সূরা ফালাক সূরা এখলাছ, ছোবহানাকাল্লাহুম্মা ৩৩ তেত্রিশ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ তেত্রিশ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ তেত্রিশ বার মোট ৯৯ নিরানব্বই বার পাঠান্তে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করিয়া শত পূর্ণ করিবে।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত একশত তছবীহকে ফাতিমি তছবীহ বলে। কিতাবে আছে উক্ত তছবীহ ও দোয়া হাদিস হইতে ছাবেত হইয়াছে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! গায়াতুল আওতার কিতাবে নাকি লিখিত আছে ফরজ নামাজ পড়িয়া সুন্নত নামাজ পড়িবার পূর্বে -

اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذاالجلال والاكرام *

উচ্চারণঃ- "আল্লাহুম্মা আন্তাচ্ছালাম ওয়ামিনকাচ্ছালাম তাবারাকতা ইয়া জালজালালি ওয়াল একরাম্।

এই দোয়া পড়িবার সময়ের চেয়ে অধিক সময় পাঠ করিবার জন্য বিলম্ব করা মাকরূহ তাঞ্জীহ। হুজুরের কতক দোয়া বলিলেন, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- বৎস! 'শামী' কিতাবে লিখিত আছে, হাদীছ হইতে যে উক্ত তছবীহ ও অজীফা পড়ার বিধান হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ থাকে যে, যে ফরজের বাদে সুন্নত নামাজ আছে, সে সুন্নত পড়িয়া অজীফা ও তছবীহ পড়িবে। কারণ ফরজের সংলগ্ন সুন্নত, ঐ সুন্নত কোন প্রকার নব গঠিত সুন্নত নহে। অতএব ফরজ পড়িয়াই সুন্নত পড়িবে, পরে অজীফা ইত্যাদি পড়িবে এবং শামী কিতাবের এক রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় যে, ফরজের সংলগ্নে সুন্নত আদায় করাও সুন্নত। সুন্নত নামাজ থাকিলে, সুন্নত ও ফরজের মধ্যভাগে কথা বলিলে সুন্নতের ফায়দা কমিয়া যাইবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন কথার বাদ সুন্নত পড়িলে, সুন্নত বাতেল হইবে, কিন্তু ঐ কৌল শুদ্ধ নহে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! উল্লেখিত আয়াতুল কুরছি তছবীহ এবং অজীফা পাঠ করিলে কিরূপ নেক পাইবে?

উত্তরঃ- বৎস! শরম্বালালিয়া কিতাবে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের বাদ আয়াতুল কুরছি পড়িবে তাহাকে মৃত্যু ব্যতীত কেহই বেহেস্তে যাইতে বাঁধা দিবে না। যে ব্যক্তি নিদ্রার পূর্বে শয়ন করিয়া পড়িবে, তাহাকে ও তাহার পাড়া-প্রতিবেশীকে আল্লাহ তায়ালা আমানে রাখিবে, ইহা ব্যতীত যে ব্যক্তি উক্ত তছবীহ পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহার অসংখ ঢেউ (তুফান) তুল্য গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন, প্রকাশ থাকে যে ছগিরা গুনাহ।

নামাজান্তে ডাহিনে কিংবা বামে ফিরিয়া মোনাজাত করিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- হুজুর! পূর্বে যে প্রকাশ করিয়াছেন, ইমাম নামাজ পড়িয়াই ডাহিন কি বাম দিক অথবা মোক্তাদির দিকে ফিরিয়া মোনাজাত করা মোস্তাহাব। ইহা কি সকল সময়।

উত্তরঃ- বৎস! শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, যে ফরজ নামাজের বাদে সুন্নত নাই, সেই নামাজের বাদ ঐরূপ ফিরিয়া মোনাজাত করা মোস্তাহাব কিন্তু যখন ইমামের পিছনে অর্থাৎ পূর্বদিক ফিরিলে বরাবর সম্মুখে মছবুক মুছল্লি থাকে, তখন ফিরিবে না। জানা আবশ্যক ঐ ইমামের সম্মুখের কাতারে মছবুক ব্যক্তি না থাকিলে আর পিছনে কাতারে মছ্‌বুক থাকে, তবে মোক্তাদির দিক ফিরিতে পারিবে। কারণ মধ্যে ছোতরার (আড়) ন্যায় হইল। কবিরী কিতাবে আছে, ইমামের পিছনে মছবুক থাকিলে ডাহিন কি বামে ফিরিতে পারে কিন্তু পূর্বদিকে ফিরিবে না।

প্রশ্নঃ- হুজুর। ইমামের পিছনে কি পরিমাণ মুছল্লি থাকিলে, ইমামের মোক্তাদির দিকে ফিরা মোস্তাহাব?

উত্তরঃ- বৎস! কতক লিখিয়াছে দশ জন মোক্তাদি ইমামের পিছনে থাকিলে ফিরিবে। ঐ কৌল ছহি নহে। হজরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, একজন মুসলমান থাকিলেও ফিরিবে। কারণ কেবলার চেয়ে একজন মুছল্লির ফজীলত বেশী। শামী কিতাবে লিখিত আছে, ইমামের পিছনে একজন থাকিলে ফিরিতে হইবে না। কারণ একজন ইমামের বরাবর পার্শ্বে থাকে কিন্তু একের অধিক মোক্তাদি থাকিলে ফিরিবে। প্রকাশ থাকে যে, এ শামী এবং কবিরী কিতাবদ্বয়ের মর্মে জানা যায় যে, নামাজের বাহিরেও মুমিন মুসলমানকে পিছনে রাখিয়া বসিবে না কিন্তু অছুল অনুযায়ী ওজরে জায়েজ আছে।

প্রশ্নঃ- হুজুর! হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে নাকি লিখিয়াছেন যে, প্রথম কাতারে মছবুক না থাকিলেও পিছনের কাতারে মছবুক থাকিলে ইমামের পূর্বদিকে ফিরা মাকরূহ, তাহার তাৎপর্য কি জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- বৎস! এ বিষয় বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের ঐ কৌল গ্রহণীয় হইতে পারে না, কারণ প্রসিদ্ধ দুররুল মোখতারের বয়ানে লিখিয়াছেন যে, মধ্যে ছোতরা (আড়) থাকিলে মুছল্লি ফিরিয়া বসিলে মাকরূহ হইবে না, এই কৌলটি 'শরহে মুনিয়া' 'মিলহুল গাফার' 'নাহারুল ফায়েক' 'হিলিয়া' প্রভৃতি কিতাবে সমর্থন করিয়াছেন, কাজে কাজেই, ইমামের সম্মুখের কাতারে মছবুক ব্যক্তি না থাকিয়া অন্য লোক থাকে তবে ইমাম ফিরিতে পারিবে, কারণ মছ্‌বুকের সম্মুখের কাতার ছোতরার ন্যায় হইল, কাজেই মাকরূহ হইবে না এই কৌল আমল করিও।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়

যে সকল কাজে নামাজ ফাছেদ হয়

যে সকল কারণে নামাজ ফাসেদ (ভঙ্গ) হয়, তাহা নুরুল ইজা ও মারাকিল ফালাহ্ কিতাব হইতে সংখ্যা চিহ্ন দ্বারা, বাকী অন্যান্য কিতাব হইতে বর্ণ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হইল।

১। নামাজের মধ্যে থাকিয়া কথা বলিলে নামাজ ভঙ্গ হয়।

২। নামাজের মধ্যে মানবের কাছে প্রার্থনার উপযুক্ত কোন বিষয়ের প্রার্থনা করিলে।

৩। অন্যকে সালাম করিলে, যদিও ভুলে করে।

৪। সালামের উত্তর দিলে, এমনকি হাত দ্বারা মোছাফাহা করিলে।

৫। আমলে-কাছির করিলে।

৬। নামাজের মধ্যে ছিনা কেবলা হইতে অন্য দিকে ফিরাইলে।

(ক) দুররুল সোখতার কিতাবে আছে- বিনা ওজরে ঐরূপ করিলে।

৭। মুখের বাহির হইতে সামান্য পরিমাণও কোন দ্রব্য আহার করিলে।

৮। দুই দাঁতের মধ্যস্থিত খাদ্য বুট পরিমাণ বা তদপেক্ষা বেশী আহার করিলে।

৯। কিছু পান করিলে অথবা আকাশ হইতে বৃষ্টির পানি বা বরফ মুখে প্রবেশ করিয়া তাহা উদরস্থ হইলে।

১০। বিনা ওজরে গলা খাক্‌রাইলে।

১১। তাকিফ অর্থাৎ ফুঁ দিয়া সিজদাহ্ স্থানের ধূলা-বালি সরাইলে।

১২। আনিন অর্থাৎ আহ্, 'তাওয়া' অর্থাৎ উহ্ আহ্ ইত্যাদি শব্দ করিলে।

১৩। উফ্ শব্দ করিলে।

১৪। যন্ত্রণা ও কষ্টের দরুণ শব্দ করতঃ কান্দিলে, কিন্তু বেহেশত পাইবার আশায় ও দোজখের ভয়ে কান্দিলে নামাজ ফাসেদ হইবে না।

১৫। নামাজের মধ্যে থাকিয়া অন্যের হাঁচির উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিলে।

১৬। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, আল্লাহ্‌র শরীক আছে কি? তদুত্তরে মুসল্লী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলিলে।

১৭। দুঃসংবাদ শ্রবণে 'ইন্নালিল্লাহ' বলিলে।

১৮। সুসংবাদ শ্রবণে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলিলে।

১৯। আশ্চর্য জনিত সংবাদ শ্রবনে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা ছুবহানাল্লাহ' বলিলে।

২০। প্রশ্নের উত্তর মানসে কোন শব্দ করিলে।

২১। তায়াম্মুম করতঃ নামাজ আরম্ভ করিয়া পানি পাইলে।

২২। মোজা মোসেহকারীর নামাজের মধ্যে মোসেহের মুদ্দত পূর্ণ হইয়া গেলে।

২৩। নামাজে থাকিয়া মোজা খুলিলে। প্রকাশ থাকে যে, মোসেহ কৃত মোজা খুলিলে।

২৪। এমন উম্মি (মূর্খ) যে, নামাজের সূরা কেরাত কিছুই জানে না, সে যদি নামাজের মধ্যে এক আয়াতও শিক্ষা করে, তবে নামাজ ভঙ্গ হইবে। প্রকাশ থাকে যে, ইমামের পিছনে থাকিয়া কেরাত শিক্ষা করিলে নামাজ ভঙ্গ হইবে না, যদি একাকী নামাজ পড়িতে থাকিয়া বাহির হইতে কোন কেরাত শুনিয়া শিক্ষা করে, তবে নামাজ ভঙ্গ হইবে।

২৫। কাপড় অভাবে উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়া নামাজের মধ্যে পর্দাস্থান ছাপাইবার উপযুক্ত কিছু পাইলে।

২৬। অক্ষম অবস্থায় ইশারা করতঃ নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়া নামাজের মধ্যেই রুকু সিজদাহ্ আদায় করিতে সক্ষম হইলে।

২৭। নামাজ পাঠকালীন তরতীবওয়ালা কাজা নামাজ আদায় করা বাকী আছে, তাহা স্মরণ হইলে।

২৮। ইমাম অনুপযুক্ত মোক্তাদিকে খলিফা নিযুক্ত করিলে।

২৯। ফজরের নামাজের মধ্যে সূর্যোদয় হইলে।

৩০। দুই ঈদের নামাজ আদায়ের মধ্যে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলিলে।

৩১। জুমার নামাজ আদায়ের মধ্যে আছরের নামাজের ওয়াক্ত আসিয়া পড়িলে।

৩২। জখম (ঘা) শুষ্ক হইয়া নামাজের মধ্যে পট্টি পতিত হইলে।

৩৩। মাজুর অবস্থায় নামাজ আরম্ভ করিয়া নামাজের মধ্যেই ওজর দূর হইলে।

৩৪। স্বেচ্ছায় অজু ভঙ্গ করিলে।

৩৫। অন্যের দ্বারা অজু ভঙ্গ হইলে। যেমন অন্যের আঘাতে রক্ত বাহির হইলে।

৩৬। নামাজের মধ্যে বেহুশ হইয়া পড়িলে।

৩৭। নামাজের মধ্যে পাগল হইলে।

৩৮। নামাজের মধ্যে গোসল ফরজ হইলে।

৩৯। ইমাম যদি স্ত্রী লোকের নিয়ত করে, তবে সেই ইমামের পার্শ্বে আড়াল না রাখিয়া স্ত্রীলোক নামাজ পড়িলে বা পুরুষ মোক্তাদির পার্শ্বে আড়াল না দিয়া স্ত্রীলোকে নামাজ পড়িলে নামাজ বাতিল হইবে।

৪০। নামাজের মধ্যে ওজু ভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় বাকী নামাজ আদায় করিবার পূর্বে পর্দাস্থান উলঙ্গ হইলে।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত মাসয়ালায় বিশেষ ওজর বশতঃ পর্দাস্থান খুলিলেও নামাজ ভঙ্গ হইবে যেমন স্ত্রী লোক অজুর জন্য হাত অনাবৃত করিলে; কেননা নামাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের হাত ঢাকা ফরজ।

৪১। নামাজের মধ্যে ওজু ভঙ্গ হওয়ায় বাকী নামাজ পড়িবার জন্য পুনঃ অজু করিতে যাতায়াত কালে বা ওজু করার মধ্যে কোন কেরাত পড়িলে।

৪২। নামাজের মধ্যে ওজু ভঙ্গ সত্ত্বেও বিনা ওজরে এক রোকন পরিমাণ নামাজের মধ্যে বিলম্ব করিয়া অজু করিতে গেলে।

৪৩। নামাজের মধ্যে অজু ভঙ্গ হইলে বাকী নামাজ আদায় মানসে অজু করিতে নিকটস্থ পানি ফেলিয়া দূরে অজু করিতে গেলে।

৪৪। অজু ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া মনে সন্দেহ করতঃ মসজিদের বাহির হইলে।

৪৫। মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র নামাজ পড়িবার সময় ওজু ভঙ্গ হইয়াছে মনে করিয়া কাতার হইতে সরিয়া গেলে।

৪৬। অজু করতঃ নামাজ আরম্ভ করিয়া, অজু করি নাই মনে করিয়া কাতার হইতে বাহির হইলে নামাজ বাতিল হইবে। যদিও মসজিদের বাহির না হয়। (শামী)

৪৭। মোজা মোসেহকারী নামাজ আরম্ভ করতঃ মোসেহের মুদ্দত শেষ হইয়াছে ধারণায় ওজুর মানসে চলিয়া গেলে।

৪৮। নামাজ আরম্ভ করতঃ তরতীবওয়ালা কাজা বাকী আছে সন্দেহ করিয়া দাঁড়ান স্থান হইতে সরিয়া গেলে।

৪৯। শরীরের কোন স্থানে নাপাকী আছে সন্দেহ করতঃ দাঁড়ান স্থান হইতে সরিয়া গেলে।

৫০। ইমামের ভুল ব্যতীত অন্যের ভুল সংশোধনের জন্য লোক্‌মা দিলে।

৫১। এক নামাজ আরম্ভ করিয়া শেষ না হইতে অন্য নামাজের জন্য তাকবির বলিলে।

৫২। আল্লাহু আকবার বলিতে আলিফ অক্ষরটি দীর্ঘ করতঃ উচ্চারণ করিলে।

৫৩। মৌখিক কেরাত ব্যতীত লিখিত কেরাত দেখিয়া পড়িলে নামাজ বাতিল হইবে। শামী ও বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেহ এমন হয় যে, কোনরূপে মুখস্থ পড়িতে না পারে, এমতাবস্থায় সে যদি শুধু রুকু সিজদা করিয়া নামাজ পড়ে, তবে নামাজ শুদ্ধ হইবে, কিন্তু দেখিয়া পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। এক স্থানে সকলেই ঐরূপ হইলে একজন ইমাম হইয়া শুধু রুকু সিজদা আদায় করিয়া নামাজ পড়িবে।

৫৪। এক রোকন সময় পর্যন্ত পর্দাস্থান উলঙ্গ থাকিলে।

৫৫। যে পরিমাণ নাপাকে নামাজ ভঙ্গ হয়, সেই পরিমাণ নাপাক দ্রব্যসহ এক রোকন পর্যন্ত নামাজের মধ্যে থাকিলে।

৫৬। ইমামের আদায়ের পূর্বে নামাজের কোন এক রোকন মোক্তাদি আদায় করিলে মোক্তাদির নামাজ ভঙ্গ হইবে।

৫৭। ইমামের সহিত মসবুক আখিরী বৈঠক শেষ করিয়া, সালামের পূর্বে বা পরে দাঁড়াইয়া যদি ইমামের সোহ- সিজদা আদায় করিবার সময় ঐ মছবুক বসিয়া সোহ সিজদার তাবেদারী করে, তবে মসবুকের নামাজ ভঙ্গ হইবে।

৫৮। কোন ব্যক্তির তিলাওয়াত সিজদা, কি নামাজের সিজদা বাকী থাকা সত্ত্বেও সে ভুলক্রমে আখেরী বৈঠক পূর্ণ করিবার পর উক্ত সিজদা আদায় করিয়াই পুনঃ আখেরী বৈঠকে যথারীতি না বসিয়া নামাজ সমাপ্ত করিলে নামাজ ভঙ্গ হইবে।

৫৯। ঘুমের ঘোরে কোন রোকন আদায় করিয়া থাকিলে তাহা পুনঃ আদায় না করিলে।

৬০। যে ইমামের পিছনে মসবুক থাকে, সেই ইমাম শেষ বৈঠক শেষ করতঃ ইচ্ছাপূর্বক "কাহ্‌কাহ্" করিয়া হাসিলে অথবা ইচ্ছাপূর্বক অজু ভঙ্গ করিলে মসবুকের নামাজ বাতিল হইবে।

৬১। কেহ জোহরের নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়া জুমার নামাজ মনে করতঃ দুই রাকআত পড়িয়া সালাম ফিরাইলে নামাজ বাতিল হইবে।

৬২। কেহ এশার নামাজ শুরু করিয়া তারাবিহ মনে করিয়া দুই রাকআতের পর সালাম ফিরাইলে নামাজ বাতিল হইবে।

৬৩। কোন নব্য মুসলমান চারি রাকআত বিশিষ্ট নামাজের ওয়াক্তে দুই রাকআত পড়িয়া সালাম ফিরাইলে নামাজ বাতিল হইবে।

৬৪। দোপাল্লা বিছানার নীচের পাল্লায় নাপাক থাকিলে যদি ঐ বিছানা সেলাই করা থাকে, তবে নামাজ বাতিল হইবে। (গায়াতুল-আওতার।)

৬৫। যদি কোন নাপাকের উপর বিছানা বিছাইয়া নামাজ পড়ে, আর সেই নাপাকের রং বা গন্ধ মালুম হয়, তবে নামাজ বাতিল হইবে। (গায়াতুল আওতার)

৬৬। সিলাই বিহীন দোপাল্লা বিছানার নীচের পাল্লায় নাপাক থাকিলে তাহার রং দেখা গেলে বা দুর্গন্ধ মালুম হইলে নামাজ বাতিল হইবে। (গায়াতুল আওতার)

৬৭। নাপাক জমিন বা নাপাক বিছানার উপর যদি এমন পাতলা কাপড় বিছানো হয় যে, ঐ নাপাকের রং দেখা যায় কিংবা গন্ধ মালুম হয় তাহা হইলে নামাজ বাতিল হইবে। কারণ, ঐরূপ পাতলা কাপড় পর্দার মধ্যে গণ্য নহে, কাজেই সিজদাহ ও কেয়াম নাপাকের উপর আদায় করা হয় বলিয়া নামাজ বাতিল হয়। ইহা নহে যে, গন্ধে নামাজ বাতিল হয়। যদি দূর হইতে কিংবা সিজদার স্থান হইতে গন্ধ আসে তবে নামাজ বাতিল হইবে না। (গায়াতুল-আওতার)

৬৮। বাহন পশুর টানে বা ধাক্কায় নামাজি যদি দুই চারি কদম হাঁটে বা নামাজিকে ধরিয়া কেহ কোন সওয়ারীর উপর উঠাইয়া দেয়, কিংবা নামাজের স্থান হইতে নামাজিকে ধরিয়া অন্য স্থানে রাখিয়া দেয় অথবা নামাজী স্ত্রীলোকের সন্তান তিনবার দুধ চুষিলে দুধ বাহির না হইলেও কিংবা একবার চুষিলে দুধ বাহির হইলেও নামাজ বাতিল হইবে। (গায়াতুল-আওতার)

প্রকাশ থাকে যে, যদিও শামী এবং হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিয়া থাকে যে, তিনবার চুষিলে দুধ বাহির না হইলেও নামাজ বাতিল হইবে না, সে কথা আমল করা যায় না। কারণ খোলাছা, আলমগীরি, কাজীখান, দুররুল মোখতার প্রভৃতি কিতাবে গায়াতুল আওতার কিতাবে উক্ত কৌল সমর্থন করিয়াছেন; কাজেই তিনবার দুধ চুষিলে নামাজ বাতিল হইবে, এই কথা আমল করিবে। কেননা এবাদত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রাখা উচিত নহে।

৬৯। নামাজে থাকাকালীন যদি সঙ্গীয় একখন্ড পাথর মানুষের শরীরে মারে বা কোন দ্রব্য দ্বারা মানুষকে এক আঘাতও করে, তবে নামাজ ভঙ্গ হইবে। কিন্তু যদি এ সঙ্গীয় ঢিল পাখীকে মারে বা আঘাত করে, তবে নামাজ বাতিল হইবে না। (গায়াতুল আওতার)

৭০। নামাজে থাকিয়া যদি কেহ এমন বিশ্বাস করে যাহাতে কাফের হয়, তবে তাহার নামাজ ভঙ্গ হইবে। (গায়াতুল আওতার)

৭১। নামাজের মধ্যে থাকাকালীন ইমামের মৃত্যু হইলে মোক্তাদিগণের নামাজ ভঙ্গ হইবে। যদিও আখেরী কায়দার মধ্যে থাকিয়া মরিয়া থাকে। (শামী)

৭২। নামাজের মধ্যে কোন রোকন ছাড়িয়া দিলে নামাজ বাতিল হইবে। যেমন একটি সিজদাহ। (গায়াতুল আওতার)

৭৩। যদি কেহ নামাজের কোন রোকন ছাড়িয়া দিয়া নামাজ শেষ করে, যেমন এক সিজদাহ ছাড়িয়া নামাজ শেষ করিল, ইহাতে নামাজ বাতিল হইবে।

৭৪। বিনা ওজরে নামাজের মধ্যে কোন এক শর্ত ছাড়িয়া দিলে নামাজ বাতিল হইবে। যথা-অজু, ছতর ঢাকা, কেবলাদিকে মুখ করা ইত্যাদি।

৭৫। মোক্তাদি যদি ইমামের আগে কোন রোকন আদায় করে ও সেই রোকন যদি ইমামের সঙ্গে কিংবা ইমামের পরে আদায় না করিয়া ইমামের সহিত সালাম ফিরায়, তবে ঐ মোক্তাদির নামাজ বাতিল হইবে। (গায়াতুল-আওতার)

৭৬। ইমামের সহিত মসবুক থাকাকালীন ইমাম শেষ বৈঠকের (তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পরে) কাহ্কাহ্ (উচ্চহাস্য) করিলে মসবুকের নামাজ বাতিল হইবে। কিন্তু ইমাম ও অন্যান্য মোক্তাদিগণের নামাজ আদায় হইয়া যাইবে। (গায়াতুল আওতার)

৭৭। নামাজের মধ্যে কেরাতের কোন স্থানে যদি এত দীর্ঘ সুরে পড়ে যে, অর্থ পরিবর্তন হইয়া যায়, তবে নামাজ বাতিল হইবে। যেমন- জের, জবর ও পেশকে গানের ন্যায় টানিয়া পড়ে; যথা- "রাব্বিল আলামিন" স্থানে 'রা' এর জের দীর্ঘ করিয়া 'রা' এর পরে আলিফ বানাইয়া রাব্বিল আলামিন পড়িলে নামাজ বাতিল হইবে। (গায়াতুল আওতার)

৭৮। মদ্ ও লীন হরফসমূহ নিয়মের চেয়ে বেশী দীর্ঘ করিয়া পড়িলে অর্থ পরিবর্তন না হইলেও নামাজ ভঙ্গ হইবে।

হরফে ইল্লাত- যেমন ওয়াও, আলিফ, ইয়া এই তিন হরফের ওয়াও এর পূর্বের হরফে পেশ, আলিফ হরফের পূর্বের হরফে জবর এবং ইয়ার পূর্বের হরফে জের আসিলেই তাহাকে মদ্ বলে। মদ্ স্থানে দীর্ঘ পড়া নিয়ম। ওয়াও সাকিন বা ইয়া সাকিনের পূর্বের হরফে জবর আসিলে তাহাকে লীন বলে। ইহাও দীর্ঘ পড়িবে। (মিছবাহুল কোরআন দেখুন)

৭৯। নামাজের মধ্যে যদি কেহ তন্দ্রা অবস্থায় উচ্চহাস্য করে, তবে সহীহ কৌল মতে তাহার নামাজ ভঙ্গ হইবে, কিন্তু অজু ভঙ্গ হইবে না। নামাজের মধ্যে বালক এইরূপ উচ্চহাস্য করিলে নামাজ বাতিল হইবে, অজু ভঙ্গ হইবে না। (খোলাছাতুল ফতুয়া)

৮০। যদি ইমাম নামাজ পড়িবার সময় ভুল করে, আর নিজ মোক্তাদি ব্যতীত অন্য কেহ লোকমা দিলে ইমাম ঐ লোকমা গ্রহণ করে, তবে তাহার নামাজ বাতিল হইবে।

৮১। হাজী লোক যদি নামাজের মধ্যে "লাব্বায়েক" বলে, তবে নামাজ বাতিল হইবে।

৮২। যদি কেহ নামাজের মধ্যে থাকিয়া হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মোবারক শুনিয়া উত্তর মানসে ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলে, তবে তাহার নামাজ বাতিল হইবে। (খোলাছাতুল ফতোয়া)

৮৩। এক নামাজি অন্য নামাজির - وَلَا الضَّالِّيْنَ - শুনিয়া আমীন বলিলে নামাজ বাতিল হইবে। এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু মোতায়াখখেরীন আলেমগণের মতে নামাজ বাতিল হইবে। (বাহরুর রায়েক)

৮৪। ইমামের কেরাত খতমের পর মোক্তাদিগণ "ছাদাকাল্লাহু ওয়াছাদাকার্ রাছুল" বলিলে নামাজ বাতিল হইবে। এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে; কিন্তু পরবর্তী ওলামাগণের মতে নামাজ বাতিল হইবে। (বাহরুর -রায়েক)

৮৫। যদি কেহ নামাজের মধ্যে ইঞ্জিল, জবুর কি তওরাত পাঠ করে, তবে তাহার নামাজ বাতিল হইবে। (শামী)

৮৬। যদি কেহ নামাজ আরম্ভ করার পূর্বে কোন মিষ্টিদ্রব্য মুখে রাখিয়া নামাজ আরম্ভ করে, তাহা গলিয়া আপনা-আপনি উদরস্থ হইলেও নামাজ বাতিল হইবে। (আলমগীরি)

৮৭। সিজদা অবস্থায় যদি দুই পা বিছানা হইতে শূন্যে উঠাইয়া রাখে, তবে নামাজ বাতিল হইবে। (আলমগীরি)

৮৮। নামাজে থাকা অবস্থায় কোন জন্তুর উপর আরোহণ করিলে নামাজ বাতিল হইবে। কারণ, এই কাজ দুই হাত ভিন্ন হয় না। (আলমগীরি)

৮৯। বিনা ওজরে ইমামের অগ্রবর্তী হইয়া দাঁড়াইলে নামাজ বাতিল হইবে। (আলমগীরি)

৯০। যদি কেহ নামাজে এমন আয়াত পড়ে যে, অন্যান্য লোক তাহাতে হেদায়াত পায়, তবে হেদায়াতের নিয়তে এইরূপ আয়াত পড়িলে নামাজ বাতিল হইবে। (আলমগীরি)

৯১। বাহরুর-রায়েক কিতাবে আছে, নামাজে থাকিয়া যদি তিন কলেমা লিখে, তবে নামাজ বাতিল হইবে। যদি তিন কলেমার কম বা এক কলেমা লিখে, তবে নামাজ বাতিল হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু সহীহ রেওয়ায়েত মতে বাতিল হইবে। প্রকাশ থাকে যে, জমিনের উপর হউক, কি অন্য কোন দ্রব্যের উপর হউক, লিখার চিহ্ন পড়িলেই নামাজ বাতিল হইবে।

৯২। নামাজে থাকিয়া যদি কেহ মাথায় ও দাড়িতে তৈল বা গোলাপ পানি দেয়, কিংবা সুরমা অথবা আতর ব্যবহার করে, তবে নামাজ ভঙ্গ হইবে। (খোলাছাতুল ফতোয়া)

৯৩। নামাজে থাকিয়া পরপর তিনবার তিন গাছ দাড়ি বা চুল ফেলিলে নামাজ বাতিল হইবে (খোলাছাতুল ফতুয়া) আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে, নামাজে থাকাকালীন উকুন বা তিন খানা পাথর পর পর মারিলে নামাজ বাতিল হইবে।

৯৪। নামাজে থাকিয়া যদি এক রোকনের মধ্যে পৃথক পৃথক তিনবার চুলকায়, তবে নামাজ বাতিল হইবে। (খুলাছাতুল ফতুয়া, বাহরুর রায়েক)

৯৫। নামাজে থাকাকালীন কোন মুসল্লী এগ্‌ফের লেউম্মি "আমার মাতাকে মাফ কর" বা এইরূপ চাচা, খালা কিংবা কোন লোকের নাম উল্লেখ করিয়া মাফ চাহিলে নামাজ ফাসেদ হইবে। যেহেতু এরূপ দোয়া কোরআন হাদীছ হইতে গঠিত নহে। (আলমগীরি)

৯৬। নামাজে থাকা অবস্থায় ধনুকে তীর সংযোজন করিয়া মারিলে নামাজ বাতিল হইবে। (খোলাছা)

৯৭। নামাজে থাকাকালীন পুরুষ পাগড়ী বাঁধিলে ও স্ত্রীলোক খেমার বাঁধিলে নামাজ ভঙ্গ হইবে। (খোলাছা) স্ত্রীলোকের মাথায় যে পাতলা রুমাল বাঁধে, তাহাকে খেমার বলে।

৯৮। নামাজে থাকিয়া কোর্তার বোতাম লাগাইলে নামাজ বাতিল হইবে। (খোলাছা)

৯৯। নামাজে থাকিয়া কোর্তা কিংবা মোজা পরিধান করিলে নামাজ ভঙ্গ হইবে। (খোলাছা)

১০০। নামাজে থাকিয়া সওয়ারির জন্তুর লাগাম বা জিনপোষ বান্ধিলে কিংবা উঠাইলে নামাজ ভঙ্গ হইবে। (খোলাছা)

১০১। কোন জন্তুর উপর আরোহণ করিয়া, তথায় বসিয়া নামাজ পড়িবার সময় দুই পা দ্বারা জন্তুকে চালাইবার জন্য আঘাত করিলে নামাজ বাতিল হইবে। (খোলাছাতুল ফতুয়া)

১০২। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায়, যদি কেহ নামাজের মধ্যে থাকিয়া বিড়ালকে ডাকে ও তাহাতে কোন শব্দ হয়, যেমন 'পিসু, পিসু' ইত্যাদি তাহাতে নামাজ বাতিল হইবে।

১০৩। খানিয়া কিতাবে লিখিত আছে, ইমামের অজু ভঙ্গ হওয়ায় মসজিদের বাহিরে মোক্তাদি হইতে একজনকে খলিফা করিলে সকলের নামাজ বাতিল হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু সহীহ রেওয়ায়েত মতে নামাজ ভঙ্গ হইবে।

১০৪। যদি কেহ মাগরিবের নামাজ শুরু করিয়া দুই রাকআতের সময় তিন রাকআত নামাজ শেষ হইয়াছে ধারণা করিয়া সালাম ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া সুন্নতের নিয়ত করে, তবে সিজদা করুক বা না করুক, মাগরিবের ফরজ ও সুন্নত বাতিল হইবে। (আলমগীরি)

১০৫। যদি কেহ মাগরিবের নামাজ শুরু করতঃ দুই রাকআত পড়িয়া নামাজ পূর্ণ হওয়া ধারণা করিয়া সালাম ফিরায় ও তৎপরই যদি মনে হয় যে, আমার নামাজ বাতিল হইয়াছে, এমন ধারণায় নতুন নিয়ত করতঃ তৃতীয় রাকআত নামাজ পড়িলে নামাজ পূর্ণ হইবে। যদি দ্বিতীয়বার নিয়তের পর এক রাকআত পড়িয়া তাশাহুদ পাঠ করা যায় এমন পরিমাণ সময় বসিয়া থাকে। নচেৎ নামাজ বাতিল হইবে। (আলমগীরি)

১০৬। মাগরিবের নামাজ এক রাকআত পড়িয়া যদি মনে করে যে, আমার প্রথম তকবির ভুল হইয়াছে, এ ধারণায় পুনঃ তকবির বলিয়া যথারীতি তিন রাকআত নামাজ পড়িলে নামাজ শুদ্ধ হইবে। আর যদি দুই রাকআত পড়িয়া ঐরূপ ভুল ধারণায় পুনঃ তকবির বলিয়া তিন রাকআত নামাজ শেষ করে, তবে নামাজ বাতিল হইবে। যদি এক রাকআত পড়িয়া তাশাহুদ পর্যন্ত বসিয়া না থাকে। (আলমগীরি)

১০৭। ইমাম নামাজে থাকিয়া ওজু ভঙ্গ হইয়াছে এই ধারণামাত্র খলিফা নিযুক্ত করতঃ বাহির হইলে, ইমাম মোক্তাদি সকলের নামাজ বতিল হইবে; যদিও মসজিদের বাহির না হইয়া থাকে। (কবিরী)

১০৮। তায়াম্মুম করতঃ নামাজ আরম্ভ করিয়া মরীচিকা দেখিয়া পানি আছে ধারণায় নামাজ ছাড়িয়া বাহির হইয়া যদি বুঝিতে পারে যে, ইহা পানি নহে মরীচিকা, তাহা হইলে নামাজ বাতিল হইবে। যদিও মসজিদের বাহির না হয়। (কবিরী)

১০৯। মসবুক ইচ্ছাপূর্বক ইমামের সহিত সালাম ফিরাইলে নামাজ বাতিল হইবে। (আলমগীরি)

১১০। মসবুক ইমামের সহিত ভুলক্রমে সালাম ফিরাইলে নামাজ বাতিল হইবে না, কিন্তু নামাজের মধ্যে ঐ মসবুকের তরতিবী কাজা বাকী আছে বলিয়া স্মরণ থাকিলে নামাজ বাতিল হইবে। (আলমগীরি)

১১১। কেহ জোহর পড়িতে জুমা বা এশা পড়িতে তারাবীহ্ ও মুকিম হইয়া মোসাফের ধারণায় দুই রাকআত পড়িয়া সালাম ফিরাইলে ঐ নামাজ পুনঃ পূর্ণ করিয়া পড়িতে হইবে। (আলমগীরি)

১১২। যদি কেহ নামাজে থাকিয়া কোন লোক দেখিয়া ভুলক্রমে সালাম উচ্চারণ করতঃ মনে করে যে, আমি নামাজে আছি, তাহা হইলে নামাজ বাতিল হইবে। (আলমগীরি)

১১৩। নামাজে থাকাকালীন মুসল্লীর পায়ে কাঁটা বিধিলে বা কপাল কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া গড়াইয়া গেলে নামাজ বাতিল হইবে। (খানিয়া)

১১৪। স্ত্রীলোক নামাজে থাকা অবস্থায় ছেলেকে উঠাইয়া দুধ পান করাইলে নামাজ বাতিল হইবে। (বাহরুর রায়েক)

১১৫। নামাজে থাকাকালীন বাহিরের কাহারও হুকুমে কোন কাজ করিলে নামাজ বাতিল হইবে। যেমন কেহ বলিল- 'সম্মুখে যাও' সেমতে সম্মুখে গেলে। (দুররুল মোখতার)

(ক) শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, যদি কোন মুসল্লী নামাজের বাহিরে কাহারও আদেশে কেরাত বা তকবির, উচ্চ কি নিম্নস্বরে পড়ে, তাহাতেও নামাজ বাতিল হইবে। নামাজে থাকাকালীন যদি কোন লোকের আদেশে মোকাব্বের উচ্চ তকবির বলে, তবে তাহার নামাজ বাতিল হইবে। কারণ, ইহাতেও বাহিরের লোকের আদেশ মান্য করা হয়।

১১৬। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে, যদি দুই নামাজীর মধ্যে একজন হাঁচি দেওয়ায় বাহিরের কোন লোক 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলায় তাহাকে দোয়ার জন্য দুই জনেই আমীন বলে তবে হাঁচি দেনেওয়ালার নামাজ বাতিল হইবে। অপরজনের নামাজ বাতিল হইবে না। 'জখিরা' নামক কিতাবে লিখিয়াছে যে, উভয়েরই নামাজ বাতিল হইবে। কারণ বাহিরের লোকের দোয়ার জন্য আমিন বলা হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, এমতাবস্থায় উভয়েরই নামাজ দোহরাইয়া পড়া অতি উত্তম।

১১৭। দুররুল মোখতার, আলমগীরি, কেনিয়া, খাজানাতুল ফতোয়া প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, দুই নামাজীর মধ্যে ফাঁক থাকিলে তথায় কোন মুসল্লী প্রবেশের চেষ্টা করিলে, যদি তাহার খাতিরে সরিয়া যায়, তবে নামাজ বাতিল হইবে। গায়াতুল আওতার কিতাবে ইমামতের বয়ানে আছে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছের আদেশ অবলম্বনে যদি কেহ পার্শ্বের মুসল্লীকে ফাঁক দেয়, তবে নামাজ ফাসেদ হইবে না। কারণ ইহা শরীয়তের হুকুম রক্ষার নিয়তে হইল।

যে সকল কাজে নামাজ ভঙ্গ হয় তাহার কতকের বিস্তারিত বিবরণ

১। আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে যে, ইচ্ছা পূর্বক নামাজের মধ্যে কথা বলিলে নামাজ বাতিল হইবে।

মারাকিল-ফালাহ্ কিতাবে লিখিত আছে যে, ভুলজনিত কথায় নামাজ বাতিল হইবে। দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, তন্দ্রাবস্থায় বা না জানা অবস্থায় অথবা কাহারও উৎপীড়ন বশতঃ নামাজের মধ্যে থাকিয়া কথা বলিলে নামাজ বাতিল হইবে।

২। ভুলজনিত ও খাতা জনিত কথায় প্রভেদ শামী কিতাবে লিখিত আছে, অভিধান, ফেকাহ্ ও অছুলবিজ্ঞ বিদ্বানগণের মতে নাছিয়ানের প্রতিশব্দই ভুল। কিন্তু তত্ববিজ্ঞ বিদ্বানমন্ডলী উভয় শব্দের মধ্যে কিছু বিভিন্নতা দর্শাইয়াছেন।

মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে, সোহ অর্থাৎ নামাজী ব্যক্তির নামাজের মধ্যে নাই ধারণায় কথা বলে। খাতা যেমন-কেরাত পড়িতে ইচ্ছা করতঃ তৎপরিবর্তে কথা বলা। যথা- ইয়া আইউহান্নাছ স্থলে ইয়া জায়েদ বলিয়া ফেলা।

নাছিয়ান, সোহ অথবা খাতা বশতঃ কথা বলিলেও নামাজ বাতিল হইবে।

৩। শামী কিতাবে লিখিত আছে-সোহ কোন একটা বিষয় আকলে নাই, হাফেজায় আছে অর্থাৎ না বুঝিয়া বেখেয়ালে মুখস্ত কথা বলিয়া ফেলা, এইরূপ কথা।

নাছিয়ান– আকলেও নাই হাফেজায়ও নাই অর্থাৎ খেয়াল রহিত অবস্থায় না বুঝিয়াও মুখস্থ না থাকায় সেরূপ কথা বলা হয়।

৪। শামী কিতাবে লিখিত আছে, নামাজের মধ্যে কথা বলায় সে নামাজ বাতিল হয় তাহা না জানা বশতঃ কথা বলিলেও নামাজ বাতিল হইবে। কথা বলা সম্বন্ধে আলমগীরি কিতাবে নিম্নরূপ লিখিত আছে–

(১) নামাজের মধ্যে থাকিয়া যদি কেহ ইমামের ভুল সংশোধনের জন্য মানবের গঠিত কথার ন্যায় কথা বলে বা বিনা সংশোধনের নিয়তে কথা বলে তবে নামাজ বাতিল হইবে। যেমন- ইমাম দাঁড়ান স্থানে বসিলে, তখন মোক্তাদি 'দাঁড়াও' বলিল বা বসিবার স্থানে দাঁড়াইলে তখন বলিল 'বস'। তাহাতে নামাজ বাতিল হইবে।

(২) নামাজের মধ্যে যদি কেহ এমন কথা বলে যে, নিজে শুনে, তবে নামাজ ভঙ্গ হইবে। যদি নিজে না শুনে, তবে বাতিল হইবে না।

(৩) বাহরুর রায়েক কিতাবে এ সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন, কিন্তু সহীহ্ কৌল মতে কানে শুনিতে পায়, এমন কথায় নামাজ বাতিল হইবে। তাশাহুদ পরিমাণ বসার পূর্বে শেষ বৈঠকে বসিলেও নামাজ বাতিল হইবে। (আলমগীরি)

(৪) হযরত রাসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, আমার উম্মতের খাতা ও নাছিয়ান আল্লাহ তায়ালা মাফ করিবেন। শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, আমাদের হানাফী মজহাব মতে খাতা ও নাছিয়ান বশতঃ কথা বলিলে উক্ত হাদীছ মতে গুনাহ্ হইবে না, কিন্তু নামাজ ভঙ্গ হইবে।

(৫) আলমগীরি কিতাবে আছে, যে ইমামের নামাজ শুদ্ধ হয় এই পরিমাণ কেরাত পড়ার পর ঠেকা পড়িলে ও অন্য আয়াত আরম্ভেই লোকমা দিলে ইমাম বা মোক্তাদি কাহারও নামাজ সহীহ কৌল মতে বাতিল হইবে না। মুনিয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, ইমাম অন্য আয়াত আরম্ভ মাত্রই ঐরূপ লোকমা দিলে ইমাম ও মোক্তাদি সকলের নামাজ বাতিল হইবে। এই কথার মীমাংসা এই যে-

মুনিয়া, দুররুল-হেকাম, তাব্ইনুল-হাকায়েক প্রভৃতি কিতাবে ঐরূপ লোক্মায় নামাজ ফাসেদ হইবে বলিয়া লিখিয়াছেন কিন্তু তাহা আমল করা যায় না। কারণ কবিরী কিতাবে মুনিয়ার উক্ত কৌলকে কতেক ফেকাহ্ বিজ্ঞলোকের কৌল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যে হাদীছ অবলম্বনে লোকমা দেওয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছ- এক রোজ হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামতি করিতেছিলেন, সূরা মুমেনুনে আয়াতের কোন কালাম ভুলিয়া অন্য আয়াত পাঠ করিয়া নামাজ শেষ করতঃ হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন, এই জামআতে কি ওবাই এবনে কাআব ছিলেন না যে, আমার ভুলে লোকমা দেয়? তিনি ইহা শ্রবণে বলিলেন, হুজুর! ছিলাম বটে, কিন্তু মনে করিয়াছিলাম যে, ঐ কালাম হয়ত মন্ছুখ হইয়াছে। হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন, যদি মনছুখ হইত তবে আমি পূর্বেই বলিয়া দিতাম। এই হাদিছের মর্মে কবিরী কিতাবের প্রণেতা বলিয়াছেন, ইমামের নামাজ শুদ্ধ হয় পরিমাণ কেরাত পড়ার পরও যদি ভুলিয়া যায় বা তখন অন্য আয়াত পাঠ আরম্ভ কালেও লোকমা দেয় ও গ্রহণ করে তবে তাহাতে ইমাম ও মোক্তাদির নামাজ বাতিল হইবে না। এতদ্ব্যতীত আরকানে আরবা ও ফতহুল কাদির কিতাবেও ঐ হাদিছ অবলম্বনে কবিরীর কৌল শুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬) মুনিয়া কিতাব ব্যতীত প্রসিদ্ধ হেদায়া কিতাবে লিখিয়াছেন যে, ঐরূপ লোক্মায় ইমাম ও মোক্তাদি সকলের নামাজ বাতিল হইবে। যদিও হেদায়া কিতাবে লিখিয়া থাকেন কিন্তু তাহার শরাহ্ ফতহুল-কাদির কিতাবে মীমাংসার্থে লিখিয়াছেন যে, হেদায়ার প্রণেতা কতক ফেকা বিজ্ঞদিগের মত লিখিয়াছেন, আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, মোহিত কিতাবে লিখিয়াছেন যে, নামাজ শুদ্ধ হয় পরিমাণ কেরাত পাঠান্তে ভুলিয়া অন্য আয়াত পাঠ আরম্ভে মোক্তাদি লোকমা দিলে, ইমাম মোক্তাদি কাহারও নামাজ বাতিল হইবে না, এই কথাই উত্তম। কারণ এই কওল হাদীছ মোতাবেক।

এতভিন্ন (১) বাহারুর রায়েক ২য় খন্ড (২) দুররুল মুখতার, (৩) গায়াতুল আওতার, (৪) মুলতাকাল আবহুর, (৫) খোলাছা, (৬) মারাকিল-ফালাহ, (৭) শামী, (৮) শরহে-ইলিয়াছ, (৯) ছগিরী, (১০) শরম্বালালিয়া প্রভৃতি কিতাবে ঐরূপ লোকমায় কাহারও নামাজ যাইবে না, এই কৌল শুদ্ধ বলিয়া লিখিয়াছেন। মাজমাউল-আনহুর কিতাবে ফতোয়া দিয়াছেন যে, ইমাম যদি নামাজ শুদ্ধ হয় পরিমাণ কেরাত পাঠান্তে ভুলিয়া বা অন্য আয়াত ভুলিয়া আরম্ভের পূর্বে কিংবা আরম্ভ করার পর মোক্তাদি লোকমা দেয় ও ইমাম তাহা গ্রহণ করে, তবে তাহাতে ইমাম বা মোক্তাদির নামাজ বাতিল হইবে না।

(ক) ইমাম নামাজের মধ্যে আয়াত ভুলিয়া যাওয়ায় মাক্তাদিগণের মধ্যে যদি কেহ অন্য কোন নামাজী বা কোরআন তিলাওয়াতকারীর কোরআন পাঠ শুনিয়া ইমামকে লোকমা দেয়, তবে ইমাম ও মোক্তাদি সকলের নামাজ বাতিল হইবে। (শামী)

(খ) নামাজে থাকাকালীন কোন আয়াত ভুল হইয়া গেলে, মোক্তাদি ব্যতীত অন্যের তালিমে আয়াত সংশোধন করিলে নামাজ বাতিল হইবে। একা নামাজীরও ঐ হুকুম। (শামী)

(গ) ইমাম কিরাতের মধ্যে ভুল পড়া মাত্রই যদি মোক্তাদি লোকমা দেয়, তবে মোক্তাদির মাকরূহ হইবে। কারণ, চিন্তার পর ইমামের স্মরণেও আসিতে পারিত, কাজেই যখন তখন লোকমা দেওয়া অতিরিক্ত কাজ। (শামী)

আমলে-কাছিরের বিস্তারিত বিবরণ

১। দুররুল-মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, নামাজের মধ্যে যদি এরূপ কোন অতিরিক্ত কাজ করে, যাহা নামাজের কোন ক্রিয়া নহে বা নামাজের সাহায্যের জন্যও করা হয় না, তবে এরূপ বেশী কাজে নামাজ ভঙ্গ হইবে।

২। গায়াতুল-অওতার কিতাবে আমলে-কাছির সম্বন্ধে পাঁচ প্রকার মত পাওয়া যায়। যথা- (১) নামাজের মধ্যে মুসল্লী যদি এমন আমল করে, যে লোক ঐ মুসল্লীকে নামাজ আরম্ভ করিতে দেখে নাই, সে দেখিলে ঐ মুসল্লিকে নামাজের বাহিরে বলিয়া মনে করে, এমন কাজ করাকে আমলে কাছির বলে। উহাতে নামাজ বাতিল হইবে।

(২) দুই হাত দ্বারা যে কাজ করিতে হয়, তাহা যদি নামাজী এক হাত দ্বারাও করে, তাহাও আমলে কাছির। যথা-পাগড়ি বাঁধা বা পায়জামা পরিধান করা।

(৩) নামাজে থাকিয়া উপর্যুপরি তিনবার কোন কাজ করাকে আমলে কাছির বলে।

(৪) শামী কিতাবে ঐ কথার খোলাছা করিয়াছেন যে, কোন স্ত্রীলোক নামাজে আছে, স্বামী তাহাকে বিনা খাহেশে বা খাহেশের সহিত চুম্বন করিলে বা ধরিলে নামাজ বাতিল হইবে। যদি স্ত্রীলোকের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও এইরূপ হইয়া পড়ে।

(৫) নামাজী যদি নিজেই বুঝিতে পারে যে, 'আমলে-কাছির' করিয়াছে, তাহাতে নামাজ বাতিল হইবে।

৩। (১) শরহে-বেকায়, (২) কবিরী, (৩) ছগীরি, (৪) আরকানে-আরবা, (৫) মবছুত, (৬) খোলাছাতুল-ফতোয়া, (৭) গিয়াছিয়া, (৮) আলমগীরি, (৯) মোলতাকাল আবহুর ২য় খন্ড, (১০) মালাবুদ্দা-মিনহুর হাশিয়া, (১১) দুররুল -হেকাম, (১২) শরহে ইলিয়াছ, (১৩) কাজীখান, (১৪) ফহোল কাদির, (১৫) হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, (১৬) শামী, (১৭) তাবিনুল-হাকায়েক, (১৮) বাদায়ে, (১৯) মারাকিল-ফালাহ প্রভৃতি কিতাবে উল্লিখিত পাঁচ কৌলের প্রথম কৌলকে শুদ্ধ ও সর্বাগ্রগণ্য মত বলিয়া লিখিয়াছেন।

৪। প্রথম কৌল দ্বারা প্রায় সকল প্রকার আমলে কাছির নির্বাচন করা যায়, কিন্তু বাকী চারি প্রকার কৌল দ্বারা সকল প্রকার আমলে কাছির ধরা যায় না, কাজেই প্রথম কৌল সর্বাগ্রগণ্য। শামী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, উল্লিখিত দ্বিতীয় কৌল অনুযায়ী দুই হাত দ্বারা কাজ করাকে ও তৃতীয় কৌল অনুযায়ী পুনঃ পুনঃ তিনবার কাজ করাকে আমলে কাছির বলা হইয়াছে। এই দুই প্রকার আমলে কাছির প্রথম কৌল দ্বারা ঠিক করা যায়, যেহেতু ঐরূপ কাজ দেখিলে নামাজের বাহিরে বলিয়া বোধ হয়। কাজেই প্রথম কৌল সকলের অগ্রগণ্য। চতুর্থ কৌল মোতাবেক যদি নামাজীকে তাহার স্বামী চুম্বন করে, তবে তাহা অন্যে দেখিলে অবশ্যই নামাজের বাহিরে বলিয়া

বোধ করিবে। কাজেই চতুর্থ কৌল প্রথম কৌলদ্বারা ধরা যায়। কিন্তু পঞ্চম কৌল সম্বন্ধে শামী, ছগিরী ও কবিরী প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছে যে, মুসল্লির উপর নির্ভর করিয়া আমলে কাছির নির্বাচন করা গ্রাহ্য নহে। কারণ, জাহেল (অশিক্ষিত) উহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না। কাজেই পঞ্চম কৌল গ্রহণযোগ্য নহে।

৫। স্ত্রী নামাজে থাকাকালীন স্বামী চুম্বন করিলে নামাজ বাতিল হওয়ার ১ম কারণ, অন্য লোকে দেখিলে নামাজের বাহিরে বলিয়া ধারণা করে, যদিও নামাজীর ইচ্ছা না হইয়া থাক। দ্বিতীয়তঃ শামী কিতাবে দুররুল মোখতারের ফরুযাতের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, স্বামী চুম্বন করিলে এক প্রকার হুক্‌মী জেনা হয়, কাজেই নামাজ বাতিল হইয়া যায়। জানা আবশ্যক, ইহাতে অজু যায় না।

৬। অন্যে দেখিলে যদি বুঝে যে মুসল্লি নামাজের মধ্যে নহে, তবে আমলে কাছির হইবে। এমনস্থলে নামাজীর অজু যাওয়ায় পুনঃ অজু করিতে গেলেও নামাজ যায় না। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যা নামাজের সাহায্যার্থে করা হয় বা নামাজের ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য হয়, যেমন বেশী রুকু, সিজদা তাহাতে নামাজ বাতিল হয় না। (শামী)

কিরূপ কিরাত পাঠে নামাজ বাতিল হয় তাহার বিবরণ

ঐ প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা আবশ্যক। গায়াতুল আওতার কিতাবে কেরাত পাঠ সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ আছে, তাহার মর্মে কতক বলিতেছি-

১। কেরাত পাঠকালে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ক্রটি হইয়া থাকে, যথা- এ'রাব অর্থাৎ জের, জবর ও পেশ এর মধ্যে ক্রটি, সাকিন স্থলে মোশাদ্দাদ (দ্বিত্ব উচ্চারণ) হরকত বা মোশাদ্দাদ স্থলে সাকিন (হসন্ত) উচ্চারণ করিলে কিংবা এক হরফ স্থলে অন্য হরফ উচ্চারণ করিলে, অথবা কোন শব্দের সহিত অক্ষর বাড়াইয়া বা ছাড়িয়া দিয়া পড়া কিংবা শব্দে কোন অক্ষরের উচ্চারণ পরিবর্তন করিয়া পড়া। এতদ্ব্যতীত আরও জানা যায়, এক পদ স্থলে অন্য পদ পড়া বা একত্রিত ভাবে পড়ার স্থলে ভিন্ন করিয়া পড়া বা পৃথক পৃথক পড়া স্থলে একত্রিত করিয়া পড়া ইত্যাদি।

২। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিয়াছেন যে, মোতাকাদ্দেমীন ওলামাগণের মতে যদি এমন ক্রটি ঘটে যে, অর্থ পরিবর্তন হইয়া যায় ও ঐ অর্থের প্রতি ভক্তির সহিত বিশ্বাস করিলে কুফরী দরজায় পৌছে, এমন পরিবর্তনের ক্রটিতে নামাজ বাতিল হইবে। যথা- 'হাজাল গোরাব' অর্থাৎ এই কাক স্থলে 'হাজাত তোরাব' (এই ধুলা) পরিবর্তন ঘটিলে কিংবা ছারা- এর স্থলে 'ছারা এল' বলিলে নামাজ বাতিল হইবে।

৩। যদি কেহ এমন পরিবর্তন করিয়া পড়ে যে, তাহাতে অর্থের বিশেষ ব্যতিক্রম না ঘটে, কিন্তু অতি কষ্টে তাহার ভাব উদ্ধার হয়, এমনস্থলে দেখিতে হইবে, যদি এইরূপ শব্দ কোরআন শরীফে না থাকে, তবে নামাজ বাতিল হইবে। কোরআন শরীফে না থাকিলেও ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ)-এর মতে নামাজ বাতিল হইবে না। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে নামাজ বাতিল হইবে। এই মত অতি উত্তম।

৪। যদি কোন শব্দের এরূপ ব্যতিক্রম ঘটে যে, তাহাতে শব্দের অর্থ পরিবর্তন না হয়, কিন্তু যে শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সেই শব্দ যদি কোরআন শরীফে না থাকে, তবে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে নামাজ বাতিল হইবে।

পক্ষান্তরে শেষ জামানার কোন কোন ওলামা, যেমন এবনে মাকাতিল এবনে ছালাম, ইছমাইল, জাহেদ প্রভৃতির মত এই যে- জের, জবর, পেশ ইত্যাদির দরুণ যদি কোন ক্রটি ঘটে ও তাহার উপর এ'তেকাদ করিলে যদি কাফেরও হয়, তাহাতে নামাজ বাতিল হইবে না, কিন্তু যে হরফের উচ্চারণ সহজে করিতে পারে, তাহার পরিবর্তন ঘটিলে নামাজ বাতিল হইবে। যেমন ছাদ স্থলে তোয়া উচ্চারণ করিলে। যে হরফের উচ্চারণ পৃথক করা কষ্টকর, যথা- ছাদ ও ছিন, এরূপ ক্রটিতে নামাজ বাতিল হইবে না।

৫। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, নামাজ সম্বন্ধে মোতাকাদ্দিমীন ওলামাদিগের মত উত্তম ও গ্রহণযোগ্য, এই মত বহু ফতোয়াতে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, আরকানে আরবা কিতাবে মাওলানা বাহরুল উলুম সাহেব লিখিয়াছেন যে, যদি এ'রাবে গলৎ হয়, আর তাহাতে অর্থের পরিবর্তন না ঘটে, তবে নামাজ বাতিল হইবে না। কেননা জের জবর ও পেশের ক্রটি হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন, এই জন্য উহা মাফ।

প্রকৃত কারী ও দাল্লিন জাল্লিনের ফতোয়া

১। মাজালেছুল আবরার কিতাবে লিখিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আরবের সুরে কোরআন শরীফ পড়িও। এতদ্ব্যতীত আরও লিখিয়াছেন যে, আরবের ভাষা অতি মধুর ও শুদ্ধ। কাজেই আল্লাহ তায়ালা ঐ ভাষায় কোরআন শরীফ নাজিল করিয়াছেন। সকলের কর্তব্য যে, আরবের মোতাবেক কোরআন শরীফ পাঠ করে। আরবের সাত বংশের লোক যথা (১) কোরায়েশ, (২) হোজায়েল, (৩) হাওয়াজেন, (৪) তায়, (৫) তামীম, (৬) ছাকিফ, (৭) এমান, এই সাত কওমের লোকেরা যেরূপ জের, জবর মদ, গুন্না, এখফা, হরফের তারিফ- এদ্গাম, কছর, এজহার ইত্যাদি ঠিক রাখিয়া পাঠ করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন, যাহারা তদ্রুপ মাখরাজ, মদ, গুন্না ইত্যাদি ঠিক রাখিয়া কোরআন শরীফ পাঠ করেন, তাহারা প্রকৃত "কারী"। আর যাহারা ইহার বিপরীত পড়েন তাহারা প্রকৃত কারী নহেন। ঐ প্রকার লোকের কোরআন শরীফ পাঠ না করা উচিত।

মাজালেছুল আবরার কিতাব সাত শত হিজরীতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই কিতাব সম্বন্ধে হযরত মাওলানা শাহ কেরামত আলী মরহুম মগফুর ছাহেবের দাদা পীর হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রঃ) লিখিত ফতোয়ায়ে আজিজী ২য় খন্ডে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মাজালেছুল আবরার কিতাবের কথা শুদ্ধ।

২। বর্তমানে কতক লোক দোয়াল্লিন স্থানে জোয়াল্লিন পড়িয়া থাকেন, তাহাদের নামাজ সম্বন্ধে বজ্জাজিয়া ১ম খন্ড, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, শামী, গায়াতুল-আওতার প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি কেহ দোয়াদ উচ্চারণ করিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছা

করিয়া জোয়া পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতিল হইবে। কিন্তু উচ্চারণে অক্ষম বিধায় দোয়াদ স্থানে জোয়া হইয়া পড়িলে বা যদি অনিচ্ছায় জোয়া পড়িয়া ফেলে, তবে নামাজ বাতিল হইবে না। এই কৌলই শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

৩। 'কবিরী' কিতাবে দোয়াদ স্থানে 'জোয়া' কিংবা 'দাল' পড়িলে নামাজ ফাসেদ হইবে না বলিয়াছেন, তাহার মর্ম এই যে, কেহ উচ্চারণে অক্ষম বা কাহারও মুখ হইতে অনিচ্ছায় দোয়াদ স্থলে জোয়া বা দাল উচ্চারণ হইয়া পড়িলে নামাজ বাতিল হইবে না। যদি তাহা না হয়, তবে উক্ত কিতাব সমূহের বিপরীত হইয়া পড়ে।

৪। যাহারা দোয়াল্লিন স্থানে জোয়াল্লিন পড়িয়া থাকে, তাহারা প্রকাশ করে যে, কাজীখান কিতাবে আছে, দোয়াদ স্থানে দাল উচ্চারণ করিলে নামাজ বাতিল হইবে। জোয়া পড়িলে নামাজ বাতিল হইবে না। ইহার ব্যাখ্যা- পূর্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে, যে মুসল্লী হরফের উচ্চারণ ঠিক রাখিতে অক্ষম, সে ঐরূপ পরিবর্তন করিয়া পড়িলে নামাজ বাতিল হইবে না। যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া অক্ষর পরিবর্তন করে, তবে তাহার নামাজ বাতিল হইবে। অতএব কাজীখান কিতাবের মতলবও ঐরূপ। যদি তাহা না হয়, তবে তাহার ঐ কৌল বাতিল হইয়া পড়ে। কারণ অন্যান্য বহু কিতাবে আছে, এক হরফের পরিবর্তে ইচ্ছা করিয়া অন্য হরফ পড়িলে নামাজ বাতিল হইবে। অতএব কাজীখান কিতাবের মর্মেও দোয়াল্লিন স্থানে ইচ্ছাপূর্বক জোয়াল্লিন পড়িলে নামাজ বাতিল হইবে।

৫। যে সকল লোক স্বেচ্ছায় দোয়াল্লিন স্থানে জোয়াল্লিন পড়ে, তাহাদের পিছনে নামাজ পড়িলে শুদ্ধ হইবে না। কারণ, শামী, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, গায়াতুল আওতার, বজ্জাজিয়া (প্রথম খন্ড) প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন যে, ইচ্ছা পূর্বক যদি কেহ দোয়াদের পরিবর্তে জোয়া বা অন্য হরফ উচ্চারণ করে, তবে তাহার নামাজ বাতিল হইবে। অতএব এরূপ হরফ পরিবর্তনকারী ইমামের পিছনে নামাজ পড়িবে না। তাহাদের নামাজ উক্ত কিতাব মতে অশুদ্ধ।

যে সকল কাজে নামাজ বাতিল হয় না

১। নামাজী ব্যক্তির নিকট যদি কেহ কোন কাজের হুকুম তলব করে, আর যদি নামাজে আছে এই সংবাদ জানাইবার জন্য "ছোবহানাল্লাহ" বলে তবে নামাজ বাতিল হইবে না। (বাহরুর -রায়েক)

২। নামাজের কেরাতের মধ্যে শয়তানের নাম শুনিয়া নামাজী ব্যক্তি শয়তানকে "লা'নাতুল্লাহ" বলিলে নামাজ বাতিল হইবে না।

৩। ইমাম যদি কিরাতের মধ্যে বেহেশতের সুসংবাদ জনিত কালাম পড়ে বা আজাব জনিত কালাম পড়ে ও তাহা শ্রবণে যদি মোক্তাদিগণ ছাদাকাল্লাহু ওয়াছাদাকা রাছুলুহু (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূলগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য) এরূপ বলে, তবে নামাজ বাতিল হইবে না, কিন্তু গুনাহগার হইবে। (বাহরুর রায়েক)

৪। আইয়্যামে তাশরীক অর্থাৎ জেলহজ্জের ৯ই হইতে ১৩ই আছর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নামাজে থাকিয়া যদি কেহ আল্লাহু আকবার বলে, তবে নামাজ বাতিল হইবে না। (বাহরুর রায়েক)

৫। যদি কেহ চারি রাকআত নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়া ভুলে দুই রাকআত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া পুনঃ দাঁড়াইয়া বাকী নামাজ পূর্ণ করতঃ সোহ-সিজদাহ আদায় করিয়া নামাজ শেষ করে, তবে নামাজ বাতিল হইবে না। (আলমগীরি)

৬। 'আলমগীরি' কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেহ নামাজে থাকে, তবে তাহাকে সালাম দিলে বা তাহার নিকট কিছু চাহিলে মাথা বা হাত দ্বারা ইশারা করিলে নামাজ বাতিল হইবে না। সাবধান থাকিবে যেন আমলে কাছির না হয়।

৭। 'দুররুল মোখতার' কিতাবে লিখিত আছে, নামাজে থাকাকালীল অনিচ্ছায় কাশ, হিক্কা ও হাই আসিলে, শব্দ হইলেও নামাজ বাতিল হইবে না।

৮। নামাজের মধ্যে যদি এমন প্রার্থনাজনিত কথা বলে, যাহা 'আল্লাহ ব্যতীত কেহ পূর্ণ করিতে পারে না' তবে এমন কালাম বলিলেও নামাজ বাতিল হইবে না যথা; রিজিক দাও, গুনাহ মাফ কর, আরোগ্য কর, এইরূপ দোয়া নিজের জন্য হউক বা অন্যের জন্য হউক, তাহাতে নামাজ বাতিল হইবে না (বাহরুর রায়েক)

৯। কোরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফে যে সকল প্রার্থনাজনিত আয়াত ও দোয়া আছে, তাহা নামাজের মধ্যে পড়িলে বাতিল হইবে না।

১০। নামাজের মধ্যে নিঃশব্দে ক্রন্দনে চক্ষু হইতে পানি পড়িলে নামাজ বাতিল হইবে না। (খোলাছাতুল ফতোয়া)

১১। বেহেশত পাইবার আশায় বা দোজখের ভয়ে নামাজের মধ্যে কান্দিলে যদি শব্দও বাহির হয়, তবেও নামাজ বাতিল হইবে না।

১২। সিজদার স্থানের ধূলা বালু ফুৎকার দিয়া সরাইলে নামাজ বাতিল হয় না, যদি ফুৎকার শব্দ না হয়। যেরূপভাবে স্বাভাবিক শ্বাস ফেলে, তদ্রূপ নিঃশব্দে ফুৎকার দেওয়াও মাকরূহ। কিন্তু ফুৎকারের শব্দ শুনাইলে নামাজ বাতিল হইবে। (খোলাছা)

১৩। নামাজের বাহিরে কেহ কোরআন শরীফ ভুল পড়িতেছে, কোন নামাজী এরূপভাবে কেরাত পাঠ করিল যে, তাহাতে বাহিরে কোরআন পাঠকের সংশোধন হইয়া গেল, ইহাতে নামাজীর নামাজ বাতিল হইবে না যদি সে ভুল সংশোধন করিতে ইচ্ছা না করিয়া থাকে। (খোলাছা)

১৪। যদি কেহ নামাজের কেরাত আরম্ভ করিয়া নামাজ শুদ্ধ হয় পরিমাণ কেরাত পড়িয়া ঠেকা পড়ে ও অন্য কোন আয়াত পড়িবার জন্য তৈয়ার হয়, এমতাবস্থায় যদি মোক্তাদি লোকমা দেয়, আর ইমাম সেই লোকমা গ্রহণ করে, তবে নামাজ ভঙ্গ হইবে না।

১৫। যদি কেহ নামাজ পড়িতে আরম্ভ করে ও তাহার সম্মুখ দিয়া কেহ চলিতে আরম্ভ করায় নামাজী যদি হাত দ্বারা ইশারা করে, বা ছোবহানাল্লাহ বলে, তবে নামাজ বাতিল হইবে না, কিন্তু ইশারা না করা ও তসবিহ না বলাই উত্তম। (খোলাছাতুল ফতোয়া)

১৬। যদি কেহ নামাজের মধ্যে থাকিয়া হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম শুনিয়া 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম' বলে তবে নামাজ বাতিল হইবে না, কিন্তু উত্তর মানসে বলিলে বাতিল হইবে। আয়াতের মধ্যেও হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম শুনিয়া ঐরূপ উত্তর দিলে ঐ হুকুম। (খোলাছাতুল ফতোয়া)

১৭। যদি কোন ব্যক্তি নামাজের মধ্যে মনে মনে কবিতা পড়ে কিন্তু নিজে না শুনে, তবে তাহাতে নামাজ বাতিল হইবে না। (খোলাছা) আলমগীরি কিতাবে আছে, নামাজের মধ্যে যদি হাদীছ, কবিতা; খোৎবা বা মাসয়ালা মনে চিন্তা করে তবে মাকরূহ হইবে, নামাজ বাতিল হইবে না।

১৮। নামাজে থাকাকালীন যদি কাহারও এমন কম বমি আসে যে, মুখ ভরা না হয় ও ঐ বমি থামাইয়াও রাখিতে না পারায় তাহা যদি উদরস্থ হয়, তবে নামাজ বাতিল হইবে। (খোলাছা, বাহরুর -রায়েক) আলমগীরি কিতাবে লিখিয়াছে, উদরস্থ না হইলে ঐরূপ বমিতে অজু যায় না, কাজেই নামাজ ভঙ্গ হয় না।

১৯। স্ত্রীলোক নামাজে থাকাকালীন সন্তান আসিয়া ১/২ বার স্তন চুষিলে নামাজ বাতিল হইবে না, যদি দুধ বাহির না হয়। (খোলাছা, আলমগীরি, কাজীখান, দুররুল মোখতার প্রভৃতি) প্রকাশ থাকে যে, উক্ত অবস্থায় দুধ বাহির হইলে নামাজ যাইবে, অজু যাইবে না।

২০। নামাজের মধ্যে থাকাকালীন দুই দাঁতের মধ্য হইতে খাদ্যদ্রব্য বুট পরিমাণের কম বাহির হইয়া উদরস্থ হইলে নামাজ বাতিল হইবে না। (খোলাছা) আলমগীরি কিতাবে আছে, ঐরূপ গিলিয়া ফেলা মাকরূহ।

২১। যদি কেহ মিষ্টিদ্রব্য আহার করিয়াই নামাজ আরম্ভ করে ও নামাজের মধ্যে মুখে কিছু মিষ্টি ভাব বোধ করিয়া গিলিয়া ফেলে, তাহাতে নামাজ বাতিল হইবে না। (বাহরুর রায়েক)

২২। যদি কেহ নামাজীকে ধরিয়া উত্তোলন করিয়া কিছু সরায়, তাহাতে যদি মুসল্লী কেবলার বিপরীত দিক না হয়, তবে তাহাতে নামাজ বাতিল হইবে না। (আলমগীরি)

২৩। নামাজ আরম্ভের পূর্বে কোন জিনিস খাইয়া বা পান করিয়া নামাজ আরম্ভ করতঃ নামাজের মধ্যে মুখে লাগিয়া থাকা কিয়দংশ গিলিলে নামাজ বাতিল হইবে না, এই কথার উপর ফতোয়া। (আলমগীরি)

২৪। যদি কেহ নামাজে থাকিয়া বাতির পলিতা একবার তুলিয়া দেয়, তবে নামাজ বাতিল হইবে না। (আলমগীরি)

২৫। নামাজের মধ্যে থাকিয়া এক পা স্থানচ্যুত করিলে নামাজ বাতিল হইবে না, কিন্তু একই সময় দুই পা উত্তোলন করতঃ স্থানচ্যুত করিলে নামাজ বাতিল হইবে। (আলমগীরি)

২৬। নামাজীর দিকে কোন সাপ কি বিচ্ছু আসিতে দেখিয়া তাহাতে যদি আশঙ্কা হয় যে দংশন করিবে, তবে নামাজে থাকিয়াও মারিতে পারে। চাই একবার কিংবা তিনবার মারুক। (আলমগীরি) কাফি কিতাবে লিখিত আছে, এই কৌল সম্বন্ধে কেহ কেহ মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ কৌল এই যে, নামাজের সাহার্যার্থে ঐরূপ তিনবার মারিলেও নামাজ যাইবে না, যেরূপ অজু টুটিলে অজুর জন্য বেশী হাঁটিলেও নামাজ যায় না। তদ্রূপ আলমগীরি কিতাবে আছে, সাপ আসিতে দেখিলে নিকটে জুতা থাকিলেও তদ্দারা আঘাত করিলে নামাজ বাতিল হইবে না। সাপে দংশন করিবার আশঙ্কা না থাকিলে সেই অবস্থায় মারিলে মাকরূহ তাহরীমের গুনাহ হইবে। মারাকিল-ফালাহ, নুরুল ইজা ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে আছে- সাপ যেদিক দিয়া আসুক, এইরূপ মারিবার হুকুম আছে।

২৭। নামাজী যদি হেদায়েত জনিত আয়াত পাঠ করে ও অন্যকে হেদায়াতের নিয়ত না করে, তাহাতে যদি অন্য লোক হেদায়াত পায় তবে ঐ নামাজীর নামাজ বাতিল হইবে না। (আলমগীরি)

২৮। খোলাছাতুল ফতোয়ার মর্মে জানা যায়, নামাজীর পরিধানের জামা বা কাপড় ছেড়া বশতঃ ছতর (গুপ্ত অঙ্গ) দেখা গেলেও নামাজ বাতিল হইবে না।

২৯। নামাজীর লজ্জাস্থানের কোন স্থান জামা বা কাপড়ের নীচের দিকে দিয়া দেখিলে নামাজীর নামাজ বাতিল হইবে না।

৩০। নামাজে থাকিয়া যদি কোন লেখার উপরে নজর পড়ে, তাহার মর্ম জানা থাকিলেও যদি উহার মতলব বুঝিবার চেষ্টা না করে, তবে নামাজ বাতিল হইবে না। (খোলাছাতুল-ফতোয়া)

৩১। বাহরুর রায়েক ও আলমগীরি কিতাবে আছে, নামাজে থাকিয়া বাতাসের উপর কি শরীরের উপর লিখিলে অক্ষর চিহ্ন না পড়িলে নামাজ বাতিল হইবে না।

৩২। নামাজে থাকাকালীন মুসল্লিকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, কয় রাকআত নামাজ পড়, তাহাতে যদি অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিয়া উত্তর দেয়, তবে নামাজ বাতিল হইবে না। (খোলাছা)

৩৩। নামাজে থাকিয়া দাড়ি বা চুল দুই বারে দুই গাছি ফেলিলে নামাজ বাতিল হইবে না। ইহাতে আমলে-কাছির হইবে না।

৩৪। নামাজে থাকাকালীন এক রোকনের মধ্যে একবার হাত উঠাইয়া তিন বার চুলকাইলে নামাজ বাতিল হইবে না। ঐ প্রকার চুলকানো সম্বন্ধে হিছামদ্দীন (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, নামাজ বাতিল হইবে, কিন্তু বাহরুর রায়েক কিতাবে ঐ কৌল বাতিল বলিয়া লিখিয়াছেন। আলমগীরিতে আছে, একবার চুলকাইলেও মাকরূহ হইবে।

৩৫। নামাজে থাকিয়া ঢিলা মোজা খুলিলে কিংবা দরওয়াজা বন্ধ করিলে নামাজ বাতিল হইবে না। (আলমগীরি)

৩৬। নামাজের সময় মুসল্লির সম্মুখ দিয়া কেহ হাঁটিয়া গেলে নামাজ বাতিল হইবে না। আলমগীরি ও মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে, গমনকারী গুনাহগার হইবে।

৩৭। নামাজে থাকাকালীন কিছু পর পর তিনবার তিনটি উকুন মারিলেও নামাজ বাতিল হইবে না। (খোলাছা)

ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ বলিয়াছেন–উকুন না মারিয়া মাটি কি পাথর দ্বারা চাপা দিয়া রাখিবে। ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) বলিয়াছেন, উভয়ই জায়েজ, কিন্তু মারা উত্তম। ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) বলিয়াছেন, মারা ও দাফন করা উভয়ই মাকরূহ। (খোলাছা)

৩৮। ইমাম যদি নামাজের মধ্যে 'ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমানু' আয়াত পড়ে, মোক্তাদি শুনিয়া লাব্বায়েক বলিলে সহীহ রেওয়ায়েত মতে নামাজ বাতিল হইবে না, কিন্তু না বলা ভাল। (আলমগীরি)

৩৯। নামাজে থাকিয়া যদি চাদর পরিধান করে বা কোন হাল্কা জিনিস এক হাত দ্বারা উঠায়, কিংবা ছোট শিশু উঠায়, অথবা কোন কাপড় স্কন্ধের উপর তুলিয়া লয় বা টুপি তুলিয়া মাথায় দেয়, কিংবা তলোয়ার উঠাইয়া গলায় ঝুলাইয়া রাখে, তবে নামাজ বাতিল হইবে না। (খোলাছা)

৪০। নামাজে থাকাকালীন পাগড়ীর পেঁচ একবার কি দুইবার সমান করিলেও নামাজ বাতিল হইবে না। (খোলাছা)

৪১। নামাজে থাকিয়া পায়জামা খুলিলে নামাজ বাতিল হইবে না, (খোলাছা) শরীর হইতে কোন কাপড় ছাড়িয়া দিলেও ঐ হুকুম।

৪২। বিশেষ পীড়া বশতঃ যদি নামাজের মধ্যে উহ্ আহ্ শব্দ আপনা হইতে বাহির হয় ও থামাইতে না পারে, তবে নামাজ বাতিল হইবে না। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) এর মতে থামাইতে পারে, এমন পীড়ায় যদি আহ্, উহ্ শব্দ করে, তবে নামাজ বাতিল হইবে। শামী কিতাবে আছে, গুনাহের কথা মনে হওয়ার কারণে আহ্ শব্দ হইলে নামাজ বাতিল হইবে না।

৪৩। নামাজের মধ্যে যদি হাই, হিক্কা, হাঁচি বা কাশ আসে ও থামাইতে না পারায় শব্দ হয়, তাহা হইলেও নামাজ বাতিল হইবে না। (দুররুল মোখতার)

৪৪। নামাজে থাকিয়া স্পষ্ট কেরাত পড়ার নিয়তে গলা খাকর দিলে সহীহ্ রেওয়ায়েত মতে নামাজ বাতিল হইবে না। (আলমগীরি)

৪৫। নিজ ইমামের কোন ভুল হইলে তাহার সংশোধন নিয়তে গলা খাকরাইলে সহীহ রেওয়ায়েত মতে নামাজ বাতিল হইবে না। (আলমগীরি)

৪৬। নিজে নামাজে আছে, তাহা জানাইবার নিয়তে গলা খাকর দিলে সহীহ্ রেওয়ায়েত মতে নামাজ বাতিল হইবে না। (আলমগীরি)

৪৭। নামাজে থাকাকালীন পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলিলেও নামাজ বাতিল হইবে না। (খোলাছা)

৪৮। যদি নামাজের অবস্থায় অজু ভঙ্গ হইয়াছে মনে করতঃ কেবলার বিপরীত দিকে ফিরিবার বা মসজিদ হইতে বাহির হইবার পূর্বে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া যায়, তবে নামাজ বাতিল হইবে না।

৪৯। যদি চারি রাকআত বিশিষ্ট নামাজ আরম্ভ করিয়া দুই রাকআত পড়িয়া নামাজ পূর্ণ হওয়া ধারণায় সালাম ফিরাইয়া মনে পড়ে যে, ভুল হইয়াছে; তবে দাঁড়াইয়া পূর্ণভাবে নামাজ পড়িয়া সোহ-সিজদাহ্ করিতে হইবে।

৫০। ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক মোক্তাদি এক্তেদা করার পর অন্য মুসল্লী আসিয়া যদি ঐ মোক্তাদিকে টানিয়া পিছনে নিয়া ইমামের পিছনে কাতার ঠিক করিয়া দাঁড়ায়, তবে নামাজ বাতিল হইবে না।

৫১। ইমামের পার্শ্বে এক মোক্তাদি লইয়া নামাজ পড়িতে থাকাকালীন যদি অন্য মোক্তাদি ইমামের বরাবর দাঁড়াইয়া যায়, তবে এরূপ অবস্থায় ইমাম যদি এক কাতার সম্মুখে যাইয়া নামাজ আদায় করে, তবুও নামাজ বাতিল হইবে না। (খোলাছা)

৫২। গেয়াছিয়া নামক কিতাবে লিখিত আছে, নামাজের মধ্যে থাকিয়া পীড়া বশতঃ বিসমিল্লাহ্ বলিলে নামাজ বাতিল সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু যুক্তিযুক্ত মতে নামাজ বাতিল হইবে না।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নামাজে পঁচিশ স্থানে বিভিন্নতার বিবরণ

গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের নামাজের পঁচিশ স্থানে ব্যতিক্রম আছে। যথা-

১। স্ত্রীলোকে তাহরীমা বান্ধিবার সময় স্কন্ধ বরাবর হাত উঠাইবে।

২। স্ত্রীলোকেরা আস্তিনের মধ্য হইতে হাতলী বাহির করিবে না।

৩। স্ত্রীলোকে ডাহিন হাতের হাতলী বাম হাতের উপর রাখিবে, কিন্তু ধরিবে না।

৪। স্তনের নিম্নদেশে হাত বান্ধিবে।

৫। রুকু করিতে সামান্য ঝুকিবে।

৬। রুকুর মধ্যে হাটুর উপর ভর দিবে না।

৭। রুকুর মধ্যে হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলী বিস্তার করিবে না।

৮। রুকুর সময় হাঁটুর উপর হাত রাখিবে কিন্তু হাঁটু ধরিবে না।

৯। রুকুর সময় হাঁটু কিছু বাঁকাইবে।

১০। রুকুর সময় হস্ত দুইটি পার্শ্বদ্বয়ের সহিত মিলাইয়া রাখিবে।

১১। সিজদা কালেও ঐরূপ মিশান অবস্থায় রাখিবে।

১২। সিজদার সময় দুই হাত মাটির উপর বিছাইয়া দিবে।

১৩। তাশাহুদ পাঠকালে পদদ্বয়ের পাতা দুইটি ডাহিন দিকে বাহির করিয়া চোতরে ভর করিয়া বসিবে।

১৪। তাশাহুদ পাঠকালে হাঁটুর উপর হাতলীদ্বয়ের অঙ্গুলীসমূহ মিশাইয়া রাখিবে।

১৫। নামাজে থাকাকালীন কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটিলে পুরুষের ন্যায় ছুবহানাল্লাহ না বলিয়া হাতে তালি দিবে।

১৬। পুরুষের ইমামতি না করা।

১৭। স্ত্রীলোকের জামআত করা মাকরূহ।

১৮। স্ত্রীলোকের জামআত হইলে পুরুষের ন্যায় ইমাম সম্মুখে দাঁড়াইবে না, কাতারের মধ্যে দাঁড়াইবে।

১৯। স্ত্রীলোকের জামআতে হাজির হওয়া মাকরূহ।

২০। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের নামাজ পড়িতে হইলে পুরুষ ইমামের পার্শ্বে না দাঁড়াইয়া পিছনে দাঁড়াইবে।

২১। স্ত্রীলোকের জন্য জুমা পড়া ফরজ নহে, যদি পড়ে তবে আদায় হইবে।

২২। স্ত্রীলোকের প্রতি দুই ঈদের নামাজ পড়া ওয়াজিব নহে।

২৩। পুরুষের ফজরের ওয়াক্ত বিশেষ পরিষ্কার হইলে ফরজ পড়া মোস্তাহাব কিন্তু স্ত্রীলোকেরা আঁধার থাকিতে নামাজ পড়িবে। (মোস্তাহাব)

২৪। পুরুষ যেরূপ আইয়ামে তাশরীকের তকবীর বলে, স্ত্রীলোকের বলা ওয়াজিব নহে।

২৫। পুরুষ যেমন জেহের করিয়া কেরাত পড়ে, স্ত্রীলোকের তদ্রুপ জেহের কেরাত পড়িতে নাই।

নামাজের মাকরূহ সমূহের বয়ান

নিম্নে নামাজের মাকরূহ সমূহের বিবরণ দেওয়া হইল।

১। ইচ্ছা পূর্বক ওয়াজিব ও সুন্নত তরক করা মাকরূহ। (নূরুল ইজা)

২। নামাজের জন্য প্রস্থানকালে অথবা নামাজের অপেক্ষায় মসজিদে বা বাহিরে বসিয়া থাকার সময় কিংবা নামাজের ভিতর অঙ্গুলী মটকান মাকরূহ তাহরীম। বিনা ওজরে নামাজের বাহিরে ঐরূপ করা মাকরূহ তাঞ্জীহ। অঙ্গুলীর বেদনা ইত্যাদি ওজরে জায়েজ। (গায়াতুল আওতার)

৩। নামাজের মধ্যে এক হাতের অঙ্গুলী সমূহ অন্য হাতের অঙ্গুলী সমূহের মধ্যে রাখিয়া পাঞ্জা ধরার ন্যায় ধরা মাকরূহ (নুরুল ইজা)। নামাজে যাইবার সময় বা নামাজের অপেক্ষায় বসিয়াও ঐরূপ পাঞ্জা ধরা মাকরূহ তাহরীম। (দুররুল মোখতার)

৪। নামাজের মধ্যে হাতলী দ্বারা কোমর ধরা মাকরূহ তাহরীম। বিনা ওজরে নামাজের বাহিরেও ঐরূপ কোমর ধরিয়া দাঁড়ান মাকরূহ তাঞ্জীহ। (শামী)। নামাজের মধ্যে বিনা ওজরে লাঠি ভর দিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী) ৪০ বৎসর বয়সের পর নামাজের বাহিরে লাঠি ভর দিয়া হাঁটা রাসূলের সুন্নত। হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা হযরত আনাছ (রাঃ) কে বলিয়াছিলেন, "ইহা ভর দিয়া হাঁট। কেননা, লাঠি ভর দেওয়া লোক বেহেশতে যাইবে।" (গায়াতুল আওতার)

৫। বিনা ওজরে কুকুরের মত দুই পা সম্মুখে রাখিয়া চোতরের উপর বসা মাকরূহ তাহরীম। ইমাম করখী (রহঃ) লিখিয়াছেন- তাশাহুদ কি সিজদার সময় দুই গোড়ালীর উপর বসিয়া হাতলী দ্বারা মাটিতে ভর করিয়া বসা মাকরূহ তাঞ্জীহ। কারণ, উহা সুন্নতের খেলাফ। (শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

৬। পুরুষের সিজদার সময় দুই বাহু মাটিতে বিছাইয়া রাখা মাকরূহ তাহরীম। কারণ, উহা আলস্যের চিহ্ন ও শিয়াল কুকুরের বসার অনুরূপ কিন্তু স্ত্রীলোকের জন্য জায়েজ আছে। (শামী)

৭। জামা থাকা সত্ত্বে উলঙ্গ শরীরে নামাজ পড়া মাকরূহ। কারণ, উহাতে অলসতা ও বে-আদবী প্রকাশ পায়। (নুরুল ইজা)। শুধু জামা বা শুধু পায়জামা পরিধান করিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ। (তাহতাবী)

৮। নামাজের মধ্যে ইশারা দ্বারা সালামের জওয়াব দেওয়া মাকরূহ তাঞ্জীহ। (নুরুল ইজা)

৯। বিনা ওজরে নামাজের মধ্যে আসন পাতিয়া বসা মাকরূহ তাঞ্জীহ্ (দুররুল মোখতার)। শরহে-বেকায়া কিতাবের হাশিয়াতে মাকরূহের বয়ানে আছে- ওজরে নামাজে আসন পাতিয়া বসা জায়েজ। "মারাকিল-ফালাহ" কিতাবে আছে- নামাজের বাহিরে ঐরূপ বসা মাকরূহ নহে। "কবিরী" কিতাবে আছে- নামাজের বাহিরেও নামাজের বৈঠকের ন্যায় বসা অতি উত্তম। কারণ, উহাতে নম্রতা প্রকাশ পায়। "দুররুল মুখতার" কিতাবে আছে- আসন পাতিয়া বসা একেবারে না-জায়েজ নহে বরং জায়েজ, ইহা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই হুজুর আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখন কখন আসন পাতিয়া বসিতেন।

১০। পুরুষের নামাজের মধ্যে মাথার উপরিভাগে বা পিছনে চুল বান্ধা মাকরূহ। কারণ, হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা এক ব্যক্তিকে নামাজের মধ্যে চুল বান্ধিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন- "তুমি চুল বান্ধিও না, তোমার সিজদার সাথে সাথে চুলেও সিজদা করুক।" (মারাকিল-ফালাহ)। স্ত্রীলোকের ন্যায় মাথার চারি পার্শ্বে চুল পেচাইয়া রাখা মাকরূহ (আলমগীরি)। কেহ বলিয়াছেন, ঐ চুল পিছনের দিকে কোন কাপড় বা সূতা দ্বারা ছিলাইয়া রাখাও মাকরূহ তাহরীম।

১১। মাথার মধ্যভাগ উলঙ্গ রাখিয়া রুমাল বান্ধিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ (নূরুল ইজা)। মাথার মধ্যভাগ উলঙ্গ রাখিয়া পাগড়ী পরিধান করা ও তৎসহ নামাজ পড়া মাকরূহ (আলমগীরি)। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে উহা মাকরূহ তাহরীম লিখিয়াছে।

১২। যদি কেহ সিজদার সময় সামনের দিকের বা পিছনের দিকের কাপড় অযথা হাতে ধরিয়া টানিয়া লয় বা ধূলা-বালি লাগিবার ভয়ে টানিয়া লয়, তবে নামাজ মাকরূহ হইবে। (শামী)

১৩। মাথা বা স্কন্ধের উপর হইতে দুই দিকে চাদর বা রুমাল ঝুলাইয়া দেওয়া মাকরূহ তাহরীম (শামী)। মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর চাদর দ্বারা এরূপ জড়ান, যাহাতে হাত বাহির করা না যায়। ঐরূপ কাপড় জড়াইয়া নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম। (গায়াতুল আওতার, হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

মারাকিল-ফালাহ কিতাবে এক হাদীসের মর্মে জানা যায়, ইয়াহুদীগণ ঐরূপ ঢাকিয়া তাহাদের অর্চনা করে, কাজেই ইহাতে তাহাদের সহিত মোশাব্বাহ্ (অনুকরণ) হয় বলিয়া ঐরূপ হাত জড়াইয়া নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম।

১৪। নামাজের মধ্যে উভয় স্কন্ধ ঢাকিয়া রাখা মোস্তাহাব। বিনা কারণে ঐ মোস্তাহাব তরক করতঃ শুধু ডাহিন স্কন্ধ বা শুধু বাম স্কন্ধের উপর কাপড় রাখিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ তান্‌জীহ। কারণ, অকারণে মোস্তাহাব তরক করা মাকরূহ তান্‌জীহ। (মারাকিল-ফালাহ)

১৫। দাঁড়ান অবস্থায় কেরাত শেষ না করিয়া রুকুতে গিয়া কতকাংশ শেষ করা মাকরূহ। এক স্থানের তাসবীহ অন্য স্থানে আদায় করা মাকরূহ। যথা সিজদার তাসবীহ সিজদা হইতে উঠিবার সময় পাঠ করা। (মারাকিল-ফালাহ)

১৬। নূরুল ইজা কিতাবে আছে, নফল নামাজের ২য় রাকআত হইতে ১ম রাকআতের কেরাত দীর্ঘ পড়া মাকরূহ। মারাকিল-ফালাহ কিতাবে আছে, হযরত রাসূল মাকবুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে কিংবা আছহাবগণ কর্তৃক যে সূরা সমূহ পড়ার রীতি আছে, তাহাতে যদি ১ম রাকআত দীর্ঘ হয় তবে মাকরূহ হইবে না। যথা- বেতরের ১ম রাকআতে 'ছাব্বিহিছমা' ২য় রাকআতে 'কুলইয়া' ৩য় রাকআতে 'কুলহু আল্লাহ' পড়া। আশবাহ্ অন্নাজ ায়ের কিতাবে আছে হুজুর পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে ফজরের সুন্নতের ১ম রাকআতে 'কুল্ইয়া ও ২য় রাকআতে 'কুলহু আল্লাহ' পাড়ার বিধান আছে।

১৭। ফরজ, সুন্নত ও নফল সকল নামাজে ১ম রাকআত হইতে ২য় রাকআতে তিন আয়াত বা উহার অধিক দীর্ঘ করা মাকরূহ তান্জীহ। (শামী, মারাকিল-ফালাহ) তবে নফল নামাজ চারি রাকআতের নিয়ত করিয়া প্রথম দুই রাকআত অপেক্ষা ৩য় রাকআতে কেরাত দীর্ঘ পড়িলে মাকরূহ হইবে না। কার , নফল নামাজ দুই রাকআতই একবার ধরা হয়। প্রকাশ

থাকে যে, তাহাজ্জুদ নামাজেরও ঐ হুকুম। অতএব যাহার কোরআন শরীফ অধিক মুখস্ত নাই, তাহার জন্য তাহাজ্জুদ নামাজের প্রত্যেক রাকআতে তিনবার কি পাঁচ বার করিয়া বেজোড় সমসংখ্যক 'কুলহুআল্লাহ্' সূরা পড়া উত্তম।

১৮। নফল নামাজের এক রাকআতে একই সূরা একাধিকবার পড়া যায়। হুজুর পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাজে এক আয়াত পুনঃ পুনঃ পড়িয়াছেন। প্রাচীন বুজুর্গগণ তাহাজ্জুদ নামাজে রহমতের, আজাবের ও ভয়ের আয়াত পুনঃ পুনঃ পড়িয়াছেন। কিন্তু ফরজ নামাজে এক রাকআতে একই সূরা দুইবার পড়া মাকরূহ। এমনকি, অন্য সূরা জানা সত্ত্বেও ফরজ নামাজের উভয় রাকআতে ইচ্ছাপূর্বক একই সূরা পড়া মাকরূহ। তবে অন্য সূরা না জানিলে ২য় রাকআতে ঐ সূরা পড়া ওয়াজিব। (মারাকিল ফালাহ)।

একাধিক আয়াত জানা সত্ত্বেও ফরজ নামাজের মধ্যে এক আয়াত পুনঃ পুনঃ পড়া মাকরূহ। তবে এক আয়াতের অধিক না জানার ওজরে বা ভুলক্রমে পড়িলে মাকরূহ হইবে না। (আলমগীরি)

১৯। প্রথম রাকআতে যে সূরা পড়া হয়, দ্বিতীয় রাকআতে উহার উপরের সূরা পড়া মাকরূহ। (নূরুল ইজা) প্রথম রাকআতেই ভুলক্রমে সূরায়ে নাস পড়িলে, দ্বিতীয় রাকআতে পুনঃ ঐ সূরা নাস বা সূরায়ে বাকারার প্রথম হইতে পড়িলে মাকরূহ হইবে না (মারাকিল ফালাহ)। এমনকি যদি কেহ প্রথম রাকআতেই কোরআন শরীফ খতম করিয়া ফেলে, তবে শেষ রাকআতে সূরা বাকারার কিছু অংশ পড়িলে মাকরূহ হইবে না।

২০। নামাজীর অন্য সূরা পড়িতে কষ্ট হওয়া বশতঃ বা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পঠিত সূরা বুজুর্গীর নিয়তে পড়া ব্যতীত অন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট করিয়া পড়া মাকরূহ (নূরুল ইজা)। কোন সূরা বা আয়াতের এক দুই কালাম পড়িয়া বিনা ওজরে উহা ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখ হইতে পড়া বা অন্য সূরা বা আয়াত পড়া মাকরূহ। কিন্তু সুন্নত পরিমাণ কেরাত পূর্ণ করিবার নিয়তে পড়িলে মাকরূহ হইবে না। (কবিরী)

২১। প্রথম রাকআতে কেছারে মোফাচ্ছালের এক সূরা পড়িয়া পরবর্তী রাকআতে এক সূরা ফেলিয়া অন্য সূরা পড়া মাকরূহ। কিন্তু দুই সূরা মধ্যে ফেলিয়া অন্য সূরা পড়িলে মাকরূহ হইবে না। তদ্রুপ তিওয়ালে মোফাচ্ছালের এক সূরা বাদ দিয়া এক সূরা পড়িলেও মাকরূহ হইবে না। এক রাকআতে কয়েক আয়াত পড়িয়া মধ্যে কতক ছাড়িয়া সম্মুখ হইতে পুনঃ আয়াত পড়াও মাকরূহ। (মারাকিল-ফালাহ)

২২। নামাজের মধ্যে ইচ্ছা পূর্বক সুঘ্রাণ লওয়া মাকরূহ (নূরুল-ইজা)। উহা নামাজের কার্য নহে বলিয়া মাকরূহ তাঞ্জীহ। (মারাকিল-ফালাহ)

২৩। কাপড় বা পাঙ্খা দ্বারা একবার কি দুইবার বাতাস করা যদিও "আমলে কালীল" অর্থাৎ সাধারণ কার্য, তথাপি উহাতে মনের একাগ্রতা দূর হয় বলিয়া উহা মাকরূহ তাঞ্জীহ। (মারাকিল-ফালাহ)

২৪। নামাজের নিয়ম ব্যতীত অঙ্গুলীসমূহ কেবলার বিপরীত দিকে ফিরাইয়া রাখা মাকরূহ। রুকুতে হাঁটুর উপর হাত ন, রাখা মাকরূহ।

২৫। রুকুতে, তাশাহুদের সময় ও দুই সিজদার মধ্যে হাতলী হাঁটুর উপর না রাখা বা কেয়ামের সময় বাম হাতের উপর ডান হাত না রাখা, সুন্নত তরক হয় বলিয়া মাকরূহ তাঞ্জীহ। (নুরুল ইজা ও মারাকিল-ফালাহ)

২৬। নামাজের মধ্যে হাউসি (হাই) দেওয়া মাকরূহ (নুরুল ইজা)। হাউসি আসিলে বন্ধ করার চেষ্টা না করা মাকরূহ তাহরীম। ইচ্ছাপূর্বক বানাওটি করিয়া হাউসি দেওয়া মাকরূহ তাহরীম। (গায়াতুল-আওতার) ইহার বিস্তারিত বিবরণ ৬ষ্ঠ অধ্যায় মোস্তাহাবের বয়ানে লিখা হইয়াছে।

২৭। বিনা কারণে চক্ষু বন্ধ করিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ (দুররুল-মোখতার)। "শামী" কিতাবে উহা মাকরূহ তাঞ্জীহ লিখিয়াছে। কিন্তু যদি চক্ষু মুদিলে আল্লাহর দিকে দেল রুজু হয়, তবে চক্ষু বুজা ভাল। "বাহরুর রায়েক" কিতাবে আছে- কতক ছুফীগণ বলিয়াছেন, সিজদার সময় চক্ষু মুদিবে না, চক্ষু খোলা থাকিলে চক্ষু সিজদায় শরীক হয়। নামাজের মধ্যে উপরের দিকে দৃষ্টি করা মাকরূহ। (নূরুল ইজা)

২৮। নামাজের কোন রোকন নিয়ম অপেক্ষা অধিক বিলম্ব করিয়া আদায় করা মাকরূহ।

২৯। নামাজের মধ্যে আমলে কালীল অর্থাৎ সামান্য কাজ করা মাকরূহ তাঞ্জীহ। যেমন– না কামড়াইলে উকুন ইত্যাদি মারা বা ধরিয়া ফেলিয়া দেওয়া। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

৩০। নামাজের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু, কাক্‌লাস, বোলতা, বানর, ছারপোকা, উকুন ও পিপীলিকা ইত্যাদি দংশনকারী প্রাণী দংশন করার আশঙ্কা না থাকিলে উহা মারা মাকরূহ। কিন্তু কামড়াইলে তাহা মারা মাকরূহ হইবে না। তবে মসজিদে খোসা না পড়া এবং ঐ সকলের রক্ত যাহাতে কাপড়ে না লাগে তৎপ্রতি খেয়াল রাখা মোস্তাহাব। কারণ, শাফেয়ী মাজহাবে উকুন ইত্যাদির রক্ত নাপাক। (মারাকিল-ফালাহ)

৩১। কাপড় দ্বারা নাসিকা ও মুখ বন্ধ করিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ। কারণ, মগেরা অগ্নি পূজার সময় ঐরূপ করে। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)

৩২। যে দ্রব্য মুখে রাখিলে সুন্নত মোতাবেক কেরাত পড়া যায় না উহা মুখে রাখিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ (নূরুল ইজা)। কেরাত পড়িতে বাধা না হইলেও দেরহাম ও দীনার মুখে রাখা মাকরূহ (আলমগীরি)। কেরাত পড়ায় বাধা হউক বা না হউক দেরহাম, দীনার ও ঐ জাতীয় কোন দ্রব্য মুখে রাখিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ। মোটেই কেরাত পড়িতে না পারিলে নামাজ ফাসেদ হইবে (দুররুল-মুখতার)। "গায়াতুল আওতার" কিতাবে "শামী" কিতাব হইতে লিখিয়াছে- যে দ্রব্য মুখে রাখিলে কেরাত পড়ায় বাধা হয় না, উহাও মুখে রাখা মাকরূহ তাঞ্জীহ। "হাশিয়ায়ে-তাহতাবী" কিতাবে আছে একা নামাজী, ইমাম বা মোক্তাদি বিনা কারণে ঐরূপ বস্তু মুখে রাখিলে মাকরূহ হইবে।

৩৩। বিনা ওজরে শুধু কপাল দ্বারা সিজদা করা মাকরূহ তাহরীম। (মারাকিল ফালাহ)

৩৪। ওয়াক্ত ও জামআত তরকের আশঙ্কা না হইলে শরয়ী দেরহামের কম নাপাকসহ নামাজ পড়া মাকরূহ। "নূরুল ইজা" কিতাবে আছে, ঐরূপ কম নাপাক ধৌত করিয়া লওয়া মোস্তাহাব। "মারাকিল -ফালাহ" কিতাবে আছে-কাপড়ে, শরীরে বা জায়নামাজে যে স্থানে ঐ নাপাক থাকুক ধৌত করিয়া লইবে।

৩৫। পরিষ্কার কাপড় থাকা সত্ত্বে ময়লা কাপড় পরিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ (নূরুল ইজা)। "গায়াতুল-আওতার" কিতাবে উহা মাকরূহ তাঞ্জীহ লিখিয়াছেন। তবে ভাল কাপড় না থাকিলে ময়লা কাপড়ে নামাজ পড়িলে মাকরূহ হইবে না।

৩৬। খালী মাথায় নামাজ পড়া মাকরূহ, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজকে ক্ষুদ্র ধারণা করিয়া বিনীতভাব প্রকাশের জন্য খালী মাথায় নামাজ পড়িলে মাকরূহ হইবে না। (নূরুল ইজ া)। তবে ঐ অবস্থায়ও টুপী মাথায় দেওয়া উত্তম (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)। গরমের কারণে খালী মাথায় নামাজ পড়িলেও মাকরূহ হইবে (শামী)। শরহে-বেকায়া কিতাবে উহা মাকরূহ তাঞ্জীহ লিখিয়াছে। "দুররুল-মুখতার ও শরহে বেকায়ার" হাশিয়ায়ে, ফতোয়ায় হুজ্জাত ও তাতারখানিয়া হইতে লিখিয়াছেন যে, টুপী মাথা হইতে পড়িয়া গেলে পুনঃ উহা উঠাইয়া মাথায় দেওয়া ভাল কিন্তু খেয়াল রাখিবে যেন 'আমলে কাছির' না হয়। দুররুল মুখতার কিতাবে আছে–নামাজকে তুচ্ছ ধারণায় টুপী ব্যতীত খালী মাথায় নামাজ পড়িলে কাফের হইবে।

৩৭। নামাজের মধ্যে প্রকাশ্য ক্রন্দন স্বর করা মাকরূহ। (নূরুল-ইজা)।

৩৮। ক্ষুধায় কাতর হইলে উপস্থিত খানা রাখিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ (নূরুল-ইজা)। কারণ, খাইবার জন্য মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়। তবে নামাজের ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ হইলে নামাজ পড়িয়া খানা খাইবে। মারাকিল-ফালাহ কিতাবের মর্মে উহা মাকরূহ তাঞ্জীহ।

৩৯। ফরজ, নফল বা যে কোন নামাজের মধ্যে যত আয়াত, সূরা বা তাসবীহ পড়া হয়, তাহা আঙ্গুলের দ্বারা হিসাব রাখা মাকরূহ তাঞ্জীহ। (দুররুল মোখতার, গায়াতুল আওতার, বাহরুর রায়েক) হাতে অঙ্গুলী মুঠ করিয়া যথাক্রমে ১/২/৩ বিস্তার করতঃ হিসাব ঠিক রাখাও মাকরূহ-তাঞ্জীহ (মারাকিল ফালাহ) নামাজের মধ্যে তাসবীহ হাতে লইয়া ঐরূপ হিসাব ঠিক রাখাও মাকরূহ তাঞ্জীহ। (শামী, তাবিনুল হাকায়েক, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, গায়াতুল আওতার)

৪০। জীব-জন্তুর চিত্রের উপর সিজদাহ করা মাকরূহ। কোন জীব জন্তুর চিত্র অঙ্কিত কাপড় সঙ্গে রাখিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ (নূরুল-ইজা)। কাফেরগণ তাদের দেবদেবীর চিত্র লইয়া তাদের অর্চনা করে বলিয়া উহা মাকরূহ তাহরীম। (মারাকিল-ফালাহ, গায়াতুল আওতার)। নামাজের বাহিরেও ঐরূপ চিত্রাঙ্কিত কাপড় ব্যবহার করা মাকরূহ তাহরীম। কারণ, ইহাতে কাফেরদের অনুকরণ করা হয়। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)।

৪১। যে স্থানে নামাজ পড়া হয়, তাহার ডাহিনে, বামে, সম্মুখে, পিছনে বা উর্ধে কোন প্রাণীর ছবি থাকিলে নামাজ মাকরূহ হইবে। কিন্তু সেই ছবি উদ্ভিদ জাতীয় হইলে বা অতি ছোট কিংবা মাথা কাটা হইলে নামাজ মাকরূহ হইবে না। "শামী ও আলমগীরি" কিতাবে আছে- যদি কেহ জন্তুর ছবির গলদেশে কাপড় দ্বারা মুড়িয়া তথায় নামাজ পড়ে তবুও নামাজ মাকরূহ হইবে। তবে ছবির মুন্ড কাপড় ইত্যাদি দ্বারা আবৃত করিয়া অথবা সেলাই করতঃ বন্ধ রাখিয়া বা চিত্রযুক্ত বালিশ উপুড় করিয়া ঢাকিয়া নামাজ পড়িলে মাকরূহ হইবে না। মারাকিল ফালাহ" কিতাবে আছে- চিত্রযুক্ত দেরহাম সঙ্গে, সম্মুখে বা পিছনে থাকিলে নামাজ মাকরূহ হইবে না।

৪২। অগ্নি পূজকগণ অগ্নিকুন্ডলী সম্মুখে রাখিয়া পূজা করে, তাদের অনুকরণ হয় বলিয়া জ্বলন্ত চুলা সম্মুখে রাখিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম। যে চুলায় কয়লা ও সামান্য অগ্নি থাকে তাহা সম্মুখে রাখিয়াও নামাজ পড়া মাকরূহ। (মারাকিল-ফালাহ, গায়াতুল আওতার)

৪৩। নিদ্রিত লোক সম্মুখে রাখিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ তাঞ্জীহ। কারণ নিদ্রিত ব্যক্তির মুখ হইতে কোন শব্দ হইলে মুসল্লী হাসিতে পারে। তবে কোন শব্দ হইবে না বলিয়া বুঝিতে পারিলে মাকরূহ হইবে না। (নূরুল-ইজা, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)

৪৪। সিজদার সময় কপালে ধূলা বালি লাগিলে এবং তাহাতে মুসল্লীর কষ্ট না হইলে, নামাজের মধ্যে উহা মুছিয়া ফেলা মাকরূহ। (নূরুল-ইজা)

৪৫। কু-স্বভাবের দরুণ যাহার উপর মুসল্লীগণ অসন্তুষ্ট, উপযুক্ত ভাল ইমাম থাকিলে তাহার ইমামতী করা মাকরূহ তাহরীম। (কবিরী) তবে উপযুক্ত ইমামকে মুছল্লিগণ ব্যক্তিগত স্বার্থে না পছন্দ করিলে মাকরূহ হইবে না।

৪৬। কেরাত ও তাসবীহ্ সুন্নত তরীকা হইতে দীর্ঘ পড়িলে, যদি মুসল্লীদের কষ্ট হয় তবে ইমামের জন্য ঐরূপ দীর্ঘ কেরাত পড়া মাকরূহ। (কবিরী)

৪৭। মনের একাগ্রতা নষ্ট হয় ঐরূপ বস্তু সম্মুখে রাখিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ। যেমন, সুন্দর রং, খেলাবাজি ইত্যাদি। (মারাকিল-ফালাহ)

৪৮। নামাজের সম্মুখ দিয়া লোক চলিবার আশঙ্কা থাকিলে তথায় ছোতরা না রাখিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ। (মারাকিল-ফালাহ)

৪৯। কাহাকেও সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার মুখমন্ডলের দিকে নামাজ পড়া মাকরূহ। নামাজ আরম্ভের পর কেহ মুসল্লীর দিকে ফিরিয়া বসিলে, যে বসিবে তাহার মাকরূহ হইবে। মধ্যে কোন ছোতরা না রাখিয়া দূরে বসিলেও মাকরূহ হইবে (দুররুল মুখতার)। ইহাতে পূজার অনুকরণ হয় বলিয়া 'শামী' কিতাবে উহা মাকরূহ তাহরীম লিখিয়াছে। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে অন্য লোকের সম্মুখে নামাজ পড়িতে দেখিয়া তাহাকে পুনঃ নামাজ আদায় করিতে হুকুম দিয়াছিলেন।

৫০। মসজিদে কোন নির্দিষ্ট স্থানে সর্বদা নামাজ পড়া মাকরূহ (দুররুল মুখতার) নির্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে দাঁড়াইলে যদি নির্দিষ্ট স্থানের জন্য মনে আকর্ষণ না হয়, তবে মাকরূহ হইবে না। (শামী)

৫১। নামাজের জামআত শুরু হওয়ার সময় কাতারের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্বতন্ত্রভাবে ফরজ, নফল বা অন্য কোন নামাজ পড়া মাকরূহ। কারণ, তাহাতে জামআতের রুকু সিজদায় বিপর্যয় ঘটে ও দেলের একাগ্রতা নষ্ট হয়। (কবিরী)

৫২। সিজদার মধ্যে হাত ও পায়ের অঙ্গুলীসমূহ কেবলার বিপরীত দিকে ফিরান মাকরূহ তাঞ্জীহ। কারণ, উহা সুন্নতের খেলাফ। হুজুর পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন– নামাজের সময় তোমাদের হাত পা ইত্যাদি রীতির খেলাফভাবে কেবলার দিক হইতে শক্তি থাকিলে অন্য দিকে ফিরাইও না। (কবিরী, মারাকিল-ফালাহ)

৫৩। কানে উলার সময় হাতলী স্কন্ধের নিম্নে বা কর্ণের উপরিভাগে উঠান মাকরূহ তাঞ্জীহ (ছগিরী)। এক সালাম না ফিরাইয়া সোহ্ সিজদাহ দেওয়া মাকরূহ। (কবিরী)

৫৪। সিজদার সময় ইচ্ছাপূর্বক কাপড় দ্বারা পা ঢাকা কিংবা কাপড় আবৃত বা উলঙ্গ করা মাকরূহ। কারণ, যে কাজে কোন ফায়দা হয় না তাহা মাকরূহ তাঞ্জীহ। তবে কাপড় ছিড়িবার আশঙ্কা হইলে কিছু উত্তোলন করিলে দোষ হইবে না। (কবিরী)।

৫৫। নামাজের মধ্যে সিজদার স্থান ব্যতীত অন্য দিকে দৃষ্টি করা মাকরূহ তাঞ্জীহ। কপালে ধূলা লাগিবার ভয়ে আস্তিনের উপর সিজদাহ করা মাকরূহ তাঞ্জীহ। কিন্তু রুমাল বিছাইয়া তাহার উপর সিজদাহ দিলে মাকরূহ হইবে না। (ছেরাজিয়া)

৫৬। "কাজীখান" কিতাবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে- কথাবার্তা বলিতেছে এমন লোকের পিছনে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া মাকরূহ। "জামে ছগীর" কিতাবে আছে-উহাতে মাকরূহ হইবে না। মোহাক্কেক আলেমগণ এই দুই মত মীমাংসা করিয়া বলিয়াছেন-মুসল্লীর নামাজ ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা হয়, এরূপ কথাবার্তা বলিতে থাকিলে তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া মাকরূহ, নচেৎ মাকরূহ নহে।

৫৭। বিনা ওজরে রুকুর সময় জানুর উপর ও সিজদার সময় জমীনে হাত না রাখা এবং সিজদার সময় এক পা উত্তোলন করা মাকরূহ তাঞ্জীহ (কাজীখান)। প্রকাশ থাকে যে, সিজদার সময় উভয় পা উত্তোলন করিলে নামাজ ফাসেদ হইয়া যাইবে।

৫৮। "আলমগীরি" কিতাবে আছে, বিনা ওজরে কাশ দিলে বা গলা খাকরাইলে নামাজ মাকরূহ হইবে। কিন্তু শামী, কাজীখান ও কবিরী কিতাবে আছে, বিনা ওজরে গলা খাকরাইলে নামাজ ফাসেদ হইবে।

৫৯। বিনা ওজরে সিজদায় যাইবার সময় প্রথমে হাত রাখা এবং সিজদা হইতে উঠার সময় হাঁটু আগে উঠান মাকরূহ তাহরীম। (আলমগীরি)

৬০। ইমামের পূর্বে মোক্তাদির রুকু ও সিজদা করা বা রুকু ও সিজদা হইতে উঠা মাকরূহ। (আলমগীরি)

৬১। রুকুর মধ্যে উপরের দিকে বা নিম্নদিকে মাথা বক্র করিয়া রাখা মাকরূহ। রুকু-সিজদার তকবীর রুকুতে ও সিজদায় যাইয়া বলা মাকরূহ। নামাজের মধ্যে 'আমীন' ও 'বিছমিল্লাহ' আওয়াজ করিয়া পড়া মাকরূহ। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী)

৬২। কোন পরিচিত লোক নামাজে আসিতেছে, তাহার খাতিরে ইমামের কেরাত ও রুকু দীর্ঘ করা মাকরূহ তাহরীম। তবে অপরিচিত লোকের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে বিলম্ব করা মাকরূহ নহে। কারণ, তথায় এবাদতের সাহায্য করা হইল। তবে অন্যান্য মুসল্লীর কষ্ট না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কিন্তু ঐরূপ বিলম্ব না করাই উত্তম। আখেরী বৈঠকেও ঐ হুকুম। একজনের জন্য বিলম্ব করিয়া তকবীর বলা জায়েজ নাই। নামাজের মধ্যে আল্লাহ বতীত অন্যের খাতির রক্ষা করা মাকরূহ তাহরীম। (শামী)

৬৩। ইমামের পিছনে মোক্তাদির কেরাত পড়া মাকরূহ। (আলমগীরি, শামী)

৬৪। কর্ণ পর্যন্ত হাত উঠাইবার সময় মাথা নীচু করা বা পিছনের দিকে ঘাড় বাঁকা করা কিংবা স্কন্ধের দুই সীমানার উর্ধে হাতলী না উঠাইয়া তকবীর বলা, সিজদার সময় বোগলের সহিত বাহু মিশান এবং ইমাম অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বে একামত বলিয়া তাহার জন্য দাঁড়াইয়া বিলম্ব করা মাকরূহ তাঞ্জীহ। (আলমগীরি) ইহার বিস্তারিত বিবরণ তরীকুল ইসলাম ৫ম অধ্যায় একামতের বয়ানে পাইবে।

৬৫। কাতারের পিছনে থাকিয় "আল্লাহু আকবার" বলিয়া কাতারে প্রবেশ করা মাকরূহ। (আলমগীরি)

৬৬। বিনা ওজরে রুকু ও সিজদার মধ্যে পিঠ সোজা না রাখা মাকরূহ তাঞ্জীহ। কওমা ও জালছার মধ্যে পিঠ সোজা না রাখা মাকরূহ তাহরীম। (আলমগীরি)

৬৭। জুমার নামাজে ও যে সকল নামাজে কেরাত চুপে চুপে পড়িতে হয়, তাহাতে ইমামের সিজদার আয়াত পড়া মাকরূহ। (আলমগীরি)

৬৮। বিনা ওজরে দেওয়াল বা অন্য কিছুর সহিত টেক দিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ। (কাজীখান) লৌহের টুপি মাথায় দিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ, কিন্তু যুদ্ধস্থলে পারিবে। (আলমগীরি)

৬৯। বিনা ওজরে শরীর চুলকান বা শরীরের কাপড় ইত্যাদি ঝাড়া মাকরূহ তাহরীম। কিন্তু খুজলি ইত্যাদি হওয়ার দরুণ আবশ্যক হইলে খুজলান বা শরীরের ঘর্ম ইত্যাদিতে কষ্ট হইলে কাপড় দ্বারা মুছিয়া ফেলা মাকরূহ নহে। (গায়াতুল আওতার)

৭০। রুকুর ও সিজদার মধ্যে কিংবা তাশাহুদের স্থানে কেরাত পড়া মাকরূহ। (শামী)

৭১। 'ছলিব' অর্থাৎ ত্রিশূলের দিকে নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম। (হাশিয়ায়ে-তাহতাবী ও শামী)

আলমগীরি কিতাবে মাকরূহের বয়ানে ও ফতহুল-কাদির কিতাবে আছে, নামাজের মধ্যে যদি মাকরূহ তাহরীম হয়, তবে নামাজ দোহ্‌রান ওয়াজিব। আর মাকরূহ তাঞ্জীহ হইলে দোহ্‌রান মোস্তাহাব।

৭২। নূরুল ইজা কিতাবে আছে, নামাজের মধ্যে সিজদার স্থান হইতে পাথরের টুকরা বা ঐরূপ কিছু সরান মাকরূহ। তবে একবার সরাইলে মাকরূহ হইবে না। শামী কিতাবে আছে– যদি মুসল্লী সুন্নত মোতাবেক সিজদা করিতে না পারে তবে একবার সরান জায়েজ আছে। যদি সিজদার ওয়াজিব আদায়ের ব্যাঘাত ঘটে তবে একাধিকবারও সরাইতে পারে। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে দুইটি হাদীছ আনিয়াছেন–এক হাদীছ মতে উহা সরান বেদায়াত, আমল করা যায় না। কাজেই সুন্নত মোতাবেক সিজদা আদায়ের নিমিত্তে না সরানই উত্তম।

৭৩। বাহুদ্বয়ের আস্তিন গুটাইয়া নামাজ পড়া মাকরূহ। কারণ উহাতে মনোযোগের বিঘ্ন জন্মে। (মারাকিল-ফালাহ) যদি কেহ অজু করিতে বা অন্য কোন কাজ করিতে আস্তিন গুটাইয়া নামাজ পড়ে তবে মাকরূহ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, উহাতেও মাকরূহ তাহরীম হইবে। বরং ঐ অবস্থায় নামাজ আরম্ভ করিলে আস্তিন টানিয়া হাত ঢাকিয়া লওয়া উত্তম। তবে 'আমলে-কাছির' না হয় তৎপ্রতি খেয়াল রাখিবে। কনুই উলঙ্গ থাকে শুধু এমন গেঞ্জি বা কোরতা পরিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ। কনুইর নিম্নভাগ পর্যন্ত ঢাকা থাকিলে মাকরূহ হইবে না। (শামী)

৭৪। ইমাম মেহরাবে দাঁড়াইলে নামাজ মাকরূহ হইবে। কারণ উহাতে নাছারা ও ইহুদীগণের অনুকরণ করা হয়। তাহাদের ইমাম স্বতন্ত্র স্থানে দাঁড়ায় এবং ইমাম মেহরাবে দাঁড়াইলে কতক মুসল্লী ইমামকে দেখিতে পায় না, অসুবিধা ঘটে বলিয়া মাকরূহ। তবে যদি এমন মেহরাব হয় যে, উহাতে ইমাম দাঁড়াইলে মুসল্লীগণের দেখিবার কোন অসুবিধা হয় না, তবে মাকরূহ হইবে না (শরহে-বেকায়ার হাশিয়া)। মেহরাব যদি জালি বিশিষ্ট হয় যেন মুসল্লীগণ সকলেই ইমামকে দেখিতে পায় তবে মাকরূহ হইবে না। (জামেউর-রুমুজ) কিন্তু বাহরুর রায়েক ও হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে জাহের রেওয়ায়েত মতে লিখিয়াছেন যে,

মুসল্লীগণ ইমামের অবস্থা দেখিতে পাউক আর না পাউক মসজিদের অভ্যন্তরেও স্বতন্ত্র মেহরাব তৈয়ার করিলে উহাতেও ইমামের দাঁড়ান মাকরূহ। মোটকথা, ইহুদী নাছারার অনুকরণ হয় বলিয়া হাশিয়ায়ে তাহতাবীর কওল গ্রহণযোগ্য।

৭৫। কাতারে ফাঁক থাকা সত্ত্বেও পিছনে দাঁড়াইলে মাকরূহ হইবে। (মুনিয়া, দুররুল মুখতার, শামী)। হাদীছ শরীফে আছে-হুজুর পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন-"কাতারের মধ্যে ফাঁক রাখিলে শয়তান দাঁড়াইবার সুযোগ পায়। অতএব যে ব্যক্তি ঐ ফাঁক মারিয়া দাঁড়াইবে, তাহার আমলনামা হইতে দশটি বদী দূর হইয়া যাইবে এবং দশটি নেকী ও দশটি দরজা তাহার আমলনামায় লিখা যাইবে।" (মারাকিল-ফালাহ)

৭৬। কাতারে ফাঁক না থাকিলে একা পিছনে দাঁড়ান সম্বন্ধে "শামী" কিতাবে দুইটি মত পাওয়া যায়। (ক) একা পিছনে দাঁড়াইবে। (খ) একজন মুসল্লী পিছনে টানিয়া লইয়া দুইজন একত্রে দাঁড়াইবে। "জামেউর রুমুজ" কিতাবে এক রেওয়ায়েত আনিয়াছেন যে, কাতারে ফাঁক না থাকিলে ও মোক্তাদি একজন হইলে ইমামের রুকুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত অন্য মুসল্লী আসার অপেক্ষা করিবে। যদি না আসে তবে সম্মুখ হইতে একজনকে পিছনে আনিয়া একত্রে দাঁড়াইবে। পক্ষান্তরে মাজমাউল আনহুর, কবিরী, শরম্বালালিয়া, ছগিরী প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছে যে, বর্তমান জামানায় প্রায় মুসল্লী মাসয়ালা জানে না। কাজেই টানিয়া না আনা ভাল। কারণ, ইহাতে নামাজ ফাসেদ হইতে পারে। শামী, আলমগীরি, কাজীখান, বাহরুর রায়েক, মুনিয়া কিতাবের মর্মে জানা যায়, সম্মুখের মুসল্লী মাসয়ালা জ্ঞাত আছে জানিলে টানিয়া লইবে, নচেৎ টানিয়া আনিবে না, একা খাড়া হইবে। ইহাতে মাকরূহ হইবে না। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে আছে- মোকাব্বের হইবার নিয়তে একা পিছনের কাতারে দাঁড়াইলেও মাকরূহ হইবে না।

৭৭। শুধু ইমাম একা উচ্চস্থানে দাঁড়াইলে মাকরূহ তাহরীম হইবে। (শামী) মোক্তাদী হইতে ইমাম নিম্নে দাঁড়াইলে ইমামকে তুচ্ছ জানা হয় বলিয়া উহা মাকরূহ তাহি। ইমামের যত উচ্চে দাঁড়ান মাকরূহ মোক্তাদিরও ইমাম হইতে তত উচ্চে দাঁড়ান মাকরূহ। (গায়াতুল আওতার, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী) আলমগীরি, মাজমাউল-আনহুর, মারাকিল ফালাহ প্রভৃতি কিতাবে উচ্চতার পরিমাণ এক হাত শুদ্ধ কওল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং শামী, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী প্রভৃতি কিতাবে 'মুসল্লীগণ যদি বুঝে ইমাম উচ্চে দাঁড়াইয়াছেন' এই মতই ভাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুই মত মীমাংসার্থে কবিরী কিতাবে লিখিয়াছেন-মানুষ ছোট বড় হইতে পারে। অতএব এক হাত উচ্চতার কওল গ্রহণযোগ্য। কারণ, এই কওলের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। কাজেই এক হাতের কম উচ্চে ইমাম দাঁড়াইলে মাকরূহ হইবে না। তবে জুমা, ঈদ ও বড় জাআতের লোকাধিক্যের কারণে ওজর বশতঃ ইমাম উচ্চে দাঁড়াইলে অথবা ইমামের নামাজের ক্রিয়াদি দেখিয়া মুসল্লীগণ নামাজ আদায় করিবে এই সুবিধার জন্য কিংবা পিছনের লোকদিগকে ইমামের তকবীর শুনাইবার জন্য একজন মোক্তাদি একা উচ্চে দাঁড়াইয়া

মোকাব্বেরী করিলে মাকরূহ হইবে না। (দুররুল-মোখতার, গায়াতুল-আওতার) ইমাম কতক মোক্তাদিসহ যদি উচ্চস্থানে বা নিম্নস্থানে অথবা মেহরাবের মধ্যে দাঁড়ায় তবে মাকরূহ হইবে না। (মারাকিল-ফালাহ), মোল্তাকাল আবহুর, মাজমাউল আনহুর, তাবইনুল-হাকায়েক, দুররুল-মুখতার, ফতহুল-কাদির, কাফি ও দুররুল-হেকাম)।

৭৮। নামাজের মধ্যে বা নামাজের পর কপালের ধূলা ও ঘর্মাদি মোসেহ করা মাকরূহ। কারণ, উহা অনাবশ্যকীয় কাজ। তবে যদি ধূলা ইত্যাদি দ্বারা কিছু উদ্বেগের আশঙ্কা ও মনযোগের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া ধারণা হয় তবে মোছা মাকরূহ হইবে না। হুজুর আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজান্তে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মুখমন্ডল মুছিয়া বালিতেন–"আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাহমানুর রাহিম, আল্লাহুম্মা এজহাব আন্নিল হাম্মা ওয়াল হুজনা" অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ মাবু'দ নাই, তিনি দয়াময়, হে খোদা! আপনি আমার গম ও চিন্তা দূর করুন (কবিরী)। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে আছে যতক্ষণ ঐ ধূলা না মুছিবে ততক্ষণ ফেরেশতাগণ দোয়া চাহিবে।

৭৯। নামাজের মধ্যে থাকিয়া থুথু ফেলা মাকরূহ (কাজীখান)। যদি মুসল্লির কাশ আসার দরুণ মুখে কফ আসে, তবে হয় সঙ্গীয় কাপড়ে মুছিয়া ফেলিবে, না হয় পায়ের নীচে ফেলিবে। মসজিদে হইলে পায়ের নীচে না ফেলিয়া কাপড়ে ফেলিবে (কবিরী)। নামাজের মধ্যে নাসিকা হইতে তরল কফ বাহির হইলে মুছিয়া ফেলা উত্তম। (আলমগীরি)।

৮০। যে ফরজ নামাজের পর সুন্নত ও নফল আছে, যেমন জোহর, মাগরিব ও এশা তথায় নামাজ আদায় করিয়া ইমাম স্থান ছাড়িয়া ডাহিনে বামে বা অন্যত্র গিয়া বাকী সুন্নত নামাজ আদায় করিবে। নচেৎ মাকরূহ তাঞ্জীহ হইবে এবং যে ফরজ নামাজের পর সুন্নত ও নফল নাই। যেমন–ফজর ও আছর; তথায় ফরজ নামাজের পর ইমাম কেবলামুখী বসিয়া থাকিলে মাকরূহ তাঞ্জীহ হইবে (শামী)। আলমগীরি কিতাবে আছে– ডাহিনে, বামে, পিছনে বা ঘরে গিয়া সুন্নত নামাজ পড়ুক জায়েজ আছে।

'শামী' কিতাবে আদাবে সালাতের বয়ানের মর্মে জানা যায়, যে ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ আছে, ইমাম ছালাম ফিরাইয়া সেই স্থানে বসিয়া–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ *

এই দোয়া পড়ার সময়ের চেয়ে বেশী সময় বিলম্ব করা মাকরূহ তাঞ্জীহ। কিন্তু সুন্নত নফল পড়ার জন্য ঘরে যাইতে যদি ঐ দোয়ার চেয়ে বেশী সময় লাগে তাহাতে মাকরূহ হইবে না। 'শামী' কিতাবে ইহাও আছে যে, ফরজ ও সুন্নত আদায়ের মধ্যে পার্থিব কথা বলিলে সুন্নতের ফায়দা কম হইবে। 'হাশিয়ায়ে তাহতাবী' কিতাবে আছে–ঘরে গিয়া সুন্নত আদায় করিবার মধ্যে যদি পার্থিব কাজে সুন্নতের ব্যাঘাত

জন্মাইবার আশঙ্কা থাকে তবে ঘরে যাইবে না। কাজেই সাধারণের কর্তব্য যে, ফরজ আদায় করিয়া ডাহিনে, বামে অথবা পিছনে সরিয়া সুন্নত আদায় করতঃ পরে ঘরে যাইবে।

৮১। যে সকল নামাজের পরে সুন্নত ও নফল নাই, যথা ফজর ও আছর, সেস্থলে ইমাম সালাম ফিরাইয়া কেবলামুখী হইয়া দোয়া পড়া মাকরূহ ও বেদায়াত। (আলমগীরি) শামী কিতাবে উহা মাকরূহ তাঞ্জীহ লিখিয়াছে। আলমগীরি কিতাবে ইহাও আছে যে, ইমাম ডাহিনে বা বামে এবং পিছনে কোন মছবুক না থাকিলে মোক্তাদির দিকে ফিরিয়া বসিবে। কিন্তু বেশী সময় বসার আবশ্যক হইলে নিজের হুজরায় গিয়া বসা উত্তম। যেমন–ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত হুজরায় বসা ভাল।

৮২। একা নামাজী বা মোক্তাদির জন্যও উক্ত নিয়মে সুন্নত আদায় করা উত্তম। কিন্তু তাহার সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সুন্নত আদায় করিলেও জায়েজ হইবে। (শামী, আলমগীরি)

৮৩। ফরজের পূর্বের সুন্নত ঘরে পড়িয়া আসিলেও জায়েজ হইবে। (কবিরী)

৮৪। শামী কিতাবে আছে–পায়খানা, পেশাব ও বাদে-গরমের বেগ লইয়া নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরীম। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ৪র্থ অধ্যায়ের শেষ ভাগে আছে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, কবিরী ও শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, জামআতে বা একা নামাজ পড়াকালে পায়খানা বা পেশাবের বেগ হইলে নামাজ ছাড়িয়া দিয়া পরিষ্কার হইয়া নামাজ পড়িবে। যদি ঐ ভাবে নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে হাজত সারিয়া পুনঃ নামাজ দোহ্‌রাইয়া পড়িবে। যদি ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ হয় তবে ঐ অবস্থায় নামাজ পড়িবে, পুনঃ দোহ্‌রাইতে হইবে না।

বাহরুর রায়েক হইতে শামী কিতাবে লিখা আছে, যাহার মর্ম এই–ওয়াক্তের আয় থাকা সত্ত্বে ঐরূপ পায়খানা, পেশাব ও বাদে-গরমের বেগ লইয়া নামাজ পড়িলে, হাজত হইতে পরিষ্কার হইয়া উপস্থিত ওয়াক্তের মধ্যে হউক বা অন্য সময় হউক ঐ নামাজ পুনঃ দোহ্‌রান ওয়াজিব। মারাকিল-ফালাহ ও শামী কিতাবে আছে, বাদে-গরমের বেগ লইয়া নামাজ পড়িলেও ঐ হুকুম। তবে জানাজার নামাজ ঐ অবস্থায় পড়িতে পারিবে। কারণ, জানাজার সময় চলিয়া গেলে পুনঃ পাওয়া যাইবে না। জুমা ও ঈদের নামাজ ঐ অবস্থায় পড়িলে দোহ্‌রাইতে হইবে না। ইমাম দোহ্‌রাইলে তাহার সহিত দোহ্‌রাইবে।

৮৫। আলমগীরি, কবিরী, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, মোলতাকাল-আবহুর, হেদায়া, ফতহুল-কাদির, বাহরুর-রায়েক, দুররুল-হেকাম, শরম্বালালিয়া, নুরুল-ইজা প্রভৃতি কিতাবে আছে, নামাজের মধ্যে দুই পার্শ্বে মুখমন্ডল ফিরান মাকরূহ। শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে এই কৌলকে নিঃসন্দেহে শুদ্ধ বলিয়া লিখিয়াছেন। তাবইনুল হাকায়েক কিতাবে এদিক ও ওদিক চেহারা ফিরান সম্বন্ধে তিনটি কৌল লিখিয়াছেন, যথা–(ক) নামাজের মধ্যে আড়চক্ষে এদিক ওদিক তাকান মোবাহ। দুররুল মুখতার

কিতাবে মাকরূহ তাঞ্জীহ লিখিয়াছেন । হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও শামী কিতাবে ঐরূপ আড়চক্ষে না তাকান ভাল লিখিয়াছেন। (খ) বক্ষঃস্থল কেবলার দিকে রাখিয়া ডানে বামে চেহারা ফিরাইয়া দৃষ্টি করা মাকরূহ। শামী, দুররুল মুখতার ও গায়াতুল আওতার কিতাবে উহা মাকরূহ তাহরীম বলিয়া লিখিয়াছেন। (গ) বিনা ওজরে ডানে, বামে বা পশ্চাতে বক্ষঃস্থল ফিরাইয়া দৃষ্টি করিলে নামাজ বাতিল হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, বক্ষঃস্থল ঠিক রাখিয়া এদিক ওদিক চেহারা ফিরাইয়া চাওয়া সম্বন্ধে হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে হাদীছ অবলম্বনে লিখিয়াছেন, নামাজের মধ্যে এদিক ওদিক তাকান দোজখীদের অর্থাৎ ইহুদী নাছারার কার্য ও অহঙ্কারীদের স্বভাব। শয়তান বেহেশত হইতে পতিত হইয়া এদিক ওদিক তাকাইয়াছিল। কাজেই নামাজের মধ্যে কেহ এদিক ওদিক চাহিবে না।

৮৬। রাস্তার উপর, গোসলের স্থানে, পায়খানা ও পেশাবের ঘরে, কবরস্থানে, নাপাক দ্রব্যের নিকটে এবং জমিতে নামাজ পড়িলে জমীওয়ালা বেজার হয় এই সকল স্থানে নামাজ পড়া মাকরূহ। (এই মাসয়ালাগুলির বিশদ বিবরণ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের মধ্যে পাইবেন।)

যে সকল কাজে নামাজ মাকরূহ হয় না

১। কবিরী কিতাবে আছে, গোসলখানার বৈঠকের স্থানে নামাজ পড়িলে মাকরূহ হইবে না, কারণ তথায় নাপাক থাকার আশঙ্কা নাই।

২। উক্ত কিতাবে আছে, কবরস্থানে স্বতন্ত্র নামাজের জায়গা তৈয়ার করিয়া নামাজ পড়িলে মাকরূহ হইবে না, যদি নামাজের স্থানে কবর না থাকে, যেহেতু কবর পূজকদের সহিত অনুকরণ হয় না।

৩। কোমর বান্ধিয়া নামাজ পড়িলে মাকরূহ হইবে না। (কবিরী)

৪। মসজিদের মধ্যে স্থানাভাব হওয়ার কারণে ইমাম মেহরাবের মধ্যে দাঁড়াইলে মাকরূহ হইবে না। (জামেউর-রুমুজ)

৫। যদি কেহ নামাজ পড়ে আর তাহার সম্মুখে অন্য লোক কেবলাদিকে ফিরান থাকে, ঐ লোকের কেবলাদিকের লোক যদি মুসল্লির দিকে ফেরা না থাকে, তবে মাকরূহ হইবে না। যেহেতু ছুরত পূজকের সহিত মোশাব্বাহ অর্থাৎ অনুকরণ করা হয় না। (শামী)

৬। "মারাকিল-ফালাহ" কিতাবে আছে, মোমবাতী, হেরিকেন, লণ্ঠনের বাতি ও চেরাগ ইত্যাদি সম্মুখে থাকিলে মাকরূহ হইবে না।

৭। দুররুল মুখতার, বাহরুর রায়েক, তাবইনুল-হাকায়েক, শরম্বালালিয়া প্রভৃতি কিতাবে আছে, নামাজের মধ্যে আয়াত, সূরা, তসবিহসমূহ দেলে কিংবা অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্পন্দন দ্বারা ঠিক রাখিলে মাকরূহ হইবে না। সালাতুত-তসবিহ নামাজেরও ঐ হুকুম।

তাবইনুল-হাকায়েক কিতাবে আছে–অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্পন্দকালে যেন যথাস্থান হইতে না নড়ে।

দুররুল-মুখতার ও শরহে বেকায়ার হাশিয়ার মর্মে জানা যায়–সূরা, আয়াত ও তসবিহ নামাজের বাহিরে অঙ্গুলী টিপিয়া হিসাব রাখা মাকরূহ নহে। তাবইনুল-হাকায়েক কিতাবে আছে, যদিও ইহার মধ্যে মতভেদ আছে কিন্তু সহীহ রেওয়ায়েত মতে মাকরূহ নহে। তসবিহ দ্বারা হিসাব রাখাও মাকরূহ নহে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ–'হাশিয়ায়ে-তাহতাবী' কিতাবে আছে, একদা হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক বৃদ্ধার নামাজের বাদ সম্মুখে দেখিলেন কতক পাথর খন্ড ও খেজুর দানা দ্বারা তসবিহের হিসাব রাখিতেছে। ইহা দেখিয়া যখন হযরত রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে নিষেধ করেন নাই কাজেই উহা মাকরূহ নহে।

বর্তমানে ঐরূপ স্থলে হিসাব রাখার জন্য সূতা দ্বারা গাঁথিয়া তসবিহ বানাইয়া লওয়া হইয়াছে। অতএব ঐরূপ তসবিহ মাকরূহ হওয়ার কোনই কারণ নাই। যদি তন্মধ্যে রিয়া না থাকে।

ছোতরার বিবরণ

তাহতাবী, হেদায়া, মাআল-কেফায়া প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায় নামাজীর সম্মুখ দিয়া অন্য লোক যাতায়াতের আশঙ্কা স্থানে নামাজীর সম্মুখে যে আড় বা পর্দা স্থাপন করা হয় তাহাকে ছোতরা বলে।

হেদায়া-মাআল কেফায়া কিতাবে আছে, হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ছোতরা স্থাপন করিয়া নামাজ পড়িয়াছেন ও মারাকিল-ফালাহ কিতাবে সুন্নত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

নামাজীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করা বিশেষ গুনাহের কার্য। গায়াতুল-আওতার কিতাবে এক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন–নামাজীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করা কিরূপ গুনাহের কার্য, গমনকারী তাহা জানিলে চল্লিশ বৎসর বিলম্ব করিতে হইলেও নামাজের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিত না। ছোতরা স্থাপন করার ইহাও এক দলিল।

মারাকিল-ফালাহ কিতাবে আছে, নামাজী ব্যক্তি যদি অনুমান করে যে, তাহার সম্মুখ দিয়া লোক যাতায়াতের পথ আছে, ঐরূপ অবস্থায় ছোতরা স্থাপন না করিয়া নামাজ পড়িলে মাকরূহের গুনাহ হইবে। কিন্তু গায়াতুল আওতার কিতাবে ঐ মাসয়ালা সম্বন্ধে চারি প্রকার মত বর্ণিত আছে। যথা–

(১) নামাজী ব্যক্তি যদি পথ সম্মুখে না রাখিয়া নামাজে দাঁড়ায় ও কোন ব্যক্তি অপর পার্শ্বে যাইবার অন্য পথ থাকা সত্ত্বেও নামাজীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে, তবে কেবলমাত্র যাতায়াতকারীর গুনাহ হইবে।

(২) নামাজী যদি সম্মুখে পথ রাখিয়া বিনা ছোতরায় দাঁড়ায় আর যাতায়াতকারীর অন্য পথ না থাকায় নামাজীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে, তবে নামাজী ব্যক্তিই গুনাহগার হইবে।

(৩) নামাজী ব্যক্তি বিনা ছোতরায় সম্মুখে পথ রাখিয়া দাঁড়াইলে যাতায়াতকারীর যাতায়াতের অন্য পথ থাকা সত্ত্বে নামাজীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিলে উভয়েই গুনাহগার হইবে।

(৪) নামাজী ব্যক্তি যদি পথ বন্ধ না করিয়া নামাজে দাঁড়ায় ও যাতায়াতকারী অন্য পথ না থাকা সত্ত্বে সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে, তবে কাহারও গুনাহ হইবে না।

গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে, অন্ততঃ এক অঙ্গুলী পরিমাণ মোটা ও এক হাত লম্বা ছোতরা স্থাপন করিতে হইবে।

শামী কিতাবে এক হাদিসের মর্মে লিখিয়াছেন যে, চুল পরিমাণ মোটা হইলেও ছোতরার কাজ সারিবে। কিন্তু ঐ কৌল আমল করা যায় না। কেননা দুররুল মোখতার, মবছুত, নূরুল ইজা, শরহে-বেকায়া, হেদায়া প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে যে, অন্ততঃপক্ষে এক অঙ্গুলী পরিমাণ মোটা ছোতরা হওয়া চাই।

এমনস্থলে আরও দেখা যায়, দুররুল মোখতারের শরাহ শামী কিতাব, ঐ শামী কিতাবে আছে–মতনের খেলাফ ব্যাখ্যা থাকিলে মতনের কথাই আমল করা যাইবে। কাজেই ঐ কৌল আমল করা যায় না।

গায়াতুল আওতার হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও বাহরুর রায়েক ২য় খন্ডের মর্মে জানা যায়, মুসল্লির দাঁড়ান স্থান হইতে তিন হাতের চেয়ে দূরবর্তী স্থানে ছোতরা পুতিলে সেই ছোতরা সুন্নত মোতাবেক হইবে।

"শামী" কিতাবের মোছান্নেফ লিখিয়াছেন যে, তিন হাতের চেয়ে দূরে ছোতরা পুতিলে তাহাতে ছোতরার দিকে নামাজ পড়া হয় কিনা এ কথা কোন কিতাবে পাই নাই। অতএব ঐ কথার মর্ম অবলম্বনে কেহ যেন তিন হাতের চেয়ে দূরে ছোতরা না পুতে। শামী, হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, জামেউর রুমুজ প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, ছোতরা মুছল্লির ডাহিন ভ্রু কি বাম ভ্রু বরাবর পুতিতে পারে, কিন্তু ডাহিন ভ্রু বরাবর ছোতরা স্থাপন করা উত্তম।

মুসল্লীর সহিত ছোতরা থাকা সত্ত্বে পুতিতে অক্ষম হইলে এ সম্বন্ধে কেহ বলিয়াছেন পুতিতে না পারিলে ফেলিয়া রাখিবে। মারাকিল-ফালাহ কিতাবে আছে, ছোতরা লম্বাভাবে রাখিবে যেন মনে হয় পুতিয়াছিল, পতিত হইয়াছে। কবিরী কিতাবে লিখিত আছে, নামাজীর সম্মুখে মানুষ কি গাছ কি কোন পশু কিংবা খাম্বা থাকিলে তাহাতে ছোতরার কার্য সারিবে।

শামী কিতাবে আছে, ছোতরা সঙ্গে থাকিলে পুতিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও না পুতিলে হইবে না। যদি পুতিতে না পারে তবে সঙ্গের কোন জিনিস- কিতাব, কাপড় ইত্যাদি থাকিলে তাহা সম্মুখে না রাখিয়া রেখা আঁকিলে তাহাতে হইবে না। যখন সঙ্গে ঐরূপ কিছু না থাকিবে তখন রেখা আঁকিবে। স্মরণ রাখিবে, ঐ রেখা অঙ্কন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। "মারাকিল-ফালাহ" কিতাবে মোতাআখ্‌খেরীন ওলামাগণ হাদীছের মর্ম মতে রেখা অঙ্কিত করা জায়েজ রাখিয়াছেন। "নূরুল ইজা" কিতাবে লিখিয়াছেন, লম্বাভাবে রেখাপাত করিবে। ঐ কিতাবে বহু সংখ্যক ওলামার মতে লিখিয়াছেন, দ্বিতীয়া চাঁদের ন্যায় রেখাপাত করিয়া ছোতরার কার্য সমাধা করিবে। "মবছুত" কিতাবে আছে, মেহরাবের ন্যায় আঁকিবে।

ছোতরা সম্বন্ধীয় কতক মসয়ালা

১। শামী, তাব্‌ইনুল-হাকায়েক, জামেউর-রুমুজ প্রভৃতি কিতাবে আছে, নামাজীর সম্মুখে ছোতরা থাকা অবস্থায় বা না থাকায় নামাজীর সম্মুখ ও ছোতরার মধ্য দিয়া কেহ যাইতে চাহিলে নামাজী মাথা, চক্ষু কিংবা হাত দ্বারা ইশারা করিয়া ফিরাইতে পারে কিংবা তসবিহ (ছোবহানাল্লাহ্) বলিয়া ফিরাইতে পারে। "শামী" কিতাবে লিখিয়াছেন যে, যেহের নামাজ হউক বা চুপের নামাজ হউক, কেরাতের দুই এক কালেমা উচ্চরবে পাঠ করিয়াও ফিরাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত ঐ কিতাবে আরও লিখিয়াছেন যে, নামাজী যদি জানে কোন লোক অন্য নামাজীর সম্মুখ দিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে, তবে সে ঐরূপ ইশারা কি তসবিহ পাঠ করিয়া গমনকারীকে ফিরাইতে পারে। যে লোক নামাজে নাই সে অন্য নামাজীর সম্মুখ দিয়া কাহাকে যাইতে দেখিলে সেও ফিরাইতে পারে। আলমগীরি কিতাবে আছে, এই রীতি পুরুষের জন্য।

প্রকাশ থাকে যে, শামী ও নূরুল-ইজা কিতাবে আছে, তসবিহ ও ইশারা যেন একই সঙ্গে করা না হয়, এক সঙ্গে করিলে মকরুহ হইবে।

ঐরূপ স্ত্রীলোকের নামাজের সম্মুখ দিয়া কেহ যাতায়াত করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে ফিরাইবার জন্য সেই নামাজী স্ত্রীলোক 'তাসবিক্' অর্থাৎ ডান হাতের অঙ্গুলীর পিঠ পার্শ্ব বাম হাতের পেটে তালি বাজাইবে। "গায়াতুল আওতার" কিতাবে শামী ও তাহতাবী কিতাব হইতে লিখিয়াছে–উত্তম এই যে, বাম হাত স্থানচ্যুত না করিয়া ডান হাতের অঙ্গুলীর পেট দ্বারা বাম হাতের পিঠের উপর মারিবে, তাহাতে আমলে-কালিল করা হয়।

"দুররুল-মোখতার" কিতাবে লিখিত আছে, স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় ছুবহানাল্লাহ বলিলে ও পুরুষে স্ত্রীলোকের ন্যায় তালি বাজাইলে নামাজ ফাসেদ হইবে না, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে।

২। নূরুল ইজা ও মারাকিল-ফলাহ কিতাবে আছে, ঐরূপ ইশারা করা ও তসবিহ পাঠ করা জায়েজ, না করা মোস্তাহাব। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে, যদি কেহ নামাজীর সম্মুখ দিয়া যায় তবে তাহাকে কাপড় ধরিয়া কি আঘাত করিয়া আমাদের হানাফী মাজহাব মতে ফিরান জায়েজ নাই।

হাশিয়ায়ে-তাহতাবী, শামী, আলমগীরি প্রভৃতি কিতাবে আছে, ইমামের ছোতরা দ্বারা মোক্তাদি সকলের ছোতরার কার্য চলিবে।

৩। জামেউর-রুমুজ কিতাবে আছে, ইমামের ছোতরায় মছবুকেরও ছোতরার কার্য সারিবে।

৪। গায়াতুল আওতার কিতাবে শামী কিতাব হইতে লিখিয়াছেন, যদি কেহ নামাজীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতে ইচ্ছা করে, তবে ছোতরার উপযুক্ত কোন দ্রব্য সঙ্গে থাকিলে তাহা নামাজীর সম্মুখে রাখিয়া অপর পার্শ্বে যাইয়া সেই দ্রব্য উঠাইয়া লইতে পারিবে।

৫। ঐ কিতাবে আছে, দুই ব্যক্তি মুসল্লির সম্মুখ দিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে, এক ব্যক্তি নামাজীর সম্মুখে দাঁড়াইবে, অন্য ব্যক্তি অপর পার্শ্বে যাইবে, তৎপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দাঁড়াইবে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়ের সম্মুখে দিয়া যাইবে। ঐ কিতাবে আরও লিখিয়াছেন, মুসল্লীর সম্মুখে কেবলামুখী

হইয়া কেহ দাঁড়াইলে কিংবা মুসল্লির সম্মুখ হইতে কিছু উঠাইয়া লইলে কোন গুনাহ হইবে না।

শামী কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেহ মুসল্লীর সম্মুখে লাঠি না পুতিয়া হাতে রাখিয়াই অপর পার্শ্বে যায়, তাহাতে যে ছোতরার কার্য হইবে, তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। প্রকাশ থাকে যে, এমনস্থলে ঐ লাঠি মুসল্লীর সম্মুখে পুতিয়া ছোতরার কার্য সারিবে।

৬। আলমগীরি কিতাবে আছে, যদি কোন সওয়ার ব্যক্তি নামাজীর সম্মুখ দিয়া যাইতে চায়, তবে সওয়ারী নামাজীর সম্মুখে ছোতরা স্বরূপ রাখিয়া অপর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবে।

৭। শামী কিতাবে আছে, নামাজীর সম্মুখে কাপড় কি ঐরূপ কোন দ্রব্য ঝুলান থাকিলে সেই দ্রব্য যদি মাটির সহিত মিশান থাকে আর সিজদার সময় সরিয়া পিঠের উপর আসে এবং মাথা ঐ আড় দ্রব্যের বাহিরে যায় তবুও ছোতরার কার্য সারিবে।

৮। উক্ত কিতাবে আছে, নামাজী কোন খোলা স্থানে নামাজ পড়িতে দাঁড়ায় ও সম্মুখে রাস্তা না থাকে তবে যাতায়াত করিবার আশঙ্কা না থাকিলেও ছোতরা পুতিয়া নামাজ পড়া ভাল।

৯। ঐ কিতাবে আছে, সাধারণের যাতায়াতের রাস্তার উপর ছোতরা স্থাপন করিয়া নামাজ পড়াও মাকরূহ তাহরীম; কারণ রাস্তা নামাজের জন্য হয় নাই।

১০। আলমগীরি কিতাবে আছে, নামাজীর সম্মুখ দিয়া দুইজন লোক পাশাপাশি হইয়া হাঁটিয়া গেলে, যে ব্যক্তি মুসল্লির সম্মুখের দিকে থাকিবে, তাহার গুনাহ হইবে, অন্য জনের গুনাহ হইবে না।

সোহ সিজদার বিবরণ

নূরুল ইজা কিতাবে লিখিত আছে, নামাজের কোন ওয়াজিব ভুলে ছাড়িয়া দিলে কিংবা কোন ওয়াজিব একাধিকবার উপর্যুপরি আদায় করিলে নামাজের মধ্যে যে ত্রুটি হয়, তাহা পূর্ণতার নিমিত্ত তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ার পর এক সালাম অন্তে পুনঃ দুইটি সিজদাহ দেওয়া হয় তাহাকে সোহ সিজদাহ বলে। এই সিজদা করা ওয়াজিব। ইচ্ছা করিয়া ওয়াজিব তরক করিলে গুনাহগার হইবে ও ঐ নামাজ দোহরাইয়া পড়া ওয়াজিব। ঐ কিতাবে লিখিত আছে, সোহ সিজদাহ আদায় করিতে এক সালাম করা নীতি (সুন্নত)। কাজেই সালামের পূর্বে সোহ সিজদাহ করিলে সুন্নত তরকের জন্য মাকরূহ তাঞ্জীহ হইবে। সোহ সিজদাহ সম্বন্ধে কতক মাসয়ালা নিম্নে লিখিত হইল।

১। এক ব্যক্তির নামাজের মধ্যে সন্দেহ হইল যে, দুই রাকআত পড়িয়াছি না চারি রাকআত পড়িয়াছি এই প্রকার সন্দেহ জীবনের প্রথম হইলে নামাজ ছাড়িয়া দিয়া পুনঃ পূর্ণ নামাজ পড়িবে। ঐ প্রকার ভুল জীবনে একাধিকবার হইয়া থাকিলে, বিশেষ চিন্তা দ্বারা নিজের দেল যে দিকে অধিক পরিমাণ ধারণা হয়, সেইরূপভাবে নামাজ আদায় করিয়া সোহ সিজদাহ করিবে।

দ্রষ্টব্যঃ- প্রথম সন্দেহ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কতকে বলিয়াছেন যে, নামাজের মধ্যের প্রথম ভুল; বহু সংখ্যক আলেমের মতে উহাই জীবনের মধ্যে নামাজের প্রথম ভুল।

২। দুই রাকআত নামাজ শুরু করিয়া নামাজের মধ্যে সন্দেহ হইলে বিশেষ চিন্তা করিবে, যদি অনুমানে এক রাকআত পড়া হইয়াছে স্থির হয়, তাহা হইলে বাকী রাকআত আদায় করতঃ

সোহ সিজদাহ করিবে। যদি মনে করে দুই রাকআত পড়া হইয়াছে, তাহা হইলেও সোহ সিজদাহ করিতে হইবে। যদি কোন প্রকার ঠিক করিতে না পারে যে, কয় রাকআত পড়িয়াছে তখন নিম্ন সংখ্যক অর্থাৎ এক রাকআত নামাজ পড়া হইয়াছে ধারণা করিয়া বাকী নামাজ আদায় করতঃ সোহ সিজদাহ করিয়া পূর্ণ করিবে।

৩। ইমাম হউক, কি একা নামাজী হউক, নামাজের মধ্যে ভুলে দাঁড়ানোর স্থানে বসিয়া রহিলে কিংবা বসার স্থানে দাঁড়াইলে সোহ সিজদাহ করিতে হইবে। যদি কেহ বসার স্থানে এমন দাঁড়ায় যে, দাঁড়ানোর দিক বেশী উঠিয়াছে, তখন দাঁড়াইয়া যথারীতি নামাজ পূর্ণ করিয়া সোহ সিজদাহ করিবে। যদি কম উঠিয়া থাকে তবে বসিয়া যাইবে ও নামাজ পূর্ণ করিবে, সোহ সিজদাহ লাগিবে না। (খানিয়া)

৪। দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাজের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় রাকআতে ফাতেহা পড়া ভুলিয়া গেলে বা সূরা মিলান ভুলিয়া গেলে সোহ সিজদাহ করিতে হইবে। (খানিয়া)

৫। চারি রাকআত বিশিষ্ট নামাজের প্রথম দুই রাকআতের প্রথম রাকআতে হউক বা দ্বিতীয় রাকআতে কিংবা উভয় রাকআতে ফাতেহা পড়ার পর সূরা পাঠ করিয়া পুনঃ ফাতেহা পড়িলে সোহ সিজদাহ হইবে না। কেহ বলিয়াছেন, সোহ সিজদাহ লাজেম হইবে। (খানিয়া)

৬। নামাজের মধ্যে সোহ সিজদাহ লাজেম হইলে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ)-এর মতে সোহ সিজদার পূর্বে তাশাহুদ ও দরূদ শরীফ পড়িবে। ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) এর মতে কেবলমাত্র সিজদার পর বৈঠকের তাশাহুদে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। ঐ খানিয়া কিতাবের মোছান্নেফ লিখিয়াছেন, উভয় বৈঠকে দরূদ শরীফ পাঠ করাই উত্তম ব্যবস্থা।

৭। নামাজের মধ্যে ভুলে ফাতেহা না পড়িয়া সূরার কতক পড়িয়াই ফাতেহা পড়িয়া পূর্ব সূরা পড়িলেও সোহ সিজদাহ দিতে হইবে। (খানিয়া)

৮। যদি কেহ ফাতেহা কিংবা কোরআন শরীফের আয়াত প্রথম কি দ্বিতীয় বৈঠকে অথবা রুকু কি সিজদার মধ্যে ভুলে পড়ে, কিংবা রুকু সিজদার মধ্যে তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়িলে উক্ত যে কোন অবস্থায় সোহ সিজদা ওয়াজিব হইবে। (খানিয়া)

৯। প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর দরূদ শরীফের কতকাংশ অর্থাৎ "আল্লাহুম্মা ছাল্লে আ'লা মোহাম্মাদিওঁ" পর্যন্ত পড়িলেও সোহ সিজদা ওয়াজিব হইবে।

১০। শেষ বৈঠকে ভুলে তাশাহুদ পড়ার সময় পর্যন্ত তাশাহুদ না পড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তৎপর স্মরণ হইলে তাশাহুদ পড়িয়া নামাজ পূর্ণ করিলে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে সোহ সিজদাহ ওয়াজিব হইবে। প্রথম বৈঠকে ঐরূপ ঘটিলে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ)-এর মতে নামাজ ফাছেদ হইবে না, সোহ সিজদা ওয়াজিব হইবে। (খানিয়া)

১১। বেতরের নামাজের দোয়া কুনুত পড়ার স্থানে দোয়া কুনুত পড়া ভুলিয়া গিয়া রুকুতে কিংবা বসার মধ্যে স্মরণ হইলে দোয়া কুনুত পড়িবে না, কিন্তু সোহ সিজদাহ ওয়াজিব হইবে (খানিয়া)

১২। ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ছয় তকবির ভুলিয়া নামাজ পড়িলে সোহ সিজদাহ করিতে হইবে। (খানিয়া)

১৩। নামাজের মধ্যে অতিরিক্ত রুকু কিংবা সিজদা করিলে নামাজ ফাছেদ হইবে না। সোহ সিজদাহ করিতে হইবে। (খানিয়া)

(ক) নামাজ পড়ার মধ্যে যদি মুছল্লীর সন্দেহ জন্মে যে, প্রথম তকবির বলিয়াছি কিনা, চিন্তা করার পর যদি মনে হয় আমি তকবির বলিয়াছিলাম, এই চিন্তা করার দরুণ যদি কিছু সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে, তবে সোহ সিজদাহ করিতে হইবে। নচেৎ সোহ সিজদা করিতে হইবে না। (খানিয়া)

১৪। নামাজ আরম্ভ করিয়া মনে সন্দেহ হইল যে, তকবিরে তাহরিমা বলা হইয়াছে কিনা, এই চিন্তা করিয়া পুনঃ তকবিরে-তাহরিমা ও তায়াব্বুজ পড়িয়া স্মরণ হইল যে, প্রথম বলিয়াছিলাম, এমনস্থলে সোহ সিজদা ওয়াজিব হইবে, কিন্তু নামাজ প্রথম তকবির হইতে ধরিতে হইবে।

১৫। জোহরের নামাজ শুরু করিয়া নামাজের মধ্যে সন্দেহ হইল যে, আছরের নামাজ পড়িতেছি। এই ধারণায় এক রাকআত কিংবা কিছু বেশী আদায় করার পর মনে হইল যে, জোহরের নামাজই পড়িতেছি, এমতাবস্থায় সোহ সিজদাহ ওয়াজিব হইবে না। যেহেতু এই নামাজের কোন রোকন নষ্ট হয় নাই।

১৬। জোহরের নামাজ পড়িবার সময় রুকু ও সিজদার মধ্যে জোহর কি আছরের নামাজ পড়িয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে, সেই সন্দেহ দূর করার জন্য যদি কিছু সময় রুকু ও সিজদার মধ্যে বিলম্ব হয়, তবে সোহ সিজদা ওয়াজিব হইবে। (খানিয়া)

১৭। নামাজের মধ্যে হাদাছ (বাদে-গরম) হইলে অজু করিবার জন্য গিয়া অজুর মধ্যে সন্দেহ হইল, দুই রাকআত কি তিন রাকআত পড়িয়াছি, এই সন্দেহ দূর করার জন্য যদি কিছু সময় বিলম্ব করে, তবে এমতাবস্থায় বাকী নামাজ পড়িয়া সোহ সিজদা আদায় করিবে।

১৮। নামাজের তৃতীয় কি চতুর্থ রাকআতের মধ্যে যদি কোরআন শরীফ হইতে কিছু না পড়িয়া থাকে, তবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে যদি ভুলে না পড়িয়া থাকে, তবে সোহ সিজদা করিতে হইবে, ইচ্ছা পূর্বক না পড়িয়া থাকিলে গুনাহগার হইবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে সোহ সিজদাহ হইবে না। (খানিয়া) এই কথাই গ্রহণযোগ্য।

১৯। কতক লোক রাত্রের নামাজ, যেমন মাগরিব ও এশার নামাজ ভুলে তরক করিলে, তাহা যদি দিনে জামআতে আদায় করে আর ইমাম ভুলে কিরাত চুপে পড়ে, তবে তাহাদের সোহ সিজদাহ করিতে হইবে। (খানিয়া)

২০। রাত্রের নফল নামাজ (তারাবীহ) জামআতে পড়িলে ইমাম যদি ইচ্ছা করিয়া চুপে কিরাত পড়ে তবে গুনাহগার হইবে। ভুলে চুপে কেরাত পড়িলে সোহ সিজদাহ করিতে হইবে ঐরূপ দিনের কাজা নামাজ রাত্রে জেহের কিরাত পড়িয়া আদায় করিলে ইমামের সোহ সিজদা করিতে হইবে। (খানিয়া)

২১। এশা ও মাগরিবের নামাজের প্রথম দুই রাকআতে ভুলে কোরআন শরীফের কিছু পড়িয়া তৃতীয় কি চতুর্থ রাকআতে জেহের করিয়া ফাতেহা ও সূরা পড়িয়া নামাজ আদায় করিলেও সোহ সিজদাহ করিতে হইবে। এই কৌল সকলের মতে শুদ্ধ। (খানিয়া)

২২। নামাজে কোন এক সিজদা কিংবা তিলাওয়াতের সিজদাহ যথাস্থানে আদায় না করিলে সোহ সিজদাহ করিতে হইবে। (খানিয়া)

২৩। মছবুক ব্যক্তি ইমামের সহিত ভুলে ছালাম ফিরাইলে তাহার সোহ সিজদাহ হইবে না। যদি বাকী নামাজ সম্পূর্ণ আদায়ের পূর্বে ভুলে ছালাম ফিরাইয়া নামাজ পূর্ণ করে, তবে সোহ সিজদাহ করিতে হইবে। (খানিয়া)

২৪। রুকু হইতে মাথা না উঠাইয়া ভুলে সিজদা করিলে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে নামাজ হইবে, কিন্তু সোহ সিজদা করিতে হইবে। (খানিয়া)

২৫। খানিয়া কিতাবের মর্মে জানা যায়, নামাজে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় রাকআতে হরফে মোকাত্তেআতের আয়াত আরম্ভ করিয়া ভুলে মাত্র 'মোকাত্তেআত' এক হরফ পড়িয়াই নামাজ শেষ করিলে সোহ সিজদা করিতে হইবে।

২৬। যদি শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার সময় পর্যন্ত শুধু বসিয়া ভুলে ছালাম ফিরাইয়া মনে হয় তাশাহুদ পড়ি নাই, তবে তাশাহুদ পড়িয়া ছালাম ফিরাইয়া সোহ সিজদা করতঃ নামাজ শেষ করিবে।

২৭। যদি শেষ বৈঠকে ভুলে তাশাহুদ না পড়িয়া ছালাম ফিরাইয়া পুনঃ তাশাহুদের কতকাংশ পড়িয়া ছালাম ফিরাইয়া ফেলে, তবে ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) বলিয়াছেন, নামাজ ফাছেদ হইবে। ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) বলিয়াছেন, নামাজ ফাছেদ হইবে না। এই কথার উপর ফতোয়া। (খানিয়া)

২৮। মছবুক ব্যক্তি ইমামের সোহ সিজদার তাবেদারী না করিয়া নিজের বাকী নামাজ আদায় কালে, তন্মধ্যে যদি সোহ সিজদা হয় এমন ঘটনা ঘটে, তবে উক্ত দুই কারণে একবার সোহ সিজদা করিতে হইবে। আর যদি বাকী নামাজে সোহ সিজদা না হইয়া থাকে তবুও সোহ সিজদা করিত হইবে। (খানিয়া)

২৯। ইমামের নামাজ পড়িবার মধ্যে যদি সোহ সিজদা হয়, এমন ঘটনার পর ওজু টুটিলে খলিফা নিযুক্ত করিয়া যাওয়ার পর খলিফারও যদি সোহ সিজদার কারণ ঘটে, তবে একবার সোহ সিজদা আদায় করিবে। (খানিয়া)

৩০। ইমামের সোহ সিজদা আদায়ের পূর্বে মছবুক মোক্তাদি দাঁড়াইয়া কিরাত পড়িয়া রুকু করার মধ্যে যদি দেখে যে, ইমাম সোহ সিজদা আদায় করে, তবে ইমামের তাবেদারী করিবে অর্থাৎ ইমামের সহিত সিজদা করিয়া তাশাহুদ পড়িবার সময় বসিয়া ইমামের ছালামের বাদে বাকী নামাজ পূর্ণ করিবে। কারণ, পূর্বে পঠিত সূরা কিরাত বাতিল হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে দাঁড়াইবে না। তাশাহুদ পড়ার পূর্বে মছবুক মোক্তাদির দাঁড়ান মোক্তাদি সম্বন্ধে কয়েক প্রকার ঘটনা আছেঃ-

যথা–এক রাকআত কম পাওয়া মছবুক যদি ইমামের সহিত তাশাহুদ পড়ার মধ্যেই দাঁড়াইয়া কিরাত পাঠ করিয়া থাকে, আর ইমামের তাশাহুদ পড়ার পর ঐ মছবুকের কিরাত পড়া

এত পরিমাণ হয় যে, ফরজ কিরাত আদায় হয়, তবে মছবুকের নামাজ হইয়া যাইবে; নচেৎ নামাজ ফাছেদ হইবে। ঐ প্রকার দুই রাকআত পাওয়া মছবুকেরও ঐ হুকুম। কিন্তু তিন রাকআত না পাওয়া মছবুক যদি ইমামের তাশাহুদ পড়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া যায়, আর তাশাহুদ পড়া শেষ হওয়ার পর যদি এক তছবিহ পরিমাণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সিজদাহ করতঃ শেষ দুই রাকআত পড়িয়া থাকে, তবুও নামাজ আদায় হইয়া যাইবে। ইমামের তাশাহুদ পড়ার মধ্যে দুই রাকআতের রুকু করিয়া থাকিলে নামাজ ফাছেদ হইবে। (খানিয়া)

৩১। চারি রাকআত বিশিষ্ট নামাজের দুই রাকআত পড়িয়া ভুলে নামাজ শেষ হইয়াছে বলিয়া ছালাম ফিরাইয়া স্মরণ হইল দুই রাকআত পড়া হইয়াছে বাকী দুই রাকআত নামাজ পুনঃ পড়িবে কিন্তু সোহ সিজদাহ করিতে হইবে। (খানিয়া)

৩২। নামাজের মধ্যে সন্দেহ হইল যে, বাদে-গরম হইয়াছে, ওজু করিতে রওয়ানা করিয়া মসজিদের মধ্যে থাকিতেই স্মরণ হইল যে ওজু ভঙ্গ হয় নাই, তবে বাকী নামাজ আদায় করতঃ সোহ সিজদা করিবে। এই কৌল ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) এর মতে। (খানিয়া)

৩৩। চারি রাকআত বিশিষ্ট নামাজের তৃতীয় রাকআতে রুকু করিয়া মাথা উঠানোর মধ্যে যদি মনে হয় যে, দ্বিতীয় রাকআতের এক সিজদা বাকী আছে, তখনই ২য় রাকআতের বাকী সিজদা আদায় করিয়া তাশাহুদ পড়িয়া তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত যথারীতি আদায় করিবে ও সোহ সিজদাহ করিবে। (খানিয়া)

৩৪। যদি কোন ব্যক্তির নামাজের মধ্যে সোহ সিজদাহ লাজেম হয় ও ডাহিন দিকে ছালাম ফিরাইবার পর যদি কেহ তার সহিত এক্তেদা করে ও এক্তেদাকারী ঐ ইমামের সোহ সিজদার তাবেদারী করে তবে তাহার এক্তেদা করা শুদ্ধ হইবে। (নুরুল-ইজাহ)

৩৫। চারি রাকআত নফল নামাজের নিয়ত করতঃ দুই রাকআত পড়ার মধ্যে যদি সোহ সিজদাহ লাজেম হয় ও প্রথম বৈঠকেই ছালাম ফিরাইয়া সোহ সিজদাহ করে, তবে নামাজ শেষ করা মোস্তাহাব। যদি শেষ না করিয়া বাকী দুই রাকআত নামাজ পড়ে, তবে শেষ বৈঠকে যথারীতি সোহ সিজদা আদায় করতঃ নামাজ সমাপ্ত করিবে। (নুরুল-ইজাহ) কারণ, প্রথম সোহ সিজদা বাতিল হইয়াছে।

যে সব কারণে সোহ সিজদা করিতে হয় না

১। বসার স্থানে ভুলে দাঁড়াইতে আরম্ভ করিয়া হাঁটুর উপর দাঁড়ায়, এমনস্থলে মনে হইলে বসিয়া যাইবে ও যথারীতি নামাজ আদায় করিবে। সোহ সিজদা করিতে হইবে না। (খানিয়া)

২। প্রথম কিংবা শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া ভুলিয়া গিয়া ছালাম ফিরান মাত্রই স্মরণ হইলে সোহ সিজদা করিবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) এর মতে সোহ সিজদা করা ওয়াজিব হইবে না।

৩। ঐরূপ নামাজে তাশাহুদের কতকাংশ ভুলে না পড়িলে ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে সোহ সিজদাহ ওয়াজিব হইবে। ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ)-এর মতে ওয়াজিব হইবে না। উক্ত কৌলদ্বয়ের মীমাংসা স্থলে আলেমগণ বলিয়াছেন, ইমাম হইলে ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ)

এর মত ও একা নামাজী হইলে ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) এর মত অবলম্বন করিবে। (খানিয়া)

৪। শেষ কায়দায় দুইবার তাশাহুদ পড়িলে সোহ সিজদাহ ওয়াজিব হইবে না। (খানিয়া)

৫। ইমাম কিংবা একা নামাজী ফাতেহার অধিকাংশ পাঠ করিয়া ভুলিয়া গিয়া সূরা মিলাইয়া নামাজ আদায় করিলে তাহার প্রতি সোহ সিজদা ওয়াজিব হইবে না।

৬। তিন কি চারি রাকআত বিশিষ্ট নামাজের তৃতীয় কি চতুর্থ রাকআতে ফাতেহা না পড়িলে জাহের রেওয়ায়েত মতে সোহ সিজদাহ ওয়াজিব হইবে না। (খানিয়া)

৭। নামাজ আরম্ভ করিয়া সন্দেহ জন্মিল যে, তকবিরে-তাহরিমা বলিয়াছি কি না, এইরূপ চিন্তা করিয়া যদি ঠিক হয় যে, তকবিরে-তাহরিমা বলা হইয়াছে, এই চিন্তা করিতে নামাজের কিছু অংশ আদায় করিতে পারে এই পরিমাণ সময় বিলম্ব হইলে সোহ সিজদা ওয়াজিব হইবে, নচেৎ হইবে না।

৮। যদি কেহ সালাম ফিরাইয়া ঐরূপ সন্দেহ হয় যে, কয় রাকআত নামাজ পড়িয়াছি, এই সন্দেহ দূর করার জন্য কিছু বিলম্বের পর যদি ঠিক হয় যে, পূর্ণ নামাজ হইয়াছে, এমতাবস্থায় সোহ সিজদা হইবে না। (খানিয়া)

৯। যদি কেহ নামাজ শুরু করিয়া ফাতেহা স্থলে ভুলে বা ইচ্ছায় তাশাহুদ পড়ে, তবে সোহ সিজদা ওয়াজিব হইবে না। (খানিয়া)

১০। নামাজের মধ্যে তাসমিয়া বা আমিন শব্দ উচ্চরবে পড়িলেও সোহ সিজদা করিতে হইবে না।

১১। যদি কেহ তকবির তাহরিমার সময় হাত উঠান, প্রথম রাকআতে আউজুবিল্লাহ পড়া, বিসমিল্লাহ পড়া, আমিন বলা, ছামিআল্লাহুলিমান হামিদা বলা, রাব্বানা লাকাল হামদ বলা, রুকু ও সিজদার তছবিহসমূহ ও ঈদের নামাজের তকবিরে হাত উঠান, ইহার যে কোন একটি ভুলে ত্যাগ করে, তবে সোহ সিজদা ওয়াজিব হইবে না।

১২। নামাজের তৃতীয় কি চতুর্থ রাকআতে প্রায় সম্পূর্ণ ফাতেহা পড়া হয় কিংবা এক হরফ বাকী থাকে অথবা প্রত্যেক রাকআতে দুইবার করিয়া ফাতেহা পড়িলেও সোহ সিজদা ওয়াজিব হইবে, নচেৎ না।

১৩। ফজরে ফরজ নামাজের মধ্যে সোহ সিজদা করা ওয়াজিব হইলে তাশাহুদ পড়ার সময় পরিমাণ বসার পর যদি সূর্য উদয় হইয়া যায়, তবে ঐ সোহ সিজদা আদায় করিতে হইবে না।

১৪। আছরের নামাজের পর কাজা নামাজ পড়িতেছে, ঐ সময় নামাজের মধ্যে সোহ সিজদা থাকা সত্ত্বে তাশাহুদ পড়ার পরিমাণ সময়ের পরক্ষণেই সূর্যের রং পরিবর্তন হইয়া গেলে সোহ সিজদা করিতে হইবে না। ঐরূপ জুমার নামাজের মধ্যে সোহ সিজদা ওয়াজিব হইলেও তাশাহুদ পড়ার সময়ের পরক্ষণে ওয়াক্ত চলিয়া গেলে সোহ সিজদা করিতে হইবে না। (খানিয়া)

এতদ্ব্যতীত আরও লিখিত আছে, নামাজের শেষ ভাগে এমন কোন ঘটনা হয় যে, নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ হয় না, এমন সময়ের পূর্বক্ষণের নামাজে সোহ সিজদা থাকিলে ঐ সময় সোহ সিজদা করিতে হইবে না। (খানিয়া)

([illegible]) ১৫। নামাজী ভুলে প্রথমে বাম দিকে সালাম ফিরাইলে সোহ সিজদা হইবে না।

১৬। আছরের নামাজের চতুর্থ রাকআতের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়িবার সময় পরিমাণ বিলম্ব করিয়া ভুলে দাঁড়াইয়া ৫ম রাকআত পড়িয়া স্মরণ হয় যে, নামাজ বেশী পড়িতেছে, তখন সালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করিবে, বাকী ৬ষ্ঠ রাকআত আর মিলাইবে না, যেহেতু আছরের বাদ নফল পড়া মাকরূহ। এমতাবস্থায় অনেক আলেমের মতে সোহ সিজদা করিতে হইবে না। ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) বলিয়াছেন, বাকী এক রাকআত মিলাইয়া ৬ রাকআত নামাজ পড়িবে, কারণ এমনস্থানে ইচ্ছা করিয়া নফল পড়া হয় না। এই কৌল গ্রহণীয়। (খানিয়া)

১৭। এক সূরা পড়িবার কথা মনে করিয়া অন্য সূরা পড়িলে সোহ সিজদা হইবে না। (খানিয়া)

১৮। যদি সোহ সিজদা করিয়া মনে সন্দেহ হয়, এক সিজদা করিয়াছি, না দুই সিজদা করিয়াছি; এই সন্দেহ দূর হইলেও সোহ সিজদা করিতে হইবে না।

১৯। চারি রাকআত বিশিষ্ট নামাজের শেষ দুই রাকআতে ভুলে ফাতেহার সহিত সূরা পড়িলে সোহ সিজদা ওয়াজিব হইবে না। (খানিয়া)

নামাজ আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার বিবরণ

শামী কিতাবের এদ্রাকুল ফরিদার বয়ানে লিখিত আছে, নামাজ শুরু করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া কোন সময় হারাম, কোন সময় ফরজ, কোন সময় মোস্তাহাব ও কোন সময় মোবাহ।

১। নামাজ আরম্ভ করিয়া বিনা ওজরে ছাড়িয়া দেওয়া হারাম।

২। আগুন ও পানি হইতে লোকের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া ফরজ। হাশিয়ায়ে-তাহতাবী কিতাবে ঐ বয়ানে আছে, কোন হিংস্র প্রাণীর মুখ হইতে প্রাণে বাঁচিবার জন্য নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া ফরজ।

৩। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- একা নামাজ পড়িতেছে, অন্য কতক লোক জামআতে নামাজ পড়িতেছে, এমতাবস্থায় জামআতে নামাজ পড়িবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া মোস্তাহাব। যদি নামাজের মধ্যে কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে তাহা সংশোধন করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া মোস্তাহাব।

৪। 'দুররুল-মুখতার' কিতাবে আছে, এক দের্হাম (সাড়ে চারি আনা রৌপ্য) পরিমাণ মাল নষ্ট হইবার আশঙ্কা স্থলে নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া মোবাহ (জায়েজ)। 'শামী' কিতাবে লিখিত আছে, নিজের মাল হউক কিংবা অন্যের মাল হউক সহি রেওয়ায়েত মতে ছাড়িয়া দেওয়া মোবাহ। 'আলমগীরি' কিতাবে আছে–এক দেরহাম পরিমাণ মাল চোরে নিতে আরম্ভ করিলে নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া জায়েজ। ঐ কিতাবে আছে, যদি স্ত্রীলোকের রান্নার পাত্রের দ্রব্য নষ্ট হইয়া যাইতে দেখে, (উতলাইয়া বা পুড়িয়া যাওয়া) তবে নামাজ ছাড়িয়া উহা রক্ষা করা জায়েজ আছে। মুছাফের যদি দেখে যে তাহার ছওয়ারীর জন্তু ভাগিয়া যায় বা রাখাল যদি দেখে তাহার বকরী বাঘে হত্যা করে, এমতাবস্থায় নামাজ ছাড়িয়া দিয়া বকরী রক্ষা করিবে। এতদ্ব্যতীত আরও লিখিত আছে– নামাজী যদি দেখে যে অন্ধ পথভ্রষ্ট হইয়া কূপে পতিত হয়, তবেও নামাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে রক্ষা করা জায়েজ, ফরজ নামাজ হউক কিংবা সুন্নত নামাজ হউক।

৫। দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, ফরজ নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলে পিতা-মাতা যদি বিনা আবশ্যকে ডাকে তবে নামাজ ছাড়িবে না। যদি কোন বিষয় ফরিয়াদ করে (কষ্ট পাইয়া কিছু চাহে) তবে নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া জায়েজ। ঐরূপ সুন্নত ও নফল নামাজ পড়িতে দেখিয়াও পিতা-মাতা বিনা কারণে ডাকিলে নামাজ ছাড়িবে না। যদি না জানিয়া ডাকে তবে নামাজী দাঁড়াইয়া কথার উত্তর দিবে।

৬। 'আলমগীরি' কিতাবে আছে–যদি কোন লোক ছাদ হইতে পড়িয়া যাওয়ার, অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার বা পানিতে ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা দেখিয়া কোন নামাজী ব্যক্তিকে ডাকে, তবে নামাজীর নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া জায়েজ আছে। ঐ কিতাবে আরও আছে যদি কোন জিম্মি (বেদীন কর দিয়া বসবাসকারী) মুসলমান হইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে নামাজ ছাড়িয়াও তাহাকে তওবা পড়াইয়া মুসলমান করা জায়েজ আছে।

মুসাফির কাহাকে বলে তাহার বিবরণ

'আলমগীরি' কিতাবে আছে, সহি কওল মতে কম পক্ষে তিনদিন হাঁটিয়া যতদূর যাওয়া যায় ততদূরবর্তী স্থানে যাওয়ার জন্য রওয়ানাকারীকে মুসাফির বলে। মাঝামাঝি রকমের পায়ে হাঁটিয়া চলা কিংবা উটের মাঝামাঝি চলনের ন্যায় চলিবে। দিনের সময় সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু সহি কওল মতে জানা যায় বৎসরের মধ্যে যে দিন ছোট এমন দিনের ফজর হইতে হাটিতে আরম্ভ করিয়া সূর্য পশ্চিম দিকে হেলা পর্যন্ত অর্থাৎ জোহরের ওয়াক্তের পূর্ব সময় পর্যন্ত হাঁটিয়া বিশ্রাম করিয়া পরদিন ফজরে রওয়ানা করিয়া দ্বিপ্রহরের পরক্ষণে বিশ্রাম করিবে। এইরূপে তিনদিন হাঁটিয়া যতদূর যাইতে পারে ততদূর পর্যন্ত ভ্রমণকারী মুসাফিরের মধ্যে গণ্য। দুররুল-মোখতার কিতাবে লিখিত আছে- কোন রাস্তার মাঝামাঝি চলনে তিন দিন লাগে, ঐ রাস্তার ঐ তিনদিনের রাস্তা দ্রুতবেগে চলিয়া দুইদিনে অতিক্রম করিতে পারিলেও সেস্থানে 'কছর হইবে। এই কথার মর্মে জানা যায়–রেল, স্টীমার কি মোটরে, কি উড়োজাহাজে কিংবা বহু তেজ চলনেওয়ালা নৌকায় তিনদিনের পথ একদিনে, কি এক প্রহরে কিংবা তিন ঘন্টা, কি এক ঘন্টায় অতিক্রম করিতে পারিলেও কছর পড়িতে হইবে।

আলমগীরি কিতাবে আছে, নদীতে চলা সম্বন্ধে সহি কওল মতে জানা যায়, মাঝামাঝি রকমের বাতাসে ঐরূপ ফজর হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলিয়া তিনদিন চলার পরিমাণ দূরবর্তী স্থানে গমনকারী মুসাফির মধ্যে গণ্য হইবে।

মোলতাকাল-আবহুর, আনকারাবী, ছগিরী প্রভৃতি কিতাবে আছে, মাইলের হিসাবে কেহ বলিয়াছেন পনর ফারছং অর্থাৎ ৪৫ মাইল, কেহ বলিয়াছেন ২১ ফারছং X৩=৬৩ মাইল, কেহ বলিয়াছেন ১৮ X৩=৫৪ মাইল দূরবর্তী স্থানে যাইবার নিয়তে রওয়ানা করিলে মুসাফির মধ্যে গণ্য হইবে। কিন্তু মাইলের হিসাব অনুযায়ী মুসাফির হওয়ার নীতিটি আমল করা যায় না, তাহার কয়েকটি কারণ নিম্নে বর্ণনা করা হইতেছে।

(ক) (১) মাজমাউল-আনহুর, (২) বাহরুর-রায়েক, (৩) আরকানে-আরবা, (৪) দুররুর মোখতার, (৫) গায়াতুল আওতার, (৬) মোলতাকাল আবহুর, (৭) ফতহুল কাদির (৮) হেদায়া প্রভৃতি কিতাবে আছে, ঐ মাইলে হিসাব ধরা যাইবে না অর্থাৎ অশুদ্ধ।

(খ) মাজমাউল-আনহুর, দুররুল-মুখতার, বাহরুর-রায়েক প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে, মাইলের হিসাব হাদিসের ও আমাদের হানাফী মাজহাবের খেলাফ (বিপরীত)।

ফতহুল কাদির, বাহরুর -রায়েক, আরকানে আরবা প্রভৃতি কিতাবে প্রমাণ করিয়াছেন, তাহার মর্ম এই যে, যদি মাইলের হিসাবে ১৫ ফারছং অর্থাৎ ৪৫ মাইল ধরা যায় তাহা হইলে যদি পাহাড়ের পথে ৪৫ মাইল যাইতে হয় তবে হয়ত তিন দিনের বেশী লাগিবে। কাজেই হাদিসের উল্টা হইয়া পড়ে। এখন বিবেচনার বিষয় যে, ৬৩ মাইল দূরবর্তী পথে যাইতে হইলে কতদিনের আবশ্যক। কাজেই ঐ কৌল আমল করা যায় না।

কছর নামাজ পড়িবার বিবরণ

গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে–মাগরিব ব্যতীত প্রথম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর মুসাফির কি মুকিম অবস্থায় প্রত্যেক ওয়াক্তে দুই রাকআত ফরজ নামাজের হুকুম ছিল। কিন্তু হিজরতের পর হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা শরীফে গিয়া মুকিম হইলেন, তখন তিনি জোহর, আছর ও এশা চারি রাকআত করিয়া পড়িয়াছিলেন। পরে হযরতের মুসাফিরি অবস্থায় আল্লাহ তাআলা ৪র্থ হিজরীতে অহি নাজেল করেন। সেই সময় হইতে কছরের নামাজ অর্থাৎ চারি রাকআত স্থানে দুই রাকআত নামাজ পড়ার হুকুম হয়। হযরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে–প্রথম উছফান নামক যুদ্ধক্ষেত্রে আছরের নামাজের ওয়াক্তে কছরের হুকুমের আয়াত নাজেল হয়। এই কথা তাহতাবী কিতাবেও আছে।

আলমগীরি কিতাবে লিখিত আছে–মুসাফির ব্যক্তির চারি রাকআত বিশিষ্ট ফরজ নামাজের দুই রাকআত পড়া আমাদের হানাফী মাজহাব মতে ওয়াজিব। কছর না করিয়া চারি রাকআত পড়িলে গুনাহগার হইবে। এই ওয়াজিব অর্থ ফরজ।

বাদায়ে ও আরকানে আরবা কিতাবে মুসাফিরের জন্য চারি রাকআত স্থলে দুই রাকআত নামাজ পড়া ফরজ লিখিয়াছেন। আলমগীরি কিতাবে আছে–যদি কেহ কছর নামাজ পড়ার স্থানে পূর্ণ নামাজ পড়ে ও প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পরিমাণ বসিয়া থাকে, তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত নফল মধ্যে গণ্য হইবে; কিন্তু সালামের বিলম্বের দরুণ গুনাহগার হইবে। আর যদি দুই রাকআতের পর না বসিয়া থাকে তবে নামাজ ফাছেদ হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, ঐ কিতাবে আছে–কছর নামাজের প্রথম দুই রাকআতের যে কোন রাকআতে কেরাত না পড়িলে নামাজ ফাছেদ হইবে। এই কৌল আমাদের হানাফী মজহাবের।

কোন্ অবস্থায় কছর নামাজ পড়িতে হইবে তাহার বিবরণ

১। আলমগীরি কিতাবে আছে, যে ব্যক্তি তিনদিন দূরবর্তী স্থানে যাইবার মানসে নিয়ত করতঃ ভ্রমণে বাহির হয়, তখন তাহার প্রতি কছর নামাজ পড়া ওয়াজিব।

২। আলমগীরি ও দুররুল মোখতার কিতাবে আছে, নিয়ত না করিয়া যথাক্রমে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিলেও কছর পড়িতে হইবে না। ঐ কিতাবে উদাহরণ আছে। যেমন-এক ব্যক্তি গোলাম তালাশের জন্য বাহির হইয়া যথাক্রমে দূর হইতে দূরদেশে গেলেও মুসাফিরের মধ্যে গণ্য হইবে না। প্রকাশ থাকে যে, যে কোন উদ্দেশ্যে ঐরূপ ভ্রমণ করুক ঐ হুকুম।

৩। আলমগীরি কিতাবের মর্মে জানা যায়, ঐরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনদিনের বেশী দূর হইতে দূরদেশে গেলেও কছর পড়িতে হইবে না, কিন্তু যখন বাড়ীর দিকে ফিরিবে তখন বিনা নিয়তে কছর পড়িতে হইবে।

৪। তিন দিনের রাস্তা বলিয়া দেলে বিশ্বাস হইলেই মুসাফির হইবে। (আলমগীরি)

৫। যদি কেহ নিজ বাড়ী হিযরত (ত্যাগ) করিয়া অন্যত্র কোন স্থানে নূতন বাড়ী তৈয়ার করে, তবে ঐ নূতন বাড়ী হইতে ছফরের নিয়ত করতঃ বাহির হইয়া পূর্ব বাড়ীতে পৌছিলে কছর পড়িতে হইবে। কিন্তু পূর্ব বাড়ী হইতে মুসাফিরি নিয়তে বাহির হইয়া নুতন বাড়ীতে পৌছিলেই মুকিমের মধ্যে গণ্য হইবে, কছর নামাজ পড়িবে না। (শরহে বেকায়া ও শামী)

৬। কোন মুকিম 'ক' নামক স্থান হইতে সফরের নিয়ত করিয়া 'খ' নামক স্থানে গিয়া তথায় ১৫ দিন বিলম্ব করিবার নিয়ত করিলে কছর না পড়িয়া পূর্ণ নামাজ পড়িবে। আবার 'খ' নামক স্থান হইতে 'গ' নামক স্থানে গিয়া ১৫ দিন বিলম্বের নিয়ত করিয়া পূর্ণ নামাজ পড়িতে হইবে। 'গ' নামক স্থান হইতে পুনরায় রওয়ানা করিয়া 'খ' নামক স্থানে গেলে কছর নামাজ পড়িতে হইবে। পূর্ব মুকিমের নিয়ত বাতিল হইবে। (শরহে বেকায়া)

৭। বাড়ী হইতে মুসাফিরী নিয়ত করিয়া পথিমধ্যে পনের দিন থাকিবার নিয়ত করিয়া কিছুদিন পর বাড়ীতে আসিয়া পুনঃ মুসাফিরী নিয়তে রওয়ানা করিয়া উক্ত স্থানে উপস্থিত হইলে পনের দিন থাকিবার নিয়ত না করা পর্যন্ত তথায় কছর নামাজ পড়িতে হইবে। (শরহে বেকায়া)

৮। মুসাফিরী নিয়ত করিয়া পথিমধ্যে মুকিমের নিয়ত করতঃ কিছুদিন থাকিয়া পুনঃ মুসাফিরী নিয়তে কতদূর গিয়া পুনঃ পূর্বস্থানে আসিলে মুসাফির হইবে। পূর্ব মুকিমের শর্ত বাতিল হইয়া যাইবে। (শরহে বেকায়া)

৯। কোন ব্যক্তি মুসাফিরী নিয়তে বাহির হইয়া কোন স্থানে গিয়া একামত করিলে তথায় কছর পড়িবে না। সেখান হইতে কিছু দূরে গিয়া পুনঃ একামতের নিয়ত করিলেও সেই স্থান হইতে মুসাফিরী নিয়তে বাহির হইয়া পূর্বস্থানে আসিলে তথায় কছর পড়িতে হইবে। যেহেতু পূর্ব নিয়ত বাতিল হইয়া গিয়াছে। (শরহে বেকায়া)

১০। কবিরী কিতাবের মর্মে জানা যায়, মুসাফেরী নিয়তে বাহির হইয়া কোন স্থানে একামত করিলে, সেই স্থানে চতুর্দিকে যদি দুই দিনের দূরবর্তী ভ্রমণ করে তবুও মুকিম থাকিবে, কছর পড়িতে হইবে না।

১১। গায়াতুল আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায়, মুসাফিরী নিয়তে রওয়ানা করিয়া কিছু দূর অর্থাৎ তিন দিনের চেয়ে কম পথের মধ্যে যাওয়ার সময় কছর নামাজ পড়িবে। ঐ তিন দিনের চেয়ে কম পথিমধ্যের যে কোন স্থান হইতে বাড়ীতে যাইবার নিয়তে ফিরিলেই পূর্ণ নামাজ পড়িতে হইবে।

মুসাফিরের পূর্ণ নামাজ পড়িবার শর্ত সমূহ

গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে-

১। একামত অর্থাৎ পনের দিন এক স্থানে থাকার নিয়ত করা।

২। একত্রে পূর্ণ পনের দিন একস্থানে থাকার নিয়ত করা।

৩। স্বাধীনভাবে নিজের নিয়ত নিজে করা।

৪। মুসাফিরীতে ভ্রমণকালে সম্মুখে কোন গ্রাম কি শহর দেখিয়া একামতের নিয়ত করিলে তথায় গিয়া না থাকা পর্যন্ত মুছাফির থাকিবে।

৫। নির্দিষ্ট এক স্থানের নিয়ত করা।

৬। একামতের উপযুক্ত স্থান হওয়া।

কছর নামাজের নিয়তের বিবরণ

১। মারকানে-মারব, আলমগীরি, বাদায়ে, গায়াতুল আওতার ও শামী প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায়, মুছাফিরের চারি রাকআত বিশিষ্ট ফরজ নামাজ স্থলে দুই রাকআত নামাজ পড়া খোদার হুকুম (ফরজ)। ইহার মর্মে প্রকাশ পায় যে, মুছাফির মাত্র রাকআতেচ্ছালাতে জোহর বা আছর ইত্যাদি নিয়ত করিলে হইবে। কছর না বলিলেও হইবে।

২। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে, মুকিম বাসস্থানের ঘর হইতে বা নিজ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বাসস্থান অতিক্রম করিলেই চারি রাকআত নামাজ স্থলে দুই রাকআত পড়িবে।

৩। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে, যে সকল লোক তাঁবু লইয়া বাস করে তাহারা যদি জনশূন্য মাঠে একামত করে, তাহাদের পূর্ণ নামাজ পড়িতে হইবে। ঐ তাঁবুর মধ্যে যদি অন্যলোক (যাহারা তাঁবুতে বাস না করে) গিয়া একামত করে তবে তাহারা মুকিম হইবে না।

৪। একামতের মৌখিক নিয়ত না করিয়াও পূর্ণ নামাজ পড়িতে পারে। যেমন কোন কাফেলা একস্থান হইতে ১৫ দিনের কি ততোধিক দিন পরে রওয়ানা করিয়া যাইবে, যদি সেই কাফেলার সহিত যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প থাকে তবে মৌখিক নিয়ত না করিলেও হুকুমি একামত হইবে, অর্থাৎ মুকিম বলিয়া ঐ লোকের প্রতি হুকুম হইবে। (গায়াতুল আওতার)

৫। মুছাফিরী অবস্থায় একামত নিয়ত করিলে একামত হইবে না। যথা সমুদ্রপথে। ইহার মর্মে জানা যায়, ষ্টীমার বা নৌকায় ভ্রমণকারীদের একামত শুদ্ধ নহে। জনশূন্য চরে বা এক নিয়ত দুই স্থানে, যেমন মক্কা শরীফ ও মিনায় দুই স্থানে একত্রে পনের দিন থাকিবার নিয়ত করিলে একামতের নিয়ত শুদ্ধ হইবে না। চাই দুই স্থানই শহর হউক, কি এক স্থান শহর ও অন্য স্থান গ্রাম হউক। (গায়াতুল আওতার)

৬। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে, হাজী লোক জিলহজ্জের দশই তারিখের মধ্যে মক্কা শরীফে পৌছিয়া যদি ঐ স্থানে পনের দিন থাকিবার নিয়ত করে তবে একামতের নিয়ত শুদ্ধ হইবে না। কারণ, ঐ হাজীর আরফাত ও মিনা বাজারে যাইতে হইবে অথচ ঐ একামতের নিয়ত দুই তিন স্থানে থাকার জন্য করা হইয়াছে।

৭। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে, গোলাম ও স্ত্রীলোক, মনিব ও স্বামীর সহিত একত্রে মুছাফির হইলে গোলাম বা স্ত্রীলোকে একামতের নিয়ত করিলে নিয়ত কামেল (উপযুক্ত) হইবে না, কারণ মনিব ও স্বামী অন্যত্র চলিয়া গেলে গোলাম বা স্ত্রীর তথায় থাকিবার অধিকার থাকে না। মনিব ও স্বামী একামতের নিয়ত করিলে গোলাম ও স্ত্রীর একামতের নিয়ত করার আবশ্যক হইবে না; কিন্তু মনিব ও স্বামী একামত করিয়া থাকিলেও যতক্ষণ পর্যন্ত গোলাম ও স্ত্রী তাহা না জানিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কছর নামাজ পড়িবে।

৮। গায়াতুল আওতারের মর্মে জানা যায়, মুছাফির ব্যক্তি যদি কোন শহর বা স্থানে গিয়া চাকুরী করার জন্য কিংবা কোন ব্যবসার জন্য কিংবা অন্য কোন কারণে গিয়া কাল যাইব কি পরশু যাইব, এইরূপ করিতে করিতে যদি বৎসরকালও অতিবাহিত করে তবুও কছর পড়িতে হইবে।

৯। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে, যুদ্ধের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যে সৈন্যগণ উপস্থিত থাকিবে, তাহারা কছর নামাজ পড়িবে। ইহা ছাড়া যদি কোন দারুল-ইসলামের মধ্যে অন্য কওমের কেল্লা আক্রমণ করার জন্য বা কেল্লার চতুষ্পার্শ্বে পাহারাদার স্বরূপ থাকে তাহারাও কছর নামাজ পড়িবে কিন্তু যদি কেহ দারুল-হরবের মধ্যে অন্য কোন কওমের অধীনতা করে, তবে সে পূর্ণ নামাজ পড়িবে। কারণ অধীনতা স্বীকারকারী ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার বাধা বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে না।

১০। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে, যদি কতক লোক বাদশার অধীনতা স্বীকার পূর্বক পলায়ন করে ও তাহাদিগকে অন্য শহরে কি অন্যস্থানে এ বাদশার সৈন্যগণ ধরিবার জন্য তাহাদের চারি পার্শ্বে পাহারাদার স্বরূপ থাকে, তবে তাহারা একামত করিয়া থাকিলেও কছর নামাজ পড়িবে।

১১। মুছাফির ব্যক্তি যদি স্মরণ থাকা সত্ত্বে পূর্ণ নামাজ পড়ে ও প্রথম বৈঠকে বসিয়া থাকে, তবে গুনাহের সহিত ফরজ আদায় হইয়া যাইবে ও অতিরিক্ত দুই রাকআত নফলের মধ্যে গণ্য হইবে। যেরূপ ফজরের দুই রাকআত স্থানে চারি রাকআত পড়িলে শেষ দুই রাকআত নফলের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইবে। ঐ কিতাবের মোছান্নেফ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐরূপ করার চারিটি দোষ ঘটে। যথা–

(ক) আখেরী (শেষ) সালাম বিলম্বে করা হয়।

(খ) কছর ওয়াজিব ছিল, তাহা তরক করা হয়।

(গ) নফলের জন্য তকবিরে তাহরিমা ওয়াজিব ছিল, তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

(ঘ) ফরজের সহিত নফল নামাজ একত্রিত করিয়া পাড় হয়। শরীয়ত অনুযায়ী এই সকল জায়েজ হয় না।

কোহেস্তানী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, এরূপ দোষী ব্যক্তি গুনাহগার হইবে, যেন আগুনের লায়েক হইল। শামী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, মুছাফের ব্যক্তি পূর্ণ নামাজ পড়িলে মাকরূহ তাহরিমের গুনাহে পতিত হইবে।

১২। মুছাফির যদি পূর্ণ নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রথম কায়দা ভুলিয়া যায় তবে ফরজ বাতিল হইয়া যাইবে ও সম্পূর্ণ নামাজ নফল হইবে। যদি তৃতীয় রাকআতের রুকুর মধ্যে

সিজদার পূর্বে একামতের নিয়ত করে তবে ফরজ বাতিল হইবে না; কিন্তু রুকু ও কেয়াম পূণঃ আদায় করিয়া যথারীতি নামাজ পড়িতে হইবে। সিজদার মধ্যে গিয়া একামতের নিয়ত করিলে ফরজ বাতিল হইবে ও সকল নামাজ নফলের মধ্যে গণ্য হইবে। (গায়াতুল আওতার)

১৩। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে, মুছাফিরের পিছনে মুকিমের এক্তেদা করা জায়েজ আছে। চাই ওয়াক্তিয়া নামাজ হউক, কিংবা একই কাজা নামাজ হউক। যখন মুছাফির নামাজ হইতে বাহির হইবার জন্য ছালাম ফিরাইবে তখন মুকিম মোক্তাদি দাঁড়াইয়া বাকী নামাজ আদায় করিবে; কিন্তু কেয়ামের মধ্যে ফাতেহা ও কেরাত পড়িতে হইবে না; শুধু ফাতেহা পড়িতে পারে এই পরিমাণ সময় দাঁড়াইয়া থাকিয়া যথারীতি নামাজ আদায় করিবে। কবিরী কিতাবে আছে, ঐ বাকী রাকআতে ফাতেহা পড়িলে মাকরূহ তাহরীমের গুনাহ হইবে।

১৪। দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে-মুছাফির মুকিমের ইমামতি করিলে নামাজের শেষ সালামের পরক্ষণেই সকলকে জানাইয়া দেওয়া মোস্তাহাব। ইমাম বলিবেন আমি মুছাফির, মুকিম সকলে নামাজ পূর্ণ করুন। খানিয়া কিতাবে আছে, ইমামের অবস্থা মোক্তাদিগণের জানা আবশ্যক। এই দুই মতের মীমাংসা স্থলে হিন্দিয়ার হাশিয়া কিতাবে লিখিত আছে- ইমামের অবস্থা জানা আবশ্যক, চাই প্রথমে হউক কি পরে হউক। শরহে এরশাদ কিতাবে আছে, ইমামের মোস্তাহাব প্রথমেই মোক্তাদিগণকে জানাইয়া দেন আমি মুছাফির, যদি প্রথমে না জানাইয়া থাকেন তবে শেষে জানাইয়া দিবেন।

১৫। মুছাফের ইমাম যদি শুধু মুকিম মোক্তাদিগণের নামাজ পূর্ণ করিবার নিয়তে একামত করে, তবে ইমামের একামত শুদ্ধ হইবে না, ঐ ইমামের দুই রাকআত ফরজ ও দুই রাকআত নফল হইবে। মুকিম মোক্তাদিগণ ঐ ইমামের এক্তেদা করিলে মোক্তাদির নামাজ ভঙ্গ হইবে। কারণ, নফলের সহিত মোক্তাদিগণের ফরজ পড়া হইয়াছে। (গায়াতুল আওতার)

১৬। মুকিম ইমামের পিছনে মুছাফিরের ওয়াক্তিয়া নামাজের এক্তেদা করা জায়েজ আছে। ইমামের সহিত চারি রাকআত ফরজ হইয়া যাইবে। কিন্তু কছর কাজা পড়নেওয়ালা ইমামের সহিত চারি রাকআত কাজা বিশিষ্ট মুকিমের এক্তেদা করা জায়েজ নাই। (গায়াতুল আওতার)

১৭। মুছাফির যদি আমানে থাকে ও কোন তারাদ্দুল (ব্যস্ততা) না থাকে তবে সহীহ কওল মতে সুন্নত নামাজ পড়িবে। বিপদের আশঙ্কাস্থলে সুন্নত না পড়িলে চলিবে। (দুররুল মুখতার) কারণ ওজর বর্তমান আছে। অন্য এক রেওয়ায়েত মতে ফজরের সুন্নত পড়িতে হইবে, কারণ ঐ সুন্নত ওয়াজিবের ন্যায়। আরকানে-আরবা কিতাবে লিখিয়াছেন, আমাদের মাশায়েগণ বলিয়াছেন, মুছাফির ফজরের সুন্নত ছাড়িবে না, কারণ ইহা ওয়াজিবের ন্যায়।

১৮। তাকবিরে-তাহরিমা বান্ধিতে পারে, এমন শেষ ওয়াক্তে যদি কেহ বালেগ ও আকেল ঠিক হয়, এমন সময় মুছাফির হইলেও কছর নামাজ পড়িতে হইবে। (গায়াতুল আওতার)

১৯। মুকিম কাজা নামাজ মুছাফিরীতে পড়িতে পূর্ণ পড়িবে। মুছাফেরী কালের কাজা নামাজ মুকিম হইলেও কছর পড়িবে। (শরহে বেকায়া, আরকানে আরবা)

২০। গায়াতুল আওতারের মর্মে জানা যায়, মুছাফির তিন স্থানে উপস্থিত হইলে একামতের নিয়ত না করিলে মুকিম হইয়া যাইবে ও পূর্ণ নামাজ পড়িবে।

(১) জন্মভূমি–যে স্থান হইতে হিযরত করা হয় নাই।

(২) নুতন বাড়ী–যে স্থানে আহ্‌লে পরিবার বাস করে।

(৩) যে স্থানে বিবাহ করিয়া বাস করে।

২১। গায়াতুল আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায়, মোকাতেব-গোলাম (নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকা দিয়া যে গোলাম মুক্তি পাইতে পারে) যদি টাকা পরিশোধ করিবার জন্য মনিবের আদেশ লইয়া ঐ টাকার তালাশে যায়, তবে এমতাবস্থায় মুছাফিরীতে একামতের নিয়ত করিয়া কছর নামাজ পড়িতে পারিবে।

যাহাদের একামতের নিয়ত শুদ্ধ নহে

১। বাদশাহের সঙ্গে মুছাফেরীতে লস্করের অর্থাৎ যে লস্কর বাদশাহের নিকট খোরাক পায়, তাদের একামত বাদশাহ ভিন্ন শুদ্ধ হইবে না।

২। মাসিক ও বাৎসরিক বেতনভোগী মজুর মনিবের সহিত মুছাফেরীতে গেলে মনিবের একামত ভিন্ন তাহার একামত শুদ্ধ হইবে না। যদি দৈনিক মজুর হয়, আর দিবসান্তে মনিবের কাজ ত্যাগ করে, তবে সেই মজুর একামত করিলে তাহার একামত শুদ্ধ হইবে।

৩। কয়েদ করনেওয়ালার সহিত কয়েদি থাকিলে কয়েদ করনেওয়ালার একামত ভিন্ন ঐ কয়েদীর একামত শুদ্ধ হইবে না। প্রকাশ থাকে যে, জেলখানার কয়েদীরও ঐ হুকুম। (গায়তুল আওতার)

৪। ওস্তাদের সাথে অধীন সাগরেদের অর্থাৎ খোরাক ওস্তাদের জিম্মায় এমন ওস্তাদের সাথে মুছাফেরীতে গেলে ওস্তাদের একামতের নিয়ত ব্যতীত শাগরেদের একামত শুদ্ধ হইবে না।

৫। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে, হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোক বা নাবালেগ বাড়ী হইতে নির্দিষ্ট বহু দূরদেশে মুছাফেরীতে রওয়ানা করিলে ও দুইদিনের পথ বাকী এমনস্থানে স্ত্রীলোক পাক হইলে বা নাবালেগ সাবালেগ হইলে তাহার পূর্ণ নামাজ পড়িবে। কাফের যদি ঐরূপ পথিমধ্যে মুসলমান হয় তবে কছর নামাজ পড়িবে। কারণ হায়েজা স্ত্রীলোক ও বালক মুছাফিরীতে রওয়ানাকালে তাহাদের উপর নামাজ আদায় করা ফরজ ছিল না। স্ত্রীলোকের ওজর আসমানী ও বালকের ওজর শরয়ী ছিল। কাফের ব্যক্তি যদিও রওয়ানাকালে কাফের ছিল কিন্তু সে ওজর ইচ্ছাধীন ছিল, যেহেতু সে যখন ইচ্ছা তখনই মুসলমান হইতে পারিত।

৬। বাদশাহ মুছাফিরীতে বাহির হইয়া যদি নিজ রাজ্যের মধ্যেও ভ্রমণ করে তবুও কছর নামাজ পড়িবে। (গায়াতুল আওতার)

প্রকশ থাকে যে, উক্ত কথার মর্মে জানা যায়, নবাব বা জমিদার মুছাফিরীতে রওয়ানা হইয়া নিজ জমিদারীর মধ্যে ভ্রমণ করিলেও কছর পড়িতে হইবে।

সমাপ্ত

